বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৪, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵

'মুক্তির' পুনরাবির্ভাব

মানভূমের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় ভাব ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় দেশপ্রেমিক ঋষিকল্প নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের মধ্যে মুক্তির প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বিদেশী সরকার ইহাকে সুনজরে দেখিতে পারিতেন না,—মধ্যে মধ্যে ইহার প্রতি কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বিরত হন নাই। মুক্তিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক নিবারণ চন্দ্র রাজদ্রোহের ওজুহাতে ১৯২৯ সালের প্রারম্ভে এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন। তাহাতে মুক্তির প্রকাশ বন্ধ না হইয়া মুক্তির জনসেবার কাজ অবাধে চলিতে থাকে। ১৯৩০ সালে ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সময়ে অবমাননাকর কণ্ঠরোধমূলক 'প্রেস আইন' প্রবর্ত্তিত হইলে তাহার সুযোগ লইয়া স্থানীয় সরকার মুক্তি পত্রিকার কণ্ঠরোধ করিবার প্রয়াস করিলে প্রতিবাদ স্বরূপ মুক্তির প্রকাশ কিছুকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ১৯৩৭ সালে বিহার প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে মুক্তি আবার প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে মুক্তির পরিচালকবর্গের সকলেই একে একে কারাবরণ করিলে ১৯৪১ সালের মধ্যভাগে আবার স্বতই বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪২ সালের প্রারম্ভে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ বন্ধ হইলে পর মুক্তির পুনঃ প্রকাশের আয়োজন হইবার পূর্ব্বেই ১৯৪২ সালের 'ভারত ত্যাগ কর' আন্দোলন সুরু হইয়া যায় এবং সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং প্রায় সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫ সালে সরকার কর্ত্তৃক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহ আবার বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে 'মুক্তির' প্রকাশের চেষ্টা হইতে থাকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তখনো স্বেচ্ছাচারমূলক থাকায় তাহার প্রকাশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। তৎপরে কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্বমূলক অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে পর পুনরায় মুক্তি প্রকাশের চেষ্টা হয় এবং তাহা সফল হয়। মুক্তি প্রকাশ করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ৬ বৎসর পরে মুক্তি জনসেবার জন্য আবার আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইল। আমরা আশা করিতে পারি দেশবাসীগণ মুক্তিকে যে স্নেহপ্রীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন বর্ত্তমানেও সেইরূপ ভাবেই দেখিবেন।

অতুল চন্দ্র ঘোষ
সভাপতি, মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটী।

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

স্বরাজ

স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত

[১৯২৫ সালে "মুক্তির" ১ম বর্ষে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ]

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পরম সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের গুণ বর্ণনায় স্বরাট্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী এই স্বরাট্ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "স্বেনৈব রাজতে ইতি স্বরাট্," অর্থাৎ নিজদ্বারাই যিনি বর্ত্তমান থাকেন তিনিই স্বরাট্। নিজের বিদ্যমানতার জন্য ঈশ্বর অন্য কোন শক্তির অপেক্ষা রাখেন না, আর জীব মায়াশক্তি বা প্রকৃতির অধীন বলিয়া নিজের সত্তার জন্য পরের অপেক্ষা রাখে। জীব হইতে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের নিমিত্তই ভাগবতকার ঈশ্বরকে স্বরাট্‌রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। স্বরাটের অবস্থা বা ভাব উহাই রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষায় "স্বরাজ" রূপ ধারণ করিয়াছে। একটা দেশের স্বরাজ বলিতে উহার অধিবাসীবৃন্দের নিজ শক্তিবলে তিষ্ঠিয়া থাকিবার অধিকার আছে—এই অবস্থাই বুঝিতে হইবে। বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় হিসাবেই উহা বিচার করিতে হইবে। যখন কোন দেশ অন্তরের ও বাহিরের সর্ব্ব প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে তখনই বলিতে পারা যায় যে তথায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে নহে। মানব সমাজে যতদিন মিথ্যাচার ও বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন প্রকৃত স্বরাজের আশা করা বৃথা।

এই হিসাবে যে কোন দেশ আভ্যন্তরীণ পবিত্রতাসাধন ও বাহ্যিক স্বাবলম্বন বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বরাজের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্বরাজ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং স্বরাজের এই আদর্শ ধরিলে ভারতের স্বরাজসাধন, বিদেশী শাসনের হাত হইতে মুক্তি লাভের পরেও চলিতে থাকিবে। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ অন্তর শুদ্ধ না হইলে ইন্দ্রিয়াদির বশই থাকিতে হয় তদ্রূপ জাতীয় জীবনও পবিত্রতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত স্বরাজের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতার অভাবে বশ্যতা স্বীকারের ভাব কোন কোন ভাবে থাকিয়াই যাইবে তাহা পরের দাসত্বই হউক আর জাতিগত লোভ বা দুরাশার দাসত্বই হউক। এই আদর্শের স্বরাজ ও ইউরোপীয় আদর্শের স্বাধীনতার ভিতর পার্থক্য আর কিছু নহে—ইউরোপের বা সেই আদর্শে গঠিত অন্য দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য শুধু জাতীয় স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া ভোগের উপাদান সৃষ্টি এবং তাহার ভোগে জাতিকে বড় করিয়া তোলা, আর উপরি-উক্ত স্বরাজ সাধনের প্রধান লক্ষ্য অন্তঃশুদ্ধি দ্বারা জাতীয় জীবনকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে জাতির অন্তর ও বাহির উভয়ই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। এই আদর্শে কতকটা অগ্রসর হইতে পারিলেও শক্তিশালী ও দুর্ব্বল, বুদ্ধিমান ও মূর্খ অথবা আভিজাত্যে বড় ছোটর ভিতর যে একটা সংঘর্ষের ভাব আছে তাহা প্রবলতা লাভ করিতে পারে না। এমন কি শাসক শাসিতের ভিতর যে একটা কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্বের ভেদ আছে তাহাও দূর করা সম্ভব হয়। মহাভারতের এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি দেশের বর্ণনা আছে—

"ন তত্র রাজাসীৎ ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।
স্বধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞাঃ তে রক্ষন্তি পরস্পরম্॥

অর্থাৎ, সেই দেশে রাজাও ছিল না, শাস্তি দিবার দণ্ডও ছিল না। স্ব স্ব কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন সেই দেশের লোকসকল কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলেই পরস্পরকে রক্ষা করিত। ভারত যেদিন অন্তঃশুদ্ধির পথে এই আদর্শে উপনীত হইতে পারিবে তখনই তাহার স্বরাজ সাধনা সম্বন্ধে সিদ্ধির পথ বহুদূর অগ্রসর হইবে। গান্ধীজী তাঁহার "হিন্দ স্বরাজ্য" গ্রন্থে যে প্রেমময়, শান্তিময়, ও সত্যময় স্বরাজ্যের কথা বলিয়াছেন তাহার লক্ষ্য উপরি-উক্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে হয়। তবে তিনি ব্যবহারিক ভাবে বিচার করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান ভারত যতটা অগ্রসর হইতে পারিবে সেই সীমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বরাজ্যের ছবি আঁকিয়াছেন। উপরি-উক্ত আদর্শই যে গান্ধীজীর লক্ষ্য তাহা তাঁহার একটি উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে তাঁহার বিলাতে অবস্থানকালে তিনি একজন বিশপের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—Swaraj is self-purification and self-sacrifice অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি ও আত্মত্যাগই স্বরাজ। তিনি এই দৃষ্টিতেই স্বরাজের রূপ দর্শন করিয়াছেন; তাই স্বরাজ কথার পরিবর্ত্তে "অনধীনতা" (Independence) কথা ব্যবহার করিতে সম্মত হন নাই।

গান্ধীজী আরও বলেন স্বরাজ কথাটা ভারতের সর্ব্বত্র এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে যে বিদেশ হইতে আমদানি করা অন্য কোন শব্দ দ্বারাই উহার স্থান পূরণ করা যায় না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে মহামান্য দাদাভাই নৌরজী সভাপতিরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রে "স্বরাজ" কথার প্রথম ব্যবহার করেন। তদবধি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বর্ণনায় স্বরাজ কথার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনেকবার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। Independenee অর্থাৎ অনধীনতা কথা অপেক্ষা ইহার ব্যাপকতা বেশী বলিয়াই রাজনৈতিক মতের বৈশিষ্ট্য ইহা দ্বারা সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে—এই হিসাবেও স্বরাজ কথার প্রয়োগ সমর্থিত হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, বিদেশী শাসন উঠিয়া গেলেও যে জাতির সত্বশুদ্ধির নিমিত্ত কংগ্রেসের প্রয়োজন থাকিবে এই ভাবেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, ভারতের শাসনতন্ত্র যাহাতে জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই লোকমতও যাহাতে সত্য ও প্রেমের আদর্শে গঠিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। এই হিসাবে আমার মনে হয় স্বাধীন ভারতেও কংগ্রেসের প্রয়োজন থাকিবে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক দেশ সমূহে নির্ব্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে ভারতের শাসনতন্ত্রে যাহাতে সেই সমস্ত দোষ প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অধিকন্তু তখনকার ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য প্রণালী যাহাতে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থরক্ষায় প্রযুক্ত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত কংগ্রেস একটা বিরাট সংযমসমিতিরূপে কাজ করিবে। অর্থদ্বারা বা বক্তৃতাশক্তি দ্বারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ তখন অসম্ভব হইবে। জনসাধারণের হিতের নিমিত্ত যে যতটা স্বার্থত্যাগ করিবে তাহারই ততটা সাধারণের প্রতিনিধি হওয়ার অধিকার জন্মিবে। ভোট সংগ্রহের চেষ্টায় সমাজে যে কলুষ প্রবেশ করে তাহা নিবারণ করিতে হইলে শাসনতন্ত্রের বাহিরেও একটা প্রবল নৈতিক শক্তি বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। এই নৈতিক শক্তির অধীনে কোন সৈন্যসামন্ত

বা আইনকানুনে ব্যবস্থা থাকিবে না বটে কিন্তু উহা জনসাধারণকে ত্যাগ ও প্রেমের বলে আকৃষ্ট করিয়া শাসনতন্ত্রকে সংযত রাখিবে। পুরাকালে ভারতবর্ষে ঋষিসংঘ যেরূপ করিয়া শক্তিকে সংযমিত রাখিত সেইরূপ এক নবসৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য শক্তিসংঘ ব্যবহারিক ত্রুটি বিচ্যুতির উর্দ্ধে থাকিয়া ভারতকে তাহার স্বরাজ সাধনায় সাহায্য করিবে। অবশ্য ইহা একটা কল্পনা মাত্র, বাস্তব ক্ষেত্রে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব। উপরি উক্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত হউক বা না হউক গান্ধীজীর ইচ্ছা স্বাধীনতা লাভ হইলেও এক শ্রেণীর কর্ম্মী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া ত্যাগ ও প্রেমকেই জীবনের সম্বল করিয়া জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কারের নিমিত্ত জীবনপাত করিবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে স্বরাজের রূপ কল্পনা করিয়াছেন করাচী কংগ্রেসের প্রজার মূল অধিকার (Fundamental rights) নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। উহার সার কথা এই যে নৈতিক সীমার মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম, সভ্যতা, ভাষা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বজায় রাখিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে পারিবে। জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী আচরণ কাহারো পক্ষেই সমর্থিত হইবে না এবং সাধারণতঃ কোন রাজকর্ম্মচারীই পাঁচশত টাকার অধিক বেতন পাইবে না। শ্রমিকদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইবে এবং কৃষকগণ যাহাতে ঋণ-গ্রস্ত না হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তজ্জন্য ভূমি রাজস্ব কমাইয়া দেওয়া হইবে। মদ, গাজা, আফিং প্রভৃতি নেশার দ্রব্যের চলন একেবারে বন্ধকরা হইবে, শুধু ঔষধার্থে উহার ব্যবহার চলিতে পারিবে। বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নরনারীরই শাসনতন্ত্রসমূহে প্রতিনিধি নির্ব্বাচক ভোট দানের অধিকার থাকিবে। নিয়মানুগভাবে সকলেরই অস্ত্রধারণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্বরাজসাধন অর্থে জনসাধারণের এই অধিকার অর্জ্জনই বুঝিতে হইবে। কংগ্রেসের এখন ইহাই লক্ষ্য। বিদেশীর হাত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিবার পর স্বরাজ গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে কাজ করিবে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে তাহাই অনুমান করা যায়। যাহাতে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া সমতার সৃষ্টি করা যায় তৎপ্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। শ্রেণী বিশেষের প্রভুত্ব বা শ্রেণী বিশেষের ধ্বংস উহাতে কল্পিত হয় নাই। সমাজ ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রেণী সংঘর্ষ (Class fight) ঘটিতেই পারে না। ভোগবাদেই শ্রেণী সংঘর্ষের সার্থকতা আছে। কার কতটা ত্যাগ করিবার অধিকার আছে বা কে কোন্ পন্থায় জনসেবা করিবার অধিকারী তাহা লইয়া ত ঝগড়া বাধিবার সম্ভাবনা নাই। ভোগের উপাদান সংগ্রহ লইয়াই কলহ হয়। গান্ধীজী ভোগাধিকারবাদের উপর স্বরাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন না, তজ্জন্যই দরিদ্র ও অস্পৃশ্যের উপর তাঁহার অসীম প্রেম সত্ত্বেও তিনি সামঞ্জস্যের পথেই তাহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ ও সন্ধান দিয়াছেন। দেশের যাহারা গরীব তাহাদের মনে সমান ভোগের আকাঙ্খা সৃষ্টি না করিয়া এবং তদ্বারা ধনীদের উপর বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপন্ন না করিয়া তাহাদের ভিতর এমন শক্তি উৎপন্ন করিতে হইবে যাহাতে কাহারও অত্যাচার সহ্য করা মনুষ্যত্বের হিসাবে তাহারা হীনতা মনে করে। ইহাতে তাহাদের উচ্চ মনোবৃত্তিই জাগিয়া উঠিবে এবং দরিদ্রতা বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য বুদ্ধিও বিকশিত

হইবে। এবরূপ উচ্চভাব লইয়া সামাজিক ক্ষমতা সৃষ্ট হইলেই তাহা স্থায়ী হইবে, নতুবা আজ যাহারা পদদলিত কাল তাহারা শক্তিশালী হইয়া তখন যাহারা দুর্ব্বল রহিবে তাহাদেরই উপর অত্যাচার করিবে। গান্ধীজীর স্বরাজের কল্পনায় অন্তঃশুদ্ধি দ্বারাই সাম্যের প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, "Mobocracy is as dangerous as Plutocracy"—জনতাতন্ত্র ও ধনতন্ত্র সমভাবেই বিপজ্জনক। ধনতন্ত্রে স্বার্থের অত্যাচার এবং জনতাতন্ত্রে বিচারহীন উত্তেজনার অত্যাচার। গান্ধীজী চাহেন শাসনতন্ত্র হইতে স্বেচ্ছাচার বর্জ্জন করিতে। সামঞ্জস্যের পথেই (Policy of adjustment) তাহা সম্ভব।

দেশশাসন ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা লইয়াও অনেক প্রশ্ন উঠিয়াছে। গান্ধীজী একটা সরল সহজ শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী পুরুষ সকলের ভোট লইয়াই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে। প্রদেশ শাসনে ঐ ব্যবস্থাপক সভারই কর্তৃত্ব থাকিবে। তবে সম্প্রতি তিনি গ্রামের সকলকে সাক্ষাৎভাবে সভ্য নির্ব্বাচনে আনিতে চাহেন না। গ্রামের লোক সব মিলিয়া স্ব স্ব গ্রামের দুই একজন বা ততোধিক লোককে তাহাদের পক্ষে ভোট দিবার অধিকার দিবে এবং ঐ সকল গ্রামের প্রতিনিধিগণই নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যথানিয়মে ভোট দিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পরস্পর সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এবং ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যাদি বিষয়ে আদান প্রদানের নিমিত্ত যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইবে তাহার সদস্য নির্ব্বাচনেও পূর্ব্বোক্ত গ্রামের প্রতিনিধিগণই ভোট দিবেন। দেশের পরিবর্ত্তনশীল অদূর ভবিষ্যৎ নৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং ভোট সংগ্রহে যে সকল কলুষ প্রবেশ করে তাহা নিবারণের নিমিত্তই গান্ধীজী এইরূপ সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভোট প্রথার মিশ্রণে দেশের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে নির্ব্বাচনের বিশুদ্ধতাও বজায় থাকিবে এবং এত বড় দেশের নির্ব্বাচন ব্যাপারে যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন তাহাও সংক্ষেপ হইবে। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের প্রভাবে দেশের জনসাধারণের ভিতর যে ত্যাগের ও সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতেই ত্যাগী ও সেবারত লোককে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত জনসাধারণের মনে একটা প্রবণতা আসিবে। এই সাধু মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইলেই ঠিক ঠিক লোক ব্যবস্থা পরিষদে স্থান লাভ করিবে। সেবারত কর্ম্মদক্ষ ত্যাগী লোক দ্বারা যদি ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হয় তাহা হইলে দেশ শাসন করিবার ক্ষমতাও স্বার্থত্যাগী লোকের উপরই ন্যস্ত হইবে। উহার ফলে শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের যে কোন উপায়ে উপরওয়ালার মন যোগাইয়া বেতন বৃদ্ধি এবং তৎসহ বিলাসিতা ভোগের সুযোগ সন্ধানের পরিবর্ত্তে দেশের লোকের সেবা করিয়া কর্ত্তব্য সাধনের তৃপ্তি অর্জ্জন করিবার দিকেই লক্ষ্য থাকিবে। ফলতঃ ন্যায় ও মর্য্যাদার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলার জয়ই ঘোষিত হইবে।

দেশরক্ষণ সম্বন্ধেও গান্ধীজীর মত তাঁহার আদর্শের অনুকূল। তাঁহার বিশ্বাস সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ফলে বর্ত্তমান বিদেশী শাসক সম্প্রদায় যদি বল পূর্ব্বক এই দেশকে অধিকার করিয়া রাখিবার মতলব পরিত্যাগ করে, তবে অন্য কোন বাহিরের শক্তিশালী জাতিরও ভারত অধিকারের কল্পনা আসিবে না। যে কারণে ইংরেজ পশুবলের ব্যর্থতা অনুভব করিবে, সেই কারণেই অন্যান্য জাতিও

তাহাদের আক্রমণের ব্যর্থতা অনুভব করিবে। জগতের ঐতিহাসিক ক্রম বিকাশে এমন একটা অবস্থা আসিতেছে যাহাতে একজাতির সহিত অন্য জাতির বর্ত্তমান আকারের সংঘর্ষ অসম্ভব হইবে। এই বিশ্বাসেই মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন যে ভারতকে অধীন রাখিয়াছে বলিয়াই ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট হইতেছে। এই বিশাল প্রভুত্বের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলেই ইংরেজ জাতির মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিরও শুভবুদ্ধি ফুটিয়া উঠিবে। তখন ভারত রক্ষার প্রশ্ন শুধু আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার প্রশ্নেই দাঁড়াইবে। অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া সেনা বিভাগ ও পুলিস বিভাগ গঠন করিলেই চলিবে। গান্ধীজী ইহাও বিশ্বাস করেন যে ভারতে এমন জনবল আছে যাহাতে অন্যের সাহায্য ব্যতীতও ভারতের লোক দ্বারাই ভারত রক্ষিত হইতে পারে। তবে আফগান প্রভৃতি প্রতিবেশী জাতির সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া অতি অল্প ব্যয়েই তিনি সেনা বিভাগ পরিচালনার পক্ষপাতী। বর্ত্তমানে ভারত রক্ষার ছলে যে রাজস্বের অর্দ্ধেক অংশই ব্যয়িত হয় তাহা তিনি সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করেন। সাম্রাজ্যবাদের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই সমগ্র জাতির স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিরোধী এই অত্যধিক দৈনিক ব্যয় তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং তাহার ফলে গরীব কৃষকদের রাজস্বের হ্রাস করা যাইতে পারে এবং মাদকতা বৃদ্ধির কলুষ ও নিরক্ষরতার অপমান হইতে ভারতকে মুক্ত করা যাইতে পারে। কালক্রমে মহাভারতে যে স্বরাজের আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে যদি ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তবে আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার নিমিত্তও সেনা বিভাগ বা পুলিস বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভবই হইবে না। ভারতকে আদর্শ ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে সত্য ও প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া সমগ্র মানব জাতির উৎকর্ষ সাধনই গান্ধীজীর স্বরাজ সঙ্কল্প। ইহারই অপর নাম এই মর্ত্ত্যরাজ্যে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা (Kingdom of Heaven on earth)। যীশুখ্রীষ্টের ভবিষ্যৎ বাণী গান্ধীজীর স্বরাজ সাধনার ভিতর দিয়া সফলতা লাভ করিয়াছে।

"—কাহারা আজ পথভ্রান্ত জনগণের সংশয় ছিন্ন করিয়া, তাহাদের প্রাণে আশার ক্ষীণ রেখাটুকুকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া বিপুল বেগে লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করিবে? পূর্ব্ব সংস্কারের চাপে অন্তঃসারশূন্য সঙ্কীর্ণচেতা ভাব-বৃদ্ধদের দ্বারা এই কাজ সম্ভব হইবে না। আজ দেশে যুবক-শক্তির দিন আসিয়াছে। নবযুগের আলোকোদ্ভাসিত চিত্ত লইয়া, দেশমাতৃকার পূজায় আত্মবলিদানের আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত, দেশের প্রকৃত তরুণ তাহার নবীন ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ুক, তাহারাই রুদ্ধ স্রোত উন্মুক্ত করিয়া কর্ম্মপ্রবাহে দেশকে প্লাবিত করিতে পারিবে। তাহাদের মতের অহঙ্কার নাই, প্রতিষ্ঠালাভের নীচ প্রবৃত্তি তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতে পারে নাই—স্বার্থলেশ-অবিদ্ধ পবিত্র মন লইয়া তাহারাই দেশকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে। ইহাদের সরল সহৃদয় আহ্বানেই জনগণের প্রাণে আবার সাড়া জাগিবে, তাহাদেরই অপ্রতিহত হৃদয়াবেগ জনগণের অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া সংশয় দ্বিধা দূরে নিক্ষেপ করিবে। ইহাদের আন্তরিক সহায়তায় শক্তিমান্ হইয়া তরুণ কর্ম্মী আজ লক্ষ্যাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইবে। দেশমাতৃকা সাশ্রুনেত্রে সেই অভিযানের প্রতীক্ষাই করিতেছেন।"

—নিবারণচন্দ্র—

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ২২শে অগ্রহায়ণ, সোমবার

মুক্তির পরে

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে। অবশ্যই এই স্বাধীনতা আমরা ঠিক যেমনটি চাহিয়াছিলাম তেমনটি হয় নাই —ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, তবুও ইহা বলিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষ আর বিদেশীর পদানত পরাধীন দেশ নয়। পাকিস্তানই হোক আর হিন্দুস্থানই হোক ভারতবর্ষের অধিবাসী যাহারা, তাহারা আজ বিশ্বের সমস্ত স্বাধীন জাতির সমপর্য্যায় ভুক্ত। নিজেরাই নিজেদের প্রভু, নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে। দেশকে উন্নত করিবার, নিজেকে বিকাশ করিবার পথে—সব চেয়ে বড় বাধা যে পরাধীনতা তাহা সরিয়া গিয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতের অরুণালোকে তাঁহাদের বন্দনা করি যাঁহারা আজ নাই। ১৮৫৭ সালের সিপাহি যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রায় নব্বই বৎসর যাবত ভারতবর্ষকে বিদেশীর কবলমুক্ত করিবার জন্য যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহাদের প্রণাম করি।

দেশবাসী জনসাধারণকে—দেশের গণদেবতাকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের জনগণ যে অপূর্ব ত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে, তাহা ভবিষ্যত ভারতবর্ষকে সর্ব্বকালে প্রেরণা দিবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে পথ উন্মুক্ত হইয়াছে আজ দেশবাসীকে সেই পথে নবীন ভারতকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প লইয়া চলিতে হইবে।

স্বাধীনতা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কর্ত্তব্য আরও কঠোর এবং দায়িত্ব আরও গুরুতর হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া একটা জাতি ও রাষ্ট্রকে সর্ব্বমানুষের কল্যাণের উপযোগী করিয়া তোলা খুবই কঠিন। আজ ভারতবাসীর উপর সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে আসিয়াছে।

কাজ কঠিন, দায়িত্ব গুরুতর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একটা বড় জাতিকে বিদেশী শাসক সমস্ত দিক দিয়া দুর্ব্বল ও পঙ্গু করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সমস্ত বিষয়ে তাহাকে শক্তিহীন ও অধঃপতিত রাখিবার সক্রিয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই। জাতি মেরুদণ্ডহীন হইয়া যেন বাঁচিবার আশাও ছাড়িয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাতির অধঃপতনের যেটুকু বাকি ছিল, তাহাও যেন জোর করিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিল। চরম দুর্দ্দশার মধ্যেও ভারতবর্ষ যে নৈতিক চরিত্র বল রক্ষা করিয়া আসিতেছিল বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ তাহাকেও প্রায় ধূলিসাৎ করিল।

ভারত ছাড়িবার প্রাক্কালে ইংরেজ ভারতবর্ষের প্রতি চরম প্রতিশোধ লইল ভ্রাতৃদ্বন্দ্বকে চরম অবস্থায় আনিয়া। নিঃস্ব, রিক্ত, দরিদ্র ভারতবাসী পরস্পরের মধ্যে হানাহানি করিয়া যে রক্তবন্যা বহাইল তাহার স্রোত ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ছাড়িল।

অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, দারিদ্র ও অশিক্ষায় জন সাধারণ বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় আমরা দেশকে

পাইয়াছি। সর্বোপরি ইংরাজ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া জাতীয় জীবনে এমন কতকগুলি দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে যেগুলি দেশদ্রোহিতার পঙ্কিলতা দ্বারাই পরিপুষ্ট ছিল। ইহার উপরেই বৃটীশ সাম্রাজ্য নির্ম্মিত ও স্থায়ী হইয়াছিল। সেই ক্ষত এখনও শুকায় নাই। জাতীয় জীবনে ইহা গভীর দাগ রাখিয়া গিয়াছে। ইহাকে নিরাময় করিতে সময়ের প্রয়োজন হইবে।

এই অবস্থা আমাদের কাম্য না হইলেও বিদেশীর পরাধীনতা অপেক্ষা ইহা শ্রেয়। স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে জাতি যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে জাতির মধ্যে এই বোধ জাগ্রত না করিতে পারিলে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা দুরূহ হইবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই ভাবই অনুপ্রবিষ্ট করান হইয়াছে যে পরাধীনতার আরাম ও শান্তির লাঞ্ছিত জীবনই চরম সুখময়। স্বাধীনতার রূপ, তাহা যাহাই হোক না কেন, পরাধীন অবস্থা হইতে তাহা যে শ্রেষ্ঠ এই বোধ, এই অনুভূতি যদি জাতির না জন্মে তবে আবার তাহারা পরাধীনতার কারাগৃহেই ফিরিয়া যাইতে চাহিবে। জাতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা চরম দুর্দ্দশার অবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। স্বাধীন হইয়া ও স্বাধীন থাকিয়া যদি আমরা ধ্বংসও হইয়া যাই তাহাও ভাল, কিন্তু পরাধীন হইয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা।

এই আত্মানুভূতি লইয়া আমাদের আজ অগ্রসর হইতে হইবে। যে দুর্জ্জয় পণ লইয়া জাতি স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে তদপেক্ষা কঠোরতর ও দৃঢ়তর সংকল্প লইয়া আজ আমাদের স্বাধীন জাতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

নিরাশা বা হতাশা যেন আমাদের স্পর্শও না করিতে পারে। কঠিন কার্য্য করিতে হইলে কঠিন শক্তির প্রয়োজন হয়, এবং সেই কার্য্য সমাধানের মধ্য দিয়াই শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের জাতীয় জীবনে সে শক্তির অভাব নাই। স্বাধীনতার সংগ্রামে যে আত্মশক্তির পরিচয় জাতি পাইয়াছে, সেই শক্তিই জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে শক্তিমান করিয়া তুলিবে।

আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা ফিরাইয়া পাইয়াছি। যেখানে আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে, যতটুকু কুশলতা যতটুকু দক্ষতা আছে, সমস্ত সংহত করিয়া এই জাতিকে সুস্থ সবল ও মহান করিয়া গড়িয়া তুলিবার ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা দ্বারা আমাদের এই নূতন অভিযানকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাস যেমন বিচিত্র ইহার স্বাধীনতার ইতিহাসও তদপেক্ষা বিচিত্র। আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের লক্ষ্য এমন বিচিত্র সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করা যাহা সর্ব্বকালে বিশ্বমানবের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিবে। সমস্ত পৃথিবী আজ পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; আমাদের ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখন সমস্ত পৃথিবীকে সে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে নবীন ভারতও পৃথিবীর কল্যাণের পথ সুগম করিয়া দিবে।

—•—

"—তা'রা প্রশ্ন করেছিল, 'কি আমরা পাব?' 'কি পাবে? পাবে—কঠোরতা, ক্ষুৎ-পিপাসা, জীর্ণবাস; পাবে—বিনিদ্র রজনী, দীর্ঘ অভিযানে জীর্ণ চরণ; পাবে—নিদারুণ দুঃখ এবং পরিশেষে একটা মহান্ উদ্দেশ্যের সাধনে সিদ্ধির গৌরব।" —গ্যারিবল্ডী।

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশরত্ন রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্ম বার্ষিকী—

গত ৩রা ডিসেম্বর দেশরত্ন রাজেন্দ্র প্রসাদের ৬৪তম জন্মবার্ষিকী হইয়া গেল। রাজেন্দ্র প্রসাদের সমস্ত জীবন দেশের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁহার ত্যাগ, দেশ-প্রেম, প্রতিভা ও কর্মনিষ্ঠা, যে কোন জাতির গৌরবের বিষয়। একদিকে দেশের সঙ্কট সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে দেশকে পরিচালনার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যদিকে স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য যে পরিষদ আছে তাহার সভাপতি হিসাবে গুরুদায়িত্ব তিনি বহন করিতেছেন। দেশরত্ন রাজেন্দ্র প্রসাদ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশে প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকে সফল করিয়া তুলুন ইহাই প্রার্থনা।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে, দিল্লীতে সমস্ত প্রদেশের রাজস্ব মন্ত্রীদের এক মিলিত বৈঠক হইবে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও সেই সংশ্লিষ্ট জমি জমা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে সমস্ত প্রদেশে একটা সম্মিলিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম ঠিক করা। ইতিমধ্যে বহু প্রদেশেই জমিদারী উচ্ছেদ করা সম্বন্ধে আইন তৈয়ারী হইয়াছে এবং হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে এই অবাঞ্ছিত জমিদারী প্রথা যে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলেও সাধারণভাবে দেখা যাইতেছে যে জমিদারগণ নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ইহা বজায় থাকে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে জমিদারী প্রথার উপকারীতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাইয়া—তাহাদের সমর্থন লাভ করার চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই অপচেষ্টার ফলে জনগণ জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে আরও বিরূপ হইয়া পড়িতেছে। কারণ প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পীড়ন ও শোষণ জমিদারের নিকট হইতে তাহারা ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে তাহা বক্তৃতা ও কথায় দূরীভূত হইবার নহে। প্রজাদের সত্যকার সেবক হইয়া তাহাদের কল্যাণের নিমিত্ত ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিয়া যদি তাঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন তবে জমিদারী প্রথার সম্বন্ধে হয়ত কিছু বলিবার থাকিত। কিন্তু তাঁহারা ইহার বিপরীত পথেই চলিয়া নিজেদের ধ্বংসের পথ নিজেরাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা বৃথা।

কণ্ট্রোলের ব্যর্থতার কারণ—

বিহারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ মহাশয় গত ২৫শে নভেম্বর বিহার "চেম্বার অফ কমার্সের" (বণিক সংঘের) এক সভায় বক্তৃতায় কণ্ট্রোল সম্বন্ধে আলোচনা কালে বলেন যে কণ্ট্রোল মূলতঃ খারাপ নয়। ইউরোপে কণ্ট্রোল আছে। সেখানে ইহা জনসাধারণের উপকারই করিয়াছে। তাহার কারণ সেখানকার জনসাধারণের নৈতিক চেতনা সুনির্দ্দিষ্টভাবে উঁচু। ভারতবর্ষে লোকে কণ্ট্রোল চায়না। এখানে ইহা যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে তাহার কারণ কণ্ট্রোল নয়। কণ্ট্রোল দুর্নীতি আনে নাই। ভারতবর্ষের জনসাধারণের নৈতিক মনোবৃত্তি অত্যন্ত নীচু, সেই জন্যই কণ্ট্রোল ব্যর্থ হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান দুর্নীতি ও কণ্ট্রোলের ব্যর্থতার কারণ সমস্তই যে জনসাধারণের নৈতিক অধোগতির উপর চাপান হইয়াছে ইহা ঠিক নয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আমাদের দেশে কণ্ট্রোল বিদেশী গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনে আমদানী করা হয়। জনসাধারণের প্রয়োজন, সুখ, সুবিধা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই। কণ্ট্রোলের যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালান হইয়াছিল তাহা ত্রুটীপূর্ণ ও দোষদুষ্ট ছিল—যাহার সুযোগ সরকারী কর্ম্মচারী ও একশ্রেণীর ব্যবসায়ী দেশে চরম দুর্নীতির কারবার অবাধে চালাইতে থাকে। ইংরেজ শাসনব্যবস্থা চলিয়া যাইবার পর জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহারা এই ত্রুটীপূর্ণ কণ্ট্রোল ব্যবস্থার গলদ দূর করিয়া ইহাকে জনসাধারণের কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারূপে সংশোধন করিতে পারেন নাই—তাহার কারণ যাহাই থাকুক না কেন। যে ব্যবস্থা চলিতেছিল তাহাই চলিতেছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের নৈতিক মনোবৃত্তি যতটা নীচু বলা হইয়াছে বাস্তবিকই তত নীচু কি না তাহা বিচারের বিষয়, এবং একমাত্র তাহার জন্যই যে কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে না। এই ব্যর্থতার জন্য জনসাধারণের তরফ হইতে যে দায়িত্ব, তাহা বেশীর ভাগই তাহাদের অনভিজ্ঞতা, নিশ্চেষ্টতা ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার অভাব। কণ্ট্রোলের ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী—ত্রুটীপূর্ণ ব্যবস্থা, উপযুক্ত আইনের অভাব, বহু ব্যবসায়ী ও বহু সরকারী কর্ম্মচারীর অতিরিক্ত অর্থলোভ ও শোচনীয় নৈতিক অধোগতি ও সর্বোপরি গভর্ণমেণ্টের দুর্নীতি দমনে দৃঢ় হস্তের অভাব। ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের তৎপরতা—

চোরাবাজার ও দুর্নীতি দমনে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সম্প্রতি যে আইন তাঁহারা করিতেছেন তাহাতে চোরাবাজারীদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, ব্যবসায় বন্ধ, প্রদেশ হইতে বহিষ্কার, বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্টকাল আটক প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্বোপরি ব্যবস্থা হইয়াছে যে—চোরা কারবারের জন্য আদালতে যাহার সাজা হইবে, তাহাকে "চোর বাজার আইন ১৯৪৭" এই কথা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া তাহার দোকানের বাহিরে ও ভিতরে নোটীশ এমনভাবে টানাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে খরিদ্দার ও অন্যান্য লোক যাহারা সেখানে যাওয়া আসা করে তাহারা যেন ভাল ভাবে দেখিতে পায়। এবং এরূপ নোটীশ ক্রমাগত তিন মাস ধরিয়া টানাইয়া রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে এই হইবে যে, যাহারা সমাজ ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করে সমাজের কাছে তাহারা প্রকাশ্যভাবে নিন্দিত হইবে ও সমাজে একটা এই রকম অপরাধের প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে। এই ব্যবস্থা যদি অন্যান্য প্রদেশের গভর্ণমেণ্টও গ্রহণ করেন তবে বাস্তবিকই দুর্নীতি দমনে বেশী বিলম্ব হইবে না।

অবাঞ্ছনীয় কার্য্য ব্যবস্থা—

গভর্ণমেণ্ট কেরোশিনের কণ্ট্রোল উঠাইয়া দিয়াছেন। চিনির কণ্ট্রোলও উঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্প দিনের মধ্যে ইহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পূর্ব্বে মজুত চিনি যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে বিলি হইয়া যায় তাহার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী গত ২৯শে নভেম্বর পুরুলিয়ার ভারপ্রাপ্ত এসিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সাপ্লাই অফিসার, জিলা পঞ্চায়েতের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থানীয় দুই জন পাইকারী চিনি ব্যবসায়ীর নিকট মজুত প্রায় পাঁচ হাজার মণ চিনি পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে দিবার ব্যবস্থা করেন। ইনি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন জনসাধারণের স্বার্থের দিক দিয়া ও সরকারী উদ্দেশ্য রক্ষার দিক দিয়াও ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। সমবায় সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া চিনি লইবার ব্যবস্থা করেন। চিনি যখন ওজন হইতেছিল তখন ডেপুটী কমিশনারের আদেশে তাহা বন্ধ রাখিয়া অন্যান্য খুচরা দোকানদারদের দিবার আদেশ হয়। এ বিষয়ে, সমবায় সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ, জিলা কংগ্রেস কমিটীর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবীর রাঘব আচারিয়া ও জিলা পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী তাহার বাসায় যাইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে গেলে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অস্বীকার করেন। চিনি দোকানদারদের দেওয়া হয়। সমবায় সমিতিকে ইহার দুই দিন পরে সহরে বিলির জন্য প্রায় ২৪০০ মণ চিনি দেওয়া হইয়াছে। এই অভিযোগগুলি খুবই গুরুতর। ডেপুটী কমিশনার সাহেব সরকারী নির্দ্দেশ কি পাইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে ১ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে মজুত সমস্ত চিনি জনসাধারণের নিকট বিলি হইয়া যায় এবং ব্যবসায়ীরা কোন ক্রমেই বিলম্বের সুযোগ লইয়া কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার পরেও এই মজুত চিনি অত্যধিক দামে বিক্রয় করিবার সুবিধা না পায়। এ বিষয়ে যে ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে বহু চিনি চোরাবাজারে চলিয়া যাইবে। পুরুলিয়ার সমবায় সমিতি গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত। যদি দুইদিন পরে সহরের বরাদ্দ চিনি সমবায় সমিতিকে দেওয়া হইল তবে দুই দিন পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানের চিনিও এই সমিতিকে না দেওয়ার কি যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে?

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট পরিমাণ চিনি জেলার জনসাধারণের নিকট বিলি করা দরকার। এ অবস্থায়

আইনের সামান্য খুঁটীনাটী বড় কথা নয়। বড় কথা—চতুর ব্যবসায়ীরা যাহাতে কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার সুযোগ লইয়া চোরাবাজার না করিতে পারে। জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত সমবায় সমিতি যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাকে ভার দিলেই ইহার সম্বন্ধে আর কোন আশঙ্কা থাকিত না। যাহা করা হইয়াছে তাহা কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্যত নয়ই বরং ইহাতে নানাভাবে ব্যবসায়ীরা চোরাবাজারের সুযোগ লাভ করিল। আর একদিক দিয়া এই ব্যাপার লইয়া যাঁহারা ডেপুটী কমিশনারের নিকট দেখা করিতে গিয়াছিলেন তাহাদের সহিত আলোচনা করিতে অস্বীকার করিয়া অন্যায় করা হইয়াছে। প্রথমত সাধারণ ভদ্রতা রক্ষা না করার কোন সঙ্গত কারণ কোন দিক দিয়াই থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়ত যাঁহারা জনসাধারণের ভৃত্য তাঁহারা জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যদি বুঝিতে না চাহেন বা সে বিষয়ে যাহারা জনসাধারণের কাজ করিতেছেন তাহাদের সহিত আলোচনাও না করিতে চাহেন তবে তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করিতেছেন বলিয়াই বলিতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করিব।

অগ্নির বোধন

শ্রীনীরদ কুমার রায়

হে অগ্নি! শ্রেষ্ঠ বর দাতা! তুমি সকল জীবের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত রয়েছ। হে ঐশ্বর্য দাতা, তুমি বেদীতে প্রজ্জ্বলিত রয়েছ।

হে উদ্‌গাত্রীমণ্ডলী! সমস্বরে তোমাদের গাথা গান কর। তোমাদের সকলের মন এক লক্ষ্য হোক্।

পুরোহিতগণ যে সকল স্তোত্র আবৃত্তি করছেন তা একই সুরে, একই তানে উচ্চারিত হোক্। তাঁদের মন ও হৃদয় এক হোক্। হে পুরোধাগণ! এস, তোমরা এক মন্ত্রে দীক্ষিত হও, একত্রে সকলের কল্যাণের জন্যে ধূপ দীপ প্রজ্জ্বলিত কর।

তোমাদের দৃষ্টি, অনুভূতি ও অভিলাষ এক হোক, এবং তোমাদের মন ও হৃদয় এক হোক্। তোমাদের মধ্যে সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ একতা বিরাজ করুক।'

ঋগ্‌বেদের শেষ কয়েকটি শ্লোকে উপরোক্তভাবে ভারতের পুরাণ ঋষিরা গান করেছিলেন। বৈদিক ঋষিদের সেই আবেদন রহস্যাবৃত সুদূর অতীতের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে পৌঁচেছে সেই ভাষায়, যে ভাষায় মানবচিত্তের উন্নততম ভাব সমূহ প্রকাশিত হয়েছে এবং উদারতম বাণী সমূহ উচ্চারিত হয়েছে। এই ভারতেরই আকাশতলে মানবজীবনের গভীরতম সমস্যাসকলের অনুধ্যান করা হয়েছে, এবং বহু সমস্যার এমন পূর্ণাঙ্গ সমাধান আবিষ্কৃত হয়েছে যা এখন পাশ্চাত্য চিন্তানেতাগণ নিজ নিজ চিন্তাপ্রণালীর সংশোধন হিসাবে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছেন তাঁদের অন্তর্জীবনকে পূর্ণতর, ব্যাপকতর এবং অধিকতর মানব-ধর্মী করে তোলবার জন্যে।

আজ আমাদের ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ ও একনিষ্ঠ কর্মীগণ তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছেন, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করছেন ভারতবাসী সকল নর-নারীর মধ্যে একতা আনবার জন্যে,—দীর্ঘ তন্দ্রাভিভূত দুঃস্বপ্ন-মথিত অবনত ভারতকে মেঘমুক্ত ক'রে তাকে জগৎ সভায় উন্নত আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। আধুনিক ভারতসন্তানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উপকরণে ভারতীয় সমাজকে নূতনতর গঠন দিতে গিয়ে পথের অনুসন্ধান করতে করতে স্বভাবতই প্রাচীন জীবন যাত্রার নীতি-পদ্ধতির কল্যাণকর নির্দেশের দিকেই ফিরে ফিরে এসে পড়ছেন। আমাদের গৌরবময় অতীতের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে কালোচিতভাবে ভবিষ্যতকে গ'ড়ে তুলতে।

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাঞ্চন-লোলুপ জিঘাংসা বিকৃত জগৎ অধুনা যুদ্ধ-ক্লান্ত হয়ে, চিন্তাকুল হয়ে ভারতের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে তার যুগ-যুগ সঞ্চিত উন্নত আত্মিক চিন্তারাশি ও মহীয়ান সংস্কৃতির অংশ গ্রহণ ক'রে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভের আশায়। লব্ধ-মুক্তি ভারতকে আজ সমগ্র জগতের দেশে দেশে এই মহা অবদান বিতরণ করতে হবে, এবং সেই সব দেশের যা কিছু উৎকৃষ্ট সারভূত চিন্তা

ও তত্ত্ব-সম্পদ তা অবাধে গ্রহণ ক'রে তার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে মিলিয়ে মহোজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠনের কাজে লাগাতে হবে। এই আদান-প্রদানই সবল জীবন ও অগ্রগতির লক্ষণ। এই আদান-প্রদানের জন্যে আমাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে, অবিলম্বে নিজেদের প্রস্তুত ক'রে তুলতে হবে। এই যোগ্যতা আসবে আমাদের আত্মজ্ঞানে, উন্নত উদার চরিত্রের দৃঢ়তায়, সত্যনিষ্ঠায়, কর্ম্মের আন্তরিকতায় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সহায়তায়।

উল্লিখিত ঋক-মন্ত্রগুলি আমাদের হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে থাকুক। একতা ও ভ্রাতৃভাবের পোষণই আমাদের পিতৃপুরুষগণকে ও ভবিষ্যবংশীয়গণকে এক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করে রাখবে,—আমাদের অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে গৌরবে জড়িত করে রাখবে। পরস্পরের প্রতি প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃভাবই আমাদের এই পতিত মৃতপ্রায় জীবনে নবশক্তি দিয়ে আমাদের অনাগত কালকে গরিমাময় করে তুলবে।

আজ ঋক-মন্ত্রের পুরাণ ঋষিদের দ্বারা আহূত শ্রেষ্ঠ বরদাতা, সকল জীবসংযোগকারী ওই আহবনীয় অগ্নিকে বেদন ক'রে আমাদের মিলিত হৃদয়ের পূত-বেদীর উপরে অনির্বাণ রাখতে হবে। মুক্তি যেন এই অনির্বাণ অগ্নির বোধন-বার্ত্তা অতন্দ্রিতভাবে নানা দিক দিয়ে রটনা ক'রে সকলকে এই মহান যজ্ঞে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে।

বীর স্মরণে

(আদিবাসী)

শ্রীঅরবিন্দ এক জায়গায় লিখেছিলেন "To me the ultimate value of a man is not to be measured by what he says, nor even by what he does but by what he becomes'—অর্থাৎ আমার দ্বারা মানুষের সত্যকার রূপ যাচাই হয় তার কথা বা লেখা দ্বারা নয়, তিনি কি করেন তার দ্বারাও নয়—তিনি কি হইয়াছেন শুধু এই মানদণ্ডেই যাচাই করি" একথা অত্যন্ত সত্য। গান্ধীবাদ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলে থাকেন, অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন ও সার্ব্বভৌম মহাব্রত পালন কর্ত্তে গিয়ে অনেকে নানা প্রকার কসরৎ ও করে থাকেন। কিন্তু গান্ধীজি ছাড়া আর একজন ঐ ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে মনে কর্ত্তে হলে আমাদের পুণ্যশ্লোক নিবারণ চন্দ্রের কথাই মনে পড়ে।

আমাদের অত্যন্ত কাছে ছিলেন, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনেকে মেলা মেশাও করেছেন। তাঁর সরল শিশুসুলভ মনোভাব ও ব্যবহারের পরিচয়ও আমরা সকলে জানি। কিন্তু এ সব জিনিষগুলি যে কত বড় সাধনার ফলে মানুষের জীবনে ফুটে উঠে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি। হিংসা করব না, রাগ করব না এগুলির সাধনা কষ্টসাধ্য বটে কিন্তু দুরায়ত্ত নয়। কিন্তু ক্ষমার চোখে দেখব এবং প্রেমপূর্ণভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কর্ব—এগুলি কোনও কোনও মানুষের মধ্যে যুগ যুগান্তের তপস্যার ফলে ফুটে উঠে। নিবারণচন্দ্রের মধ্যে এ জিনিষগুলি এমন সহজ ভাবেই ছিল যে কোনও প্রয়াসের কসরৎ না দেখে আমরা অভিভূত হই নি।

মানভূমকেই নিবারণচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া নিলেন কেন—এটাও একটা ভাববার কথা। মানভূমকে মানব ভূম বলা যেতে পারে। কারণ এখানে মানব সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার স্তরই দেখতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন জঙ্গল বাসিন্দাদের নমুনা থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক পূর্ণ প্রকাশ—সবই আছে এই মানভূমে। অতিমানব নিবারণচন্দ্র সকল স্তরের লোকের সঙ্গেই এমনভাবে মিশতেন যে প্রত্যেকেই মনে করত "তিনি আমার পরমাত্মীয়"। মনে হয় তাঁর বিশাল মানবতার পূর্ণ অভিব্যক্তির সুযোগ পাওয়া যাবে বলেই তিনি মানভূমকে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র করেছিলেন।

তাঁর কথা মনে কর্ত্তে গিয়ে তাঁর এক সুযোগ্য শিষ্যের কথা মনে স্বতঃই জেগে উঠে। সে ছিল আমাদের কিশোরী দাদা। স্বর্গীয় কিশোরী সিংহ সর্দ্দার অবস্থাপন্ন ভূমিজ ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। নিবারণ চন্দ্রের সংস্পর্শে বাড়ী ঘর ভুলে গিয়ে সর্ব্বাধীনভাবে গুরুর অনুগামী হয়ে ছিলেন। কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সহ্য করে, এই দৃঢ়

চেতা বীর ভূমিজ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করে গেছেন তাহা মানভূমের কংগ্রেসকর্ম্মী মাত্রেই জানে। কী গভীর প্রণয় ছিল এই গুরু শিষ্যের মধ্যে তাহা যারা না দেখেছে তারা বিশ্বাস কর্ত্তে পার্ব্বে না। লেখকের মনে আছে প্রথম পরিচয়ের সময়ে নিবারণচন্দ্র কিশোরীকে একজন পরম আত্মীয়ের মতই পরিচয় করাইয়া দেন। চমৎকৃত কিশোরীর মুখে সেদিন যে আনন্দ ফুটে উঠেছিল তাহা আমার আজও মনে আছে।

ভারতের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে এই দুই বীর মুক্তি নিয়ে পরপারে চলে গেছেন। ভারতবাসীরা আজ মুক্তি পেয়ে ভ্রাতৃ-বিরোধ, জাতি বিরোধ, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা সকল রকম আত্মঘাতী কলহে মেতে উঠেছে। আজ ব্যথিত হৃদয়ে এই দুই মানবের মহামানবতার কথা ভেবে দেখছি। উচ্চ নীচের কলহ আজ সমাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে অথচ আমাদের চোখের সাম্‌নেই এই দুটী উচ্চ ও নীচের মিলনাদর্শ জীবন্ত হয়ে ফুটে আছে। যদি সমাজবদ্ধ হয়ে, শান্তিতে আমাদের জীবনকে নবতর উদ্যোগ ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয় তবে আজ আমাদের মনের সকল প্রকার কলুষ মুছে ফেলতে হবে—সকল প্রকার অভিমান চূর্ণ করতে হবে। হউক হিন্দু, হউক মুসলমান, হউক সাঁওতাল, হউক ব্রাহ্মন সন্তান সকলকে মিলিত হয়ে মানবতার ভিত্তিতে নূতন সমাজ প্রতিষ্টা করতে হবে। এ সমাজে কায়িক পরিশ্রম করে সকলকে খেতে হবে—মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃনা থাক্‌বে না।

আপনাদের "মুক্তি" এই বাণী প্রচার করে নূতন সমাজ গঠনে সহায়তা করুক্—ইহাই কামনা করি।

প্রশস্তি

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য

মানভূমের বিজয়ভেরী "মুক্তি" পুনঃ প্রকাশিত হইল। রাষ্ট্রীয় জীবনের উত্থান পতনের সহিত সমভাবে জড়িত, এই "জাতীয় পত্রিকা" তাহার অগ্রগতির বৃহত্তম বাধা অতিক্রম করিয়া আজ নব যুগের নবীন প্রভাতের অরুণালোকে সমুত্তীর্ণ হইয়াছে। হে নব যুগের বার্ত্তাবাহী—তোমাকে সাদরে বরণ করিতেছি।

আজ মনে পড়ে সেদিনের কথা—যে দিন পরাধীনতার পঙ্কিলে আবদ্ধ নিমগ্ন জাতি তার যাত্রার পথ ঘনতমসাচ্ছন্ন দেখিতেছিল—শাসকের শাসন দণ্ড মুক্তির মার্গকে দূর্গম করিয়া রাখিয়াছিল—সেই দিন সেই তমসা সেই শাসনের অবসান কল্পে ঐ দুরত্যয়া মার্গকে সুগম করিতে "মুক্তি" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল সে এক যুগ।

অতীতের ঐ সহস্র বন্ধন মাঝে মুক্তির অমৃত আস্বাদ যিনি পাইয়াছিলেন—শাসকের শাসন দণ্ডের নিষ্পেষণে প্রতি পদে পদে বিপুল বাধা বিপত্তি পাইয়াও যাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে মুক্তির অভয় মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—তিনি স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র।

তিনিই অসহায় অবসন্ন জাতিকে মুক্তির ভিতর দিয়া উপনিষদের মহান বাক্য শুনাইয়াছিলেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। বৈদেশিক শাসন ক্লিষ্ট হে ভ্রাতা ভগিনীগণ! তোমরা ওঠো, জাগো, তোমাদের অধিকারকে প্রাপ্ত হও। মানভূমে এই মহামন্ত্রের দীক্ষাগুরু ঋষি নিবারণ চন্দ্র।

"মুক্তি" ছিল তাঁহার মনের সূক্ষ্ম বিচার ধারার প্রতীক। পরাধীনতার সুতীব্র জ্বালার অন্তর্দাহ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা দিত। স্বাধিকার লাভই যে এই যন্ত্রণা উপশমের একমাত্র উপায় তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেন। সেই উপলব্ধ সত্য সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্যই "মুক্তির জন্ম। তিনি মুক্তির ভিতর দিয়া নিজস্ব পন্থায় স্বরাজ অর্জ্জনে ও তাহার প্রতিষ্টায় এবং জাতি গঠনের কার্য্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করিতেন। এই ছিল মুক্তির উদ্দেশ্য।

নিবারণচন্দ্রের মুক্তির সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। "মুক্তির" আহ্বানে অসংখ্য সাধক দেশমাতৃকার মুক্তিপণে হাসিমুখে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া বুকের রক্তে তাঁর আকাঙ্খার বেদীকে রুধির রঞ্জিত করিয়াছে।

তারই গুরু গর্জ্জনে উষর মানভূমের শুষ্ক নীরস কঙ্করময় ভূমিতেও দেশপ্রেমের বন্যা বহিয়াছে—সেই স্রোতে শত শত নিরক্ষর দেশ প্রেমিক নীরবে আত্মবলি দিয়াছে—ঐ মুক্তি গায়কের মুরজমন্দ্র কণ্ঠধ্বনিতে দুর্গম গিরি গহনের অন্তরালে অবস্থিত শত শত আদিবাসী দেশভক্তকে পাগল করিয়াছে—তারা আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া গৃহ পরিজন সংসার সুখ তুচ্ছ করিয়া দেশ সেবায় ঝাপাইয়া পড়িয়াছে।

আজ তাদেরই ত্যাগে দেশ স্বাধীন হইয়াছে। মানভূমের ঐ ত্যাগীদের স্বদেশপ্রেমের উৎস ছিল ঋষি নিবারণ চন্দ্রের 'মুক্তি'র বাণী। তাই স্মরণ করি—হে ঋষি, তোমার "মুক্তির" প্রথম অধ্যায় আজ পূর্ণ হইয়াছে।

মুক্তির দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য—স্বরাজ প্রতিষ্টা ও জাতি গঠন। তাহার ভার আজ মুক্তির নূতন পূজারী-দের উপর পড়িয়াছে। আজও আমরা আশা করিব স্বাধীন সৌরকরোজ্জ্বল উদ্ভাসিত "মুক্তি" তাহার সুষ্ঠু কার্য্যকরী পরিকল্পনার গঠনমূলক বাণী বহন করিয়া জন—গণকে স্বাধীন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবে। সেই মহান্ উদ্দেশ্যের অপূর্ণাংশ পরিপূর্ণ করিবে। শৃঙ্খলমুক্ত জাতিকে আদর্শ স্বাধীন জাতিরূপে গড়িয়া তুলিবার সহায়ক হইবে।

নিবারণচন্দ্রের আদর্শেই তাহা একমাত্র সম্ভব। মুক্তির পূজারীগণ ঐ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হউন, সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

তাঁর আদর্শ ছিল ত্যাগের আদর্শ। তিনি স্বাধীন ভারতের পরবর্ত্তী অবস্থার কথা ভাবিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে —দেশ স্বাধীন হইবামাত্রই কর্ম্মীদের কাজ শেষ হইবে না। তাহাদের কর্ম্মধারা পরিবর্ত্তিত হইবে—এবং একদল বিচক্ষণ আত্মত্যাগী কর্ম্মী শাসনতন্ত্র বা পদাধিকার এড়াইয়া মুক্ত চিত্তে জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। তবেই জাতির কল্যাণ হইবে।

তাই আজ "ত্যাগেনৈকং অমৃতত্বং লভতে" এই কথা স্মরণ করিয়া নবযুগের যাত্রীগণ অগ্রসর হউন। মানভূমের প্রতি গৃহে "মুক্তির" কথা প্রচারিত হোক।

স্মরণে

শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার "মুক্তি" বাহির হইল। শৃঙ্খল-মুক্ত স্বাধীন ভারতে আজ "মুক্তি" মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইল। এবার "মুক্তির" জয়-যাত্রা অব্যাহত হউক।

প্রথম যেদিন "মুক্তি" প্রকাশিত হয়, তখন আমি সূতিকাগৃহের পাশেই দাঁড়াইয়া মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া নব-জাতকের অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম। আজ আবার তাহার দ্বিজত্বের দিনে শুভ-বাচন করিতেছি। শিবমস্তু, ভদ্রং তে।

যিনি ঐকান্তিক তপস্যার ফলে, অন্তর-জীবনে ও বাহিরে মুক্তির জীবনদায়ী শুচিষদঃ মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পুণ্য জ্যোতিতে নিজের জীবন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তিনি অশরীরী।

১৯২২ সালে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামানব (Sovereign Man) যখন ভগীরথের মত দেশের উপর দিয়া একটা বন্ধনান্তকারী ধারা প্রবাহিত করিলেন, সেদিন এক সাধারণ গৃহস্থ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেই স্রোতে দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন; ত্যক্তপিপ্পলঃ সংন্যস্তাখিল-রাধসঃ। তিনি ঋষি নিবারণ চন্দ্র। আজ তিনি নাই; তাঁহার বাণী আছে। তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু আছেন। নবযুগের প্রাক্-প্রভাতের ধূমল ও সঙ্কটময় দিনে আজ দুইজনের বাণী ও জীবনী প্রচারের এবং উপলব্ধির সময় আসিয়াছে।

আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আয়ারল্যাণ্ডে এমনি সন্ধিক্ষণে, এমনি দিনে, যে দুঃখের ব্যথা যে রক্তস্রোতের দাগ ইতিহাসের পৃষ্টায় জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, ভারতের অদৃষ্টে যে তাহা ঘটে নাই, তাহা ঐ মহামানবের কৃল্যাণে। ইউরোপ আজ আগুণে পুড়িতেছে। এসিয়ার বৃদ্ধ চীন জীর্ণ। জাপান ভগ্ন-হস্থ। আমাদের পূর্ব্বতম দিগ্ মণ্ডলে অগ্নি প্রধূমায়িত। ভারতের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তে প্রকৃত আর্য্য-ভূমিতে নিষ্ঠুর তাণ্ডব নৃত্য আজও চলিতেছে।

এই পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। এই নিদারুণ দুর্দ্দিনে মানুষ বিভ্রান্ত। এখনি ত "মুক্তি"র প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কর্ম্মের পন্থা নির্দ্দেশের জন্য, আগে আগে অগ্রনী হইয়া চলিবার জন্য মুক্তির একান্ত

প্রয়োজন। তখন "মুক্তি" প্রচার করা হয়েছিল যুদ্ধের জন্য, আজ মুক্তি চাই গৃহ নির্ম্মানের জন্য। শুধু তাই নয়; বৃহত্তর প্রয়োজনও আছে। স্বাধীনতা লাভ করিয়া ১৫ই আগষ্ট ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা উঠিল। তাহার মাঝখানে ঐ অপূর্ব্ব চক্র। একদিন ঐ চক্র-ধ্বনিতে সমগ্র ভারত পূর্ণ হইয়াছিল, পারস্য হইতে ভলগা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে ঐতিহাসিক আজ ঐ চক্রের দাগ স্পষ্ট দেখিতেছেন এবং বিস্ময়ে হতবাক হইয়া নতমস্তক। (Wells). সে দিন এই দেশই সুখ, শান্তি, ও দিব্য জীবনের যে বাণী দিয়া জগতের গুরু হইয়াছিল, আবার এবারেও তাই হইবে, এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন। আজ বিপর্য্যস্ত বিশ্ব সম্বিৎ-হারা। তাই ভারতের মহাত্মা বলিতেছেন—The world is seeking a way out.....it will be the privilege of the ancient land of India to show that way out to the hungering world (India's Mission). একদিন এই মগধ হইতেই দিব্যজীবনের বাণী বিশ্বে বিথারিত হইয়াছিল। এই বাণী দিবার জন্য ভারতের বীর সন্ন্যাসী চিকাগোতে উপনীত হইয়াছিলেন। আমাদের "ঘর ছাওয়া" শেষ হইলেই, ঐ বাণী দিয়া ভারতকে বিশ্বের গুরুপদ লইতে হইবে। আবার শুনিব ভারত কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতেছে সেই সনাতন কথা—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সে দিন আমাদের অঙ্গনে খেলা করিবে ধ্রুব-অভিমন্যু, আমাদিগকে রক্ষা করিবে আমাদের অর্জ্জুন-লক্ষণসম-যুবকগণ; সিংহাসনে থাকিবেন রাম-যুধিষ্ঠীর। মহিমময়ী কুন্তির মত দুঃখে অটল মাতার, সীতার মত দুর্দ্দিনে বীর স্বার কল্যাণ হস্তের সেবায় আমাদের ঘর হইবে দেব-দেউল। কামনা করি, প্রার্থনা করি, "মুক্তির" ভিতর দিয়া এই আদর্শের স্বপ্ন সার্থক হউক।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের পুনর্গঠন

[মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী]

আচার্য্য শ্রীমান্ নারায়ণ আগরওয়াল আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ চিঠি 'হরিজন-সেবক'-এ ছাপা হইয়াছে। ইহার সার কথা এই যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের পুনর্গঠনের যে প্রস্তাব আছে তাহা কার্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। নিম্নে তাঁহার যুক্তিগুলি দেওয়া হইল :

'হরিজন'-এ নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আপনার মন্তব্য আমি পড়িয়াছি। আমার ধারণা, ভাষার ভিত্তির উপর প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হইবার পূর্বে যদি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়, তবে নানা অসুবিধা হইবে। প্রদেশের এইরূপ পুনর্গঠনে কংগ্রেস যে কেন বিলম্ব করিতেছে আমি তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২০ সন হইতেই কংগ্রেস এই মত পোষণ করিয়া আসিতেছে যে, ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য এইরূপ পুনর্গঠন প্রয়োজন। আর এখন প্রদেশগুলিকে নূতন করিয়া গড়িবার স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি—এখন কিনা কোন কোন অঞ্চলে এই প্রস্তাবকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা হইতেছে। গণ-পরিষদেও ব্যাপারটি যেন ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছে। পুনর্গঠন ব্যতিরেকে আমাদের ইস্কুল-কলেজে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত অসুবিধাকর হইবে এবং ইংরাজী ভাষা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যায়ভাবে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেখান হইতে তাহাকে বিতাড়িত করাও সহজ হইবে না। আমার এই কথার সমর্থন বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইবে। পুনর্গঠনে আর বিলম্ব ঘটিলে আন্তঃপ্রাদেশিক ঈর্ষা বৃদ্ধি পাইবে। হিন্দুমুসলমান সমস্যা যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়াছে তাহার ভিতর ত আমরা দেখিতে পাইতেছি, জোড়াতালি দিবার চেষ্টায় কি বিপদ ঘটে। যে কোন কারণেই হউক না, দেশবিভাগ স্বীকার করিতে হইবেই এই অবস্থাই যদি ছিল, তবে শীঘ্র শীঘ্র উহা স্বীকার করিলে কত ভাল হইত। এই সকল

বিবাদবিসম্বাদ হইতে আমরা কি এই শিক্ষা গ্রহণ করিব না যে, ভাষাহিসাবে প্রদেশের পুনর্গঠন যদি ভালই হয়, তবে তাহা কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব ঘটিলে অশুভ ফলোদয় হইবে?"

উপরের চিঠিখানিতে যে কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে বিলম্ব করা উচিত নয়, আর যাহা অকর্তব্য কোন অবস্থাতেই তাহা করিতে সম্মত হওয়া উচিত নয়—আমি সেই কথার পূর্ণ সমর্থন করি। অন্যায়ের সঙ্গে রফা করা চলে না এবং সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের পুনর্গঠন যখন ভাল বলিয়া মনে হয়, তখন এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করা উচিত নয়।

কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবসাদকর পরিবেশের মধ্যে এই পুনর্গঠনের কাজ চালাইতে অনিচ্ছা হওয়া বোধ হয় সঙ্গত। মানুষের প্রধান চিন্তা এখন অপরকে বাদ দিয়া শুধু নিজকে লইয়া। প্রত্যেকেই নিজের এবং নিজের পরিবারবর্গের কথা ভাবিতেছে। সারা ভারতের কথা কেহ ভাবে না। যে শক্তি কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাহার ক্রিয়া নিঃসন্দেহই চলিতেছে, কিন্তু তাহা মুখর নয়, তাহার প্রকাশে প্রচণ্ডতা নাই। কিন্তু যে শক্তি কেন্দ্র হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় তাহার ক্রিয়াই দৃশ্যমান, আপন প্রকৃতি বশে সর্বাধিক কোলাহল তুলিয়া তাহা সকলের মনোযোগ দাবী করিতেছে। সাম্প্রদায়িক ব্যাপারেই এই শক্তির প্রকাশ সব চেয়ে বেশী। ইহার ফলে অন্য সকল ক্ষেত্রেই ভয় জাগিয়াছে। উড়িষ্যা ও অন্ধ্রদেশের মধ্যে, উড়িষ্যা ও বিহারের মধ্যে এবং উড়িষ্যা ও বাঙলার মধ্যে যে বিবাদ তাহার ইতিহাস ত আমাদের বেশ মনে রহিয়াছে। এখনও সেই বিবাদ সর্ব্বতোভাবে শান্ত হইয়া যায় নাই। যে ঘটনা প্রায় স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে ইহা তাহারই একটা উদাহরণ। অন্যান্য প্রদেশগুলি কখনও দেশের আইন অনুযায়ী পুনর্গঠিত হয় নাই, কংগ্রেস কর্ত্তৃক যদিও ১৯২০ সালে তাহাদের এরূপ গঠন হইয়াছিল। তখন কংগ্রেস সম্পূর্ণ নূতন গঠনতন্ত্রের জোরে সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রাম সুরু করিয়াছিল। কংগ্রেস যদিও মাদ্রাজ প্রদেশকে ভাগ করিয়াছে, তবু মাদ্রাজ এখন কি করিয়া আইন অনুযায়ী নিজকে চারিটি প্রদেশে ভাগ করিবে? এইরূপ ভাগের আরও অনেক দাবীদার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেস তাহাদের স্বীকার করে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কিছু কম চীৎকার বা জিদ্ করিতেছে না। ১৯২০ সালে কংগ্রেস যে মর্য্যাদা ও প্রাধান্যের অধিকারী ছিল, আজ তাহার সে গৌরব নাই। আশার স্থানে আজ নিরাশা দেখা দিয়াছে। আজ আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু এই স্বাধীনতা লইয়া কি করিব তাহা আমরা জানি না বলিয়াই বোধ হয়। আত্মঘাতী অরাজকতাকে স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম হইতেছে। উৎসাহী সংস্কারকগণও দেশের হাওয়া যতদিন না আরও আশাপ্রদ হয়, ততদিন এই বিতর্কমূলক বিষয়টি স্থগিত রাখিতে চাহিবেন। হাওয়া ফিরিলে লোকে সমস্ত দেশের হিত-সাধনকল্পে পরস্পরের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার নীতি সহজ সরলভাবে বুঝিবে এবং একমাত্র ভারতের কল্যাণের কাছে প্রাদেশিক কল্যাণসাধনের বিচ্ছিন্ন চেষ্টাকে সংহত করিতে পারিবে, কারণ সমগ্র ভারতের কল্যাণেই বিভিন্ন প্রদেশের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আমার মত যাঁহারা চান যে, এই বিষয়ে কাজের যাহাতে সুবিধা হয় সেই কথা লোকের এখনই ভাবা ও বুঝা উচিত, তাঁহাদের দেশের পরিমণ্ডলকে শুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, অসদ্ভাবের স্থানে সদ্ভাব, অশান্তির স্থানে শান্তি, পশ্চাৎ গতিরোধ করিয়া প্রগতি এবং মরণের বিভীষিকার পরিবর্ত্তে জীবনের আনন্দ আনিবার জন্য খাটিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ একেবারে শান্ত হইয়া যাইলেই সেই শুভদিনের সুপ্রকাশ হইবে। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ কি বিচারবিতর্কের অবসান ঘটাইয়া নিজ নিজ প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে, বোম্বাই কি ভাষা অনুযায়ী প্রদেশ পুনর্গঠনের সর্বসম্মত পরিকল্পনা দিতে পারিবে এবং প্রদেশ পুনর্গঠনের নূতন দাবীদারেরা কি আপাততঃ তাঁহাদের দাবী প্রত্যাহার করিবেন? তাহা হইলে কোন প্রকার অসুবিধা বা গোলমাল ব্যতিরেকে আজই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হইবে।

কংগ্রেসের উপর যেন কোন অযথা চাপ দেওয়া না হয়, কারণ কংগ্রেস-সংস্থার ভিত্তিমূল নানা আঘাতে নড়িয়া উঠিয়াছে। বিবদমান দলের মধ্যে সালিশি করিবার অথবা অবাধ্যকে নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাইবার শক্তিসজ্জা আজ কংগ্রেসের তেমন নাই।

[৩০শে নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখে, "হরিজন" পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধ]

কংগ্রেস-সংবাদ

বিগত ইংরাজী ১৫ই নভেম্বর তারিখ হইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। পরাধীনতার অবসানের পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এই প্রথম অধিবেশন নানা দিক দিয়া এবং বহু কারণে—অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ইংরাজ শাসন তাহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপে সমস্ত দেশকে বহু ভাগে বিভক্ত ও দেশ বাসীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়া এবং দেশের মধ্যে রক্তস্রোতে প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীতও বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ও অপরাপর বহু কারণে খাদ্যবস্তু ও জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অপরাপর দ্রব্যের একান্ত অভাব ও চোরাবাজার দেশে বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই অতি দুর্দ্দিনে শ্রীযুক্ত জে, বি, কৃপালনীজী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু ও সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বরূপে সমগ্র ভারতের সুশাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অতি সুকঠিন সময়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত কংগ্রেসনির্ব্বাচিত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষিত হয় নাই, এবং কংগ্রেসের পক্ষে দেশবাসীর প্রকৃত নেতৃত্ব করিতে হইলে উক্ত যোগাযোগ সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করাতে শ্রীযুক্ত কৃপালনীজী যোগাযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতির পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার এই অধিবেশনে কৃপালনীজী সভাপতি পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় ভারতে মন্ত্রী সভার পক্ষ হইতে উক্ত অভিযোগের গুরুত্ব ও আংশিক সত্যতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে ও নানা অনিবার্য্য কারণে ঐরূপ যোগাযোগের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সুকঠিন অবস্থায় ও সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে, সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে দ্বিধাবিভক্ত পাঞ্জাবের দুই খণ্ড হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে এবং দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় আশ্রয় প্রার্থী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে এবং দেশীয় রাজ্য ও রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়া তদ্বারা ঐ সকল সমস্যা সম্বন্ধে জাতীয় নীতির নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

১ম প্রস্তাব :—

বিগত কয়েক মাসে পাঞ্জাবে এবং অন্যত্র যে সকল মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার ফলে লোকে অতিশয় ব্যাপক ভাবে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন করিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক তজ্জনিত অপরিমেয় দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে। তজ্জন্য সমগ্র দেশে আর্ত্তকে সাহায্য দান ও পুনর্বসতির প্রশ্ন যে আকার লইয়া দেখা দিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ভারত সরকার দৃঢ়তার ও সাহসের সহিত ঐ সকল প্রশ্নের ও সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় তৎসম্বন্ধে জাতীয় নীত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

দেশবাসীর ব্যাপক ভাবে দেশান্তর গমন বহু লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা আনয়ন করে—জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্য্যয় সংঘটন করে এবং সর্ব্বোপরি তাহা কংগ্রেসের চিরাচরিত আদর্শের বিরোধী বলিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কখনই এই ব্যাপক দেশত্যাগ সমর্থন করেন নাই। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অভিমত এইযে দেশবাসীকে দেশত্যাগে নিরুৎসাহিত করিতে হইবে এবং ভারত ও

পাকিস্থান উভয় দেশেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যেন উভয় দেশেই তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শান্তিতে ও নিরাপত্তায় বসবাস করিতে পারে। শান্তিময় নিরাপদ অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে দেশবাসীর দেশান্তর গমনের অভিপ্রায় তিরোহিত হইবে। সমিতির মতে পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখ অধিবাসীগণকে তথা হইতে এবং ভারতের মুসলমান অধিবাসীগণকে ভারত হইতে গৃহত্যাগ করিয়া দেশান্তরগমনে বাধ্য করা অন্যায়।

অদ্যাবধি যাহাকিছু সংঘটিত হইয়াছে তাহার সমস্তই পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে! তাহা হইলেও যাহাতে ভারত ও পাকিস্তান উভয় স্থানের বাস্তুত্যাগীগণ শেষ অবধি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে আপন আপন জীবিকা ও বৃত্তি পুনরায় অবলম্বন করিতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং যাহারা এতকালতক আপন গৃহ ত্যাগ করে নাই তাহাদিগকে স্বগৃহে ও স্বদেশে বসবাস করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে। তথাপি যাহারা স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার অভিলাষী হইবে তাহাদিগকে দেশান্তর গমনের সর্ব্ববিধ সুবিধা ও সুযোগ দান করিতে হইবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পাকিস্তান সরকার উভয় সরকারের উপরোক্ত ভিত্তিতে আলোচনা করা ও যাহাতে বাস্তুত্যাগীগণ নিরাপদে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

যাহাই হউক না কেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল ব্যক্তি এখনও তথায় বসবাস করিতেছে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের বলপূর্ব্বক বিতাড়ন, বা এরূপ কোন অবস্থার সৃষ্টি, যাহাতে তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে—এই নীতিই ভারতে অনুসৃত হইবে।

কংগ্রেসের এই নীতি অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়নে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী আছে তাহারা যতদিন ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করিবে ততদিন পর্য্যন্ত সকল প্রকার যত্নলাভের অধিকারী। তাহাদিগকে পরনির্ভরশীল অধিকারবিহীন ভিক্ষার পাত্র বলিয়া গণ্য করা চলিবে না। অপর সকল নাগরিকগণের সহিত তাহারা সকল অধিকার সমভাবে ভোগ করিবে এবং সকল দায়িত্ব সমান ভাবে বহন করিবে। যে সকল আশ্রয় প্রার্থী শিবিরে বসবাস করিতেছে, শিবিরের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া তাহারা সকলে মিলিয়া যেরূপ সম্ভব সমাজসেবামূলক কার্য্য করিবে। আশ্রয় প্রার্থীগণকেই উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে শিবির স্বাস্থ্যরক্ষার ও শিবিরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার কার্য্য করিতে হইবে; তত্ত্বাবধায়কগণকেও এই কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব আশ্রয়প্রার্থীগণকে সমবায় প্রথার ভিত্তিতে কোনরূপ লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত।

সাধারণতঃ পশ্চিমপাঞ্জাব হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীগণকে পূর্ব্ব পাঞ্জাবেই স্থান দেওয়া উচিৎ। পাকিস্থানের অপরাপর স্থান হইতে অবগত আশ্রয়প্রার্থীগণকে প্রাদেশিক সরকারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাহাদের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে স্থানদান করিবেন। একস্থান হইতে আগত সকল আশ্রয় প্রার্থীগণকে যতদূর সম্ভব একত্রে রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা ও প্রত্যেক প্রদেশ যতসংখ্যক আশ্রয় প্রদান করা সম্ভব তাহাদিগকে স্থান দান করা প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের কর্ত্তব্য।

স্বেচ্ছায় পরিত্যক্ত না হইলে কোন মুসলমানের বাসগৃহ আশ্রয় প্রার্থীগণের জন্য আশ্রয় স্বরূপে ব্যবহৃত হইবে না।

যে আশ্রয় প্রার্থীগণ রেলপথে বা অপর যান বাহন সহযোগে ইতিমধ্যেই গমনাগমন করিতেছে তাহাদের যাতায়াত উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে। কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশান্তরে প্রেরণ করা হইবে না।

যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য হইতে বহু সংখ্যক মুসলমানকে দেশান্তরিত বা বিতাড়িত করা হইয়াছে সেই সকল দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধেও উপরোক্ত নীতি সমভাবে প্রযোজ্য।

নিখিল ভারতের রাষ্ট্রীয় সমিতি বিশ্বাস ও আশা করেন যে ভারতীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার, পূর্ব পাঞ্জাবের সরকার এবং যে সকল দেশীয় রাজ্যে উপরোক্তরূপে দেশ ও বাস্তুত্যাগ ঘটিয়াছে ঐ সকল দেশীয় রাজ্য উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিবেন এবং তাঁহাদের অধীন সকল কর্ম্মচারীকে উপরোক্ত নীতিসকল কার্য্য প্রকৃষ্ট রূপে অনুসরণ করিতে নির্দ্দেশ দিবেন।

(অন্যান্য প্রস্তাবগুলি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে—মুঃ সঃ)

কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য—

কংগ্রেস প্রাথমিক সদস্যের (চারি আনার সদস্য) বহি, টাকা ও তালিকা অতিশীঘ্র পুরুলিয়া জিলা কংগ্রেস কমিটির অফিসে জমা দিবার জন্য থানা কংগ্রেস কমিটী ও থানা পঞ্চায়েতগুলিকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা বহি লইয়াছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে পুরা টাকা ও খাতা জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

থানা কংগ্রেস কমিটীগুলিকে জমা দিবার সময় তিন কপি সদস্য তালিকা দাখিল করিতে হইবে। যেখানে খাতা বাকী আছে তাহা অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া জমা না দিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাদেশিক অফিসে নাম পাঠান সম্ভবপর হইবে না।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত
সম্পাদক—জিলা কংগ্রেস কমিটী,
পুরুলিয়া।

পঞ্চায়েত

গত ১২৪৬ সালের মধ্যভাগে পুরুলিয়া সদর সাবডিভিজনে ৩০০০ গ্রামে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি বৎসর পঞ্চায়েতের পুনর্নির্বাচন হইবে। এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে গত ২রা নভেম্বর পুরুলিয়াতে জিলা পঞ্চায়েতের সাধারণ সভ্যগণের ও থানা পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদকগণের যুক্ত অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইল। পঞ্চায়েতের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধীয় ২নং প্রস্তাব এ সপ্তাহে দেওয়া হইল না।

ভোলানাথ মজুমদার
যুগ্ম সম্পাদক, জিলা পঞ্চায়েত
পুরুলিয়া।

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ—

প্রস্তাব নং ১। এই সভা স্থির করিতেছে যে, জেলার সর্বপ্রকার পঞ্চায়েতের পুনর্নির্বাচন অবিলম্বে সুরু করা হোক। নির্বাচন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বাঞ্ছনীয়ভাবে পরিচালিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সমূহ অবলম্বন করা হইল—

(১) নির্বাচনের ব্যবস্থা আগামী ১৫ই পৌষ হইতে সুরু হইয়া যাইবে।

(২) নির্বাচন বিষয়ে ভোট দাতা ও পরিচালকদের প্রতি প্রচার পত্র প্রচার করা। এই প্রচার পত্র রচনা ও ছাপাই ৫ই পৌষের মধ্যে করা। জিলা পঞ্চায়েতের সভাপতি উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা রচনার ব্যবস্থা করিবেন। তাহার পর পাঁচ দিনের মধ্যে প্রতি থানা সভাপতির কাছে পৌছাইবার ব্যবস্থা জেলা সম্পাদক করিবেন এবং তাহার পর ৫ দিনের মধ্যে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের কাছে পৌছাইবার ভার থানা পঞ্চায়েত কর্ম্মকর্ত্তাদের উপর রহিল। গ্রামে পৌছাইবার পর গ্রাম সভাপতি ও সম্পাদকগণ গ্রামবাসীকে জমা করিয়া তাহা পড়াইবেন এবং গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) একটী নির্বাচন নির্দ্দেশ পত্র রচনা করিয়া ১৫ই পৌষের মধ্যে থানা অফিসে পাঠানো।

(৪) ১৫ই পৌষ প্রতি থানায় নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটী থানা পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস কমিটীর যুক্ত সভা বসিবে এবং এই সভায় যুক্ত কমিটীর সদস্যগণ বহুমতে নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য কয়েকজন করিয়া ব্যবস্থাপক ঠিক করিবেন।

(৫) ২০শে পৌষ প্রতি অঞ্চলের সভা হইবে। ঐ তারিখে নিযুক্ত নির্বাচন—ব্যবস্থাপকগণ অঞ্চল কার্য্যকর্ত্তাগণ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সম্পাদকগণ

সমবেত হইয়া নির্বাচন পরিচালনের ব্যবস্থা করিবেন। ব্যবস্থা এইরূপ হইবে—

(ক) প্রতি গ্রামের নির্বাচন সভা পরিচালনার জন্য পরিচালক নির্দ্ধারণ। যে গ্রামের নির্বাচন সেই গ্রামের জন্য সেই গ্রামের কেহ পরিচালক হইবেন না। এই পরিচালক নির্বাচন নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী গ্রাম নির্বাচন ব্যবস্থা করিবেন—ঐ অনুযায়ী কার্য্য চলিতেছে কি না তদারক করিবেন এবং ঐ নির্দ্দেশ পত্র সম্মিলিত জনতাকে পড়িয়া শুনাইবেন।

(খ) প্রতি গ্রামের নির্বাচন তারিখ, সময় ও নির্বাচনের স্থান ঠিক করা।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতির উপর ভার দেওয়া হইবে—গ্রামের নির্বাচন সভার ৭ দিন আগে ও পূর্বদিন ঢোল শহরৎ দ্বারা সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঘোষণা করা।

(ঘ) ষোল আনার মেলা থাকিলে বা সম্ভব হইলে বৃক্ষতলে সভা বসিবে। যথাসম্ভব চেষ্টা হইবে কোন ব্যক্তির বাড়ীতে বৈঠক না করা।

(ঙ) প্রতি গ্রামের পঞ্চায়েত গঠনের কার্য্যবিবরণ ১৫ই মাঘের মধ্যে থানা অফিসে পৌছান চাই।

(৭) গ্রামে নির্বাচনে উপস্থিত থাকিবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী নির্বাচন হইল কি না তাহা জেলা অফিসে ৩০শে মাঘের মধ্যে রিপোর্ট দিবেন। যে যে বিষয়ে নির্দ্দেশপত্র বিরোধী কাজ হইয়াছে মনে হইবে তাহা লাল কালিতে লিখিয়া জানাইবেন।

(৮) এই নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দ্দেশপত্র ১৫ই পৌষের মধ্যে প্রতি থানায় প্রেরিত হইবে।

(৯) নির্দ্দেশপত্র অনুসারে কাজ না হইয়া থাকিলে যে কোন ৫০ জন সদস্যের সহি, স্বাক্ষর বা টিপ সহি দিয়া পত্র দিলে বিবেচনা করা হইবে।

(১০) থানা পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস নির্বাচন পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত—বহির্ভূত কংগ্রেসকর্ম্মী ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে লইতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত সভাগুলিতে পঞ্চায়েত বহির্ভূত কর্ম্মীদের আহ্বান করিতে পারিবেন। ইঁহারা সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারে যুক্ত থাকিবেন না।

(১১) নির্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্ম দেওয়া হইবে। তাহা গ্রাম নির্বাচন পরিচালকের হাতে থাকিবে। নির্বাচনের পর সভাপতির হাতে ঐ ফর্ম্ম দিবেন এবং সভাপতি ১৫ই মাঘের মধ্যে পূরণ করিয়া থানা অফিসে দাখিল করিবেন।

(১২) এই প্রস্তাবের নকল ১লা পৌষের মধ্যে থানা অফিসে পাঠান হইবে এবং থানা অফিস ১৯শে পৌষ মধ্যে অঞ্চল সভাপতিকে পাঠাইবেন। থানা এবং অঞ্চল মিটিংগুলিতে ইহা উপস্থিত করা হইবে।

(১৩) এই সভা স্থির করিতেছে যে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে এবং এ বিষয়ে পঞ্চায়েতের কার্য্যকর্ত্তাগণের প্রতি যে সকল নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে সেই মত কাজ করিতে তাঁহারা যদি অভিসন্ধিমূলক ভাবে অমান্য বা কোন অন্যায় আচরণ করেন তবে তাঁহাদের প্রতি কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে। অন্যূনের তারতম্যে ৫ বছর পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত হইতে বহিষ্কারের শাস্তি দেওয়া যাইতে পারিবে।

(১৪) এই নির্বাচন প্রস্তাবে জেলা থানা ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের কার্য্য কর্ত্তাগণের সংশ্লিষ্ট যে যে কাজ সংগঠিত হইবে—সেই বিষয়ে তাঁহারা যেন পূর্ব হইতে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখেন এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখ অনুসারে সভা ও কাজগুলি ঠিক মত যেন হয় তাহার জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠিক মত করেন—এ বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

(১৫) জিলা পঞ্চায়েতের নির্দ্দেশে যে যে স্থানে পুনর্নির্বাচন হইয়া গিয়াছে তাহা গ্রাহ্য হইবে এবং যে যে স্থানে ইতি মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ধার্য্য হইয়া গিয়াছে সেগুলির নির্বাচনের অনুমতি দেওয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া অন্য কোন নির্বাচন এই নির্দ্দেশ বহির্ভূত ভাবে হইবে না।

(১৬) নির্বাচন পরিচালনার জন্য জেলা পঞ্চায়েত থানায় থানায় কর্ম্মী নিয়োগের চেষ্টা করিবেন। যে সকল থানায় পরিচালনার বেশী দরকার বুঝিবেন সেইগুলিতেই অগ্রে কর্ম্মী নিয়োগ করিবেন। পরিচালনার জন্য জেলা কমিটী কর্ত্তৃক যেভাবে ক্ষমতা ও ভারনির্দ্দেশ দেওয়া হইবে তাহারা সেই মত কাজ পরিচালনার অধিকারী হইবেন।

নিখিল ভারতের রাষ্ট্রীয় সমিতি বিশ্বাস ও আশা করেন যে ভারতীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার, পূর্ব পাঞ্জাবের সরকার এবং যে সকল দেশীয় রাজ্যে উপরোক্তরূপে দেশ ও বাস্তুত্যাগ ঘটিয়াছে ঐ সকল দেশীয় রাজ্য উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিবেন এবং তাঁহাদের অধীন সকল কর্ম্মচারীকে উপরোক্ত নীতিসকল কার্য্য প্রকৃষ্ট রূপে অনুসরণ করিতে নির্দ্দেশ দিবেন।

(অন্যান্য প্রস্তাবগুলি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে—মুঃ সঃ)

কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য—

কংগ্রেস প্রাথমিক সদস্যের (চারি আনার সদস্য) বহি, টাকা ও তালিকা অতিশীঘ্র পুরুলিয়া জিলা কংগ্রেস কমিটির অফিসে জমা দিবার জন্য থানা কংগ্রেস কমিটী ও থানা পঞ্চায়েতগুলিকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা বহি লইয়াছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে পুরা টাকা ও খাতা জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

থানা কংগ্রেস কমিটীগুলিকে জমা দিবার সময় তিন কপি সদস্য তালিকা দাখিল করিতে হইবে। যেখানে খাতা বাকী আছে তাহা অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া জমা না দিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্তীয় অফিসে নাম পাঠান সম্ভবপর হইবে না।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত
সম্পাদক—জিলা কংগ্রেস কমিটী,
পুরুলিয়া।

পঞ্চায়েত

গত ১৯৪৬ সালের মধ্যভাগে পুরুলিয়া সদর সাবডিভিজনে ৩০০০ গ্রামে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি বৎসর পঞ্চায়েতের পুনর্নির্বাচন হইবে। এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে গত ২রা নভেম্বর পুরুলিয়াতে জিলা পঞ্চায়েতের সাধারণ সভ্যগণের ও থানা পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদকগণের যুক্ত অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইল। পঞ্চায়েতের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধীয় ২নং প্রস্তাব এ সপ্তাহে দেওয়া হইল না।

ভোলানাথ মজুমদার
যুগ্ম সম্পাদক, জিলা পঞ্চায়েত
পুরুলিয়া।

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ—

প্রস্তাব নং ১। এই সভা স্থির করিতেছে যে, জেলার সর্বপ্রকার পঞ্চায়েতের পুনর্নির্বাচন অবিলম্বে সুরু করা হোক। নির্বাচন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বাঞ্ছনীয়ভাবে পরিচালিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সমূহ অবলম্বন করা হইল—

(১) নির্বাচনের ব্যবস্থা আগামী ১৫ই পৌষ হইতে সুরু হইয়া যাইবে।

(২) নির্বাচন বিষয়ে ভোট দাতা ও পরিচালকদের প্রতি প্রচার পত্র প্রচার করা। এই প্রচার পত্র রচনা ও ছাপাই ৫ই পৌষের মধ্যে করা। জিলা পঞ্চায়েতের সভাপতি উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা রচনার ব্যবস্থা করিবেন। তাহার পর পাঁচ দিনের মধ্যে প্রতি থানা সভাপতির কাছে পৌছাইবার ব্যবস্থা জেলা সম্পাদক করিবেন এবং তাহার পর ৫ দিনের মধ্যে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের কাছে পৌছাইবার ভার থানা পঞ্চায়েত কর্ম্মকর্ত্তাদের উপর রহিল। গ্রামে পৌছাইবার পর গ্রাম সভাপতি ও সম্পাদকগণ গ্রামবাসীকে জমা করিয়া তাহা পড়াইবেন এবং গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) একটী নির্বাচন নির্দ্দেশ পত্র রচনা করিয়া ১৫ই পৌষের মধ্যে থানা অফিসে পাঠানো।

(৪) ১৫ই পৌষ প্রতি থানায় নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটী থানা পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস কমিটীর যুক্ত সভা বসিবে এবং এই সভায় যুক্ত কমিটীর সদস্যগণ বহুমতে নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য কয়েকজন করিয়া ব্যবস্থাপক ঠিক করিবেন।

(৫) ২০শে পৌষ প্রতি অঞ্চলের সভা হইবে। ঐ তারিখে নিযুক্ত নির্বাচন—ব্যবস্থাপকগণ অঞ্চল কার্য্যকর্ত্তাগণ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সম্পাদকগণ

সমবেত হইয়া নির্বাচন পরিচালনের ব্যবস্থা করিবেন। ব্যবস্থা এইরূপ হইবে—

(ক) প্রতি গ্রামের নির্বাচন সভা পরিচালনার জন্য পরিচালক নির্দ্ধারণ। যে গ্রামের নির্বাচন সেই গ্রামের জন্য সেই গ্রামের কেহ পরিচালক হইবেন না। এই পরিচালক নির্বাচন নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী গ্রাম নির্বাচন ব্যবস্থা করিবেন—ঐ অনুযায়ী কার্য্য চলিতেছে কি না তদারক করিবেন এবং ঐ নির্দ্দেশ পত্র সম্মিলিত জনতাকে পড়িয়া শুনাইবেন।

(খ) প্রতি গ্রামের নির্বাচন তারিখ, সময় ও নির্বাচনের স্থান ঠিক করা।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতির উপর ভার দেওয়া হইবে—গ্রামের নির্বাচন সভার ৭ দিন আগে ও পূর্বদিন ঢোল শহরৎ দ্বারা সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঘোষণা করা।

(ঘ) ষোল আনার মেলা থাকিলে যা সম্ভব হইলে বৃক্ষতলে সভা বসিবে। যথাসম্ভব চেষ্টা হইবে কোন ব্যক্তির বাড়ীতে বৈঠক না করা।

(ঙ) প্রতি গ্রামের পঞ্চায়েত গঠনের কার্য্যবিবরণ ১৫ই মাঘের মধ্যে থানা অফিসে পৌছান চাই।

(৭) গ্রামে নির্বাচনে উপস্থিত থাকিবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী নির্বাচন হইল কি না তাহা জেলা অফিসে ৩০শে মাঘের মধ্যে রিপোর্ট দিবেন। যে যে বিষয়ে নির্দ্দেশপত্র বিরোধী কাজ হইয়াছে মনে হইবে তাহা লাল কালিতে লিখিয়া জানাইবেন।

(৮) এই নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দ্দেশপত্র ১৫ই পৌষের মধ্যে প্রতি থানায় প্রেরিত হইবে।

(৯) নির্দ্দেশপত্র অনুসারে কাজ না হইয়া থাকিলে যে কোন ৫০ জন সদস্যের সহি, স্বাক্ষর বা টিপ সহি দিয়া পত্র দিলে বিবেচনা করা হইবে।

(১০) থানা পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস নির্বাচন পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত—বহির্ভূত কংগ্রেসকর্ম্মী ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে লইতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত সভাগুলিতে পঞ্চায়েত বহির্ভূত কর্ম্মীদের আহ্বান করিতে পারিবেন। ইঁহারা সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারে যুক্ত থাকিবেন না।

(১১) নির্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্ম দেওয়া হইবে। তাহা গ্রাম নির্বাচন পরিচালকের হাতে থাকিবে। নির্বাচনের পর সভাপতির হাতে ঐ ফর্ম্ম দিবেন এবং সভাপতি ১৫ই মাঘের মধ্যে পূরণ করিয়া থানা অফিসে দাখিল করিবেন।

(১২) এই প্রস্তাবের নকল ১লা পৌষের মধ্যে থানা অফিসে পাঠান হইবে এবং থানা অফিস ১৯শে পৌষ মধ্যে অঞ্চল সভাপতিকে পাঠাইবেন। থানা এবং অঞ্চল মিটিংগুলিতে ইহা উপস্থিত করা হইবে।

(১৩) এই সভা স্থির করিতেছে যে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে এবং এ বিষয়ে পঞ্চায়েতের কার্য্যকর্ত্তাগণের প্রতি যে সকল নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে সেই মত কাজ করিতে তাঁহারা যদি অভিসন্ধিমূলক ভাবে অমান্য বা কোন অন্যায় আচরণ করেন তবে তাঁহাদের প্রতি কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে। অন্যায়ের তারতম্যে ৫ বছর পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত হইতে বহিষ্কারের শাস্তি দেওয়া যাইতে পারিবে।

(১৪) এই নির্বাচন প্রস্তাবে জেলা থানা ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের কার্য্য কর্ত্তাগণের সংশ্লিষ্ট যে যে কাজ সংগঠিত হইবে—সেই বিষয়ে তাঁহারা যেন পূর্ব হইতে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখেন এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখ অনুসারে সভা ও কাজগুলি ঠিক মত যেন হয় তাহার জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠিক মত করেন—এ বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

(১৫) জিলা পঞ্চায়েতের নির্দ্দেশে যে যে স্থানে পুনর্নির্বাচন হইয়া গিয়াছে তাহা গ্রাহ্য হইবে এবং যে যে স্থানে ইতি মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ধার্য্য হইয়া গিয়াছে সেগুলির নির্বাচনের অনুমতি দেওয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া অন্য কোন নির্বাচন এই নির্দ্দেশ বহির্ভূত ভাবে হইবে না।

(১৬) নির্বাচন পরিচালনার জন্য জেলা পঞ্চায়েত থানায় থানায় কর্ম্মী নিয়োগের চেষ্টা করিবেন। যে সকল থানায় পরিচালনার বেশী দরকার বুঝিবেন সেইগুলিতেই অগ্রে কর্ম্মী নিয়োগ করিবেন। পরিচালনার জন্য জেলা কমিটী কর্ত্তৃক যেভাবে ক্ষমতা ও ভারনির্দ্দেশ দেওয়া হইবে তাহারা সেই মত কাজ পরিচালনার অধিকারী হইবেন।

প্রস্তাব নং ৩। প্রতি পঞ্চায়েত হইতে উচ্চতর কমিটিতে প্রেরণের জন্য এরূপ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন যিনি নিজ পঞ্চায়েতের কার্য্য সম্বন্ধে ভাল ভাবে অবহিত থাকিবেন। যেখানে সম্ভব হইবে সেখানে পঞ্চায়েতের সভাপতি বা সম্পাদককে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাব নং ৪। ধান্য লেভি বিষয়ে পঞ্চায়েতের সহায়তা দেওয়া সম্পর্কে আমরা মনে করি যে গতবৎসর লেভি বিষয়ে সরকার পক্ষ হইতে যে সকল অসুবিধা আমরা অনুভব করিয়াছি সে বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিকারের আশ্বাস লাভ করিলে আমরা সহযোগিতা করিতে পারিব। অনুমান করা হইতেছে যে এ বৎসরের ফসল এরূপ খারাপ হইবে যে অর্দ্ধেকেরও কম ফসল হইতে পারে। সে জন্য পৌষ মাস না গেলে বৎসরের উৎপন্ন ফসল বিচার করিয়া তালিকা ধার্য্য করার সুবিধা হইবে না বলিয়া লেভির তালিকা করিবার প্রয়োজন হইলে মাঘ মাসে করা হইবে স্থির হইল।

প্রস্তাব নং ৫। এই সভা যে সমস্ত থানাতে এখনও সমবায় সমিতি গঠিত হয় নাই—সেই সমস্ত স্থানে অতি সত্বর সমবায় সমিতি (Co-operative Store) গঠনের ব্যবস্থা করিয়া অবিলম্বে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে থানা পঞ্চায়েতকে নির্দ্দেশ দিতেছে। অধিক পক্ষে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে এই কার্য্য সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি ২।১১।৪৭

বিশ্ববার্ত্তা

বিগত এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা এবং রুশিয়ার পররাষ্ট্রসচিবগণের মধ্যে আলোচনার পর বর্ত্তমানে লণ্ডনে তাহাদের পুর্ণসম্মিলন এই সপ্তাহের একটী উল্লেখযোগ্য সংবাদ। উক্ত সম্মেলন জার্ম্মানী ও অন্যান্য শত্রু দেশগুলির সহিত সন্ধির খসড়া প্রণয়ণে ব্যাপৃত। আমরা দেখিয়াছি, বিগত পররাষ্ট্রসচিব সম্মেলনে পরস্পর বিরোধী দাবী উত্থাপিত হওয়ায় কোন চুক্তি সম্ভব হয় নাই। রুশিয়া সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধের ক্ষতি পুরণের বিষয় আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল। ফ্রান্স জার্ম্মানীর নিকট হইতে সর্ব্বাগ্রে কয়লা সরবরাহের সমস্যা সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা সর্ব্বাগ্রে জার্ম্মানীতে সৈন্য সমাবেশের খরচ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল। এই সমস্যাগুলির কোন সমাধান হয় নাই। কারণ সকল দাবী পুরণ করা যুদ্ধোত্তর জার্ম্মানীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। উক্ত সম্মেলনে জার্ম্মানীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করা এবং তাহাতে জার্ম্মানীর একটী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন ও একটী সাময়িক শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত পররাষ্ট্রসচিবগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এবারেও চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রসচিবগণ জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বিতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

পটসড্যাম চুক্তির পর জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ লইয়া চতুঃশক্তির মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া একপক্ষে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ও অন্যপক্ষে রুশিয়া জার্ম্মানীতে পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উত্তরোত্তর সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে রুশিয়া মনে করে যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা জার্ম্মানীতে তাহাদের চুক্তিমত কার্য্য করিতেছে না।

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে চতুঃশক্তির মধ্যে জার্ম্মানীর পটসড্যাম নগরে যে চুক্তি হয় তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে জার্ম্মানী হইতে নাৎসীদের প্রভাব দূর করিতে হইবে, নাৎসীদের পৃষ্ঠপোষক জার্ম্মানীর বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মানকারী কলকারখানা গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং জার্ম্মানীর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এইরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহা তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট অথচ যুদ্ধের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়। যে সকল যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা জার্ম্মানীর সাধারণ প্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্ত, তাহা যে সকল দেশ জার্ম্মানী আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষতিপুরণ স্বরূপ দিতে হইবে।

রুশিয়া স্পষ্টই বলিতেছে যে ইংলণ্ড বা আমেরিকা নাৎসীবাদ ধ্বংস করা দূরে থাক, তাহারা নাৎসীগণের পোষকতা করিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীদার হইয়া তাহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সাহায্য করিতেছে এবং উক্ত চুক্তি অনুযায়ী জার্ম্মানীর নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা তুলিয়া ফেলিবার বা ক্ষতিপুরণ স্বরূপ দিবার বিশেষ চেষ্টাই করিতেছে না। ইহা দ্বারা রুশিয়া মনে করে যে ইংলণ্ড বা আমেরিকার উদ্দেশ্য হইতেছে যে ইউরোপে এরূপ এক শক্তিশালী জার্ম্মান জাতি পুনর্গঠন করা যে জার্ম্মান জাতি ইউরোপে পুনরায় যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারিবে। অপর পক্ষে ইংলণ্ড ও আমেরিকা বলিতেছে যে জার্ম্মানীকে বাঁচাইবার জন্যই জার্ম্মানীর শিল্প ও উৎপাদন শক্তির উন্নতি ও প্রসার করা আবশ্যক।

যাহাই হোক বর্ত্তমান সম্মেলনে চতুঃশক্তি কিরূপে তাহাদের বিরুদ্ধ স্বার্থের সামঞ্জস্য করেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইবে।

ভারতীয় সংবাদ

ভারত বিভক্ত হওয়ার ফলে অধিবাসী স্থানান্তর ও দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে দুইটী প্রধান সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, গণপরিষদের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসাবে প্রথম অধিবেশনে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী স্থানান্তর ও পুনর্বসতির জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা আশা করেন যে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত স্থানান্তর কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু পুনর্বসতি সমস্যার সমাধানে

এখনও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইবে। এই বিষয়ে গান্ধীজীর সুচিন্তিত অভিমত এই যে আশ্রয় প্রার্থীদিগকে পূর্ব্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং ভারত ও পাকিস্থান উভয় দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সহিত বসবাস করিতে পারে। ইহা ব্যতীত উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার অন্য কোন উপায় নাই।

* * *

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে হিন্দুপ্রধান অধিকাংশ রাজ্যই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে এবং কয়েকটী মুসলমান প্রধান রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দিয়াছে। হিন্দু প্রধান জুনাগড় রাজ্যের মুসলমান নবাব হঠাৎ পাকিস্তানে যোগদান করিলে রাজ্যের প্রজাসাধারণ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গান্ধীর নেতৃত্বে নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে নবাব জুনাগড়ের শাসন ভার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। হায়দারাবাদের নিজাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করায় সেখানেও প্রবল প্রজা আন্দোলন চলিতেছে। সম্প্রতি নিজামের সহিত ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের এক বৎসরের জন্য একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত নিজামের যে সম্পর্ক ছিল বর্ত্তমানে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা বাদে সেই সম্পর্কই বজায় রহিল। প্রজা আন্দোলন ও অরাজকতার ফলে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট নীলগিরি রাজ্য ও অন্যান্য কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

* * *

বাহির হইতে বহুসংখ্যক হানাদারের সুসংবদ্ধ আক্রমণের ফলে কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া দেশরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং প্রজা সাধারণের প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজ্যের শাসনভার ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন। ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যে কাশ্মীর রাজ্য বিপন্মুক্ত হইলেও এখনও পাকিস্তান

সীমান্ত হইতে হানাদারেরা পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়া নির্মম হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চালাইতেছে। পণ্ডিত নেহেরু কেন্দ্রীয় পরিষদে এই সম্পর্কে বিবৃতি দিয়া পাকিস্তান কর্তৃক হানাদারদিগকে অস্ত্র, লরী ও লোকবল দ্বারা সাহায্যের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে কাশ্মীর রাজ্যকে জোর পূর্বক পাকিস্তানে যোগদিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ দ্বারা এই আক্রমণ পরিকল্পিত ও পরিচালিত হইয়াছিল।

* * *

১৫ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হওয়ায় ঐদিন হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের নূতন করিয়া আয়ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করার প্রয়োজন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে যে রেলওয়ে বাজেট পাশ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই বৎসরের শেষে রেলওয়ে খাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের ১২'৩৮ কোটী টাকা ঘাটতি পড়িবে। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে রেলওয়ে মাশুল ও ভাড়া বাবদ ১০৭ কোটী এবং বিবিধ খাতে ১'২৪ কোটী টাকা আয়ের এবং বেতন ও অন্যান্য খরচা বাবং ১২০'৭২ কোটী টাকা খরচের হিসাব ধরা হইয়াছে। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ হারে বেতন এবং খাদ্যবস্ত্র সম্বন্ধে সুবিধা দানের জন্য ২২৷ কোটী টাকা খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১লা জানুয়ারী ১৯৪৮ হইতে মাশুল ও ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া ঘাটতির ৯'১৫ কোটী টাকা পূরণ করা হইবে এবং বাকী টাকা সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে খরচ হইবে। নিম্নশ্রেণীর ভাড়া নাম মাত্র বৃদ্ধি করিয়া উচ্চশ্রেণীতে উচ্চতর হারে ভাড়া বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে কয়েকটি নূতন লাইন খুলিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তন্মধ্যে আসামকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত সোজাসুজি ভাবে সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা উল্লেখ যোগ্য।

* * *

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ১৫ই আগষ্ট হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে সাধারণ বাজেট পরিষদে দাখিল করা হইয়াছে তাহাতেও ২৪'৫৯ কোটি টাকা ঘাটতির হিসাব ধরা হইয়াছে। রাজস্ব সচিব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে ভারত বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দেনা পাওনা সম্বন্ধে এখনও কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ার জন্যই এই ঘাটতির উদ্ভব হইয়াছে। মূলতঃ ভারতের আর্থিক অবস্থা খুবই দৃঢ়। যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবং পূর্ব্বে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেগুলির কার্য্য রীতিমত ভাবে চলিতে থাকিবে এবং পাকিস্তান বাদে ভারতীয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি পূর্বনির্দ্ধারিত মত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইবেন।

* * *

কিছুদিন যাবৎ গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনা সভায় কণ্ট্রোল ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেছেন এবং নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনেও এই সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কণ্ট্রোল ব্যবস্থা সুস্পষ্টভাবেই চোরাবাজার ও দুর্নীতির সহায়ক হইয়াছে। ইহা মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া স্বাভাবিক স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি লুপ্ত হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধের সময় অস্বাভাবিক অবস্থায় যে কণ্ট্রোল ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইলে কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিদেশ হইতে যাহা আমদানী করা হয় এবং গবর্ণমেণ্টের গুদামে যাহা নষ্ট হয় তাহার তুলনা করিলে প্রকৃতপক্ষে খাদ্য ও বস্ত্র সম্বন্ধে অভাবে বিশেষ কারণ নাই। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিও কণ্ট্রোল তুলিয়া দিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কেরোসিন ও চিনির কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই অন্যান্য কণ্ট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতি জানিতে পারা যাইবে।

* * *

সম্প্রতি দিল্লীতে একটি ভারতীয় মুসলমান নেতৃ সম্মিলনে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে যে ভারতে মুসলিম লীগ ভাঙ্গিয়া দিয়া মুসলমানগণের কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত। বিভিন্ন বক্তা ভারত বিভাগ ও সম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মিঃ জিন্নার "দুই জাতি"

মতবাদ ও মুসলিম লীগকেই দায়ী সাব্যস্ত করেন। ভারতের অন্যান্য স্থান হইতেও বহু মুসলমান নেতা ভারতে মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠান উঠাইয়া দিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য শীঘ্রই বিভিন্ন দলের একটি সম্মিলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইতেছে।

* * *

চোরা কারবার ও দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন কল্পে পশ্চিম বাংলায় একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে তাড়াতাড়ি বিচার, ভবিষ্যতে চোরা কারবার না করিবার জন্য জামিন, জেল ও জরিমানা, মাল বাজেয়াপ্ত এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে দেশান্তর প্রভৃতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চোরা কারবারী আইনে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের বিবরণ জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে বাংলা সরকার আরও এক বৎসরের জন্য খাদ্যবস্তুর উপর কণ্ট্রোল চালাইয়া যাইবেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যের উপর হইতে কণ্ট্রোল তুলিয়া লওয়া হইবে। তিনি বলেন যে খাদ্যবস্তুর কণ্ট্রোল উঠাইয়া দিলে দরিদ্র জনসাধারণকে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইবে এই আশঙ্কায়ই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বিতর্ক কালে পণ্ডিত নেহেরু বলেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক রাখাই ভারতের সঙ্কল্প। বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও ভারত কোনও দলে যোগদান করিবে না। তিনি বলেন যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নিজের স্বার্থের প্রয়োজনেই অপর রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করার প্রয়োজন হয়। ভারতকে যদি কোনও দলে যোগ দিতেই হয় তবে তাহা নিজ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হইবে। বিতর্ক কালে বিভিন্ন বক্তা পণ্ডিত নেহেরুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করেন যে স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পণ্ডিত নেহেরুকে প্রথম পররাষ্ট্রসচিবরূপে রূপে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষভাবে গৌরবান্বিত।

বিহার সংবাদ

দেশরত্ন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ৬৪তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে পাটনায় ৩রা ডিসেম্বর বিহার প্রাদেশীয় কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন নেতৃবর্গ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। এই উপলক্ষ্যে পাটনা সহরে তোরণ ও আলোক সজ্জার ব্যবস্থা হয়।

* * *

বিহার বেতন নির্দ্ধারণ কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পর এই বিষয় লইয়া সরকারী কর্ম্মচারী মহলে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। সুপারিশ অনুসারে পিয়ন প্রভৃতি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতন ভাতা সহ ৪০৲ এবং সর্ব্বোচ্চ বেতন ১৫০০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। শিক্ষক ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতনের হার নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং শিক্ষকদের বিষয়ও শীঘ্রই বিবেচিত হইবে বলিয়া সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে। কর্ম্মচারীগণ এই সুপারিশে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ জানাইয়াছেন যে বর্ত্তমানে বেতন বাবং বিহার সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ৩,৭৫,০০০৲ টাকা। এই কমিটির সুপারিশ কার্য্যে পরিণত হইলে ১,২৫০০০৲ টাকা খরচ বেশী পড়িবে। অর্থাৎ বিহার সরকারের মোট আয় ১৫ কোটি টাকার মধ্যে একতৃতীয়াংশ বেতন বাবং খরচ হইবে।

* * *

বিহারে বকাস্ত জমি লইয়া কিষাণ আন্দোলনের ফলে স্থানে স্থানে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এই ব্যাপারে বেগুসরাইএ বন্দুকের গুলিতে দুইজন খুন ও কয়েকজন আহত হইয়াছে এবং পিরপাইটি থানায় দুইজন আহত হইয়াছে।

* * *

ভাগলপুরের জেলা জমাইৎ-উল-উলেমা দক্ষিণ ভাগলপুরে ১৪টি কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেস সদস্য করিবার এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনোদ্দেশ্যে শিক্ষা কেন্দ্র খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সংবাদ দাতা চাই

মুক্তির জন্য প্রতিগ্রাম হইতে সংবাদ দাতা প্রয়োজন। গ্রামের ও সহরের সমস্ত অভাব অভিযোগ, সাধারণ অবস্থা, ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধে নিয়মিতরূপে সংবাদ পাঠাইতে হইবে। সংবাদ কোনরূপে অতিরঞ্জিত, অর্দ্ধসত্য, মিথ্যা বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলক হইবে না। সংবাদ দাতা পূর্ব্বেই মুক্তি অফিসে নাম পাঠাইয়া বা নিজে আসিয়া সংবাদ দাতারূপে নাম রেজেষ্ট্রী করাইয়া যান।

সম্পাদক—
মুক্তি

মুক্তির নিয়মাবলী

—0—

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবারে প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)

ষাম্মাসিক " — ৩।০ "

মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৬। মুক্তিতে যাঁহারা প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে চান, তাঁহাদের প্রবন্ধ খুব দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে টিকিট পাঠাইতে হইবে। কোন লেখা প্রকাশ বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশের অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে :—

ম্যানেজার "মুক্তি", মুক্তি কার্য্যালয় ;
পোঃ পুরুলিয়া, জিঃ মানভূম, বি, এন, আর, ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— মুক্তির বার্ষিক চাঁদা সডাক ৬৸০ হিসাবে পূর্ব্বে লওয়া হইবে বলিয়া ঠিক ছিল এবং সেই হিসাবে অনেকের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহা ৬৲ হিসাবে করা হইল। যাঁহারা বাকী পয়সা ফেরত লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা জানাইলেই তাহা ফেরত দেওয়া হইবে অথবা তাহা আগামী বৎসরের জন্য তাঁহাদের নামে জমা রাখা যাইবে।

"মুক্তির" বিজ্ঞাপনের হার

—•—

পূর্ণ পৃষ্ঠা — ৪০৲ (২ কলম) প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা — ২২৲ (১ কলম) " "
সিকি পৃষ্ঠা — ১২৲ (½ কলম) " "
প্রতি ইঞ্চি কলম—৩।০ " " "
সম্মুখের পৃষ্ঠায়অর্দ্ধ পৃষ্ঠা২৫৲ (১ কলম) "

১। বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম অর্থাৎ ১২ সংখ্যার কম হইলে এই হারে লওয়া হইবে।

৩ মাস বা তাহার বেশী সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে ম্যানেজারের নিকট চিঠি লিখিয়া বা দেখা করিয়া স্থির করুন।

২। যে সপ্তাহে বিজ্ঞাপন যাইবে সেই সপ্তাহে বুধবার পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের কপি দিতে হইবে।

এজেণ্টগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১। পাঁচখানার কম হইলে "মুক্তির" এজেণ্ট করা হইবে না।

২। এজেণ্টকে প্রতি কপির জন্য দশ আনা হিসাবে মুক্তির ম্যানেজারের নিকট অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৬ তারিখের মধ্যে কমিশন বাদে পুরা দাম পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

৩। শতকরা ৫ খানা হিসাবে অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হইবে। ইহা হিসাব দিবার সময়ই জমা করিতে হইবে।

৪। এজেণ্টগণ বিক্রীত মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

৫। এজেণ্টগণের নিকট কাগজ পাঠানো খরচ এজেণ্টকে বহন করিতে হইবে না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত দিতে হইলে তাহা পাঠাইবার খরচ এজেণ্টকে বহন করিতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
২য় সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৪, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵

মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা পরিচালিত

মুক্তি প্রেস

পুরুলিয়া।

সর্ব্ব প্রকার ছাপার কাজ

বাঙ্গলা

ইংরাজী

হিন্দী

সুন্দর ভাবে ও নিয়মিত সময়ে
করা হয়।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ২৯শে অগ্রহায়ণ, সোমবার

নিয়ন্ত্রণ

গত ১০ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিবেশনে কণ্ট্রোল ও খাদ্য সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেরোসিন এবং চিনির কণ্ট্রোল ইতিমধ্যেই উঠিয়া গিয়াছে। ধান, চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যাহা এখনও গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহার উপর হইতেও অদূর ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া লওয়া হইবে। বস্ত্র সম্বন্ধেও বিশেষভাবে কিছু না বলিলেও আশা করা যাইতেছে যে, কণ্ট্রোল সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিবার নীতি যখন ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তখন কিছুদিন পরে কোন জিনিষের উপরই আর কোনরূপ কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না।

রাজেন্দ্র প্রসাদ আশা করিতেছেন যে কণ্ট্রোল উঠিয়া গেলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ঘাটতি অঞ্চলে কিছু কমিবে এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চলে কিছু বাড়িয়া দেশের সর্ব্বত্রই দর প্রায় একই রকম হইবে। দাম কিছুতেই চোরাবাজারের যে অগ্নিমূল্য সে স্তরে পৌঁছিবে না।

ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহা পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। কণ্ট্রোল উঠাইয়া দিলেও এই বিভাগে যে সব কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত রাখা হইবে। রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন যে এই পরীক্ষা যদি ব্যর্থ হয় তবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হইবে এবং বিধি ও বিধান আরও কঠোরতর করা হইবে। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে সেই ক্ষেত্রে ব্যবসা করিবার কোন সুযোগ থাকিবে না।

বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রথম সুরু করা হয়। সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করা, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষ পত্র তৈরী করা প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য আমাদের দেশে যে পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র, এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন ও আমদানী হইত তাহার একটা খুব বড় অংশ বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করে। ফলে জনসাধারণের প্রয়োজনের অনুপাতে জনসাধারণের জন্য সরবরাহের পরিমাণ খুবই কম হইয়া যায়। অন্য দিকে যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে আমদানীর পথও বন্ধ হইয়া যায়। যুদ্ধের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। জনসাধারণ না খাইয়া মরিতে পারে কিন্তু সৈন্যরা না খাইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং দেশে যাহা মজুত ছিল, যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা হইতে যুদ্ধের জন্য যাহা দরকার তাহা পুরা লইয়া জনসাধারণের ভাগে কিছু দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহা অতি অল্প। সুতরাং যাহাতে কিছু কিছুও সকলে পাইতে পারে তাহার জন্য আইন কানুন করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। জিনিষের দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইল, মাথাপিছু কে কত পাইবে তাহা ঠিক করা হইল। যাহারা এই সব জিনিষ বিক্রয় করিবে তাহাদের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু যে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রবর্ত্তন ও পরিচালনা করিতে লাগিল তাহা জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট ত ছিলই না, জনসাধারণের সম্বন্ধে কোন

দায়ীত্বও তাহার ছিলনা। একটা কাঠামো তৈরী করিবার দরকার ছিল তাহা করিয়াই সে নিশ্চিন্ত হইল। ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বার্থ-রক্ষা করার নীতি সেই গভর্ণমেণ্টের ছিল না। যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশকে শোষণ করিবার জন্য শাসন করা এবং যুদ্ধের সময়ে যে কোন রকমে যুদ্ধ জিতিয়া ভারতবর্ষকে তাহার সাম্রাজ্যের অধীন করিয়া রাখাই তাহার নীতি ও উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশের গভর্ণমেণ্ট যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য জনসাধারণের অংশ হইতে একটা মোটা অংশ কাটিয়া লইলেও, যাহা জনসাধারণের ভাগে পড়ে তাহা সুচারুরূপে বণ্টন করিবার জন্য যথা সম্ভব ভাল ব্যবস্থা করিয়াছিল। কারণ সে সব স্থানে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী। আমাদের দেশে তাহা ছিলনা। যুদ্ধ জয়ের দায়ীত্ব গভর্ণমেণ্টের ছিল কিন্তু গভর্ণমেণ্ট নিজেকে জনসাধারণের নিকট দায়ী বলিয়া মনে করিত না।

ফলে সরকারী কর্ম্মচারী হইতে সুরু করিয়া ব্যবসায়ীরা ইহার পূর্ণ সুযোগ লইতে লাগিল। যুদ্ধের জন্য যে কোন দরে, যে কোন উপায়ে গভর্ণমেণ্টের চাহিদা মাফিক জিনিষ সরবরাহ করাই এবং তাহার ব্যবস্থাই তাহাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ দাঁড়াইল। আর একদিকে যে ব্যবসায়ীদের জনসাধারণকে সরবরাহ করিবার ভার দেওয়া হইল তাহারা যে যত বেশী পারে খরিদ্দারের নিকট হইতে দাম আদায় করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টের যে নিয়ন্ত্রিত মূল্য ছিল সেই মূল্যের বেশী তাহারা লইতেছে কিনা ইহা দেখিবার ভার যে সব সরকারী কর্ম্মচারীর উপর তাহারা প্রভূত অর্থে ক্রীত হইয়া চোখ বুঁজিয়া রহিল। অল্প চেষ্টায় ও অল্প সময়ে অদ্ভুত টাকা রোজগারের এমন সহজ পন্থায় কারবারীরা দয়ামায়া, সৎ অসৎ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিবর্জিত হইয়া কেবল টাকা রোজগার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। যতই বেশী অর্থ তাহাদের সঞ্চিত হইতে লাগিল ততই বেশী অর্থ সরকারী কর্ম্মচারিদের দিয়া তাহারা নিজেদের রোজগারের পথ নির্বিঘ্ন এবং একচেটীয়া করিয়া তুলিল।

ফলে এই হইল যে, দিনের পর দিন খাদ্য দুর্ম্মূল্য হইতে দুর্ম্মূল্যতর হইয়া চলিল। সরকারী ভাণ্ডারে, ব্যবসায়ীর গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্য-শস্য মজুত থাকা সত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে মারা যাইতে লাগিল। দোকানে চোরা গুদামে রাশি রাশি বস্ত্র মজুত থাকা সত্বেও মেয়েরা বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিতে লাগিল। দোকানে ঔষধ মজুত থাকা সত্বেও চোরাবাজারী দামে কিনিতে না পারিয়া বিনা চিকিৎসায় লোকে মারা যাইতে লাগিল। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দেশে সমস্ত ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত করিয়া ছাড়িল। জনসাধারণও ইহার এই কলুষতার পঙ্ক হইতে একেবারে রেহাই পাইল না। তিন টাকার কাপড় ত্রিশ টাকায় পাইয়া মহাভাগ্য মনে করিল, না হইলে উপায় নাই। এগার টাকার চাউল যে পারে তাহাকে পঞ্চাশ টাকায় কিনিতে হইল। বাঁচিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। চারি আনার কুইনাইন চারি টাকায় কিনিয়া চিকিৎসা করিতে হইল—অন্য পথ নাই। প্রতিবাদ প্রতিরোধ করা চলে না। চোরাবাজারীকে আজ ধরাইয়া দিলে কাল সে কাপড় পাইবে না। সংঘবদ্ধ তাহারা নয়। প্রতিবাদ করিলে ভারতরক্ষা আইন আছে। যুদ্ধের সময় কোনরকম অশান্তি সৃষ্টি করা চলিবে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের খোসামুদী করিয়া, ডিলারের মনোরঞ্জন করিয়া কোন রকমে বর্ত্তমানের

মত কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেই হইল। সমস্ত মিলিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করিল তাহাই কালক্রমে লোকের কাছে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইল।

ব্যবসায়ীকে নিয়ন্ত্রণ করিবে সরকারী কর্ম্মচারী, সরকারী কর্ম্মচারীকে নিয়ন্ত্রণ করিবে গভর্ণমেণ্ট, গভর্ণমেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিবে দেশের জনসাধারণ। কিন্তু জনসাধারণের নিকট দায়ীত্বহীন বিদেশী গভর্ণমেণ্ট, জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এই রকম গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করে না এবং এই গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা জনস্বার্থের জন্য ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন মনে করে না। অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ী তাহার অর্থলোভও নিয়ন্ত্রিত করে না।

১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়ের মধ্যে এই অবস্থা দেশে কায়েমী হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে দেশের নেতারা, যাঁহারা কারাগারে ছিলেন, তাঁহারা বাহিরে আসিয়া এই অবস্থায় দেশকে পাইলেন। শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল অবস্থা দেখিয়া বলিলেন "সব জিনিষের উপরই কণ্ট্রোল আছে—ঘুসের উপর কণ্ট্রোল নাই" পণ্ডিত নেহরু বলিলেন "চোরাবাজারীদের ফাঁসী দেওয়া উচিত।"

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে আইন সভা জাতীয় প্রতিনিধিরা দখল করিয়া প্রদেশে প্রদেশে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিল। কেন্দ্রেও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। বল্লভ ভাই প্যাটেল, পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি জননায়কগণ শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ভারত ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসীর হাতে পূর্ণক্ষমতা ও শাসন ভার আসিল।

দেশের জনসাধারণ ভাবিল স্বাধীনতা লাভের পরে কনট্রোলের এই দুঃসহ অব্যবস্থা আর থাকিবে না। জাতীয় সরকার দৃঢ় হস্তে ইহার সুব্যবস্থা করিবেন। নেতৃবৃন্দ কিন্তু শাসনভার লইয়া দেখিলেন যে অবস্থা যে রকম জটীল হইয়া আছে তাহাতে কাজটা এত সোজা নয়।

তাহারা অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ভারত বণ্টন সমস্যা, সর্ব্বোপরি গত দুইশত বৎসর যাবত বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট পরাধীন দেশ শাসন করিবার জন্য যে কাঠামো এবং লোক-তৈয়ারী করিয়াছে—তাহাই লইয়া স্বাধীন দেশের শাসন পরিচালনা করা। ইহা অসাধ্য না হইলেও একান্ত দুঃসাধ্য।

কাজেই জনসাধারণ যাহা আশা করিয়াছিল তাহা হইতে বিলম্ব হওয়াতে তাহারা অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের জাতীয় সরকারকে যে অবস্থা ও যে সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

এই খাদ্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিলে ভাল হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ যে অবস্থায় দেশকে আমরা পাইয়াছি সেই অবস্থাকে অস্বীকার করা যায় না। কোটী কোটী লোকের খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থার দায়িত্ব জাতীয় সরকারের উপর। দেশের আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় পরিচালনা যাহারা করেন তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় না অথচ ব্যবসায়ীদের একেবারে বাদ দিয়া সমস্ত ব্যবসায় ও উৎপাদন গভর্ণমেণ্টের হাতে

এখনই লওয়া সম্ভবপর নয়। সরকারী কর্ম্মচারীদের উপরও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। সমস্ত কর্ম্মচারীকে আজই পরিবর্ত্তন করিয়া সব নূতন লোক বহাল করাও সম্ভবপর নয়। অথচ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ ও বণ্টন সম্বন্ধে যে অবস্থা এখন দাঁড়াইয়াছে, জনস্বার্থের দিক দিয়া তাহাও বজায় রাখা চলিতে পারে না।

এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় জনসাধারণের তরফ হইতে যে মনোভাব দেখা যাইতে লাগিল তাহাতে বোঝা যাইতেছে যে ইহা তাহাদের কাম্য নয়। কারণ ইহাতে যে অসুবিধা হইতেছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া গেলে ইহার চেয়ে হয়ত বেশী অসুবিধা নাও হইতে পারে। যে ব্যবসায়ীরা বঞ্চিত হইয়া আছে তাহারা বলিতেছেন যে—সকলের জন্য ব্যবসা উন্মুক্ত করিয়া দাও, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দাও, এ অবস্থা থাকিবে না।

মহাত্মা গান্ধী কিছুদিন হইল নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। তিনি যে দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়া ইহাকে বিচার করিতেছেন তাহা এই যে এই ব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণকে অসহায় ও একান্ত ভাবে পরনির্ভরশীল করিয়া তোলা হইতেছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দাও, জনসাধারণ নিজেরা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাতে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া লইতে শিখুক। নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হউক। অসহায় শিশুর মত তাহাদিগকে যদি একান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় তবে বাস্তবিকই আমাদের স্বাধীনতা সার্থক হইতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধীর এই অভিমতকে জাতীয় সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিয়া তাঁহারা কণ্ট্রোল সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তবে খাদ্য সম্বন্ধে একেবারে এখনই ঝুঁকি লওয়া খুব যুক্তিযুক্ত মনে না করাতে ইহা ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। যদি অবস্থার অবনতি না হয় তবে কনট্রোল পুনঃ প্রবর্ত্তন করার আর প্রয়োজন হইবে না। যদি অবনতি হয় তবে বাধ্য হইয়াই আরও কঠোর বিধি নিষেধসহ ইহা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব খুবই বেশী। কনট্রোল তুলিয়া লইবার পরে ব্যবসায়ীরা যদি তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত না হন তবে তাহাতে তাঁহাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হইবে। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করেন নাই। পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও জনসাধারণের তরফ হইতে নানাভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যবসায়ীদের লইয়া নানাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে। কেরোসিনের কনট্রোল উঠিয়া যাইবার পর কেরোসিন যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকা সত্ত্বেও বাজারে তাহা দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া আছে। চিনির কনট্রোল উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া মজুত চিনি বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। সকলেই যেন অপেক্ষা করিতেছে যে কণ্ট্রোলটা উঠিয়া গেলে কিছু দিন টাকা লুটিবার ব্যবস্থাটা করিয়া লইতে হইবে।

খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধেও এই সন্দেহই উপস্থিত হয়। কণ্ট্রোল উঠিয়া গেলেও ব্যবসায়ীরা যদি অর্থলোভের অদম্য বাসনা নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে তবে তাহার ফল শোচনীয় হইবে। রাজেন্দ্র বাবু স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তখন

ব্যবসা করিবার কোনই সুযোগ দেওয়া হইবে না। ইহা হইল জনসাধারণের প্রতিনিধির কথা। সোজাসুজি জনসাধারণের তরফ হইতে ইহা বলা চলে যে যাহারা ক্ষুধার অন্ন ও পরিধেয়ের বস্ত্র লইয়া নির্ম্মমভাবে জুয়া খেলিবে স্বাধীন ভারতের জনগণ তাহাদিগকে কোন মতেই বরদাস্ত করিবে না।

কণ্ট্রোল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সব চেয়ে বড় দায়িত্ব দেশের জনসাধারণের উপর পড়িয়াছে। জনসাধারণকে এ বিষয়ে খুব ভাল করিয়া অবহিত হইতে হইবে। কণ্ট্রোল উঠাইবার অর্থই হইল এই যে, যে কাজের ভার কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারীর উপর দেওয়া ছিল তাহা ব্যাপকভাবে দেশ বাসী সকলের উপর ন্যস্ত হইল। নিজেদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া লইবার জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার ও দায়িত্ব লইবার শিক্ষাই স্বরাজের প্রথম শিক্ষা। জনসাধারণকেই সংঘবদ্ধ ভাবে ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি এই কাজে ভুল কোথাও ঘটে তাহা ঘটুক। যেখানে উদ্দেশ্যের সততা থাকে, সচেতন প্রচেষ্টা থাকে, সেখানে সে ভুল সংশোধিত হইবেই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্র নাথের জন্ম শতবার্ষিকী—

গত ১০ই ডিসেম্বর স্বর্গীয় রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম শত বার্ষিকী দেশময় পালিত হইল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁহারা অগ্রনী ছিলেন ইনি তাঁহার মধ্যে অন্যতম প্রধান। ইঁহার অদ্ভুত বাগ্মিতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কর্ম্মশক্তি এবং দেশপ্রেম ইঁহাকে সত্য সত্যই দেশের রাষ্ট্র গুরু পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তিনি নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যাঁহারা করিয়াছেন ইনি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষের অন্তরে ইঁহার স্মৃতি চিরকাল অম্লান হইয়া থাকিবে।

পশ্চিম বঙ্গে মনোনয়ন প্রথা রদ—

পশ্চিম বাংলার আইন সভার ৮ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে জিলাবোর্ড,মিউনিসিপ্যালিটী, ইউনিয়ান বোর্ড ও অন্যান্য স্বায়ত্ব শাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সভ্য মনোনয়ন প্রথা রহিত করিয়া এক আইন পাস হইয়াছে। গত আমলাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের আমলে এই প্রথা বর্ত্তমান থাকায় একটা কারণ এই ছিল যে নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কতকগুলি সরকারী জো হুজুরী লোক মোতায়েন করা—লিখিত আইনে যাহাই থাকুক না কেন। বর্ত্তমানেও যেখানে যেখানে এই প্রথা আছে সেখানে নানাবিধ জটীলতার সৃষ্টি করিতেছে। অন্যান্য প্রদেশেও ইহা অবিলম্বে উঠিয়া যাওয়া দরকার।

যুক্তপ্রদেশের কোর্টফিঃ রদের ব্যবস্থা—

যুক্ত প্রদেশের রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী এক বক্তৃতায় এই আশা দিয়াছেন যে যুক্ত প্রদেশ হইতে মোকর্দ্দমার জন্য আদালতে কোর্ট ফি দাখিল করিবার নিয়ম উঠাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিচারের জন্য কোর্ট ফিঃ দাখিল করার প্রথায় বহু গরীব লোক তাহাদের অভিযোগের বিচার পাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। যাহার অর্থ আছে বিচারের সুবিধা সেই পায়, যাহার অর্থ নাই তাহার অভিযোগের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নাই। কোন রকম খরচ না করিয়াই যাহাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিও বিচারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয় স্বাধীন গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টে সেই ব্যবস্থা থাকা অতীব প্রয়োজন।

অযোগ্য শাসন যন্ত্র—

গত ৮ই ডিসেম্বর পাটনাতে বিহার বণিক সমিতির (চেম্বার অফ কমার্স) এক সভায়, বিহারের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে—বৃটীশের আমলের যে শাসন যন্ত্র উত্তরাধীকার সূত্রে আমরা পাইয়াছি তাহাতে কেবল বর্ত্তমান অবস্থা চালু রাখা যাইতে পারে। বর্ত্তমান শাসন প্রণালী একেবারে ঢালিয়া সাজা একান্ত দরকার। কিন্তু এই সেক্রেটারিয়েট ব্যবস্থা ও শাসন যন্ত্র তাহার একেবারে অযোগ্য। জনসাধারণ ইহা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছে। আদালত, ও অন্যান্য সরকারী বিভাগে দেখা যায় কার্য্য ব্যবস্থা যেমন শ্লথ তেমনি দায়িত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন একান্ত দরকার।

পাইকারী জরিমানা—

বৃটীশ সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যে সব গ্রামে যাহাদের পাইকারী জরিমানা আদায় হইয়াছিল—১৯৪৬ সালে বিহারের জাতীয় সরকার তাহা ফিরাইয়া দিতে নির্দ্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী বহু স্থানে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইলেও এখনও বহুস্থানে টাকা দেওয়া হয় নাই। এ বিষয়ে বরাবাজার থানার কাদঞা, মানপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে আমরা অভিযোগ পাইয়াছি। এই টাকা ফিরাইয়া দিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

বলরামপুরের দারোগা—

বলরামপুর থানার দারোগার সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আসিতেছে তাহার মধ্যে জন সাধারণের সহিত অসদ্ব্যবহারই প্রধান। কেহ টেবিলের উপর হাতদিয়া দাঁড়াইলে তাহা শিষ্টাচার বহির্ভূত বলিয়া মনে করিয়া তাহাকে থানা হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলা হয়। এই সমস্ত দারোগারা তাহাদের পুরাতন মনোবৃত্তি কবে ছাড়িতে পারিবে? বৃটিশ আমলে ইঁহারা জনসাধারণের প্রভু ছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে জনসাধারণকে ইঁহারা নিজেদের প্রভু হিসাবে সম্মান দিবেন ইহাই আমরা আশা করি।

হুড়া থানায় পুলিশের গাফিলাতি –

হুড়া ও পুঞ্চা থানার কয়েকটী গ্রামের পঞ্চায়েতের পক্ষ হইতে অভিযোগ আসিয়াছে যে গত ১৪ই কার্ত্তিক রাত্রিতে চাকনাদা (হুড়া) নিবাসী শ্রীদুবাই মাঝি ও ভোক্তু মাঝির ক্ষেত হইতে ধান চুরি যায়। গ্রামের লোক সেই চোর দুইজনকে ধরে ও পঞ্চায়েতের কাছে লইয়া আসে। পঞ্চায়েত—চুরির ব্যাপার বলিয়া তাহাদের থানায় যাইতে বলে। থানায় ভাইরী দিবার পর ১৯শে কার্ত্তিক জমাদার বাবু এনকোয়ারীতে আসিয়া প্রথমে আসামীদের গ্রাম আমড়াকোচা পরে চাকনাদাতে আসেন এবং সাঁওতাল দুই জনকে বলেন যে "অল্প ধান চুরি হইয়াছে তার জন্য আবার কেশ" ইত্যাদি। আসামীরা এযাবত চালান হয় নাই। বহু গ্রামের পঞ্চায়েতগণ সমবেত হইয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর নিকট এ বিষয়ে প্রতিকারার্থ জানায়। আইনের খুঁটীনাটীতে বা বিলম্বের অজুহাতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এ বিষয় এড়াইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তাহা বড় কথা নয়। চোর চুরি করিয়াছে, গ্রামের বহুলোক তাহার সাক্ষী আছে, বহু গ্রামের পঞ্চায়েত আসিয়া তাহা অনুসন্ধান করিয়াছে, অথচ তাহা কোন রূপে বিবেচনা করাই হইল না! বিলম্ব হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের ইহা অনুসন্ধান করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী—

পুরুলিয়া সহরে জনসংখ্যা পূর্ব্ব হইতে অনেক বাড়িয়া গেলেও মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যবস্থার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা বোঝা যায় না। ড্রেনের অবস্থা অতি শোচনীয়, বাজারের প্রধান রাস্তায় একখানা মোটর চলিয়া গেলে ধূলায় পথচারী বিভ্রান্ত হয় ও পার্শ্ববর্ত্তী দোকান, বাড়ীগুলি ভরিয়া যায়। রাস্তায় জল দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু যান বাহনগুলির গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। লরী বাস, মোটর প্রভৃতি জনাকীর্ণ রাস্তায় যে ভাবে চালাইয়া যায় তাহা বাস্তবিকই আপত্তি জনক। বাসের মালিকরা রাস্তাগুলি গ্যারেজে পরিণত করিয়াছে। ইহার প্রতিবিধান কি সম্ভব নয়?

ভ্রম সংশোধন

গত ১ম সংখ্যা মুক্তিতে ৺নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত লিখিত "স্বরাজ" প্রবন্ধের সম্বন্ধে ভুলক্রমে "১৯২৫ সাল মুক্তির ১ম বর্ষে প্রকাশিত" বলিয়া লেখা হইয়াছিল। ইহা ১৯৩১ সালে লিখিত হয়।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও গান্ধিজীর অভিমত

"খাদ্য নিয়ন্ত্রণের যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তাহা খুবই সীমাবদ্ধ, আমার ব্যক্তিগত মত ইহাই। স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পাইলে চাষীরা তাহাদের মাল বাজারে আনিবে এবং আজ কাল যাহা সহজে মেলেনা সেই ডাল ও খাবার যোগ্য খাদ্য শস্য সকলেই পাইতে পারিবে।"

* * *

"খাদ্য সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে খাদ্য বরাদ্দ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে আমি অযৌক্তিকও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের দেশে যথেষ্ট উর্ব্বরা জমি আছে, জলের ও জনশক্তির অভাব নাই। এরূপ অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব কেন হইবে? একবার তাহারা যদি বুঝিতে পারে যে তাহাদের নিজের পায়েই নিজেদের দাঁড়াইতে হইবে তবে সমস্ত আবহাওয়া যেন তড়িৎ স্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিবে। এ কথা সকলেই জানে যে প্রকৃত ব্যাধি হইতে যত লোক মরিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে ত্রাসে। যদি লোকে আত্মনির্ভরশীলতার পন্থা অবলম্বন করিতে চায় তবে তাহাদিগকে সকল বিপদের ভয় ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

"ঠিক একই কারণে ভারতবর্ষে বস্ত্রের অভাব হইবার কোনও কারণ নাই। প্রয়োজনের অধিক তুলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। লোকের উচিত নিজেরা সুতা কাটিয়া বস্ত্র বুনিয়া লওয়া। এই জন্যই আমি বস্ত্র নিয়ন্ত্রণও তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। ইহাতে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। আমাকে বলা হইয়াছে এবং আমিও এ কথা বিশ্বাস করি যে যদি জনসাধারণ ছয় মাসের অনধিক সময় বস্ত্র ক্রয় করিতে বিরত থাকে তবে বস্ত্রের মূল্য পড়িয়া যাইতে বাধ্য। এই সময় বস্ত্রের যে অভাব হইবে তাহা মিটাইবার জন্য আমি সকলকে আপন আপন খাদি প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিতে চাই। অপর সকল প্রকার বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র খদ্দর ব্যবহারের উপর আমার যে বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসের কথা এরূপ অবস্থায় আজ আমি উল্লেখ করিব না। যে মুহূর্ত্তে জনসাধারণ তাহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া উঠিতে পারিবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আজ তাহারা মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলিলে তাহারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মর্ম্ম সকল গ্রামবাসীই বুঝিতে পারিবে। তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির অবসর থাকিবেনা, ইচ্ছাও থাকিবে না। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সর্ব্বরকমে লাভবান হইবে। ভগবানও তাহাদের সহায় হইবেন, কারণ যাহারা নিজেরা চেষ্টা করে, ভগবান তাহাদের সহায় হন।

* * *

"নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে জুয়াচুরীর উদ্ভব হয়, সত্য চাপা পড়ে চোরাবাজার বাড়িয়া চলে এবং এক প্রকার কৃত্রিম অভাব লাগিয়াই থাকে। সর্ব্বোপরি ইহা মানুষকে অমানুষ করে, তাহার উদ্যম নাশ করে, তাহাকে আত্মনির্ভরশীলতা ভুলাইয়া দেয়। ইহার ফলে মানুষ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। ভ্রাতৃঘাতী হানাহানির ব্যাপকতা, উন্মত্তের ন্যায় লোক বিনিময় প্রভৃতির ফলে আসন্ন শীতের মুখে অন্ন বস্ত্র ও আবাসস্থলের অভাবে এবং অনাবশ্যক মৃত্যুর কারণে লক্ষ লক্ষ লোকের যে দুর্গতি হইয়াছে, নিয়ন্ত্রণে ততখানি না হইলেও অপকারিতার দিক দিয়া ইহা প্রায় তাহার কাছাকাছি যায়। দ্বিতীয় প্রকারের অবস্থাটা খুব বেশী করিয়াই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ জনিত অবস্থাটা ততখানি স্পষ্ট না হইলেও তুলিবার নহে।

"গভর্ণমেণ্ট সহজেই নিয়ন্ত্রিত খাদ্যের পরিবর্ত্তে প্রকাশ্য বাজার হইতে ভাল শস্য কিনিয়া বিক্রয় করিবার জন্য দোকান খুলিতে পারেন। ইহার ফলে আপনা হইতেই মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিতে পারিবে এবং মজুত খাদ্য শস্য ভাল ও তৈলবীজ বাজারে আসিয়া পড়িবে। গভর্ণমেণ্ট কি শস্যব্যবসায়ী উৎপাদনকারীদের বিশ্বাস করিবে না? নিয়ন্ত্রণের এরূপ কঠোর বন্ধনে গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপরই গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে। লোকে যদি পরিশ্রম না করে অথবা পরস্পরকে প্রতারণা করে এবং তাহার ফলে মরে, তবে সে মরণ মুক্তিই আনিবে। অবশিষ্ট সকলে তখন এই শিক্ষা লাভ করিবে যে স্বার্থান্বেষী বা আলস্যপরায়ণ হইয়া পাপাচরণ করিলে আর চলিবে না।"

* * *

"আমার ধারণা ভারতের সমস্ত লোকের প্রয়োজন মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ খাদিবস্ত্র হাতে তৈয়ারী করিয়া লওয়া অতিশয় সহজ—অবশ্য তাহার জন্য দেশে আবশ্যক পরিমাণ তুলা পাওয়া চাই। ভারতে তুলার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। তাহার সহজ কারণ এই যে, দেশে যে পরিমাণ তুলার দরকার তাহার চেয়ে বেশী তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। হাজার হাজার গাঁইট তুলা দেশ হইতে রপ্তানি করা হয়, তথাপি দেশের কাপড়ের কলগুলির জন্য তুলার অভাবতো কখনও হয় নাই। তুলা ধোনা, পাঁজ করা, সুতা কাটা ও কাপড় বোনা এই সকলের জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহার সকলই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। আর এ দেশের জন সংখ্যা ত বিপুল—এই সব কথা শ্রোতৃবৃন্দকে আগেই বলিয়াছি। সুতরাং মাত্র এই কথাই আমি বলিতে পারি যে আমাদের দেশে বস্ত্রাভাব আছে এরূপ চিন্তা জড়তা প্রসূত। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এ দেশে কেহ চায় নাই, কলের মালিক বা মজুর অথবা জনসাধারণ কেহই নয়। নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, অলস বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে, আর প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত না থাকায় সকল সময়েই তাহাদের দ্বারা দেশের ক্ষতি হইতেছে।"

* * *

"নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আমি ঘোরতর অন্যায় বলিয়া মনে করি। যুদ্ধের সময় হয়তো নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল। সামরিক দেশের পক্ষে হয়তো বা উহা ভাল। কিন্তু ভারতের পক্ষে উহা ক্ষতিকর। দেশে খাদ্যের অথবা বস্ত্রের অভাব নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। দেশে অনাবৃষ্টি হয় নাই। আমাদের দেশে প্রচুর তুলা জন্মে। চরখায় সুতা কাটিবার ও তাঁতে কাপড় বুনিবার লোকেরও অভাব নাই, তাহা ছাড়া কাপড়ের কলও আমাদের আছে। অতএব এই দুই বস্তুর অর্থাৎ অন্ন ও বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ভাল নহে, ইহাই আমার অভিমত। পেট্রল, চিনি ইত্যাদি অপর কতকগুলি জিনিষের নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে। কিন্তু উহারও কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। কণ্ট্রোলের দরুণ লোকে আলস্য পরায়ণ ও পরবশ হইয়া থাকে। অলসতা ও পরবশতা কখনও জাতির পক্ষে মঙ্গলের হইতে পারে না। নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রত্যহ আমার কাছে অভিযোগ আসিতেছে। আমি আশা করি দেশের প্রতিনিধিরা বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যে নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘুষ ও চোরা কারবার প্রশ্রয় পাইতেছে তাহা তুলিয়া দিবার নির্দ্দেশ দিবেন।"

(বাংলা হরিজন পত্রিকা হইতে)

কংগ্রেস সংবাদ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে প্রথম প্রস্তাব মুক্তির ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য মূল প্রস্তাবগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারতে পররাষ্ট্র অধীনতার অবসানে এবং ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্র ও লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও জাতিগত ভাবে ভারতীয় নরনারীগণের অশেষ দুঃখবরণের ফলেই এই পররাষ্ট্র অধীনতার অবসান সংঘটন সম্ভব হইয়াছে। পরাধীনতার অবসান বহু দায়িত্ব আনয়ন করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে ও জাতির উপর নূতন ভার পড়িয়াছে।

বিগত দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে কংগ্রেস যে স্বাধীনতার ছবি আঁকিয়াছে পরাধীনতার অবসানেও তাহা লাভ হয় নাই। স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে এবং দেশে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহার তুলনা নাই।

স্বরাষ্ট্রের সূচনাতেই ভারত তীব্র সঙ্কটে পতিত হয় এবং তৎকালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে ভারতের সুনাম কলঙ্কিত হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক নির্দ্দোষ নরনারী যে শোচনীয় অবস্থায় প্রাণ হারাইয়াছে ও সহায় সম্বলহীন হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে ব্যাপক ভাবে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, ঐ সকল অমানুষিক কার্য্যের নিন্দাবাদের উপযুক্ত ভাষণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই ব্যাপক বিপর্য্যয়ে যে সকল নির্দ্দোষ নরনারী বলিপ্রদত্ত হইয়াছেন, এই সমিতি তাঁহাদের সকলের প্রতিই গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

বর্ত্তমান সঙ্কটময় কালে কংগ্রেসের নীতি ও বিশ্বাস সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা আবশ্যক এবং সরকারের ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য উক্ত নীতি অকুণ্ঠ ভাবে অনুসরণ করা। দেশবিভাগের ফলে ভারতের আভ্যন্তরিণ বিরোধের অবসান হইবে এই আশা লইয়াই কংগ্রেস দেশ বিভাগে সম্মত হইয়াছিল। এই আশা অদ্যাবধি সফল হয় নাই। দেশ বিভাগে সম্মত হইলেও কংগ্রেস কখনও ভারতে একাধিক জাতির অস্তিত্ব তত্ত্ব হিসাবেও স্বীকার করিয়া লয় নাই। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বন্ধনে একীভূত অখণ্ড ভারতেই কংগ্রেস বিশ্বাস করিয়াছে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম পরিচালনার ফলে ঐ সকল বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইয়াছে। এই গভীর বিশ্বাসের ভিত্তির উপরেই ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে কংগ্রেস গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহুদলের লোকের দেশ এবং ভারত তাহাই থাকিবে। এতৎসত্ত্বেও সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতীয়গণের মধ্যে মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল ও আছে এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য সমগ্র দেশকে এমন একটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তোলা, যে রাষ্ট্রে জাতি ও ধর্ম্মনির্বিশেষে সকল নরনারীর অক্ষুণ্ণ অধিকার থাকিবে এবং যে রাষ্ট্র ধর্ম্মনির্বিশেষে সকল দেশবাসীকে সমভাবে রক্ষা করিবে। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ও ভিত্তি স্বরূপে গণপরিষদ উপরোক্ত নীতি গ্রহণ করিয়াছে, এবং উক্ত নীতি রক্ষা করিয়া চলার দায়িত্ব সমস্ত দেশবাসীর উপর পড়িয়াছে।

কংগ্রেস ভারতবর্ষের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোককে প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে কংগ্রেস তাহার সমগ্র শক্তি দিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল নাগরিককে রক্ষা করিবে। তদনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় ও সকল প্রাদেশিক সরকার অবশ্যই এই নীতিই অনুসরণ করিবেন ও এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ তথা ভারতের সমস্ত নাগরিক নিরাপত্তার সহিত উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হইয়া আপন আপন উন্নতি সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে নাগরিকগণও স্মরণ রাখিবেন যে কেবল স্বাধীনতার সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিলেই চলিবে না, স্বাধীনতার দায়িত্ব এবং প্রকৃত ভারও জনগণকে বহন করিতে হইবে এবং সর্বোপরি ভারতের প্রতি আনুগত্য সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ ভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সমস্ত কংগ্রেসসেবীগণকে তথা জনগণকে উপরি লিখিত কংগ্রেসের সুনির্দ্ধারিত নীতি সমূহ সকল কার্যে অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইতেছে—ক্রোধের বা ত্রাসের বশীভূত হইয়া অতীতের বা দুঃখময় ঘটনাবলীর দ্বারা তাহারা যেন ভুল পথে চালিত না হয়। ভারতের প্রকৃত মঙ্গল এখনও সাধিত হয় নাই ভারতের প্রকৃত উন্নতি এখনও লাভ হয় নাই। ভারতের যথার্থ কল্যাণ ও প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে হইলে অবিচলিত ভাবে কংগ্রেসের সকল নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, অপর সকল ভ্রান্ত মতবাদ ভারতের ও ভারতীয়গণের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে। ঐ সকল মতবাদকে কেবল বর্জ্জন করা নহে, তাহাদের বিরোধিতা করিতে হইবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্য (চারি আনার মেম্বার) তালিকা সম্বন্ধে কার্য্যক্রম—

১। মেম্বারের তালিকা প্রকাশ— প্রত্যেক থানা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে ও জিলা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে মেম্বারের তালিকা জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য থাকিবে। — ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৭

২। মেম্বার তালিকা দেখিবার সময়— যাঁহারা চারি আনার সদস্য তাঁহারা থানা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে রক্ষিত তালিকা দেখিয়া যাইবেন যে তাঁহার নাম তালিকায় উঠিয়াছে কি না। — ৬ইজানুয়ারী ১৯৪৮

৩। মেম্বারের তালিকায় নাম ভুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করিবার শেষ তারিখ— তালিকা দৃষ্টে যদি কেহ দেখেন যে তিনি মেম্বার হইয়াছেন অথচ তাঁহার নাম তালিকায় নাই তবে তিনি এই তারিখের মধ্যে কংগ্রেস কমিটির নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন। — ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮

৪। আবেদন বিচার করিবার শেষ তারিখ— — ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

৫। মেম্বারের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ— — ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

৬। অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর নিকট মেম্বার তালিকা পৌছিবার শেষ তারিখ— — ১লা মার্চ্চ ১৯৪৮

থানা কংগ্রেস কমিটি গুলিকে ও অন্যান্য যাঁহাদের নিকট মেম্বার করিবার জন্য খাতা দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদিগকে সমস্ত খাতা ও সমস্ত টাকা (প্রতি মেঃ ।০ আনা হিসাবে) জিলা কংগ্রেস কমিটির অফিসে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ণভাবে জমা করিয়া দিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি কোন থানা কংগ্রেস কমিটী উক্ত নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে সমস্ত টাকা জমা না দিতে পারেন তবে সেই থানার মেম্বরলিষ্ট মঞ্জুর করা হইবে না, এবং প্রথম হইতেই সেই থানাকে নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে। টাকা জমা দিবার নির্দ্ধারিত শেষ দিবস সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে জিলা কংগ্রেস কমিটি নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে টাকা অথবা খাতা পত্র প্রাদেশীয় অফিসে জমা না দিতে পারিবেন সেই জিলাকেও নির্বাচনের অধিকার হইতে প্রথম হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে।

(নির্দ্দেশ এই দেওয়া হইয়াছিল যে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রাদেশীয় কংগ্রেস কংগ্রেস কমিটির অফিসে জিলা কমিটী লিষ্ট ও টাকা দাখিল করিবে। যে লিষ্ট প্রাদেশীয় কংগ্রেস কমিটিতে দাখিল করা হইবে সেই লিষ্ট ২০ তারিখে থানায় থানায় প্রকাশ করা হইবে। আমরা এই নির্দ্দেশের সারকুলার মাত্র ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ডাক যোগে পাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত থানা কংগ্রেস কমিটি গুলিকে জানাইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে জানাইয়াছি এবং ২০শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে জিলা কংগ্রেস কমিটীতে সমস্ত টাকা পয়সা ও খাতা জমা দিবার জন্য ১১ই তারিখে ৩১ নং সারকুলার দ্বারা সমস্ত থানা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে জানান হইয়াছে।)

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত
সম্পাদক
মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটী।

পঞ্চায়েত

গত সংখ্যায় ২রা নভেম্বরের অধিবেশনে গৃহীত নির্ব্বাচন বিষয়ক ও অন্যান্য প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় গঠনতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইল।

প্রস্তাব নং ২

(১) ধারা ১ গ্রাম্য পঞ্চায়েত উপধারা (ক) এর সহিত নিম্নলিখিত বাক্যগুলি যুক্ত হইবে—

"প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসী যাঁহারা গ্রামে বা সহরে স্থায়ী ভাবে বাস করেন কেবল তাঁহারাই প্রার্থী দাঁড়াইবার অধিকার পাইবেন। যাহাদের বাসস্থান ও কর্ম্মস্থান বিভিন্ন

জায়গায় এবং আংশিক ভাবে দুই স্থানেই থাকেন, তাহারা প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইবার ও ভোট দানের অধিকার যে কোন একটী স্থান হইতে পাইবেন।"

(২) পুরুলিয়া সহর পঞ্চায়েত সোজাসুজি ভাবে জিলা পঞ্চায়েতের অধীন বিধায় তাহার থানা পঞ্চায়েতের ৩ জন প্রতিনিধি পাঠাইবার নিয়ম বাতিল করা হইল। এই অনুযায়ী ধারা ১ পঞ্চায়েতের কর্ম্মকর্ত্তা, উপধারা (খ) এর ২য় প্যারাগ্রাফে "ও পুরুলিয়া সহর থানা পঞ্চায়েতের জন্য ৩জন" এই শব্দগুলি উঠিয়া যাইয়া সংশোধিত ২য় প্যারাগ্রাফ এইরূপ হইবে—

"রঘুনাথপুর সহর ও ঝালদা সহর পঞ্চায়েত থানা পঞ্চায়েতের জন্য ২ জন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিবে।"

(৩) ধারা ৩ থানা পঞ্চায়েত উপধারা (ক) (খ) (গ) এর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত সংশোধিত রূপ হইবে—

(ক) থানা পঞ্চায়েতের কার্য্যকরী সমিতির জন্য মনোনীত (Co-Opt) সভ্যগণ পদাধীকার বলে (Ex Office) সাধারণ সভার সভ্য হইবেন।

(খ) ১৫ জন সভ্য লইয়া থানা পঞ্চায়েতের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

(গ) থানা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচিত সভ্যগণ এক সভায় একত্রিত হইয়া প্রথমে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে থানা কার্য্যকরী সমিতির জন্য ১২ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। পরে যাহারা থানা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচিত সভ্য নহেন এরূপ যে কোন ৩ জনকে উক্ত কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে মনোনীত করিবেন (Co-Opt) এই রূপে গঠিত কার্য্যকরী সমিতির ১৫ জন সভ্যের মধ্য হইতে থানা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ১জন সভাপতি, ১জন সম্পাদক, প্রয়োজন বোধে ১জন সহসম্পাদক, ও ১জন কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিবেন।

(৪) ধারা ৪ জিলা কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত (ক) ও (খ) উপধারা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া নিম্নলিখিত রূপ হইবে—

(ক) প্রত্যেক থানা পঞ্চায়েত ও পুরুলিয়া সহর পঞ্চায়েত হইতে জিলা পঞ্চায়েতের জন্য নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ও জিলা কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের কার্য্যকরী সমিতির জন্য মনোনীত (Co-Opt) ৪ জন, মোট ৩১ জন জিলা কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার সদস্য থাকিবেন। জিলা পঞ্চায়েতের কার্য্যকরী সমিতির জন্য মনোনীত (Co-Opt) সভ্যগণ পদাধিকার বলে (Ex Officio) সাধারণ সভার সভ্য হইবেন।

(খ) জিলা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচিত সভ্যগণ এক সভায় একত্রিত হইয়া প্রথমে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে জিলা কার্য্যকরী সমিতির জন্য ১৩ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। পরে যাঁহারা জিলা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচিত সভ্য নহেন এরূপ যে কোন ৪ জনকে উক্ত কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে মনোনীত করিবেন (Co-Opt) এই ৪ জন মনোনীত (Co-Opt) সদস্যের মধ্যে জিলা কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির দ্বারা মনোনীত একজন সদস্য অবশ্যই থাকিবেন। এইরূপে গঠিত কার্য্যকরী সমিতির ১৭ জন সভ্যের মধ্য হইতে জিলা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ১জন সভাপতি, প্রয়োজন বোধে ১জন সহ সভাপতি, ১জন সম্পাদক, প্রয়োজন বোধে ১জন সহ সম্পাদক ও ১জন কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিবেন।

(৫) কোন ক্ষেত্রেই মনোনীত (Co Opt) সদস্যের সংখ্যা নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যার ১/৪ এক তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না।

বিশ্ব বার্ত্তা

প্যালেষ্টাইনে পুনরায় অশান্তির আগুণ প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। জাতি সংঘে প্যালেষ্টাইনকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র ইহুদি ও আরব রাষ্ট্র স্থাপন করিবার প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইবার পর আরব উদ্ধতন কমিটি তিনদিন সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্মঘট করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করিয়াছে। সিরিয়া, লেবানন, ইজিপ্ট, ইরাক, ট্রান্সজোর্ডন, সৌদি আরব ও ইয়েমেন রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে লইয়া যে আরব লীগ সংগঠিত হইয়াছে তাহার নেতৃত্বে প্যালেষ্টাইনের আরবদিগের সহায়তার জন্য সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহুদিদিগের পক্ষে আমেরিকান সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে ২৫০০০০ প্রাক্তন আমেরিকার সৈন্য লইয়া জর্জ ওয়াশিংটন ব্যাটালিয়ান নামে একটী সৈন্য দল গঠন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। অপর পক্ষে বহু প্রাক্তন বৃটিশ সৈন্য আরববাহিনীতে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। ইতিমধ্যে এডেন ও অন্যান্য স্থানে আরব ও ইহুদিদিগের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

জাতিসংঘে প্যালেষ্টাইনের প্রশ্ন উথাপিত হইলে জাতি সংঘের সাধারণ সভা একটি বিশেষ কমিটী নিয়োগ করিয়া প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা দাখিল করিতে বলেন। উক্ত কমিটিতে দুই প্রকার সুপারিশ করা হইয়াছিল। প্রথমটি, যাহা উক্ত কমিটিতে সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে প্যালেষ্টাইন কে দুইভাগে বিভাগ করিয়া একটি ইহুদি ও একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে এবং জেরুজালেম স্বাধীন নগরীতে পরিণত হইবে। উক্ত কমিটির সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রস্তাবে প্যালেষ্টাইনকে একটি স্বাধীন আরব-ইহুদি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করিবার সুপারিশ করা হইয়াছিল। জাতিসংঘে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান," পারস্য, ইজিপ্ট, ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, সৌদি আরব, গ্রীস ও কিউবা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। ভোটের পর ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও আরব দেশগুলির প্রতিনিধিগণ জানাইয়া দিয়াছে যে তাহারা জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মানিতে বাধ্য হইবে না। জাতিসংঘে উক্ত সিদ্ধান্তের আলোচনা কালে আরব দেশগুলি একটি আপোষ প্রস্তাবে আরব ও ইহুদিপ্রধান অংশগুলিতে পৃথক ক্যাণ্টন সৃষ্টি করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার চেষ্টা করে। উহাতে আরব ও ইহুদি অংশগুলির বহুলাংশে স্বাধীন স্বত্ত্ব বজায় থাকিত অথচ তাহাদের একযোগে কার্য্য করিবার সুযোগ অব্যাহত থাকিত। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সুপারিশের পক্ষে ভোট দেয়, কারণ তাহার মতে আরব ও ইহুদিগণ প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন বিষয়ে একমত হইতে না পারায় তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভোট গ্রহণকালে ইংলণ্ড নিরপেক্ষ ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগঅব নেশনস্ এর নিকট হইতে ইংরাজ প্যালেষ্টাইন শাসন করিবার যে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইবার তাহার অবসান হইবে। ইংরাজেরা আগামী বৎসরের মে মাসে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করিয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হয়। সেই সময় প্যালেষ্টাইনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সিরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, পানামা ও ফিলিপাইনের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া জাতি সংঘের একটি কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। জাতিসংঘের ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলের সভাপতি জেরুজালেম স্বাধীন নগরীর শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও মেকসিকোর প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন।

ভারত সরকারের খাদ্য ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নূতন নীতি

গত ১০ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় ভারত সরকারের খাদ্য সচিব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের সংশোধিত খাদ্য নীতি ঘোষণা করেন।

খাদ্য নীতি সম্বন্ধে ঘোষণাতে তিনি বলেন যে —তিনি এই আশা করেন যে, এই নূতন নীতির ফলে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্যের মূল্য কমিয়া যাইবে এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চলে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বলেন যে, চোরাবাজারে খাদ্যশস্য যে মূল্যে বিক্রয় হয়, খাদ্যশস্যের মূল্য সেইরূপ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

তিনি আশা করেন যে, সকল দলের সহযোগিতায়

নূতন নীতি সফল হইবে। তিনি এই সতর্কবানী উচ্চারণ করেন যে, এই পরীক্ষা ব্যর্থ হইলে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকিবেনা এবং ইহার ফলে ব্যবসা করিবার কোন সুযোগ থাকিবে না।

তিনি বলেন যে, সরকার জরুরী অবস্থা সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু তাহারা এই আশা করেন যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, যুদ্ধের সময় যে সমস্ত বিধি নিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রয়োজন অনুযায়ী বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যে, সরকারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। বস্তুতঃ যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৪৪ সালে যখন প্রথম খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়, তখন ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোককে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ২০ লক্ষ হইয়াছিল, ১৯৪৬ সালে এই সংখ্যা দশ কোটিতে পরিণত হয় এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব্বে এই সংখ্যা ১৭ কোটি ১০ লক্ষে পরিণত হয়। বর্ত্তমান ভারতে যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ।

রেশন-ব্যবস্থা যখন আরম্ভ করা হয় তখন প্রতি পূর্ণ বয়স্ক লোককে প্রতিদিন অর্দ্ধ সের, প্রতি শিশুর জন্য এক পোয়া এবং কঠোর কায়িক পরিশ্রমী ব্যক্তিদের জন্য তিন পোয়া রেসন দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৭ সালে এই ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই এবং তখন পূর্ণ বয়স্কদের রেশনের পরিমান কমাইয়া ১২ আউন্স, ছেলেদের রেশন কমাইয়া ৬ আউন্স এবং কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকদের রেশনের পরিমান কমাইয়া আড়াই পোয়া করা হয়। ১৯৪৭ সালে এই ব্যবস্থাও বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। তখন রেশনের পরিমাণ কমাইয়া ৮ আউন্স বা আরও কম করা হয়।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, রেশনব্যবস্থার আরও অন্যান্য সমস্যা দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে; অননুমোদিত এজেন্ট ও চোরা কারবারীর উদ্ভব হইয়াছে এবং ভূয়া রেশন কার্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা দমন করিবার জন্য সমস্ত এলাকায় বিশেষ গোয়েন্দা কর্ম্মী নিযুক্ত করা হইয়াছে। অপরাধীদের আদর্শস্থানীয় শাস্তি বিধানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সহসা পরিদর্শনের ব্যবস্থা ও ভূয়া রেশন কার্ড ধ্বংস করার জন্য ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শন বাহিনী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ করিয়া দিল্লী এবং বোম্বাইয়ে সুফল পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও মাত্র বার আউন্স বরাদ্দ করিয়াও খাদ্য রেশন-ব্যবস্থা চালু রাখা যায় নাই এবং ক্রমশঃ অসুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট যে সরবরাহের ভার লইয়াছেন, তাহা চালাইয়া যাইতে হইলে দুই উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে; যথা—আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ এবং বিদেশ হইতে আমদানী। আভ্যন্তরীণ সংগ্রহে অসুবিধা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রদেশগুলির পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে বহু রকমের উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে কিন্তু অসুবিধা মোটেই দূর হয় নাই। একটি প্রদেশে খাদ্য সংগ্রহের জন্য গুলি চালনা পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। প্রদেশগুলি হইতে দাবী জানান হইয়াছে যে, সংগ্রহকালীন খাদ্যের ক্রয়মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া হউক। ভারত সরকার মূল্য বৃদ্ধির দাবী পুরণ না করারই চেষ্টা করিয়াছেন।

বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতেও আমাদিগকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। প্রথমতঃ পৃথিবীতে সামগ্রিক ভাবে খাদ্যাভাব ছিল। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ আমরা আমাদের দাবীর অর্দ্ধেক মাত্র পাই। শুধু যে আমরা আবশ্যক খাদ্য পাই না, তাহা নহে। যে মূল্যে ক্রয় করিতে হয়, তাহাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৪৬ সালের

প্রথম দিকে ব্রহ্ম হইতে ১০৲ টাকা মণ দরে চাউল পাওয়া যাইত। কিন্তু ঐ বৎসরেরই জুন মাসে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৲ টাকায় ও ১৯৪৭ সালে ১৭৲ টাকায় উঠে। ভারতে ব্রহ্মের যে চাউল আসিয়া পৌছে, তাহার মূল্য মণপ্রতি ২১৲ দিতে হইত। ব্রেজিল ও মিশর হইতে আমদানী চাউলের মূল্য আরও বেশী ছিল—মণপ্রতি যথাক্রমে ২৬৲ টাকা ও ২৪৲ টাকা। অষ্ট্রেলিয়ার গমের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৭৲ টকা মণ দরে পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, তাহা ব্যর্থ হইলে হয়তো ১৫৲ মণ দরে আমাদিগকে অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম ক্রয় করিতে হইবে। তুরস্কের গমের মূল্য মণপ্রতি প্রায় ২০৲ টাকা। আর্জ্জেণ্টিনার ভূট্টা ১০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া মণপ্রতি ১৩৲ টাকা হইয়াছে। এই সকল সরবরাহও যে পাওয়া যাইতেছে, তাহা কেবল আমাদের প্রতিনিধিরা দেশ-দেশান্তরে ছুটাছুটি করিয়া ঐ সকল দেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন করিতেছেন বলিয়া।

দেশে খাদ্যদ্রব্যের যে মূল্য প্রচলিত আছে, তাহার সহিত আমদানী মালের মূল্যসমতা রক্ষার জন্য ভারত সরকারকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে হয়। এই সাহায্যের পরিমাণ ১৯৪৬ মাসের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ২০·৫৯ কোটি টাকা এবং ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ২০·৫৯ কোটি টাকা। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সাহায্যের পরিমাণ ১৭·৩৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল। কিন্তু চলতি আর্থিক বৎসরের শেষে যদি এই সাহায্য দান চলিতে থাকে, তবে ইহার পরিমাণ প্রায় সাড়ে ২২ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

বিদেশ হইতে আমাদিগকে যে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইতেছে তাহার মূল্য অত্যধিক। ভারত সরকারকে ইহার জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। ১০০৲ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ভারত সরকারের পক্ষে আর কতকাল বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করা সম্ভব হইবে, তাহা বলা যায় না।

রেশনের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ঘটিতে থাকে, সরকার সেই অনুপাতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৯৪৪ সালে যখন ২ লক্ষ ৬০ হাজার লোক রেশন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন সরকারের হাতে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানীর দরুন মোটামুটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্য মজুত ছিল। এভাবে প্রতি বৎসরেই রেশন ব্যবস্থাভুক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে অথচ তাহার সহিত সরবরাহের সমতা ছিল না। রেশন ব্যবস্থার অন্তর্গত লোকসংখ্যা ৬ গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায় অথচ আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানীকৃত খাদ্যের পরিমাণ অল্প-বিস্তর প্রথম বৎসরের ন্যায় একই প্রকার থাকে। ইহাতে রেশনিং ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়া অনিবার্য হইয়া উঠে।

সরকার চারিটি প্রধান সিদ্ধান্ত করেন,—রেশনিং প্রথা ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করিয়া সরকারের দায়িত্ব হ্রাস করা; বিদেশ হইতে আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিয়া দেশের অভ্যন্তরে শস্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া; ক্রেতার সামর্থ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংগৃহীত শস্যের মূল্য প্রদান সম্পর্কে প্রদেশগুলিকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান; অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা ও সঙ্কট এড়াইবার জন্য মজুত শস্যের ব্যবস্থা রাখা।

কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়ার ঝুঁকি আছে, কিন্তু কণ্ট্রোলের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সরকার তাহাও উপেক্ষা করিতে পারেন না। উৎপাদকরা মনে করিতেছেন যে, কণ্ট্রোল ব্যবস্থার দরুন তাঁহারা ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন; ক্রেতারা অসন্তুষ্ট এজন্য যে তাঁহারা ইচ্ছামত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন না এবং অনেক সময় তাঁহাদিগকে এমনও খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন; ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া অসন্তুষ্ট।

যুদ্ধের সময় নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। একদিন না একদিন এই কণ্ট্রোল প্রথা শেষ করিতেই

হইবে। এই প্রথা ক্রমে ক্রমে রহিত করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এবং তিনি আশা করেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবেদনের মত এই আবেদনেও জনসাধারণ সাড়া দিবেন।

ভারতীয় সংবাদ

আশীলক্ষ আশ্রয়প্রার্থী—

গত ৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাঞ্জাবের হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সীমানা দিয়া প্রায় আশীলক্ষ আশ্রয়প্রার্থী যাতায়াত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ হইতে কিছু বেশী অমুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছে এবং চল্লিশ লক্ষের কিছু কম হিন্দুস্থান হইতে পাকিস্তানে গিয়াছে। যাহারা হিন্দুস্থানে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক গ্রামের। এই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া তাহারা যাহাতে বসবাস ও কাজ কর্ম্ম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

কাশ্মীর—

কাশ্মীরের জনসাধারণ কাশ্মীরকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। জম্মু এবং কাশ্মীর প্রদেশের শাসন পরিচালক মিঃ গোলাম মহম্মদ সিদ্দিক বলেন যে,—"পাকিস্তানের সম্বন্ধে লোকে যাহা অনুভব করিয়াছে, তাহাতে গণভোট দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যে কাশ্মীর পাকিস্তানে যাইবে কি না—সে প্রশ্ন এখন আসিতেই পারে না। আমরা প্রথমে পাকিস্তানী হানাদারদের একেবারে তাড়াইয়া দিতে চাই, এবং তাহাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করিতে চাই।" কাশ্মীরে এখনও পাকিস্তানী হানাদারের আক্রমণ চলিতেছে। হানাদাররা আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এখনও যুদ্ধ চালাইতেছে। তবে ভারতীয় সৈনিকেরা তাহাদের ক্রমশঃই পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণে হানাদাররা বহু সংখ্যায় হতাহত হইতেছে। পাকিস্তানের আক্রমণ হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানকার স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি প্রায় ১১৫টী স্ত্রীলোক লইয়া এক নারী বাহিনী গঠিত হইয়াছে যাহার মধ্যে প্রায় ৩৫টী মুসলমান মহিলাও আছেন। এই নারী বাহিনীতে স্কুল কলেজের মেয়েরা ও মজুরের মেয়েরাও আছে। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

দেশীর রাজ্যে প্রজা আন্দোলন ও শাসন সংস্কার—

প্রকাশ যে বিকানীর ও সেরাইকেলাতে শীঘ্রই গণতন্ত্র মূলক শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হইবে। হায়দরাবাদে জনসাধারণ পূর্ণ-স্বাধীন-পঞ্চায়েত-রাজ ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের দাবী এই যে হায়দ্রাবাদকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে হইবে এবং হায়দ্রাবাদে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

প্রিভীকাউন্সিল ও ভারতবর্ষ—

১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রিভী কাউন্সিলের কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। উক্ত তারিখের পর হইতে ভারতবর্ষের কোন আপীল আর সেখানে যাইবে না। আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই প্রিভী কাউন্সিলে আর কোন কাগজপত্র পাঠানো হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ ক্ষমতা বিল—

গত ২৭শে নভেম্বর কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিবার জন্য একটী বিল আনয়ন করেন। এই বিলটী সিলেক্ট কমিটীতে দেওয়া হয় এবং ৫ই ডিসেম্বর সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট দাখিল করা হয়। এই বিল সম্বন্ধে কলিকাতায়

নানা স্থানে সভা করিয়া প্রতিবাদ করা হয়। বহু ছাত্র ও জনসাধারণ এই বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনার্থে আইন সভার প্রবেশ দ্বারে সমবেত হয় এবং পিকেটীং করিতে থাকে। ইহার ফলে আইন সভার সদস্যগণ সভায় যাইতে পারেন না। পুলিশ লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস দ্বারা তাহাদের সরাইবার চেষ্টা করে। প্রধান মন্ত্রীও তাহাদের অনুরোধ করেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা ইট, পাথর, ঢিল প্রভৃতি ছুঁড়িতে থাকে। পরিশেষে পুলিশ গুলি চালনা করে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০ জন আহত হইয়াছে। ইহার পরে আইন সভার অধিবেশন ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে ও বিশেষ ক্ষমতা বিলও মুলতুবী রাখা হয়।

মধ্যপ্রদেশে হোমগার্ড সংগঠন—

মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রবিশঙ্কর শুক্লার নেতৃত্বে সেখানে হোমগার্ডের সংগঠন খুবই সুন্দর ও দ্রুত ভাবে অগ্রসর হইতেছে। প্রদেশের সমস্ত স্থান হইতে প্রায় ১১২৫ জন হোমগার্ড সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। নিয়মানুবর্ত্তিতা, বাধ্যতা, আদেশ পালন করা, নিজের এবং পরের জীবন রক্ষা করা, একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা এবং দেশের সেবা করা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দেশের আভ্যন্তরিন শান্তিরক্ষার জন্য এই হোমগার্ডের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

বিহার সংবাদ

সরকারের খাদ্যনীতি—

ভারত সরকারের সহিত একমত হইয়া বিহার সরকার ক্রমশঃ খাদ্যশস্যের উপর কণ্ট্রোল তুলিয়া দিতে স্থির করিয়াছেন। এক প্রেস নোটে বিহার সরকার বলিয়াছেন যে কতকগুলি সহর হইতে ও সমস্ত গ্রামাঞ্চল হইতে খাদ্যশস্যের রেশন তুলিয়া দেওয়া হইবে। সরকার এক্ষণে কলিয়ারী শ্রমিকগণকে, রেলওয়ে লোকদিগকে, এসেন্সিয়াল সার্ভিস এ যাহারা মাসে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান তাহাদিগকে, আশ্রয় প্রার্থীদিগকে, পাটনা, জামসেদপুর ও ছাপরা সহরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবেন। ঐ সকলের খাদ্যশস্যের দাবী, আমদানি দ্বারা মাত্র কিয়ৎ পরিমাণে মিটাইতে সক্ষম বলিয়া, সরকার প্রদেশ হইতে একচেটিয়া খরিদ এবং লেভির দ্বারা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিবেন।

বিহার সরকার ধান্যের দর মন প্রতি (ওজনি) ৮৲ ও সাধারণ চাউলের দর মন প্রতি ১৩৲ স্থির করিয়াছেন। বিহারে খাদ্যশস্য প্রয়োজনের কম উৎপাদন হয়। সেজন্য এই প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে খাদ্যশস্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ৭ই ডিসেম্বরের একটি প্রেস নোটে প্রকাশ যে প্রদেশের ভিতরে গমের চলাচল সম্বন্ধে বাধানিষেধ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

বকাস্ত জমি লইয়া বিবাদ—

বিহারে এখন চারিদিকেই বকাস্ত জমি লইয়া আন্দোলন ও জমিদার প্রজায় বাদ বিসম্বাদ দেখা দিতেছে। গত ৭ই ডিসেম্বর মজঃফরপুর জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভায় এই কিষাণ আন্দোলন লইয়া আলোচনা হয় এবং যাহাতে জমিদার ও প্রজা পরস্পর কেহ কাহারও স্বত্বাধিকারে হস্তক্ষেপ না করে এবং পরস্পর বাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া লয় সেই উদ্দেশ্যে ইস্তাহার বিতরণ এবং কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে সমস্ত জেলা ঘুরিয়া প্রচার করিবার বিষয় স্থির হয়।

মৌলানা আজাদের নেতৃত্ব—

গত ৭ই ডিসেম্বর ভাগলপুরে সাহ-সৈয়দ ফকর আলম সাহেবের বাটীতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক সভা হয়। ভারতীয় মুসলমানগণের মৌলানা আবুল কালাম আজাদই একমাত্র নেতা এই প্রস্তাব উক্ত সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কংগ্রেস শিক্ষা শিবির—

দ্বারভাঙ্গা জেলায় কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য পেণ্ডোলে (মধুবনীতে) গত ৩০শে নভেম্বর একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সমস্ত থানা হইতে প্রায় দুইশত কংগ্রেসকর্ম্মি শিক্ষা লইবে। এই কেন্দ্র ১৫ দিনের জন্য খোলা থাকিবে এবং শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদ, শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাগণ যাইয়া কংগ্রেসকর্ম্মিগণকে উপদেশ দিবেন।

জামসেদপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ—

জামসেদপুরে আই, এ, এবং আই, এস সি, কলেজ খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। শ্রীরুস্তমজী প্যাটেলের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী কলেজ কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি সার জাহাঙ্গীর গান্ধী, সার ইন্দ্র সিং এবং বিহারের অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহের নিকট সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস পাইয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ

আদিম জাতি সেবা মণ্ডল—

আদিম জাতি সেবা মণ্ডল গত দেড় বৎসর যাবৎ সাঁওতাল, ভূমিজ, শবর, মুদি প্রভৃতি আদিম জাতির কল্যাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সেবা মণ্ডল একটি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদজী ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ঠক্কর বাপা ইহার সহকারী সভাপতি। বিহারের যে সকল জেলায় আদিমজাতির সংখ্যাধিক্য আছে সেখানেই ইহার একটি শাখা আছে। মানভূমে এই কার্য্য পরিচালনার ভার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেনের উপর অর্পিত হইয়াছে। সদর মহকুমায় আপাততঃ ৩৩টি স্কুল স্থাপিত করিয়া আদিমজাতির মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। লক্ষণপুরে একটি আদিম জাতি সেবা মন্দির খুলিয়া কয়েকটি আদিম জাতি ছাত্রকে উচ্চশিক্ষা দিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়—

মানবাজার থানার মাঝিহিড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত চিত্তভূষণ দাসগুপ্তের পরিচালনায় পুনরায় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৫জন স্থানীয় শিক্ষক ও প্রায় ১০০জন ছাত্র লইয়া চারিটি শ্রেণীর কার্য্য চলিতেছে। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুরের পরিচালনায় সম্প্রতি একটি বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিহারের গবর্ণর বাহাদুর মানভূম সফরের সময় এই বিদ্যালয় দুইটি পরিদর্শন করিয়া যথা সম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সমবায় ভাণ্ডার—

কংগ্রেস ও পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মানভূমে সমবায় ভাণ্ডার (কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে। সদর মহকুমায় পটমদা থানায় প্রথমতঃ একটি সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। পরে ঝালিদা, কাশীপুর, আদ্রা, হুটমুড়া ও খুঁটীতে সমবায় ভাণ্ডার রেজেষ্ট্রি হইয়াছে। বান্দোয়ানেও একটি সমবায় ভাণ্ডারের কার্য্য চলিতেছে এবং পুরুলিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ভাণ্ডার (সেণ্ট্রাল কোঅপারেটিভ ষ্টোর্স) স্থাপিত হইয়াছে। মানবাজার, বরাবাজার, বলরামপুর, ইচাগড়, আড়ষা প্রভৃতি থানাতেও সমবায় ভাণ্ডার খুলিবার উদ্যোগ চলিতেছে।

ছাত্র ও শিক্ষক সঙ্ঘ—

নভেম্বর মাসে ছাত্র সঙ্ঘ ও শিক্ষকসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণের একটি যুক্ত সভায় একটি যুক্ত কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং যুক্ত কার্য্যকরী সমিতির পরবর্ত্তী একটি বৈঠকে দুইটি সঙ্ঘের সহযোগিতা মূলক কার্য্যক্রম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রুথ ইনসপেক্টার শাসপেণ্ড—

জানিতে পারা গেল যে রুথ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ফণি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়কে ডেপুটি কমিশনারের হুকুম অনুযায়ী সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি রঘুনাথপুর থানা হইতে মানবাজার থানায় বদলি হইবার সময় রঘুনাথপুরের কয়েকজন ডিলারের নিকট হইতে সাত জোড়া কাপড় লইয়া নিজে কিছু লয়েন এবং কিছু বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করেন। প্রকাশ যে ঐ কাপড় দিতে ডিলারগণকে বাধ্য করা হইয়াছিল। রঘুনাথপুর থানা পঞ্চায়েতের সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত কিশোরী বিজয় আচার্য্য গোস্বামী এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেন এবং নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে উক্ত রুথ ইন্‌স্পেক্টারকে সাসপেণ্ড করা হয়। * *

মানভূমে স্বাস্থ্য মন্ত্রী—

বিহারের স্বাস্থ্য-সচিব শ্রীযুক্ত জগলাল চৌধুরী ১৫ ই ডিসেম্বর তারিখে পুরুলিয়ায় আসিতেছেন তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং সিন্দরী কারখানা পরিদর্শন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৬ই তারিখে ইচাগড়, ১৭ই পটমদা ও ১৮ই জেলা পঞ্চায়েত অফিস পরিদর্শন করিয়া যাত্রা করিবেন। * *

রেলওয়ে কনেষ্টবলের জুলুম—

পুরুলিয়ার রেলওয়ে সেড ক্লার্ক আর, রামারাও ১৩ই ডিসেম্বর সকালে রেলওয়ে জলকলে স্নান করিবার সময় একজন জী, আর, পি, হেডকনষ্টেবলের দ্বারা গুরুতর আহত হইয়াছেন। * *

অগ্নি সংযোগের অভিযোগ—

কিছুদিন পূর্ব্বে পুরুলিয়ার দুখু বাউরির ঘরে আগুন লাগে। অভিযোগে প্রকাশ যে শ্রীদুঃখভঞ্জন সেন ঐ ঘরে আগুন লাগাইয়াছিল। থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

সোনার হার পাওয়া গিয়াছে

কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীবির রাঘব আচারী চকবারের সন্নিকটে একটী সোনার ছিন্ন হার পাইয়া মুক্তি অফিসে জমা করিয়াছেন। যাঁহার হার হারাইয়াছে তাঁহাকে উপযুক্ত প্রমান দিয়া ইহা লইয়া যাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। সঃ মুঃ

জ্ঞাতব্য তথ্য

লেভীর নিয়মাবলী

বিহার সরকার খাদ্যশস্য লেভী অর্ডার জারি করিয়াছেন। যাঁহার একক বা অন্যের সহিত যুক্তভাবে ২৫ বিঘা ধানি অথবা রবিশস্যের জমি আছে, অথবা যাঁহার ওজনি ২০০মণ বা ততোধিক ধান অথবা ১০০ মণ বা ততোধিক গম আয় হয় তাঁহাকেই বড় চাষী (large producer) বলা হইবে। কোন 'বড় চাষী'—ডেপুটি কমিশনার বা ডি, এস, ও, বা এস, ডি, ওর অনুমতি ব্যতীত খাদ্য শস্য বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এবং লেভীর শস্য সম্পূর্ণ আদায় না দিলে এইরূপ কোনও অনুমতি দেওয়া যাইবে না। তবে সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন নাই।

ছোটনাগপুরে 'বড় চাষীর' ধানের আয় প্রতি একর বহালে (ওজনি) ১২ মণ, কানালীতে ৮ মণ ও বাইদ জমিতে ৪ মণ হিসাবে ধরা হইবে। বিহারের অন্যান্য জেলায় ক্যানাল হইতে জল সেচনের ব্যবস্থা থাকিলে প্রতি একরে ১২মণ এবং অন্যথায় একর প্রতি ৮মণ ধানের আয় ধরা হইবে।

লেভির পরিমাণ :—জমিদার বা মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট 'বড় চাষীর' জন্য—

২০০ হইতে ৪০০ মণ পর্য্যন্ত— আয়ের ১/৫ অংশ
৪০১ ,, ৮০০ মণ ,, ,, ১/৪ ,,
৮০০ মণের উপর — ,, ১/৩ ,,

অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাইয়তদের জন্য :—

২৫ একর হইতে ৫০ একর পর্য্যন্ত — একর প্রতি ১মণ
৫১ ,, ,, ১০০ ,, ,, — ,, ,, ২ ,,
১০১ একরের উপর — — ,, ,, ৩ ,,

ক্যানাল হইতে জল সেচন হইলে অথবা বহাল জমির জন্য উক্ত হিসাবের ১½ গুণ এবং বাইদ জমির জন্য উক্ত হিসাবের অর্দ্ধেক ধরা হইবে।

যাঁহারা ধানের পরিবর্ত্তে চাউল আদায় দিবেন তাঁহাদিগকে ধানের ওজনি হিসাবের ½ পরিমাণ চাউল লাগিবে। যাঁহারা সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের নিকট ধান বা চাউল বিক্রয় করিবেন তাঁহাদের বিক্রীত পরিমাণ লেভীর পরিমাণ হইতে বাদ যাইবে।

ডিমাণ্ড নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নির্দ্ধারিত ফরমে দাবীর শতকরা ১০ ভাগ আদায় দিয়া নোটিশদাতার নিকট পুনর্বিচারের প্রার্থনা করা চলিবে। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে হইলে দাবীর ½ ভাগ জমা দিতে হইবে।

মুক্তির নিয়মাবলী

—0—

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবারে প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
ষান্মাসিক „ — ৩।০ „
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৬। মুক্তিতে যাঁহারা প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে চান, তাঁহাদের প্রবন্ধ খুব দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে টিকিট পাঠাইতে হইবে। কোন লেখা প্রকাশ বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশের অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:—
ম্যানেজার "মুক্তি", মুক্তি কার্য্যালয়;
পোঃ পুরুলিয়া, জিঃ মানভূম, বি, এন, আর,।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— মুক্তির বার্ষিক চাঁদা সডাক ৬৸০ হিসাবে পূর্ব্বে লওয়া হইবে বলিয়া ঠিক ছিল এবং সেই হিসাবে অনেকের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহা ৬৲ হিসাবে করা হইল। যাঁহারা বাকী পয়সা ফেরত লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা জানাইলেই তাহা ফেরত দেওয়া হইবে অথবা তাহা আগামী বৎসরের জন্য তাঁহাদের নামে জমা রাখা যাইবে।

"মুক্তির" বিজ্ঞাপনের হার

পূর্ণ পৃষ্ঠা — ৪০৲ (২ কলম) প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা — ২২৲ (১ কলম) " "
সিকি পৃষ্ঠা — ১২৲ (½ কলম) " "
প্রতি ইঞ্চি কলম—৩৷০ " " "
সম্মুখের পৃষ্ঠায়অর্দ্ধ পৃষ্ঠা২৫৲ (১ কলম) "

১। বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম অর্থাৎ ১২ সংখ্যার কম হইলে এই হারে লওয়া হইবে।
৩ মাস বা তাহার বেশী সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে ম্যানেজারের নিকট চিঠি লিখিয়া বা দেখা করিয়া স্থির করুন।

২। যে সপ্তাহে বিজ্ঞাপন যাইবে সেই সপ্তাহে বুধবার পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের কপি দিতে হইবে।

এজেণ্টগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১। পাঁচখানার কম হইলে "মুক্তির" এজেণ্ট করা হইবে না।

২। এজেণ্টকে প্রতি কপির জন্য দশ আনা হিসাবে মুক্তির ম্যানেজারের নিকট অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৬ তারিখের মধ্যে কমিশন বাদে পুরা দাম পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

৩। শতকরা ৫ খানা হিসাবে অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হইবে। ইহা হিসাব দিবার সময়ই জমা করিতে হইবে।

৪। এজেণ্টগণ বিক্রীত মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

৫। এজেণ্টগণের নিকট কাগজ পাঠানো খরচ এজেণ্টকে বহন করিতে হইবে না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত দিতে হইলে তাহা পাঠাইবার খরচ এজেণ্টকে বহন করিতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৬ই পৌষ ১৩৫৪, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵

মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা পরিচালিত

মুক্তি প্রেস

পুরুলিয়া।

সর্ব্ব প্রকার ছাপার কাজ

বাঙ্গলা

ইংরাজী

হিন্দী

সুন্দর ভাবে ও নিয়মিত সময়ে
করা হয়।

পুরুলিয়া
ড্রাগ হাউস
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া
একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার
পুরুলিয়া।
সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী
ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।
গোউরপদ সেন এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

WANTED
Passed Compounders on a salary of Rs.30-1-40 p.m. plus usual dearness allowance plus free quarters.
Applications stating therein the age, qualification, will be received by the undersigned upto the 31st. December, 1947.
Chairman
DISTRICT BOARD, Manbhum

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর
কাপড় বিক্রয়ের কেন্দ্র ও সময়ের তালিকা
গত ১২শে ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে সহরের নিম্নলিখিত কেন্দ্র সমূহে কাপড় বিক্রয় সুরু হইয়াছে।
১নং কেন্দ্র—
নড়িহা—শ্রীযুক্ত অমলাকান্ত সরকারের বাটী
৩নং ওয়ার্ড ৪নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড
সোম ও মঙ্গলবার, বুধ ও বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার।
২নং কেন্দ্র—
পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট—শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ ঘোষের বাটী
২নং ওয়ার্ড ১০নং ওয়ার্ড ১২নং ওয়ার্ড
সোম ও মঙ্গলবার, বুধ ও বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার
৩নং কেন্দ্র—
আমলাপাড়া, ৺প্রাণকৃষ্ণ রায়ের বাটী
১নং ওয়ার্ড ১৫ নং ওয়ার্ড ১৬নং ওয়ার্ড
সোম ও মঙ্গলবার বুধ ও বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার।
৪নং কেন্দ্র
নামোপাড়া—শ্রীযুক্ত কালীদাস অধিকারীর বাটী
৮নং ওয়ার্ড ১৩নং ওয়ার্ড
সোম, মঙ্গল ও বুধবার বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার।
৫নং কেন্দ্র
ভাগাবাঁধপাড়া, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গাঙ্গুলির বাটী
১১নং ওয়ার্ড ১৪নং ওয়ার্ড
সোম, মঙ্গল ও বুধবার বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার।
৬নং কেন্দ্র—
নিলকুঠিডাঙ্গা—শ্রীযুক্ত ভিক্ষাকর মজুমদারের বাটী
৬নং ওয়ার্ড ৭নং ওয়ার্ড ৯নং ওয়ার্ড
সোম ও মঙ্গলবার বুধ ও বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার।
রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন কাপড় বিক্রয়ের সময় সকাল ৮॥ টা হইতে ১১॥ টা এবং বৈকাল ২॥ টা হইতে সন্ধ্যা ৭॥ টা পর্য্যন্ত। প্রতি সপ্তাহে উপরোক্ত তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রগুলিতে ষ্টোরের নিযুক্ত সেল্‌সম্যান দ্বারা কাপড় বিক্রয় হইবে।
১নং কেন্দ্র [নড়িহা], ২নং কেন্দ্র [পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট] ও ৪নং কেন্দ্র [নামো পুরুলিয়া] গুলিতে "কফিন ক্লথ" সকল সময়েই বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ৬ই পৌষ, সোমবার ২২শে ডিসেম্বর

প্রতিক্রিয়াপন্থী

বিদেশী শক্তির কবল হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত হইবার পরে জনসাধারণের মনে একটা আশা ও আশ্বস্তি আসিয়াছিল যে দৈনন্দিন দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য আর সংগ্রাম বা সংঘর্ষের প্রয়োজন হইবে না। যে বিদেশী শক্তির অধীনে পরাধীন অবস্থায় ভারতবাসী ছিল, সেই বিদেশী শক্তি ও পরাধীনতা দূর হইয়া গেলেই আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশার মূল কারণ দূর হইয়া যাইবে।

ইংরাজের আর ভারতবর্ষে স্থান নাই। শাসন ভার দেশের জননায়কদের হাতে। জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া যে আইন সভা গঠিত—তাহারই ব্যবস্থায় দেশের শাসন ও অন্যান্য ব্যবস্থা চলিতেছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট। বিলাতের নির্দ্দেশে এখানে এখন আইন তৈরী হয় না, বা বিলাতী শাসনকর্ত্তারা শাসন পরিচালনা করে না। ভারতবর্ষের সৈন্য আর বিদেশীর তাঁবেদার ভাড়াটে সৈন্য নয়, এখন তাহারা স্বাধীন দেশের দেশরক্ষী সৈনিক। সরকারী কর্ম্মচারী এখন আর জনগণের প্রভু নয়,—এখন তাহারা জনগণের ভৃত্য।

দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে ইহা ঠিক কথা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই জনগণের স্বাধীনতা বা স্বরাজ নয়। এই যে আমাদের বহিঃশক্তির পরাধীনতা হইতে মুক্তি—ইহাতে জনগণের স্বাধীনতা বা স্বরাজের প্রথম বাধা এবং বড় একটা বাধা দূর হইল মাত্র। এবার এই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে জনগণের প্রকৃত স্বরাজে প্রতিষ্ঠা করাই জনগণ ও দেশকর্ম্মীদের কাজ। বলা যাইতে পারে যে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আসল কাজ এখন সুরু হইতেছে মাত্র।

এই স্বরাজের পথে প্রথম বাধা যাহা দেখা যাইতেছে তাহা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সংঘবদ্ধ ভাবে উত্থান। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহাতে যে সমস্ত ভারতবাসী স্বার্থবশে, ভয়ে বা অন্যান্য কারণে বিদেশী পরাধীনতাকে কায়েম রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল,—স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় বিরোধিতা করিয়াছিল—ভয়ে নিরপেক্ষ ছিল, বা দুই কূল রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের কথাই বলিতেছি। এই শ্রেণীর লোকেরা কখনও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের জনজাগরণকে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন ত করেই নাই—যাহাতে ইহা না হয় তাহার জন্যই প্রার্থনা করিয়াছে এবং সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কারণ তাহাদের অস্তিত্ব ও তাহাদের বুদ্ধির বুনিয়াদ ছিল—জনসাধারণের জড়তা অজ্ঞতা ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লইয়া জনসাধারণকে শোষণ করা এবং তাহাদের লুণ্ঠনের অংশ বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে দিয়া নিজেদের সম্মান প্রতিপত্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা—ইহারই উপরে। ইহারাই ছিল আমাদের দেশে বিদেশী সরকারের শাসন ও শোষণের স্তম্ভ স্বরূপ।

দেশ কাল পাত্রভেদে ইহারা রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। সিরাজ উদ্দৌলার সময়ে ইহারা ইংরাজদের অর্থের বিনিময়ে সিরাজ উদ্দৌলাকে বৃটিশের হাতে তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করি-

য়াছে—সিপাহী যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করিয়া ইংরাজকে জিতাইয়াছে ও জায়গীর, পদবী ও ব্যবসার সুযোগ লাভ করিয়া শোষণকে কায়েমী করিয়াছে। ১৯০৫ সাল হইতে বিপ্লবীদের ফাঁসীতে ঝুলাইতে সাহায্য করিয়াছে—১৯২১ সাল হইতে গণআন্দোলনে যখন যে কার্য্য ধারা হইয়াছে তাহারা বিরোধীতা করিয়াছে। বিদেশী বস্ত্র ও দ্রব্যের আমদানী প্রচার ও প্রসার করা, অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করা, ইংরাজ রাজত্বের মহিমা প্রচার করা, ও আমন সভা, বা শান্তি সভার বাণী প্রচার করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিহীন করা, কংগ্রেসকে হেয় করা—এইরূপে তাহাদের দেখা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ সালে যখন কিছুদিনের জন্য কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ছিল তখন রাতারাতি তাহারা বদলাইয়া অন্যরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যে হেতু সেই মন্ত্রীত্ব বেশীদিন স্থায়ী হইল না, তখন তাহারাও আবার রূপ পালটাইল।

১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে তাহারা দেশবাসীর নিকট দেখা দিল বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপে। তাহার মধ্যে প্রধান হইল চোরাবাজারী। তারপর যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহকারী, সৈন্যসংগ্রহকারী, যুদ্ধের প্রচারক, মিলিটারীর কণ্ট্রাকটারী, তাহাদের সরবরাহকারী—গ্রাম দেশে সুপারভাইজার, সরপঞ্চ ইত্যাদি ইত্যাদি। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ইহাদের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। আন্দোলন দমন করিতে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম! পাইকারী জরিমানা হইতে আরম্ভ করিয়া গুলিতে মারা পর্য্যন্ত ইহারা হইল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যকারী। চোরাবাজারে অল্পদিনে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া, লাটসাহেবের কর স্পর্শ করিয়া, শার্টিফিকেট, মেডেল, শিরোপা, খেতাবে ও পুলিশের সহিত দহরম মহরম করিয়া ইহারা সমাজে একটা প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া লইল, যদিও জনসাধারণের অন্তরে তাহাদের জন্য কোন মর্য্যাদা ছিল না।

ঘটনার পরিবর্ত্তন হইল। যুদ্ধ শেষ হইল। ইংরাজ কংগ্রেসকে মানিয়া লইয়া তাহার হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিল, ভারত সত্য সত্যই ছাড়িল। ইহারাও দেখিল ইংরেজ আর আসিবেনা, বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল কি করা যায়? চোরাবাজারী খদ্দর পরিয়া ভাবিল দাঁড়াই কোথায়? যে যার আপন আপন স্থানে দাঁড়াইয়া—বেশভূষা, আচার বিচার, বুলি, সমস্ত নিঃশেষে পরিবর্ত্তন করিয়া ভাবিতে লাগিল পথ কোথায়? এতদিনত ইংরেজ সূর্য্য ভারতাকাশে ছিল, নিশ্চিন্তে আলোপাইতেছিলাম, কিন্তু এখন তাহাও ডুবিয়া গেল। যে জনগণকে এতদিন শোষণ করিয়াছি এখন সেই জনসূর্য্যের উদয় হইল। এখন ক্ষমতা না হইলে চলিবেনা, ক্ষমতা দিবার অধিকারী জনগণ। সুতরাং যেমন করিয়াই হোক জনপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া আমাদের পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিতেই হইবে। না হইলে অস্তিত্ব থাকিবেনা।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে এই সংঘর্ষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। স্বাধীনতা আসিলেও জনগণেরই প্রদত্ত ক্ষমতা লইয়া তাহাদের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখিবার যে অভিসন্ধি, প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সেই ষড়যন্ত্র আজ দেশে সুরু হইয়াছে।

ইহাদের এখন রূপ জনসেবকরূপে, জনগণের উন্নয়নের বুলির পিছনে ইহাদের জনতাকে ধোঁকা দিবার যে কারসাজি তাহাই নিপুণভাবে সফল

করিয়া তুলিবার উপর ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। পূর্বে জনতার যে জড়তা অজ্ঞতা ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লইয়া ইহারা বিদেশীর দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল আজ জনতার সেই সমস্ত ত্রুটীগুলির সুযোগ লইয়া তাহারা জনতারই দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টিত।

সুতরাং অজ্ঞতার জন্য জনতার মধ্যে যে সমস্ত অনুদার ও আপাতসঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি রহিয়াছে তাহাই জাগ্রত করিয়া ইহারা নিজেদের পথ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। কারণ তাহা ছাড়া আর ইহাদের পথ নাই। যেখানে জনতার রাজনৈতিক চেতনা কম, অজ্ঞতা ও জড়তা বেশী, সেই স্থানেই ইহাদের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাব জাগ্রত করিয়া ইহারা ক্ষমতা অধিকার করে। প্রাদেশিকতার ভেদ প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, সঙ্কীর্ণতাকে উত্তেজিত করিয়া, ভাষার দ্বন্দ্ব আনিয়া ইহারা নেতৃত্ব লাভ করিতে চায়। যে জাতিকে উদার মহান সাহসী ও সবল করিয়া তোলার জন্য সহস্র সহস্র দেশ প্রেমিক আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, জাতি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সেই জাতিরু অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার উপর ব্যবসায় করিয়া,—নেতৃত্ব, ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভের যে প্রচেষ্টা, ইহা দেশদ্রোহীতার নামান্তর মাত্র। দেশকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দেওয়াই শুধু দেশদ্রোহীতা নয়—দেশে একজাতীয়তা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির বিপরীত যে কোন কার্য্যপন্থাই হোক না কেন, তাহা দেশের উন্নতি, বিকাশ, ও স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর।

দেশে যদি রক্তবিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আসিত তবে এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যাইত। সে পথে আসে নাই বলিয়া ইহাদের অস্তিত্ব এখনও আছে এবং জাতির দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ইহারা পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে জনসাধারণকে সাময়িকভাবে ধোকা দিয়া এই ব্যবসায় হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্ত ক্ষণিক। জনসূর্য্যের জ্বলন্ত শিখায় ইহাদিগকে ধ্বংশ হইতে হইবে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

এই অবস্থায় সাধারণ দেশকর্মী বা কংগ্রেসকর্মীর কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ কর্মীদের অনেকের মধ্যে জনপ্রদত্ত এই ক্ষমতার অধিকার লাভের ও ইহা বজায় রাখিবার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলে তাহাদের প্রতি জনগণের যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহাতে জনগণ তাহাদের হাতে ক্ষমতা দিয়াছে। কিন্তু সে ক্ষমতা বহুস্থানে জনসেবার জন্যই ব্যবহার না করিয়া, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করিবার মনোবৃত্তির ফলে—তাহাদের একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে—ক্ষমতা পাইবার পরে ও ক্ষমতালাভের জন্য আবার আর একদিকে তাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সমর্থন উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়া কংগ্রেসের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া জনস্বার্থের ক্ষতি করিতেছে। সাধারণতঃ এই অবস্থায় যাহারা সত্যকার দেশের সেবা করিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে ইহা নীরবে সহ্য করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা হইতে দেশকে মুক্ত করিবার উপায় মাত্র একটীই আছে, তাহা—জনগণের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার ও সেই অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য চেতনা জাগ্রত করা। যাহা প্রেয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহা শ্রেয় তাহা গ্রহণ করিবার

যে শিক্ষা তাহা জনগণকে দিবার জন্য আজ দেশে যাঁহারা কর্ম্মী, যাঁহারা সত্যকার দেশের উন্নতি চাহেন—তাহাদের বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এই অবস্থায় কিছুদিন হয়ত তাহাদের আর এক বিচিত্র অবস্থায় পড়িতে হইবে, বিভ্রান্ত জনগণ তাহাদের কথা হয়ত শুনিবে না, প্রতিক্রিয়া-পন্থীদের ভীড়ে তাহাদের দেশপ্রেম ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা উপেক্ষিত ও বহুস্থানে নিন্দিত হইবে। লাঞ্ছনা ও অপমান তাহাদের নিকট হইতেই তাহারা পাইবে যাহারা ইহাদেরই প্রচেষ্টাতে বড় হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের নিরাশ বা ক্ষুব্ধ হইলে চলিবে না। যাহা সত্য যাহা কল্যাণকর, যাহা মহান্—তাহা প্রকাশ করিবার ও তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার যে দৃঢ় প্রচেষ্টা তাহা জয়যুক্ত হইবেই। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বহু কর্ম্মীর মধ্যে এই সাধনার বীজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ আহ্বান তাহাদের প্রতি। দৃঢ় ও জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া তাহারা আজ নূতনভাবে দেশে নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হউন; তাহাদের সাধনা সফল হইবেই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়ায় মেথর ধর্ম্মঘট—

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে পুরুলিয়ায় মেথরগণ অকস্মাৎ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। এই ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে পুলিস কয়েকজন মেথর গ্রেপ্তার করিলে মেথরগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং পুরুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারাপদ রায়কে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে ও মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দেকেও আক্রমণ করে ও তাঁহার বাড়ীতে ময়লা নিক্ষেপ করে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রত্যেক মেথরকে যে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ভাতা দেওয়া হইত, নভেম্বর অবধি তাহা মঞ্জুর ছিল। ডিসেম্বর হইতে আর তাহা পাওয়া যাইবে না জানিয়া তাহারা হঠাৎ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। মেথরগণের বেতন কমিয়া যাওয়া সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি থাকিলেও মেথরগণের তরফ হইতে এই হঠকারিতা কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে এবং যে বা যাহারা এই ব্যাপারের জন্য দায়ী তাহারা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। সকলেরই একথা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে মেথরগণের কার্য্যের উপর সহরবাসী হাজার হাজার নরনারীর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। অবশ্য আমরা ইহাও আশা করি যে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ মেথরগণের অভিযোগের মধ্যে যে সত্য আছে তাহা বিবেচনা করিয়া সহানুভূতিপূর্ণভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সহিত এই সমস্যার মীমাংসা করিবেন। সুখের বিষয় যে মেথরগণ ধর্ম্মঘট এক্ষণে সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখিয়াছে।

ইচাগড়ে হিটলারী নীতি—

ইচাগড় থানায় কতিপয় কর্ম্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জনসাধারণের মধ্যে একটী সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয় ইচাগড়ের জমিদার ও তাঁহার কতিপয় কর্ম্মচারী ইহার প্রবল বিরোধিতা করিয়া ইহা যাহাতে সফল না হইতে পারে তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। জনসাধারণকে ভয় দেখান, নানারূপ অর্দ্ধসত্যের প্রচার দ্বারা মিথ্যাধারণার সৃষ্টি প্রভৃতি পুরাণ ও মামুলী জমিদারী ধরণের পন্থায় জনসাধারণকে ইহা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। সাধারণ ব্যবসায়ীরা সমবায়সমিতি সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে বটে, কিন্তু ইচাগড়ের জমিদার ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের এরূপ আচরণ বাস্তবিকই অশোভনীয়। প্রজারা সংঘবদ্ধ হইলে নির্ব্বিচারে তাহাদের প্রতি পোষণ চলেনা—ইহাতে জমিদারের ও ততোধিক কর্ম্মচারীদের ক্ষতি; অথবা কতিপয় কর্ম্মচারী বরাবর যে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, সেই প্রভুত্ব আর চলিতেছে না বলিয়া তাহাদের এই ক্রোধ কিনা তাহা তাহাদের বিবেচ্য। কিন্তু আমরা ইহাদের অদূরদর্শিতায় বাস্তবিকই বিস্মিত। জমিদারী প্রথার বিলোপ হইতেছে, জমিদার ও তাহার প্রভুত্বও আর থাকিবে না; সুতরাং যাহা যাইতে চলিয়াছে তাহার শক্তিতে জনসাধারণের প্রগতির পথে বাধা দিতে যাইয়া ইহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা ডাকিয়া আনিতেছেন। মধ্যযুগীয় কর্ত্তৃত্ব বা হিটলারী কার্য্যপন্থা এই জনজাগরণের যুগে অচল। সময়ের পরিবর্ত্তন বুঝিয়া ইহাদের বুদ্ধিমানের মত কাজ করা উচিত। ইহারা স্বার্থান্ধ কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া জনস্বার্থের অনুকূল মনোভাব ও কার্য্য দ্বারা গ্রহণ করিবেন—ইহাই আমরা আশা করি।

শিক্ষা প্রসার

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়

সে দিন কেন্দ্রীয় শান্তিসেনা কমিটির উদ্যোগে আহূত এক প্রীতি-সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া পশ্চিম বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার ঘোষ অতি পরিচিত অথচ বহু বিস্মৃত একটি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সকলের স্মরণ রাখা দরকার যে দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত থাকিলে অশিক্ষিত সরকার গঠিত হইবে। অশিক্ষিতের দেশে শিক্ষিত সরকার স্থাপিত হইতে পারে না।

বিহারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত বজ্রীনাথ বর্ম্মার কোন বক্তৃতাতেও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার সে বক্তৃতা পাঠে বেশ বুঝা যায় গভর্ণমেণ্ট নবতর ও উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষা একদিকে যেমন ব্যাপকতর হইবে, আর এক দিকে তাহার প্রভাব অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করিবে। সম্প্রতি যে শ্রমিক সম্মেলন হইল, সে সম্মেলনে মহামন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহেরু যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতেও শিক্ষার উৎকর্ষসাধন ও তাহার প্রয়োজনীয়তার কথা আছে।

ইহাতে মনে হইতেছে এ সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের বৈয়ক্তিক বা সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়—গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসারে চলিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহার অঙ্গ স্বরূপ। সাধারণতঃ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মক্ষমতা যে বেশী হইয়া থাকে, এ কথা সকলের সুবিদিত। তাই ইহা পড়িয়া যে সকলেই আনন্দিত হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ ছাড়া আমাদের আনন্দিত হইবার আরও বহু কারণ রহিয়াছে। সংসারে বহু দুঃখ আছে, যাহা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। আবার এরূপ কতকগুলি দুঃখ আছে, যাহা সাংঘাতিক বলিয়া ঠেকিলেও একেবারে অনিবার্য্য নয়। যেমন দারিদ্র্য। নিরক্ষরতা যে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহা প্রগতিশীল দেশ সমূহের শিক্ষার ইতিহাস পড়িলে বুঝিতে বাকী থাকে না।

উনবিংশ শতাব্দিতে কার্লাইল সেক্স্‌পীয়রের কথা বলিতে গিয়া রাশিয়াকে মূক জাতি বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। সেই মূক জাতি আজ কি হইয়াছে—অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রেও কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সমগ্র দেশ হইতে অজ্ঞতাকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে, কাহারও অবিদিত নাই। অথচ এ করিতে তাহাদের কয় বৎসরই বা লাগিয়াছে? কার্লাইল যে দেশের ভাষায় এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই ইংলণ্ডের কথা ভাবা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ দেশ কি ছিল? ধনী সন্তানদের শিক্ষার যা-হোক কিছু ব্যবস্থা ছিল সত্য, কিন্তু দরিদ্রদের জন্য? একেবারেই কিছু না। সেই দেশে ১৯১৮-তে যে শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে আছে—পাঁচ বৎসরের শিশু হইতে চৌদ্দ বৎসরের কিশোর পর্য্যন্ত সকলকেই বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে; দু বৎসরের শিশু হইতে পাঁচ বৎসরের শিশু যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা পায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহার জন্য নার্সারী স্কুল স্থাপন করিবেন।

ডাক্তার ঘোষ যে কার্য্যক্রমের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার। তিনি বলিয়াছেন যে শিক্ষিতদিগকে শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম দিকে, অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে, ইংলণ্ডও অনেকটা এই নীতি গ্রহণ করে। সে দেশে যখন এ পদ্ধতি নিষ্ফল হয় নাই তখন এদেশেও হইবে না, এরূপ আশা পোষণ করিলে বোধ হয় খুব ভুল করা হইবে না।

এখন কথা এই, কাহারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন? শিক্ষকবর্গ পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে এ জন্য চাপ দেওয়া—বিশেষতঃ যে সময়ে স্কুল খোলা থাকে সে সময়ে বোধ হয় উচিত হইবে না। তাহার কারণ, তাঁহাদিগের সাড়ে দশটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত কাজ করিয়াও নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। দরিদ্রের তাড়না—সকালে, সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়াইতে হয়। এ ছাড়া পাঠ প্রস্তুত করা আছে, খাতা সংশোধন করা ও পরীক্ষার খাতা দেখা আছে, ইহার উপর আছে ছেলে মেয়েদের অসুখ বিসুখ, হাট বাজার, বিনা সুদে বা কম সুদে ধার পাইবার অথবা ঐরূপ কোন সুবিধা পাইবার জন্য এখানে সেখানে যাতায়াত।

যাঁহারা শিক্ষা লইয়া চিন্তা করিয়া থাকেন, এই সমস্যা নিরাকরণ সম্পর্কে তাঁহাদের অনেকের অনেক কথাই মনে হইবে। কাহারো কাহারো আচার্য্যদেব প্রদত্ত একটি বহু প্রসিদ্ধ ও ছাত্রপাঠ্য বক্তৃতার একটি অংশ মনে পড়িলেও পড়িতে পারে। তাহাতে তিনি চীনা ছাত্রদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ছেলেরা নিজেদের খরচ বাঁচিয়ে শিক্ষা প্রচারের জন্য ভাণ্ডার স্থাপন করল। নিজেরাই নব প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা দিবার ভার নিলে। এইরূপ ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পিকিং সহরে আজ পঞ্চাশ হাজার ছেলে লেখা পড়া করছে।

আচার্য্যদেব-বর্ণিত এই অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য শিক্ষণ প্রণালী এ দেশেও পরীক্ষিত হইতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখা ভাল—রবীন্দ্রনাথ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ পড়িয়া যে কথাটি বলিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছিলেন, যেখানে বেতের চাষ চলিত সেখানে ইক্ষুর আবাদ করিয়াছেন। যে সব শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ পড়িয়াছি তাহাতে ইহাই প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সব গ্রন্থে আছে, শিক্ষককে ধৈর্য্যশীল হইতে হয়। এ বিষয়ে যদি অবহিত না হই, আর ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন শুনি, অথবা বেত্রকে ইক্ষুর স্থান অধিকার করিতে এবং বিদ্যুতের ঝলমলানি লইতে দেখি, বিস্মিত হইয়া কি করিব? এ ছাড়া শিক্ষাবিদগণ আর একটি যে কথা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তাঁহাদের কথা এই, শিক্ষককে কৌশলী হইতে হয়। এ কথা যে কত সত্য, অথচ পালন করা যে কত দুরূহ, অন্যদিকে পালন না করিলে শিক্ষাতে যে কিরূপ বিকৃতি দেখা দেয়, তাহা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন।

তার পর সনাতন পদ্ধতি ছাড়িয়া আধুনিক শিক্ষাবিদগণ আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে বর্ণমালা শিক্ষা দিলে বেশী ফল পাওয়া যায় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। কারণ তাহা হইলে যে সব ছাত্র শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে তাহাদিগকে উহা আয়ত্ত করিতে হইবে। অথচ এই কাজ যে তাহারা নিজেরা করিয়া উঠিতে পারিবে, মনে হয় না। এজন্য বিভিন্ন স্থানে—সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা শিবির স্থাপন করিতে হইবে। অবশ্য উপযুক্ত শিক্ষক মিলিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা ইহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

আর একটি কথা। নিরক্ষররা, তাহারা কেন সমবেত হইয়াছে, 'সাক্ষর' হইয়া তাহাদের কি লাভ, অন্য কথায় শিক্ষার মূল্য কি, এ সমস্ত যদি না বুঝে, কাজে উৎসাহ পাইবে না। আর তাহা হইলে দুদিনের কাজ দুমাসেও শেষ হইবে না। মনে হয়, সংবাদপত্র হইতে অন্ততঃ বিষয়ের শিরোনামা, কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি হইতে সরল অথচ প্রয়োজনীয় অধ্যায়; রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে চিত্তাকর্ষক আখ্যায়িকা যদি নিয়মিতরূপে পড়িয়া শুনানো হয়, একেবারে নিরাশ হইতে হইবে না।

সীমাবদ্ধ নহে

(মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)

জনৈক পত্র প্রেরকের পত্রের সারমর্ম্ম :—

"ব্যক্তিগত অহিংসা আমি বুঝিতে পারি, বন্ধুগণমধ্যে সমষ্টিগত ভাবে অহিংসার প্রয়োগও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আপনি প্রকাশ্য শত্রুর প্রতিও অহিংসার প্রয়োগের কথা বলিয়া থাকেন। ইহা আমার নিকট মরীচিকার ন্যায় মনে হয়। দেশের প্রতি করুণা করিয়া আপনার এই একগুঁয়েমি আপনি ত্যাগ করুন। এই জিদ না ছাড়িলে দেশবাসীর নিকট যে সম্মান ও শ্রদ্ধা আপনি পাইতেছেন তাহা হারাইবেন। তদপেক্ষাও দোষের কথা ইহাই যে, দেশের লোক আপনাকে মহাত্মা বলিয়া মনে করে এবং সেইজন্য বহু সরল দেশবাসী আপনাকে বিশ্বাস করিয়া বিভ্রমে পতিত হয় এবং আপনাদের ও সমাজের ক্ষতি সাধন করে।"

যে অহিংসা কেবল ব্যক্তিগত ভাবে প্রয়োজ্য, সামাজিক ক্ষেত্রে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। মানুষ

সামাজিক জীব এবং মানুষের ব্যক্তিগত সাফল্য কার্য্যকরী হইতে হইলে এরূপ হওয়া চাই যেন ঐরূপ সাফল্য যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই পর্য্যাপ্ত আয়াসসাপেক্ষ হইলেও সাধ্যায়ত্ত হয়। যে অহিংসার প্রয়োগ কেবল বন্ধুগণ মধ্যেই সম্ভব তাহা অহিংসার কণিকামাত্র এবং তাহা অহিংসা নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য নহে। 'অহিংসা বৈর নাশ করে' ইহা একটি মহান্ সূত্র। ইহার অর্থ এই যে প্রবলতম বৈরিতা শান্ত করিতে সমভাবে শক্তিমান অহিংসার প্রয়োজন। অহিংসার সাধনা বহুজন্ম ও বহু জীবনব্যাপী অভ্যাসসাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা ব্যর্থ হয় না। এই সুদীর্ঘ যাত্রায় পথিক দিনের পর দিন নূতন নূতন আনন্দময় অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং পথের শেষে যে অপরূপ সুন্দর তাঁহার জন্য অপেক্ষমান, পথি মধ্যে তাঁহারই ক্ষণিক আভাসে সাধক ধন্য ও উৎসাহিত হইতে পারেন। তাই বলিয়া এ কথা কেহ যেন ধারণা না করেন যে অহিংসার সাধন-পথ কুসুমাকীর্ণ এবং সে পথে কোন কণ্টক নাই। জনৈক কবি গাহিয়াছেন—কেবল শক্তিমানই ভগবানকে লাভ করিতে পারে,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" আজ সমস্ত দেশের আবহাওয়া এরূপ ভাবে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে দেশের লোক আর দেশের প্রাচীন সাধকগণের অর্জ্জিত জ্ঞান স্মরণ করিয়া জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীতে ও অভিজ্ঞতায় অহিংসার সক্রিয় প্রকাশ উপলব্ধি করিতে চাহেন না।

"কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তাহার কল্যাণ সাধন দ্বারাই অকল্যাণ দূর করিয়া সমতা রক্ষা করা যায়"—এই প্রবাদ বচনের বহু উদাহরণ বাস্তব জীবনে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করা যায়। একথা কেন আমরা বুঝিতে পারি না যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, সমগ্রভাবে তাহা যদি ধ্বংসাত্মক হইতে তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বেই সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইত। প্রেম, যাহার অপর নাম অহিংসা, আমাদের পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে।

এইটুকু স্বীকার করিতেই হইবে। মানব জীবনের সুদুর্ল্লভ মাধুরী স্বভাবতই অতি আয়াসলভ্য যেহেতু তাহা মানুষকে উন্নত করে। পতন ত সহজ, উত্থান সহজ নহে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অসংযত, ফলে অতি তুচ্ছকারণে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ, আঘাত এবং অভিসম্পাত আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় পরিণত হইয়াছে।

যিনি কঠোর সংযমে অভ্যস্ত, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম মাধুরী অহিংসা তাঁহার জীবনে অতি সহজেই বিকশিত হইয়া উঠিবে।

(হরিজন, ১৪।১২।৪৭)

কংগ্রেস সংবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় প্রস্তাব—

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি অতিশয় দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে হিন্দুমহাসভা, মুস্লিম লীগ ও আকালী দল ইত্যাদি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ তথাকথিত ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে আপন আপন দলগত স্বার্থসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

"জাতীয় স্বার্থ', শব্দটির অর্থ ইহাই যে জাতি ও দল-নির্ব্বিশেষে সমষ্টিগতভাবে সামাজিক নৈতিক রাজনৈতিক ও বাস্তবতার ভিত্তিতে সকল বিভিন্ন স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন,—তথাকথিত ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দলগত স্বার্থ নহে। অতএব রাজনীতি ও অর্থনীতি অনুসারেই আমাদের রাষ্ট্রীয় কার্য্যবলী পরিচালিত হইবে এবং তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমান স্থান থাকিবে।

চতুর্থ প্রস্তাব—

দেখা গিয়াছে যে ভারতের দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীগণের বহু প্রতিষ্ঠান পরাধীনতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর ক্ষমতা ও শক্তিলাভ করা দূরের কথা, রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়া হইতেছে। ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে পাঞ্জাবের দক্ষিণ ভারতের এবং মধ্যভারতের ও রাজপুতানার কতকাংশের রাজন্যবর্গ জাতীয়তা বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ

সকল রাজন্যবর্গের কার্য্যে তাঁহাদের কল্পনা শক্তির অতি শোচনীয় অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং নানারূপ অমানুষিকভাবে বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান দেশবাসীর বিনাশ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি সুস্পষ্ট ভাষায় পুনরায় ঘোষণা করা আবশ্যক হইয়াছে।

ইংরাজের সার্ব্বভৌম ক্ষমতালাভের এবং উক্ত ক্ষমতা অবসানের আইনগত অর্থ ও আইনানুসারে ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ভারতের ইংরাজ অধীনতার অবসানের একমাত্র নৈতিক পরিণতি হইতেছে জাতীয় আশা আকাঙ্খার পরিপন্থী রাজন্যবর্গের শাসন বা যে কোনরূপ সামন্ততন্ত্রের পরিবর্ত্তে গণতন্ত্রের ও জনগণের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা। যে কোন উপায় এবং যেরূপেই হউক কংগ্রেস জনগণের এই ক্ষমতাকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অতএব এইরূপ স্বার্থ সম্পন্ন সকলেরই, বিশেষতঃ রাজন্যবর্গের, একথা জানা উচিত যে জনগণের ইচ্ছাকেই তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়মস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যে প্রকাশিত না হইলে কংগ্রেস তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে পারে না। কোন ব্যক্তিবিশেষ যতই ক্ষমতাবান হউন না কেন, তিনি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলে উপরোক্ত গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রে ঐ ব্যক্তি বিশেষ গণনায় আসিবেন না।

অতএব এই সমিতি আশা করেন যে রাজন্যবর্গ বর্ত্তমান সময়ের সকল লক্ষণ অনুধাবন করিয়া জনগণের সহিত সহযোগিতায় কার্য্য করিবেন এবং যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাঁহারাও বিরুদ্ধভাব প্রত্যাহার করিয়া জনস্বার্থের বিরোধিতার অবসান ঘটাইবেন এবং অতঃপর হইতে গণতন্ত্রমূলক সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জনগণের প্রকাশিত ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবেন। নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজাগণের কংগ্রেস বহুকাল হইতে দেশীয় রাজ্যবাসী জনগণের সেবায় সচেষ্ট আছেন এবং রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে উক্ত কংগ্রেসের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করাই ইহার প্রকৃষ্ট উপায়।

পঞ্চম প্রস্তাব—

কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আপন আপন দলের সৈন্যবাহিনী গঠন করার ক্রমবর্দ্ধমান ইচ্ছা ও অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রিয় সমিতি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। এইরূপ ঘটনা ও অবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক ও তাহা সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের পরিপন্থী। একমাত্র রাষ্ট্রেরই দেশরক্ষী সৈন্য বাহিনী অথবা শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত রক্ষিদল, গৃহরক্ষিদল বা সশস্ত্র সেচ্ছাসেবক বাহিনী থাকা উচিৎ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই অধিনস্থ হওয়া উচিৎ। মুস্লিম জাতীয় বাহিনীর, রাষ্ট্রিয় স্বয়ং সেবক সংঘের, আকালি স্বেচ্ছাসেবকদলের ও অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্যাবলীর দ্বারা যে দলীয় সেনাবাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বহু আয়াসলব্ধ স্বাধীনতার শত্রু স্বরূপ।

পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েতের পুনর্গঠন ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য

আজ এক বৎসরের অধিক হইল সমগ্র জেলাব্যাপী তিন সহস্রাধিক পঞ্চায়েৎ গঠিত হইয়া ইহার দ্বারা বহুবিধ এবং এক বিরাট কার্য্যপরিচালনা করা হইল। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিয়া আমরা জেলার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আমাদের নিজেদের বিলি ব্যবস্থার কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছি। প্রাথমিক অবস্থার অসুবিধা অক্ষমতা, ভুল ত্রুটি যাহাই থাকুক আমরা নিজেদের শাসন ও শক্তির পথে যাত্রা সুরু করিয়াছি এবং তাহার পথেই নিজদিগকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদের আগাইতে হইবে। সেই আগাইয়া যাইবার পথে আজ এক সন্ধিস্থল আসিয়া দেখাদিয়াছে। এই বিশাল পঞ্চায়েতের সহস্র সহস্র কমিটীগুলির পুনর্নির্ব্বাচন আসন্ন। এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে

আমাদের বিগত কাজের হিসাব করিয়া, নিজেদের ভুল ত্রুটি গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া—তাহার সংশোধনের পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করিয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রচার পত্র।

আজ দেশবাসী সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমরা আমাদের আত্মশাসনের অধিকার লাভ করিয়াছি। ইহা সত্য যে এই পঞ্চায়েৎ দ্বারা আমরা জনসেবার বহুবিধ কাজ করিতে পারিয়াছি; নিপীড়িত বঞ্চিত জনগণ অধিকার পাইয়াছে, সম্মান পাইয়াছে, আসন পাইয়াছে; জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাহা গরীবের ঘরে পৌছাইত না তাহা লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের কুটিরে পৌছাইয়াছে; কারবার ব্যবসায়ের দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে বহু ত্রুটী অসুবিধা সত্ত্বেও জনগণের দ্বারা জিনিষপত্র বণ্টনের একটা ধারা গড়িয়াছে; কিন্তু আজ ইহাও সত্য যে, এই পঞ্চায়েৎ পরিচালনার ভিতর দিয়া আমাদের বহুপ্রকার ভুল ত্রুটি ঘটিয়াছে—বহু কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা আমরা করিয়াছি; কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশবাসী আমরা আত্ম-শাসনের নামে আত্মক্ষয় করিয়াছি—বহু অযোগ্য স্বার্থপর লোক ইহাতে ঢুকিয়া জনসাধারণের ক্ষতি করিয়াছে—দেশের লোক আমরা নিজেদের দেশের লোককেই বঞ্চিত করিয়া স্বার্থসাধনের দ্বারা বহুক্ষেত্রে লোকের মনে আত্মশাসনের প্রতি ভীতি ও বিরাগ আনিয়া দিয়াছি—যে চোরাবাজারের দুর্নীতি নিবারণ করিতে পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া উন্নত কল্যাণকর বণ্টন প্রণালী চালাইবার দায়িত্ব আমরা লইয়াছি—অনেক ক্ষেত্রে সেইসব দুর্নীতিই আমাদের ভিতরের লোকের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছে। এই ভাবে বহু ত্রুটি পঞ্চায়েতের এই অল্প জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বীকার করিতে হইবে—এই সকলগুলি সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি কাজ আগাইতে পারে না? নিশ্চই পারে। এতবড় এক বিরাট কাজে তাহার প্রথম অবস্থায় ভুল ত্রুটি হইবারই কথা। আগাইয়া যাইবার পথে অবিরত সংশোধনের জন্য বিপুল প্রচেষ্টা করিয়া আমাদের জয় নিশ্চিত করিতে হইবে। এই ভাবেই আমাদের আগাইতে হইবে। ইহাছাড়া আর পথ নাই। আজ যতই ত্রুটি থাকুক—তাহার মধ্য দিয়াই জনগণের হাতে শাসনের শক্তি উন্নতভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কারণ দাসত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতায় আমরা আবার ফিরিয়া যাইতে পারি না। যে সকল ত্রুটিগুলি ঘটিতেছে তাহা দেশের বর্ত্তমান নানা অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য, প্রাথমিক কাজে নামার অবশ্যম্ভাবী অসুবিধা সমূহের জন্য এই সকল ঘটিতেছে, তাহা নিজেদের চেষ্টায়—নিজেদের শিক্ষা ও ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই দূর হইবে। আজ যে সকল ত্রুটি ঘটিতেছে তাহা কেন ঘটিতেছে তাহাও আমরা জানি। জনগণ আজ পূর্ণ সচেতন সজ্ঞবদ্ধ নয়—অন্যায় দেখিয়াও তাহা দমন করিবার শক্তি নিজেদের থাকিলেও তাহা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কি করিয়া করিতে হয় শিখে নাই। বহু বৎসরের পরাধীনতার গ্লানিকর জীবন যাপনের ফলে বহু মানুষ পঙ্ক নিমজ্জিত হইয়া আছে। বহুজনের সে নৈতিক বল নাই; বহুদিনের বঞ্চিত দারিদ্রগ্রস্ত লোক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ধারণা করিতে পারে না সামান্য লোভ ত্যাগ করিলে কি ভাবে সমবেত মহান উন্নতি ও কল্যাণ সকলের জন্য আসিবে। কাজ এইমাত্র সুরু হইয়াছে—কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা আমাদের এখনো হয় নাই—কে কিরকম লোক এখনো আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; অনেকে আমাদের প্রতারিত করিয়া জনসেবকের রূপ লইয়া, গাঁয়ের বুদ্ধিমান মোড়লের চেহারা লইয়া কাজে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কাজের মধ্যে আসিয়া মুখোস খুলিয়া যাইতেছে। এই ভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমরা নিজেদের ভিতরের গলদগুলির সন্ধান পাইতেছি। আজ আমাদিগকে এইগুলি খুঁজিয়া, বুঝিয়া, খুলিয়া দেখিতে হইবে। কারণ স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে রোগঠিকমত নির্ণয় করা দরকার। এই সমস্ত রোগ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতীকারের পথ ঠিক করিয়া লইয়া, আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে—এইগুলি যেন ক্রমশঃ নির্ব্বাচিত হইয়া, পঞ্চায়েৎ সত্যকার জনকল্যাণের নিষ্কলুষ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিশ্ববার্ত্তা

ফ্রান্স ও রাশিয়ার রাজনৈতিক সম্বন্ধ দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ফ্রান্সের সরকার রাশিয়ার স্বদেশ প্রত্যানয়ন মিশনকে বন্ধ করিয়া দিয়া ১৯জন রাশিয়ার অধিবাসীকে ফ্রান্স হইতে বহিষ্কৃত করিবার পর রাশিয়ার সরকারও রাশিয়া হইতে ফ্রান্সের স্বদেশ প্রত্যানয়ন মিশনকে অবিলম্বে রাশিয়া ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছে। রাশিয়া সরকারের মতে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ১৯৪৫ সালের জুন মাসে তদুদ্দেশ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, ফ্রান্স সরকারের কার্য্যকলাপে তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। তৎপরে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তির কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহাও ফ্রান্স রাশিয়ার প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়া রাশিয়ার সরকার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ফ্রান্সের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে উক্ত মিশনের শিবিরে লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল এবং উপরোক্ত ১৯জন রাশিয়ার অধিবাসী ফ্রান্সের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে অতিমাত্রায় বিজড়িত ছিল। যাহাই হোক্ ফ্রান্সে রাশিয়ার প্রভাব যে ক্রমশই ক্ষুন্ন হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ফ্রান্স ও রাশিয়ার সম্বন্ধ যে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবে তাহার সূচনা বহুপূর্ব্বেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফ্রান্সের আইনসভায় কম্যুনিষ্ট পার্টি দল হিসাবে বৃহত্তম হইলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে। সংখ্যালঘু দলগুলি মিলিত হইয়া কম্যুনিষ্টদের ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর আমেরিকার ডলার আসিয়া অবস্থা জটিলতর করিয়াছে।

ফ্রান্সের আইনসভায় তিনটী প্রধান দল আছে, কম্যুনিষ্ট পার্টি, সোসালিষ্ট পার্টি ও পপুলার রিপাব্লিকান পার্টি। ফ্রান্সে প্রথমে উক্ত প্রধান দলগুলির একটী মিলিত মন্ত্রীসভা ছিল। তৎকালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দ হওয়ায় আমেরিকার নিকট হইতে কর্জ্জ লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন আমেরিকার তরফ হইতে কম্যুনিষ্টদিগকে মন্ত্রীসভা হইতে অপসারণ করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। গত বৎসর ৫ই মে কম্যুনিষ্টদিগকে মন্ত্রীসভা হইতে অপসারণ করা হইলে, তৎপরদিনই আমেরিকা সোসালিষ্ট রামাদিয়ে দ্বারা গঠিত সরকারকে কর্জ্জ দেয়। রামাদিয়ে মন্ত্রীসভা দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। দেশে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য হইয়া পড়ে। তাহার উপর কম্যুনিষ্ট পার্টি আইনসভায় সামান্যও প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিয়া মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে দেশময় অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া মন্ত্রীসভা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অপরপক্ষে দ্য গলে "র‍্যালী অব দি ফ্রেঞ্চ পিপল্" নামে একটী দল সৃষ্টি করিয়া কম্যুনিষ্ট বিরোধী প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সাম্প্রতিক মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া কম্যুনিষ্টদের সমপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট সুরু হইয়া গেল। রামাদিয়ে মন্ত্রীসভা ধর্ম্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিতে বাধ্য হইল। বহু কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী হতাহত হইল। কিন্তু সোসালিষ্ট প্রধানমন্ত্রী রামাদিয়ে তাঁহার আসন বজায় রাখিতে পারিলেন না। বিগত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পপুলার রিপাবলিক্যান পার্টির স্যুম্যান্ এর নেতৃত্বে এক নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। ইহাতেও কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন সভ্যের স্থান নাই। বর্ত্তমানে ফ্রান্সের অর্থসচিব রেণী মেয়ার একজন র‍্যাডিক্যাল পার্টির লোক। রাজনৈতিক মহলের ধারণা এই মন্ত্রীসভা দ্য গলের ক্ষমতা প্রাপ্তির সহায়করূপে কার্য্য করিবে। বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার সক্রিয় নীতিই রাশিয়ার সহিত মনোমালিন্যের জন্য দায়ী।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বিগত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকার হাউস্ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ফ্রান্স, ইটালী ও আফ্রিকার জন্য অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সাহায্যের বিলটীর আলোচনা কালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে যদি উক্ত কোন একটী দেশের সরকার রাশিয়া বা কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই দেশটীর সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং উক্ত সাহায্যগ্রহণকারী দেশে যে সকল ব্যক্তি সাহায্য বিতরণ করিবে তাহাদিগকে কম্যুনিষ্ট বিরোধী শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। ফ্রান্সে ডলারের জয় হইয়াছে।

ভারতীয় সংবাদ

কলিকাতায় পণ্ডিত জওহর লাল—

স্বাধীনতা লাভের পর প্রধান মন্ত্রী জওহর লালের পদার্পণে কলিকাতাবাসীগণ যে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব্ব। ১০ লক্ষাধিক লোকের জনসভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই এবং পণ্ডিতজীকে বক্তৃতা না দিয়াই সভাত্যাগ করিতে হয়। তথাপি জনগণের জয়ধ্বনি ও অভিনন্দনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। পরে সাংবাদিক সম্মিলনে এবং বণিকসঙ্ঘের এক সভায় পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করেন। ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ভারত বিভাগ, পাঞ্জাবের গোলমাল প্রভৃতি কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে এই বিষয়ে এখনও কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, ভারতের প্রধান ও মূল শিল্পগুলি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হইবে অথবা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন হইলে বৈদেশিক সাহায্যকেও বরণ করিয়া লওয়া হইবে যদি ইহা ভারতের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন না করে। ইহা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করেন যে বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র থাকিয়া যাইবে এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে। এযাবৎ পল্লী অঞ্চলকে যে ভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে সহর ও পল্লী উভয়ের সম্পদ বৃদ্ধি করাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে। পশ্চিম বাংলার বিশেষক্ষমতা বিলের প্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে বাংলা একটী সীমান্ত প্রদেশ এবং স্বাধীনতার প্রথম অবস্থায় দেশে উপদ্রবকারীদিগকে সুযোগ দেওয়া চলিবে না। সম্পূর্ণ শান্তি বজায় না থাকিলে উন্নতিমূলক পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। স্বাধীন দেশে সকলকে স্বেচ্ছায় আইন ও শৃঙ্খলার বন্ধন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ভারত সরকারের হস্তে শাসনভার অর্পণ :—

ইষ্টার্ণ ষ্টেট এজেন্সীতে ৪২টি দেশীয় রাজ্য আছে, তন্মধ্যে ২৬টি উড়িষ্যায় ও ১৪টি মধ্য-প্রদেশে অবস্থিত। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ সহ চারিটি রাজ্য ছাড়া ২২টী রাজ্য এবং মধ্যপ্রদেশের (ছত্রিশগড়ের) ১১টী রাজ্য ভারত সরকারের সহিত চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ভারত রাষ্ট্রের হস্তে তাহাদের রাজ্যের সমস্ত শাসন কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। এই ক্ষমতা অর্পণের বিনিময়ে ঐ সকল করদ রাজ্যকে তাঁহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কয়েকটী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাজারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা বংশানুক্রমে পাইবেন। ইহার ফলে দেশীয় রাজ্যের প্রজারা মধ্য যুগের বর্ব্বর শাসনের কবল হইতে মুক্তি পাইবেন এবং রাজার মর্য্যাদা ও স্বার্থও যুক্তিযুক্তভাবে রক্ষিত হইল। কটক ও নাগপুরে সম্প্রতি ভারত সরকারের মন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের রাজাগণের এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা—

পূর্ব্ব পাকিস্থান অর্থাৎ পূর্ব্ব বাংলার বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সমস্যা কিছুদিন হইতে সেখানের সরকারকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেখানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে সেইজন্যও সেখানে বিবাদ চলিতেছে। একদল উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহে অপর দল চাহে বাংলা ভাষাকে। দুইদলে মারামারি চলিয়াছিল। পূর্ব্ব পাকিস্থানের মন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্থান সরকার উর্দ্দুকে জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জাতীয় ভাষা অর্থে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ভাষা বুঝায়—উহা রাষ্ট্রীয় ভাষা নহে। পূর্ব্ব বঙ্গে বাংলাই সরকারী ভাষা হইবে। পাঠশালাতে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক নহে।

মান্দ্রাজে কেরাণী ধর্ম্মঘট—

মান্দ্রাজে নিম্নস্তরের সরকারী কর্ম্মচারীরা গত সোমবার হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। সমস্ত প্রদেশের প্রায় ৭লক্ষ সরকারী কেরাণী এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছেন। মাগ্‌গী ভাতাবৃদ্ধি, বাড়ীভাড়া বাবত কেরাণীদের অধিকতর অর্থ

সাহায্য ও কয়েক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর বেতনের অসামঞ্জস্যতার জন্য এই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। মান্দ্রাজ সরকার নূতন লোক লইয়া কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

দিল্লীতে রাজস্ব মন্ত্রী সম্মেলন—

সম্প্রতি দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরিকল্পনা আলোচনা করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদের এক সম্মেলন হইয়াছিল। সম্মেলনে স্থির হয় যে প্রত্যেক প্রদেশে জমিদারী প্রথা লোপ সম্পর্কে পরিকল্পনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য দেখাইয়া এক বিবৃতি আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথমে ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের দপ্তরে অথবা নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের দপ্তরে পাঠাইতে হইবে। সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে কয়েকজন সদস্য লইয়া একটি ছোট কমিটী গঠন করিতে হইবে। এই কমিটী বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করিবেন। তাঁহারা আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে তাঁহাদের সুপারিশ দাখিল করিবেন। সম্মিলনের উদ্বোধন কালে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন—উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া জমিদারদের অধিকার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের অবস্থার উন্নয়ন জন্য জমির বিলি-ব্যবস্থা, সমবায় প্রথায় চাষ, জমির উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দামোদর পরিকল্পনা—

গত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ভারতের খনি ও পূর্ত্ত-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল ভারতীয় আইন পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। দামোদরের বন্যায় প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়—প্রাণের বহু লোকের সর্ব্বনাশ হয়। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দামোদরের জল নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বন্যায় আর দেশের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। উপরন্তু ইহার ফলে প্রায় ২৭লক্ষ বিঘা অনাবাদী জমি চাষের উপযুক্ত হইবে এবং জল সেচনের সুবিধা হওয়ায় ঐ সকল জমিতে বৎসরে ২বার ফসল উৎপন্ন হইবে। ৬০০ মাইলব্যাপী স্থানে বৎসরের সকল সময়ে নৌকা এবং অন্যান্য জলযান যাতায়াত করিতে পারিবে। বিশেষতঃ অল্প ব্যয়ে দামোদর হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে তাহাতে দেশের শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইবে। বৎসরে এই নদী হইতে ৫ লক্ষ টাকার মাছ পাওয়া যাইবে। সমগ্র পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে মোট ৫২কোটী টাকা। ভারত সরকার, বিহার ও বাংলার প্রাদেশিক সরকার এই ব্যয়ভার বহন করিবেন।

প্রশংসনীয় অধ্যবসায়—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবৎসর একজন রিকসাওয়ালা পোষ্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুবকটী ছয়বৎসর পূর্ব্বে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের কোন উপায় না দেখিয়া কলেজে পড়াশুনা করিতে কৃতসংকল্প হন। নিঃস্ব যুবক রাত্রিতে রিক্সা চালাইয়া ছয় বৎসরকাল কলেজে শিক্ষার ও নিজের জীবিকার ব্যয় ভার নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে ৬ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এবারে তিনি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিহার সংবাদ

বিহার গভর্ণরের পদত্যাগের গুজব—

পাটনার ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে বিহারের গভর্ণর শ্রীজয়রাম দাস দৌলতরাম মন্ত্রীগণের অপকার্য্যের মূক দর্শক হইয়া থাকিতে পারিবেন না বলিয়া গভর্ণরের পদ হইতে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সার্চ্চলাইটের টাকে রিপোর্টার গভর্ণরকে জিজ্ঞাসা করায় গভর্ণর বলেন যে তিনি পদত্যাগ করেন নাই।

মিথিলা ইউনিভারসিটী স্থাপনের উদ্যোগ—

ত্রিহুত বিভাগের জন্য মিথিলা ইউনিভারসিটি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। বিহারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা জনসভায় এই ইউনিভারসিটি স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বলেন যে তিনি এই উদ্যোগে সাহায্য করিবেন।

সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষার ফল---

এই বৎসর পাটনা ইউনিভারসিটীর পরীক্ষায় নিম্নলিখিত হারে পাশ হইয়াছে। বি, এ,শতকরা ৩৪ জন, বি, এস, সি, শতকরা ৪৫,বি, কম—শতকরা ৬৪'৬, আই, এ—৪৫'৯, আই, এস, সি, শতকরা ৩৫, ম্যাট্রিক শতকরা ৪৩'৩।

বিহার হোমগার্ড আইন—

১৭ই ডিসেম্বর বিহারের গভর্ণর ১৯৪৭ সালের বিহার হোমগার্ড এ্যাক্টে সম্মতি দিয়াছেন। এই আইন অনুযায়ী বিহারে যে হোমগার্ড বাহিনী গঠিত হইবে তাহা প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার কার্য্যে সহায়তা করিবে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ আত্মনির্ভরশীল ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হইবে।

জামসেদপুরে শিল্প প্রদর্শনী—

আগামী ৭ই জানুয়ারী হইতে জামসেদপুরে জি, টাউন ময়দানে একমাসের জন্য শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে। বিহারের গভর্ণর শ্রীজয়রামদাস দৌলৎরাম ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

স্থানীয় সংবাদ

মানভূমে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সফর---

গত ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই ডিসেম্বর বিহারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রী জগলাল চৌধুরী ও তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টরী সেক্রেটারী শ্রীসুখলাল সিং মানভূম জিলায় ইচাগড়, পটমদা, জয়পুর, ও পুরুলিয়া থানার বিভিন্ন গ্রামে সফর করেন। সমস্ত স্থানেই জনসভা হইয়াছিল। জনসভায় তিনি জনসাধারণকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে বলেন। মানভূম জিলার পশ্চিমবঙ্গে যাইবার বা বিহারে থাকিবার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে দেশবাসী প্রত্যেককে ভারতবাসী হিসাবেই নিজেকে মনে করিতে হইবে। মানভূম জিলা বাংলায় যাইবে কি বিহারে থাকিবে ইহা নিখিল ভারতের নেতৃবর্গই বিচার এবং সিদ্ধান্ত করিবেন। পুরুলিয়া সহরে হরিজনদের এক জনসভায় তিনি হরিজনদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং পুরুলিয়া সহরে মেথরদের যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি মীমাংসা করিয়া দেন।

ঝালদায় ছাত্রসম্মেলন—

আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে ঝালদায় মানভূম জিলা ছাত্র কংগ্রেসের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া ছাত্র কংগ্রেস প্রচার বিভাগ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক যুক্তসম্মিলন এবং সাস্কৃতিক সম্মিলনও অনুষ্ঠিত হইবে। রচনা, তর্ক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা হইয়াছে। রচনার বিষয় মানভূমের সমস্যা ও তাহা সমাধাণের উপায়। ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির নিকট রচনা পাঠাইতে হইবে। শ্রেষ্ঠ রচনা লেখককে স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মৃতিকাপ এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতার জন্যও কাপ বা পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। জনসাধারণও কোন কাপ, মেডেল ঘোষণা করিতে পারেন। প্রতি স্কুল হইতে দুতন কমিটী নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে ও প্রতিনিধিগণের সদস্যগণের চাঁদা ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বেই জমা দিতে হইবে। তর্কের বিষয় সভাস্থলেই ঘোষণা করা হইবে তবে মোটামুটী 'গান্ধীবাদ' সম্বন্ধেই কোন বিষয় নির্ব্বাচন করা হইবে। ছাত্রবন্ধুগণকে দলে দলে সম্মেলনে যোগদান করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

মাঝিহীড়া বুনিয়াদি বিদ্যালয়—

গত ১৫ই ডিসেম্বর বিহার বুনিয়াদি বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টার শ্রীরামশরণ উপাধ্যায় মহাশয় মানবাজার থানার মাঝিহিড়া বুনিয়াদি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তিনি এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলেন যে ইহা বিহারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে।

লোক্যাল বোর্ড কংগ্রেস পার্টি—

গত ২০শে ও ২১শে তারিখে যথাক্রমে ধানবাদ ও সদর লোক্যাল বোর্ড কংগ্রেস পার্টীর অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত সদস্যগণ দুইটি লোকাল বোর্ডের লীডার ও ডেপুটী লীডার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ধানবাদ—শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সিং চৌধুরী লীডার, শ্রীরামখেলাওন সিং, ডেপুটি লীডার।

সদর—শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, লীডার। শ্রীসমরেন্দ্র ওঝা, ডেপুটী লীডার।

জ্ঞাতব্য তথ্য

৮।১২।৪৭ তাং ৩০২৯১ নং নোটিফিকেশনে বিহার গবর্ণমেণ্ট ধান ও চাউলের চলাচল সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ বাধা নিষেধ আরোপিত করিয়াছেন :—

(ক) রেলে—সাহাবাদ, সাওতাল পরগণা, রাঁচি, সিংভূম, সদর মানভূম ও পূর্ণিয়া জেলার কোন ষ্টেশন হইতে বাহিরের কোন ষ্টেশনে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ।

(খ) মোটরট্রাক বা গাড়িতে—রাঁচী, সাওতাল পরগণা, সদর মানভূম ও সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমার কোন জায়গা হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ।

(গ) গরুর গাড়ীতে—সদর মানভূমের কোন স্থান হইতে বাহিরে চালন দেওয়া নিষিদ্ধ।

(ঘ) ষ্টিমারে—এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চালান দেওয়া নিষিদ্ধ।

কোন যাত্রী বিনামুমতিতে তাহার সঙ্গে ধান চাউল বা দুইরকম মিলিয়া অনধিক ২০ সের পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিবেন। এই নিয়ম ১৫ই ডিসেম্বর হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে। এই নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে অন্যান্য শাস্তি ছাড়াও মাল বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দেওয়া যাইতে পারিবে।

মুক্তির নিয়মাবলী

—0—

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবারে প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
ষাণ্মাসিক „ — ৩।০ „
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৬। মুক্তিতে যাঁহারা প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে চান, তাঁহাদের প্রবন্ধ খুব দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে টিকিট পাঠাইতে হইবে। কোন লেখা প্রকাশ বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশের অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:—
ম্যানেজার "মুক্তি", মুক্তি কার্য্যালয়;
পোঃ পুরুলিয়া, ডিঃ মানভূম, বি, এন, আর,।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— মুক্তির বার্ষিক চাঁদা সডাক ৬৲০ হিসাবে পূর্ব্বে লওয়া হইবে বলিয়া ঠিক ছিল এবং সেই হিসাবে অনেকের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহা ৬৲ হিসাবে করা হইল। যাঁহারা বাকী পয়সা ফেরত লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা জানাইলেই তাহা ফেরত দেওয়া হইবে অথবা তাহা আগামী বৎসরের জন্য তাঁহাদের নামে জমা রাখা যাইবে।

"মুক্তির" বিজ্ঞাপনের হার

—০—

পূর্ণ পৃষ্ঠা — ৪০৲ (২ কলম) প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা — ২২৲ (১ কলম) „ „
সিকি পৃষ্ঠা — ১২৲ (½ কলম) „ „
প্রতি ইঞ্চি কলম—৩।০ „ „ „
সম্মুখের পৃষ্ঠায়অর্দ্ধ পৃষ্ঠা২৫৲ (১ কলম) „

১। বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম অর্থাৎ ১২ সংখ্যার কম হইলে এই হারে লওয়া হইবে।

৩ মাস বা তাহার বেশী সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে ম্যানেজারের নিকট চিঠি লিখিয়া বা দেখা করিয়া স্থির করুন।

২। যে সপ্তাহে বিজ্ঞাপন যাইবে সেই সপ্তাহে বুধবার পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের কপি দিতে হইবে।

এজেন্টগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১। পাঁচখানার কম হইলে "মুক্তির" এজেন্ট করা হইবে না।

২। এজেন্টকে প্রতি কপির জন্য দশ আনা হিসাবে মুক্তির ম্যানেজারের নিকট অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৬ তারিখের মধ্যে কমিশন বাদে পুরা দাম পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

৩। শতকরা ৫ খানা হিসাবে অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হইবে। ইহা, হিসাব দিবার সময়ই জমা করিতে হইবে।

৪। এজেন্টগণ বিক্রীত মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

৫। এজেন্টগণের নিকট কাগজ পাঠানো খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত দিতে হইলে তাহা পাঠাইবার খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই পৌষ ১৩৫৪, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৭।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵

মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা পরিচালিত

মুক্তি প্রেস

পুরুলিয়া।

সর্ব্ব প্রকার ছাপার কাজ

বাঙ্গলা

ইংরাজী

হিন্দী

সুন্দর ভাবে ও নিয়মিত সময়ে
করা হয়।

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই **পেনীসিলিন** ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

পুরুলিয়া

সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী

ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।

গোউরপদ সেন এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

আপনার জানা দরকার

আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেডের শাখা কেন্দ্রগুলি হইতে চিনি বিক্রয় সুরু হইবে। ওয়ার্ড অনুযায়ী কাপড় বিক্রয়ের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—চিনি বিক্রয়ও সেই ভাবেই হইবে।

কো-অপারেটিভ ষ্টোর হইতে সরিষার তৈল এবং ঘী সরবরাহ করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

আপনি যদি কো-অপারেটিভ ষ্টোরের সভ্য না হইয়া থাকেন তবে অবিলম্বে সদস্য শ্রেণীভুক্ত হউন। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০৲ টাকা এবং ভর্ত্তি ফি ১৲ টাকা মাত্র।

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর লিমিটেড
ভবতারণ সরকার ষ্ট্রীট
রেজিঃ অফিস—পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর

কাপড় বিক্রয়ের কেন্দ্র ও সময়ের তালিকা

গত ১৫শে ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে সহরের নিম্নলিখিত কেন্দ্র সমূহে কাপড় বিক্রয় সুরু হইয়াছে।

১নং কেন্দ্র—
নতিহা—শ্রীযুক্ত অমলাকান্ত সরকারের বাটী
৩নং ওয়ার্ড ৪নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড
সোম ও মঙ্গলবার, বুধ ও বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার।

২নং কেন্দ্র—
পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট—শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ ঘোষের বাটী
২নং ওয়ার্ড ১০নং ওয়ার্ড ১২নং ওয়ার্ড
সোম ও মঙ্গলবার, বুধ ও বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার

৩নং কেন্দ্র—
আমলাপাড়া, ৺প্রাণকৃষ্ণ রায়ের বাটী
১নং ওয়ার্ড ১৫ নং ওয়ার্ড ১৬নং ওয়ার্ড
সোম ও মঙ্গলবার বুধ ও বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার।

৪নং কেন্দ্র
নামোপাড়া—শ্রীযুক্ত কালীদাস অধিকারীর বাটী
৮নং ওয়ার্ড ১৩নং ওয়ার্ড
সোম, মঙ্গল ও বুধবার বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার।

৫নং কেন্দ্র
ভাগাবাঁধপাড়া, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গাঙ্গুলির বাটী
১১নং ওয়ার্ড ১৪নং ওয়ার্ড
সোম, মঙ্গল ও বুধবার বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার।

৬নং কেন্দ্র—
নিলকুঠিডাঙ্গা—শ্রীযুক্ত ভিক্ষাকর মজুমদারের বাটী
৬নং ওয়ার্ড ৭নং ওয়ার্ড ৯নং ওয়ার্ড
সোম ও মঙ্গলবার বুধ ও বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার।

রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন কাপড় বিক্রয়ের সময় সকাল ৮॥ টা হইতে ১॥ টা এবং বৈকাল ২॥ টা হইতে সন্ধ্যা ৭॥ টা পর্য্যন্ত; প্রতি সপ্তাহে উপরোক্ত তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রগুলিতে ষ্টোরের নিযুক্ত সেল্‌স্‌ম্যান দ্বারা কাপড় বিক্রয় হইবে।

১নং কেন্দ্র [নতিহা], ২নং কেন্দ্র [পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট] ও ৪নং কেন্দ্র [নামো পুরুলিয়া] গুলিতে "কফিন ক্লথ" সকল সময়েই বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ১৩ই পৌষ, সোমবার ২৯শে ডিসেম্বর

পঞ্চায়েত-রাজ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গত ১৬ই নভেম্বর তারিখের অধিবেশনে, যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী প্রস্তাবে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠন করিয়া তাহা দ্বারাই দেশের আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্য চলিবে। এই ভাবে দেশকে গঠন করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। গান্ধিজী বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া আসিতেছেন এবং তাহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই পঞ্চায়েতের গঠন, কার্য্য-ধারা সম্বন্ধে, তাঁহার অনুবর্ত্তিরা একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা দেশের সম্মুখে দিয়াছেন।

গান্ধিজী দেশে যে পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দরকার। আমাদের বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা কেন্দ্রীয়করণের উপর প্রতিষ্ঠিত—অন্ততঃ সেই ভাবেই চলিতেছে। শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ, শিক্ষা, সম্পত্তি, ক্ষমতা, গভর্ণমেণ্ট, সমস্ত ব্যবস্থার ভার বহু লোককে বঞ্চিত করিয়া ক্রমশঃ অল্প লোকের হাতে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে।

সমস্ত দেশের পরিধেয় বস্ত্র তৈরী করিতেছে, জোগাইতেছে অল্প কয়েকজন লোক, তৈরী হইতেছে অল্প কয়েকটী মিলে, অল্প কয়েকটী স্থানে। দেশের বেশীর ভাগ অর্থ সঞ্চিত হইয়া আছে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে, এবং সর্বোপরি এই ব্যবস্থার অপরিহার্য্য ফল এই হইয়াছে যে, সমস্ত শাসন পরিচালনা ও শাসন ক্ষমতা, মাত্র অল্পসংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের হাতে ব্যবস্থা আসিয়া কেন্দ্রীভূত হয় তাহাদের গুণাগুণের উপর তখন দেশের কোটী কোটী জনসাধারণের সুখ ও সুবিধা নির্ভর করে।

দৈনন্দিন জীবনে সকলেই ইহা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছে। গুটিকতক মিলে যদি কাপড় বেশী তৈরী হইল তবে আমাদের হয়ত পরিধেয় জুটিল, যদি তৈরী কম হইল বা না হইল বা কোন কিছু ব্যাঘাত হইল, তবে বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইতে হইল। মহাজনের গুদামে রাশি রাশি চাউল মজুত হইয়া আছে, কিন্তু তাহার সুবিধা অনুযায়ী আমাদের চাউল সস্তা বা আক্রা কিনিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতে হয়। গ্রামে ছেলেরা মূর্খ হইয়া আছে—শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট বা জিলা বোর্ডের কাছে আবেদন জানাইতে হয়। ঘর পুড়িয়া গেলে দরখাস্ত করিতে হইবে গভর্ণমেণ্টের কাছে। গ্রামে ডাকাতি হইলে পুলিশ আসিয়া গ্রাম রক্ষা করিবে। দুইজনে ঝগড়া হইলে বিচারের জন্য দৌড়িতে হইবে হাকিমের কাছে। এই রকম সর্ব অবস্থাতেই, আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যাপারেই একান্ত পরনির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হয়। সকলেই এই অবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দুঃখ ভোগের সময়ও অন্যের উপর তাহার জন্য দোষ চাপাইয়া দেওয়াই অভ্যাস।

শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট দেশকে শাসন ও পরিচালনা করিবে এই ব্যবস্থাতেই সকলে অভ্যস্ত। কিন্তু যদি বলা যায় যে দেশের লোক, জনসাধারণই গভর্ণমেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, তবে তাহা নিতান্ত অনভ্যস্ত ও বিপরীত বলিয়াই মনে

হয়। কিন্তু যদি প্রকৃত স্বরাজ বলিতে কিছু বুঝায় তবে তাহার অর্থ এই। শাসনব্যবস্থা নীচের দিক হইতেই গড়িয়া উঠিবে। গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ যে পঞ্চায়েত গঠন করিবে, গ্রামের সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহারাই হইবে সর্ব্বময় কর্ত্তা। গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে সুরু করিয়া খাজনা, ট্যাক্স, বিচার প্রভৃতি সমস্ত ব্যপারে ব্যবস্থা ও ক্ষমতা পরিচালনা করিবে গ্রাম্য পঞ্চায়েত। শাসনক্ষমতা ও ব্যবস্থার দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল এবং স্বয়ম্প্রভু হইবে। গ্রামের লোক পরস্পরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া গ্রাম্যশাসনের যে ব্যবস্থা করিবে তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা গ্রামে অন্য কিছুই হইতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে গ্রামে পুলিশেরও প্রয়োজন নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা হাকিমেরও দরকার হইতে পারে না। এই সমস্ত পঞ্চায়েত বা জনসাধারণের নির্বাচিত যে গভর্ণমেণ্ট থাকিবে তাহা সমস্ত দেশে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া যে ব্যবস্থা গ্রামে সম্ভব নয় তাহা করিবে। যে ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে তাহা সমস্ত পঞ্চায়েতে ছড়াইয়া থাকিবে। উপর হইতে গভর্ণমেণ্টের পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিবার পরিবর্ত্তে আভ্যন্তরীক শাসন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট কি ক্ষমতা কতটুকু কি ভাবে পরিচালনা করিবে তাহার নির্দ্দেশ দেশের বিভিন্ন পঞ্চায়েত গুলিই গভর্ণমেণ্টকে দিবে।

কিন্তু গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি শাসন পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যবস্থা বিষয়ে প্রকৃত আত্মনির্ভরশীল ও আত্মকর্ত্তৃত্বসম্পন্ন কিছুতেই হইতে পারে না যতক্ষণ না গ্রামবাসীরা—তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিষগুলি না হইলে চলে না—সে গুলির উৎপাদন সম্বন্ধে সম্পূর্ণআত্মনির্ভরতা ও আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে অন্ন ও বস্ত্র যাহা ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না—এই দুইটী বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতেই হইবে। উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত শাসনব্যবস্থার এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে একটীতে পরনির্ভরশীল হইলে অন্যটীতে আত্মকর্ত্তৃত্ব করা যায় না। বিশেষ করিয়া উৎপাদন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিলেই শাসন সম্বন্ধেও কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখা যাইতে পারে—নচেৎ নহে। উৎপাদন ও সরবরাহ সম্বন্ধে যাহার কর্ত্তৃত্ব থাকিবে শাসন সম্বন্ধেও সেই কর্ত্তৃত্ব করিবে।

গ্রামের লোককে যদি খাদ্য ও বস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় তবে যাহারা তাহা জোগাইবে তাহারাই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, এবং গ্রামবাসী তাহা হইতে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিবেনা। বৃহৎ ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম বর্ত্তমান। ভারতবর্ষের পক্ষে যদি পেট্রোল অপরিহার্য্য হয় এবং সে যদি তাহা উৎপাদন না করিতে পারে এবং পেট্রোল সরবরাহের জন্য যদি তাহাকে আমেরিকার উপর নির্ভর করিতে হয় তবে আমেরিকার স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাকে তাহার বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীক নীতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের ক্ষেত্রেও তাহাই। সুতরাং গ্রামবাসী বা গ্রাম্য পঞ্চায়েত যদি অন্ততঃ পক্ষে অন্ন ও বস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা না করিতে পারে তবে সেই পঞ্চায়েত প্রকৃত ভাবে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

মানভূম জিলার গ্রামে গ্রামে শীঘ্রই পঞ্চায়েত পুনর্গঠিত হইবে। তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। এই নূতন পঞ্চায়েতের গঠনের সময় এই লক্ষ্যই রাখিতে হইবে যেন সমস্ত বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইবার আদর্শ লইয়াই পঞ্চায়েতগুলি গড়িয়া ওঠে। নূতন পঞ্চায়েত এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দেশে প্রকৃত পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠা করিবার যোগ্যতা ও শক্তি অর্জ্জন করিবে,—ইহাই আমরা আশাকরি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মিউনিসিপ্যালিটীর উদাসীনতা—

পুরুলিয়ার মেথর ধর্ম্মঘট মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য জানা যাইতেছে তাহাতে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের শোচনীয় উদাসীনতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। ধর্ম্মঘটের ঠিক পরেই সহকারী লেবার কমিশনার পুরুলিয়াতে এবিষয়ে তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীকে গভর্ণমেণ্ট মেথরদের ভাতার জন্য দশটাকা হিসাবে মঞ্জুর করিবার সময় জানাইয়া দিয়াছিলেন যে এই ভাতা ১৯৪৭ সালের নভেম্বর পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে এবং নভেম্বরের পরে ইহা চালু রাখিতে হইলে ট্যাক্স বাড়াইয়াই হউক বা অন্য কোন উপায়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। ট্যাক্সও কিছু বাড়ান হইয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে কোন কিছু ব্যবস্থাই করা হয় নাই। এমনকি গভর্ণমেণ্টকেও সময়মত জানান হয় নাই যে মিউনিসিপ্যালিটী এ বিষয়ে কোন কিছু ব্যবস্থা করিতে অক্ষম। ফলে যে অনর্থের সৃষ্টি হইল তাহাতে জনসাধারণকে কয়েকদিন ধরিয়া নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা করিবেন—ইহা আমরা আশা করি।

জঙ্গল বরবাদ—

মানভূম জিলার জঙ্গলগুলি দ্রুতগতিতে বরবাদ হইয়া যাইতেছে। হড়া থানার কুদলু, পুঞ্চা থানার চন্দাতিরি মানবাজার থানার ধাওা, মাঝিহিড়া প্রভৃতি স্থান হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বড় বড় জঙ্গলগুলি আর নাই বলিলেই চলে। গ্রামের জনসাধারণ আসিয়া এবিষয়ে প্রতিবাদ জানাইতেছে কিন্তু প্রতিকার ঠিকমত হইতেছে না। ঠিকাদার, জঙ্গলের মালিক, যে সব জঙ্গল সম্বন্ধে নোটীশ হইয়াছে তাহাও বিনা বাধায় কাটিয়া শেষ করিয়া দিতেছে। কিন্তু ফরেষ্টগার্ড, রেঞ্জার প্রভৃতি নিশ্চেষ্ট। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে এ বিষয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা অত্যন্ত ধীর এবং কোন ফলই হইতেছে না। কংগ্রেসকর্ম্মীরা এবং গ্রামের জনসাধারণ জঙ্গল কাটা প্রতিরোধ করিতে গেলে স্থানীয় পুলিশ বে-আইনী কাজ, শান্তিভঙ্গ প্রভৃতির অজুহাতে তাহাদের হায়রাণ করিবার জন্য খুবই সচেষ্ট, কিন্তু জঙ্গল বরবাদ হইলে যে মানভূমের সর্ব্বনাশ হইবে এবিষয়ে কোন লক্ষ্যই নাই। জঙ্গল না থাকিলে বৃষ্টি কম হইবে, ফসল কম হইবে, মরিতে মরিবে গরীব চাষীরা ও জনসাধারণ। গরীবলোক পাত কুড়াইতে গেলে জঙ্গলরক্ষা আইনের অজুহাতে তাহাকে ধরিয়া চালান দিতে ফরেষ্টগার্ডরা তৎপর—আইন রক্ষা করিবার জন্য যদি চালান দিতে হয় তবে গ্রামের সাধারণ লোককেই প্রথমে চালান দেওয়া হইবে—যে সমস্ত অর্থবান লোক আসল দোষী তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে। এই সব ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে যাহাদের জঙ্গল রক্ষার্থে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহারাই ভক্ষকরূপে জঙ্গলের ধ্বংসকার্য্যে সহায়তা করিতেছে।

মানভূম জিলাবোর্ড—

প্রায় আটমাস হইয়া গেল জিলাবোর্ডের নির্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এখনও মনোনীত (নমিনেটেড) সভ্যদের নাম প্রকাশ না করাতে নূতন বোর্ড জিলাবোর্ডের ভার লইতে পারে নাই। পুরাতন বোর্ড বিদায় হইবে বলিয়া দায়িত্ব লইয়া মোটেই কাজ

করিতেছেন না। বোর্ডের সমস্ত কার্য্য এখন বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সঙ্গে চলিতেছে যাহার ফলে যে কোন বোর্ড ই আসুক না কেন তাহাকে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সুব্যবস্থা করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে। সর্বোপরি মনোনয়নের সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত বিলম্বের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া এই অস্বাভাবিক বিলম্বে জনসাধারণ নানারূপ প্রশ্ন করিতেছে। এই জিলায় নির্ব্বাচন শেষ হইবার পরেও অন্যান্য যে সমস্ত জিলার নির্বাচন হইয়াছে তাহাদের মনোনীত সভ্যদের নাম প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এইরূপ অবাঞ্ছনীয় দীর্ঘসূত্রতা জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে বাস্তবিকই হানিকর হইয়া পড়িতেছে।

কেরাসিন ও পেট্রোল—

কেরাসিনের কন্‌ট্রোল উঠিয়ার যাওয়া সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ করিয়া গ্রামে কেরাসিন দুষ্প্রাপ্য ও অগ্নিমূল্য হইয়া পড়িয়াছে। কন্‌ট্রোল উঠিয়া গেলেও কেরাসিনের একটা সরকারী দাম ঠিক করা আছে। কেরোসিন-বিক্রেতারা কন্‌ট্রোলের সময় যে মূল্যে দিতে পারিতেন এখনও সেইমূল্যে কেন যে দিতে পারিবেন না তাহার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। পেট্রোলের বরাদ্দ কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু চোরাবাজারী দামে যত পরিমাণ পেট্রোল চাই বিনাকুপনে অনায়াসে পাওয়া যাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করেন তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা যদি না করা যায় তবে একটা গোলো ব্যাপার হইয়া পড়ে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে অবহিত হইবেন কি?

চাউলের দাম বৃদ্ধি—

জিলাতে বিশেষ করিয়া সহরে চাউলের দাম ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। মধ্যবিত্ত, গরীব, যাহারা কিনিয়া খায়, তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষ কন্‌ট্রোলদরে চাউল দিবার ব্যবস্থা না করিলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাইবে। মানভূম জিলায় এবার ধান কম হইয়াছে। এজন্য আমরা লেভী ও একচেটিয়া শস্য সংগ্রহের নীতি এই জিলাতে সমর্থন করি নাই, অথচ কন্‌ট্রোল বজায় রাখিয়াও তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে না, এ অবস্থা মোটেই কাম্য নয়।

পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন—

বাংলার প্রধান মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ব্যারাকপুরে পুলিশ প্যারেডে এক ভাষণে পুলিশের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা একান্ত দরকার। তিনি তাহাদের জনসাধারণের প্রকৃত বন্ধু ও সেবক হইতে বলেন। যাহাতে জনসাধারণ তাহাদের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পারেন—সেই রকম আচরণ তাহাদের হোক—ইহাই তিনি আশা করেন। আমরা কিন্তু দৈনন্দিন ব্যাপারে ও ব্যবহারে পুলিশের দারোগা জমাদার প্রভৃতির সম্বন্ধে এরূপ কোনই লক্ষণ এখনও দেখিতে পাইতেছি না। কংগ্রেসকর্ম্মিরা ও জনসাধারণ বহুক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার কার্য্যে সহযোগিতা করিতে যাইয়া দারোগাদের কূটচক্রে বিপদে পড়িতেছে। বহুস্থানে এইসব ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা শান্তিরক্ষার কাজে জনসাধারণ সহযোগীতা করিলে, তাহাদের একচেটিয়া ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইবে ইহা সহ্য করিতে পারিতেছে না। ঘুস, প্রভৃতিও সমানভাবেই চলিতেছে—কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়িয়াও গিয়াছে। পুলিশ বাস্তবিকই কি তাহার স্বভাব পরিবর্তন করিবে?

স্বাধীনতা

(মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)

[স্বাধীনতার রূপ সম্পর্কিত একটী প্রশ্নের উত্তরে ২৮।৭।৪৭ তারিখের ইংরাজী 'হরিজনে' প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত]

'ভারতের স্বাধীনতা' বলিতে ইহাই বুঝাইবে যে, ভারতীয় সামন্ত রাজ্যসকল এবং (আমার মতে, ইংরাজ হস্তক্ষেপ করিতে চাহে নাই বলিয়া) ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি বহিঃশক্তির অধিকৃত সকল অংশ লইয়া সমগ্রভাবে যে ভারতবর্ষ, তাহার স্বাধীনতা। ইহা হইবে ভারতের জনগণের স্বাধীনতা,—যাহারা আজ জনগণকে শাসন করিতেছে, তাহাদের স্বাধীনতা নহে। আজ যে জনগণ শাসকসম্প্রদায়ের পদানত হইয়া রহিয়াছে, সেই জনগণের ইচ্ছার উপরেই তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। শাসক সম্প্রদায় হইবেন জনসাধারণের নির্দ্দেশ পালনে সতত প্রস্তুত ভৃত্যস্বরূপ।

স্বাধীনতার পত্তন সুরু হইবে সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে। অতএব প্রত্যেকটী গ্রাম হইবে পূর্ণশক্তি-সমন্বিত এক একটী রিপাব্লিক বা পঞ্চায়েত। কাজেই প্রত্যেকটী গ্রামকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং গ্রামের সমস্ত ব্যাপার পরিচালনায় সক্ষম হইতে হইবে,—এমন কি, প্রয়োজন হইলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে আপন সত্তারক্ষার জন্য গ্রামবাসীগণ প্রস্তুত থাকিবে। যে কোন বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টায় আত্মবিনাশ স্বীকার করিয়া লইতে গ্রামবাসীগণকে শিক্ষিত ও প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে! এইরূপে ব্যক্তিই হইবে গঠনতন্ত্রের ভিত্তিকেন্দ্র। ইহাতে জগতের বা প্রতিবেশীর সহিত যোগাযোগ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য ও পরস্পর নির্ভরতা বাদ পড়িবে না, কিন্তু এই যোগাযোগ বা সাহায্য হইবে পারস্পরিক মুক্ত ও স্বেচ্ছাস্ফূর্ত্ত শক্তির ক্রিয়া। কাজেই এই সমাজ এরূপ উচ্চ কৃষ্টি সম্পন্ন হইবে যে, ইহার প্রত্যেকটী নরনারীরই তাহার কাম্যবস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সজ্ঞান ধারণা থাকিবে এবং প্রত্যেকে এ কথা বুঝিবে যে, সমপরিমান পরিশ্রম দ্বারা অপর কেহ পাইতে পারে না, এরূপ কোনও বস্তুর কামনা কাহারও পোষণ করা উচিত নহে।

স্বভাবতঃই এই সমাজের ভিত্তি সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমার মতে জীবন্ত ভগবৎ বিশ্বাস ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। ভগবান অর্থে আমি সেই স্বপ্রতিষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, প্রাণবন্ত শক্তিকেই বুঝি, যে শক্তি পৃথিবীর সকল জ্ঞাতশক্তির মধ্যে বিরাজমান, যে শক্তি কাহারও বা কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না এবং পৃথিবীর সকল শক্তির অবসানেও যে শক্তি চির-বিরাজিত থাকিবে। এই সর্ব্বময়, জীবন্ত আলোক-স্বরূপ সত্তায় বিশ্বাস ব্যতীত আমি আমার আপন জীবনের কোন অর্থই খুঁজিয়া পাই না।

অসংখ্য গ্রাম লইয়া এই গঠনধারা ক্রম-প্রসারমান অনূর্দ্ধমুখী বৃত্তের ন্যায় গঠিত হইবে,—ভারবহ ভিত্তির বক্ষে শিখর-চূড় পিরামিডের মত নহে। এই কল্পনানুযায়ী সমাজ হইবে একটি দিগন্তবিস্তারী সমুদ্র-পরিধির ন্যায়; পল্লীর জন্য নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে সতত প্রস্তুত ব্যক্তিই হইবে তাহার কেন্দ্র; আবার ঐ পল্লী প্রস্তুত থাকিবে নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে—বহু পল্লী লইয়া গঠিত একটি অঞ্চলের কল্যাণের জন্য। এইরূপে অবশেষে সমগ্রটি রূপ লইবে বহু ব্যক্তিগত সত্তা লইয়া গঠিত একটি একক জীবন সত্তায় এবং তাহার অন্তর্স্থিত এই ব্যক্তিগত সত্তাগুলি ঔদ্ধত্যে কখনও আক্রমণশীল সত্তারূপে গড়িয়া উঠিবে না; গড়িয়া উঠিবে 'চির-বিনম্রতায়—নিজসত্তার আধারভূমি সেই সমুদ্রপ্রসারী বিস্তার ক্ষেত্রের মহিমার অংশভাগী হইয়া।

অতএব সমগ্র দেশকে লইয়া যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে তাহা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা গ্রামকে শক্তিহীন না করিয়া শক্তিমান করিয়া তুলিবে এবং অপরপক্ষে, গ্রাম ও অঞ্চল হইতে নিজ শক্তি আহরণ করিবে। কেহ কেহ আমাকে এই বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারেন যে এই কল্পনা অবাস্তব স্বপ্ন মাত্র এবং বিবেচনার অযোগ্য। ইউক্লিড যে বিন্দুর কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, মানুষের দ্বারা তাহার চিত্রণ সম্ভব না হইলেও তাহার মূল্য অক্ষয়, সেইরূপে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে মানবসমাজের নিকট আমার কল্পনারও নিজস্ব মূল্য আছে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি।

যদিও এই আদর্শ কখনও সম্পূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব নহে, ভারত যেন এই আদর্শের জন্যই জীবনধারণ করে। আমরা যাহা কামনা করি তাহা আংশিক ভাবে লাভ করিতে হইলেও কাম্যবস্তুর একটি সুস্পষ্ট মূর্ত্তির কল্পনা আমাদের থাকা আবশ্যক। ভারতের প্রতিটি গ্রামে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, দেশের গঠনতন্ত্রের সর্ব্বশেষ ও সর্বপ্রথম অংশকে সমান স্থান দিতে হইবে অর্থাৎ কোন অংশই সর্ব-উচ্চ বা সর্বনিম্ন থাকিবে না। এতদ্বারাই আমার কল্পনার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই কল্পনায় সকল ধর্ম্মেরই স্থান পূর্ণ ও সমান। আমরা সকলেই এক মহান মহীরুহের পত্রাবলী; এই মহীরুহের মূল পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যন্ত গভীরভাবে নিহিত এবং তাহার কাণ্ডকে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন করা কোন শক্তির দ্বারাই সম্ভব নহে। প্রবলতম ঝটিকাও ইহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

কংগ্রেস সংবাদ

গত ১৫ই—১৭ই নভেম্বর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত প্রথম পাঁচটী প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ প্রস্তাবে নিয়ন্ত্রণ প্রথার অপকারিতা বর্ণনা করিয়া উহা শীঘ্র উঠাইয়া দিবার সুপারিশ করা হয় এবং ৭ম প্রস্তাবে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। নূতন গঠনতন্ত্র গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সমস্ত নির্ব্বাচন বন্ধ থাকিবে। কংগ্রেসের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবটি নিম্নে দেওয়া হইল :—

৮ম প্রস্তাব

পররাষ্ট্র অধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তি অর্জ্জিত হইয়াছে,—এক্ষণে কংগ্রেসকে পরবর্ত্তী সুমহান কর্ত্তব্যে ব্রতী হইতে হইবে। এই কর্ত্তব্য হইতেছে দেশে যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজকে এরূপ ভাবে গঠন করিয়া তোলা যেন যে সমাজে প্রত্যেক নরনারী তাহার ব্যক্তিত্বকে বাধাহীন ভাবে গড়িয়া তুলিবার ও তাহা প্রকাশ করিবার স্বাধীন অধিকার প্রাপ্ত হয়। গণতন্ত্রবাদ কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা সম্ভব নহে—অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রবাদ প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেই বস্তুতঃ ইহা সম্ভব হইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, উৎপাদনের ক্ষমতা ও দক্ষতা এবং সমগ্র জাতির সাংস্কৃতিক প্রগতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তির সুপরিপল্লিত কেন্দ্রীয় পরিচালনার সহিত বিকেন্দ্রীকরণেরও প্রয়োজন আছে। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া পঞ্চায়েৎ গঠনের দ্বারাই সমষ্টিগত জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং এই পঞ্চায়েতই হইবে দেশের ক্ষুদ্রতম শাসন যন্ত্র। জীবনযাত্রার জন্য যাহা অত্যাবশ্যক তাহার দিক দিয়া জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বয়ংপূর্ণতাই যতদূর সম্ভব লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে সকল শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপক ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে উৎপাদন ও পরিচালনার প্রয়োজন, সেগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং সেগুলিকে এরূপে সংগঠন করিতে হইবে যেন শ্রমিকরা সভ্যাংশের সম-অংশীদার হওয়া ছাড়াও পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রেও সমধিক পরিমাণে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। খনিজ সম্পদ সহ ভূমি এবং অন্যান্য উৎপাদন, বণ্টন ও বিলি-ব্যবস্থা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত ও জাতীয় স্বার্থের জন্য নিয়ন্ত্রিত হইবে।

আমাদের লক্ষ্য হইবে এরূপ একটি শাসন পদ্ধতি গড়িয়া তোলা যেখানে শাসন-কুশলতার সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য থাকিবে,—এমন একটি অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলা যেখানে একচেটিয়া ব্যবসায় ও ধনসঞ্চয় করিতে না দিয়া সর্ব্বাধিক পরিমানে উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকিবে এবং নগর ও পল্লীর আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে যথার্থ সমতা সংঘটিত হইবে। এইরূপ সমাজ ধারাই ব্যক্তি-ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সংগঠিত পরিবর্ত্ত ব্যবস্থারূপে দাঁড়াইতে পারে।

উপরোক্ত নীতি অনুসারে কংগ্রেসের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে :— পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু, মৌলানা আজাদ, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ন, এন, জি, রঙ্গ, গুলজারি নন্দ, জে, সি, কুমারাপ্পা, অচ্যুত পটবর্দ্ধন ও শঙ্কর রাও দেও। এই কমিটিকে নূতন সদস্য কো অপ্ট করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েতের পুনর্গঠন ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

পঞ্চায়েতের যে নির্ব্বাচন আসিতেছে,—সেই নির্ব্বাচনের সময় হইতেই আমাদের সাবধান হইতে হইবে—নির্ব্বাচন সংক্রান্ত যে সমস্ত রোগের কারণ তাহার মধ্যে নিহিত আছে সেগুলি যেন দূর হইতে পারে।

নির্ব্বাচনে গ্রামবাসীকে সজাগ থাকিতে হইবে যেন উপযুক্ত, যোগ্য, ন্যায়পরায়ণ লোক নির্ব্বাচিত হইতে পারে। জনসাধারণের সেবক ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকেই বাছিয়া লইতে হইবে। গ্রামে কোনও লোক অবস্থাপন্ন আছেন বা বরাবর লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন বলিয়া তিনি উপযুক্ত না হইলেও চক্ষুলজ্জায় তাঁহাকে লইতে হইবে এমন কথা নহে। কিম্বা প্রতাপশালী জবরদস্ত লোক বলিয়া ভয়ে তাঁহাকে প্রতিনিধি করিতে হইবে তাহা কখনই হইতে পারে না। ভয়ের দিন গিয়াছে—চক্ষুলজ্জা করিবার দিন গিয়াছে। ভয় কি? জনশক্তিতে ইংরাজ উড়িয়াগেল—এই সব লোক জনশক্তির সামনে আর কি করিতে পারে? কেহ কেহ পুরাতন রোবতাপ চালাইতেছে সত্য, কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইবার সে ইংরাজ, সে পুলিস আর নাই। জনগণের সরকার আজ, যে ব্যক্তি গ্রামবাসীর একজন হইয়া সমভাবে থাকিতে পারিবে না, পুরাতন ধারা অনুসারে যে নিজের সীমার বাহিরে ক্ষমতা দেখাইতে যাইবে, সে আজ দণ্ড পাইবে। গ্রামবাসীরা ভয়ের কারণ না থাকা সত্ত্বেও ভয় করিতেছে বলিয়া ভয় পাইতেছে। তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাহার সে চালাকী বন্ধ হইবে। কারণ জনসাধারণের শক্তিকে উপেক্ষা করিবার তাহার যে বল ছিল—বৃটিশ প্রভুরা—তাহারা আজ আর নাই। একথা দেশবাসীকে আজ আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না; দেশবাসী নিজেদের সঙ্ঘ শক্তির বল, গণশক্তির বল বুঝিতে পারিয়াছে। তবে চক্ষু লজ্জার ব্যবহার এখনও চলিতেছে—গ্রামে বহুদিন ধরিয়া যাহারা মাতব্বরি করিতেছে—তাহাদিগকে মাথা দাঁড় না করাইলে তাহারা কি ভাবিবে এই ভাবিয়া গ্রামবাসী লজ্জা পায়। সেটা ভুল কথা। মাতব্বর হউন কেহ—কিন্তু তিনি সৎলোক, উপযুক্ত লোক, সেবক নিস্বার্থপর লোক না হইলে—তাঁহার দাঁড়াইতে চাওয়াটাই লজ্জার—এবং চক্ষু লজ্জার খাতিরে এইরূপ লোককে দাঁড় করানোটাও বিচার বুদ্ধির দিক হইতে লজ্জার। সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে যিনি প্রতিনিধি হইতেছেন—তিনি সৎলোক, নিস্বার্থপর লোক কিনা। যদি না হন, তিনি বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, চালাক লোক হইলেও তাঁহাকে বাদ দিতে হইবে। শিক্ষিত বুদ্ধিমান প্রতিনিধি আমরা চাই—তবে তিনি সেবক না হইয়া ধড়িবাজ হইলে তাহাকে বাতিল করিতে হইবে। চক্ষু লজ্জার দিন গিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য, সৎ ও নিস্বার্থপরতার সঙ্গে শিক্ষিত বুদ্ধিমান যিনি থাকিবেন তিনিই সর্বাগ্রে নিয়োজিত হইবেন। সৎস্বভাব সম্পন্ন পরিশ্রমীই আজ আমাদের পরিচালক। আর এক কথা। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কর্ম্মীও বহু আছেন। তাঁহারা দেশের জন্য ত্যাগ, দুঃখ বরণ করিয়াছেন তজ্জন্য দেশবাসীরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে। আন্দোলনে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া এইসব কাজে যদি তাঁহারা নিঃস্বার্থপর সেবকের মত কাজ করিতে না পারিতেছেন—তবে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বত্যাগ আছে বলিয়াই চক্ষু লজ্জায় নির্বাচিত করিতে হইবে এমন কোন কথা নয়। ত্যাগের জন্য তাঁহারা শ্রদ্ধা পাইবেন, কিন্তু কাজের উপযুক্ততা, সততা না থাকিলে তাঁহারা কাজের ভার পাইবেন না। আজ সেবক যাচাই করিবার দিন আসিয়াছে। প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার শক্তি যাহাদের হাতে তাঁহারা সজাগ হউন। উপযুক্ত লোক বাছাই করিবার মত সাহস, বিচারবুদ্ধি, একতা অর্জন করুন। ভয়ে, লজ্জায়, পড়িয়া, চিন্তাহীন ভাবে বা দলাদলির বশ হইয়া অযোগ্য লোককে নিজেরাই নির্বাচিত করিয়া পরে কাঁদিলে চলিবে না। সময় থাকিতে নিজেদের কর্ত্তব্য সজাগভাবে করিতে হইবে। যাহারা এতদিন পিছাইয়া রহিয়াছে—তাদের মধ্যে কাজের ক্ষমতা যাহাদের আছে—যাহারা ভাল লোক, তাহাদিগকেও তুলিয়া ধরিতে হইবে—দরিদ্র বলিয়া দীন বলিয়া, ভুল

পাঠশালার শিক্ষার সুযোগ পায়নাই বলিয়া তাহাদের অনাদৃত করিয়া রাখিলে চলিবে না। যুগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জনগণকে আগাইতে হইবে। কাজের ভার পাইলে এই সব লোকের ভিতর হইতে নিঃস্বার্থপর অদ্ভুত-কর্ম্মা লোক পাওয়া যাইবে। নিজদিগকে হীন মনে করিয়া দীনতার সঙ্কোচ রাখিলে আর চলিবে না। কর্ম্মের পথে আগাইয়া চলিতে হইবে। তবে অধিকারের নামে অন্যায়ের জন্য যেন প্রতিযোগিতা না করি। কর্ম্মের পথে উন্নত, যোগ্য, ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে। বুদ্ধির আলোক, জ্ঞানের আলোকের দ্বারাই যেন আমরা পরিচালিত হই। নিজেদের হাতে ভোটের জোর থাকিলে যোগ্য লোককে বঞ্চিত করিয়া নিজেরাই যদি প্রতিনিধি হইবার ব্যবস্থা করি তবে ভোটের শক্তির নামে অন্যায়-কেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আজ বুঝিতে হইবে—গণ-শক্তির দিন আসিয়াছে তবে গণশক্তির অর্থ—স্বার্থ সাধন, সংকীর্ণতা, দলগত কার্য্যসিদ্ধি নহে। গণশক্তির প্রকৃত অর্থ—জনগণের সম্মিলিত, বুদ্ধিযুক্ত, বিচারযুক্ত, কল্যাণযুক্ত শক্তি। আজ আপনাদের ভিতর দিয়া সেই গণশক্তিরই জয় হউক।

সুন্দর ভাবে নির্ব্বাচন করার পর জনগণের দিক হইতে আরো বহু কাজ করিতে হইবে যাহাতে পঞ্চায়েতের দুর্নীতিগুলি না ঢুকিতে পারে। সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে—কে কোথায় অন্যায় করিতেছে—অন্যায় দেখা মাত্র সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করিতে হইবে। যাহার সংশোধন হইবে না সেই সব লোককে আসন হইতে বহিস্কার করিতে হইবে। জনগণের এ শক্তি আছে। উর্দ্ধতন কমিটীগুলির যে যে ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, উদাসীনতা ও অবাঞ্ছিত মনোভাব দেখা যাইবে—তাহার জন্যও জনগণকে এই ভাবে কাজ করিতে হইবে। জনগণ সচেতন থাকিলে বহু দুর্নীতি দূর হইয়া যাইবে এবং এই সব অন্যায় ঘটিতে পারিবে না।

পঞ্চায়েতের শক্তিতেই জনগণকে গড়িয়া উঠিতে শিক্ষা করিতে হইবে—কারণ অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষের যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, তাহা পঞ্চায়েতের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে। পঞ্চায়েতের শক্তিতে কিভাবে আমরা এক সাম্যময় উন্নত সমৃদ্ধিশালী সমাজ রচনা করিব—তাহার রূপরেখার ক্রমান্বিত ধারা কি কি হইবে—কি ভাবে তাহা আসিবে—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বোধে কর্ত্তব্য আমাদের কি কি হইবে, শুধু চিনি কেরোসিন নয়, আমাদের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজিক ও উন্নত মানসিক শিক্ষার কতদিকের কত কাজের ভার এই পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়া আমাদিগকে লইতে হইবে—এই সকলের বিশেষ শিক্ষা আজ জনগণকে লইতে হইবে। পঞ্চায়েৎ তাহারই সোপান। ধীরে ধীরে আমাদের এসব বিষয়ে শিক্ষার জন্য আলোচনা করিতে হইবে। এবং যে জড়তা, নৈরাশ্য অবসাদের জন্য কাজের ক্ষেত্র পাইয়াও আমরা কাজে আগাইতে পারিতেছি না তাহা পরিহার করিয়া ভবিষ্যৎ আশার দৃষ্টি লইয়া সমাজ গঠনের পরিষ্কার পরিকল্পনা লইয়া উৎসাহে, উদ্যোগে, আমাদের পঞ্চায়েতের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। এবং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে সাময়িক সংকীর্ণ দৃষ্টি, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র লোভ কাজের ক্ষুদ্র ধারণা ত্যাগ করিয়া সম্মিলিতভাবে ত্যাগ, দেশপ্রেম ও জনসেবার বুদ্ধি লইয়া কাজে আগাইলে অচিরে স্থায়ীও বৃহত্তর সুখ সমৃদ্ধির কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। জনগণের মধ্য হইতে ব্যাপকভাবে উন্নততর নৈতিকবোধ ও উদার-দৃষ্টি জাগ্রত হইয়া পঞ্চায়েৎ সকলের কল্যাণে নিয়োজিত হোক ইহাই প্রার্থনা করি।

আমরা আশাকরি পঞ্চায়েতের আসন্ন নির্ব্বাচন খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে। সকলে মিলিয়া চেষ্টা করুন খুব সুন্দর ভাবে নির্ব্বাচন যেন উদযাপিত হয়। যোগ্য প্রতিনিধি যেন বাছাই হয়। প্রতিনিধি পদের জন্য গ্লানিকর দলাদলি, প্রতিযোগিতা যেন না হয়। ন্যায়ের জন্য, উপযুক্ত নির্ব্বাচনের জন্য সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হউন। কল্যাণ জনক কাজের জন্য নিভিকতা ও একতা দেখা দিক। যাঁহারা কাজ করিতে পারিবেন না বা নিজের যোগ্যতা নাই নিজে বুঝিবেন, তিনি অনর্থক নামের জন্য, ক্ষমতার জন্য আসন আগলাইয়া জনগণের কাজের ক্ষতি যেন না করেন। মঙ্গল বাছিয়া লইবার সম্মিলিত বুদ্ধি জাগ্রত

হইয়া গণশক্তির জয় হোক—ইহাই আজ আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

নিবেদক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

সভাপতি, জিলা পঞ্চায়েৎ মানভূম।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন পরিচালনা সম্পর্কে নির্দ্দেশ

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচনে যিনি পরিচালক নিযুক্ত হইবেন তাঁহার প্রতি নির্ব্বাচনের কাজ ও সভার পরিচালনা বিষয়ে নির্দ্দেশ সমূহ :—

১নং ধারা :— পরিচালকের জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রামে নির্দ্দিষ্ট দিনে বেলা ১০ টার মধ্যে উপস্থিত হইয়া পরিচালক নিম্নলিখিত কার্য্য সমূহের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থা করিবেন।

২নং ধারা :— দেখিতে হইবে নির্ব্বাচনের তারিখের ৭দিন পূর্ব্বে ও নির্ব্বাচনের পূর্বদিন ঢোল দ্বারা ঐ নির্ব্বাচনী সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঠিকমত ঘোষণা করা হইয়াছে কি না।

৩নং ধারা :— পঞ্চায়েত হইতে নির্ব্বাচন উদ্দেশ্যে যে প্রচার পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে পরিচালক দেখিবেন তাহা গ্রামে থানা পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক পাঠান হইয়াছিল কিনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েৎ উহা গ্রামবাসীকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য ঠিকমত ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা।

৪নং ধারা :— পরিচালক গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ২নং ও ৩নং ধারা অনুসারে কার্য্য হইয়াছে কিনা যাচাই করিয়া লইবেন।

৫নং ধারা :— উপরিউক্ত ২নং ও ৩নং ধারা অনুযায়ী গ্রামে কার্য্য ব্যবস্থা করিবার ভার গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতির উপর দেওয়া হইয়াছে। যে গ্রামে পঞ্চায়েত নাই সেই গ্রামে এই দুইটি ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য থানা পঞ্চায়েত উক্ত গ্রামের দুই জন ব্যক্তির উপর অথবা একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তাহার উপর ভার দিবেন। যাঁহারই উপর ২নং ও ৩নং ধারার কাজের ভার থাকিবে তিনি বা তাঁহারা নির্ব্বাচনের দিন অবশ্য গ্রামে উপস্থিত থাকিবেন। পরিচালক এই ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিকট হইতে ২নং ও ৩নং ধারা অনুযায়ী কাজ হইয়াছে কি না জানিয়া লইবেন।

৬নং ধারা :— পরিচালক গ্রামে ঘুরিয়া যদি এই মর্ম্মে অভিযোগ পান যে ২নং ও ৩নং ধারা অনুযায়ী কাজ হয় নাই—তাহা হইলে তিনি ঐ সকল অভিযোগগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লইবেন এবং ঐ কাজের ভার প্রাপ্ত যিনি বা যাঁহারা তাহাদের বক্তব্যও লিখিয়া লইবেন এবং পরিচালক যদি বুঝিতে পারেন যে বিশেষ করিয়া ২নং ধারা অনুযায়ী সত্যই ব্যবস্থা হয় নাই—তিনি নির্ব্বাচনের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিবেন এবং অভিযোগের বিবরণ ও ভারপ্রাপ্তের বক্তব্য সহ নিজ তদন্তের ফলাফল জেলা পঞ্চায়েত অফিসে ৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবেন।

৭নং ধারা :— পরিচালক যদি দেখেন ২নং ও ৩নং ধারা অনুযায়ী কাজ হইয়াছে তবে নির্ব্বাচন সভার জন্য কাজে অগ্রসর হইবেন।

৮নং ধারা :—পরিচালক পরিদর্শন করিবেন যে বেলা দুইটার পূর্ব্বে সমস্ত পাড়ায় খবর দিয়া ডাকা হইতেছে কিনা; নিজেও ইহার ব্যবস্থা করিবেন।

৯নং ধারা :— মহিলাদের জন্য সভার এক পার্শ্বে স্বতন্ত্র বসিবার জায়গা যেন রাখা হয় দেখিবেন এবং বেলা দুইটার পূর্ব্বে সভার খবর দিবার সময় মহিলাদের স্বতন্ত্র বসিবার জায়গা করা হইয়াছে—এই খবরও যেন প্রচার করা হয়।

১০নং ধারা :— গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যকর্ত্তাগণের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় পরিচালক নির্ব্বাচনে উপস্থিত গ্রামের নরনারীকে স্থিরভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত বসাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং ১৮ বৎসরের কম বয়সের বালক বালিকা দিগকে নির্ব্বাচনী সভার স্থান হইতে সরাইয়া দূরে স্বতন্ত্র জায়গায় তাহাদের বসাইয়া দিবেন। তাহারা সভার কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সভা নিয়ন্ত্রণের বা পরিচালনের কোনও

সময়েই পরিচালক বা কার্য্যব্যবস্থাপকগণ কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার বা কোনরূপ বল প্রয়োগ কখনই করিবেন না। শিষ্ট ব্যবহার, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কার্য্য পরিচালনা করিবেন। বয়স সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিলে পরিচালকের মতই গ্রাহ্য হইবে।

১১নং ধারা :— ঠিক বেলা ২টার সময় সভার কার্য্য সুরু করিবেন। এবং সভা কোন মেলা বা বৃক্ষতলে করাই বাঞ্ছনীয়। যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন কোন ব্যক্তির বাড়ীতে সভা না করা হয়। পরিচালক সভার সভাপতি-রূপে গণ্য হইবেন। সভাপতি ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করিবেন না।

১২নং ধারা :— সভার প্রারম্ভে পরিচালক সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে পঞ্চায়েতের 'প্রচার পত্রটি' ও এই 'নির্দ্দেশ পত্রটি' আগাগোড়া পড়িয়া শুনাইবেন। পরি-চালক অপর কোন যোগ্য বক্তিদ্বারাও পড়াইতে পারেন।

১৩নং ধারা :— পাঠের পর নির্বাচনের কাজ সুরু হইবে। প্রথমেই স্থির করিতে হইবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কতজন হইবে। ৫এর কম নয়—১৫ সংখ্যার উর্দ্ধে না হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিটীতে কতজন সদস্য থাকিবে ইহা আলোচনা দ্বারা স্থির না হইলে ভোটা-ভুটির দ্বারাও স্থির করা যাইতে পারিবে। কয়জন সদস্য লওয়া হইবে ভোটের দ্বারা স্থির হইলে সেই কয়জন সদস্য নির্ব্বাচনের কাজ সুরু হইবে।

১৪নং ধারা :— এই ধারায় ভোটারের যোগ্যতা নির্ব্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি কি রাখিতে হইবে তাহা এবং ভোট গ্রহণ পদ্ধতি দেওয়া হইতেছে :—

(ক) ভোটার ও প্রার্থী হইবার যোগ্যতা :— প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসী যাঁহারা ১৮ বৎসরের কম নহেন এবং যাঁহারা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তাঁহারা গ্রাম নির্বাচন ক্ষেত্রে এবং যাঁহারা সহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তাঁহারা সহর নির্বাচন ক্ষেত্রে সদস্য পদের প্রার্থী-রূপে দাঁড়াইবার অধিকার পাইবেন। যাঁহাদের বাসস্থান ও কর্ম্মস্থান বিভিন্ন জায়গায় তাঁহারা এবং আংশিক ভাবে দুই স্থানেই থাকেন তাঁহারা ভোট দানের ক্ষমতা যে কোন একটি স্থান হইতে পাইবেন।

(খ) বিশেষ দৃষ্টি যে বিষয়ে রাখিতে হইবে তাহা এই :- হরিজন, আদিবাসী ও মুসলমানদিগকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে কোন বাধ্য বাধকতা নাই। নিজেদের ইচ্ছার উপর। তবে সেবকের যোগ্যতা ও সততা একেবারেই না থাকিলে এভাবে কাহাকেও লইতে বলা হইতেছে না। যদিও যোগ্যতা সম্পন্ন এবং জনসাধার-ণের বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তিগণকেই নির্বাচিত করিতে হইবে তথাপি যদি সম্ভব হয়--বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগ্য লোক লইয়া কমিটী নির্বাচন করিতে পারিলে ভাল হয়। গ্রাম বহু সম্প্র-দায়ের লোক লইয়া গঠিত ; ভোটের দ্বারা অধিকার কাড়াকাড়ির মনোভাব না রাখিয়া যদি মিলিয়া মিশিয়া সম্মিলিত ভাবে নিজেদের সেবার মণ্ডলী গঠন করিতেছি— এই ভাব রাখিয়া আমরা কাজ করিতে পারি এবং সকল সম্প্রদায়ের যোগ্য ও সাধু লোকদের সুযোগ দিয়া সম্প্রদায়গুলির মিলনের ক্ষেত্র রাখিতে পারি—তাহাই বাঞ্ছনীয় হইবে। তবে অবাঞ্ছিত লোকগুলিকে কাজে ঢুকিতে না দিয়া যোগ্য ও সৎলোকগুলিকে লইবার জন্য পূর্ণ শক্তিতে ভোটেরও শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ নিশ্চয়ই করা দরকার। যোগ্যতা ও সাধুতার দৃষ্টিতে তাহারা যে কোন সম্প্রদায়ের লোক লওয়া উচিত হইবে ইহা নিশ্চিত। মনে রাখিতে হইবে পঞ্চায়েত সেবার ক্ষেত্র, ক্ষমতা লাভের নহে।

(গ) নির্ব্বাচন কার্য্যারম্ভ :— প্রথমে দেখা হইবে, সদস্য-পদের জন্য কত লোকের নাম প্রস্তাব করা হইতেছে। কাহারও নাম একজন প্রস্তাব করিবে এবং অপর একজন সমর্থন করিবে। এইভাবে গৃহীত নাম ১৫টির বেশী হইলে ভোট লওয়া হইবে। নতুবা ১৫ জন বা তাহার কম সংখ্যার ভিতর হইলে, যে কয়জনের নাম উঠিবে তাঁহারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন বলিয়া ঘোষিত হইবেন।

(ঘ) নিজেদের মধ্যে আপোষ আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত : ভোট লওয়ার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে নিজেদের ভিতর আলোচনা কথাবার্ত্তা দ্বারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ণয় করা যায় কিনা। ১৫ জনের অধিক অথবা নির্দ্ধারিত সংখ্যার অধিক নাম প্রস্তাব হইতেছে দেখিয়া কিছু লোক নিজের নাম তুলিয়া লইতে পারেন—যাহাতে ভোটাভুটির

দরকার না হয়। তবে বিশেষ যোগ্য লোক নাম তুলিয়া লইলে কাজের ক্ষতি হইবে বুঝিলে জন-সাধারণ তাঁহাকে বা তাঁহাদের অনুরোধ করিবেন যাহাতে নাম তুলিয়া না লন। কিছু লোকের নাম তুলিয়া লইলেও উহাতে যদি কাজের যোগ্য কিছু লোক থাকিয়া যান এবং মিলিয়া মিশিয়া কাজ তাহাতে চলিবে মনে হয় তাহা হইলে কিছু লোক স্বেচ্ছায় নাম তুলিয়া লইলে ভোটাভুটির প্রয়োজন হইবে না। তাহা সত্ত্বেও ১৫ জনের অথবা নির্দ্ধারিত সংখ্যার অধিক নাম যদি থাকিয়া যায় তাহা হইলে প্রথমে চেষ্টা করা দরকার নিজেদের মধ্যে সম-বেত ভাবে আলোচনা করিয়া স্থিরকরা যে পঞ্চায়েতে কে কে থাকা ভাল হইবে এবং কার কার নাম বাদ দিয়া ১৫ জন অথবা নির্দ্ধারিত সংখ্যাকরা হইবে। আলাপ আলো-চনা দ্বারা এই ভাবে সকলের বা অধিকাংশের সম্মতিতে যদি নির্ব্বাচন না হয় তবে ভোটাভুটির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ভোটের পদ্ধতি নিম্নলিখিত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে :—

(ঙ) ভোটগ্রহণ :

প্রথম পদ্ধতি :— সদস্যপদের জন্য উত্থাপিত সমস্ত নামগুলি সমবেত জনগণকে বার বার ধীরভাবে পড়িয়া শোনান হইবে যাহাতে কাহার কাহার নাম উঠিয়াছে লোক ভালভাবে মনে রাখিতে পারে। বার পাঁচ ধীরে ধীরে আগাগোড়া পড়িয়া শুনান হইবে। এবং জন গণকে বলিয়া রাখা হইবে—পড়া যখন হইবে প্রত্যেকে মন দিয়া শুনুন এবং মনে মনে যথাসাধ্য ঠিক করিয়া রাখুন, এই নামগুলির মধ্যে আপনি কোন কোন ১৫ ব্যক্তিকে বা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভোট দিবেন। ভোট দিবার সময় নিজের নিজের বাছাই লোকগুলিকেই ভোট দিবেন এবং প্রত্যেকে চেষ্টা করিবেন ১৫ জনের বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী লোককে যেন ভোট না দেন— ভোটদিলে নিজের বাছাই ১৫ জনের বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত লোকেই ভোট পাইয়া যাইবে। এই কথাগুলি ভালভাবে জানাইবার পর ভোট লওয়া সুরু হইবে। নামের তালিকা হইতে এক একটি নাম ডাকা হইবে। তাহাতে যত লোক পক্ষে হাত তুলিবে তাহার সংখ্যা নামের পাশে পাশে লেখা হইতে থাকিবে। সকল নামের উপর ভোট হইয়া গেলে কে কত ভোট পাইলেন এবং কোন ১৫ জন বা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ সবচেয়ে বেশী ভোট পাইলেন তাহা জানান হইবে। এবং এইরূপ ১৫ জন অথবা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণই নির্ব্বাচিত সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

এই পদ্ধতি অনুসারে নির্ব্বাচন হইয়া গেলেও উপ-স্থিত ভোটারদের ৪ ভাগের তিন ভাগ ব্যক্তি দাবী করিলে দ্বিতীয় বার ঐভাবে সম্পূর্ণ ভোটগ্রহণ করা হইবে। দ্বিতীয় বারের বেশী করা চলিবে না।

সমান সংখ্যক ভোট হইলে লটারী করা হইবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি :— এই পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে যদি ভোটারেরা কম লোক থাকেন বা সুষ্ঠুভাবে কার্য্য পরিচালনার নিতান্ত যোগ্য কয়েকজন লোক উপস্থিত থাকেন ;—এবং তাহাও কার্য্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্ভব হইয়া উঠিলে করা যাইতে পারে। প্রথমে সদস্যপদের প্রার্থী কে কে হইবেন প্রস্তাব ও সমর্থন দ্বারা নাম তালিকা করা হইবে। তাহার পর তাহাদের নাম একটা বড় কাগজে পর পর লিখিত হইবে। সভার মধ্যস্থলে সভা-পতি ঐ কাগজ লইয়া বসিবেন—এক একজন ভোটার সভাপতির কাছে আগাইয়া আসিবেন। সভাপতি নামগুলি বলিতে থাকিবেন ভোটার বলিবেন কোন কোন ১৫ অথবা নির্দ্দিষ্ট জনকে ভোট দিতেছেন। ঐসকল নামের পাশে পাশে ঢ্যারা (×) চিহ্ন দেওয়া হইতে থাকিবে। এইভাবে কাহার নামের পাশে কত ঢ্যারা পড়িল শেষে হিসাব করিয়া যে ১৫ বা নির্দ্দিষ্ট জনের নামে সবচেয়ে বেশী ভোট থাকিবে তাঁহারা সদস্য ঘোষিত হইবেন। ভোট লইবার পূর্ব্বে ভোটারদের তালিকা করিয়া লইতে হইবে এবং ভোট লইবার সময় সভাপতির পাশে অপর একজন এই ভোটার তালিকা ও পেন্সিল লইয়া থাকিবেন। যে যে ভোটারের ভোট হইয়া যাইবে—তাহাদের নামের পাশে চিহ্ন দিতে থাকিবেন। তাহা হইলে দুইবার কেহ ভোট দিতে পারিবে না। এই ভোটপদ্ধতি লইতে গেলে ৩০।৪০ বা ৫০ জনের বেশী থাকিলে সভাপতির ব্যবস্থা-ক্রমে প্রতি ৩০।৪০ বা ৫০ জনের জন্য ঐ রকম দুই জন করিয়া লোক ভোট লওয়ার জন্য থাকিবে এবং কে কত

ভোটারের ভোট লইতেছেন তাহাদের নামের তালিকা লইয়া তাহাদের ভোট লইবেন। তবেই এই পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ হইবে। পাশা পাশি একটু তফাতে তফাতে এই ভোটগ্রহণকারীরা বসিবেন। জনগণের ভিতরেই সব বসিবেন লোক যেন দেখিতে পায়—সকলেই ঠিকমত লিখিতেছেন কিনা এবং দেখিতে হইবে ভোটগ্রহণকারীরা যাহাতে সাধু এবং বিশ্বাসী লোক হন। এই পদ্ধতিই সবচেয়ে ভাল। করিতে পারিলে খুবই ভাল। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা, ব্যক্তিনিয়োগ ও তত্ত্বাবধান না করিতে পারিলে ঠিকমত হইবে না ও সময়ে কুলাইবে না।

এই পদ্ধতিগুলির যে কোনোটি ভোটারদের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে করা চলিতে পারিবে।

ভোটগণনার জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র থাকিবে পরিচালক তাহা নিজের কাছে রাখিয়া লইবেন।

১৫ নং ধারা—পরিচালক ৩০শে মাঘের ভিতরে জিলা পঞ্চায়েৎ অফিসে নিজ রিপোর্ট দাখিল করিবেন নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা যে যে কাজ নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী না হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিবেন তাহা লাল কালিতে লিখিবেন। ভোটাভুটি গ্রহণের সময় ভোটগণনার বা ভোটের জন্য পদ্ধতি গ্রহণের যে সমস্ত কাগজ থাকিবে তাহাও ঐ সঙ্গে দাখিল করিবেন।

১৬ নং ধারা :—নির্বাচন যদি এই নির্দ্দেশ পত্র অনুযায়ী পরিচালিত না হয়, থানা পঞ্চায়েৎ বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃপক্ষের বা নির্বাচন পরিচালকের কাজের বিষয়ে কিছু অভিযোগ থাকে তাহা হইলে গ্রামবাসী জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট ৫০ জন ব্যক্তির সহি বা টিপসহি সহ অভিযোগ পত্র দাখিল করিতে পারেন। এ বিষয়ে তদন্ত ও প্রতীকার করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট দোষীর প্রতি শাস্তি বিধান করা হইবে। অযথা অভিযোগ করিলেও অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। থানা পঞ্চায়েতের বা পরিচালকের বিরুদ্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি বা অপর কার্য্যকর্ত্তাগণের যদি কোন কিছু অভিযোগ করার থাকে জানাইতে পারিবেন।

১৭ নং ধারা :— যদি নির্ব্বাচনে কোনো গোলযোগ উপস্থিত হয়—কার্য্যপরিচালনায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয়—তাহা হইলে পরিচালক সভা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। বন্ধ করার পক্ষে উপযুক্ত কারণ ও প্রমাণ না দেখাইবার থাকিলে কেবল ইহার অজুহাতে বন্ধ করিলে পরিচালক দায়ী হইবেন। ঝড়-বৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কিছু ঘটিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতির ও সমবেত জনগণের সম্মতি লইয়া পরিচালক সভা বন্ধ করিতে পারিবেন। এই সব বন্ধ করার বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচনা ও বিচার রাখিতে হইবে। নতুবা পরিচালক দায়ী হইবেন। এবং এসকলের পূর্ণ বিবরণ ও যুক্তি দেখাইয়া রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে। স্থগিত সভা জেলা পঞ্চায়েতের পুনর্নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। যে কোন কারণে সভা বন্ধ হইলে পরিচালক তাহার পাঁচ দিনের মধ্যে সমূহ কারণ সহ জিলা পঞ্চায়েত অফিসে খবর পাঠাইবেন।

১৮নং ধারা :— সদস্য নির্বাচনের পরমুহূর্ত্তে পরিচালকের উপস্থিতিতে নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে বৈঠক করিবেন এবং সেই বৈঠকে নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ এবং থানা পঞ্চায়েতের জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করিবেন। থানা পঞ্চায়েতের সদস্য এরূপ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিবেন যিনি নিজ পঞ্চায়েতের কার্য্য সম্বন্ধে ভাল ভাবে অবহিত থাকিবেন। যেখানে সম্ভব হইবে সেখানে পঞ্চায়েতের সভাপতি বা সম্পাদকের নাম প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। এই প্রতিনিধি থানা কমিটিতে কোন গুরুত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত হইলে, যদি তাঁহার দ্বারা উভয় কাজের দায়িত্ব নির্বাহে অসুবিধা বুঝা যায় তখন গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বপূর্ণ এই পদ অন্য কাহাকেও পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া চলিবে।

১৯নং ধারা :— পরিচালকের সম্মুখে এই নূতন কমিটী পুরাতন কমিটীর হাত হইতে কাজ বুঝিয়া লইবেন।

২০নং ধারা :— নির্বাচনের রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফর্ম থাকিবে। পরিচালকের মারফত পাঠান হইবে। কার্য্যকর্ত্তা নির্ব্বাচন শেষ হইলে পরিচালক নব-নির্বাচিত সভাপতির হাতে ফরম দিবেন। সভাপতি ঠিকমত ফরম পূরণ করিয়া ১৫ই মাঘের মধ্যে জেলা পঞ্চায়েত অফিসে দাখিল করিবেন

২১নং ধারা :— নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে পঞ্চায়েতের কার্য্যকর্ত্তাগণের প্রতি ও পরিচালকের প্রতি যে সব নির্দ্দেশ দেওয়া হইল—তাঁহারা যদি এই সকল যথাযথ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন না করেন বা তাঁহারা যদি অভিসন্ধিমূলক ভাবে অমান্য করেন, অথবা এসম্পর্কে কোন অন্যায় আচরণ করেন তবে তাঁহাদের প্রতি কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে। অন্যায়ের তারতম্যে ৫বৎসর পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত হইতে বহিষ্কারের শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে।

কার্য্যকর্ত্তাগণ শৃঙ্খলার সহিত, নিষ্ঠার সহিত, ধৈর্য্যের সহিত, উৎসাহের সহিত, যোগ্যতার সহিত, বুদ্ধিমত্তার সহিত, মধুর ব্যবহার ও আন্তরিকতার সহিত এই নির্দ্দেশগুলি পালন করিবেন ইহাই কামনা করি।

নিবেদক
শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
সভাপতি, জিলা পঞ্চায়েত, ।

বিশ্ববার্ত্তা

লণ্ডনে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্রসচিব সম্মেলন কোনও বিষয়ে একমত হইতে না পারায় আকস্মিকভাবে শেষ হইয়াছে। আমেরিকার পক্ষ হইতে উক্ত সম্মেলন স্থগিত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহা সমর্থন করে। উক্ত সম্মেলন স্থগিত করার প্রধান কারণ এই যে চতুঃশক্তির মধ্যে গভীর মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল এবং তাহা আলোচনা দ্বারা মীমাংসা হইবার কোন আশা ছিল না। জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের রীতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেই মৌলিক মতভেদ দেখা যায়। রাশিয়া জার্ম্মানীর চলতি উৎপন্ন হইতে নিজের এবং পোলাণ্ডের ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবী করিয়াছিল। রাশিয়ার মতে জার্ম্মানীর উৎপাদনশক্তি ১৯৩৮ সালের অনুপাতে বর্ত্তমানে যেরূপ শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়িয়াছে, তাহাকে দ্বিগুণ করিলে তাহা হইতে অনায়াসেই শতকরা ১০ ভাগ ক্ষতিপূরণ স্বরূপে দেওয়া যাইতে পারে। আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ইহাতে জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপ পড়িবে এবং ইহা দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায়কারীকে জার্ম্মানীর উপর জীবনমরণের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে আফ্রিকার সম্বন্ধে রাশিয়া এইরূপ কতকগুলি সম্পত্তি ও সুবিধা দাবী করিয়াছে যাহা অষ্ট্রিয়াকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে দেওয়া অসম্ভব। ইহার উত্তরে রাশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব বলেন যে প্রকৃত অবস্থা ইহাই ছিল যে অষ্ট্রিয়ার সম্বন্ধে ফ্রান্স কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছিল এবং রাশিয়ার পক্ষ হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য না হইলেও রাশিয়া সে সম্বন্ধে আপোষ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইতে পারে নাই।

চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রসচিব সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় শান্তিচুক্তির ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা লইয়া রাজনৈতিক মহলে জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। অনেকেই মনে করিতেছেন যে রাশিয়াকে বাদ দিয়াই হয়ত শান্তিচুক্তির সর্ত্ত স্থির করিতে হইবে। বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিবের মতে এইবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। তবে আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব পশ্চিম জার্ম্মানীর সহিত পৃথক সন্ধির প্রস্তাব অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। জার্ম্মানীতে আমেরিকার সামরিক শাসনকর্ত্তা জেনারেল ক্লে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে আমেরিকা চতুঃশক্তির সহযোগিতায় জার্ম্মানীর সমস্যা সমাধান করিবার আর একবার চেষ্টা করিবে।

এই সম্পর্কে আমেরিকার সিনেটে সিনেটার ভ্যাণ্ডেনবার্গ বলেন যে চতুঃশক্তি সম্মেলন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমেরিকা জার্ম্মানী সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্ব নীতি ও চুক্তি পুনর্বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে। আমেরিকা আর নিজেকে পটস্ড্যাম চুক্তিদ্বারা বাধ্য মনে করে না, কারণ রাশিয়া উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে। তিনি আমেরিকার সরকারের পক্ষ হইতে এই আশ্বাস দেন যে জার্ম্মানীর আমেরিকার অধিকৃত অঞ্চলে যে সকল কলকারখানা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা হইতে রাশিয়াকে আর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

• • •

বৃটিশ পার্লামেন্টে উপনিবেশমন্ত্রী আর্থার ক্রিচ্‌জোন্‌স আগামী বৎসর ১লা আগষ্টের মধ্যে প্যালেষ্টাইন হইতে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য অপসারন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে সৈন্য অপসারণ করিতে আরম্ভ করিলে প্যালেষ্টাইনের শাসন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বৃটিশেরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পালন করা সম্ভব হইবে না বলিয়া বৃটিশ সরকার জাতিসঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষভাবে ১৫ই মে তারিখে উক্ত ক্ষমতা ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আরব নেতাগণ কায়রোতে সম্মিলিত হইয়া প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে গোপন মন্ত্রণা শেষ করিয়াছেন। উক্ত অধিবেশনের পর ঘোষণা করা হইয়াছে যে প্যালেষ্টাইন বিভাগে বাধা দিবার জন্য আরবগণ সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। তৎপরে এক ইস্তাহারে প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে প্যালেষ্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কৃত্রিম হইতেছে এবং উহাতে আরবগণের বহু উৎকৃষ্ট জমি অধিকাংশ জায়গা ও অর্থনৈতিক উন্নতির মূলস্বরূপ অংশগুলি ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রকৃত মুসলমান ও খৃষ্টান আরব ইহুদিদের শাসনাধীনে থাকিতে বাধ্য হইবে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা যে প্যালেষ্টাইন বিভাগের পরিকল্পনাটী ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া ইহুদিরাষ্ট্র হইতে আরব অধ্যুষিত অংশগুলি বাদ দিলে আরবগণ প্যালেষ্টাইন বিভাগ স্বীকার করিয়া লইতে পারে।

সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করিয়াছেন যে আরবরাষ্ট্রগুলি প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আরব ইহুদি বিরোধ জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে উত্থাপন করিতে স্থির করিয়াছে।

ভারতীয় সংবাদ

পাটের উপর শুল্ক ধার্য্য—

ভারত সরকার নিয়ম করিয়াছেন যে ভারত হইতে যে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য পাকীস্তানে লইয়া যাইতে হইলে রপ্তানী শুল্ক দিতে হইবে। ভারত বিভাগ কালে ভারত ইউনিয়ন ও পাকীস্তান সরকারের মধ্যে এইরূপ বোঝাপড়া হয় যে আমদানী রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য সম্বন্ধে উভয় রাষ্ট্র কেহ কাহাকেও বৈদেশিক রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিবে না। ঐ নীতি ভঙ্গ করিয়া পাকীস্তান সরকার কাঁচা পাটের উপর ভারতে রপ্তানীর জন্য শুল্ক ধার্য্য করেন। তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপে ভারত সরকার এই নিয়ম করিয়াছেন।

কাশ্মীর সমস্যা—

কিছুদিন পূর্ব্বে পাকীস্তান সরকার ও ভারত সরকার দায়িত্ব ও আর্থিক সম্পর্ক বিভাগ বন্টন সম্বন্ধে আপোষে মীমাংসা করিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যাও ঐরূপভাবে মীমাংসার জন্য উভয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় দিল্লীতে আলোচনা করিয়াছিলেন। পাকীস্তান সরকার কাশ্মীরের জনপ্রিয় নেতা শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত শাসন তন্ত্রের উচ্ছেদ কামনা করেন এবং তাহা না করিলে পাকীস্তানের মধ্য দিয়া কাশ্মীর আক্রমণকারীদের গমনাগমন বন্ধ করিতে অস্বীকৃত হন। উভয় পক্ষের এইরূপ দৃঢ় মনোভাবের জন্য সমস্যার সমাধান হয় নাই। পাকীস্তানের মন্ত্রী পাকীস্তান সরকারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য করাচীতে ফিরিয়া গিয়াছেন।

রেল দুর্ঘটনা—

গত রবিবার হাজারিবাগ জেলায় হিরোডি ষ্টেশনে বোম্বেমেলের সহিত দিল্লী মেলের সংঘর্ষ হয়। ফলে কতিপয় যাত্রী আহত হয়। গত সপ্তাহে বোম্বাইএ এবং মধুপুরীতে আরও দুইটী ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে কয়েকজনযাত্রী হত ও আহত হইয়াছে।

জমিদারী প্রথা লোপ—

গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব সচিবগণ ভারতে জমিদারী প্রথা লোপ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা যেন আগামী ১৯৪৮ জুন মাসের পূর্ব্বে এসম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ করেন—

যাহাতে জুন মাসের মধ্যে জমিদারী প্রথা লোপ হয় সে সম্বন্ধে সকল প্রদেশকে তৎপর হইতে বলা হইয়াছে। প্রদেশ সমূহে ক্ষতিপূরণের হার সমান হইবে না এবং ক্ষতিপূরণের টাকা প্রথমে ভারত সরকার দিবেন এবং পরে প্রদেশ সমূহ উহা পরিশোধ করিবে।

অর্থ নৈতিক সম্মেলন—

গত সোমবার কলিকাতায় সিনেট হলে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সভায় নিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট অর্থ-নীতিবিদগণ সমবেত হন। কিরূপ পরিকল্পনা রচনা করিলে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে ইহাই সম্মেলনের লক্ষ্য। বাংলার লাট সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাজের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত পি, এস, লোকনাথম্।

ভারতীয় জঙ্গীলাট—

দেশ রক্ষা মন্ত্রী সর্দ্দার বলদেব সিং ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতের জঙ্গীলাট সার রবল কহার্ট অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্থানে লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল বুচার অস্থায়ী ভাবে ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাজ করিবেন। ১লা এপ্রিল তারিখে একজন ভারতীয় জঙ্গীলাট হইবেন। যতশীঘ্র সম্ভব সৈন্য বিভাগকে ভারতীয় করণের চেষ্টা চলিতেছে। ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে এ দেশে ১০ হাজারের বেশী বৃটিশ সামরিক অফিসার ছিলেন। এক্ষণে উহার সংখ্যা কমিয়া ১২ শত হইয়াছে। আগামী ১লা জানুয়ারীর মধ্যে উহা কমিয়া এই সংখ্যা হইবে ৩০০ শত।

শান্তিনিকেতনে বর্ষোৎসব—

গত মঙ্গলবারে শান্তিনিকেতনের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকোৎসব আরম্ভ হয়। আরম্ভিক সঙ্গীতের পর অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষীতিমোহন সেন উপাসনা সভায় শান্তিনিকেতনের মৌলিক আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে বিশ্বভারতীর গবেষণা পরিচালক ডাঃ প্রভাত বাগচীর সভাপতিত্বে শান্তিনিকেতনের বালকদের এক সভা হয়।

পরদিন যুক্তপ্রদেশের লাট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে এক সম্মিলন হয়। সভায় বাংলার লাট রাজাগোপালাচারী, ডাঃ হোমস্, মিঃ হোরেশ আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

বিহার সংবাদ

মৌলানা আজাদের বক্তৃতা—

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা প্রবর্ত্তন বিষয়ে একটী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উত্থাপন করেন। তাঁহার মতে, প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য সমস্ত সরকারী ব্যাপারে ইংরাজীর সহিত একটি দেশীয় ভাষার প্রচলন হওয়া উচিত। ঐ সময়ের মধ্যে উক্ত দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া ইংরাজীর পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে আঞ্চলিক ভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে কোনও গোলমাল নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঁচ বৎসরের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিয়া তুলিতে হইবে। ইংরাজী একটি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক ভাষা হিসাবে 'দ্বিতীয় ভাষার' স্থান অধিকার করিবে। তিনি বলিয়াছেন যে এই সমস্ত বিষয় বিবেচনার জন্য আগামী জানুয়ারী মাসে একটি শিক্ষা সম্মেলন বসাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মন্তব্য—

প্রাদেশিক হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের একটি অনুষ্ঠানে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নিরক্ষর জনগণের মধ্যে হিন্দি শিক্ষাদানের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অবহিত হইতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে সিংভূম ধলভূম প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে হিন্দি প্রচলিত ভাষা নহে, সেই সমস্ত স্থানে হিন্দি প্রচারের জন্য সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই ভাবে বিহারের অক্ষচ্ছেদের যে আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা বিদূরিত হইতে পারে।

প্রাদেশিক ছাত্র সম্মিলন—

বিহার প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের প্রথমদিনের অধিবেশনে কয়েকটি দল বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বক্তৃতা না করিয়াই সভাত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দিনে শ্রীযুক্ত ললিত নারায়ণ মিশ্রের সভাপতিত্বে অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন, মিথিলা ইউভার্সিটি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অপর কয়েকটি প্রস্তাবে মানভূমে কলেজ প্রতিষ্ঠা, বাধ্যতামূলক হিন্দি শিক্ষাসহ বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা ও মানভূমবাসীগণকে বিহারীগণের সহিত সমান মর্য্যাদা দেওয়ার দাবী জানানো হইয়াছে।

বকাস্তজমি লইয়া হাঙ্গামা—

উত্তর বিহারের প্রায় সর্ব্বত্রই এই আন্দোলন প্রসারিত হইয়াছে। জমিদারেরা প্রজাদিগকে বকাস্তজমি হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহাদের ধান্য কাটিয়া লইতেছেন এবং পয়সার অভাবে গরীব প্রজাগণ পুলিসের সাহায্য পাইতেছে না। অপর দিকে কোনও কোনও জায়গার প্রজাগণও জোর করিয়া জমিদারের খাস জমির ধান্য কাটিয়া লইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণসিংহ বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। বহু কিষাণ এমন কি কিছু কিছু কংগ্রেস কর্ম্মীও এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

স্থানীয় সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—

পুরুলিয়া যুবসঙ্ঘ কর্ত্তৃক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছে। বিষয়—স্বাধীনভারতের নাগরিক রূপে আমাদের কর্ত্তব্য। মানভূমের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে। প্রবন্ধ বাংলা অথবা ইংরাজিতে ২০০ পংক্তির অনধিক হইবে এবং ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে পুরুলিয়া যুবসঙ্ঘের কার্য্যালয়ে জমা দিতে হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইটি রচনাকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হইবে।

চাসে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা—

চাসে স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহে ও উদ্যোগে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে একটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার আয়োজন হইয়াছে। সম্প্রতি সেখানে জনসাধারণের জন্য 'নিবারণ-স্মৃতি পাঠাগার' নামে একটি লাইব্রেরীও স্থাপিত হইয়াছে।

খুনের দায় হইতে অব্যাহতি—

পটমদা থানার শ্রীধনঞ্জয় মাহাতকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করিয়া থানা পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা আনয়ন করে। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে পুলিস তাহাকে জব্দ করিবার জন্য মিথ্যা মোকর্দ্দমায় চালান দিয়াছে। বে-আইনী মাল চালান দেওয়া আটকাইবার জন্য সে একজন ভলান্টিয়ার হিসাবে কার্য্য করিত এবং ইহার জন্য সে স্থানীয় পুলিসের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়। হাকিমের বিচারে শ্রীধনঞ্জয় মাহাত খুনের দায় হইতে খালাস পাইয়াছে।

সিন্দরী কারখানা—

এই কারখানাটি তৈয়ারীর জন্য ইংলণ্ডের পাওয়ার গ্যাস করপোরেশন লিঃ ভারতসরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। জাপান ছাড়া, ইহা সমস্ত এসিয়ার মধ্যে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের সর্ব্ববৃহৎ কারখানা হইবে। ইহা তৈয়ারীর জন্য প্রায় ১৪ কোটী টাকা খরচ পড়িবে। ১৯৫০ সালের মধ্যে তৈয়ারী শেষ করিতে হইবে। কারখানাটি চালু হইলে দুই হাজার লোকের কাজের ব্যবস্থা হইবে।

জিতপুর কলিয়ারী শ্রমিক ইউনিয়ন—

এই শ্রমিক সঙ্ঘ বৎসরাধিক কাল উক্ত কলিয়ারীর শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কার্য্য করিতেছে। ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদানের জন্য শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা, শ্রীজগদেব প্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীঘনশ্যাম ঠাকুর ও শ্রীসুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই ইউনিয়নের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য—

গত বৎসরে মানভূম জেলায় কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। এই বৎসর ঐ সংখ্যা ৪৫ হাজারের কম হইবে না বলিয়া অনুমিত হয়।

ধানবাদে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ—

ভারতবর্ষের শিল্পবিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ধানবাদে আগমন করিয়াছেন। তিনি ঐ দিনে সিন্দরী কারখানা পরিদর্শন করেন।

পরদিন তিনি বিহার ও বাংলা উভয় প্রদেশের সরকারী কর্ম্মকারীদের সহিত উন্নতিমূলক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনকল্পে আলোচনা করেন।

চুরির মোকর্দ্দমায় খালাস—

বাঘমুণ্ডি থানা কংগ্রেস কমিটি ও পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমনীন্দ্রনাথ খুল্লোরের বিরুদ্ধে একটি ঘড়ি চুরির মোকর্দ্দমা আনয়ন করা হইয়াছিল। পুরুলিয়ার মিছরির ডিলার শ্রীপ্রভুদয়াল মিশ্রের অভিযোগে পুলিশ মোকর্দ্দমা দায়ের করেন। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে দোকানদার অভিসন্ধিমূলকভাবে তাহার নামে এই মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন। নিম্ন আদালতে আসামীর ৬ মাস জেলের হুকুম হয়। আপীলের বিচারে শ্রীমনীন্দ্রনাথ খুল্লোর খালাস পাইয়াছেন।

সাইকেল পাওয়া গিয়াছে

মোদন গোপাল ভিকমচাঁদ প্রতিষ্ঠানের শ্রীগোপাল মল গদাই বাবুর মারফৎ ২৩।১২।৪৭ তারিখে একটা সাইকেল আমাদের কাছে দিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ যে, কে বা কাহারা সাইকেলটী তাঁহাদের গদির নিকট ফেলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার সাইকেল তিনি উপযুক্ত প্রমান দিয়া সাইকেলটী আমাদের নিকট হইতে লইয়া যাইবেন।

মুক্তি অফিস

চিঠি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রেরিত পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম

(১)

বরাবাজার থানা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীমথন চন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন যে—গুড়দা গ্রামের এক গৃহস্থ একটি চোরকে ধরিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলে তাঁহারা তদন্তে জানিতে পারেন যে যাহাকে চোর ধরা হইয়াছে সে একটি ভাড়াটিয়া চোর মাত্র। ধৃতব্যক্তি তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যাহারা আসলে চুরি ও ডাকাতি করায়, বন্দুক হাতে সাহায্য করে, এবং ভদ্রবেশে লুণ্ঠিত মালের কারবার করে তাহাদের সন্ধান দেয়। এইসব ব্যাপারের জন্য তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রতিপত্তিশালী লোকের কোপ দৃষ্টিতেও পড়িতে হইয়াছে। তাঁহারা এবিষয়ে এখনও তদন্ত করিতেছেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না।

(২)

বলরামপুরের শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইতেছেন যে—কয়েকটি খরিদদারকে কম কাপড় দিয়া বেশী কাপড়ের মিথ্যা ক্যাসমেমো দেওয়ায় ৩১।৫।৪৭ তারিখে বলরামপুরের ডিলার শ্রীদীপচাঁদ ধরম চাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং তাহা স্থানীয় পঞ্চায়েতের সভাপতি ও দারোগাকে জানানো হয়। পুলিস তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করার পর হইতে প্রায় ৭ মাস যাবৎ এ সম্বন্ধে আর কোনও খবর পাওয়া যায় নাই। অথচ খরিদদারগণের কাপড়গুলি থানায় জমা রহিয়াছে। এদিকে দোকানদার অভিযোগকারীদের উপর ভাল ব্যবহার করিতেছে না এবং প্রতিকারের জন্য হায়রাণির আশঙ্কায় লোকে অপরাপর প্রতারণার বিষয়গুলি সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে সাহসী হইতেছে না।

মুক্তির নিয়মাবলী

—0—

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবারে প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
ষাণ্মাসিক „ — ৩।০ „
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৬। মুক্তিতে যাঁহারা প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে চান, তাঁহাদের প্রবন্ধ খুব দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে টিকিট পাঠাইতে হইবে। কোন লেখা প্রকাশ বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশের অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:—
ম্যানেজার "মুক্তি", মুক্তি কার্য্যালয়;
পোঃ পুরুলিয়া, জিঃ মানভূম, বি, এন, আর,।

"মুক্তির" বিজ্ঞাপনের হার

—০—

পূর্ণ পৃষ্ঠা — ৪০৲ (২ কলম) প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা — ২২৲ (১ কলম) „ „
সিকি পৃষ্ঠা — ১২৲ (½ কলম) „ „
প্রতি ইঞ্চি কলম—৩।০ প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
সম্মুখের পৃষ্ঠায় অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৫৲ (১ কলম) „

১। বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম অর্থাৎ ১২ সংখ্যার কম হইলে এই হারে লওয়া হইবে।

৩ মাস বা তাহার বেশী সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে ম্যানেজারের নিকট চিঠি লিখিয়া বা দেখা করিয়া স্থির করুন।

২। যে সপ্তাহে বিজ্ঞাপন যাইবে সেই সপ্তাহে বুধবার পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের কপি দিতে হইবে

এজেন্টগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১। পাঁচখানার কম হইলে "মুক্তির" এজেন্ট করা হইবে না।

২। এজেন্টকে প্রতি কপির জন্য দশ আনা হিসাবে মুক্তির ম্যানেজারের নিকট অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৬ তারিখের মধ্যে কমিশন বাদে পুরা দাম পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

৩। শতকরা ৫ খানা হিসাবে অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হইবে। ইহা হিসাব দিবার সময়ই জমা করিতে হইবে।

৪। এজেন্টগণ বিক্রীত মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

৫। এজেন্টগণের নিকট কাগজ পাঠানো খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত দিতে হইলে তাহা পাঠাইবার খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
৫ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১০শে পৌষ ১৩৫৪, ৫ই জানুয়ারী ১৯৪৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵

মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা পরিচালিত

মুক্তি প্রেস

পুরুলিয়া।

সর্ব্ব প্রকার ছাপার কাজ

বাঙ্গলা

ইংরাজী

হিন্দী

সুন্দর ভাবে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
করা হয়।

পুরুলিয়া
ড্রাগ হাউস
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া
একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার
পুরুলিয়া।
সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী
ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার
সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।
গোউরপদ সেন এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

পুরুলিয়া
খদ্দর ভাণ্ডার
—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।

চিনি বিক্রয় ব্যবস্থা

পুরুলিয়া টাউন পঞ্চায়েতের সহিত পরামর্শক্রমে সহরে চিনি বিক্রয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গৃহীত হইল :—

১ নং কেন্দ্র (নড়িহা) ৪ নং ওয়ার্ড
২ নং ,, (পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট) ২ নং, ১০ নং ও ১২ নং ওয়ার্ড
৩ নং ,, (আমলাপাড়া) ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড
৫ নং ,, (ভাগাবাঁধপাড়া) ১১ নং ওয়ার্ড
৬ নং ,, (নিলকুঠিডাঙ্গা) ৭ নং ও ৯ নং ওয়ার্ড

বাকী ১ নং, ৩ নং, ৫ নং, ৬ নং, ৮ নং, ১৩ নং ও ১৪ নং ওয়ার্ডের চিনি ওয়ার্ড পঞ্চায়েতগণের মারফত বিক্রয় হইবে।

পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত কোটা অনুযায়ী সকলেই বর্ত্তমানে একমাসের করিয়া চিনি সের প্রতি দশ আনা মূল্যেই পাইবেন।

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিঃ
রেজিঃ অফিস—পুরুলিয়া।

সোনার হার

মুক্তিতে বিজ্ঞাপিত প্রাপ্ত হারটীর বর্ণনা লইয়া অদ্যাবধি একজনের অধিক আমাদের নিকট আসেন নাই। তাঁহার বর্ণনাও মূল জিনিসের অনুরূপ হয় নাই। অতএব জনসাধারণকে এ বিষয়ে পুনরায় জ্ঞাত করা যাইতেছে।

শ্রীবীর রাঘব আচারিয়ার
শিল্পাশ্রম

মুক্তি
সন ১৩৫৪ সাল, ২০শে পৌষ, সোমবার ৫ই জানুয়ারী

পুলিশের মনোবৃত্তি

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি হিন্দুস্থানের সমস্ত প্রদেশের জাতীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগের ভার লইয়া আছেন। সকলেই আমাদের পুলিশের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের জন্য নিজ নিজ পন্থায় চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য স্বাধীন দেশের পুলিশের মত আমাদের স্বাধীন দেশের পুলিশরাও সৎ, কর্ম্মদক্ষ ও জনসাধারণের প্রকৃত বন্ধু ও সেবক হউক ইহাই সকলের প্রার্থনা। ইংরেজ রাজত্বে যে পুলিশের জনসাধারণের নিকট একটা ভয়াবহ ও হৃদয়হীন রূপ ছিল, স্বাধীন ভারতে তাহারা জনসাধারণের বন্ধু ও রক্ষক হিসাবে নিজেদের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া সেইরূপ আচরণ করিবে ইহাই পুলিশের নিকট সরকার ও দেশবাসী উভয়েই আশা করে।

দেশ স্বাধীন হইয়া যাইবার পর,—একদা যাঁহারা পুলিশের সম্বন্ধে অতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন তাঁহারাও ভাবিলেন যে—অতীতে পুলিশ যাহাই করুক না কেন বর্ত্তমানে তাহারা নিজেদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কাজ করিবে। জনসাধারণ সাধারণভাবে একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল যে যাহা হউক অন্ততঃ পুলিশ রাজত্বের অবসান হইয়াছে।

নেতৃবৃন্দের আশ্বাসে জনসাধারণ অকুণ্ঠচিত্তে পুলিশের সঙ্গে সহযোগীতা করিতে আগাইয়া গিয়াছে। দেশকর্মিরা —একদা পুলিশের সঙ্গে যাহাদের সাপ ও নেউলের সম্পর্ক ছিল, তাহারা অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়া দেশের এই সঙ্কট সময়ে পুলিশের নিকট সহযোগীতার হাত বাড়াইয়াছে, দেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া দরিদ্র ও অসহায়দের কল্যাণের জন্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে পুলিশ, তাহার প্রভু বদলাইয়াছে বটে কিন্তু স্বভাব পরিবর্ত্তন করে নাই।

এই জিলাতে পঞ্চায়েত ও কংগ্রেসকর্মিগণ পুলিশের শান্তিরক্ষা কার্য্যে যে ভাবে এবং যে পরিমাণে সাহায্য করিয়া আসিতেছে, তাহাতে পুলিশের দারোগা জমাদার প্রভৃতির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পটমদা থানার রেকর্ড হইতে জানা যায় যে, একদা যে স্থান চুরি ডাকাতির জন্য বিখ্যাত ছিল, সেখানে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুরুলিয়া হইতে বরাবাজার যাইবার পথে দুই একটা পরিত্যক্ত গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ডাকাতিতে অস্থির হইয়া গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণরূপে গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে এখন লোকে ক্ষেতে ধান কাটিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমায়। চুরি ডাকাতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে কংগ্রেস কর্মিদের চেষ্টায়। প্রকাশ্য জনসভায়, যাহারা ডাকাতি করিয়াছে, তাহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে; তাহাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী কংগ্রেস কর্ম্মিরা ২৫।৩০ মাইল হাঁটিয়া চোরাই মাল উদ্ধার করিয়া তাহা পুলিশের নিকট জানাইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থা ত কিছু হয়ই নাই—পুলিশের দ্বারাই কংগ্রেস কর্মীরা বিপদে পড়িতেছে।

এটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুলিশের কাজে সাহায্য করিতে যাইয়া কি ভাবে কংগ্রেস কর্মিদের বিপদে পড়িতে হইতেছে, বা যাহাদের স্বার্থ নষ্ট হইতেছে, যেমন চোরাবাজারী, বে-আইনী শস্য চালানকারী (smugglers), তাহারা পুলিশের সাহায্য লইয়া কিভাবে কর্মীদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কতকগুলি ঘটনার মধ্যে এবিষয়ে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ধনঞ্জয় মাহাত পটমদা থানার একটি গ্রামের পঞ্চায়েত সভাপতি, হরি মাহাত—সেক্রেটারী। পটমদা থানা টাটা-নগরের পাশে বলিয়া ধান চাউল প্রভৃতি বহু পরিমাণে থানার বাহিরে বে-আইনী ভাবে চালান যাইত। ধনঞ্জয় মাহাত একটি স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিয়া এই সমস্ত চালান একেবারে বন্ধ করে। তদানীন্তন থানার দারোগার এই সব বিষয়ে সাহায্য করার কথা, কিন্তু তিনি হঠাৎ অতি মাত্রায় নিরপেক্ষ ও উদাসীন হইয়া পড়েন। বড় বড় চোরা কারবারী ও বে-আইনী চালানকারী ধনঞ্জয় প্রভৃতির কার্য্যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। এমন কি পাহারারত স্বেচ্ছাসেবক-

গণের উপর লাঠি, টাঙ্গি প্রভৃতি লইয়া দল বাঁধিয়া আক্রমণ করিয়া জোর করিয়া চাউল চালান করিতে চেষ্টা করে। তাহাতেও সফল হইতে পারে না।

হঠাৎ একদিন ধনঞ্জয় ও হরি খুনের দায়ে চালান হয় এপ্রিল মাসে। তাহাদের বিরুদ্ধে ৩০৪ ধারার অভিযোগ। পুলিশের অভিযোগ সংক্ষেপে এই যে:— চৌকীদার গনেশ মাঝি থানায় ডাইরি দেয় যে,— পটমদা থানার জবা গ্রামের মাতলা মাঝি মারা গেলে তাহার খুড়তুত বোন কামিনী মেঝান ও তাহার স্বামী শেখর মাঝিকে ডাকিয়া ধনঞ্জয় ও হরি মাহাত মাতলা মাঝিকে বিষ দিয়া মারিবার জন্য দায়ী করিয়া তাহাদের ৩০০৲ টাকা অর্থদণ্ড করে। কামিনী মেঝান তাহা দিতে অসমর্থতা জানাইলে ধনঞ্জয়, হরির আদেশে তাহাকে ও শেখর মাঝিকে লাঠি দিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে এবং ঘরে আটকাইয়া রাখে। বৈকালে তাহার স্বামী গরু বিক্রয় করিয়া ধনঞ্জয়কে ৫০৲ টাকা দেয় এবং বাকী টাকার জন্য তাহারা একটী সাদা কাগজে টিপ সহি দেয়। ইহার নয় দিন পরে উক্ত কামিনী মেঝান অন্য গ্রামে যাইয়া মারা যায়। এই অভিযোগের বিচার ২২শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ হয় এবং আসামীরা বে-কসুর খালাস পায়।

বিচারকের রায়ে এবং বিচারকালে বহু তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ পুলিশ যাহাদের সাক্ষী দিতে আনিয়াছিল তাহাদের বেশীর ভাগই যে সাক্ষ্য দেয় তাহা পুলিশের বিরুদ্ধেই যায়। দুই একজন সাক্ষী এমন কথাও বলে যে তাহাদিগকে মিথ্যাকথা বলিতে শিখান হইয়াছিল এবং দুই দিন থানাতে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে আনা হয়। যে চৌকীদার থানায় ডাইরী দিয়াছিল আদালতে সেই বলে যে—ধনঞ্জয় ও হরি, শেখর প্রভৃতিকে ত মারেই নাই বরং অন্য লোক শেখরকে মারিয়াছিল বলিয়া শেখর তাহাদের কাছে নালিশ করে। ধনঞ্জয় প্রভৃতি তখন দুইটী দরখাস্ত লিখিয়া শেখরকে বলে যে পটমদাতে অমর বাবু পঞ্চায়েত সভাপতির কাছে যাইয়া পরে থানার দারোগার কাছে যাইতে। প্রধান সাক্ষী চৌকীদার গনেশ মাঝিকে পুলিশ Hostile অর্থাৎ বিরুদ্ধ পক্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করে।

৩০৪ ধারা যখন লাগু হইল না তখন পুলিশ তাহাদের বিরুদ্ধে ৩৮৪, ৩২৩ প্রভৃতি ধারা প্রয়োগ করে। অর্থাৎ জরিমানা আদায় মারপিট ইত্যাদি। কিন্তু প্রধান সাক্ষী গনেশ মাঝির সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে ঘটনার সময় ধনঞ্জয় প্রভৃতি উপস্থিতই ছিল না।

বিচারক রায়ে বলেন যে – "There was no mark of injury found or bones fractured on the post-mortem examination that was held on the dead body of Kamini Majhan nor did Sikhar Majhi get his injuries examined by a doctor. In fact, the prosecution witnesses especially the informant (P. W. I.) and other prosecution witnesses, all declared hostile by prosecution, do not corroborate at all the story of alleged assault by Dhananjoy Mahato and Hari Mahato on Sikhar and his wife. The main allegation against them has been rather falsified and thrown in the dust by the prosecution witnesses themselves. There is also evidence that accused persons were at Pagda on the alleged date of occurrance from where they were brought etc. etc.

অর্থাৎ ডাইরিকর্ত্তা প্রধানসাক্ষী চৌকীদার হইতে সুরু করিয়া আসামীর বিপক্ষের সাক্ষীরাই আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

ইহার উপর আর মন্তব্য অনাবশ্যক। তবে এই সমস্ত ব্যাপার নেহাত সাধারণ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ভুল হইবে। এই ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে—পুলিশের ডাইরী মিথ্যা—সাক্ষী মিথ্যা—মোকর্দ্দমা মিথ্যা। এতগুলি মিথ্যা দ্বারা পঞ্চায়েত সভাপতি ধনঞ্জয় মাহাত ও সেক্রেটারী হরিপদ মাহাতকে ফাঁসাইবার চেষ্টার পিছনে কাহার এবং কাহাদের কি যড়যন্ত্র ও মতলব আছে তাহা অনুধাবন করা দরকার।

দ্বিতীয় ঘটনা শ্রীমতী খুল্লর বাঘমুণ্ডি থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে লইয়া। পুরুলিয়ার শ্রীপ্রভুদয়াল মিশ্র মিশ্রির ব্যবসা করেন। এতদিন পর্য্যন্ত খুব কম লোকেই মিশ্রি পাইত। জিলা পঞ্চায়েত বণ্টনকাজ হাতে লইবার পরে প্রত্যেক থানায় থানায় মিশ্রির একটা কোটা

করিয়া দেন এবং পঞ্চায়েত ও কংগ্রেসকর্ম্মিগণকে ঠিক-ভাবে বণ্টন করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেন।

প্রভুদয়াল মিশ্র কয়েকবারই মিশ্রি দিতে নানারূপ গোলমাল করিতেছে বলিয়া মনীবাবু নিজে আসিয়া মিশ্রির ডেলিভারী লইয়া যান। অভিযোগ এই যে—যখন তিনি দোকান হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে আসিয়া বাস ধরিতে যাইতেছিলেন, তখন প্রভুদয়াল মিশ্র আসিয়া তাঁহাকে ধরেন এবং তাঁহার জামার পকেট হইতে একটা ঘড়ি বাহির করিয়া বলেন যে মনীবাবু তাহার ঘড়ি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ঘড়িটি ১৫ বৎসর পূর্বে নাকি ২০৲ টাকায় কেনা হইয়াছিল। অভিযোগ এই যে, প্রভুদয়ালবাবু যখন মিশ্রি ওজন করিয়া দিয়া ভিতরে যান তখন সেই অবসরে মনীবাবু তাহার দেয়ালে টাঙ্গান ঘড়িটি লইয়া সরিয়া পড়েন। ঘটনাটী ২৬শে মে ঘটে।

মনীববুকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহার জামিনের জন্য উকিল গেলে তাহাদের F. I. R. দেখিতে দিতে এবং জামীন দিতে অস্বীকার করা হয়। এমন কি জামীনের জন্য দরখাস্ত করিবার জন্য ওকালতনামাও সই করিয়া দিতে আপত্তি করা হয়। মানবাজার থানায় ৪২'এর আন্দোলনে গুলি চালাইয়া যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন সেই ভগবান সহায় তদনীন্তন ইন্সপেক্টার ছিলেন। ভগবান সহায় উকীলদের থানা হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলেন এবং তাহাদের ও মনীবাবুকে "দেখিয়া লইব" বলিয়া শাসান।

বিচারে নিম্নআদালতে মনীবাবুর সাজা হয়। পরে আপীলে গত ২২শে ডিসেম্বর তিনি বেকসুর খালাস পান।

এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে পুলিশের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) তদন্তকালে বাদীর অভিযোগ সাক্ষীদের প্রথমে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে,—ইহা কি সত্য?

(২) বাদী আসিয়া থানায় ডাইরী করিবার সময় তাহার একটী চাকরের কথা বলিয়াছিল কিন্তু পুলিশ কোন রকম ভালেই তার খোঁজ খবর বা তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করে নাই। বস্তুতঃ সমস্ত ব্যাপারটাতে তার অস্তিত্বই পাওয়া যায় না।

(৩) ডুগনলাল বলিয়া যে সাক্ষি ছিল তার এজাহার হয় নাই অথচ পুলিশ বলিয়াছে যে ঘটনার দিন তাহার এজাহার লওয়া হইয়াছে।

মনিবাবুর এই ঘটনাতে দেখাযায় যে পুলিশ যেন একটা সুযোগ লাভ করিয়া কোন প্রকারে কংগ্রেসকর্ম্মীকে অপদস্ত বা হায়রান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

আমরা বর্ত্তমানে ইহা লইয়া আর বেশী আলোচনা করিব না। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা অবশ্যই চেষ্টা করিতেছেন যে পুলিশের সংশোধন হোক। আমরা পুলিশকে হীন করিয়া দেখাইবার জন্য এই সব অভিযোগ করিতেছি না। আমাদের স্বাধীন দেশের পুলিশ যদি স্বাধীনতাকে একটা অযথা বিড়ম্বনা মনে করে এবং যে উৎসাহ ও যে নিষ্ঠার সহিত তাহারা বিদেশী সরকারের নীতি কার্য্যকরী করিয়া আসিয়াছে,—সেই নিষ্ঠার সহিত যদি তাহারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের নীতি কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে শৈথিল্য প্রকাশ করে, তবে তাহাদিগকে এই দায়ীত্বপূর্ণকার্য্য হইতে সরাইয়া দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথ থাকিবে না। বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় মধুবনীতে বক্তৃতাকালে কৃষাণ এবং জনসাধারণকে আইনের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ যখন আইন লঙ্ঘন করে তখন তাহার সম্বন্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হইবে তেমনি যাহারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত, তাহাদের অসাধুতা—তাহাদের কর্ত্তব্যহীনতা যদি আরও কঠোরভাবে দমন না করা হয়, তবে জনসাধারণের মনে স্বভাবতঃই বিরুদ্ধভাব জন্মিবে।

পুলিশের মনোবৃত্তি কবে পরিবর্ত্তিত হইবে জানি না। তবে ইহার পরিবর্ত্তন না হইলে সমস্যা ক্রমেই আরও জটিল হইয়া উঠিবে। গভর্ণমেণ্ট, দেশবাসী ও পুলিশ সকলকেই ইহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে বলি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আইনের অন্ধ প্রয়োগ—

জঙ্গল যাহা কাটীয়া ফেলা হইতেছে তাহা রক্ষার জন্য যেমন সুবিধাজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না, তেমনি আবার যাহা জঙ্গল নয় তাহা জঙ্গল বলিয়া দখল করিবার সরকারী ব্যবস্থাতেও লোককে বিব্রত করা হইতেছে। জঙ্গল কাহাকে বলে? ১৯১১ সালে সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে যাহা জঙ্গল বলিয়া লিখিত হইয়াছে তাহাই জঙ্গল বলিয়া সরকারী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ফলে ১৯১১ সালে যেখানে জঙ্গল ছিল ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ ৩৬ বৎসরের মধ্যে সেখানে যদি গাছের চিহ্নমাত্র নাও থাকে এবং সে স্থানে যদি ক্ষেত, বাঁধ পুষ্করিণী বা ঘর বাড়ীও থাকে তবু তাহা জঙ্গল বলিয়া পরিগণিত হইয়া, জঙ্গল হিসাবে সরকারী নোটীশ হইতেছে। আইনের এইরূপ অদ্ভুত প্রয়োগে লোকে আইনের প্রতি এবং আইন যাহারা প্রয়োগ করে, সেই-সব কর্ম্মচারীদের প্রতি, এবং সাধারণ ভাবে গভর্ণমেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে একটু সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে জঙ্গল রক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সহযোগিতা করিবে।

অপমানকর ব্যবস্থা—

আদালত হইতে যে শমন জারি করা হয় তাহাতে যাহার উপর শমন জারি করা হয় তাহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে। যেমন-"তোমাকে" নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে "তুমি" অমুক সময়ে অমুক তারিখে অমুক কোর্টে হাজির "হইবে"—ইত্যাদি। গত কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের সময় "তুমি" কে পরিবর্ত্তন করিয়া "আপনি" করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থাটী মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। আমরা এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "তুমি" র স্থলে, "মহাশয়" "আপনি" প্রভৃতি ব্যবহার করা একান্ত দরকার। জনসাধারণের পক্ষে এরকম ব্যবস্থা অপমান কর।

খাদ্য শস্যের জন্য লাইসেন্স—

বিহার গভর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশযে বিহারে খাদ্য শস্য কেনা বেচার লাইসেন্স পাওয়া সম্বন্ধে আর কোনরূপ বাধা নিষেধ থাকিবে না। যে কেহ দরখাস্ত করিলেই তাহাকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে। কণ্ট্রোল ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দেওয়ার নীতিকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকলের জন্য সুবিধা দেওয়াতে ভালই হইয়াছে। এক্ষেত্রে যাহাদের উদ্দেশ্য সৎ তাঁহারা আগাইয়া আসিয়া খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও সরবরাহের ভার গ্রহণ করিলে ভাল হয়। চোরা-বাজার নিবারণ করা যেমন দরকার, তেমনি চোরা-বাজারের স্থলে সাধু-বাজার প্রতিষ্ঠারও তেমনি প্রয়োজন।

জমিদার-কিষাণ বিরোধ মীমাংসা—

বিহারে বকাস্ত জমি ও ফসল লইয়া জমিদার ও কিষাণদের মধ্যে নানাস্থানে প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে দ্বারভাঙ্গাতে। ইহার ফলে বহু কিষাণ এবং কিষাণকর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটী হইতে পঞ্চায়েত দ্বারা এই বিরোধের মীমাংসার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। জমীদাররা যদি শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া প্রজাদের সঙ্গে ন্যায্য মীমাংসা করিতে প্রস্তুত থাকিত তবে বকাস্ত আন্দোলনের প্রয়োজনই হইত না। আরও একটা কথা যে, মীমাংসার জন্য যে পঞ্চায়েতের কথা বলা হইয়াছে সেই পঞ্চায়েতকে যদি আইনগত ক্ষমতা দেওয়া না হয়—তবে জমিদারপক্ষ তাহা যে মানিয়া লইবে তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আইনগত ক্ষমতা দিয়া পঞ্চায়েতকে ইহার ভার দিলে এই আন্দোলনের যে পরিসমাপ্তি ঘটিবে তাহা নিঃসন্দেহ। গভর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভালই করিবেন।

সাপ্তাহিক "জয়যাত্রা"—

শ্রীমান্ মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পুরুলিয়া হইতে "জয়যাত্রা" বলিয়া একটী সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। আমরা তাহার ১ম সংখ্যা পাইয়াছি। "জয়যাত্রার" দেশসেবার যাত্রা সফল হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

আজও সূতাকাটা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন, "আমি এবং আমার পরিবারের সকলে নিয়মিত সূতা কাটিতাম ও খাদি পরিতাম। এখন ত স্বাধীনতা পাইয়াছি—আপনি কি এখনও বলিতে চান যে সূতা কাটিব ও খাদি পরিব?"

আশ্চর্য প্রশ্ন। তাহা হইলেও অনেক লোকের মনের অবস্থা ইহাতে প্রতিফলিত। দেখা যাইতেছে, এই সকল লোক শুধু কলের মত এবং স্বাধীনতালাভের একটা উপায় হিসাবে চরকা ধরিয়াছিলেন। এই সব বন্ধুরা ভুলিয়া যান যে, মাত্র পরাধীনতার অপসারণই স্বাধীনতা নহে, যদিও উহা স্বাধীনতার আদি উপাদান। অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত একটা জীবন-পথের নির্দ্দেশ খাদির মধ্যে ছিল এবং আজও আছে। ঠিকই হউক আর ভুলই হউক, আমার মত এই যে, খাদি ও অহিংসার আজ কার্যত যে অন্তর্ধান ঘটিয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায়, এত বৎসর ধরিয়া আমরা খাদির ভিতরকার অর্থ ধরিতে পারি নাই। এইজন্যই আজ নানাদিকে ভ্রাতৃহত্যা ও অরাজকতার মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। আমি নিঃসংশয়ে জানি যে, ভারতবর্ষের গ্রামের জনগণ যে-স্বাধীনতা স্বতঃই অনুভব করিতে পারিবে, সে-স্বাধীনতা পাইতে হইলে সূতাকাটা ও তাঁত-বোনার প্রয়োজনীয়তা আজ যে-কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর। ধরাতলে রামরাজ্য ত উহাই। খাদির ভিতর দিয়া আমরা শক্তি-চালিত যন্ত্রের প্রভুত্বের স্থলে মানুষের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতেছি। আজ মানুষে মানুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, খাদির মধ্য দিয়া আমরা তাহার স্থলে সাম্য স্থাপনের প্রয়াস করিতেছি। ইহার মধ্য দিয়া শ্রমিকের উপর ধনিকের সদম্ভ জয়ঘোষণার স্থলে শ্রমিকের কল্যাণের তলে ধনিকের শক্তিকে সংযত ও নত করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতএব ভারতে গত ত্রিশ বৎসরের খাদি-প্রচেষ্টা যদি প্রগতিবিরোধী না হইয়া থাকে, তবে চরকা এবং চরকা বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার সকলই আজ পর্যন্ত যে-ভাবে চালান হইয়াছে, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা আরও অধিক তেজ ও বুদ্ধির সহিত চালাইতে হইবে।

—বাংলা হরিজন; ৩১।১২।৪৭।

বিহার সরকারের জমিদারী অধিকার বিল

(সঞ্জয়)

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বিহার সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদকল্পে আইন সভায় যে বিল আনিয়াছিলেন তাহা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হইয়াছে। উক্ত বিলটী আইনে পরিণত হইলে জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে সে সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই ধারণা অস্পষ্ট। মানভূমের গ্রামাঞ্চলে বহু মধ্যস্বত্বদার আছেন। উক্ত আইনটীতে তাঁহাদেরও ভবিষ্যৎ পুনর্গঠিত হইবে এবং তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। যাহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া তাঁহারা স্বকীয় কর্ম্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে বিহার সরকারের জমিদারী অধিকার বিলটীর সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মানভূমের বিশেষ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত বিলটীর প্রস্তাবসমূহ ও তাহাদের ফলাফল সাধারণভাবে ও সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে প্রাদেশিক সরকার কোনও একটী জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব রীতিমত নোটিশ দিয়া সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন। উক্ত নোটিশ সরকারী গেজেটে এবং বিহার প্রদেশে প্রচলিত দুইটী সংবাদপত্রে প্রচার করিতে হইবে। নোটিশটী উক্তরূপে প্রচারিত হইলেই, উক্ত জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব, উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের কাছারী বাড়ী, বনজঙ্গল, হাটবাজার, পুষ্করিণী আদিতে

মৎস্য ধরিবার স্বত্ব, খনি ও খনিজ পদার্থে উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের সকল স্বত্ব ও অধিকার সহ, যে সময় ঐরূপে নোটিশ প্রচারিত হইবে তৎপরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের সুরু হইতে সরকারের খাস সম্পত্তি হইবে। উক্ত জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত খনি বা খনিজ পদার্থে যদি কেহ আইন সঙ্গতভাবে বন্দোবস্ত লইয়া থাকে তবে তাহার স্বত্বের কোন হানি হইবে না।

উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের প্রাপ্য যে সকল অনাদায়ী খাজনা থাকিবে তাহাও সরকারের অধীন হইবে। তবে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক স্থির করিবার সময় উক্ত বকেয়া খাজনা বা রয়েলটী এবং সেস ও সুদের অর্দ্ধেক উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের প্রাপ্য হইবে। যদি জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের দেয় কোন খাজনা বাকী থাকে, তবে তাহাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে তাহা কাটিয়া লইতে পারা যাইবে। যদি কোন বন্ধকদার বা অন্যসূত্রে কোন ব্যক্তি উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের ভূসম্পত্তিতে দখলীকার থাকে, তবে জেলার মালিকের লিখিত আদেশে তাহাদিগকে উক্ত সম্পত্তির দখল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারা যাইবে। উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের ভূসম্পত্তি বন্ধক দিয়া কোন টাকা কর্জ্জ লওয়া হইলেও উক্তরূপ নোটীশ প্রচারের পর কর্জ্জ গৃহীত টাকা আদায়ের জন্য দেওয়ানী আদালতে কোন মোকর্দ্দমা আনিতে পারা যাইবে না; যদি কোন মোকর্দ্দমা পূর্ব্বেই রুজু হইয়া থাকে, তবে তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। উক্ত বন্ধকদার বা আবদ্ধকারী ব্যক্তি নোটীশ প্রচারের ৩ মাসের মধ্যে সরকারের নিযুক্ত ক্লেমস্ অফিসারের নিকট তাহাদের দাবী উত্থাপন করিতে পারিবে এবং উক্ত অফিসার বিশেষ তদন্তমতে তাহাদের প্রাপ্য সুদ ও মূল স্থির করিয়া দিলে উক্ত বন্ধকদার বা অন্যান্য ব্যক্তি উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে তাহা আদায় পাইতে পারিবে।

জেলার মালিক, বা জেলার মালিকের ক্ষমতাপত্র লইয়া যে কোন অফিসার, জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের অধীন যে কোন সম্পত্তি বা গৃহাদিতে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনার পক্ষে আবশ্যকীয় দলিলাদি, খাতাবহি, বা অন্যান্য কাগজপত্র হস্তগত করিতে পারিবে।

বর্ত্তমান আইন কার্য্যকরী হইবার পূর্ববর্ত্তী ৩ বৎসরের মধ্যে জমিদার বা মধ্যস্বত্বদার যে সমস্ত জমি বন্দোবস্ত করিয়াছে, জেলার মালিক তাহার সরলতা ও সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পারিবেন এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের পূর্ব্ব-অনুমতি লইয়া তাঁহার বিবেচনানুযায়ী ন্যায্য সর্ত্তে ঐ সকল বন্দোবস্ত রহিত করিতে পারিবেন।

জেলার মালিক বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে জনহিতকর, দাতব্য বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠান বা তৎসম্পর্কীয় গৃহাদির ভার লইতে পারিবেন না বা উক্তরূপে ট্রাষ্টীর অর্থব্যয় করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহাও কোনরূপে ব্যাহত করিতে পারিবেন না।

পূর্ব্বোক্তরূপে নোটিশ দেওয়া হইলে সেইসময়ে জমিদার বা মধ্যস্বত্বদার যে সকল বাস্তু খাসে দখল করিবে তাহা সরকার তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন ধরিয়া লইতে হইবে এবং উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদার তাহাতে সরকারের অধীনে প্রজাস্বরূপে দখলীকার থাকিতে পারিবে। যদি কোন জমিদার বা মধ্যস্বত্বদার তাহাদের ভূসম্পত্তি পূর্ব্বে নিষ্কর স্বত্বে ভোগ করিয়া থাকে তবে তাহাদের বাস্তু নিষ্কর হইবে এবং যদি তাহাদের পূর্ব্বে কর দিতে হইত তবে তাহাদের বাস্তুর পরিমাণের অনুপাতে খাজনা দিতে হইবে। যে সকল খাস জমিনাদি উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের কৃষিকার্য্যের জন্য বা বাগানের জন্য ব্যবহৃত হইত তাহাও উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের সেই সকল জমিনাদি সরকারের অধীনে স্থিতিবান রায়তিস্বত্বে জেলার মালিকের নির্দ্ধারিত উচিত খাজনা দিয়া ভোগ-দখল করিতে পারিবে।

ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমান নির্দ্ধারণের সময় যে সকল জমিদার বা মধ্যস্বত্বদার তাহাদের সম্পত্তিতে একটী নির্দ্দিষ্ট অংশের অধিকারী তাহাদের প্রত্যেকের পৃথকরূপে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইবে, তবে প্রত্যেকের

বিভিন্ন সম্পত্তিতে ক্ষতি পূরণের অংশ সংযুক্তভাবে হিসাবে ধরা হইবে।

ক্ষতিপূরণের নির্ণয় উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের নীট আয় তাহাদের মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া স্থির হইবে। উক্ত জমিদারের বা মধ্যস্বত্বদারের পূর্ব্ব বৎসরের প্রাপ্য খাজনা ও সেস, তাহাদের খাস বাস্তু এবং চাসের ও পতিত জমির উপর নির্দ্ধারিত খাজনা, মৎস্য আবাদের স্বত্ব, হাট বাজার, বনজঙ্গল, খনি ও খনিজ পদার্থের আয় তাহাদের মোট আয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং উক্ত জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের দেয় খাজনা ও সেস, কৃষি বা অন্য আয়কর, চৌকিদারী বা মিউনিসিপ্যাল টাক্স, সম্পত্তি সম্পর্কীয় কার্য্য পরিচালনার খরচ ও প্রজাদের হিতকর প্রতিষ্ঠান ও খনির কার্য্য চালাইবার খরচ মোট ব্যয়ের মধ্যে গণ্য হইবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে হিসাব করিয়া স্থির হইবে—যেখানে নীট আয় ২৫০০ টাকার অতিরিক্ত নহে সেখানে নীট আয়ের ১২গুণ; যেখানে নীট আয় ২৫০০ টাকার অতিরিক্ত অথচ ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত নহে, সেখানে ১১গুণ; যেখানে ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত অথচ ৭৫০০ টাকার অতিরিক্ত নহে, সেখানে ১০গুণ; যেখানে ৭৫০০ টাকার অতিরিক্ত অথচ ১০০০০ টাকার অতিরিক্ত নহে, ৯গুণ; যেখানে ১০০০০ টাকার অতিরিক্ত অথচ ১২৫০০ টাকার অতিরিক্ত নহে, ৮গুণ; যেখানে ১২৫০০ টাকার অতিরিক্ত অথচ ৩০০০০ টাকার অতিরিক্ত নহে, ৭গুণ; যেখানে ৩০০০০ টাকার অতিরিক্ত অথচ ৫০০০০ টাকার অতিরিক্ত নহে, ৬গুণ; যেখানে ৫০০০০ টাকার অতিরিক্ত, ৫গুণ। যদি জনহিতকর বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানে কোন জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের আয় বা তাহার অংশ কোন ব্যক্তির স্বার্থনিরপেক্ষ ভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে চিরকালের জন্য উক্ত আয়ের মেকদার বাৎসরিক ব্যবস্থা করা হইবে।

উক্ত ক্ষতিপূরণ নগদ বা সমমূল্যের সরকারী গ্যারান্টিযুক্ত মেয়াদী বণ্ডে বা আংশিক নগদ ও আংশিক বণ্ডে দেওয়া হইবে। উক্ত বণ্ডে শতকরা ২৷৷০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে। যদি ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী কোন জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের হস্তান্তরাদির ক্ষমতা না থাকে বা ক্ষতিপূরণ পাইবার হকদার স্থির করিতে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের টাকা বা বণ্ডগুলি জেলার মালিকের জিম্মায় রাখা হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত পূর্ণ মালিকের স্বত্বের উদ্ভব না হয় বা উপযুক্ত আদালতে পূর্ব্বোক্তরূপে গোলযোগ মীমাংসা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারই জিম্মায় থাকিবে।

এই আইনের বলে যে কোন আদেশ দেওয়া যাইবে তাহা অমান্য করিলে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হইতে পারিবে।

এস্থলে প্রথমেই জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের কি কি সম্পত্তি বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে সরকারের খাস হইবে না, তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দেখিতে পাওয়া যায় যে জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের বাস্তু, আবাদী খাস জমি বা বাগানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত খাস জমি, জমিদার বা মধ্যস্বত্বদার সরকারের অধীনে প্রজাস্বরূপ দখল করিবে। বাস্তু বলিতে বাসগৃহ, অঙ্গন, সন্নিহিত বাগান, বহির্বাটী, চাষাবাদ সংক্রান্ত গৃহাদি ও বাসগৃহের সংলগ্ন পুষ্করিণী বুঝিতে হইবে। যদিও মৎস্য আবাদ করিবার স্বত্ব সরকারের নিজস্ব হইবে তবুও মনে হয় ইহা দ্বারা জলস্বত্বের কোন হানি হইবে না। এতদ্ব্যতীত সকল স্বত্ব রহিত হইবে। ঘাটোয়ালী টেনিওর মধ্যস্বত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে, তবে মুণ্ডারী খুঁটকাটী স্বত্ব মধ্যস্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যদিও এ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত বিলটির ভাষা সুস্পষ্ট নহে, তবুও দেবোত্তর, মঠ বা মন্দিরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের সম্পত্তি, মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ্‌ঘটিত জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের সম্পত্তি বর্ত্তমান আইনের আমলে আসিবে না বলিয়াই মনে হয়। অন্যবিধ জমিদারী এবং জায়গীর, খোরপোষ, ব্রহ্মত্তর, মহাত্রান, ঘাটোয়ালী, মোকররী, দরমোকররী স্বত্বভুক্ত মানভূমে প্রচলিত অন্যান্য মধ্যস্বত্বীয় সম্পত্তি সরকারের খাস হইতে পারিবে। যে পত্তনী তালুকে কৃষির জমি আছে তাহাও বর্ত্তমান প্রস্তাবিত নিয়মের মধ্যে পড়িবে বলিয়া মনে হয়।

আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও জেলার মালিকের আইন কার্য্যকরী হইবার তিন বৎসরের মধ্যে জমিদার বা মধ্যস্বত্বদারের বন্দোবস্তগুলির সরলতা ও সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রহিত করিবার ক্ষমতা আছে, তবুও মনে হয় বর্ত্তমান আইনের উদ্দেশ্য ইহাই হইতেছে যে, যে সকল বন্দোবস্ত নামে মাত্র বন্দোবস্ত হইতেছে বা যাহা দ্বারা মালিকের স্বত্বের কার্য্যতঃ কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই বা যাহা অন্যায় রূপে কম খাজনায় বন্দোবস্ত হওয়ায় সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বা বর্ত্তমান আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, সেই সকল বন্দোবস্তই রহিত যোগ্য হইবে। ইহার দ্বারা সাধারণ বন্দোবস্ত গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই বা সরলভাবে বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলে বন্দোবস্ত গ্রহিতার স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

বর্ত্তমান বিলটির একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এই যে কোন নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রীলোক যদি কোন জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের মালিক হয় এবং তাহার যদি ভরণপোষণের উপযুক্ত আবাদী জমি না থাকে, তাহা হইলে সে বর্ত্তমান প্রস্তাবে ক্ষতিপূরণও পাইবে না অথচ ভরণপোষণের জন্য তাহার কোন ব্যবস্থাও করা হয় নাই। কিন্তু বিলটির দোষগুণ বিচার করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় বলিয়া সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল না।

পঞ্চায়েত

[নির্দ্দেশপত্রের অবশিষ্টাংশ]

২২ নং ধারা— জেলার জনগণের স্থায়ী কল্যাণের উদ্দেশ্যে জেলার জঙ্গলগুলি রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য পঞ্চায়েৎ হইতে ব্যবস্থা করার বিশেষ দরকার বোধ করিতেছি এবং এবিষয়ে সরকার হইতে যে প্রচেষ্টা হইতেছে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সহায়তা দেওয়া আমরা প্রয়োজন মনে করিতেছি। সরকারের নির্দ্দেশ মত জেলায় নিযুক্ত ডিভিশনাল জঙ্গল অফিসার পঞ্চায়েতের সহায়তার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। জঙ্গল রক্ষণ ও তাহার ব্যবস্থা কার্যে অংশ লইবার জন্য যে সকল গ্রামের জঙ্গল আছে সেই সকল গ্রামগুলিতে এক একটি পঞ্চায়েৎ জঙ্গল সাব-কমিটী গঠন করিবার প্রস্তাব আমরা করিতেছি। সময়ের অল্পতা বশতঃ জেলা পঞ্চায়েৎ বা কার্য্যকরী সমিতির সকল সদস্যের বৈঠক করিয়া এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল না। এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি হইবার কারণ নাই বুঝিয়া এবং সকলেই এ বিষয়ে আগ্রহসহকারে সম্মতি দিবেন, ইহাই সম্ভব মনে করিয়া উক্ত কমিটীগুলির অনুমোদন সাপেক্ষে আমরা এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিতেছি যে—প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া যাওয়ার পর যখন কমিটীর সদস্যদের মধ্যে কার্য্যকর্ত্তা সমূহের নির্ব্বাচন হইবে তখন সদস্যদের ভিতর ৩ জন লইয়া এই সাব-কমিটি গঠিত করিতে হইবে। ইহা একটী বিশেষ কাজ বলিয়া এবং অন্য দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে ইহা করা অসুবিধা হইবে বলিয়া, যাহারা সভাপতি, সম্পাদক হইবেন তাঁহারা ব্যতিরেকে অন্য সদস্যদের মধ্য হইতে এই সাব-কমিটীর সদস্য গ্রহণ করিবেন। পরে ইহার কার্য্যধারা বিষয়ে খসড়াপত্র যাইবে। বেআইনী ভাবে জঙ্গল যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার জন্য তত্ত্বাবধান ও রক্ষার ব্যবস্থা করা, আইন ভঙ্গকারীদের কার্য্যকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে সহায়তা, জীবন যাত্রার কাজের জন্য স্বত্বাধিকারীদের ও গ্রামবাসীদের কাঠ প্রভৃতি পাইবার পক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মিত ব্যবস্থা করা, এসব বিষয়ে জনগণকে তথ্যাদি ও সুবিধা দান, প্রচার পত্র বিতরণ, যোগাযোগ রক্ষা এবং নানাবিধভাবে জঙ্গলের উন্নতি ও জনশিক্ষা এবং জনমত গঠনের কাজের পরিচালনা ও দায়িত্ব এই সাব-কমিটীর উপর ন্যস্ত হইবে। সরকারী জঙ্গল বিভাগ এই কমিটীর সহিত যোগাযোগে ইহার সহায়তা লইয়া কাজ করিবেন। এই সকল কাজের গুরুত্ব বুঝিয়া এই সাব-কমিটীতে উপযুক্ত দায়িত্বশীল, জনসেবার মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি গ্রহণ করার দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় হইবে। উক্ত সাব-কমিটী গঠিত হইলে ঐ তিনজন নির্ব্বাচন-পরিচালকের সামনে নিজেদের কাজের জন্য একজন সম্পাদক

নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। অপর দুজন সদস্য গণ্য হইবেন। সম্পাদকের সহিত জেলার যোগাযোগ থাকিবে।

২৩ নং ধারা— দুইটি 'নির্ব্বাচন ফরম' ছাপাইয়া দেওয়া হইল, একটি নির্ব্বাচন পরিচালকের জন্য ও অপরটি নব-নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েৎ সভাপতির জন্য। উভয়ে পৃথক ভাবে ফরম পূরণ করিয়া জেলা অফিসে পাঠাইবেন। ফরম পূরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের সভায় যে যে তথ্যগুলি রাখিতে হইবে খেয়াল করিয়া রাখিয়া লইবেন।

নিবেদক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

পঞ্চ-দশী

মণি মুখার্জ্জী

[১]

প্রতি গ্রামের বটের তলে, গ্রামের বুড়ো সবাই বলে—
(আছে) কোন্ যুগের এক পঞ্চায়েতের পাথর-আসন পাতা।
(যেথা) সন্ধ্যাকালে জুটতো সবাই—গ্রামের যারা মাথা।

[২]

মিট্‌তো সেথা ঝগড়া ঝাঁটি, হ'তো বিচার খাঁটি খাঁটি,
ছুট্‌তো না কেউ আদালতে, টাকার গোছা বেঁধে।
গলায় কাপড়, চাইতো বিচার দশের কাছে কেঁদে॥

[৩]

কোন্ সময়ে কি চাষ হবে, করতো সলা সবাই মিলে;
ধান, সরিষে, কলাই, কাপাস—চাষেই বারোমাস।
ফাঁকার সময় চরকা হাতে—খেল্‌তো না কেউ তাস॥

[৪]

উঠান ভরা ধানের গোলা, গরু ছাগল গোয়াল ঠেলা;
অতিথি কেউ ঘরে এলে, পেতো দুধের বাটি।
ভাতের সাথে পাতিলেবু, ঘৃত গাইয়ের খাঁটি॥

[৫]

পুরাণো সেই কোঠার ঘরে, থাকতো সাজা থরে থরে,
খাওয়া-পরার অঠেল জিনিষ, গুড়ের কুমের সার।
কাপড় চিনি কিন্‌তে গিয়ে যেতো না কেউ মার॥

[৬]

ছিল নাকো নোটের টাকা, বাজনা বিহীন ফাঁকা ফাঁকা,
বিনিময়ে দিতো নিতো—কাজ বা জিনিষপাতি।
পঞ্চায়েতের নাচ-দরজায় থাকতো বাঁধা হাতী॥

[৭]

গ্রামের কারও রোগ বিপদে, পঞ্চায়েতই পদে পদে
খাট্‌তো মনের প্রাণের দরদ দিয়ে সকল কাজে।
(আর) সুখের দিনে সবাই মিলে নাচতো রাজার সাজে॥

[৮]

ঐ যে পুকুর গ্রামের শেষে, মস্ত বাগান! করেছে কে?
ঐ মসজিদ্! শিবের মন্ডপ, পাঠশালাটীর পারে।
গোচারণের মাঠটী সবুজ, পথের ধারে ধারে॥

[৯]

জোলাকুলি, ছুতোরপাড়া, কুমার, তাঁতী, কামারতলা;
নাপিত মুচি, সবাই শুচি, কেউ দাদা কেউ খুড়ো;
জেলে পাড়ায় মাছ ধরালে সবাই পেতো মুড়ো!

[১০]

মানভূমের এই পঞ্চায়েতে, ঐ ভাবেতেই সবাই মেতে'—
ভাঙ্গো তো ভাই মানুষ দিয়ে মানুষ মারার ফাঁদ;
দুখের আঁধার পালাক্, যেমন ভাগ্‌লো গোরাচাঁদ॥

বিশ্ব বার্ত্তা

চীনের গৃহযুদ্ধে এক শঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে ক্যোমিন্ট্যাং সরকারের শাসনাধীন অঞ্চলের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট-বাহিনীর অভিযান বিশেষ তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইতেছে। কম্যুনিষ্ট সৈন্যবাহিনী মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকদেন সহরের অতি সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ক্যোমিন্ট্যাং সরকার উক্ত অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করিয়াছে এবং মাঞ্চুরিয়ার খবর প্রকাশ নিষেধ করিয়া দিয়াছে। ক্যোমিন্ট্যাং সরকার চীনের ক্যোমিন্ট্যাং পার্টি দ্বারা পরিচালিত জাতীয় সরকার।

চীনের গৃহযুদ্ধ ১৯৩৭ সালে জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হইবার বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। জাপান চীন আক্রমন করিলে কোমিন্ট্যাং ও কম্যুনিষ্টগণ সাময়িকভাবে নিজেদের বিরোধ ভুলিয়া জাপানের অগ্রগতিতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। বিগত মহাযুদ্ধে জাপান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে, যে যে দল চীনের যে যে অংশে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল, তাহারা সেই অংশগুলি নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়। মধ্য চীনের একটী বিরাট অংশ, যেখানে কম্যুনিষ্ট বাহিনী জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল,—তাহা কম্যুনিষ্টদিগের অধিকারভুক্ত হয়। বিশেষ করিয়া, মাঞ্চুরিয়ার রণাঙ্গণে জাপানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবার পর রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী যখন চীন ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন সমগ্র মাঞ্চুরিয়াতেই কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পর চীনের গৃহযুদ্ধ অবসান করিবার যে প্রচেষ্টা হয়, তাহাতে কোমিন্ট্যাং ও কম্যুনিষ্টদিগের মধ্যে যুদ্ধবিরতি করিয়া চীনের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আপোষ মীমাংসার কথাবার্ত্তা হয় উহাতে স্থির হয় যে, সকল রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটী মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করা হইবে; চীনের শাসন ব্যবস্থার সকল প্রকার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে এবং চীনের শাসনতন্ত্রের সংস্কার করিতে হইবে। কোমিন্ট্যাং সরকার উক্ত চুক্তি অনুযায়ী কার্য্য না করায় পুনরায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং কোমিন্ট্যাং সরকার আমেরিকার সহায়তায় কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করিতে সংকল্প করে। কোমিন্ট্যাং বাহিনী মাঞ্চুরিয়ার কতকগুলি প্রধান সহর অধিকার করিলেও সমগ্রভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই এবং মধ্যচীন হইতেও কম্যুনিষ্টদিগকে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ হয়।

পরস্পর বিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় চীনের গৃহযুদ্ধে উভয়পক্ষের লাভক্ষতির সীমারেখা নির্দ্দেশ করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে বর্ত্তমানে কোমিন্ট্যাং সরকার সকল যুদ্ধ ক্ষেত্রেই কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ব্যস্ত আছে। ইয়েনানে কোমিন্ট্যাং বাহিনী চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার উত্তরদিকস্থ ইউলিন্ সহর কম্যুনিষ্টগণ পুনর্দখল করিয়া লইয়াছে। যদিও শানটুং উপদ্বীপে আক্রমণ করিয়া কোমিন্ট্যাং সরকার চেফু ও ওয়েহাই-ওয়াই নগরগুলি দখল করিতে সমর্থ-হয়, তবুও পাল্টা আক্রমণ করিয়া কম্যুনিষ্টগণ শেষোক্ত সহরটী পুনরধিকার করিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার কিরিন, চ্যাংচুন্ ও মুকডেন্ সহর অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে, কিন্তু তৎপার্শ্ববর্ত্তী সকল অঞ্চলই কম্যুনিষ্টদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মধ্যচীনে দুইটী কম্যুনিষ্ট বাহিনী ইয়াংসি নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম বাহিনীটী সিয়ানের দক্ষিণে উপস্থিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় বাহিনীটী হ্যাংকাউ সহরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। মোটামুটি অবস্থা ইহাই হইতেছে যে কয়েকটী সহর ব্যতীত সমগ্র মাঞ্চুরিয়া কম্যুনিষ্টদিগের হস্তগত হইয়াছে এবং মধ্যচীনে একটী বিরাট অঞ্চল তাহাদের অধিকারভুক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

আমেরিকার চীনে কোমিন্ট্যাং সরকারকে সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিবার চেষ্টা সুবিদিত। চীনের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য বহুবার আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ চীনে প্রেরিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার পক্ষ হইতে জেনারেল ওয়েডার মেয়ারকে চীনে তদন্ত করিতে পাঠানো হইয়াছিল। তিনি আমেরিকার সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন কিন্তু উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। ওয়েডার মেয়ারের অপ্রকাশিত রিপোর্টে,—৬০ দিনের মধ্যে সাহায্য লাভ না করিলে কোমিন্ট্যাং সরকার সমগ্র মাঞ্চুরিয়া হারাইবে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তৎপরে আমেরিকার আইন সভার পক্ষ হইতে একটী সামরিক তদন্তকারী কমিশন চীনে উপস্থিত হইলে তাহার সভাপতি বাুলিট্-পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকার তত্ত্বাবধানে চীনকে ১৩৫ কোটি ডলার সাহায্য দিবার সুপারিশ করেন। সম্প্রতি আমেরিকার কংগ্রেস চীনকে অন্তর্বর্ত্তী কালীন ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার সাহায্য দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে আমেরিকার সামরিক পরামর্শদাতাগণ কোমিন্ট্যাং সরকারের দেশরক্ষা বিভাগে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতেছে এবং আমেরিকার সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচালনায় সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপরন্তু, এইরূপ চুক্তি হইয়াছে যে উভয়পক্ষ যতদিন আবশ্যক বিবেচনা করিবে ততদিন আমেরিকার সৈন্য চীনদেশে রাখা হইবে। কিন্তু কোমিন্ট্যাং সরকারের আমেরিকার দ্বারা শিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই।

ভারতীয় সংবাদ

কাশ্মীর—

ভারত সরকারের সহিত পাকীস্তান সরকারের কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনা বিফল হওয়ায় ভারতসরকার পাকীস্তান সরকারের বিরুদ্ধে হানাদারগণকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দানের অভিযোগ করিয়াছেন এবং কাশ্মীর হইতে হানাদারদিগকে বিতাড়িত করিবার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। যেরূপ ক্ষতি হউক না কেন, সমগ্র সামরিক শক্তি নিয়োগ করিয়া ভারত সরকার কাশ্মীরকে রক্ষা করিবেন। গিলগিট প্রদেশ হানাদারগণ হস্তগত করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে আগামী বসন্ত কালে সামরিক অভিযান আরম্ভ হইবে। শীতকালে অভিযান পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় ভারত সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাশ্মীরে এখনও প্রায় ২ লক্ষ হানাদার অবস্থান করিতেছে। পাকীস্তান সরকার হানাদারগণকে কাশ্মীর আক্রমণে সক্রিয় সাহায্য করিতেছে, এবং পাকীস্তানের কয়েকটি স্থানে হানাদারগণ ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। পাকীস্তান রাষ্ট্র ঐরূপ বিপক্ষদেশোচিত কার্য্য হইতে বিরত না হওয়ায় ভারত সরকার সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছেন।

নগদ তহবিলে পাকীস্তানের অংশ—

ভারত বিভাগের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মোট নগদ জমা ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে ইতিপূর্ব্বে উভয় ডোমিনিয়নের আপোষ মীমাংসায় পাকীস্তানের অংশ বাবং ৭৫ কোটি টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। ইহার মধ্যে পূর্ব্বেই ২০ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং ভারত সরকার পাকীস্তানের জন্য এ পর্য্যন্ত আরও ১৮ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন। বাকী ৩৭ কোটি টাকা বর্ত্তমানে পাকীস্তানকে দিবার কথা ছিল। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে পাকীস্তানের বিপক্ষদেশোচিত কার্য্যের জন্য ঐ টাকা ভারত সরকার আদায় দিবেন কি না বা তাহা কি ভাবে আদায় দেওয়া হইবে তাহা পুনরায় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সীমানা লইয়া গোলযোগ—

কিছুদিন পূর্ব্বে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে অবস্থিত চরশরণদাসপুর গ্রাম দখল করে। বাংলা সরকার ইহার প্রতিবিধান জন্য ভারত সরকারকে সংবাদ দেন। পাকীস্তান সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে এ বিষয়ে মীমংসোর জন্য আলোচনা চলিতেছিল। ইতিমধ্যে ঐ জেলার জঙ্গীপুর থানার রাইনগর নামক অপর একটি সীমান্তবর্ত্তী স্থান পূর্ব্ব পাকীস্তানের সশস্ত্র বাহিনী অধিকার করিয়া লইয়াছে। এদিকে পূর্ব্ব পাকীস্তানের পূর্ব্ব সীমা কাছাড় জেলার এক বিস্তৃত ভূভাগ পাকীস্তান সৈন্য দখল করিয়াছে। এই সমস্ত অনধিকার আক্রমণের বিষয়ে উভয় রাষ্ট্রে আপোষ মীমাংসা না হইলে সংঘর্ষ বাধিতে পারে।

ভারত শাসন আইন—

আগামী ১৯৪৮ সাল ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে স্বাধীন ভারতের শাসন তন্ত্রের খসড়া রচনা সম্পূর্ণ হইবে। গণপরিষদে গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে আইনে পরিণত করিয়া এই শাসনবিধি ইংরাজীতে রচিত হইবে এবং ইহার হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হইবে।

বিনাপ্রতিযোগিতায় নির্ব্বাচিত—

শ্রীমতী বিজয়লক্ষী পণ্ডিত রুশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ায় কানপুর কেন্দ্রে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ খালি হয়। তাঁহার স্থলে কংগ্রেস মনোনীতা শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মুসলিম নেতৃ-সম্মেলন—

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে লক্ষ্ণৌএ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানগণের একটি সম্মিলন হয়। সম্মিলনে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী, লীগপন্থী এবং অন্যান্য দলভুক্ত মুসলমানগণের প্রায় ৫০ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, বৈদেশিক শাসকগণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে সকল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করিয়াছিল, সেই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের ও জাতির উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া ভারতের মুসলমানগণ ঐ সকল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করিবেন।

বিমান দুর্ঘটনা—

গত সোমবার করাচীর অনতিদূরে একটি যাত্রীবাহী বিমানপোত ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফলে ১৯ জন যাত্রী ও ৪ জন জাহাজের কর্ম্মচারী নিহত হয়। যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনা এই প্রথম।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়—

বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথম হইতে আসামে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। অতঃপর আসাম প্রদেশের স্কুল-কলেজ-গুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন হইবে।

ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষ্যে গুলীবর্ষণ—

৩১শে ডিসেম্বরে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বোম্বাইএ ছাত্র ফেডারেশনের সম্মিলনের ব্যাপারে ছাত্রগণ পুলিশের বাধা না মানিয়া মণ্ডপ অধিকার করে। প্রকাশ, ছাত্রগণের তরফ হইতে বোমা ও সোডার বোতল নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ গুলীবর্ষণ, লাঠি চালানো ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। ফলে ২০০ জন আহত ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অবস্থা বর্ত্তমানে আয়ত্তে আসিয়াছে।

বিহার সংবাদ

বিহারের নূতন গভর্ণর—

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভারত সরকারের খাদ্য সচিবের পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং বিহারের বর্ত্তমান গভর্ণর শ্রীজয়রাম দাস দৌলতরাম ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে বিহারের নূতন গভর্ণর হইয়া আসিতেছেন।

সেরাইকেলা ও খরসোঁয়া—

বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারের উপরোক্ত দেশীয় রাজ্য দুইটি ভারত সরকারের এজেন্ট হিসাবে উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিবে। এই ব্যাপারে বিহারে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বিহার গভর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানাইয়াছেন এবং রাজ্য দুইটিকে বিহারের সহিত সংযুক্ত করিবার দাবী করিয়াছেন। রাজ্য দুইটির দুই লক্ষাধিক অধিবাসীর মধ্যে লক্ষাধিক আদিবাসী। উহারা সিংভূমের মধ্যে অবস্থিত এবং পূর্ব্বে ছোটনাগপুর ষ্টেট্‌স্ নামে পরিচিত হইত। এই সকল কারণ দেখাইয়া ঐ দুইটি রাজ্য ব্যতীত ছোটনাগপুরের মধ্যে অবস্থিত আরও ৭টি ছোট রাজ্যের উপরও বিহারের দাবী জানানো হইয়াছে। গত শুক্রবারে অন্যান্য ২২টী দেশীয় রাজ্যসহ খরসোঁয়া রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবার সময় তীরধনুক লইয়া কয়েক হাজার আদিবাসী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য গুলিচালনার ফলে প্রায় শতাধিক লোক নিহত ও ৩০০ লোক আহত হইয়াছে। উড়িষ্যা সরকারের মতে এই হাঙ্গামার প্রেরণা বিহার হইতে আসিয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক সম্মিলন—

দ্বারভাঙ্গায় বিহার প্রাদেশিক হোমিওপ্যাথিক সম্মিলনের দ্বাদশতম অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাই ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের উপযোগী। এই ব্যবস্থাগুলির প্রসারের জন্য

গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন।

পাটনায় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

১লা জানুয়ারী হইতে ৮ই তারিখ পর্য্যন্ত পাটনার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকসহ প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

বিহার মাড়োয়ারী সম্মেলন—

সম্প্রতি কাটিহারে যে মাড়োয়ারী সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে বেরার প্রাদেশিক কংগ্রেসের এবং নিখিলভারত মাড়োয়ারী সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রীজলাল বিয়াণী বিহার প্রাদেশিক মাড়োয়ারী ফেডারেশনের প্রদত্ত মানপত্রের প্রত্যুত্তরে বলেন যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসাবে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই ব্যবসায় করা উচিত। তাহাদিগকে বর্ত্তমান ব্যবসায়ের রীতি ও নীতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দেশে গণতন্ত্রের যুগ আসিয়াছে। যদি তাঁহারা যুগোপযোগীভাবে নিজেদের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারেন, তবেই তাঁহারা বাঁচিবেন, নচেৎ নহে। তিনি তাহাদের আইনের উপর ভরসা না করিয়া জনসাধারণের সহানুভূতির উপর আস্থা রাখিয়া চলিতে বলেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়কে জাতীয়ভাবাপন্ন সম্প্রদায়রূপে কার্য্য করিতে হইবে। তাহারা যেন কোনরূপে প্রাদেশিকতার ঝঞ্ঝায় আন্দোলিত না হন।

স্থানীয় সংবাদ

আদিবাসী সম্মিলন—

হড়া থানার লেদাডি গ্রামে ১০।১১ই পৌষ আদিবাসীদের একটি বিরাট সভা হয়। হড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া, কাশীপুর, পাড়া, পুরুলিয়া, সাঁতুড়ি প্রভৃতি থানার প্রতিনিধিবর্গ এই সভায় যোগদান করেন। সভায় প্রত্যেক বয়স্ক শিশুর শিক্ষালাভ, মদ্যপান বর্জ্জন এবং অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথা দূর করিয়া উন্নতি লাভের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সব বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হইয়াছে— ১। শ্রীচৈতন কিস্কু, সভাপতি (রাইসা, হড়া) ২। শ্রীকার্ত্তিক মাঝি, সম্পাদক (টুইকা, মানবাজার) ৩। শ্রীসহদেব মাঝি (মোরজঙ্গলপুর, হড়া) ৪। শ্রীসনাতন মাঝি (হাঁসদা, পুঞ্চা) ৫। শ্রীজলধর মাঝি (পলাশকুঁড়া, পাড়া) ৬। শ্রীখাদু মাঝি (ডমনকিয়ারী, কাশীপুর) ৭। শ্রীবাবুলাল মুর্মু (ধবনী, হড়া) ৮। শ্রীকালীচরণ মাঝি (হাঁসদা, মানবাজার) ৯। শ্রীতারাচাঁদ বাস্কী (কুটনী, মানবাজার) ১০। শ্রীরহন সরেন (গামারকুড়ি) ১১ শ্রীধনঞ্জয় মুর্মু ১২। শ্রীমঙ্গল পাউরিয়া (প্রতাপপুর, সাতুড়ী) ১৩। শ্রীভাটু টুডু (কাশীপুর)।

ধান্দা পঞ্চায়েতের প্রশংসনীয় উদ্যম—

বে-আইনীভাবে জঙ্গল হইতে কাঠ বিক্রয় বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মানবাজার থানার ধান্দা গ্রামের পঞ্চায়েত-সভ্যগণ জঙ্গলের মালিক, জঙ্গল গার্ড ও ১২ জন গাড়োয়ানের বিরুদ্ধে থানায় সংবাদ দেন। তাঁহাদের উদ্যোগে স্থানীয় জঙ্গল বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইল তাহা এখনও জানা যায় নাই।

কাঠের অগ্নিমূল্য—

বরাবাজারে ২৷৷০ টাকা মণ হিসাবে পোড়া কাঠ বিক্রয় হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেখানে কয়লা দুষ্প্রাপ্য অথচ সংরক্ষিত জঙ্গল হইতে উচিত মূল্যে কাঠ বিক্রয়ের কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় জনসাধারণ অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

বলরামপুরে পুলিশের দুর্ব্ব্যবহার—

গত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে বলরামপুর থানার একজন কনেষ্টবল স্থানীয় দুইজন অধিবাসীকে যথেচ্ছভাবে মারপিট করে এবং কুৎসিৎ ভাষায় গালি গালাজ করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আহত ব্যক্তিদ্বয় অভিযোগ করিয়াছে যে বলরামপুরের দারোগাবাবুর হুকুমে তাহাদের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করা হইয়াছিল।

মুক্তির নিয়মাবলী

—o—

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবারে প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
ষাণ্মাসিক „ — ৩৷৹ „
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে ।৹ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৬। মুক্তিতে যাঁহারা প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে চান, তাঁহাদের প্রবন্ধ খুব দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে টিকিট পাঠাইতে হইবে। কোন লেখা প্রকাশ বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশের অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:—
ম্যানেজার "মুক্তি", মুক্তি কার্য্যালয়;
পোঃ পুরুলিয়া, জিঃ মানভূম, বি, এন, আর,।

"মুক্তির" বিজ্ঞাপনের হার

—o—

পূর্ণ পৃষ্ঠা — ৪০৲ (২ কলম) প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা — ২২৲ (১ কলম) " "
সিকি পৃষ্ঠা — ১২৲ (½ কলম) " "
প্রতি ইঞ্চি কলম—৩৷৹ প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
সম্মুখের পৃষ্ঠায় অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৫৲ (১ কলম) "

১। বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম অর্থাৎ ১২ সংখ্যার কম হইলে এই হারে লওয়া হইবে।

৩ মাস বা তাহার বেশী সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে ম্যানেজারের নিকট চিঠি লিখিয়া বা দেখা করিয়া স্থির করুন।

২। যে সপ্তাহে বিজ্ঞাপন যাইবে সেই সপ্তাহে বুধবার পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের কপি দিতে হইবে

এজেণ্টগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১। পাঁচখানার কম হইলে "মুক্তির" এজেণ্ট করা হইবে না।

২। এজেণ্টকে প্রতি কপির জন্য দশ আনা হিসাবে মুক্তির ম্যানেজারের নিকট অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৬ তারিখের মধ্যে কমিশন বাদে পুরা দাম পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

৩। শতকরা ৫ খানা হিসাবে অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হইবে। ইহা, হিসাব দিবার সময়ই জমা করিতে হইবে।

৪। এজেণ্টগণ বিক্রীত মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

৫। এজেণ্টগণের নিকট কাগজ পাঠানো খরচ এজেণ্টকে বহন করিতে হইবে না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত দিতে হইলে তাহা পাঠাইবার খরচ এজেণ্টকে বহন করিতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে পৌষ ১৩৫৪, ১২ই জানুয়ারী ১৯৪৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵

মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা পরিচালিত

মুক্তি প্রেস

পুরুলিয়া।

সর্ব্ব প্রকার ছাপার কাজ

বাঙ্গলা

ইংরাজী

হিন্দী

সুন্দর ভাবে ও নিয়মিত সময়ে
করা হয়।

পুরুলিয়া
ড্রাগ হাউস
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া
একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার
পুরুলিয়া।
সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী
ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার
সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।
গোউরপদ সেন এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

পুরুলিয়া
খদ্দর ভাণ্ডার
—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।

ঝালিদায়
সত্য-মেলা
মানভূম জিলায় ঝালিদার জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক তথা জনসাধারণের যে বিরাট অভিযান হইয়াছিল তাহার প্রথম বলি অমরবীর সত্যকিঙ্করের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে ৩রা মাঘ পর্য্যন্ত ঝালিদার এই মেলা হইয়া আসিতেছে।
সকলে এই মেলায় সমবেত হইয়া এই বীরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করুন।

সোনার হার
মুক্তিতে বিজ্ঞাপিত প্রাপ্ত হারটীর বর্ণনা লইয়া অদ্যাবধি একজনের অধিক আমাদের নিকট আসেন নাই। তাঁহার বর্ণনাও মূল জিনিসের অনুরূপ হয় নাই। অতএব জনসাধারণকে এ বিষয়ে পুনরায় জ্ঞাত করা যাইতেছে।
শ্রীনীয় রাঘব আচারিয়ার
শিল্পাশ্রম

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ২৭শে পৌষ, সোমবার

শাসন-যন্ত্র

একটী অতি বৃদ্ধ লোক। সোজা হইয়া চলিতে পারে না, নুইয়া চলিয়াছে। গায়ে জামা নাই, একটী ছেঁড়া পুরানো অত্যন্ত ময়লা এক খণ্ড কাপড় চাদরের মত গায়ে জড়াইয়া আছে। সহরে পুকুরের ধার দিয়া পাকা সড়ক ধরিয়া চলিয়াছে কংগ্রেস অফিসের সন্ধানে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার পা চলিতেছে না। কিন্তু চাষী সে,—কাজেই অভ্যাসবশে চলিয়াছে।

তাহার অভিযোগ বা প্রার্থনা এই যে মফস্বলের এক রেজেষ্ট্রী অফিসে সে দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়াছিল দুই বিঘা জমির জন্য। রেজেষ্ট্রী অফিস হইতে সেই দলিল সে পায় নাই। এক উকীলকে সে ধান বিক্রয় করিয়া দলিলটী বাহির করিবার জন্য এগার টাকা দিয়াছিল। সেই উকীল বলিয়াছেন, দলিল পাওয়া যাইতেছে না। টাকাও ফিরাইয়া দেন নাই। বান্দোয়ান হইতে সে পঁয়তাল্লিস মাইল হাঁটিয়া আসিয়াছে—তিন দিনে; কংগ্রেস অফিস হইতে যদি তাহার দলিলের কোন ব্যবস্থা করিতে পারে।

রায়তের অধীনে কোর্ফা প্রজা মাটি কাটিয়া জমিটী ভাল করিয়া তৈরী করিয়া ক্ষেত করিয়া চাষ করিতেছে। এক দিন তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া রায়ত সে জমি দখল করিয়া লইল। আদালতে কিছু হইল না,—কংগ্রেস অফিসে চলিল, যদি কিছু ব্যবস্থা হয়।

প্রবলে দুর্বলের জমি কাড়িয়া লইতেছে, প্রতাপান্বিত জমিদারের সিপাহী গ্রামের চাষীর স্ত্রীকে অপমান করিতেছে, থানাতে ডাইরী দিতে গেলে,—সেখানে এখনও প্রবলের রাজত্ব।

গ্রামের গরীব হরিজন বা চাষীর উপর দিগার এখনও প্রবল প্রতাপে রাজত্ব চালাইতেছে। ঘাটোয়াল ডাকাতি করাইয়া দিনের আলোতে লোককে ভয় দেখাইতেছে। দরখাস্তের উপর দরখাস্ত—কোন প্রতীকার নাই।

সরকার কৃষিঋণ দিবে। চার টাকা বাস ভাড়া খরচ করিয়া সহরে হোটেল খরচ করিয়া তিন দিন তিন রাত্রি বসিয়া থাকিয়াও অফিসে তাহার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না।

গরীব জনসাধারণের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া হইল। একটু বর্দ্ধিষ্ণু যাহারা বন্দুকের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে, পুলিশ রিপোর্টে অনুমোদন করিয়াছে—কিন্তু বছর হইতে চলিল, তাহার একটা খবর নাই।

গভর্ণমেণ্ট কুয়া মঞ্জুর করিবে বলিয়া দরখাস্ত চাহিয়াছে, দরখাস্ত করা হইল। ছয়মাস হইয়া গেল তাহার একটা জবাব পাওয়া যায় না যে, কি হইল।

অভিযুক্ত হইয়া ছয়মাস, একবৎসর যাবত হাজতে পড়িয়া আছে—বিচার হইতেছে না।

গরীব, মধ্যবিত্ত, বর্দ্ধিষ্ণু, গ্রাম্য, নাগরিক, যে কেহ হউক না কেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যাপারে,—তাহাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে যেখানে অফিস আদালত, হাকিম পুলিশ, সরকারের সম্পর্কে আসিতে হয় সেখানেই একটা শৃঙ্খলার অভাব, উপেক্ষা, হায়রানি,—এই অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছুই সে পাইতেছে না।

সরকারী কৃষি বিভাগ আছে। তাহার কি কাজ, কি সে করিতেছে, চাষীদের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ, চাষীরা তাহাদের নিকট হইতে কি সাহায্য পাইতে পারে, কোথায় কাহার কাছে যাইতে হইবে—সাধারণে এবিষয়ে কিছুই জানেনা, জানানও হয় না।

সরকারী শিল্প বিভাগ আছে—জনসাধারণ তাহার কথা জানেও না। কোন্ সাহায্য তাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, সে বিষয়েও তাহার কোন পরিচয় নাই।

"খাদ্য শস্য বাড়াও" কমিটি, আরও দু একটা বিভাগ বা কমিটি আছে—মোটমাট যে গুলিকে লইয়া বলা হয় "জাতি-গঠন বিভাগসমূহ"—তাহাদের সহিত জাতির কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা সম্পর্ক আছে বলিয়া দেখা যায় না।

কি সহরে, কি গ্রামে, গরীব বা মধ্যবিত্ত জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনদিক দিয়াই কোন বিষয়ে একটা সুবিধা,—একটা সহজ ব্যবস্থার পরিচয় কোন মতেই পাইতেছে না।

দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা সম্ভবপর নয়। কেবল সামান্য দু-একটী বিষয় সম্বন্ধেই বলা হইল। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে প্রদেশের সেক্রেটারিয়েট হইতে সুরু করিয়া গ্রামের থানা পর্য্যন্ত যে সরকারী ব্যবস্থা চলিতেছে, এই ব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার যে সক্রিয় প্রচেষ্টা তাহার কোন আভাসই দেখা যাইতেছে না। শাসন ব্যবস্থা দিনের পর দিন শ্লথ হইয়া আসিতেছে, শৃঙ্খলার অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে, দায়িত্বের কোনও বালাই নাই, স্থানীয় কর্ম্মচারীদের খেয়াল ও মর্জ্জির উপর স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা চলিতেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর কিন্তু ইহার বিপরীত অবস্থাই লোক আশা করিয়াছিল। আজ সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইতেছে—তাহা আমাদের স্বাধীন জাতীয় সরকারের সম্বন্ধে। ইংরাজ সরকারকে আমরা সমালোচনা করিয়াছি। তাহার একদিকে উদ্দেশ্য ছিল তাহার বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনোভাব জাগ্রত করা, বিদেশী শাসনের কুফল দেশের লোকের অচেতন ও মোহমুগ্ধ মনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। সেখানে সেই সরকারের ধ্বংস করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে রক্ষা করা, ইহাকে দোষমুক্ত করা, এবং ইহা আমাদেরই গভর্ণমেণ্ট বলিয়া ইহাকে সুন্দর, স্বস্থ, প্রাণবান, শক্তিমান ও জনসাধারণের প্রকৃত সেবকরূপে পরিণত করার জন্যই—ইহার যেখানে ত্রুটি আছে, যেখানে অব্যবস্থা আছে, যেখানে দুর্ব্বলতা আছে—তাহা অবাঞ্ছনীয় হইলেও, তাহা দেখাইতে হইবে ও তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। নিজের পুত্রের বা প্রিয়জনের মঙ্গল যেখানে কাম্য, সেখানে তাহার ত্রুটি সম্বন্ধে অন্ধ হইলে পুত্রের বা প্রিয়জনের ক্ষতিই করা হইবে।

যাহা বর্ত্তমানে আমারা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি, তাহা—আমাদের সরকারের জনগণের সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী, যে অনুভূতি থাকা প্রয়োজন, তাহার অভাব। যে ভাবে আমরা দেশকে পাইয়াছি, এবং যে সকল সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসুবিধা অনেক আছে যাহা এখনই অতিক্রম করা সম্ভব পর নয়। কিন্তু তাহাই ত সব ও একমাত্র নয়। খাদ্য বস্তুর অভাব, বস্ত্রের অভাব, চিনির অভাব, কেরোসিনের অভাব—এগুলি আমাদের সৃষ্টি নয়,—আমাদের বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি। এগুলিকে জাতির সমবেত প্রচেষ্টায় অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা জনসাধারণ বুঝিতেছে এবং ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে হয়ত সম্পূর্ণ দায়ী নাও করা যাইতে পারে। কিন্তু একখানা দরখাস্ত লিখিলে যদি ছয়মাসে তাহার জবাব না পাওয়া যায়,—অফিস, আদালত, থানা, কোর্ট এবং সরকারী অন্যান্য ব্যাপারে, যদি ব্যবস্থার দৃঢ়তা বা শৃঙ্খলার অভাবে লোকে অযথা হয়রাণ হয়—তবে তাহার দায়িত্ব বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকেই লইতে হইবে। দুর্ব্বল যদি গভর্ণমেণ্টকে সহায়রূপে না পায়, অসহায় যদি ভরসা না পায়, তবে গভর্ণমেণ্টকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিন্তা করিতে হইবে জনসাধারণের কোথায় কি অসুবিধা হইতেছে, কোথায় তাহার কি দুঃখ এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কি ভাবে কেমন করিয়া সুরাহা করা যাইতে পারে যদি ইহা কেবল গতানুগতিক পন্থাই চলে, তবে ইহা জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট কেবল নামেই হইবে—কাজে হইবে না।

একটু কল্পনা, একটু পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করিলে জনসাধারণের কত সুবিধা হইতে পারে, তাহার সামান্য দু-একটা ব্যবস্থা উদাহরণ স্বরূপ দিলেই বুঝা যাইবে।

ডেপুটী কমিশনার, পুলিশ সাহেব, এস ডি ও প্রভৃতি যে সকল স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আছেন তাঁহারা যদি পালাক্রমে পক্ষকালেও একবার এক এক থানায় যান, সেখানে পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস-কর্ম্মিদের সাহায্যে জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, অমুক দিন অমুক স্থানে, যাহার যাহা অভিযোগ আছে তাহা লইয়া তাঁহাদের কাছে আসিবে,—এবং তাঁহারা সেই স্থানেই সে সম্বন্ধে যাহা

ব্যবস্থা করিবার করেন, তাহা হইলে ইহাদের আদালতের কাজও কমে, জনসাধারণও অনেক ভরসা পায় ও অনেক অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পায়।

দরখাস্ত বা আবেদন সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অনায়াসে করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, এতদিনের মধ্যে যাহা হউক না কেন, তাহা দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

অফিসগুলিতে এই নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থা অনায়াসে করা যাইতে পারে যে যাহারা বাস্তবিক কাজের জন্য আসিবে তাহাদের যেন হয়রান না হইতে হয়।

সরকারী যে সমস্ত বিভাগ জিলাতে আছে সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে ভাল করিয়া জানাইয়া দিতে অনায়াসে পারা যায়। কোন্ বিভাগের কি কাজ, কোথায় কাহার নিকট গেলে জনসাধারণ কি খবর পাইতে পারে, কি সুবিধা পাইতে পারে, এ গুলির সম্বন্ধে অনায়াসে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মুস্কিল এই যে স্থানীয় কর্ম্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। পূর্ব্বতন শাসনযন্ত্রের অংশরূপে বিদেশী শাসনকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্যই ইহাদের গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। সেখানে গভর্ণমেণ্টের কর্ণধারদের সন্তুষ্ট করিয়া রাখিবার মধ্যেই ইহাদের সফলতা নির্ভর করিত। জনতা তাঁহাদের কাছে গণ্যের মধ্যে ছিল না। বর্ত্তমানে তাঁহাদের সেই মনোবৃত্তিই বজায় আছে। মন্ত্রীদের বা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ইহারা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন হইল বলিয়া মনে করেন। জনসাধারণ ততটুকুই ইহাদের কাছে গণ্য, যতটুকুতে প্রভু বা প্রভুস্থানীয় যাঁহারা, তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। তফাৎ এই যে, পূর্ব্বতন গভর্ণমেণ্টের কর্ণধারকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে তাহাদের যে নীতি তাহা আপোষহীনভাবে কার্য্যকরী করিতে হইত। সেখানে কোন দয়ামায়া বিচার বিবেচনা ছিল না। তাহাদের নীতি ছিল ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখিয়া শোষণ করা। যে কোন কর্ম্মচারী,—চৌকিদার হইতে সুরু করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী—এই নীতির সামান্য ও ব্যতিক্রম করিলেই, তাহার স্থান গভর্ণমেণ্টে ছিল না; উন্নতি ত দূরের কথা। এই নীতিকে সফল করিয়া তুলিবার উপরেই কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা নির্দ্ধারিত হইত।

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নীতি ঠিক তাহার বিপরীত। কিন্তু সেই নীতিকে কার্য্যকরী করিয়া তোলার জন্য যে দৃঢ়তা ও যে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ভঙ্গী দরকার, তাহার একান্ত অভাব। দেশের জনসাধারণের সম্বন্ধে যে সরকারী নীতি, তাহার সম্বন্ধে সরকারী কর্ম্মচারীদের ঔদাসীন্য, উপেক্ষা, অবহেলা, এমনকি কার্য্যক্ষেত্রে ইহার বিপরীত আচরণেরও অভাব নাই। মন্ত্রীরা জনসভায় স্বীকার করিতেছেন যে কর্ম্মচারীদের জন্য বড়ই গোলমাল হইতেছে। ইহা গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। গভর্ণমেণ্টের নীতি ও ব্যবস্থা যে কর্ম্মচারীর দোষে কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না, তাহাদিগকে বহাল রাখিবার পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে?

এই সমস্ত বিষয় আমরা আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ণধারদের ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া তাঁহাদের কর্ম্মধারা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ও সক্রিয় হইতে বলি। আজ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত। এই সময় সর্ব্বপ্রকার শিথিলতা, দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া দেশের শাসনযন্ত্র শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা না করিতে পারিলে বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বাস্তবিক জনতার স্বরাজে পরিণত করা দুষ্কর হইবে। গান্ধীজী জনসেবার যে পথ প্রদর্শন করিতেছেন মন্ত্রীদের ও গভর্ণমেণ্টের সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া না চলিলে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট জনতার কল্যাণ করিতে পারিবে না। তাঁহাকে 'অবাস্তব' বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন এই যে আমাদের দেশের উপেক্ষিত জনসাধারণ, তাহাদের সহায় এবং সেবকরূপে নিজেদের পরিণত করাই গান্ধীজীর শিক্ষা।

শ্রেষ্ঠ যাঁহারা—যাঁহাদের হাতে দেশবাসী ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে, তাঁহারা যদি এই নীতি কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হন, তবে স্বভাবতঃই পুরাতন কাঠামোর পরিবর্ত্তে জনসাধারণের উপযোগী নূতন শাসনযন্ত্র গড়িয়া

উঠিবে। জনসেবা ও কর্তব্যপালনই যদি যোগ্যতার মাপ-কাঠি হয় তবে স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের অসুবিধা ত দূর হইবেই, অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যা আছে তাহার সমাধানও দুষ্কর হইবে না। জনতার গুরু গান্ধীজীর কথাগুলি আমরা যদিও বা কখনও বুঝি, তাহা বড় দেরীতে। এখনও সময় থাকিতে এই অতি বাস্তব সত্যটি দেশবাসী ও গভর্ণমেণ্ট অনুধাবন করিবেন কি?

বিবিধ প্রসঙ্গ

কাপড় ও কাগজের কণ্ট্রোল—

সংবাদ যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে এক ধান চাউল ছাড়া প্রায় সমস্ত জিনিষেরই, এমন কি কাপড় সুতা কাগজ প্রভৃতির কন্‌ট্রোলও উঠাইয়া দিবার জন্য বিবেচনা হইতেছে। চিনি ও কেরোসিনের কন্‌ট্রোল উঠিয়া যাইবার পরে একটা ব্যাপার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে যেখানে ব্যবসায়ীরা একটু বিবেচক সেখানে ইহা একটু বেশী দাম হইলেও পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু যেখানে একান্ত অবিবেচক সেখানে দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ। যাহাই হোক না কেন, কাপড় কাগজ ও অন্যান্য জিনিষের কন্‌ট্রোল উঠিয়া গেলেই ভাল। কিছুদিন একটু টানাটানি চলিলেও একটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে ইহা বাধ্য।

বিলাসগৃহ নির্ম্মান বন্ধ—

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী খরচ পড়ে এমন বাড়ী তৈরী করিতে দেওয়া হইবে না এবং বাড়ী তৈরীর মাল মশলা লোহা, সিমেণ্ট প্রভৃতি, এমনভাবে দেওয়া হইবে যাহাতে উপর্যুক্ত মূল্যের বেশী বাড়ী তৈরী না করিতে পারে। এই ব্যবস্থা সফল হইলে খুবই ভাল হয়। বেশীরভাগ-ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে যে চোরাবাজারে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত টাকায় সহরগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরী হইতেছে। ইহাদের সিমেণ্ট লোহা প্রভৃতি কোন বস্তুরই অভাব নাই। সাধারণ লোককে একখানা চালা তুলিতে যাইয়া হিমসিম খাইতে হইতেছে। যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সমর্থন-যোগ্য। তবে এই সঙ্গে সঙ্গে সহরগুলিতে যেভাবে বাসস্থানের অভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে সমস্ত বাড়ী-তৈরী বন্ধ করিয়া দিয়া গরীব ও মধ্যবিত্তদের জন্য গভর্ণ-মেণ্টের বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা করা দরকার।

শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের বিহার ত্যাগ—

গত ৮ই জানুয়ারী বিহারের গভর্ণর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম, নূতন গভর্ণর শ্রীমাধব শ্রীহরি আনেকে কার্য্য-ভার বুঝাইয়া দিয়া বিহার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীজয়রামদাসের সঙ্গে মানভূমবাসীর ঘনিষ্ট পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এখানে তিনি গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারী হইয়াও তিনি যে অনাড়ম্বরতা, বিনয় ও জনসেবার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট তাহা অনুসরণ করিলে দেশ উপকৃত হইবে।

ইংলণ্ডে যানবাহন ব্যবস্থা জাতীয়তাকরণ—

ইংলণ্ডে রেল, ষ্টীমার বাস প্রভৃতি সমস্ত সাধারণ যান-বাহন ব্যবস্থা কেবল গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই অধিকৃত ও পরিচালিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইতিপূর্বে কয়লাখনি সমূহ এইভাবে ব্যক্তির অধিকার হইতে সরকারী দখলে আনা হইয়াছে। ভারতবর্ষে অবশ্যই রেল সরকারী ব্যবস্থাধীনেই আছে, কিন্তু বাগুলি অবিলম্বে সরকারী দখলে আনিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এবিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের আর বেশীদিন নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

ওয়েলফেয়ার অফিসারদের কাণ্ড—

বরাবাজার, চাণ্ডিল প্রভৃতি দু-একটী থানা হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে,—আদিমজাতিদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত ওয়েলফেয়ার অফিসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারা আদীবাসীদের মধ্যে একটা পৃথক আন্দোলন সৃষ্টি করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। বরাবাজারের সংবাদে প্রকাশ যে সেখানের অফিসার, আদীবাসীদের জন্য পৃথক পঞ্চায়েতের দাবীর জন্য উস্কানী দিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট আদীবাসীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নয়ন করিয়া তাহাদের কল্যাণ সাধণের জন্যই এইসব কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা যে এই নীতির বিপরীত কার্য্য করিয়া আদিবাসীদের অকল্যাণ ও জাতীয়তা বিরোধী কার্য্য করিতেছেন, সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাহাদের সম্বন্ধে বহুস্থান হইতে আরও অনেক প্রকার অভিযোগ শোনা যাইতেছে। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া দরকার।

গান্ধীজী

গ্রামে শস্য সঞ্চয়

শ্রীবৈকুণ্ঠ লালুভাই মেহেতা জানাইতেছেন যে, নিয়ন্ত্রণ সাধারণভাবে রদ হইবে বুঝিয়া আমাদের এখন চেষ্টা করা উচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যাহাতে সম্ভবমত যথেষ্ট শস্যাদি সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চয় মুনাফার জন্য নহে। যে কোন কারণেই হউক না, খাদ্যাভাব যদি ঘটে তবে এই সঞ্চয় তখন রক্ষা করিবে। তাঁহার আসল চিঠিখানি গুজরাটীতে লেখা—গুজরাটী 'হরিজন'-এ আমি উহা দিয়াছি এবং উহার আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার যুক্তির সার কথাটি দেওয়া হইল। আমি বরাবর এই মত পোষণ করিয়াছি যে, নগদ টাকায় খাজনা দিবার প্রথার স্বপক্ষে যে যুক্তিই থাকুক, এই প্রথার প্রবর্ত্তনে গ্রামে শস্য-সঞ্চয় রাখিবার ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং জাতির ক্ষতিও সেই পরিমাণে হইয়াছে। উপরে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহারই কারণে গ্রামে শস্য সঞ্চয় রাখা প্রয়োজন। ইহার সর্ত সকল সময়েই এই যে, কৃষক ও ব্যবসায়ী কেহই লোভী বা অসাধু হইবেন না। আর এই সহজ সাধুতা যখন সর্বসাধারণের মধ্যে জাগিবে, তখন খাদক বা ক্রেতাকে আর বঞ্চনা করা চলিবে না। জাতির অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং সকল লোকের আয় জীবনধারণের উপযোগী ব্যয়ের মত হইলে, স্থলভতা ও দুর্মূল্যতার প্রশ্ন আর তখন থাকিবে না।

—বাংলা হরিজন ২৮।১২।৪৭

চরকার বাণী

"চরকার উপর আমি এত বেশি জোর দিয়াছি কেন? বহু বৎসর পূর্বে আমি যখন চরকার কথা বলিতে আরম্ভ করি, সে সময় জানিতাম না যে পাঞ্জাব এবং গুজরাট ও কাথিওয়াড়ের কতক অঞ্চলে চরকা-শিল্প তখনও বাঁচিয়া আছে। প্রথমে মনে হইয়াছিল চরকা গরীব কৃষক এবং পল্লী রমণীর আয় বাড়াইবার একটা উপায়। কিন্তু চরকার ভিতরে যে প্রচণ্ড শক্তি রহিয়াছে পরবর্তীকালে তাহা আবিষ্কার করিলাম। ঐ শক্তি হইল অহিংসার, প্রবলতম সামরিক শক্তিও তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। এই উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়াই চরকাকে আমি অহিংসার প্রতীক বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

আপনারা সকলে চরকার ইতিবৃত্ত, ঢাকাই মসলিন এবং তাহার অন্তর্ভঙ্গ সকলের ইতিকথা জানেন। তৎ-কালে চরকা আমাদের দাসত্বের চিহ্ন ছিল। মনিব যে মজুরি বাঁধিয়া দিত কারিগরদের তাহাতেই কাজ করিতে হইত, 'না' বলিবার সাহস তাহাদের ছিল না। কিন্তু সেই চরকাই যখন তাহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া চালান হয়, তখন স্বাধীনতার প্রতীক হইয়া উঠে। ভারতের ৪০ কোটি জনগণের মধ্যে সকল পুরুষ ও নারী এবং বড় ছেলেমেয়েরা যদি চরকা কাটে, তবে এত সুতা হইবে যে তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের পরিধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদি বোনা যাইবে আর তাহা দ্বারা কোটি কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু কাজের দিক হইতে ইহাই চরকা সম্বন্ধে বড় কথা নহে। চরকা অব-লম্বন করিয়া ৪০ কোটি লোকের মধ্যে সহযোগিতামূলক যে কর্ম্মচেষ্টা সৃষ্ট হইয়া উঠিবে, তাহারই আমি সব চেয়ে বেশি মূল্য দিই। কাহাকেও শোষণ না করিয়া এত কোটি লোককে কাজ দিতে পারে এমন বৃত্তি আর কিছু আছে কি? মিলগুলি এরূপ কার্য কখনই করিতে পারিবে না। কোটি লোককে পুরা বা আধা বেকার অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া মিলগুলি মাত্র কয়েক লক্ষ লোককে কাজ দিতে পারে। অতীতে লোকে হয়ত আমার খাতিরে চরকা চালাইয়াছে কিন্তু চরকার পুরা অর্থ বুঝে নাই। এই কারণেই চরকা বহু পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আজ আমি চাই আপনারা ভাবিয়া বুঝিয়া চরকা গ্রহণ করুন। চরকার অর্থ শোষণ করিতে মুক্তি। চরকার অর্থ অহিংসা ও নৈতিক জীবন। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহারা যদি চরকা গ্রহণ করেন, তবে আর তাঁহারা চরকা ছাড়িয়া দিবেন না। তখন সাম্প্র-দায়িক বা অন্যপ্রকার কলহ থাকিবে না। আপনারা তখন সারা পৃথিবীতে শান্তির অগ্রদূত হইবেন।"

—বাংলা হরিজন ৪।১।৪৮

স্মৃতি পূজা

স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী

মুক্ত ভারতে 'মুক্তি' জেগেছে ফিরে,
আবার তাহারে ঘিরে—
জাগিয়া উঠেছে নূতন চেতনা, নূতন প্রেরণা ধীরে ;
পুরাতন স্মৃতি নূতন হইয়া আবার আসিল ফিরে ॥

মনে পড়ে ধীরে ধীরে,
পুরানো দিনের কত স্মৃতি-কথা
কত বরষের পরে।
কত অনাহার, কত অনিদ্রা, দুঃসহ বেদনায়
নগ্নচরণে শ্রান্তিবিহীন, দিবানিশি পথে যায়—
সমর ক্ষেত্রে সেকি অভিযান! অভিনব বিশ্বের!
অত্যাচারীর হৃদকম্প ও আশ্বাস নিঃস্বের!
মুক্তি পথের বার্ত্তা যে দিল 'মুক্তির' পরকাশে,
মুক্ত ভারতে তাহারে স্মরিয়া চোখে জল ভরে' আসে ॥

'মুক্তি' জেগেছে ফিরে—
মুক্তির সেই দেবতার তরে আজিকে নয়ন ঝরে ;
কোথায় দধীচি, বুকের অস্থি বজ্র-সৃজনে দিলে
অধীনতারূপী বৃত্রাসুরের শুভ-সংহার তরে!
তিলে তিলে দিলে প্রাণ,—
মুক্ত ভারতে আজিকে উঠেছে মুক্তির মহাগান।
কোথায় আজিকে তুমি ?
মুক্তির মহা উৎসবে নমি
তোমারে ধরণী চুমি' ॥

ব্রজকণ্ঠ, হে রুদ্রতেজা, আননে স্মিগ্ধহাসি,
মহাভারতের দধীচি কোথায়, কোথা তুমি মহাঋষি ?
মুক্ত ভারত, শান্তি তাহার আজিও আসেনি ফিরে
বুকে বুকে জ্বলে হিংসা-অনল সারাটী ভারত জুড়ে'।
খণ্ড ভারতে বিদ্বেষাগুণ ছেয়েছে গগন-তল
অত্যাচারীর চরণ আঘাতে ধরা করে টলমল ॥
তুমি কি নীরবে রবে ?
ধরণীর জীব উর্দ্ধ নেত্রে শুধু আজ চেয়ে রবে ?
শ্রান্ত সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে আঁধারে ছেয়েছে দিক্
তোমার পানেতে উর্দ্ধ নেত্রে চেয়ে আছি অনিমিখ্।
সত্য-লোকের মহাজ্যোতিষ্ক, মহাঋষি কহ কথা,
বল কোন্ পথে পুণ্য ভারত লভিবে সার্থকতা ?
বল কোন্ পথে সিদ্ধি তাহার, দেখাও আজি কে পথ—
মহাভারতের কল্যাণে আজি বল সেকি ল'বে ব্রত ?

কহ মহাঋষি কথা—
দূর করে দাও ভারতের গ্লানি দুঃসহ মনোব্যথা।
তোমারে সেদিন বুঝিনি আমরা
আজি তাই আঁখি ঝরে।
মুক্ত ভারতে সত্য-দেবতা, এসো আজ এসো ফিরে ॥

সমবায় সম্মিতি

(প্রাপ্ত)

মানভূমে সমবায় আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া অনেক ব্যবসায়ীর মধ্যে একটা বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কংগ্রেস বহু পূর্ব হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্য সমবায় পদ্ধতিতে চালাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। অনিবার্য্য কারণে তাহা এতদিন কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই। যদিও প্রাদেশিক সরকার সমূহের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া সমবায় বিভাগ ছিল, কিন্তু আন্তরিকতার অভাবে কোনও প্রদেশেই রকডেল কো-অপারেটিভ এর মতো কোনও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। জাতীয় মনোবৃত্তির মধ্যে নানাপ্রকার গলদ আছে বলিয়াই সমবায় আন্দোলন আমাদের সমাজে পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই।

জাতির সংগঠনে যে প্রধান বাধা ছিল পরাধীনতা তাহা আজ দূর হইয়াছে। এখন সরকার জাতীয় সরকার—জাতির উন্নতিমূলক সমস্ত কাজই গভর্ণমেণ্টের সহায়তা পাইবে—এই আশায় মানভূম কংগ্রেস ও পঞ্চায়েত সমবায় আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।

সমবায় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ক্রেতা-বিক্রেতার সমন্বয়। সমবায় ব্যবসায় যাহা লাভ হয় তাহা ভোগ করে তাহারা সকলেই, যাহারা অংশীদার হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছেন। সমবায় সমিতি বা ষ্টোর সেখানেই স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে যেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। ব্যবসাবুদ্ধি বা ব্যবসা চালনার ধৈর্য্য সকলের মধ্যে সুলভ নয়। আমাদের দেশে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, তিলি, তামলী, বেনে প্রভৃতি ব্যবসা করিয়া উন্নতি করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই উন্নতির মূলে এমন অসীম ধৈর্য্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ স্বীকার আছে যাহা না হইলে তাঁহারা ব্যবসার ক্ষেত্রে আদৌ দাঁড়াইতে পারিতেন না। মানভূমে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় মাড়োয়ারী ভাইদের হাতে। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই, বরং শিখিবার অনেক কিছুই আছে। আমাদের দুঃখের বিষয় যে সমবায় আন্দোলনে এই সুগঠিত ব্যবসায়ী সমাজ তাঁহাদের নিজের অংশ গ্রহণ করিলেন না। তাঁহাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা স্থানীয় সমবায় আন্দোলনকে পুষ্ট করিয়া তুলিলেন না।

মানভূমে সমবায় আন্দোলনের প্রথম স্তর "সমবায় ভাণ্ডার" কয়েক স্থানে মাত্র চালু হইয়াছে। পটমদা থানা, আদ্রা থানা, কাশীপুর ও ঝালিদা থানা, বান্দোয়ানের ১১টী অঞ্চল, চাণ্ডিল থানার খুঁটি অঞ্চলে সমবায় ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে এবং নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে।

অনেকে বলেন যে কণ্ট্রোল দ্রব্য লইয়াই "সমবায় ভাণ্ডার" আরম্ভ হইয়াছে। সত্য কথা—কোনও বুদ্ধিমান লোক লাভের আশা না দেখিয়া কারবার সুরু করে না। কণ্ট্রোল থাকার জন্য মাল কেনা বেচা করিলে যে লাভ হইবে সে আশাতেই সমবায় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—দরিদ্র জনসাধারণ পাঁচ টাকার অংশ কিনিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়াছে। যদি এই জনসাধারণকে পাঁচ টাকার অংশের জন্য লাভ হিসাবে দশ আনা পয়সাও বৎসরে দেওয়া যায় তবে তাহারা আত্ম শক্তিতে বিশ্বাসবান হইবে। সমবায় কারবারে বিশ্বাসী হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আগাইয়া যাইবে। কণ্ট্রোল থাকা কালীন আরও সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হইলে সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।

কণ্ট্রোল উঠিয়া গেলে—ব্যবসায়ীরা শাসাইতেছেন যে দেখিয়া লইব। ইহা স্বাভাবিক—যখন ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনে তাহাদের নিজ অংশ গ্রহণ করিলেন না তখন তাহারা ইহার বিরোধীতা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবসায়ী ভাইদের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ যে তাঁহারা যেন বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করেন। বৈদেশিক শাসন ও শোষণের ফলে আমাদের সমাজে বহু পরগাছা জুটিয়া গিয়াছে। এই সকল পরগাছা বিস্তার লাভ করিয়া সমাজ বৃক্ষটিকে পঙ্গু করিবার চেষ্টা করিতেছে। উকীল-মোক্তার, ব্যবসায়ী দালাল, জমিদার মহাজন, বহু সম্প্রদায় দেশের কিষাণ ও মজুরদের শ্রমলব্ধ অর্থ শোষণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে। ভারতের উন্নতি কিষাণ ও মজুর-দেরই উন্নতি। ইহাদের উন্নতির পথে যাহা বাধা-বিঘ্ন ছিল সেগুলি ধীরে ধীরে উৎপাটন করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। সেজন্য জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগকারীদের স্বার্থ নষ্ট করিয়া জাতির বহুলাংশের স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বড় বড় ব্যবসায়ের ম্যানেজিং এজেন্সী উঠা-ইয়া দেওয়ার আলোচনা চলিতেছে। সমস্ত কী ইণ্ডাস্ট্রী জাতীয় সম্পত্তি রূপে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ফটকা বাজার ধ্বংস করিবার জন্য ষ্টক এক্সচেঞ্জ উঠাইয়া দেওয়ার জন্য আইন তৈরী হইতেছে। এক কথায় জনগণের সার্ব্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহা কিছু দরকার তাহাই ধীরে ধীরে করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই অগ্রগতির পথে বাধা আসিলেও সেগুলি টিকিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিপদ ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার পূর্বেই যেমন সাবধান হন, তেমনই লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইবার জন্য আমাদের ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা সমবায় ভাণ্ডারের অংশ কিনুন—নিজেরা তত্ত্বাবধানের ভার নিন এবং মানভূমের মুখোজ্জ্বল করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

কংগ্রেস

মানভূমে নূতন কংগ্রেস সদস্যের তালিকা

থানা	সদস্য সংখ্যা	সাপ্লিমেন্টারী	মোট
ঝালিদা	১৯৬৭	—	১৯৬৭
চাষ	৫৫০	—	৫৫০
জয়পুর	২৩৯	—	২৩৯
পুরুলিয়া সহর	৬২৫	—	৬২৫
ঐ থানা	২০২	২২১	৪২৩
আড়সা	৬০	—	৬০
হুড়া	১৮২৮	—	১৮২৮
পুঞ্চা	১৪৩৬	৫৬	১৪৯২
রঘুনাথপুর	১০৩০	—	১০৩০
কাশীপুর	১৩৯৩	—	১৩৯৩
সাঁতুড়ি	৬৬৭	—	৬৬৭
পাড়া	৮৫০	—	৮৫০
চন্দনকিয়ারী	২২৮	৩১৫	৫৪৩
নিতুড়িয়া	৩২৯	—	৩২৯
মামবাজার	১৬১৫	—	১৬১৫
বরাবাজার	৩২৬৩	—	৩২৬৩
পটমদা	১২৬৫	—	১২৬৫
বান্দোয়ান	৮৬৯	—	৮৬৯
চাণ্ডিল	৪৭৮১	—	৪৭৮১
বলরামপুর	৯২২	—	৯২২
বাগমুণ্ডি	৬৪৪	—	৬৪৪
ইচাগড়	১০২৭	—	১০২৭
ঝরিয়া	৫৮৬৮	—	৫৮৬৮
তুণ্ডী	৮৫১	১০১	৯৫২
ধানবাদ	১৪৩৮	—	১৪৩৮
গোবিন্দপুর	১২৮	২৪৪	৩৭২
তোপচাঁচি	৩৩২০	—	৩৩২০
নিরসা	৯৪১	—	৯৪১
কাতরাস	২৮৩২	—	২৮৩২
বাঘমারা	৯৮২	—	৯৮২
কেন্দুয়াডি	২১০৩	২৬	২১২৯
চিরকুণ্ডা	২১৫০	—	২১৫০
	৪৫৭৩৫	৯৬৩	৪৬৬৯৮

বিশ্ব বার্ত্তা

বিগত ৪ঠা জানুয়ারী ৬১ বৎসরের পরাধীনতার শেষে ব্রহ্মদেশে স্বাধীন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কংগ্রেসের সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে গিয়াছেন। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে স্বাধীন ব্রহ্মদেশকে বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত বটবৃক্ষের একটি চারাগাছ ও একপাত্র গঙ্গাজল উপহার দেওয়া হইয়াছে এবং কংগ্রেসের সভাপতি তাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সহিত ব্রহ্মদেশের যে সাংস্কৃতিক সংযোগ ছিল, আশা করা যায়, তাহাই পুনঃস্থাপিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বৃটিশ শাসনাধীন দেশগুলির মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে ব্রহ্মদেশই অনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হইল।

ব্রহ্মদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের নিকট তেমন সুপরিচিত নহে। তাহার কারণ এই যে, সে সময়ের অধিকাংশই ব্রহ্মদেশ জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকায়, সেখানের সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিতে পারে নাই, বা পৌঁছিলেও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন বিপর্য্যয়ে তাহার সূক্ষ্ম ধারাটী সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্রহ্মদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আউং সানের জীবনের সহিত এক-সূত্রে গাঁথা আছে। আউং সান প্রথম জীবনে একজন ছাত্র নেতা ছিলেন এবং সাম্যবাদের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি অন্যান্য কম্যুনিষ্ট নেতাগণের সহিত ডোবামা পার্টির সভ্য হন এবং তাহার জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি হঠাৎ ব্রহ্মদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া জাপানীদের সহিত

যোগস্থাপন করেন এবং ১৯৪০ সালে ৩০ জন সঙ্গীর সহিত টোকিওতে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধশিক্ষায় ব্যাপৃত হন। ১৯৪২ সালে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিলে তিনি স্বাধীন ব্রহ্মবাহিনীর সেনাপতিরূপে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করেন। সে সময়ে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জাপানের সাহায্যে তিনি ব্রহ্মদেশকে স্বাধীন করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মদেশ অধিকার করিবার পর জাপানীরা আউং সানের সহিত চাতুরী করিতে থাকে। তাহারা পূর্ব্বের চুক্তিমত ব্রহ্মের জাতীয় বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র দেয় নাই। উপরন্তু তাহারা তাহাদের সংখ্যা ৭৫০০০ হইতে কমাইয়া ১০০০০ করে। ব্রহ্মদেশে একটী অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হইলেও জাপানীরা তাহাদের প্রতিশ্রুতিমত ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা দেয় নাই এবং নানাভাবে আউংসান ও অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে থাকে। আউংসান উক্ত জাতীয় সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন।

বলা বাহুল্য, তৎপূর্ব্বেই কম্যুনিষ্টদের সহিত আউং সানের বিচ্ছেদ হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টগণ মিত্রশক্তিকেই সাহায্য করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিল। আউংসান ক্রমশই জাপানীদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলে কম্যুনিষ্টপ্রভাবে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্মের জাতীয় বাহিনীকে জাপানবিরোধী করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। ১৯৪৫ সালে ইংরাজগণ ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিলে কম্যুনিষ্টগণ জাপানী সৈন্যদের পশ্চাতে গেরিলাযুদ্ধ আরম্ভ করে, এবং আউং সানের নেতৃত্বে ব্রহ্মের জাতীয় বাহিনী জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরাজরা অনায়াসেই ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানীদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন।

ইংরাজ ব্রহ্মদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, আউং সানের নেতৃত্বে সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি লইয়া ফ্যাসিষ্টবিরোধী জনসাধারণের স্বাধীনতা লীগ নামে একটী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন গভর্ণর আউং সানের সহিত আপোষ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু দেশে এরূপ অশান্তির সৃষ্টি হইল যে, বৃটিশ সরকার তাঁহাকে সরাইয়া নূতন গভর্ণর নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন এবং তিনি আউং সানের দলকে নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন করিতে আহ্বান করিলেন। ইতিমধ্যে আউং সানের সহিত উগ্র কম্যুনিষ্টদের বিরোধ হইয়াছিল এবং আউং সানের মন্ত্রীসভায় প্রথমে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট সভ্য থাকিলেও, তাহারাও পরে মন্ত্রীসভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কয়েকমাস পরে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী আউং সানকে লণ্ডনে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান এবং আলোচনার ফলে কয়েকটী সর্ত্তাধীনে ব্রহ্মদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হন। তৎপরে ব্রহ্মদেশে শাসনতন্ত্র পরিষদের জন্য যে নির্ব্বাচন হয় তাহাতে আউং সানের দল শতকরা ৯৫টী আসন দখল করে। আউং সানের নেতৃত্বে শাসনতন্ত্র পরিষদ একটি গণতন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া ব্রহ্মদেশকে বৃটিশ কমনওয়েলথের বহির্ভূত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

বিগত জুলাই মাসে আউং সান যখন আইন সভার একটী কক্ষে অন্যান্য মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন, তখন উ স নামে একজন ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রীর প্ররোচনায় আততায়ীর গুলিতে তাঁহার ও অন্য ছয়জন মন্ত্রীর মৃত্যু হয়। আদালতের বিচারে উ স ও তাঁহার আটজন সহকর্ম্মীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে উ স নিজের রাজনৈতিক উন্নতির পথ পরিষ্কার ও নিষ্কণ্টক করিবার জন্য এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

বিগত ১৭ই অক্টোবর ইংল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে বর্ত্তমান বৎসরের ৪ঠা জানুয়ারী হইতে ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। উক্ত চুক্তিতে এইরূপ সর্ত আছে যে, ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সরকার ব্যতীত অন্য কোন দেশের সামরিক মিশনকে ব্রহ্মদেশে আনিতে পারিবে না। বৃটিশ সামরিক বিমান ও নৌবহর ব্রহ্মের বিমানাঘাটি ও বন্দর ব্যবহার করিতে পারিবে। বৃটিশ সরকারের নিকট ব্রহ্মদেশের যে বিপুল দেনা আছে তাহা কিস্তিমুরত ২০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্তরূপ সামরিক ও অর্থ নৈতিক সর্ত্ত ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। যাহা হউক, ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে ব্রহ্মদেশকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান হইয়াছে।

ভারতীয় সংবাদ

কলিকাতায় সর্দ্দার প্যাটেল—

গত রবিবার শিলং হইতে বিমানযোগে সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কলিকাতায় আগমন করেন। এতদুপলক্ষে সহরের বিভিন্ন স্থান ও দমদম ঘাঁটিতে বহু সহস্রলোক সমবেত হইয়া সর্দ্দারজীকে সম্বর্দ্ধনা জানান। পরে ময়দানে এক বিরাট জনসভায় সর্দ্দারজী বক্তৃতা দেন। প্রায় পাঁচ লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী এই সভায় যোগদান করেন। সর্দ্দারজী এই বিপুল সম্বর্দ্ধনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে দেশবাসী কংগ্রেসের সমর্থক। দুই শত বৎসরের কালিমা দূর করিতে হইলে ভেদাভেদ ভুলিয়া ধীর স্থির ভাবে জাতির পুনর্গঠন কার্য্যে সাহায্য করিতে তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

কাশ্মীর সমস্যা—

নিরাপত্তা পরিষদে পাকীস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা ৬ই জুন তারিখে আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পিলাই কাশ্মীর রণাঙ্গণে পাকীস্তানের কার্য্য কলাপ বর্ণনা করেন এবং অবিলম্বে শুনানীর দাবী করেন। পাকীস্তান সরকারের পক্ষে মিঃ ইস্পাহানী ইহার বিরোধিতা করিয়া আলোচনা স্থগিত রাখিবার আবেদন করেন। পরিষদের সভাপতি বিষয়টীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এক সপ্তাহের জন্য আলোচনা মুলতুবী রাখেন এবং পাকীস্তান ও ভারত সরকারকে বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে জটিলতর করিতে নিষেধ করিয়া তার করেন।

কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রাদেশিক মন্ত্রীগণকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছেন। ভারত ও পাকীস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে যুক্ত প্রদেশের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিবার আয়োজন চলিতেছে। ভারত সরকার ইষ্টার্ণ-কম্যাণ্ডের হেডকোয়ার্টার এলাহাবাদে স্থানান্তরিত করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। কাশ্মীর পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্য শীঘ্রই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হইতে পারে।

সামরিক শিক্ষার আয়োজন—

সম্প্রতি ভারত সরকার স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার জন্য ৬ কোটী টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে সামরিক শিক্ষা দিয়া এই পরিকল্পনানুসারে ভারতীয় সমর বাহিনী গঠিত হইবে।

সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা—

মুর্শিদাবাদ জেলার দুইটী চর লইয়া পূর্ব্ব পাকীস্তান সরকারের সহিত পশ্চিম বাংলার যে বিরোধ চলিতেছিল তাহার আপোষ-মীমাংসা করিবার জন্য ভারত সরকার পশ্চিম বাংলা সরকারকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পাকীস্তানী সশস্ত্রবাহিনী ঐ সকল স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে। মীমাংসার আলোচনা উভয় সরকারের মধ্যে চলিতেছে।

করাচীতে হাঙ্গামা—

গত মঙ্গলবার করাচীতে শিখ আশ্রয় প্রার্থীগণকে অপসারণ করিবার সময় কতকগুলি মুসলমান গুণ্ডা আক্রমণ করে ও গুরুদ্বার ঘেরাও করিয়া ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে ও উহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য পাকীস্তান সরকার গুলী চালাইতে বাধ্য হন। করাচীতে এই হাঙ্গামার জন্য সান্ধ্য আইন জারী হইয়াছে। অফিসাদি এবং ব্যাঙ্ক সমূহ, যানবাহনাদি চলাচল শুক্রবার পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে হয়। শুক্রবারে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ শেষ হইলে সহরে আবার লুঠতরাজ আরম্ভ হয়। পরে গুলিচালনার ফলে অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে। গুলি চালনা ও হাঙ্গামার ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে।

উপাধি লোপ—

পূর্ব্ববর্ত্তী সরকার যে সকল খেতাব ব্যক্তিবিশেষকে দান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রায় বাহাদুর, রায় সাহেব ইত্যাদি সৃষ্ট করিয়াছিলেন, পশ্চিম বাংলা সরকার অতঃপর ঐ সকল উপাধি অনুমোদন করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বিহার সংবাদ

আদিবাসীগণের মধ্যে শিক্ষা প্রসার—

বিহার সরকার বিহারের আদিবাসীগণের শিক্ষা প্রসারের জন্য একটী নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ১৫ মাসে ৪ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। এই নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী আদিবাসী-ছাত্রদের জন্য ছোটনাগপুরে ও সাওতাল পরগণার বিভিন্ন জায়গায় ৭টী হোষ্টেল তৈয়ারী হইবে এবং সেখানে ৫০০ ছাত্র থাকিতে পারিবে। সরকার সেই হোষ্টেলের জিনিষ পত্র, দুগ্ধ, রাধুনী ও পিয়নের ব্যবস্থা করিবেন এবং শতকরা ২০ জনের বিনাখরচে থাকার ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেক হোষ্টেলে একজন করিয়া শিক্ষিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকিবেন। প্রস্তাবিত হোষ্টেলের তালিকা—রাচী জেলায় ৩টী (গুমলা, সিমডেগা, খুটী) সিংভূমে ১টী (চাইবাসা), হাজারিবাগে ১টী (পোতারবার), সাওতাল পরগণায় ১টী (দুমকা) ও মানভূমে ১টি (লক্ষ্মণপুর)। প্রাইমারী স্কুলের ২৫০ জন ছাত্রীকে মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং ৫০ জন ছাত্রীকে পড়িবার জন্য সরকারের খরচায় রাচীতে রাখা হইবে।

যেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা নাই সেইসব জায়গায় আদিবাসীগণের শিক্ষার জন্য ১০৯টী প্রাইমারী স্কুল খোলা হইবে। আদিবাসীদের মধ্যে চরকা কাটীতে উৎসাহ দিবার জন্য বিহার সরকার ৭০২৫৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আদিমজাতি সেবামণ্ডলকে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার লোপ—

বিহার সরকার স্থির করিয়াছেন যে সপ্তমশ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী শিক্ষা তুলিয়া দিতে হইবে। ১৯৪৭ সালেই ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী হইতে ইংরাজী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ১৯৪৮ সালে ষষ্ঠশ্রেণীতে এবং ১৯৪৯ সাল হইতে সপ্তম শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষা উঠিয়া যাইবে। ইংরাজী শিক্ষা উঠিয়া যাওয়ার জন্য যে সময়টুকু বাঁচিবে সেই সময়ে কোনও ব্যাবহারিক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

জমিদারী অধিকার বিল—

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্বেই জমিদারী অধিকার বিলের বিচার বিবেচনা শেষ হইবে এবং এসেমব্লীর ফেব্রুয়ারী অধিবেশনেই উক্ত বিল সদস্যদের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে। আশাকরা যায় উক্ত বিল ফেব্রুয়ারী মাসে যে আইনপরিষদের বৈঠক আরম্ভ হইবে সেই বৈঠকেই পাশ হইয়া যাইবে।

সিপাহীবিদ্রোহের নেতার সম্পত্তি ফেরৎ—

১৮৫৭ সালের ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতা শ্রীকুনওয়ার সিংহের সম্পত্তি তাঁহার বংশধরগণকে ফেরৎ দিবার জন্য বিহার সরকার স্থির করিয়াছেন। বাবু কুনওয়ার সিংহ সাহাবাদ জেলার জগদীশপুরের একজন বড় জমিদার ছিলেন এবং সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁহার সম্পত্তি তখনকার সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

স্থানীয় সংবাদ

শোক সংবাদ—

গত ৬ই জানুয়ারী পুরুলিয়া ভাগাবাঁধ পাড়ার সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সত্তর বৎসরের উপর হইয়াছিল।

গত ৭ই জানুয়ারী পুরুলিয়া আমলাপাড়ার স্কুদিরাম চৌধুরী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ ছিলেন। রাত্রি বেলা হঠাৎ তিনি হার্টফেল করিয়া মারা যান।

সত্য মেলা—

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও বীর সত্য কিঙ্করের স্মৃতিরক্ষার্থ ঝালিদায় গুর্জ্জর নদীর তীরে ১লা হইতে ৩রা মাঘ সত্য মেলার অনুষ্ঠান হইবে। অমর সহীদগণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী ঐ মেলায় যোগদান করিবেন ও জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। লাঠি, ছোরা ও নানাবিধ জাতীয় ক্রীড়া প্রদর্শনেরও আয়োজন হইয়াছে।

পুরুলিয়া নবকুষ্ঠ নিবাস—

বহু কুষ্ঠরোগী নবকুষ্ঠ নিবাসে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে সেখানে ২৫০ রোগী আছে, স্থানাভাবে এই সংখ্যার অতিরিক্ত রোগী লওয়া সম্ভব হইতেছে না। বিহারের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম এই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—"স্বল্পক্ষণের জন্য এই সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করিয়া আমি যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হইয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকারীগণের প্রচেষ্টায় আমি আনন্দিত; সকল দিক হইতে উপযুক্ত সাড়ার অভাবে আমি দুঃখিত। পরবর্ত্তী পরিদর্শন আমাকে যেন কেবল আনন্দই প্রদান করে, ইহাই একান্তভাবে কামনা করি।"

পঞ্চায়েতের নূতন নির্ব্বাচন—

সদর মানভূমের বিভিন্ন থানায় অনুষ্ঠিত জনসভায় নূতন নির্বাচন উপলক্ষে কার্য্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে হুড়া থানা হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, নির্বাচন পরিচালনার জন্য থানাটী ২৪টী কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন কর্ম্মীর উপর ইহার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। উপরন্তু যোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনজন কর্ম্মী লইয়া একটি সাইকেল বাহিনীও গঠিত হইয়াছে।

মাল্টি পারপাস সমবায় সমিতি—

ঝালিদা থানায় একটী মাল্টি পারপাস সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ চলিতেছে। এই সম্পর্কে শ্রীরজনীকান্ত মাহাতকে সদস্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

রচনা প্রতিযোগিতা—

পুরুলিয়া যুবসঙ্ঘের সম্পাদক জানাইয়াছেন যে তাঁহারা রচনা প্রতিযোগিতার প্রবন্ধ গ্রহণের সময় ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন। রচনার বিষয়—স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য।

ক্ষিপ্ত নেকড়ের অত্যাচার—

হুড়া থানার কয়েকটি গ্রামে একটি ক্ষিপ্ত নেকড়ের অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ নেকড়েটি জামবাদ গ্রামের দুইজন লোককে, করনডির একটি ছেলেকে এবং চাটুমদারের একটি লোককে কামড় দেয়। পরে বরিয়ারপুরের কুমুদরঞ্জন সিং সর্দ্দারকে আক্রমণ করিলে সে নেকড়েটিকে জড়াইয়া ধরে এবং কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর উহাকে ভূপাতিত করিয়া মারিয়া ফেলে।

ধর্ম্মঘট জনিত বিরোধের অবসান—

পুরুলিয়া মেথর ধর্ম্মঘট উপলক্ষ্যে কয়েকজন মেথরের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল। আমরা সংবাদ পাইলাম যে মেথরগণ তাহাদের অসদাচরণের জন্য প্রকাশ্য জনসভায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে এবং মিউনিসিপ্যালিটির তরফ হইতে মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ঝালিদা হরিজন শিক্ষা সদন—

বর্ত্তমান মাস হইতে ঝালিদা মিউসিপ্যালিটীর সাহায্যে ও হরিজন সমিতির উদ্যোগে একটি হরিজন উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের কার্য্য চালু হইয়াছে। গত কার্ত্তিকমাসে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত স্থানীয় হরিজনদের শিক্ষার জন্য এই স্কুলটি খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন।

পারস্পরিক অভিযোগ—

বলরামপুরের ষ্টেশনমাষ্টার অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে প্রকাশ্য দিবালোকে কর্ম্মরত অবস্থায় প্রহার করা হইয়াছে। আবার তথাকার চাপড়া ব্যাপারিক সমিতির তরফ হইতে উক্ত ষ্টেশনমাষ্টারের বিরুদ্ধে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ আনিত হইয়াছে। প্রকাশ, উভয় অভিযোগেরই তদন্ত চলিতেছে।

———

জ্ঞাতব্য তথ্য

অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ছাত্রবৃত্তি—

বিহার সরকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য ৩০০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইবে— (১) রাউতিয়া (২) তাঁতি (৩)কুর্ম্মি (৪) শুঁড়ি, সুখীয়ার। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীকে স্কুলের হেডমাষ্টারের মারফত দরখাস্ত করিতে হইবে। জেলার স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার, ডেপুটীকমিশনার, কংগ্রেস সভাপতি, আদিমজাতি সেবামণ্ডলের সম্পাদক এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ২জন করিয়া প্রতিনিধি মিলিয়া এই দরখাস্তগুলির বিচার করিবেন। জানুয়ারী মাসের শেষভাগের মধ্যে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে।

বাঁধ সংস্কার ও খনন—

ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে জলসেচন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে নূতন বাঁধ খননের ব্যয়ের অর্দ্ধেক অংশ পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমে স্থানীয় এগ্রিকাল্‌চারাল অফিসার বা এগ্রিকাল্‌চারাল এডভাইসরী কমিটীর নিকট দরখাস্ত করিয়া বাঁধ কাটাইবার অনুমতি লইতে হইবে। প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে নিজের খরচে বাঁধের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। কিছু কাজ হওয়ার পর এগ্রিকালচারাল অফিসে খবর দিলে ওভারসিয়ার কাজের মাপ লইয়া মাপের অর্দ্ধেক টাকা বিল করিয়া মালিককে দিবেন। এইভাবে দফায় দফায় সাহায্যের ঠাকা দেওয়া হয়। এগ্রিকালচারাল কমিটীর সভাপতি হিসারে এস, ডি, ও, সাহেবের নিকট বাঁধমঞ্জুরের দরখাস্ত করা যাইতে পারে।

ডেপুটীকমিশনারের তত্বাবধানে আর একটী জলসেচনের কমিটি আছে। এই কমিটি পুরাতন বাঁধ সংস্কারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। পুরাতন বাঁধের প্লট নং, খাতা বা খেওট নং, ও পরিমাণ দিয়া দরখাস্ত করিতে হয়। ওভারসিয়ার তদন্ত করিয়া একটি আনুমানিক খরচের খসড়া প্রস্তুত করেন। সেই হিসাবে বাঁধসংস্কারের জন্য টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং পূর্ব্বোক্তরূপে মাপের হিসাবে দফায় দফায় টাকা দেওয়া হয়। আদিমজাতিদিগের বাঁধসংস্কার খরচের তিন-চতুর্থাংশ এবং অন্যান্য স্থলে অর্দ্ধেকাংশ গভর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হয়।

(১) রেলের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি।

	১৯৪৭	১৯৪৮
প্রথম শ্রেণী—	প্রতি মাইল	প্রতি মাইল
	প্রথম ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত	৩০ পাই
	২৪পাই এবং তাহার বেশী হইলে	
	১৮ পাই+সারচার্জ্জ	
২য় শ্রেণী—	প্রথম ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত	১৬ পাই
	১২পাই এবং তাহার বেশী হইলে	
	৯ পাই + সার্‌চার্জ্জ	
মধ্যম শ্রেণী—	৫.৭ পাই + সার্‌চার্জ্জ	৭½ পাই
		মেল গাড়ী ৯ ,,
৩য় শ্রেণী –	৩.৬ পাই	৪ পাই
		মেল গাড়ী ৫ পাই

(২) টীকার সম্বন্ধে নিয়মাবলী—

(ক) টীকা লইবার কেন্দ্রে নিৰ্দ্দিষ্ট দিনে যাইয়া টীকা লইলে কোনও ফি লাগিবে না।

(খ) কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও অথবা টীকাইতকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া টীকা দেওয়াইলে প্রাথমিক টীকার জন্য (ঠিকভাবে উঠিলে) প্রতি টীকা ।০ আনা। যদি ঠিকভাবে না উঠে, তবে ফি লাগিবে না। প্রাথমিক টীকার পর যতবার এইরূপে টীকা লওয়া হইবে, প্রতি টীকায় ৵০ আনা হিসাবে ফি লাগিবে। তবে প্রতি পরিবারকে মোট ॥০ আনার বেশী লাগিবে না।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে প্রতি ব্যক্তির ও ৬ মাসের উপর শিশুর পক্ষে প্রাথমিক টীকা লওয়া বাধ্যতামূলক। টীকাইত যদি প্রাথমিক টীকা লইবার জন্য ঘরের মালিককে বা অভিভাবককে নোটীশ দেন, তাহা হইলে নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টীকা না লইলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

সদর মানভূমে খোঁয়াড়ের রেট—

	দৈনিক খোরাকী	জরিমানা
(ক) কাড়া, মহিষ—	৶১০	৸৶০
(খ) গাভী, বলদ, ঘোড়া—	৷৶৫	৷৶১০
(গ) বাছুর, গাধা, শূকর—	৶০	৶১৫
(ঘ) ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি—	/১০	৵১০

খোঁয়াড়ে দিবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই উপরোক্তহারে খোরাকী চলিতে থাকিবে।

মুক্তির নিয়মাবলী

—০—

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবারে প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
ষাণ্মাসিক „ — ৩।০ „
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে।০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৬। মুক্তিতে যাঁহারা প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে চান, তাঁহাদের প্রবন্ধ খুব দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে টিকিট পাঠাইতে হইবে। কোন লেখা প্রকাশ বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশের অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:—
ম্যানেজার "মুক্তি", মুক্তি কার্য্যালয়;
পোঃ পুরুলিয়া, জিঃ মানভূম, বি, এন, আর,।

"মুক্তির" বিজ্ঞাপনের হার

—০—

পূর্ণ পৃষ্ঠা — ৪০৲ (২ কলম) প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা — ২২৲ (১ কলম) „ „
সিকি পৃষ্ঠা — ১২৲ (½ কলম) „ „
প্রতি ইঞ্চি কলম—৩৷৷০ প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
সম্মুখের পৃষ্ঠায় অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৫৲ (১ কলম) „

১। বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম অর্থাৎ ১২ সংখ্যার কম হইলে এই হারে লওয়া হইবে।
৩ মাস বা তাহার বেশী সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে ম্যানেজারের নিকট চিঠি লিখিয়া বা দেখা করিয়া স্থির করুন।

২। যে সপ্তাহে বিজ্ঞাপন যাইবে সেই সপ্তাহে বুধবার পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের কপি দিতে হইবে

এজেন্টগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১। পাঁচখানার কম হইলে "মুক্তির" এজেন্ট করা হইবে না।

২। এজেন্টকে প্রতি কপির জন্য দশ আনা হিসাবে মুক্তির ম্যানেজারের নিকট অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৬ তারিখের মধ্যে কমিশন বাদে পুরা দাম পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

৩। শতকরা ৫ খানা হিসাবে অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হইবে। ইহা হিসাব দিবার সময়ই জমা করিতে হইবে।

৪। এজেন্টগণ বিক্রীত মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

৫। এজেন্টগণের নিকট কাগজ পাঠানো খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত দিতে হইলে তাহা পাঠাইবার খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা	পুরুলিয়া, সোমবার ৫ই মাঘ ১৩৫৪, ১৯শে জানুয়ারী ১৯৪৮	বার্ষিক মূল্য—৬ নগদ মূল্য—৵

মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা পরিচালিত

মুক্তি প্রেস

পুরুলিয়া।

সর্ব্ব প্রকার ছাপার কাজ

বাঙ্গলা

ইংরাজী

হিন্দী

সুন্দর ভাবে ও নিয়মিত সময়ে

করা হয়।

পুরুলিয়া
ড্রাগ হাউস
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া
একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার
পুরুলিয়া।
সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী
ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার
সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।
গোউরপদ সেন এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

পুরুলিয়া
খদ্দর ভাণ্ডার
—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, ঝুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।

Tender Notice

Sealed tenders for supply of 100 maunds gram, 100 maunds kalai, 100 maunds ground nut, 100 maunds tamarind, 75 maunds gur, 130 maunds sweet potato, 600 maunds fire wood and 1000 maunds paddy straw, are invited to be submitted to the undersigned by 10 A M. on 29-1-48 when tenders will be opened and purchases settled. Conditions of supply obtainable on any day from the office of the undersigned. Earnest money @ 2½% must accompany the tender without which it will not be considered.

Sd/—Superintendent,
Purulia Jail.
15-1-48.

হারান সাইকেল

ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে একটী হারান সাইকেল আমাদের নিকট জমা আছে। এখনোও ইহার মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আশা করি, যথার্থ মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া সাইকেলটী লইয়া যাইবেন।

ম্যানেজার, মুক্তি।

মুক্তি
সন ১৩৫৪ সাল, ৫ই মাঘ, সোমবার

গান্ধীজীর অনশন

গত ১৩ই জানুয়ারী রাত্রে রেডিওতে এবং ১৪ই জানুয়ারীতে দৈনিক সংবাদ পত্রগুলির মারফত সংবাদ পাওয়া গেল মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে ১৩ই জানুয়ারী সকাল হইতে অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। ১২ই তারিখে সন্ধ্যায় দিল্লীতে তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি তাঁহার এই সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন।

মহাত্মা গান্ধী ইতিপূর্ব্বে অনেকবারই অনেক কারণে অনশন করিয়াছেন। সেই সমস্ত অনশনের কিছু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অনশনের কথা লোকে জানিতে পারিত বা যে কারণে তিনি অনশন করিবেন তাহাও তিনি আলোচনা করিতেন। এবার কিন্তু তাঁহার সহকর্মীরাও তাঁহার সংকল্পের কথা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। তাঁহার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। বয়স তাঁহার আশী বৎসর। অনশনের সময় তিনি কেবলমাত্র জল পান করিবেন, জলের সঙ্গে নুন বা লেবু গ্রহণ করিতেও পারেন। অনশনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই অনশন চলিবে।

অনশনের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত হৃদয়ের মিলন না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত তিনি অনশন করিবেন। অন্ততঃ পক্ষে দিল্লীতেও যদি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা হইলেও তিনি অনশন ভঙ্গ করিতে পারেন।

সমাজের মধ্যে যে অন্যায় আচরণ চলিয়াছে তাহার প্রতিবাদে অনন্যোপায় হইয়াই গান্ধীজী এই অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে—আমি হিন্দু মুসলমান ও শিখদের মধ্যে আন্তরিক মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। সেদিন পর্য্যন্তও ইহা ছিল, আজ আর ইহা নাই। কোন সত্যকার দেশ প্রেমিকই এই অবস্থা মানিয়া লইতে পারে না। বহুদিন হইতেই আমি আমার অন্তরের আহ্বান শুনিতেছিলাম, কিন্তু উহা আমার দুর্ব্বলতা স্বরূপ শয়তানের আহ্বান কি না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্য আমি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমি কখনও নিজেকে অসহায় মনে করিতে পারি না। একজন সত্যাগ্রহীর পক্ষে তাহা কখনই উচিত নয়। নিজের অথবা অন্যের তরবারির পরিবর্ত্তে অনশনই তাহার শেষ অবলম্বন।

এই প্রসঙ্গের শেষের দিকে তিনি বলিয়াছেন যে—পাকীস্তান যদি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকের সমান মর্য্যাদা না দেয় বা তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার সম্বন্ধে নিশ্চিত ব্যবস্থা না করে এবং ভারতবর্ষও যদি ঠিক এই ভাবেই পাকীস্তানের পন্থা অনুসরণ করে তবে ধ্বংস অনিবার্য্য। এই অবস্থায় দুইটী ভারতবর্ষ হইতেই ইসলাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—কিন্তু ভারতের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব থাকিবে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বা শিখ ধর্ম্মের ভারতের বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই। আমার সহিত যাহাদের মত পার্থক্য আছে তাহাদের বিরোধীতা যতই দৃঢ় হউক না কেন—আমি তাহাদের সম্মানই করিব। আমার অনশন লোকের বিবেক বুদ্ধিকে নষ্ট না করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলুক, ইহাই প্রার্থনা।

সমস্ত ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তিনি বলেন যে—আমাদের সাধের ভারতবর্ষের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি! তাহা হইলে এই মনে করিয়া আপনাদের আনন্দ হইবে যে—ভারত মাতার এখনও এমন একটী দীন সন্তান আছে যাহার এই রকম একটী উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে এবং সম্ভবতঃ ইহার যোগ্য পবিত্রতাও হয় ত আছে। যদি তাহার এ রকম কিছুই না থাকে, তবে সে পৃথিবীর ভার মাত্র। এ রকম লোক যত শীঘ্র ধরাধাম হইতে অপসৃত হয় এবং ভারতের আকাশকে এই রকম ভার হইতে মুক্ত করে—ততই তাহার নিজের ও অন্যান্য সকলের পক্ষে ভাল।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর মধ্যে যখন ভারতবর্ষও ভ্রাতৃবিরোধ ও হিংসায় পাগল হইয়াগিয়াছে তখন ভাইয়ে ভাইয়ে

মিলনের জন্য অনশনের প্রাক্কালে গান্ধীজী যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী ইহাকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে।

কারণ, সাধারণ ভাবে মানুষের এবং বিশেষ করিয়া ভারতবাসীদের জাতি হিসাবে বাঁচিবার ইহাই একমাত্র পথ। এই মহামানব আজ হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য যে মৃত্যুপণ করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন ইহা তাঁহার অবিবেচনা প্রসূত খেয়াল বা মুসলমানের জন্য অহেতুকী প্রীতি নয়। ভারতবাসীকে জাতি হিসাবে বাঁচাইবার জন্যই তাঁহার এই মৃত্যুপণ আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কিছুকাল হইল ধর্ম্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে হিংসার আগুন জ্বলিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে শান্তি যেন চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাকীস্তানের পূর্ব্বে, পরস্পরের উপর প্রতিশোধ লইবার স্পৃহায় সীমাহীন হিংসা দ্বন্দ্বে ভারতের প্রাণকে আহুতি দিতে হইয়াছে। পাকীস্তান হইবার পরে পাকীস্তানের মুসলমান বা গবর্ণমেণ্ট, হিন্দু বা শিখদের উপর নৃশংস অত্যাচার করিতেছে। তাহাদের জীবনের কোন মূল্য নাই, সম্পত্তি বা ধর্ম্মরত কথাই নাই। সুতরাং ভারতবর্ষেও মুসলমান যাহারা আছে তাহাদের প্রতি হিন্দু বা শিখেরা ঠিক সেই রকম ভাবেই ব্যবহার করিলে, ইহার শেষ কোথায়? পাকীস্তানের প্রতিশোধ হিন্দুস্থান লইতে পারে, কিন্তু সেখানেই ত ইহার পরিসমাপ্তি হইতেছে না। এই প্রতিশোধ লইবার প্রতিযোগিতায় হিন্দু ও মুসলমান দুই জনকেই ধ্বংস হইতে হইবে। হিংসা দ্বারা যাহা সৃষ্টি হইবে, বর্দ্ধিত হইবে, হিংসাতেই তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহা আদর্শবাদের কথা নয়, ইহা বাস্তব সত্য।

পাকীস্তানের দিকেই চাহিয়া দেখা যাউক। হিংসার ইন্ধন জোগাইয়া মুসলীম লীগ বা জিন্না পাকিস্তান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যাহাদের যন্ত্রস্বরূপে সৃষ্টি করিয়া পাকীস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে, আজ তাহারাই পাকীস্তানকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। ন্যাশনেল গার্ডের জন্য সেখানকার গবর্ণমেণ্ট অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আইন, শৃঙ্খলা, গভর্ণমেণ্ট,—সকলের আয়ত্তের বাহিরে যাইয়া তাহারা পড়িয়াছে। তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা দমনের ক্ষমতা পাকীস্তানের নাই। কাশ্মীরে হানা দিবার জন্য যে পাঠানদের উস্কান হইয়াছে, তাহারাই পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাইতেছে। পাকীস্তানের ধ্বংসের বীজ পাকীস্তানের সৃষ্টির মধ্যেই তৈরী হইয়াছে,—এখন তাহা বর্দ্ধিত হইতেছে, কালক্রমে ইহাই বিকশিত হইয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিবে। এই পরীক্ষিত সত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ যদি সেই পন্থাই অনুসরণ করে, তবে তাহারও বাঁচিবার পথ বিঘ্ন-সঙ্কুল।

উত্তানপাদের মত এখন আমরা শ্রেয়কে ছাড়িয়া প্রেয়ের পশ্চাতে উন্মত্ত। ইহা আমাদের সমস্ত সমাজ-দেহকে বিষাক্ত ও কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের মধ্যে যে প্রবৃত্তির উন্মেষে মানুষ মহান হয়, তাহার পথ ছাড়িয়া যদি আমরা বিপরীত প্রবৃত্তিকে জাগ্রত ও বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করি, তবে তাহার ফলে নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি হইতে আমাদের জীবনের কোন স্তরই রেহাই পাইবে না। এই অতিবাস্তব ও মূল সত্যটি জাতি যদি হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে, তবে আমাদের জাতীয়তা চূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ আরও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধ্বংসের পথে চলিবে।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"কোন সত্যকার দেশ প্রেমিকের পক্ষেই ইহা মানিয়া লওয়া সম্ভবপর নয়।" জাতীয়তাবাদের এই মূল সত্যটীর অভিজ্ঞতা আজ ভারতবাসী ভুলিয়া যাইবে? ধর্ম্মের পার্থক্যের জন্য মুসলমানকে যদি মুসলমান হিসাবে আমরা দূরে রাখি, তবে এই পার্থক্য বোধ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইবে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে তাহা হইতেছে। বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িষ্যাবাসী, মাদ্রাজী, মারাঠি, সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গী এখন সর্ব্বভারতীয় ভিত্তি ছাড়িয়া প্রাদেশিক গণ্ডী মধ্যে নিবদ্ধ হইতে সুরু হইয়াছে। খরসোঁয়া ও সেরাইকেলা বিহারে থাকিবে না উড়িষ্যাতে থাকিবে, ইহা লইয়া দুইটী কংগ্রেসী প্রদেশের মধ্যে যে বিতণ্ডা, তাহার ফলে বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তি নিহত হইল। উড়িষ্যা যদি মনে করে বিহারের স্বার্থ তাহার স্বার্থ নয়, বিহার যদি মনে করে উড়িষ্যার

স্বার্থে তাহার স্বার্থবজায় থাকিবে না, তবে আমাদের জাতীয়তা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? ইহা আরও সংকীর্ণ ভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করিতেছে। প্রদেশ হইতে ইহা হিন্দু জাতির মধ্যেই বিভিন্ন স্তরে গণ্ডী সংকীর্ণ করিয়া দিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, জিলাবাসী, জিলার বাহিরের লোক, এইরূপে সকলের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পার্থক্যের ভাবের সৃষ্টি করিয়া এক-জাতীয়তার ভাবকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে চলিয়াছে। শুধু ভারত-বর্ষেই ইহা নয়। পাকীস্তানেও ইহার ফলে মুসলমান হইয়াও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানকে বহিরাগত পর বলিয়া মনে করিতেছে। সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে বাড়িতে দিলে, পরিবর্ত্তন না করিলে—জাতীয়তা সমূলে নষ্ট হইবে। সেখানে লোকের দেশপ্রেম সঙ্কুচিত হইবে প্রদেশ প্রেমে, জিলা প্রেমে, হিন্দুর মধ্যে যে ছত্রিশ জাতি আছে—প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশ্রেণী, উপ-সম্প্রদায় ও উপজাতির প্রেমে। আমাদের ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে নানারূপ বিভিন্নতার মধ্যে যে ঐক্যের অনুভূতি আমাদের জাতিকে সংহত করিয়া, দৃঢ় করিয়া বাঁচাইবার রাস্তা করিয়া দিবে,—স্বাধীনতার এই শিশু অবস্থায় যে কোন দিক দিয়াই এই ঐক্যের অনুভূতি যদি সঙ্কুচিত হয়, নষ্ট হয়, তবে জাতির ধ্বংস কেহই রোধ করিতে পারিবে না। গান্ধীজীর অনশনের সময়ে জাতিকে গভীর ভাবে এই সত্যটী অনুভব করিতে বলি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁহার এই মৃত্যুপণ অনশন —জাতির এই ঐক্যানুভূতিকে রক্ষা করিয়া জাতিকে বাঁচাইবার জন্য। ভারতবর্ষে জাতির মধ্যে এই সত্যটীকে উপলব্ধি করাইতে পারিত, কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিত—কংগ্রেস। কংগ্রেসের সে ঐতিহ্য ছিল, সে শক্তি ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সে ভরসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখের সহিত তিনি বলিয়াছেন যে—আমি আমার বন্ধুদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমাকে অনশন হইতে নিবৃত্ত করিতে বিরলা ভবনে ছুটিয়া না আসেন অথবা, উদ্বিগ্ন না হন। আমি ভগবানের হাতে। বরং তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিজেদের অন্তরকেই দেখি-বার চেষ্টা করেন, কারণ আমাদের সকলের পক্ষেই ইহা বড় কঠিন পরীক্ষার সময়।

ইহার পরেই তিনি তাঁহার মাদ্রাজের দুইটী বন্ধুর চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলেন, তাহাতে বর্ত্তমান কংগ্রেসের অবস্থা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের সম্বন্ধে পত্র লেখক কোডা বেঙ্কটাপ্পার যে অভিজ্ঞতা, অন্যান্য অনেক প্রদেশ সম্বন্ধেও সেই একই ব্যাপার চলিতেছে। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানাবিধ সমস্যার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—যাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষে আইনসভা প্রভৃতিতে যাইয়া ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন, যথা মন্ত্রী, আইনসভার সদস্য প্রভৃতি—তাঁহাদের নৈতিক অধঃপতন। তাঁহারা তাঁহা-দের দলপুষ্ট করিয়া ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য ক্ষমতার যেরূপ অপব্যবহার করিতেছেন তাহাতে সমস্ত জাতি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বজন পোষণ, দল পোষণ, ইহাই একমাত্র তাঁহাদের কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন সৎ কর্ম্মচারী কাজ করিতে পারে না। স্বার্থান্বেষী লোকেরা মন্ত্রীদের কাছে তাহাদের বিরুদ্ধে লাগাইয়া তাহাদের কান ভারী করিয়া তোলে। ইহারা,—যাঁহারা একদিন স্বাধীনতার যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা—তাহাদেরই সহিত হাত মিলাইতেছেন, যাহারা একদিন স্বাধীনতা যুদ্ধের পরম শত্রু ছিল। আজ তাহারা নিজেদের ব্যক্তি-গত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কংগ্রেস মেম্বার হইয়া নিজেদের কংগ্রেস-জন বলিয়া পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা চোরাবাজার করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথে দিয়াছে, জাতির সর্ব্বনাশ যাহারা করিয়াছে, মন্ত্রীদের সমর্থন-পরি-পুষ্ট হইয়া তাহারা আজ মুখ্য দেশকর্ম্মী হইয়া নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করিতেছে।

গান্ধীজী কংগ্রেস জনদের বলিয়াছেন, এখনও সতর্ক হও।

ভারতবর্ষের এই অবস্থা বড়ই বেদনাদায়ক। কংগ্রেসকে যাহারা বুকের রক্ত দিয়া তিলে তিলে একটা মহান প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে তাহারা সাশ্রুনেত্রে নির্ব্বাকভাবে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষের মত

দেশের বিচিত্র অবস্থায় যে প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে একটা জাতি সৃষ্টি করিয়া এদেশের স্বাধীনতা আনিতে পারিয়াছে, সেই স্বাধীনতার মূলভিত্তিতে যখন কুঠারাঘাত পড়িতেছে, তখন কংগ্রেস শক্তিহীন হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে। নেতৃবর্গ আজ ক্ষমতার আস্বাদে দিশাহারা হইয়া ভুলিয়া গিয়াছে তাহাদের কথা—যাহারা আজ বাঁচিয়া নাই এবং যাহাদের রক্তসিঞ্চনের ফলে আইন সভার বিরাট সৌধে তাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেদনার বিষয়—যাঁহার নির্দ্দেশে, যাঁহার শক্তিতে, যাঁহার অপার্থিব ত্যাগ ও তপস্যার ফলে আজ স্বাধীনতার আলো আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহার লক্ষ্য পথে তাহারাই সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর অনশন শুধু হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্যই নয়, ঐশ্বর্য্যের মোহে জাতির যে সাধকগণ সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদের জন্যও। গান্ধীজীর অনশনে সমস্ত জাতির দৃষ্টি আজ কেন্দ্রীভূত হইতেছে ইহাদের কার্য্যের দিকে। জাতি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল ইহারা তাহার অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। একটা সমগ্র জাতির সুখ দুঃখ লইয়া ইহারা খেলা করিতেছে। দেশ-সেবা ও ত্যাগকে পণ্য করিয়া গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সুযোগ লইয়া ইহারা নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থরক্ষার কাজ করিয়া চলিয়াছে। বহুদিন পরে লোকে মুক্তির আস্বাদ পাইয়া ইহাদের দিকে আশাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহারা যে শুধু নিরাশই হইয়াছে তাহা নহে, ক্ষুব্ধ হইয়া তাহারা বলিতে সুরু করিয়াছে যে—ইংরাজ রাজত্ব ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল। কংগ্রেসকে তাহারা অভিশাপ দিতেছে।

গান্ধীজী কংগ্রেসের এই অবস্থায় যে বেদনা অনুভব করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। কংগ্রেসের কার্য্যকলাপের সহিত ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত। কংগ্রেস যদি আজ এই অবস্থা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারে, তবে ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনের নেতৃত্ব কে করিবে? জাতির সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, অগণিত লোকের দীর্ঘ দিনের ত্যাগ ও তপস্যা কি আজ কিছু লোকের স্বার্থ বুদ্ধির জন্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তবে লোক লোচনের অন্তরালে, ঐশ্বর্য্যের মোহ হইতে দূরে থাকিয়া, এখনও জাতির সত্যকার মুক্তি-সাধকের দল বাঁচিয়া আছে। গান্ধীজীর আহ্বান তাহাদের প্রতি,—জাতির এই মহান সঙ্কট সময়ে। সত্যাগ্রহীর যে শক্তি লইয়া গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাহারা একদিন বিরাট বৃটিশ শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য অভিযানের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহাদের পুনরায় সময় আসিয়াছে—গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতির সমস্ত মিথ্যাচার, স্বৈরাচার এবং ক্লেদ হইতে উদ্ধারের অভিযান সুরু করিতে। যে কংগ্রেসকে তাহারা গড়িয়াছে,—তাহাকে ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া তাহারাই গড়িবে, নূতন ভারতের সৃষ্টির জন্য। গান্ধীজীর অনশনে বিচলিত হইবার কিছু নাই। তাঁহার এই চরম ত্যাগের আলোকে শুদ্ধসত্ত্ব নূতন স্বাধীন ভারতের সৃষ্টির পথ মুক্তির সাধকের সম্মুখে আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। ১৪।১।৪৮

বিবিধ প্রসঙ্গ

অবাঞ্ছনীয় বিলম্ব—

গত অক্টোবর মাসে পুরুলিয়া সহরের একজন বস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, ষ্টক রেজিষ্টারে যে পরিমাণ কাপড় দোকানে মজুত ছিল বলিয়া দেখান হইয়াছিল, রুপ ইনস্‌পেক্টার তাহার চেয়ে অনেক কম কাপড় পাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বহু পরিমাণে কাপড় তিনি লুকাইয়া ছিলেন। তদানীন্তন ডি, এস, ও, ও রুপ ইনস্‌পেক্টার একসঙ্গে তাহার দোকান পরিদর্শন করিয়া এস, ডি, ওর নিকট রিপোর্ট দেন। তদানীন্তন এস, ডি, ওর আদেশে বস্ত্রব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়া জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রায় তিনমাস হইতে চলিল এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা হইল তাহা জানা যায় নাই। কর্তৃপক্ষ এই রকম ঘটনা-গুলির সম্বন্ধে এইরূপ নিষ্ক্রিয় থাকিলে স্বভাবতই জন-সাধারণের মনে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হয়। এই ঘটনার পরিনতি কি হইল—ইহা কি অবস্থায় আছে সে সম্বন্ধে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মহাত্মাজীর আমরণ অনশন

গত মঙ্গলবার ১৩ই জানুয়ারী বেলা ১১ টার পরে গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন। ১২ই তারিখে প্রার্থনাস্তিক ভাষণে তিনি এই সঙ্কল্পের বিষয় প্রকাশিত করেন এবং তাহার কারণ সমূহ বর্ণনা করেন। গান্ধী-জীর এই সঙ্কল্প তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে স্তম্ভিত করিলেও তাঁহারা কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, দেশের বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা, দুর্দ্দশা ও শোচনীয় সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলী তাঁহাকে বিশেষভাবে বিচলিত করিয়াছে। তথাপি কলিকাতার অনশনের পর এত শীঘ্রই যে তিনি আবার অনশন আরম্ভ করিবেন তাহা পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারে নাই। নীচে গান্ধীজীর ১১ই তারিখের ভাষণের সারমর্ম্ম ও ১২ই তারিখের ভাষণের সম্পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া হইল।

১১ই জানুয়ারীর ভাষণ

এই তারিখে অন্যান্য দিনের অপেক্ষা অতিরিক্ত ভীড় হইয়াছিল। গান্ধীজী প্রথমেই সকলকে শৃঙ্খলারক্ষা করিতে আবেদন জানাইয়া বলেন যে, ভগবান সর্ব্বময় ও সর্ব্বশক্তিমান। তিনি পরম করুণাময়। প্রার্থনা সভায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া তাঁহার করুণার মর্য্যাদা নষ্ট করা উচিত নহে। পরে তিনি অদ্য হইতে একখানি পত্রের উল্লেখ করেন। তাহাতে কংগ্রেসদলভুক্ত আইন সভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে তাঁহারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে গলাবাজি করিতেছেন কিন্তু তাঁহারাই চোরাকারবার চালাইতেছেন এবং ঘুষ লইয়া শাসন ও বিচার বিভাগের মর্য্যাদা হানিকর কার্য্য করিতেছেন। পত্রলেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই সকল প্রতিনিধির সংখ্যা যত কম হইবে ততই দেশের মঙ্গল এবং তাহা হইলে বহু অযথা খরচ বাঁচিয়া যাইবে। গান্ধীজী এই ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করিয়া সকলকে নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে অবহিত হইতে বলেন। দিল্লীর মুসলমান অধিবাসীগণকে তিনি দিল্লী না ছাড়িতে উপদেশ দেন এবং বলেন যে ভারতের হিন্দুগণ যদি পাকী-স্তানের পন্থা অনুসরণ করে তবে ধ্বংস অনিবার্য্য। তিনি সকলকে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ না করিতে অনুরোধ করেন।

১২ই জানুয়ারীর ভাষণ

"কেহ স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানুসারে কেহ বা অন্যায় কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে অনশন গ্রহন করেন। এই সকল কারণ জনিত অনশনে অনশনকারীর অংহিসায় আস্থা স্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে অংহিসার উপাসক কখনও কখনও অনশন অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় এবং অংহিসার উপাসক অনন্যোপায় হইয়া শেষ পন্থা হিসাবেই ইহা গ্রহণ করে। আমার যাত্রার পথেও এইরূপ এক প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে যখন আমি কলিকাতা হইতে দিল্লী আসি তখন আমার পশ্চিম পাঞ্জাব যাইবার কথা ছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। আনন্দমুখর দিল্লী নগরী প্রেতপুরীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে ছিল। এমন কি হাস্যরসিক ও সদানন্দময় সর্দ্দারও এই বিষাদ এড়াইতে পারেন নাই। এই বিপদের কারণ আমি জানিতাম না। সর্দ্দার আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। ভারতীয় ইউনিয়নের রাজ-ধানীতেই যে সকল গোলযোগ ঘটিয়া গিয়াছিল তাহার সংবাদ আমাকে দিতে সর্দ্দার কালবিলম্ব করেন নাই। তৎক্ষণাৎ আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমাকে দিল্লীতেই থাকিতে হইবে এবং মরণপণ করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর তৎপরতায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে ঝড় বহিতেছে এবং তাহা যে কোন দিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। আমি মরণপণ করিয়া যে কার্য্য সাধনের সংকল্প করিয়াছিলাম এই আপাত-

শান্তিতে তাহা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না; এই সংকল্প সাধিত না হইলে অন্য কিছুই আমাকে আমার অদ্বিতীয় বন্ধু মৃত্যু হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। হিন্দু মুসলমান ও শিখগণের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা আমি একান্ত ভাবে কামনা করি। কিছুদিন পূর্ব্বেও এই বন্ধুত্ব সত্য ছিল—আজ নাই। স্বদেশানুরাগী কোন ভারতবাসী এই অবস্থায় অচঞ্চল থাকিতে পারে না। বহুদিন হইতে আমার আপন অন্তরের মধ্য হইতে আহ্বান শুনিতেছিলাম। কিন্তু তাহা আমার দুর্বলতারূপী শয়তানের আহ্বানও হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি তাহাতে কর্ণপাত করি নাই। আমি কখনও নিজেকে নিরুপায় ভাবিতে চাহি না, কোন সত্যাগ্রহীই কখনও আপনাকে নিরুপায় ভাবা উচিত নয়। তরবারির স্থলে সত্যাগ্রহীর সর্বশেষ অবলম্বন, অনশন।

প্রতিদিন যে সকল মুসলমান বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন—তাঁহাদের কি করা উচিত এই প্রশ্নের কোন উত্তর আমি এখন দিতে পারিতেছি না। আমার অক্ষমতা কিছু দিন হইতে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। অনশন আরম্ভ করিলেই ইহা দূর হইবে। গত তিনদিন ধরিয়া আমি এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। শেষ সিদ্ধান্ত আমার মনে বিদ্যুতচমকের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে—চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমি সুখী হইয়াছি। যিনি নির্ম্মল, আপন জীবন দান অপেক্ষা বড় দান তাঁহার পক্ষে আর কিছু নাই। আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহার যোগ্যতা যেন আমার থাকে, ইহাই আমি আশা করি ও প্রার্থনা করি।

আমার প্রচেষ্টায় শুভকামনা করিতে, আমার সহিত প্রার্থনা করিতে ও আমার জন্য প্রার্থনা করিতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। আগামী কল্য প্রথমবার আহার্য্য গ্রহণ করিয়া তাহার পর হইতে আমি অনশন আরম্ভ করিব। অনশনের কাল অনির্দ্দিষ্ট। আমি জল পান করিব,—জলের সহিত লবণ ও লেবুর রসও পান করিতে পারি। বাহিরের চাপ ব্যতীত জাগ্রতকর্ত্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের অন্তরের মিলন সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আমি বুঝিতে পারিলে তবেই এই অনশনের শেষ হইবে।

ইহার পুরস্কার হইবে ভারতের ক্ষীয়মান মর্য্যাদার পুনরুদ্ধার এবং এশিয়াবাসীর অন্তররাজ্যে তথা সমস্ত বিশ্ববাসীর মনে ভারতের সার্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আমি গর্বের সহিত একথা বিশ্বাস করি যে ভারত যদি আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে বেদনার্ত্ত, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, ক্ষুধিত বিশ্বের সকল আশাও বিনষ্ট হইবে।

আমার সকল বন্ধুগণকে এবং আমার কোন শত্রু থাকিলে তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা আমার উপর ক্রোধান্বিত হইবেন না। আমার বন্ধবন্ধু মানুষের মনের সংশোধন জন্য অনশন বরণ করায় আস্থাবান নহেন। তাঁহারা আমাকে ও আমার মতামতকে সহনাতীত জ্ঞান করিবেন না এবং কর্ম্মের যে স্বাধীন অধিকার তাঁহারা দাবী করেন, আমার সেই অধিকারও তাঁহারা স্বীকার করিবেন। ঈশ্বরই আমার শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপদেষ্টা এবং আমার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য অপর কাহারও উপদেশের প্রয়োজন নাই বলিয়াই আমি অনুভব করিতেছি। যদি আমি ভুল করিয়া থাকি, তাহা আমি স্বীকার করিতে এবং আমার কার্য্যের দ্বারা ভ্রমসংশোধন করিয়া লইতে আমি কোনরূপ ইতস্ততঃ করিব না। আমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একরূপ নাই।

আমি আমার অন্তরের অন্তরে আহ্বান শুনিতে পাইতেছি; যদি ইহা আমার ভ্রম না হয় তাহা হইলে এই আহ্বান মিথ্যা হইবে না। আমি সকল বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমার কার্য্য সমর্থন করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি। যদি সমগ্র ভারতবর্ষ, অন্ততঃ পক্ষে দিল্লী ইহাতে সাড়া দেয় তাহা হইলে এই অনশন শীঘ্রই সমাপ্ত হইতে পারে।

কিন্তু এই অনশন শীঘ্রই শেষ হউক, বিলম্বেই শেষ হউক বা মৃত্যুতেই সমাপ্ত হউক, সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে সকল প্রকার কোমলতা পরিহার করিয়াই চলিতে হইবে। সমালোচকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আমার অনশনকে জবরদস্তিমূলক বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন

যে, আমি অনশন গ্রহণ দ্বারা চাপ না দিলে জনমত আমার বিরুদ্ধে রায় দিত। উদ্দেশ্য যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধ রায়ের মূল্য কি আছে?

কর্ত্তব্যের ন্যায়, শুদ্ধ উপবাস আপন পুরস্কার আপনি বহন করে। কোন ফল লাভের আশা লইয়া আমি কখনও অনশন আরম্ভ করি না। ঐ অবস্থায় অনশন আমাকে করিতেই হইবে বলিয়াই আমি অনশন করি। অতএব আমি সকলকে আমার অনশনের উদ্দেশ্য শান্ত ও নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যদি আমাকে মৃত্যুবরণ করিতেই হয়, তাহা হইলে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করিতে দিতে অনুরোধ করিতেছি। ভারত তথা হিন্দুধর্ম্ম, শিখ ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের ধ্বংস উপায়বিহীনভাবে দেখিতে হইলে তাহার তুলনায় মৃত্যু আমার নিকট মহিমাময় মুক্তিস্বরূপ হইবে।

যদি পাকিস্তান পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের জীবন ও সম্পত্তিকে সুরক্ষিত না করে ও সকলকে সমান মর্য্যাদা না দেয় এবং ভারত যদি পাকিস্তানকে অনুসরণ করিয়া চলে তাহা হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য। তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতবর্ষের দুইভাগে ইসলামের ধ্বংস হইবে। কিন্তু ভারতের বাহিরে শিখ ধর্ম্মের বা হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই। যাঁহারা আমার মতের বিরোধিতা করিবেন, তাঁহারা যতই কঠিন হউন, আমি তাঁহাদিগকে এই বিরোধিতার জন্য সম্মান করিব। আমার অনশন যেন মানব মনে বিবেককে শক্তিহীন না করিয়া জাগ্রত করিয়া তোলে।

আমাদের প্রিয় ভারতে কি দুর্দ্দশার সুরু হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। এই অবস্থায় ভারতের একজন দীন সন্তানও এই আনন্দদায়ক কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিবার শক্তির ও সম্ভবতঃ তজ্জন্য আবশ্যকীয় পবিত্রতার অধিকারী, একথা চিন্তা করিয়া আপনি আনন্দ পাইবেন। যদি এই কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিবার যোগ্য শক্তি এবং পবিত্রতা তাহার না থাকে তাহা হইলে সে এই পৃথিবীর ভারমাত্র এবং যতশীঘ্র সে বিলুপ্ত হয় ও ভারতের আকাশ বাতাস ভারমুক্ত হয় ততই মঙ্গল।

আমি আমার বন্ধুগণকে আমাকে অনশন হইতে বিরত করিবার জন্য বিরলাভবনে ছুটিয়া আসিতে বা আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিতেছি। আমি একান্ত ভাবে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদের আপনাদের অন্তরদেশ ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন, বর্ত্তমান সময় আমাদের সকলেরই পরীক্ষা কাল। আপন আপন স্থানে স্থির থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সমাপনে আত্মনিয়োগ করিলেই আমাকে ও আমার কার্য্যে সাহায্য করা হইবে। এই অনশন আত্মশুদ্ধিরই প্রক্রিয়া। আমি গতকল্য আপনাদিগকে অন্ধ্র হইতে প্রাপ্ত দুইখানি পত্রের কথা বলিয়াছিলাম। একটি লিখিয়াছেন কোণ্ডা ভেঙ্কটপ্পায়া, আমি তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

'অপর বহু রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জটিল সমস্যার কথা বাদ দিয়া বর্ত্তমান কংগ্রেসীদিগের মধ্যে যে নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়াছে সেই গুরুতর সমস্যার কথাই বলিতেছি। আমি অন্যান্য প্রদেশগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু আমার নিজ প্রদেশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্বাদ তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। কতিপয় এম, এল, এ এবং এম, এল, সি, "যতদিন সুযোগ আছে, ভোগ করিয়া লও" এই নীতি অনুসরণ করিতেছেন, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য আপন প্রতিপত্তি ব্যবহার করিতেছেন, এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এম, এল, এ এবং এম, এল, সি-গণ আপন আপন দলগত ব্যক্তিগণের জন্য নানারূপে হস্তক্ষেপ করায়, এমন কি জিলার কালেকটর ও অপরাপর রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারীগণও স্বাধীনভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারিবে না।

কোন সৎ কর্ম্মচারী আপন পদে বহাল থাকিতে পারেন না, কারণ তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রীগণের নিকট নানারূপ মিথ্যা নালিশ করা হয় এবং মন্ত্রীগণও সহজেই এই সকল দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্বেষীগণের কথায় কর্ণপাত করেন।

কেবল স্বরাজলাভের ব্যাকুল আগ্রহেই নরনারী সকলে একদা আপনাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়াছিল। এখন যখন অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, মুক্তিকামী যোদ্ধাদের অধিকাংশই আর কোন নীতির বন্ধন মানিতেছেন না, এমন কি বিগত স্বাধীনতার যুদ্ধে যাহারা প্রকাশ্যভাবে জাতির শত্রুতা করিয়াছে এবং এক্ষণে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সহিতও হাত মিলাইতেছেন।

প্রতিদিন অবস্থা ক্রমশঃ অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে ফলে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের গবর্ণমেণ্ট নিন্দিত হইতেছে। অল্প দেশে অল্পদিন মধ্যে যে সকল মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহা হইতেই লক্ষিত হইবে যে কংগ্রেস কত অল্পকাল মধ্যে কিরূপ ভাবে জনগণের উপর আপন প্রভাব হারাইয়াছে। গুণ্টুর সহরে মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্ব্বাচন জন্য সকল বন্দোবস্ত আদি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে অকস্মাৎ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মন্ত্রীর জরুরী আদেশে নির্ব্বাচন বন্ধ হইয়া যায়। একটি গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত কাউন্সিলই প্রায় গত দশ বৎসর ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিল এবং প্রায় একবৎসর হইল মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা করিতেছেন একজন কমিশনার।

এক্ষণে পুনরায় শুনা যাইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই পুনরায় মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যভার গ্রহণ জন্য কমিশনার নিযুক্ত করিবেন। আমি অশক্ত খঞ্জ বৃদ্ধ, আপন গৃহের প্রাচীরাভ্যন্তরে লাঠির সাহায্যে কোনক্রমে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলি। আমার কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য নাই। অবশ্য জিলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যে দুইটি দলে বিভক্ত সেই উভয় দলেরই কতিপয় নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীগণের সম্বন্ধে আমি প্রতিকূল মতামতই পোষণ করি, এবং তাহা আমি কখনও গোপন করি নাই।

কংগ্রেস মহলে দলাদলি, কতিপয় এম, এল, এ এবং এম, এল, সির অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা ও কার্য্যাবলী এবং মন্ত্রীগণের দুর্ব্বলতা জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছে। সাধারণ লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অনেক ভাল ছিল; এমনকি অনেকে কংগ্রেসকে অভিশাপ দিতেছে।'

অন্ধ্র প্রদেশবাসীগণ এবং অপর প্রদেশের জনগণ ভারতের এই আত্মোৎসর্গকারী সেবকের উক্তিগুলি মিলাইয়া দেখুন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে তাঁহার কথিত অধঃপতন কেবল অন্ধ্রেই সীমাবদ্ধ নহে, কেবল অন্ধ্র সম্বন্ধেই তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। ইহা হইতে যেন আমরা সকলেই সতর্ক হই।"

দেশব্যাপী চাঞ্চল্য

গান্ধীজীর অনশনের সংবাদে দেশব্যাপী গভীর উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সকলকে কলিকাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে আহ্বান জানাইয়া কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে এই বিষয়ে তাহাদের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী বাংলার নরনারীকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতে আবেদন জানাইয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর অভিপ্রায় যেন পূর্ণ হয় এবং অধিক বিলম্ব হইবার পূর্ব্বেই তিনি যেন অনশন ভঙ্গ করিতে পারেন। পাকীস্তানের মন্ত্রী গজনফর আলি বলিয়াছেন যে গান্ধীজীর এই অনশন কেবল হিন্দুস্থানের নহে, পাকীস্তানের জনসাধারণেরও চক্ষু খুলিয়া দিবে। তিনি বলেন যে উভয় ডোমিনিয়নের নেতৃবর্গ একত্রিত হইয়া আপোষে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করিলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই সমাধান সম্ভবপর হইবে। দেশের বিভিন্ন নেতৃবর্গ, রাজনৈতিক দল, মুস্লিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকলেই গান্ধীজীর সঙ্কল্পে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-অভিযানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে বহু কর্ম্মী, এমন কি আশ্রয়প্রার্থীগণও এই অভিযানে যোগদানের ইচ্ছায় গান্ধীজীর সকাশে উপস্থিত হইতেছেন। ১৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটী বিরাট জনসভায় পণ্ডিত নেহেরু সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া মহাত্মাজীর জীবনরক্ষা করিবার আবেদন জানান। তিনি বলেন যে গান্ধীজী ভারতের

অধ্যাত্মশক্তির মূর্ত্ত প্রকাশ এবং তাঁহার তিরোধান ঘটিলে ভারতের আত্মার বিনাশ সূচিত হইবে। ঐ তারিখের একটী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, শান্তি ও সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ গান্ধীজীর মহান প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের যথাসাধ্য সহযোগিতা হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, পূর্ব্বে বিরোধের ফলে পাকীস্তান ও ভারতের মধ্যে যে অর্থ নৈতিক চুক্তি স্থগিত রাখা হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে কার্য্যকরী করা হইবে। ১৬ই জানুয়ারীর সংবাদে জানা গেল, দিল্লীতে বহু শোভাযাত্রা ঐক্যের বাণী প্রচার ও মহাত্মার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতে করিতে সহর পরিভ্রমণ করিতেছে।

অনশনের দিনপঞ্জী

১৩ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—বেলা ১১টার সামান্য পরে গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন। ঐ দিন সকালে তিনি স্বাভাবিক ভাবে নিত্যকর্ম্মাদি সমাপন করেন। উপবাসের পূর্ব্বে বিরলা ভবনের ময়দানে প্রার্থনার আয়োজন হয়। তাহাতে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীগণ যোগদান করেন। বেলা ৯॥০ টার সময় গান্ধীজীর সহিত সর্দ্দার প্যাটেলের ৪৫ মিনিট ব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম, ডাঃ জীবরাজ মেটা, মৌলানা আজাদ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যায় গান্ধীজী নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা সভায় যোগ দেন। তিনি বলেন যে দিল্লীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তিনি অনশন ভঙ্গ করিবেন। তাঁহাকে অনশন ভঙ্গে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কাহারও কিছু বলা বা করা ঠিক হইবে না। তাঁহার জীবন রক্ষাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ভারতবর্ষ ও উহার সম্মান রক্ষাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রাত্রে গান্ধীজীর সুনিদ্রা হয়।

১৪ই জানুয়ারী, বুধবার—রাত্রি ৩॥০ টায় উঠিয়া গান্ধীজী প্রার্থনা করেন ও পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। 'হরিজনের' জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া ও পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তিনি একমাত্র প্রাত্যাহিক ভ্রমণ ছাড়া সমুদয় কাজকর্ম্ম সম্পাদন করেন। পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি মন্ত্রীগণের সহিত তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। কাশ্মীরের বক্সী গোলাম মহম্মদ, জেনারেল শাহ নেওয়াজ, পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ জীবরাজ মেটা ও ডাঃ সুশীলা নায়ার এইদিন তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। লেবু বা লবণ ছাড়াই তিনি গরম জল পান করেন। সন্ধ্যায় পায়ে হাঁটিয়া তিনি প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন এবং ১৫ মিনিট বক্তৃতা করেন। ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে দূর দূরান্তর হইতে প্রীতিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক আচরণের আশ্বাস দিয়া ও বন্ধুভাবে অনশন ত্যাগের অনুরোধ জানাইয়া বহু তার বার্ত্তা আসিতেছে। তিনি বলেন যে, বার্ত্তাপ্রেরকগণ সকলে যদি বিশ্বস্তভাবে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন তবে তাঁহাকে অনশন ত্যাগ করিতে সাহায্য করা হইবে। পাকীস্তানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অনশন ব্রত আত্মশুদ্ধির একটী উপায় এবং যাঁহারা তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁহাদের সকলকেই তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। পাকীস্তান স্বর্গরাজ্যে পরিণত হউক, ইহাই তিনি চাহেন। তাহা হইলে ভারতও তাহার অনুসরণ করিবে। তিনি সারাজীবনই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছেন। এই স্বপ্ন সার্থক করিবার জন্য তিনি জীবনপাত করিবার ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত আছেন। রাত্রিতে গান্ধীজীর সুনিদ্রা হয়।

১৫ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—অনশনের তৃতীয় দিবসে গান্ধীজী স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিবরণীতে প্রকাশ—'স্বভাবতঃই তাঁহার ওজন কমিতেছে। দুর্ব্বলতাও অনেক বাড়িতেছে। অদ্য একটী হাতলওয়ালা চেয়ারে করিয়া তাঁহাকে স্নানের ঘর হইতে বাহিরে আনা হইয়াছিল। তাঁহার গলার স্বর ক্ষীণ ও প্রস্রাব দূষিত হইয়াছে। তিনি এখনও যথেষ্ট গরম জল পান করিতে পারেন।' প্রাতে পণ্ডিত নেহেরু ও রাজকুমারী অমৃত কাউর এবং বৈকালে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ব্রহ্মের রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজীর লিখিত বিবৃতি পাঠ

করা হয়। তিনি সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত কোন প্রকার মতানৈক্যের কথা অস্বীকার করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলেন যে সর্দ্দার প্রকৃতই মুসলমানদের বন্ধু। এই অনশনের সহিত কাশ্মীরের গোলযোগ বা জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা উভয় ডোমিনিয়নের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুবুদ্ধি আনয়ন করিবে।

১৬ই জানুয়ারী, শুক্রবার—মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য বিষয়ে মূত্রাশয়ের কাজ ভাল চলিতেছে না বলিয়া উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ও অপরাপর মন্ত্রীগণ এবং কংগ্রেস সভাপতি মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী যোগদান করিতে পারেন নাই, শয্যা হইতে মাইক্রোফোন যোগে বক্তৃতা করেন। মহাত্মাজীর কণ্ঠস্বর অতিশয় ক্ষীণ ছিল। তিনি বলেন যে, ভারতে ও পাকীস্তানে শান্তি ফিরিয়া না আসিলে তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। দিল্লীর হিন্দু, শিখ ও মুসলমানরা যদি এমন মিলন ঘটাইতে পারে যাহা ভারতের অন্যান্য স্থানের বা পাকীস্তানের কোন জায়গার হাঙ্গামায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, তাহা হইলে আমার ব্রত সিদ্ধ হইবে। পাকীস্তানকে তাহাদের প্রাপ্য অর্থ দেওয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে মহাত্মাজী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কংগ্রেস

সারকুলার নং ১।১৯৪৮

থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মহাশয়গণের প্রতি—

প্রিয় বন্ধু,

আপনারা অবগত আছেন যে মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক মিলন সাধনের জন্য মৃত্যুপণ করিয়া গত ১৩ই জানুয়ারী হইতে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে জনমতকে জাগ্রত করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে গান্ধিজীর উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিতে হইবে। কংগ্রেস কমিটি এবং কংগ্রেস কর্ম্মিগণ অনন্যমনা হইয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি এই সাম্প্রদায়িক মিলন সাধনে নিয়োজিত করিবেন। যাহাতে প্রতি গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া জনসাধারণকে এ বিষয়ে সম্যকরূপে উপলব্ধি করান যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সভায় আলোচনার পর গান্ধীজীর দীর্ঘ জীবনের জন্য সমবেত প্রার্থনা করিবেন। সভায় সাম্প্রদায়িক মিলন সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া "মহাত্মা গান্ধী, বিরলাভবন, দিল্লী" এই ঠিকানায় তার করিয়া জানাইবেন এবং সভার বিবরণ ও প্রস্তাবের একটী নকল জিলা অফিসে পাঠাইবেন।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে একান্তভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে যাহাতে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ মিথ্যা আচরণ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি যাহা আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়। এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্ম্মিগণ নিজেদের মধ্যে বৈঠক করিয়া কংগ্রেস সংগঠনকে কি ভাবে দোষমুক্ত করা যায় এবং শক্তিশালী করা যায় তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া জিলা অফিসে জানাইবেন। মনে রাখিবেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেস কর্ম্মিগণের নৈতিক বলের উপরই দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। ইতি

১৫।১।৪৮ বিভূতি দাস গুপ্ত, সম্পাদক।

নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন—১। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু ২। সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল (কোষাধ্যক্ষ) ৩। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৪। পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ৫। সর্দ্দার প্রতাপ সিং ৬। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৭। ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া ৮। মিঃ রফি আহমেদ কিদোয়াই ৯। মিঃ এস, কে, পাতিল ১০। প্রোঃ এন, জি, রঙ্গ ১১। মিঃ বলবন্ত রায় মেহেতা ১২। মিঃ শঙ্কর রাও দেও (যুগ্ম-সম্পাদক) ১৩। আচার্য্য যুগল কিশোর (যুগ্ম-সম্পাদক) ১৪। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী।

ভারতীয় সংবাদ

কাশ্মীর—

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের পক্ষ হইতে পাকীস্তানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের পক্ষে শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে, পাকীস্তানের বিরুদ্ধ-মনোভাবের জন্য এই সমস্যার আপোষ মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই। তিনি কাশ্মীর আক্রমণে হানাদারদিগকে পাকীস্তানের সাহায্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিষদকে কাশ্মীর হইতে হানাদারদিগকে বিতাড়িত করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে বলেন। পাকীস্তানের পক্ষে সার জাফরুল্লা খাঁ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে কতকগুলি পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

হায়দারাবাদ—

কিছুদিন হইতে শোনা যাইতেছিল যে হায়দারাবাদের নিজাম পাকীস্তানকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে ২০ কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় কোম্পানীর কাগজ নিজাম কর্ত্তৃক পাকীস্তানের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। নিজাম সরকারের পক্ষ হইতে ইহা সাধারণ লেনদেনের ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত হইলেও এইরূপ ধারণার উদ্ভব হইয়াছে যে, নিজামের এই সকল কার্য্য ভারত সরকারের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নহে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ভারত সরকার এই সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

স্থানান্তর ও পুনর্বসতি—

ভারত বিভাগ ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৫ লক্ষ লোক পাকীস্তান হইতে ভারতে আশ্রয় লইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এখনও প্রায় ২০ লক্ষ লোক বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়শিবিরে ও তাঁবুতে বাস করিতেছে। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পুনর্বসতি পরিকল্পনায় ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই পুনর্বসতি কার্য্য শেষ করিতে স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্ব পাঞ্জাবে, বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইতেছে এবং আশ্রয়প্রার্থীগণের জীবিকার উপায় ও শিক্ষাদান প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা হইতেছে।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন—

ভারতীয় গণপরিষদ অস্পৃশ্যতাকে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের আইনসভায় এই সম্পর্কে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের সুপারিশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী সভা—

কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটি উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পশ্চিম বাংলার আইনসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কংগ্রেস সদস্যগণের একটি পার্টি বৈঠকে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দলনায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিহার সংবাদ

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভা স্থগিত—

বিগত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় একদিক হইতে মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে এবং অপর দিক হইতে বিহার কংগ্রেসের সভাপতি ও কার্য্যকরী সমিতির বিরুদ্ধে দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব আলোচ্য বিষয় ছিল। মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনের জন্য অনশন-ত্যাগের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির আবেদন জানাইয়া শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদ ঐ সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখিয়াছেন।

বিহার হোম গার্ড—

একটি সাংবাদে প্রকাশ যে কয়েক দিনের মধ্যেই বিহার হোম গার্ড বাহিনীর জন্য লোক লওয়া আরম্ভ হইবে। প্রথমে ৬ ছয় হাজার লোক লওয়া হইবে এবং

তাহাদিগকে বিভিন্ন জেলাকেন্দ্রে যুদ্ধশিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে খাদ্য ও পোষাক বাদে দৈনিক ২৷৷০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। প্রথম দলের শিক্ষা শেষ হইলে পরবর্ত্তী দলকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

জঙ্গল রক্ষায় সাহায্যের আবেদন—

রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায় ভাগলপুরে কংগ্রেস কর্ম্মিগণের এক সভায় বলেন যে জঙ্গল আইন সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য কংগ্রেস কর্ম্মিগণের সাহায্যের প্রয়োজন। তিনি কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে এই উদ্দেশ্যে গ্রাম্য সমিতি গঠন করিতে এবং জঙ্গল বিভাগের কর্ম্মচারীগণের কার্য্য সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দেন।

স্থানীয় সংবাদ

মকর ও মাঘ মেলা—

প্রতিবৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও মকর সংক্রান্তিতে ও মাঘ মাসের প্রথমে বেড়ো, ছাতাপুকুর, বেরান্দা, ঝালিদা, চাঁচড়া প্রভৃতি বহু স্থানে মেলা বসিয়াছিল। ইছাগড় থানার কংগ্রেস কর্ম্মিগণের চেষ্টায় এই বৎসর ছাতাপুকুর মেলায় কোনও অন্যায় বা অভদ্র ঘটনা ঘটে নাই। চাঁচড়ার মেলায় কয়েকজন কর্ম্মী জুয়াখেলা বন্ধকরার চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে উপস্থিত পুলিস কর্ম্মচারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তাহারা ইহার কোনও প্রতিকার করে নাই। উপরন্তু এইরূপ অভিযোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাদেরই যে পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধে জুয়াখেলা চলিয়াছিল।

আদিবাসী সেবা মন্দির—

আদিবাসীদিগকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দিবার জন্য লক্ষণপুরে ৫০জন ছাত্র থাকিবার উপযুক্ত একটী আদিবাসী সেবা মন্দির খোলা হইয়াছে। প্রতি ছাত্রকে মাসিক আধ মণ চাউল ও ৩৲ টাকা করিয়া লাগিবে। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত আসবাব পত্র ও প্রতি ছাত্রের জন্য ২৲ টাকা হিসাবে দুধের খরচ বহন করিবেন। ১০টী উপযুক্ত ছাত্রকে বিনা খরচায় রাখিবার ব্যবস্থা আছে। এই বিষয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীগিরীন্দ্র কুমার দে, লক্ষণপুর, পোঃ লধুড়কা, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মানভূম ছাত্র কংগ্রেস—

আগামী ৩১শা জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী ঝালিদা সত্যভামা বিদ্যাপীঠে ছাত্রকংগ্রেসের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ইহার সঙ্গে রচনা ও তর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, এবং শিক্ষক-ছাত্র যুক্ত সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রচনার বিষয়— ১। মানভূমের সমস্যা ও তাহা সমাধানের উপায় ২। আমার বাল্য জীবন ও আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তর্কের বিষয়—ভারতে গান্ধীবাদী নীতিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা। প্রতি স্কুলের একজন বক্তা ইহার সপক্ষে ও একজন ইহার বিপক্ষে বলিবেন। প্রতিযোগিতার জন্য উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

নেতাজী জন্ম জয়ন্তী—

মানভূম ছাত্রকংগ্রেস নেতাজীর ৫২ তম জন্ম বার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ২৩শা জানুয়ারী প্রতিস্কুলে প্রভাত ফেরী, শোভাযাত্রা, ও সভার আয়োজন করা হইয়াছে।

মানভূম প্রচার-সংযোগ-সমিতি—

সদর মানভূমের এস, ডি, ওর উদ্যোগে ১৬ই জানুয়ারী তারিখের সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের একত্র মিলিত বৈঠকে মানভূম জেলায় একটি প্রচার-সংযোগ-সমিতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্থির হয় যে, ডেপুটী কমিশনারের সভাপতিত্বে, জাতিগঠন বিভাগ সমূহের কর্তৃপক্ষ, আইনসভার স্থানীয় প্রতিনিধিগণ, স্বায়ত্বশাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষ, কংগ্রেস ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং সংবাদিকগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইবে। ইহার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিমূলক সভা আহ্বান করিবার জন্য ডেপুটী কমিশনারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

পুরুলিয়ায় জনসভা—

গত রবিবার, ১৮ই জানুয়ারী অপরাহ্নে জুবিলী ময়দানে শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেনের সভাপতিত্বে মহাত্মা

গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ

গত রবিবার ১৮ই জানুয়ারী বেলা ১২-৪৫ মিঃ মহাত্মা গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন। শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বর্গ তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহারা সম্প্রীতি আনয়ন করিবেন। পাকীস্তানের হাই কমিশনার জাহির হোসেনও সেখানে উপস্থিত থাকিয়া পাকীস্তানে যাহাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি হয় তাহার প্রতিশ্রুতি দেন। মৌঃ আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজীকে কমলা লেবুর রস দিলে তিনি তাহা পান করিয়া অনশন ভঙ্গ করেন।

গান্ধীর অনশন উপলক্ষ্যে এক জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত অমলা প্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ও সভাপতি মহাশয় গান্ধীজীর অনশনের কারণ ও তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"সমাজের অনিষ্টকারীদের অসামাজিক অনাচার দূর করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য মানভূমের জনসাধারণ অদ্য এই সভায় সমবেত হইয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে ও তাঁহার মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য এবং তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

এই সভা জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছে যে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করিয়া এইরূপভাবে আচরণ করুন, যাহাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

মানভূমের জনসাধারণ তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে, এই জেলায় যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বরাবর অক্ষুন্ন থাকিবে।"

তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটের অভাব—

বি, এন, রেলওয়ে সিরজাম ষ্টেশনে আদ্রা পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট প্রায় মাসাবধি পাওয়া যাইতেছে না ইহাতে গরীব জনসাধারণের বড়ই ক্ষতি হইতেছে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রেরিত পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

তুলিন হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু জানাইতেছেন যে— তুলিনে মকর মেলায় কর্ম্মীগণের চেষ্টায় প্রথমে জুয়াখেলা বন্ধ ছিল। পরে হঠাৎ বেলা দশটায় ঝালিদার দারোগাগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটী জুয়ার আসন পড়িতে থাকে। কর্ম্মীগণের প্রশ্নের উত্তরে দারোগাবাবু বলেন যে—খেলা চলিবে। তিনি ডেপুটীকমিশনারের হুকুমের দোহাই পাড়েন। ডেপুটীকমিশনার ডাক বাংলায় উপস্থিত ছিলেন। কর্ম্মীগণ দারোগাবাবুকে লইয়া ডেপুটী কমিশনারের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি খেলা বন্ধের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলে জুয়া খেলা বন্ধ থাকে। পত্র লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী এই সমস্ত অনাচারে উৎসাহ দেয় তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।

২। তুলিনের শ্রীকরালি কুমার কুণ্ডু সদরের তামাক লাইসেন্স অফিসের অব্যবস্থার কথা জানাইয়া লিখিয়াছেন যে, অফিসের হাকিমগণ প্রায় বাহিরে থাকায় লোককে ক্ষতি স্বীকার করিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। দরখাস্তের বহুদিন পাত্তা মিলে না। লাইসেন্স দেওয়া না দেওয়া হাকিমের খুসী। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন।

মুক্তির নিয়মাবলী

——0——

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবারে প্রকাশিত হইবে।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য— ৬৲ (সডাক)
যান্মাসিক ,, — ৩৷০ ,,
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃপিঃতে লইলে।০ আনা বেশী লাগে।

৩। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হইবে না।

৪। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তর সহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। গ্রাহকগণ পত্রাদি লিখিবার সময় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৬। মুক্তিতে যাঁহারা প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে চান, তাঁহাদের প্রবন্ধ খুব দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে টিকিট পাঠাইতে হইবে। কোন লেখা প্রকাশ বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশের অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়।

৭। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে :—
ম্যানেজার "মুক্তি"; মুক্তি কার্য্যালয় ;
পোঃ পুরুলিয়া, জিঃ মানভূম, বি, এন, আর,।

"মুক্তির" বিজ্ঞাপনের হার

——০——

পূর্ণ পৃষ্ঠা — ৪০৲ (২ কলম) প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা — ২২৲ (১ কলম) " "
সিকি পৃষ্ঠা — ১২৲ (১ কলম) " "
প্রতি ইঞ্চি কলম—৩৷০ প্রতিসংখ্যা প্রতিবার
সম্মুখের পৃষ্ঠায় অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৫৲ (১ কলম) "

১। বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম অর্থাৎ ১২ সংখ্যার কম হইলে এই হারে লওয়া হইবে।
৩ মাস বা তাহার বেশী সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিশেষ হারের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে ম্যানেজারের নিকট চিঠি লিখিয়া বা দেখা করিয়া স্থির করুন।

২। যে সপ্তাহে বিজ্ঞাপন যাইবে সেই সপ্তাহে বুধবার পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের কপি দিতে হইবে

এজেন্টগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১। পাঁচখানার কম হইলে "মুক্তির" এজেন্ট করা হইবে না।

২। এজেন্টকে প্রতি কপির জন্য দশ আনা হিসাবে মুক্তির ম্যানেজারের নিকট অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৬ তারিখের মধ্যে কমিশন বাদে পুরা দাম পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

৩। শতকরা ৫ খানা হিসাবে অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হইবে। ইহা হিসাব দিবার সময়ই জমা করিতে হইবে।

৪। এজেন্টগণ বিক্রীত মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

৫। এজেন্টগণের নিকট কাগজ পাঠানো খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত দিতে হইলে তাহা পাঠাইবার খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
৮ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই মাঘ ১৩৫৪, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵

মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা পরিচালিত

মুক্তি প্রেস

পুরুলিয়া।

সর্ব্ব প্রকার ছাপার কাজ

বাঙ্গলা

ইংরাজী

হিন্দী

সুন্দর ভাবে ও নিয়মিত সময়ে
করা হয়।

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

পুরুলিয়া।

সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

আনন্দময়ী ড্যাক্টরী

ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার
সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।

গোউরপদ সেন এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

পুরুলিয়া

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।

কর্ম্মখালি

চাস প্রস্তাবিত উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্য একজন ট্রেনড্ গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক আবশ্যক। বেতন ৬৫৲ টাকা এবং মাগ্‌গী ভাতা। সত্বর আবেদন করুন। ইতি—

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, সেক্রেটারী
C/o. শ্রীকাননবিহারী মজুমদার
পোঃ চাস, মানভূম।

কর্ম্মখালি

কল্যাণপুর ইউ, পি, স্কুল আরম্ভের প্রাক্কালে একজন G. T. পাস শিক্ষক আবশ্যক। উপস্থিত মাসিক বেতন ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা। আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

মুকুন্দলাল আদিত্য দেব
কল্যাণপুর, পোঃ চাণ্ডিল,
রেল ষ্টেশন—পারকিডি।

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিমিটেডের সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও প্রকার অভিযোগ করিবার থাকিলে তাহা সরাসরি ষ্টোরের কেন্দ্রীয় অফিসে জানাইবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আরও জানানো যাইতেছে যে কোটার বাহিরে ৩০২৯ গজ ভয়েল ক্লথ কো-অপারেটিভ ষ্টোর পাইয়াছে। প্রতি পরিবার পিছু ১০ গজ বা তাহার কম কাপড় দেওয়া হইবে। এই কাপড় লইতে হইলে ডি, এস, ও-র নিকট হইতে স্লিপ লইতে হইবে।

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ১২ই মাঘ, সোমবার

নেতাজী

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ৫২ তম জন্মতিথি সমাপ্ত হইয়া গেল। সমস্ত দেশময় তাঁহার জন্মতিথি পালিত হইয়াছে।

সুভাষ চন্দ্র জীবিত কি মৃত সে প্রশ্নের এখনও চূড়ান্ত সমাধান হয় নাই, কিন্তু ভারতবাসীর অন্তরে তাঁহার স্থান শাশ্বত; সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, তিনি চিরজীবি।

আজ দীর্ঘকাল পরে স্বাধীন ভারতবর্ষের নূতন পরিস্থিতিতে তাঁহাকে আমরা যখন দেখি তখন অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে তাহার চরিত্রের একটা বিশেষ দিকই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার ত্যাগ, দেশপ্রেম, সাহস, বীর্য্য, অদ্ভুত সংগঠন ক্ষমতা ভারতবর্ষে চিরকাল বরেণ্য হইয়া থাকিবে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে গঠন করিয়া তুলিতে হইলে যাহা আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন তাহা—তাঁহার মত 'চরিত্রবল'।

এই রকম সবল চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির বর্ত্তমান ভারতবর্ষে বড় অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের জাতির গতি যে ভাবে যে দিকে চলিতেছে, তাহাতে প্রশ্ন আসে—সে সমস্ত মূল্যই কি মূল্যহীন হইয়া পড়িবে? উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত, বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত, সমাজে সর্বত্র সমস্ত স্তরে যে একটা নৈতিক অধঃপতন মূল বিস্তার করিয়াছে, তাহা হইতে জাতিকে যদি অবিলম্বে সবলে মুক্ত না করিতে পারা যায় তবে জাতির ভবিষ্যত বড় অন্ধকারময়। ইহা হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইলে সুভাষ চন্দ্রের বিরাট চরিত্রবল একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার চরিত্রবল যদি জাতিকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ না করিতে পারে, তবে তাঁহার প্রতি জাতির যে শ্রদ্ধা, যে প্রেম, তাহা অন্তঃসার শূন্য বলিয়াই মনে হইবে।

ভারতবর্ষ গুরুবাদের দেশ বলিয়া অনেকে বলেন। একটা বিষয় সম্বন্ধে কিন্তু সন্দেহ নাই, যাঁহাকে ভারতবাসী শ্রদ্ধা করে—তাঁহাকে অবশেষে পূজা করিতে আরম্ভ করে। কিছুদিন পরে ইহা নিছক পূজাতেই পর্য্যবসিত হয়। যে বীর বা যে মহৎ ব্যক্তি দেশ ও জাতির আদর্শ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হন—আমরা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বগুলি জাতির জীবনে অনুশীলন না করিয়া বিরাট উৎসবে, বা বিরাট স্মৃতি-মন্দিরে ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিয়াই নিশ্চিন্ত সন্তোষ লাভ করি। সুভাষ চন্দ্র সম্বন্ধেও যদি দেশবাসী কেবল বিরাট উৎসব করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াই নিশ্চিত হন, তবে সুভাষ চন্দ্রের বাস্তবিকই মৃত্যু হইয়াছে বলিতে হইবে।

বাল্যকাল হইতে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে সুভাষ চন্দ্র নিজেকে গঠিত করিয়াছিলেন। এমন একটা সবল মানুষ যে দেশে জন্মে, সে দেশ সৌভাগ্যশালী। স্বার্থ, প্রলোভন, খ্যাতির মোহ—কোথাও তাঁহার আত্মসমর্পণ নাই। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেও যাহা তিনি সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন এবং অবিচলিত পদক্ষেপে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রেম স্বার্থ বুদ্ধি দ্বারা কলুষিত নয়, তাঁহার নির্ভীকতার মধ্যে দ্বিধার স্থান নাই, তাঁহার আহ্বানে কোন জড়তা নাই, তাঁহার নির্দ্দেশে কোন অস্পষ্টতা নাই। ভারতবাসীকে আজ আত্মস্থ হইয়া এই বীর পুরুষটীর চরিত্র অনুশীলন করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া দেশের যুবশক্তিকে ভুলিলে চলিবে না যে, জাতির চরিত্রবল যদি উন্নত ও দৃঢ় না করিতে পারা যায়, তবে জাতির মূল ভিত্তি দুর্বলই থাকিয়া যাইবে। উপরে সৌধ যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য।

সুভাষ চন্দ্রের জন্মদিবসে আমরা তাঁহার জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু চোখের জল যদি ফেলিতে হয়, তাহা সুভাষ চন্দ্রের অনুপস্থিতির জন্য নয়। দেশ ও জাতি যে নৈতিক চরিত্রের অভাবে চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, তাহার জন্যই আমাদের গ্লানি। আজ জাতির সর্বস্তরের সর্ব মানুষকে সংহত হইয়া সমস্ত মিথ্যা-

চার হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে। দেশের যুবশক্তিকে আজ বিশৃঙ্খল হইয়া না থাকিয়া একই সংকল্প লইয়া জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা, দুর্বলতা, ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তাহাদের সংঘবদ্ধ অভিযান একদিকে যেমন আপোষহীন ও দুর্দ্ধর্ষ হওয়া প্রয়োজন, আর একদিকে তেমনিই তাহাদের সৃষ্টিশক্তি নূতন ভারতের নূতন জাতি গঠনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রযুক্ত হইলে সুভাষ চন্দ্রের জন্ম সার্থক হইবে, তাঁহার জন্মোৎসব সফল হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

২৬শে জানুয়ারী—

আমরা দীর্ঘকাল যাবত প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা দিবস পালন করিয়া আসিয়াছি। এ বৎসর এই দিবসে সভা সমিতি প্রভৃতি হইলেও প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ হইবে না। তাহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু এই দিবসটী—যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করিয়াছেন তাহাদের স্মৃতি পূজা করিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আজ সেই সহীদদের আমরা স্মরণ করিতেছি। জাতির জীবনে তাঁহাদের আদর্শ যেন চিরঞ্জীবি হইয়া থাকে।

গান্ধীজীর প্রতি বোমা নিক্ষেপ—

গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যখন তিনি প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিতেছিলেন তখন তাঁহার প্রতি একটী দেশী বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং সেই বোমা তাঁহার পনের গজ দূরে ফাটে। কেহ হতাহত হন নাই। দুষ্কৃতিকারী সভাস্থলেই গ্রেপ্তার হয় এবং বলে যে গান্ধীজীর সহিত হিন্দু মুসলমান বিষয়ে মত বিরোধই তাহার বোমা নিক্ষেপের কারণ। গান্ধীজীর প্রতি আর একবার বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে—পুণাতে। সেবার হরিজন সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজীর সহিত দুষ্কৃতিকারীর মতভেদ ছিল। গান্ধীজী এবারের দুষ্কৃতিকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"যুবকের বোঝা উচিত যে, কাহারও সহিত মতভেদ থাকিলেই সে যে খারাপ লোক হইবেই তাহা নয়। ..... কাহারও ইহা মনে করা উচিত নয় যে, সে এত নির্দ্দোষ যে ভগবান তাহাকেই কোন অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবার ভার দিয়া পাঠাইয়াছেন।" আজ আমাদের এই কথাগুলি খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। এই বোমা নিক্ষেপ করার জন্য যুবকই শুধু দায়ী নয়, প্রধানতঃ দায়ী তাহারা—যাহারা এই যুবকের পিছনে থাকিয়া, তাহাকে দিয়া এই কাজ করাইয়াছেন। যাহারা ইহাকে সমর্থন করেন বা প্রশ্রয় দেন, তাহারা ভুলিয়া যান যে, মানুষকে মারিয়া ফেলিলেই তাহার প্রচারিত সত্যকে নষ্ট করা যায় না। জগতে বহু মহাপুরুষের বিরুদ্ধেই এই রকম আক্রমণ হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির জীবনে এই রকম ঘটনা সংঘটীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা না থাকিলেও তাঁহাদের প্রচারিত সত্যই জয়ী হইয়াছে। গান্ধীজীর প্রচারিত সত্যও, যাহার উদ্দেশ্য একমাত্র সর্ব্বমানবের কল্যাণ, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আঘাত তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

ডাঃ প্রফুল্লঘোষের পদত্যাগ—

বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার স্থলে ডাঃ বিধান রায় প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং তিনি বার জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রী সভার সম্বন্ধে, সর্দ্দার প্যাটেল কলিকাতার জনসভায় তাহার ভাষণে বলিয়াছিলেন —"বহুদিন পরে বাংলা দেশ একদল এমন কর্ম্মী পাইয়াছে, যাহাদের সততা ও নিষ্কলুষতার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা চলে না।" বস্তুতঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা বাংলা দেশে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা যে কোন মন্ত্রীসভার পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

ক্ষমতার অপব্যবহার—

কোন একটা খুন বা ডাকাতি হইলেই—স্থানীয় পুলিশ নির্বিচারে বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া থাকে, এবং কিছুদিন পরে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার চার্জ্জসিট দাখিল করিতে না পারিয়া অধিকাংশ লোককে ছাড়িয়া দেয়।

এইরূপ ব্যাপার অবাধে এবং অবারিতভাবে চলিতেছে বলিয়া বহু অভিযোগ আসিতেছে। আদালত হইতে গত এক বৎসরের হিসাব লইলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এইরূপ অবাধ গ্রেপ্তারের ফলে বহু নির্দ্দোষী লোক অনর্থক হয়রান হয় এবং অর্থদ্বারা স্থানীয় পুলিশকে সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হয়। ইহা পুলিশের অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জ্জনের একটী সুবিধাজনক পন্থা। কাহাকেও এই সব গুরুতর অপরাধে গ্রেপ্তার করিতে হইলে, তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত কারণ থাকা একান্ত দরকার। দেশের লোকের নাগরিক অধিকারকে এভাবে ক্ষুণ্ণ করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক এবং দুর্নীতির পরিপোষক। দোষী ব্যক্তির যেমন অবশ্যই সাজা হওয়া দরকার তেমনিই নির্দ্দোষী ব্যক্তি যেন বৃথা হয়রান না হয় তাহা দেখাও সমস্ত শাসনের মূলনীতি। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অবহিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

মাঘমেলায় অনাচার—

পৌষ সংক্রান্তি হইতে সুরু করিয়া মাঘের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত জিলার সর্ব্বত্রই মেলা হইয়া থাকে। মানভূম জিলায় এই সময় এই মেলাগুলিতে বহু জন-সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলাগুলির প্রধান বিশেষত্ব হইল জুয়া খেলা। কি পরিমাণে যে জুয়া খেলা হয়, এবং গ্রামের সাধারণ চাষীরা এই জুয়াতে কিরকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা না দেখিলে ধারণা করা যায় না। এই বৎসর এই সব মেলাতে জুয়া বন্ধ করিবার জন্য বহুস্থানে অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুলিশের অনুপস্থিতিতে যদি বা জুয়া খেলা বন্ধ হইয়া যায়—কিন্তু পুলিশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জুয়াড়ীরা পরম উৎসাহে জুয়া খেলা চালাইতে সুরু করে। তুলিনে এই অবস্থায় ডেপুটী কমিশনারের হস্তক্ষেপের ফলে জুয়া খেলা বন্ধ হয়। চাঁচড়ার মেলাতে কনেষ্টবলরা সমস্ত জুয়াড়ীদের কাহার কাছে কত ঘুস লইয়া জনসাধারণের বিরোধীতা সত্ত্বেও তাহাদের প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহা আমরা, প্রয়োজন হইলেই প্রকাশ করিব। এবিষয়ে গ্রামবাসী এবং বিশেষ করিয়া গ্রামস্থ যুবক ও কর্মিদের আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, পুলিশ সাহায্য না করিলেও এই জুয়াখেলা বন্ধ করিবার ভার তাহারা নিজ হস্তে লউন। কারণ জাতির ক্ষতিকর এই অন্যায় কাজ কিছুতেই চালাইতে দেওয়া যাইতে পারে না।

সেচ ব্যবস্থায় অব্যবস্থা—

সদর সাবডিবিজনে একটি ইরিগেশন কমিটি আছে, যাহার সভাপতি ডিপুটী কমিশনার সাহেব। আদিবাসীদের এবং জনসাধারণের জন্য জলসেচের সুব্যবস্থা করাই এই কমিটীর কাজ। লোকের চাষের জন্য বাঁধ কাটা প্রভৃতির জন্য এই কমিটি হইতে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার অব্যবস্থা চরমে উঠিয়াছে। যাহার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, এরকম লোক চার পাঁচবার আসিয়াও টাকা পায় না। লোককে হয়রাণ হইতে হয়। দরখাস্ত করিয়া টাকা মঞ্জুর হইলে, লোকে আশা ছাড়িতে পারে না এবং টাকা পাইতেও তাহাকে প্রাণান্ত হইতে হয়। তারপর ইহার গতিও অত্যন্ত ধীর। গত বৎসর জলসেচের জন্য সরকার হইতে যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল এই জিলাতে তাহা সম্পূর্ণ খরচ হইয়া আরও বেশী দাবী করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন ব্যবস্থা যেরূপ ধীর ভাবে চলিতেছে তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে টাকা ফিরাইয়া না দিতে হয়। এরূপ শোচনীয় অব্যবস্থা আর কতদিন চলিবে?

ঋণে হয়রানী—

কৃষি কার্য্যের জন্য বা জমির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ দিবার যে ব্যবস্থা আছে, সেই সম্বন্ধেও লোকে অষথা হয়রাণ হইতেছে। প্রথমতঃ কর্ম্মচারীদের সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে ঋণ পাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ বাধা বিঘ্ন, বিলম্বের কারণ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ঋণের টাকা পাইতে গ্রামবাসীকে বারবার যে ভাবে যাতায়াত বাবত খরচ করিতে হয় তাহাতে মহাজনের নিকট বেশী সুদ দিয়া টাকা পাইলেও তাহার সস্তা পড়ে। আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, জনসাধারণের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন গভর্ণমেণ্টের স্থানীয় যন্ত্র কি ভাবে জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদাসীন হইয়াও নির্বিবাদে টিকিয়া আছে।

চরম ঔদাসীন্য—

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদের দায়িত্বহীনতা ও কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী প্রদর্শন করিলে হয়ত

তাহারা ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু ইহা তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে জনসাধারণের জন্যই তাহাদের রাখা হইয়াছে। এ বিষয়ে যেখানে তাঁহাদের ত্রুটীর ফলে জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে সেগুলি যাহাতে সংশোধিত হইয়া সকলের সুবিধা করা যাইতে পারে সেই দিকেই চেষ্টা করা উচিত। শাসন ব্যবস্থা কি ভাবে চলিতেছে তাহার বহু ঘটনার মধ্যে আমরা একটা উদাহরণ দিতেছি। পুঞ্চা থানার নপাড়ায়, অভিমন্যু সেন কাপড়ের ডিলার। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, গ্রামবাসী একজন কাপড়ের খরিদ্দার কাপড় কিনিতে আসিলে সে তাহাকে প্রহার করে, হয়রান করে, এবং পঞ্চায়েত-নির্দ্দিষ্ট চার্ট অনুযায়ী কাপড় দিতে অস্বীকার করে। এই বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য ডি, এস, ও, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী এম, এল, এ, জিলা পঞ্চায়েতের যুগ্ম সম্পাদক অনিল কুমার বসু, এবং পুঞ্চা থানা পঞ্চায়েতের সভাপতি বাঙ্গার নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক সঙ্গে সেখানে যান। তদন্তের ফলে ঘটনা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। গ্রামবাসীরা যাহারা সেই দোকান হইতে কাপড় লইত, তাহারা উক্ত দোকান হইতে কাপড় লইতে অস্বীকার করে। ডি, এস, ও মহাশয় ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পঞ্চায়েতকে অন্য কোনও লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারের নাম দিবার জন্য অনুরোধ করেন। পঞ্চায়েত দেয়, এবং ডি, এস, ও মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেন যে এ বিষয়ে অতি শীঘ্রই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু আজ একমাস হইতে চলিল এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। গ্রামবাসীরা সেই দোকান হইতে আর কাপড় লয় নাই। ডিলার দিব্যি খুসীমনে চোরাবাজার চালাইয়া যাইতেছে এবং কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠিয়া গেলে, সমস্ত কাপড়টাই সে নিশ্চিন্ত মনে চোরাবাজার করিবে। পয়সা দিয়া কাপড় কিনিতে আসিয়া নির্দ্দোষ গ্রামবাসী মার খাইল, সরকারী বেসরকারী মুখ্য মুখ্য লোকের অনুসন্ধানে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং ডিলার নিশ্চিন্ত মনে গ্রামের লোককে বঞ্চিত করিয়া চোরাবাজার করিতে লাগিল এবং এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই হইল না। স্বাধীন দেশের জনসাধারণের ভৃত্যদের এ রকম চমৎকার শাসন ব্যবস্থার সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মানভূম জিলা বোর্ড—

আজ আট মাস হইয়া গেল, মানভূম জিলা বোর্ডের নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে মনোনীত সভ্যদের নাম প্রকাশ না হওয়ার জন্য, নব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ জিলা বোর্ডের ভার লইতে পারেন নাই। কবে যে নাম প্রকাশিত হওয়া সম্ভব তাহাও আমাদের কল্পনার বাহিরে। ঘটনা পরম্পরায় এই ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক যে এই বিলম্ব একান্ত ইচ্ছাকৃত। এরূপ ইচ্ছার পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে তাহা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু ইহার ফলে মানভূমের জনসাধারণের যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কারণ বিদায়ী সভ্যগণ কোনই দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতেছেন না। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া আছে। মানভূম জিলা সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর এরূপ ঔদাসীন্য বিস্ময়জনক। তাঁহাদের যাহা উদ্দেশ্য তাহা পরিষ্কার করিয়া জনসাধারণকে জানাইলে ভাল হয়। নচেৎ মানভূমের জনসাধারণের মনে মন্ত্রীদের সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি হইতেছে—তাহা বিশেষ করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নয়।

দায়িত্ব ও যোগ্যতা—

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভাপতি বা সম্পাদক নির্বাচনের সময়ে দেখা যায় যে—ভালো মানুষ হিসাবে অনেক নিরক্ষর লোকও পঞ্চায়েতে সভাপতি বা সম্পাদক নির্বাচিত হয়। পঞ্চায়েতের এই রকম বহু নিরক্ষর বয়স্ক ও বৃদ্ধ সভাপতি বা সম্পাদক বা সভ্য সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতে অক্ষর পরিচয় করিয়া নিজের নাম সহি করিতে শিখিয়াছে। দেশের জন সাধারণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা পাইলে এমনি ভাবেই নিজেদের যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করিলে চিন্তার কিছু নাই। জনসাধারণ নব প্রেরণা লাভ করিয়া নিজেদের যোগ্যতা নিজেরাই অর্জ্জন করিবে।

গান্ধীজী

অনশনের দিনপঞ্জী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭ই জানুয়ারী, শনিবার—গান্ধীজীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষার বিবরণীতে প্রকাশিত হয় যে তাঁহার দুর্ব্বলতা অনেক বাড়িয়াছে। তিনি মাথা ভার বোধ করিতেছেন। যাহাতে গান্ধীজী অবিলম্বে অনশন ত্যাগ করিতে পারেন, তাহার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে আবেদন জানানো হয়। প্রার্থনার সময়ে গান্ধীজী শয্যা হইতে ক্ষীণ কণ্ঠে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার অনশনের চাপে পড়িয়া কেহ যেন কিছু না করেন। বিবেক ও কর্ত্তব্যের আহ্বানে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই অনশন আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এইরূপ হইলে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্থায়ী মিলন সম্ভব হইবে, তাহাই তাঁহার কাম্য। এই দিন দিল্লীতে সমস্ত কাজ কারবার, স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল ও দলে দলে শোভাযাত্রা ও শান্তিমিছিল সহর পরিভ্রমণ করিতেছিল। হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের একটি বিরাট জনসভায় মৌলানা আজাদ গান্ধীজীর অনশন ত্যাগের কতকগুলি সর্ত্তের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, সরকারী ও বেসরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এইগুলি পূরণ করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন। অপরাহ্ণে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তাঁহার পত্নী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাত্রির প্রথমভাগে গান্ধীজী অস্বস্তি বোধ করেন এবং তাঁহার বমনোদ্রেক হয়; পরে কিছু সময় সুনিদ্রা হয়। রাত্রি ৩।০ টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া গান্ধীজী নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা সমাপন করেন।

১৮ই জানুয়ারী রবিবার—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃস্থাপনের জন্য হিন্দু, শিখ, মুসলমান ও অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের ১৩০ জন প্রতিনিধি লইয়া যে শান্তি কমিটি স্থাপিত হইয়াছিল, উক্ত কমিটি সকালে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গান্ধীজীকে এই মর্ম্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে, দিল্লীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে না এবং তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে মুসলমানদিগকে রক্ষা করিবেন। গান্ধীজী এই কমিটির সহিত একঘণ্টা আলোচনার পর অনশন ভঙ্গ করিতে সম্মত হন। অনশনভঙ্গের পূর্ব্বে গান্ধীজী প্রার্থনা করেন এবং পরে মৌলানা আজাদ একটি ছোট গেলাসে গ্লুকোজ মিশ্রিত লেবুর রস দিলে তাহা পান করিয়া ১২ টা ৪০ মিঃ সময়ে অনশন ভঙ্গ করেন। সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

গান্ধীজীর ভাষণ

"সত্য, যাহার অপর নাম ভগবান, তাহারই নামে আমি অনশন আরম্ভ করি। জীবন্ত সত্য ছাড়া ভগবানের অস্তিত্ব নাই। ভগবানের নামে আমরা মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছি, এবং দোষী নির্দ্দোষ, পুরুষ স্ত্রী, বালক শিশু, নির্বিচারে সকলকে হত্যা করিয়াছি। আমরা নির্লজ্জভাবে অপহরণ, বলপূর্বক ধর্ম্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি। সত্যের নামে কেহ এই সমস্ত করিয়াছে কি না, আমি জানি না। সত্যের নাম লইয়াই আমি অনশন ভঙ্গ করিয়াছি। জনসাধারণের মনোবেদনা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র বাবু একশতের উপর প্রতিনিধি লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘ এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের প্রতিনিধি ছিলেন। এই প্রতিনিধিমূলক দলের মধ্যে পাকিস্তানের হাই কমিশনার জাহির হোসেন, দিল্লীর চীফ কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার, আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল শা নেওয়াজও উপস্থিত ছিলেন। মৌলানা সাহেব এবং প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় উপবিষ্ট পণ্ডিত নেহেরুও সেখানে ছিলেন। এই সমস্ত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হিন্দুস্থানীতে লিখিত একখানি দলিল পাঠ করা হয়। উহাতে তাঁহাদের উপর আর অধিক চাপ না দিতে এবং অনশন ভঙ্গ করিয়া মানসিক যন্ত্রণার লাঘব করিতে আমাকে অনুরোধ জানানো হয়। অনুরূপ অনুরোধ জানাইয়া ভারত ও পাকীস্তান হইতে অসংখ্য তারবার্ত্তা আমার নিকট আসিয়াছে। এই সমস্ত বন্ধুদের পরামর্শ আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান পার্শী ও ইহুদীদিগের মধ্যে সর্ব্ববস্থায় অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তাঁহারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন

তাহা আমি অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। এই বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হইলে জাতিও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

ইহা লিখিবার সময়, আশ্বাসসূচক বহু তারবার্ত্তা আমি পাইতেছি। মানবের সেবার জন্য ভগবান আমাকে শক্ত ও সমর্থ রাখুন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আজ যে পবিত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল তাহা পূর্ণ হইলে, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, ভগবানের নিকট আমার এই ঐকান্তিক কামনা ও প্রার্থনা দ্বিগুণ শক্তিলাভ করিবে যে, আমি যেন পরিপূর্ণ জীবন ভোগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে ঐ জীবনের কাল ২৫ বৎসর, কেহ কেহ বলেন ১৩৩ বৎসর। হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবকসঙ্ঘ সহ দিল্লীর সমস্ত নাগরিকগণের সদিচ্ছায় আমার অঙ্গীকার আশাতিরিক্ত-ভাবে শীঘ্র পূর্ণ হইয়াছে। যখন দেখিতে পাইলাম যে, হাজার হাজার আশ্রয় প্রার্থী ও অন্যান্য ব্যক্তি গত-কল্য হইতে অনশন সুরু করিয়াছে, তখন ফলাফল ভিন্ন-রূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রকৃত সৌহার্দ্যের প্রতিশ্রুতি জানাইয়া হাজার হাজার পত্র পাইতেছি। পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতে তারযোগে আশীর্বাদ পাইয়াছি। আমার কার্য্যে যে ভগবানের হাত আছে, তাহার আর কি প্রকৃষ্ট উদাহরণ থাকিতে পারে?

কিন্তু যে প্রেরণায় আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা বাদ দিলে অঙ্গীকারের মূল্য নষ্ট হইবে। ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপন এবং অনুরূপ বন্ধুত্ব পাকিস্তানেও প্রতিষ্ঠিত করাই আমার অঙ্গীকারের মর্ম্ম-কথা। রাত্রির পর দিবালোকের ন্যায় প্রথমটি পরিপূর্ণ হইলে দ্বিতীয়টি অনুসরণ করিবে। ভারতে অন্ধকার থাকিলে পাকিস্তানে আলোর আশা করা ভুল। সন্দেহাতীত ভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে নিশার অবসান ঘটিলে, পাকিস্তানেও অবশ্যই অনুরূপ ফল দেখা যাইবে,—বর্ত্তমানেও এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। পাকিস্তান হইতে বহু বার্ত্তা আসিয়াছে, একটিও নেতিবাচক নহে। সত্যস্বরূপ ভগবান গত ছয়দিনের মত ভবিষ্যতেও আমা-দিগকে পরিচালিত করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা সভায় বোমা বিস্ফোরণ

২০শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী যেখানে বসিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন সেখান হইতে প্রায় ১৫ গজ দূরে একটী বোমা বিস্ফোরণ হয়। কেহ আহত হয় নাই এবং গান্ধীজীও অবিচলিত ভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যান। পুলিশ বোমা নিক্ষেপকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহার নাম মদনলাল। সে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আগত একজন হিন্দু আশ্রয় প্রার্থী। মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের প্রতিবাদে সে বোমা নিক্ষেপ করি-য়াছে। সে প্রায় একসপ্তাহ পূর্ব্বে দিল্লীতে আসিয়া একটি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে মসজিদ খালি করিয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইলে সে ক্রোধান্বিত হয়।

পরদিন ২১শে তারিখের প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি প্রথমে ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে বোমাটি তাঁহার উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত হইয়া-ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ইহা কোনও সামরিক কুচকাওয়াজের শব্দ। যাহা হউক, তিনি এই কার্য্যের জন্য উক্ত বিপথ-চালিত যুবককে ঘৃণার চক্ষে না দেখিতে উপদেশ দেন।

"নেতাজী-স্মরণে"

শ্রীগোলোকবিহারী তন্তুবায়।

আজিকে হৃদয়-সাগরে জাগেরে উন্মাদ উতরোল
নেতাজী তোমার অমর স্মরণ দিল মুক্তির দোল।
মৃত্যু ডুবেছে অতল পাথারে,
সত্য জাগিছে দিগন্ত পারে,
আলোয় ভরিয়া প্রাণের আকাশ, বিদারী আঁধার কোল,—
শঙ্কাবিহীন পরাণে জেগেছে জীবনের হিন্দোল।

এসেছে ফিরিয়া ভুবনের মাঝে তোমার জনম দিন,
তব স্মৃতি-শিখা অমর-আলোয় রেখে যাবে হেথা চিন্।
প্রতি সঞ্চারে প্রতি প্রাণে প্রাণে
ভরি দাও প্রাণ সংগ্রাম-গানে
শুনিব তোমার অভয় শঙ্খ,—"বীর্য্য তো নহে ক্ষীণ,—
মোরা নই কভু ভিখারী,—নহেরে মানব আত্মা দীন।

মোরা বুঝিয়াছি নির্ভীক তব সদা শির উন্নত,
মৃত্যু তোমার পরশ বাহিরে রবে চির পদানত।
নয়নে তোমার জেগে ছিল আশ—
বক্ষে অমিত মুক্তি-তিয়াস,
শুধু করিয়াছ বাঁচিবার দাবী,—অধিকার শাশ্বত।
মানুষের পায়ে ভেট দিতে ছলে করনি জীবন নত।

বিদ্রোহী, তব আঘাত লভেছে মত্ততা প্রতীচীর,
ভারতের বুকে গুরু-গৌরবে সূর্য্য তুলেছে শির।
মাটি সনে গেছে অপমান মিশি
ন্যায়ের প্রদীপে হাসিয়াছে নিশি
জীবন পেয়েছে মুক্তির স্বাদ অমৃত ধরিত্রীর,
এসেছে মিলন সংগীতসুর ছেয়ে জীবনের তীর।

মুক্ত হৃদয় নাচিছে ছন্দে আলো আসে প্রভাতের—
জয়হিন্দ্ রবে ফিরে এসো আজ, ওগো বীর হিন্দের।
বাজাও তোমার বহ্নির বাঁশী
ঝঞ্ঝায় দিক ধরাতল গ্রাসি'
তব ভৈরব নর্ত্তনে যাক্ স্বার্থতা মানবের;
চিরদিন তরে দিন হোক শেষ জিঘাংসু দানবের।

তুমি এস আজ পুণ্য সাধক শূন্য হৃদয় কাঁদে—
ঘুচাও সংসার পথ-কণ্টক চরণ যেথায় বাধে;
তুমি দাও তুলে বিদ্রোহ সাজ
অভিনব হোক তব দেশ আজ—
ঋত্বিক তব পূর্ণাহুতির অমর আশীর্ব্বাদ,
এসো ফিরে তব জনম দিবসে, স্বাধীন ভারত কাঁদে।

কংগ্রেস

কো-অপারেটীভ সারকমিটী

বিহার প্রাদেশীয় কংগ্রেস কমিটির কো-অপারেটিভ সাব কমিটির ৮ই জানুয়ারী তারিখের অধিবেশনে সমবায় সমিতি প্রসারের উদ্দেশ্যে ২৫ জন কর্ম্মীকে ট্রেনিং দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই উপলক্ষ্যে গভর্ণমেণ্টকে একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কমিটী মাল্টী পারপাস সমবায় সমিতির প্রসারের জন্য কার্য্য করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সমবায় সমিতি-গুলিকে লবণ, লোহা, সিমেণ্ট, কয়লা প্রভৃতির লাইসেন্স দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন।

বিহার প্রাদেশীয় কংগ্রেস কমিটী

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ অধিবেশন শীঘ্রই হইবে বলিয়া সভাপতি ঘোষণা করিয়াছেন। গত ১৭ই তারিখের অধিবেশনে মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেস সভাপতির নামে যে সকল অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব আসিবার কথা ছিল তাহার মধ্যে মন্ত্রীসভার উপর অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

গ্রামস্থ বহু ব্যক্তি নানা বিষয়ে জিলা কংগ্রেস কমিটীর নিকট তাহাদের দরখাস্ত পাঠান বা চিঠি পত্রাদি লিখেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রে দরখাস্তে কোন ঠিকানা থাকে না, বা বহু লোকের নাম থাকে। তাহাতে তাহাদের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোন কিছু জানাইতে হইলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সুতরাং যাহারা জিলা কংগ্রেস কমিটির নিকট কোনরূপ চিঠি বা দরখাস্ত পাঠাইবেন, অনুগ্রহ পূর্বক (১) নাম (২) গ্রাম (৩) পোষ্ট অফিস ও (৪) থানা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়া দিবেন।

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
সম্পাদক।

পঞ্চায়েত

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে কতকগুলি প্রশ্ন অথবা অভিযোগ করিয়া পত্র আসিতেছে। অবস্থা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দিবার জন্য আমরা তিনটি বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। কারণ এইগুলি সম্বন্ধে নির্দ্দেশপত্রে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই।

প্রথমতঃ, একটি মৌজার সংযুক্ত টোলা বা ডিহিগুলিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় যে, কাজের দিক দিয়া প্রতি টোলায় পৃথক পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনই সুবিধা হইবে না। আমরা নীতির দিক দিয়াও ইহা সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়াই মনে করি। প্রতি টোলা হইতে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য লইয়া একটি পঞ্চায়েত গঠন করিবার চেষ্টাই করা উচিত। যেখানে এই বিষয়ে আপোষে মীমাংসা হওয়া একান্তই সম্ভব হইবে না, সেখানে অগত্যাই নির্বাচন স্থগিত রাখিতে হইবে। নির্বাচনের বর্ত্তমান কার্য্যসূচী শেষ হইলে জিলা পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় এই বিষয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী নির্বাচন হয় নাই বলিয়া, অথবা পরিচালকের নামে অভিযোগ করিয়া দরখাস্ত আসিতেছে। ইহা স্পষ্টভাবেই জানিয়া রাখা উচিত যে, নির্দ্দেশপত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য করার, অথবা পরিচালকের বিরুদ্ধে সঙ্গত অভিযোগ পাওয়া গেলে, তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন পঞ্চায়েতের অনুমোদন স্থগিত থাকিবে। যেহেতু পুরাতন পঞ্চায়েতও কার্য্যকরী থাকিবে না, সেহেতু এই সকল ক্ষেত্রে অন্তর্বর্ত্তী সময়ে কার্য্য চালাইবার জন্য থানা পঞ্চায়েত আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। নির্বাচনের বর্ত্তমান কার্য্যসূচী শেষ হইলে যথাযোগ্য তদন্ত করিয়া জিলা পঞ্চায়েত হইতে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, নির্দ্দেশপত্র অনুযায়ী কোনও কোনও সভাপতি বা পরিচালক নির্দ্দিষ্ট ফরমগুলি পূরণ করিয়া জিলা পঞ্চায়েত অফিসে দাখিল করিয়া যাইতেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আমরা জানাইয়া দিতেছি যে, অতঃপরে ঐগুলি তাঁহারা থানা অফিসেই দাখিল করিবেন এবং থানা অফিস পরে সেগুলি সময়মত আমাদের অফিসে পাঠাইবেন। ইতি

শ্রীভোলানাথ মজুমদার
শ্রীঅনিল কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক,
জিলা পঞ্চায়েত, মানভূম।

বিশ্ববার্ত্তা

পারস্যের সীমান্তে সোভিয়েট রাশিয়া সৈন্যসমাবেশ করিতেছে, পারস্যের একজন উচ্চপদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ এই সংবাদ দিয়াছেন। তৎপরে মস্কোর বেতারে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আমেরিকা পারস্যের সরকারের নিকট আপাততঃ বিনামূল্যে সৈন্যবাহিনীর জন্য আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র দিবার প্রস্তাব করিয়াছে এবং আমেরিকার প্রতিনিধি পারস্যের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে তন্মর্ম্মে একটী পত্র দিয়াছেন।

পারস্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস তাহার তৈল খনির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হইয়া আছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ডার্সি নামে একজন ইংরাজ উত্তর দিকস্থ পাঁচটী প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত পারস্যদেশে তৈল খানগুলির বন্দোবস্ত গ্রহণ করে। ১৯০৮ সালে তৈল আবিষ্কার হওয়ার পর ১৯০৯ সালে ইঙ্গ পারস্য তৈল কোম্পানী নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়া তৈল নিষ্কাষণের কার্য্য চলিতে থাকে এবং পরে তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানী নামে অভিহিত করা হয়। ইংরাজ সরকার উক্ত কোম্পানীর একজন বড় অংশীদার। ১৯৩২ সালে পারস্য সরকার উক্ত বন্দোবস্ত রহিত করিলে, পর বৎসর নূতন বন্দোবস্তমূলে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংশে তৈল নিষ্কাষণ করিবার অধিকার লাভ করে এবং স্থির হয় যে উক্ত

প্রতিষ্ঠানকে টন প্রতি ৪ শিলিং করিয়া রয়েলটী এবং একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার উপর লভ্যাংশের শতকরা ২০ ভাগ পারস্য সরকারকে দিতে হইবে।

এই কোম্পানী পৃথিবীর মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। পারস্যের মধ্যে ইহার বহু পাইপ লাইন, রেলপথ, বেতার কেন্দ্র, বিমান পোত, বিমান ঘাঁটী এবং নিজস্ব পুলিশ বাহিনী আছে। ইহারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার জন্য পারস্যদেশে বহু অর্থ ব্যয় করে। ইহারা নিয়মিতভাবে অর্থ দিয়া পারস্যের উচ্চ নীচ রাজকর্ম্মচারী, রাজনৈতিক নেতা, সংবাদ পত্রের মালিক ও সম্পাদককে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং বহুলাংশে সফলকাম হইয়াছে। ইহাদের স্বার্থে পারস্যে রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে এবং কয়েকজন দেশভক্ত নেতাকে হত্যা করা হইয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সৈন্যাধ্যক্ষমণ্ডলীর নায়ক মার্শাল অ্যালেন ব্রুক উক্ত কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ ও আমেরিকার তৈল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আপোষ-ব্যবস্থায় কতকগুলি বিষয়ে সংযুক্তভাবে কার্য্য করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় পারস্যের উত্তর অঞ্চলে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী এবং পারস্যের দক্ষিণ অঞ্চলে ইংরাজসৈন্যবাহিনী সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পর পারস্যদেশে রাশিয়ার প্রভাব বর্দ্ধিত হয় এবং ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে পারস্যের উত্তরে রাশিয়ার সীমান্ত বর্ত্তী অঞ্চলে তৈল নিষ্কাশনের অধিকার সম্পর্কে পারস্যের পক্ষে সুবিধাজনক সর্ত্তে পারস্য সরকারের সহিত রাশিয়ার এক চুক্তি হয়। ইহাতে এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে, চুক্তির সময় হইতে ৭ মাসের মধ্যে পারস্যের আইন পরিষদ দ্বারা ঐ চুক্তি অনুমোদন করাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। সুদীর্ঘকাল পরে উক্ত চুক্তি আইন পরিষদে উত্থাপিত হইলে বিগত ২২শে অক্টোবর আইন পরিষদের সমর্থন না পাওয়ায়—বাতিল হইয়াছে। একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, উক্ত চুক্তি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের স্বার্থবিরুদ্ধ ছিল।

ইংরাজ ও আমেরিকানগণ বর্ত্তমানে পারস্যদেশে যে, ভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টিত ছিল, তাহাতে উক্ত চুক্তি যে কার্য্যকরী হইতে পারিবে না তাহা অনুমান করা সহজ ছিল। বিগত ৮ই নভেম্বর ইরান ব্যাঙ্কের সহিত ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের এক চুক্তিতে স্থির হয় যে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক পারস্যের আমদানীর জন্য আবশ্যকীয় ষ্টার্লিং মুদ্রা দিবে, তবে পারস্য সরকারের ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানীর রয়েলটী বাবদ যে বার্ষিক ২ কোটী পাউণ্ড প্রাপ্য হয়, তাহা উক্ত আমদানীর জন্য ধার্য্য করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকা পারস্যের সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিবার জন্য ২ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার ধার দেয়। সম্প্রতি পারস্য ও আমেরিকার মধ্যে একটী গোপন চুক্তির বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে স্থির হয় যে, আমেরিকা পারস্যে একটী সামরিক মিশন প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সামরিক মিশন পারস্যের সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা ও উপদেশ দিবে ও সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিবে। ইহাতে আরও স্থির হইয়াছে যে, পারস্যের সরকার আমেরিকার সরকারের অনুমতি ব্যতীরিকে অন্য কোন বিদেশীকে পারস্যের সৈন্যবাহিনীর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত পারস্যের যে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে রাশিয়ার সহিত পারস্যের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। এই জন্যই রাশিয়াকে তাহার সীমান্ত সুরক্ষিত করা আবশ্যক হইয়াছে। আমেরিকাও অকাতরে পারস্য সরকারকে সাহায্য দান করিতেছে।

সম্প্রতি পারস্যের প্রধান মন্ত্রী গাভাম সুলতানে নিরপেক্ষতার ওজুহাতে ইঙ্গ-ইরাণ তৈলচুক্তির পুনর্বিবেচনা করিবার ও বাহিরিণ দ্বীপটী ইংরাজগণের নিকট হইতে পুনরধিকার কল্পে আলাপ আলোচনা করিবার আশ্বাস দিলে তাঁহার মন্ত্রীসভার পতন হয়। বর্ত্তমানে হাকিমীর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় সংবাদ

দিল্লীতে শান্তি অভিযান—

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে একটী কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রহিয়াছেন এবং একটি কার্য্যকরী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। দিল্লীতে দুই লক্ষ লোক সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবার অঙ্গীকার করিয়া প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। অনশন ভঙ্গের পূর্ব্বে আলোচনা কালে গান্ধীজী স্পষ্টতঃই জানাইয়া দিয়াছেন যে প্রতিশ্রুতি যথাযথ ভাবে রক্ষিত না হইলে তিনি পুনরায় অনশন আরম্ভ করিতে দ্বিধা করিবেন না।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ—

ভারত ও পাকীস্তানের কাশ্মীর সম্পর্কে বিরোধ মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে বহুমতে একটি কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্র উক্ত কমিশন গঠনে সম্মতি দিয়াছেন। কমিশনের তিনজন সদস্যের মধ্যে দুইটি রাষ্ট্রই একজন করিয়া সদস্য মনোনীত করিবেন এবং উক্ত মনোনীত সদস্যদ্বয় তৃতীয় সদস্য নির্ব্বাচিত করিবেন। তবে কমিশনের ক্ষমতা সম্বন্ধে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে। পাকীস্তানের প্রতিনিধি কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়া জুনাগড়, উভয় রাষ্ট্রের দেনা পাওনা প্রভৃতি বিষয়েও বিচার করাইতে চাহেন। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ মাত্র কাশ্মীর সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার দিতে সম্মত হন।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার সিদ্ধান্ত—

গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ রহিত করার নীতি অনুসারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার আর কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন না এবং পুনরায় স্বাভাবিক ব্যবসা চালু করার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। প্রদেশের অভ্যন্তরে বস্ত্র চলাচলের কোনও বাধা থাকিবে না। কিন্তু প্রদেশের বাহিরে বস্ত্র চালান দিতে হইলে টেক্সটাইল কমিশনারের অনুমতির প্রয়োজন হইবে। কোটা অনুযায়ী ব্যবসায়ীদিগকে বস্ত্র সরবরাহের প্রথা রহিত হইবে। বিভিন্ন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যকে বস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের নিযুক্ত এজেন্সী চালু রাখিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। তন্তুবায়দের স্বার্থে খাতিরে সুতা বণ্টন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে বজায় থাকিবে। তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মিলমালিকগণের নিকট এই আশ্বাস পাইয়াছেন যে, তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত মূল্যে কাপড় সরবরাহ করিবেন। এই আশ্বাস ভঙ্গ হইলে গভর্ণমেণ্ট পুনরায় নিয়ন্ত্রণ চালু করিবার বিষয় বিবেচনা করিবেন।

পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল গত ১৯শে জানুয়ারী একটী বেতার বক্তৃতায় দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা না পাইলে মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা লইয়া জাতি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেই হইবে। বণ্টনও সমানভাবে চাই; তাহা না হইলে দেশের সম্পদ কতকগুলি লোকের নিকট পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িবে। তবে বণ্টনের কথা ভাবিবার পূর্বে আমাদিগকে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মঘট প্রভৃতি আন্দোলন শিল্পোৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করিয়া জাতির তথা শ্রমিকদেরও মহা ক্ষতিসাধন করিবে। কিছুকাল আগে গবর্ণমেণ্ট, শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট না করার যে চুক্তি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি দেশবাসীকে উহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে ও কঠোর পরিশ্রমে দেশে শিল্প ও শস্যের উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করেন।

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও প্রসার

সম্প্রতি দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়া গেল, পণ্ডিত নেহেরু উহার উদ্বোধন করেন এবং ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ ইহার সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। মৌঃ আজাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশে শিক্ষকের অভাবের উল্লেখ করিয়া সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অন্ততঃ দুই বৎসরকাল এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে আবেদন করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক ম্যাট্রিকুলেট ও প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রী লইবার পূর্ব্বে যথাক্রমে এক বৎসর ও দুই বৎসর শিক্ষাদানে বাধ্য করা হইলে শিক্ষকের অভাব কতকটা পূরণ করা যাইতে পারে। গৃহ নির্ম্মাণে অর্থব্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। কারণ, এই দেশে নয় মাস কাল উন্মুক্ত প্রান্তরে বা বৃক্ষতলে শিক্ষালাভ করা চলে। প্রয়োজন হইলে স্বল্পব্যয়ে মাটির ঘরও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। সম্মিলনে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এবং আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৫০ জন লোকের নিরক্ষতা দূরীকরণ জন্য একটী তিনবৎসরের পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

বিহার সংবাদ

জমিদারী অধিকার বিল—

সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক উক্ত বিলের বিচার বিবেচনা শেষ হইয়াছে। জমিদারদিগকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে কমিটি সে বিষয়ে কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন এবং কোনও জমিদারই ২৫ লক্ষ টাকার বেশী ক্ষতিপূরণ পাইবে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারের সমস্ত জমিদারী হইতে বৎসরে প্রায় ১৭ কোটী টাকা আয় হয়। সমস্ত জমিদারী অধিকার করিতে বিহার সরকারকে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা—

যাহাতে আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রগণ বিনাবেতনে স্কুল কলেজে পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থার জন্য বিহার সরকার বিবেচনা করিতেছেন। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষার্থীরা যাহাতে অর্থের অভাবে শিক্ষা বন্ধ না করে তজ্জন্য তাহাদিগকে অগ্রিম ২০০৲ টাকা হিসাবে কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কুটির শিল্পের প্রসার—

কুটির শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লোককে অবকাশ মত কাপড় বোনা, রেশম ও গশমের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য দুইটী স্কুল এবং গুলজারবাগের শিক্ষা কেন্দ্র অপেক্ষাও দুইটী উন্নততর কুটীর শিল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিবার ব্যবস্থা করা হইবে। কাঠের ও লোহার কাজ, বেঞ্চি বোনা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে।

সর্দ্দার প্যাটেলের পাটনায় আগমন—

২৬শে জানুয়ারী সর্দ্দার প্যাটেল পাটনায় আসিতেছেন। তাঁহাকে যথোচিত ভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিহার প্রাদেশীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমুহামায়া প্রসাদের নেতৃত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ—

বিহার প্রচার বিভাগ হইতে একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে যতদিন পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ ভাবে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন রহিত করা না হইবে ততদিন পূর্ব্ববৎ বস্ত্রের ও সুতার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকিবে। অতএব বর্ত্তমানে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরোধী কার্য্য করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

শাসন ও বিচার বিভাগ—

বর্ত্তমানে যেভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ শাসন ও বিচার উভয় বিভাগই পরিচালনা করিয়া থাকেন, বিহার সরকার এই প্রথার অবসান ঘটাইয়া উভয় বিভাগকে পৃথকীকরণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত ও তাহা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কয়েকজন যোগ্য কর্ম্মচারীর উপর ভারার্পণ করা হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

কংগ্রেস কর্ম্মীর মৃত্যু—

গত ৬ই মাঘ পাড়া থানা কংগ্রেস কমিটীর সদস্য রামচন্দ্র মাহাত কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি গত ১০।১২ বৎসর যাবত পাড়া থানা কংগ্রেসের সংগঠন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি জনসাধারণের জন্য ধনিক ও মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়িয়া গরীব জনসাধারণের প্রকৃত বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাড়া থানা তথা মানভূম জিলা একজন অক্লান্ত কর্ম্মী হারাইল।

ঝালদা থানা সংবাদ—

গত ১লা মাঘ হইতে ৩রা মাঘ পর্য্যন্ত ঝালিদায় সত্য মেলার অনুষ্ঠান বিরাট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মেলাতে বহু জন সমাগম হইয়াছিল। ছৌনাচ, লাঠী খেলা ব্যায়াম প্রদর্শনী প্রভৃতি এই মেলার প্রধান অঙ্গ ছিল। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মিগণ দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি, পঞ্চায়েতের পুনর্গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। গান্ধীজীর উপবাস সম্বন্ধে প্রত্যেক গ্রামে প্রার্থনার জন্য বলা হয়।

এই থানায় পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন নির্দ্দেশানুযায়ী সুষ্ঠ ভাবে চলিতেছে। ৮টী অঞ্চলে প্রায় ২০ জন পরিচালক নির্ব্বাচন পরিচালনা করিতেছেন। ঝালিদা সহর পঞ্চায়েত গঠন করিবার জন্যও প্রায় ২০ জন পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই থানায় একটী বকাস্ত বিরোধী কমিটী গঠিত হইয়াছে। শ্রমিক সংঘের পক্ষ হইতে ৬ জন প্রতিনিধি আগামী ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসে যোগ দানের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

হরিজনদের নিজেদের চেষ্টায় এবং মিউনিসিপ্যালিটির সহায়তায় একটী হরিজন উঃ প্রাঃ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরিচালনার জন্য একটী কমিটী ও চাঁদা আদায়ের জন্য একটী সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে।

ঝালিদার পঞ্চায়েতের ও কংগ্রেস কর্ম্মিগণের পরিকল্পনায় ও চেষ্টায় কয়েকটী বৃহৎ সেচের পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়া কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তন্মধ্যে ফকীরডি পরিকল্পনার জন্য সত্তরহাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গুর্জ্জর নদীর বাঁধের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং তাহার সার্ভে প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। কাঁসাই নদীর বাঁধের পরিকল্পনা ইঞ্জিনীয়ার পরীক্ষা করিতেছেন। ইহাতে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা খরচ হইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটী বড় সেচের পরিকল্পনা বিচারাধীন আছে। আদিবাসীদের জন্য ও সাধারণের জন্য কয়েকটী ছোট সেচের কার্য্য মঞ্জুর হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী বাঁধের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

এই থানায় মেটালা গ্রামে কৈলাস মাহাতর বাটীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২০০০৲ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। গ্রামের লোকের চেষ্টায় ডাকাতেরা সরিয়া পড়ে।

ছাত্র কংগ্রেসের তারিখ পরিবর্ত্তন—

ঝালিদায় সত্যভামা বিদ্যাপীঠে মানভূম জিলা ছাত্র কংগ্রেসের ২য় অধিবেশনের জন্য পূর্ব্বে যে তারিখ ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। রচনা পাঠাইবার ও তর্ক প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের নাম ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

তিল্লা পঞ্চায়েতের তৎপরতা—

গত ১৯শে জানুয়ারী চাণ্ডিল থানার কাঁড়রা মদের ভাটী হইতে প্রায় ৪০।৫০ জন স্ত্রী পুরুষ, টাঙ্গি তরোয়াল লাঠী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বলরামপুর থানায় মদ লইয়া যাইতেছিল। চাণ্ডিল থানার তিল্লা গ্রামের পঞ্চায়েত তাহাদের ঘেরাও করিয়া ৫ জন স্ত্রীলোক ও ৯ জন পুরুষকে গ্রেপ্তার করে। তন্মধ্যে বলদেব সাও এর বাবুরাম নামে একজন লর্দ্দাও ছিল। বাকী সকলে পলায়ন করে। তাহাদের সহিত ১৮টী হাফটীন ও ৪টী বড় টীন ভর্ত্তি মদ পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত আসামী ও মদ চাণ্ডিল থানার আবগারী পুলিশের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নৃশংস সন্ন্যাসী-হত্যা—

রঘুনাথপুর থানায় বেড়ো গ্রামে খেলাই চণ্ডী মেলার পাহাড়ের গুহায় গত ৩০ বৎসর যাবত এক সাধু একাকী বাস করিয়া আসিতেছিলেন। গত বুধবার প্রাতে স্থানীয় রাখাল বালকেরা সাধুর ঘর হইতে গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধ পাইয়া এবং ঘর তালাবন্ধ দেখিয়া গ্রামের লোককে খবর দেয়। লোক জন আসিয়া জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখে যে, সাধুর দেহ খণ্ডিত অবস্থায় কম্বলে জড়ান পড়িয়া আছে। খেলায় চণ্ডী মেলায় প্রনামী বাবত সাধু প্রায় ৩৪ শত টাকা পাইয়াছিলেন। সন্দেহ এই যে, এই টাকার জন্য তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

রাজগঞ্জে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন—

গত ৭ই জানুয়ারী মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিং কাতরাস থানার রাজগঞ্জে "শ্রী ভগীরথ ব্রহ্মচারী" উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীপ্রভাত চন্দ্র বসু এম, এল, এ, এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শ্রী গোপাল চন্দ্র মুন্সী এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে কর্ম্ম বিবরণী পাঠ করেন। অনুগ্রহ বাবু তাহার ভাষণে গ্রাম সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কেন্দ্র গ্রামেই হইবে। এই গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ সৃষ্টির কাজে ব্রতী হইবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলে সভায় সমাগত গণ্য মান্য ভদ্রমণ্ডলী প্রায় দশ হাজার টাকা দেন ও আরও ছয় হাজার টাকা তুলিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীগোপাল চন্দ্র মুন্সি ও শ্রীরামেশ্বর পান্ডুড়ির চেষ্টায় অনুষ্ঠানটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

সংবাদের প্রতিবাদ—

বলরামপুর চাপড়া ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, "মুক্তির" ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'পারস্পরিক অভিযোগ' শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সহিত উক্ত ব্যবসায়ী সমিতির কোনও সম্পর্ক নাই। উহা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র।

জ্ঞাতব্য তথ্য

জঙ্গল সম্বন্ধে ব্যবস্থা

১। কোন ফরেষ্টার, রেঞ্জার বা ফরেষ্ট গার্ড ঘুস গ্রহণ করিলে বা অন্যায় করিলে তাহা সরাসরি ডি, এফ, ও মহাশয়ের নিকট জানাইতে হইবে। তিনি যদি শীঘ্র মধ্যে ইহার কোন ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে তাহা জঙ্গল বিভাগের মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়, পাটনা, এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

২। যে সমস্ত জায়গায় বর্ত্তমানে চাষ আবাদ করা হইতেছে, তাহা কোন ক্রমেই জঙ্গলের সামিল মাপিয়া লওয়া হইবে না। বহু ক্ষেত্রে আমিন অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অজ্ঞ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে তাহাদের চাষের জমি জঙ্গল-প্লট বলিয়া মাপিয়া থাকেন এবং গ্রামবাসী যাহাতে উহা জঙ্গল-প্লটের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহার জন্য টাকা পয়সা দিয়া তাহা ছাড়াইবার চেষ্টা করেন। গ্রামবাসীদের ভাল করিয়া জানিয়া রাখা দরকার যে, ঐ সকল জায়গা জঙ্গল-প্লটের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নোটীশ হইলেও তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যদি আমিন এইরূপ আবাদী জায়গা ছাড়িয়া না দেয়, গ্রামবাসীগণ ঐরূপ ঘুস প্রভৃতি কোন প্রকার টাকা পয়সা না দিয়া সরাসরি ডি, এফ, ওর নিকট বা জিলা কংগ্রেস কমিটীতে লিখিত ভাবে অবিলম্বে জানাইবেন।

৩। জঙ্গলে গো মহিষ চরানো, পাতা সংগ্রহ করা বা শুকনা ডালপালা আনার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অবশ্য, ইহা এইরূপ ভাবে করিতে হইবে যাহাতে জঙ্গলের কোনও অনিষ্ট না হয়।

৪। 'কুপ' যাহা করা হইবে তাহা আর কোন ঠিকাদারকে বন্দোবস্ত করা হইবে না। এপর্য্যন্ত যে সকল 'কুপ' ঠিকাদারদের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা থানা পঞ্চায়েতের পরিদর্শনাধীনে সরকারী নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় হইবে।

৫। বে-আইনী ভাবে কোন জঙ্গল কাটিলে গ্রামবাসীগণ, পঞ্চায়েত বা কংগ্রেস কর্ম্মীগণ প্রথমে ফরেষ্টারকে সংবাদ দিয়া সরাসরি ডি, এফ, ওর নিকট বা কংগ্রেস কমিটীতে জানাইবেন।

WANTED

(i) 109 primary school teachers for the six districts of Chotanagpur and Santhal Parganas. Candidates must be M. E. Passed. Prefernce will be given to trained teachers or teachers having higher qualification. Adimjati Candidates will be preferred. The scale of pay and other conditions of service will be the same as that of the District Board. In case of really deserving candidates a little higher Salary may be offered.

(ii) 7 wholetime Hostel superintendents for Gumla, Simdega, Khunti, Peterbar, Lakhanpur, Dumka, Chaibassa. The Candidates should be graduates and should possess qualifications prescribed for members of the Subordinate Educational service. Their scale of pay will be Rs. 75-2-85 E. B. 88-4-140 per month.

(iii) 2 Inspectors of Primary schools. They should possess the same qualifications and draw the same emoluments as Sub-Inspectors of schools.

(iv) One account clerk and a correspondence clerk on the scale of Rs. 50-2-70 E. B. 2-90 per month. Candidates must at least be Matriculates. Preference will be given to experienced hands.

All the above posts have been sanctioned by the Bihar Government at present for 15 months but are likely to be made permanent.

Apply with testimonies for all the above mentioned posts to the undersigned by the 31st January, 1948, stating age, Qualification, Caste, Home district, Address, minimum salary acceptable.

Narayen Ji
Secretary,
ADIM JATI SEVA MANDAL.
P. O. Hinoo. Dist. Ranchi.

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস,পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তুমি আর আমাদের মধ্যে নেই,
তুমি আজ ইতিহাসের বস্তু—
এ কথা উপলব্ধি করি কি ক'রে ?

তবু আজ পরম বেদনার মধ্যে
তোমার শিক্ষার বাণী উচ্চারণ করি—
মৃত্যুর বেদীতেও সত্য অপরাজেয়।

৯ম বর্ষ
৯ম সংখ্যা
দুই আনা

মুক্তি

পুরুলিয়া, সোমবার
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮, ১৯শে মাঘ, ১৩৫৪।

দুঃখের সংবাদে পুরুলিয়ার শোক

গত ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টার সময় রেডিও যোগে মহাত্মাজীর মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক সংবাদ পুরুলিয়ায় আসিয়া পৌছায়। দুই চারিজনের কাছ হইতে এই খবর সহর-বাসীর গোচরীভূত হয়। তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিয়া কাহারও বিশ্বাস যোগ্য মনে হয় না। সন্দিগ্ধ জনতা ব্যাকুল হইয়া রেডিওগুলিতে সমবেত হইতে থাকে। রেডিওযোগে সেই খবরের নিষ্ঠুর সত্যতা এক আচম্বিত আঘাতের মতন দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত নগরী দুঃখে হতবাক হইয়া যায়। একে একে দোকান পাট ও সিনেমাগুলিও আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যায়।

রাস্তায় রাস্তায় মৌন জনতার সমাবেশ হইতে লাগিল। ভারতের প্রিয়তম মানবের এই ভাবে তিরো-ধান জনগণের কল্পনার অতীত ছিল। সহস্র সহস্র হৃদয় অনুভব করিল—তাহার নিকটতম আত্মীয় আজ আর নাই।

সহরের শান্তি ও ধৈর্য্য রক্ষার জন্য জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক কর্ম্মীবৃন্দসহ নগর পরিভ্রমণ করিয়া জনতাকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এবং শোক দিবস পালন সম্পর্কে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশ বাণী প্রচার করিলেন। জনগণের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে জেলা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সম্মিলিত হইয়া যথাবিহিত ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইলেন এবং বিহার সরকারের প্রচার বিভাগের স্থানীয় অফিসার প্রচার ভ্যানসহ বিহিত সহায়তা প্রদান করিলেন। জেলাবাসী যাহাতে সংবাদে বিচলিত না হন এবং ভ্রান্ত সংবাদ সমূহের দ্বারা পরিচালিত না হন তজ্জন্য জেলা কংগ্রেস সম্পাদক রাত্রিযোগে জিলা বাসীর উদ্দেশ্যে এক প্রচার পত্র ছাপাইয়া পরদিন ভোরে জেলার সর্ব্বত্র প্রেরণ করেন। প্রচার পত্রে তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর রেডিও বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া জানান যে দেশবাসী যেন শান্তভাবে এই শোক সহ্য করেন এবং গান্ধীজী যে মহানভাবের জন্য সমগ্র জীবন যাপন করিয়া ছিলেন সেই ভাবের আদর্শকে কোন ভাবে ক্ষুন্ন না করিয়া সকলে যেন তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা ও কাজের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলেন। জহরলালজীর নির্দ্দেশ মত সর্ব্বত্র দোকান পাট বন্ধ রাখা, উপবাস ব্রত পালন, নীরব শোক যাত্রা ও প্রার্থনা সভার নির্দ্দেশ দেন।

পরদিন সমস্ত পুরুলিয়া নগরী কর্ম্মহীন শোকাচ্ছন্ন-রূপ ধারণ করিল। দোকানপাট সমস্ত বন্ধ রহিল। সহরের উপকণ্ঠ পাড়াগুলিসহ কশাইডাঙ্গার মুসলমান ব্যবসায়ী-গণও কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া রাখিলেন। সরকারী ভবনের ও সহরের প্রতিষ্ঠানগুলির পতাকাসমূহ অর্দ্ধনমিত করিয়া দেওয়া হইল। সহরের বহু নরনারী ও বালক তাহাদের প্রিয়তম নেতার প্রতি শেষ বিদায়ের অনুষ্ঠান পালনের জন্য উপবাসরত পালন করেন। সমস্ত অফিস, স্কুল, পাঠশালা বন্ধ থাকে।

বেলা দুইটার সময় সমস্ত পাড়া হইতে দলবদ্ধভাবে জনতা নগ্নপদে অনাবৃত মস্তকে নীরব শোকযাত্রা বাহির করিয়া নিবারণ সায়রের পশ্চিম পাড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডে সমবেত হন। যে সন্ধিক্ষণটিতে তাহাদের বিশ্বপূজিত নেতার নশ্বর দেহ চিতায় বিলীন হইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—তাহারা সেই ক্ষণটিতে তাহাদের হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে তাহাদের মহামানবের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছে। নীরব এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জনতা সমবেত হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে প্রার্থনা সভার কার্য্য সুরু হয়।

পণ্ডিত জহরলালজীর নির্দ্দেশ ক্রমে ঠিক বেলা ৪ টায় দশ মিনিটের জন্য নীরব প্রার্থনার সময় ধার্য্য করা হয়। প্রার্থনার পূর্বে গীতার শ্লোক পাঠের দ্বারা কার্য্যের উদ্বোধন হয়। গীতার যে শ্লোক কয়েকটি গান্ধীজীর জীবন-মন্ত্র ছিল এবং জীবনে ও মৃত্যুতে তিনি যে শ্লোকগুলিকে আচরণে রূপায়িত করিয়াছিলেন—সেই শ্লোকগুলি পাঠের জন্য নির্বাচন করা হয়। তাহার পর নীরব প্রার্থনার অব্যবহিত পূর্বে প্রার্থনার স্বস্তিবাচন পাঠ করা হয়। পাঠের পরে সমবেত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া যুগমানবের তিরোধানের অন্তিম মুহূর্ত্তের শেষ প্রার্থনার শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। প্রার্থনা সমাপনান্তে মহাত্মাজীর সমবেত প্রার্থনার ভজন 'রামধুন' সমবেতভাবে গীত হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সুরের ভজন পরিচালনা করেন। সভায় প্রায় ৫।৬ হাজারের অধিক জনতা সমবেত হন। বহু সংখ্যক মহিলা সভায় যোগ দেন। সাড়ে চারিটার পর সভা ভঙ্গের পরও সভার দিকে দলে দলে লোক আসিতে দেখা যায়। জেলার সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। জনগণ পূর্ণ সংযম ও ধৈর্য্যের সহিত এই শোক উদ্‌যাপন করেন।

গান্ধীজীর আততায়ীর নাম শ্রীনাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে। বোম্বাই প্রদেশের পুনা সহরের অধিবাসী। জাতিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মান। পুনার 'হিন্দুরাষ্ট্র' নামক এক দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। বয়স ৩৬ বৎসর। সে শিক্ষিত ও হিন্দুমহাসভার সদস্য। বর্ত্তমানে পুলিশের হাজতে আছে।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ১৯শে মাঘ, সোমবার

বিদায়

আমাদের অন্তরের অন্তরতম আত্মীয় আর নাই। আজ আর কি বলিতে পারি?

যুগে যুগে যিনি আসেন, তিনি আমা-দের নিকটতম হইয়া আসিয়াছিলেন। আজ এক যুগের অন্তর্দ্ধান ঘটিল। আমরা আবার কোন যুগের পথ চাহিয়া থাকিব?

যিনি আসিয়াছিলেন, সমগ্র বিশ্বের হৃদয়ে, কোটি কোটি দীনাতিদীনের অন্তরে কী বিশাল আসন তিনি জুড়িয়া ছিলেন; আজ কী শূন্যতা তিনি রাখিয়া গেলেন, দিনে দিনে, অপরিমেয় বেদনার মধ্যে তাহাই বুঝিবার জন্য রহিল আমাদের সম্মুখের জীবন।

তাঁর জাগ্রত জীবনস্পর্শ আজ নীরব। কিন্তু তিনি মৃত্যুহীন সত্য। তাই আজ দুঃখের মধ্যেও বিশ্বাসের সত্যে ঘোষণা করি—

জয়তু গান্ধীজী।

মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ

গত ৩০শে জানুয়ারী ১৬ই মাঘ শুক্রবার দিল্লীতে, বৈকালে মহাত্মা গান্ধী যখন প্রার্থনা সভায় যাইতেছিলেন, তখন একজন মারাঠী যুবক তাঁহার প্রতি তিনবার গুলী নিক্ষেপ করে। বৈকালে ৫টা ৪০ মিনিটের সময় গান্ধীজীর মৃত্যু হয়।

গান্ধীজী বৈকাল ৫টার পর বিরলা ভবন হইতে বাহির হইয়া প্রার্থনা সভায় আসিতেছিলেন। তিনি একপাশে তাঁহার পুত্রবধূ আভা গান্ধী ও আর একপাশে তাঁহার নাতনী মনু গান্ধীর কাঁধে ভর দিয়া আসিতেছিলেন। প্রার্থনা সভায় প্রায় ৫০০ লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। প্রার্থনা সভায় আসিবার আগে তিনি প্রায় এক ঘণ্টা যাবত সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। সেই জন্য অন্যান্য দিন অপেক্ষা এই দিন প্রার্থনা সভায় আসিতে তাঁহার একটু দেরী হইয়া যায়।

গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হইবামাত্রই জনতা দুই ভাগে ভাগ হইয়া তাঁহার যাইবার জন্য পথ করিয়া দেয়। তিনি যেখানে বসিয়া রোজ প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনা বেদীর নিকট আসিলে তাঁহার দুই ধারে দণ্ডায়মান জনতার মধ্যে একজন লোক তাঁহাকে থামাইয়া বলে যে "গান্ধীজী, আপনার আসিতে দেরী হইয়া গেল।" গান্ধীজী একটু হাসিলেন, এবং কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই একজন পিছন হইতে লাফাইয়া গান্ধীজীর সামনে আসিয়াই একটী রিভলভার দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে আরম্ভ করে। হত্যাকারী দুইগজ দূর হইতেই পর পর তিনটী গুলি ছোড়ে। দুইটী গান্ধীজীর পেটে এবং একটী তাঁহার বুকে লাগে। গান্ধীজী পড়িয়া যান। পড়িবার সময় গান্ধীজী তাঁহার হত্যাকারীর প্রতি মাথা নোয়াইয়া "রাম" নাম উচ্চারণ করিলেন।

"রাম" নামই তাঁহার শেষ বাক্য।

আভা গান্ধী ও মনু গান্ধী গান্ধীজীকে ধরিয়া কাঁদিয়া ওঠে। ঘটনাটী এত আকস্মিক হইয়া গেল যে, উপস্থিত জনতার মধ্যে প্রথমে কেহ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। জনতার মধ্য হইতে কিছু লোক ভয়ে দৌড়াইয়া চলিয়া যায়। কয়েকজন লোক লাফাইয়া হত্যাকারীকে ধরিয়া ফেলে। হত্যাকারী আর একটী গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সে বিফল হয়। লোকজন তাহাকে ধরিয়া মারপিট করিতে থাকে। তাহার হাত হইতে রিভলভার পড়িয়া যায়। পুলিশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। গুলি করিবার সময় হত্যাকারীর পরিধানে সামরিক খাকী পোষাক ছিল।

গুলীর সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী পিঠের ভরে পড়িয়া যান। তাঁহার শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হইতে থাকে। তাঁহার পরিহিত শ্বেত শুভ্র খদ্দর রক্তে লাল হইয়া যায়। তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন।

মনু গান্ধী ও আভা গান্ধী গান্ধীজীকে বসিবার ভঙ্গীতে তুলিয়া ধরে। তাঁহার হাত দুইটী জোড় করা ছিল। চক্ষু দুটী মুদ্রিত ছিল। মাথাটী নত হইয়া ছিল। মুখে স্মিত হাসিটী তেমনই ছিল। মনে হইতেছিল যেন এখনও গান্ধীজী প্রার্থনা করিতেছেন।

চারি পাঁচজন লোক গান্ধীজীকে ধরাধরি করিয়া বিড়লা ভবনে লইয়া যান। তখনও তাঁহার সামান্য চেতনা ছিল। ঘরে আনিবার পরে তাঁহাকে সামান্য একটু দুধ দেওয়া হয়।

যে ঘরে গান্ধীজীকে রাখা হয় তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কোন দর্শককেই সেখানে যাইতে দেওয়া হয় নাই।

অবিলম্বে ডাক্তারেরা আসেন। কিন্তু তখন তিনি সমস্ত সাহায্যের অতীত। ডাক্তারেরা কিছুই করিতে পারিল না। বাহিরে বহুলোক আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। ৫-৩০ মিনিটের সময়ে দেওয়ান চমনলাল গান্ধীজীর গৃহ হইতে বাহিরে আসেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে গান্ধীজীর খবর। তিনি বলেন যে, এখনও

বাঁচিয়া আছেন। ৫ মিনিট পরেই আর একজন গান্ধীজীর সহকর্ম্মী শোকাকুল হইয়া বাহিরে আসেন। তিনি বলেন, "বাপু আর নাই"।

৫-৫০ মিনিটের সময় মহামানব মহাত্মা গান্ধী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

* * *

মহাত্মা গান্ধীর পৌত্রী, যিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন, ঘটনার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে—মহাত্মা গান্ধী যখন উপাসনা বেদীর ধাপে চড়িয়াছিলেন তখন, যাহারা উপাসনা বেদীতে আসিবার পথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাদের ভেদ করিয়া একজন লোক অকস্মাৎ গান্ধীজীর সামনে আসে। তারপর সে গান্ধীজীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়ে। মনু গান্ধী ভাবিলেন যে, লোকটী বুঝি গান্ধীজীর পায়ের ধূলা লইবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে। গান্ধীজী তখনও চলিতেছিলেন। লোকটীকে পায়ের ধূলা লওয়া হইতে বিরত করিবার চেষ্টায় মনু গান্ধী তাহার বাঁ হাত ধরে। হত্যাকারী মনু গান্ধীকে একপাশে ঠেলিয়া দিয়াই গুলি করিতে আরম্ভ করে। প্রথম গুলী গান্ধীজীর পেটে লাগে। গান্ধীজী দুই বার "হে রাম, হে রাম" উচ্চারণ করেন। ইহার পরেও বার বার দুইটী গুলী তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করা হয় এবং তিনি পিঠের ভরে পড়িয়া যান। গান্ধীজীর চসমা খসিয়া পড়িয়া যায় এবং চপ্পল দুইটী খুলিয়া পড়ে। এ গুলি এখনও পাওয়া যায় নাই।

পেটের আঘাত হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। গান্ধীজীকে তাঁহার ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। ঘরে আনিবার পর তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। কুড়ি মিনিট পরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বৃহস্পতিবার রাত্রেই গান্ধীজী তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইতে চলিয়াছে বলিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তিনি একটী গুজরাটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া নাতনীকে শোনান। শ্লোকটীর অর্থ এই :—

"এই জগত একটী বিরাট বিস্ময়, কতদিন আর আমাকে এখানে কাজ করিতে হইবে?"

খুব প্রত্যুষে প্রার্থনার পর ৩-৩০ টার সময় গান্ধীজী তাঁহার ব্যক্তিগত অনুচর বিষাণকে ডাকিয়া বলেন, "অদ্য আমাকে সব জরুরী চিঠি পত্র দাও, আমি আজ উহা সব শেষ করিব।"

মৃত্যুর পরে

সকলের আশা ব্যর্থ করিয়া চিকিৎসকেরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন বলিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন আর নাই, তখন বিরলাভবন একটা স্তব্ধ নীরবতায় ছাইয়া গেল। পনের দিন পূর্ব্বে যে ঘরে তিনি অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই ঘরেই,—যে খাটটির উপর তিনি বসিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন—সেই খাটটিতেই তাঁহার দেহ শায়িত ছিল।

মহাত্মাজীর প্রতি গুলি নিক্ষেপের সংবাদ ত্বরিত গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। সর্দ্দার প্যাটেল, যিনি একটু পূর্ব্বেই গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিয়া ফিরিতেছিলেন, তিনি অর্দ্ধেক পথ হইতে এই সংবাদ পাইয়া বিরলাভবনে ফিরিলেন। পণ্ডিত জওরলাল নেহেরু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সমস্ত সদস্য—বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রভৃতি সংবাদ পাইয়াই বিরলা ভবনে ছুটিয়া আসিলেন।

গান্ধীজীর শয্যার পার্শ্বে তাঁহার পুত্র দেবদাস গান্ধী তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া বসিয়াছিলেন। শয্যার চারিদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মিরা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গান্ধীজীর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় গীতার শ্লোক পাঠ হইতে লাগিল, তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত "বৈষ্ণব জনতো" গাওয়া হইতে লাগিল।

মৌলানা আজাদ বিরলা ভবনে যখন আসিলেন তখন সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি নীরবে গান্ধীজীর শায়িত শয্যার পার্শ্বে আসিয়া প্রার্থনায় রত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘরে যাইয়া পরামর্শে রত হইলেন। ভারত সরকারের ইচ্ছা ছিল যে, গান্ধীজীর দেহ

মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ

গত ৩০শে জানুয়ারী ১৬ই মাঘ শুক্রবার দিল্লীতে, বৈকালে মহাত্মা গান্ধী যখন প্রার্থনা সভায় যাইতেছিলেন, তখন একজন মারাঠী যুবক তাঁহার প্রতি তিনবার গুলী নিক্ষেপ করে। বৈকালে ৫টা ৪০ মিনিটের সময় গান্ধীজীর মৃত্যু হয়।

গান্ধীজী বৈকাল ৫টার পর বিরলা ভবন হইতে বাহির হইয়া প্রার্থনা সভায় আসিতেছিলেন। তিনি একপাশে তাঁহার পুত্রবধূ আভা গান্ধী ও আর একপাশে তাঁহার নাতনী মনু গান্ধীর কাঁধে ভর দিয়া আসিতেছিলেন। প্রার্থনা সভায় প্রায় ৫০০ লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। প্রার্থনা সভায় আসিবার আগে তিনি প্রায় এক ঘণ্টা যাবত সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। সেই জন্য অন্যান্য দিন অপেক্ষা এই দিন প্রার্থনা সভায় আসিতে তাঁহার একটু দেরী হইয়া যায়।

গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হইবামাত্রই জনতা দুই ভাগে ভাগ হইয়া তাঁহার যাইবার জন্য পথ করিয়া দেয়। তিনি যেখানে বসিয়া রোজ প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনা বেদীর নিকট আসিলে তাঁহার দুই ধারে দণ্ডায়মান জনতার মধ্যে একজন লোক তাঁহাকে থামাইয়া বলে যে "গান্ধীজী, আপনার আসিতে দেরী হইয়া গেল।" গান্ধীজী একটু হাসিলেন, এবং কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই একজন পিছন হইতে লাফাইয়া গান্ধীজীর সামনে আসিয়াই একটী রিভলভার দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে আরম্ভ করে। হত্যাকারী দুইগজ দূর হইতেই পর পর তিনটী গুলি ছোড়ে। দুইটী গান্ধীজীর পেটে এবং একটী তাঁহার বুকে লাগে। গান্ধীজী পড়িয়া যান। পড়িবার সময় গান্ধীজী তাঁহার হত্যাকারীর প্রতি মাথা নোয়াইয়া "রাম" নাম উচ্চারণ করিলেন।

"রাম" নামই তাঁহার শেষ বাক্য।

আভা গান্ধী ও মনু গান্ধী গান্ধীজীকে ধরিয়া কাঁদিয়া ওঠে। ঘটনাটী এত আকস্মিক হইয়া গেল যে, উপস্থিত জনতার মধ্যে প্রথমে কেহ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। জনতার মধ্য হইতে কিছু লোক ভয়ে দৌড়াইয়া চলিয়া যায়। কয়েকজন লোক লাফাইয়া হত্যাকারীকে ধরিয়া ফেলে। হত্যাকারী আর একটী গুলিতে আত্ম-হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সে বিফল হয়। লোকজন তাহাকে ধরিয়া মারপিট করিতে থাকে। তাহার হাত হইতে রিভলভার পড়িয়া যায়। পুলিশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। গুলি করিবার সময় হত্যাকারীর পরিধানে সামরিক খাকী পোষাক ছিল।

গুলীর সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী পিঠের ভরে পড়িয়া যান। তাঁহার শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হইতে থাকে। তাঁহার পরিহিত শ্বেত শুভ্র খদ্দর রক্তে লাল হইয়া যায়। তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন।

মনু গান্ধী ও আভা গান্ধী গান্ধীজীকে বসিবার ভঙ্গীতে তুলিয়া ধরে। তাঁহার হাত দুইটী জোড় করা ছিল। চক্ষু দুটী মুদ্রিত ছিল। মাথাটী নত হইয়া ছিল। মুখে স্মিত হাসিটী তেমনই ছিল। মনে হইতেছিল যেন এখনও গান্ধীজী প্রার্থনা করিতেছেন।

চারি পাঁচজন লোক গান্ধীজীকে ধরাধরি করিয়া বিড়লা ভবনে লইয়া যান। তখনও তাঁহার সামান্য চেতনা ছিল। ঘরে আনিবার পরে তাঁহাকে সামান্য একটু দুধ দেওয়া হয়।

যে ঘরে গান্ধীজীকে রাখা হয় তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কোন দর্শককেই সেখানে যাইতে দেওয়া হয় নাই।

অবিলম্বে ডাক্তারেরা আসেন। কিন্তু তখন তিনি সমস্ত সাহায্যের অতীত। ডাক্তারেরা কিছুই করিতে পারিল না। বাহিরে বহুলোক আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। ৫-৩০ মিনিটের সময়ে দেওয়ান চমনলাল গান্ধীজীর গৃহ হইতে বাহিরে আসেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে গান্ধীজীর খবর। তিনি বলেন যে, এখনও বাঁচিয়া আছেন। ৫ মিনিট পরেই আর একজন গান্ধীজীর সহকর্ম্মী শোকাকুল হইয়া বাহিরে আসেন। তিনি বলেন, "বাপু আর নাই"।

৫-১০ মিনিটের সময় মহামানব মহাত্মা গান্ধী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

* * *

মহাত্মা গান্ধীর পৌত্রী, যিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন, ঘটনার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে—মহাত্মা গান্ধী যখন উপাসনা বেদীর ধাপে চড়িয়াছিলেন তখন, যাহারা উপাসনা বেদীতে আসিবার পথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাদের ভেদ করিয়া একজন লোক অকস্মাৎ গান্ধীজীর সামনে আসে। তারপর সে গান্ধীজীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়ে। মনু গান্ধী ভাবিলেন যে, লোকটী বুঝি গান্ধীজীর পায়ের ধূলা লইবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে। গান্ধীজী তখনও চলিতেছিলেন। লোকটীকে পায়ের ধূলা লওয়া হইতে বিরত করিবার চেষ্টায় মনু গান্ধী তাহার বাঁ হাত ধরে। হত্যাকারী মনু গান্ধীকে একপাশে ঠেলিয়া দিয়াই গুলি করিতে আরম্ভ করে। প্রথম গুলী গান্ধীজীর পেটে লাগে। গান্ধীজী দুই বার "হে রাম, হে রাম" উচ্চারণ করেন। ইহার পরেও বার বার দুইটী গুলী তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করা হয় এবং তিনি পিঠের ভরে পড়িয়া যান। গান্ধীজীর চসমা খসিয়া পড়িয়া যায় এবং চপ্পল দুইটী খুলিয়া পড়ে। এ গুলি এখনও পাওয়া যায় নাই।

পেটের আঘাত হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। গান্ধীজীকে তাঁহার ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। ঘরে আনিবার পর তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। কুড়ি মিনিট পরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বৃহস্পতিবার রাত্রেই গান্ধীজী তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইতে চলিয়াছে বলিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তিনি একটী গুজরাটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া নাতনীকে শোনান। শ্লোকটীর অর্থ এই :—

"এই জগত একটী বিরাট বিস্ময়, কতদিন আর আমাকে এখানে কাজ করিতে হইবে?"

খুব প্রত্যুষে প্রার্থনার পর ৩-৩০ টার সময় গান্ধীজী তাঁহার ব্যক্তিগত অনুচর বিষাণকে ডাকিয়া বলেন, "অদ্য আমাকে সব জরুরী চিঠি পত্র দাও, আমি আজ উহা সব শেষ করিব।"

মৃত্যুর পরে

সকলের আশা ব্যর্থ করিয়া চিকিৎসকেরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন বলিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন আর নাই, তখন বিরলাভবন একটা স্তব্ধ নীরবতায় ছাইয়া গেল। পনের দিন পূর্ব্বে যে ঘরে তিনি অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই ঘরেই,—যে খাটটির উপর তিনি বসিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন—সেই খাটটিতেই তাঁহার দেহ শায়িত ছিল।

মহাত্মাজীর প্রতি গুলি নিক্ষেপের সংবাদ ত্বরিত গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। সর্দ্দার প্যাটেল, যিনি একটু পূর্ব্বেই গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিয়া ফিরিতেছিলেন, তিনি অর্দ্ধেক পথ হইতে এই সংবাদ পাইয়া বিরলাভবনে ফিরিলেন। পণ্ডিত জওরলাল নেহেরু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সমস্ত সদস্য—বড়লাট লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন প্রভৃতি সংবাদ পাইয়াই বিরলা ভবনে ছুটিয়া আসিলেন।

গান্ধীজীর শয্যার পার্শ্বে তাঁহার পুত্র দেবদাস গান্ধী তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া বসিয়াছিলেন। শয্যার চারিদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মিরা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গান্ধীজীর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় গীতার শ্লোক পাঠ হইতে লাগিল, তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত "বৈষ্ণব জনতো" গাওয়া হইতে লাগিল।

মৌলানা আজাদ বিরলা ভবনে যখন আসিলেন তখন সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি নীরবে গান্ধীজীর শায়িত শয্যার পার্শ্বে আসিয়া প্রার্থনায় রত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘরে যাইয়া পরামর্শে রত হইলেন। ভারত সরকারের ইচ্ছা ছিল যে, গান্ধীজীর দেহ

কয়েকদিনের জন্য ভেষজ প্রয়োগে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হোক। কিন্তু গান্ধীজীর পুত্র দেবদাস গান্ধী ও গান্ধীজীর সেক্রেটারী প্যারেলাল জানাইলেন যে, গান্ধীজীর অভিপ্রায় ছিল যে মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ যেন অবিলম্বেই দাহ করা হয়। ইহাও স্থির হয় যে পরদিন অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় তাঁহার মৃতদেহ বিরলা ভবন হইতে শোকযাত্রা করিয়া লইয়া যমুনাতীরে বেলা ৪টার সময় দাহ করা হইবে। সেই দিন বেলা ৪টার সময় যেখানে সম্ভব নদীতীরে অথবা কোন উপযুক্ত স্থানে, জনসাধারণ সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিবে। এই অনুযায়ী রাত্রি ৮টায় পণ্ডিত নেহেরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল রেডিওযোগে সমস্ত ভারতবর্ষে জানাইয়া দেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জনতা বিরলা ভবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মহাত্মা গান্ধীকে শেষ দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ জানাইতে থাকে। রাত্রি ৯টার সময় গান্ধীজীর দেহ শুভ্র খদ্দরে আবৃত করিয়া বিরলা ভবনের অলিন্দে আনিয়া কিছুক্ষণের জন্য উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখা হয়। সমবেত জনতা তাহাদের প্রাণের দেবতাকে শেষ দর্শন লাভ করিয়া গান্ধীজীর জয়ধ্বনি করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমের পরিজনবর্গ এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মিরা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ভজন গান করেন।

পণ্ডিত নেহেরু

৩০শে জানুয়ারী বেতারে দেশবাসীর উদ্দেশে আবেগ-মিশ্রিত কম্পিত কণ্ঠে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "বন্ধু ও সাথীগণ, আমাদের জীবনের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে আজ অন্ধকার। আপনাদিগকে কি কথা বলিব, কেমন করিয়া বলিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের প্রিয় নেতা—আমাদের বাপু আর ইহলোকে নাই। আমরা তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি, আর তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইব না। পরামর্শ চাহিতে তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইব না, সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিব না—এই ভীষণ আঘাত শুধু আমার নয়, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীরও। আমার বা আর কাহারও উপদেশে এই বেদনার লেশমাত্র উপশম হইবে না।

"আমি বলিয়াছি, আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে। না, তবুও আমি ভুল বলিতেছি। এই দেশের উপর যে আলোকরশ্মি বিকীরণ হইয়াছে, তাহা সাধারণ আলো নয়—বহু বৎসর ধরিয়া এই আলো দেশকে ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছে এবং আরও অনেক বৎসর ধরিয়া রাখিবে। হাজার বৎসর পরও এই আলোকরশ্মি দেশবাসী তথা বিশ্ববাসী দেখিতে পাইবে—অসংখ্য হৃদয়ে ইহাই সান্ত্বনা দিবে। এই আলো জীবন্ত সত্য ও শাশ্বত সত্য। ইহা আমাদিগকে সত্যপথ স্মরণ করাইয়া দেয়—আমরা ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিয়া চলি।

"তাঁহার অনেক কিছু করিবার ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। আমরা কোনদিনই ভাবি নাই যে, তাঁহার আর প্রয়োজন নাই অথবা তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আমরা যখন বহু সঙ্কটের সম্মুখীন তখন আমরা তাঁহাকে হারাইলাম—ইহাই আমাদের জীবনে প্রচণ্ড আঘাত!

"একজন উন্মাদ তাঁহার মৃত্যু ঘটাইল। তাহাকে আমি উন্মাদ ছাড়া আর কি বলিব! গত কয় মাস ও বৎসরে দেশে বহু বিষ ছড়াইয়াছে।— এই বিষে দেশবাসীর মন জর্জ্জরিত। এই বিষ আমাদিগকে দূর করিতেই হইবে—আমাদের পথে যত বিঘ্ন ও বাধা আসুক না কেন, সমস্তই দূর করিতে হইবে। আমাদের প্রিয় শিক্ষাদাতা যেভাবে সমস্ত বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সেইভাবেই সংগ্রাম করিতে হইবে—উন্মাদ অথবা নিকৃষ্ট মনোভাব লইয়া নয়। প্রথম কথা, আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—ক্রুদ্ধ হইয়া আমরা অন্যায় ব্যবহার করিব না। আমাদিগকে বলিষ্ঠ ও স্থির-সঙ্কল্প মন লইয়া কাজ করিতে হইবে—আমাদের মহাশিক্ষক, শ্রেষ্ঠ নেতা যে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা পালন করিব। আমার মনে হয়, আমরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং আমরা কোন হীন ব্যবহার না

করিলে অথবা হিংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত না হইলে তাঁহার আত্মা শান্তি পাইবে।

"আমরা নিশ্চয়ই কোনরূপ হিংসাত্মক কার্য করিব না। একথার অর্থ এই নয় যে, আমরা দুর্বল হইয়া পড়িব; ইহার ফলে আমরা আরও শক্তিশালী হইব এবং আমাদের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হইবে—আমরা সমস্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে পারিব। **আজিকার এই দুর্দ্দিনে সমস্ত তুচ্ছ স্বার্থ, আসু-বিধা ও দ্বন্দ্ব দূর করিয়া আমরা যেন মিলিত হইতে পারি। এই মহাসঙ্কটে আমরা জীবনের তুচ্ছতা ভুলিয়া গিয়া যেন মহৎ কিছুকে স্মরণ করিতে পারি। তাঁহার এই মৃত্যুতে আমরা যেন জীবনের সত্য ও মহত্তর দিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি—আমরা যদি তাহা চিরদিন স্মরণ রাখিতে পারি তাহা হইলে তাহা ভার-তের পক্ষে মঙ্গল।"**

পর দিনের কার্য্যসূচীর উল্লেখ করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন, "কয়েকজন বন্ধু জানাইয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোক যাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারে, তজ্জন্য কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার দেহকে ঔষধ দ্বারা রক্ষা করা হউক। কিন্তু তিনি বারংবার বলিয়াছেন, এরূপ কিছু যেন না হয়। তিনি এরূপ ঔষধ দ্বারা দেহ রক্ষা করার বিরোধী ছিলেন। তাই আমরা স্থির করিয়াছি, এই বিষয়েও তাঁহার ইচ্ছানুসারেই কাজ করিব। আগামীকল্য দিল্লী সহরে যমুনা নদীর তীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে। আগামী-কল্য বেলা ১১-৩০ মিঃ বিড়লা ভবন হইতে মহাত্মা গান্ধীর শব লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি পথ দিয়া যমুনায় পৌছিবে। প্রায় ৪টার সময় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। বেতারে ও সংবাদপত্রে স্থান ও পথের নাম ঘোষণা করা হইবে।

"দিল্লীর অধিবাসীরা, যাঁহারা তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে চান, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পথের পার্শ্বে দাঁড়াইবেন। আপনারা বিড়লা ভবনে যাইবেন না, আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। আগামীকল্য আপ-নারা দিল্লী তথা সমগ্র ভারতে অনশন ও প্রার্থনা করিবেন। **আমরা যখন প্রার্থনা করিব, তখন যেন এই প্রার্থ-নাই করি যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে সত্য ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য জীবনধারণ ও জীবনোৎসর্গ করিলেন তাহাই যেন আমাদের ব্রত হয়। ইহাই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।** জয় হিন্দ।"

সর্দ্দার প্যাটেল

"আমি অদ্য অপরাহ্নে ৪টার সময় বিড়লা ভবনে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করি। এই সময় গান্ধীজী ঘড়িটি দেখিয়া বলিলেন, 'এখন প্রার্থনার সময়, আমাকে উঠিতে হইবে।' আমি বিড়লা ভবন ত্যাগ করিয়া বাড়িতে পৌছিবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাই-লাম, জনৈক হিন্দু যুবক গান্ধীজীকে গুলী করিয়াছে এবং তাঁহাকে সঙ্কটময় অবস্থায় বিড়লা ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমি বিড়লা ভবনে তৎক্ষণাৎ যাইয়া গান্ধী-জীকে মৃত অবস্থায় দেখি। আমি দেখিলাম তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্ষমা-সুন্দর হাসি তখনও লাগিয়া আছে। কোনও রোষ ও বিরক্তির লেশমাত্র প্রকাশ নাই। করুণা ও ক্ষমার স্বাভাবিক প্রকাশ!"

সর্দ্দার প্যাটেল মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রতিক অনশনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—"গান্ধীজী নিদারুণ অনশন করিয়াও বাঁচিয়া উঠিলেন, কারণ ভারতের অনেক কিছু কাজ করিবার জন্য তাঁহার প্রয়োজন ছিল। এক উন্মাদের নিক্ষিপ্ত বোমার আক্রমণ হইতেও তিনি প্রাণে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু এবার উন্মাদের গুলীতে প্রাণ হারা-ইলেন। বাপুজী আর ইহজগতে নাই।"

তিনি দেশবাসীর প্রতি এই আবেদন জানান,—"প্রতিশোধ গ্রহণের কথা না ভাবিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রেম ও অহিংসার বাণী স্মরণ করুন। আমাদের পাপের জন্য আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে মৃত্যুবরণ করিতে হইল, ইহাই সর্বাপেক্ষা কলঙ্কের কথা। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহাকে আমরা অনুসরণ করি নাই; আজ তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যেন তাঁহার আদর্শের পথে অগ্রসর হই।"

সর্দ্দার প্যাটেল দেশবাসীকে ধীর ও শান্ত থাকিতে অনুরোধ জানান। "ইহাই গান্ধীজীর বাণী—এই আদর্শের জন্যই তিনি জীবনধারণ ও জীবনোৎসর্গ করিলেন। এই কর্ত্তব্য আমাদিগকে সমাধা করিতে হইবে। সকল ভেদবৈষম্য ও তিক্ততা ভুলিয়া গিয়া মহাত্মার আদর্শ অনুসরণ করিলেই এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারা যাইবে।

"আগামীকল্য মহাত্মা গান্ধীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইবে, কিন্তু বাপুজী অমর। তাঁহার কোনো দিনই মৃত্যু হইতে পারে না। আমাদিগকে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া তিনি পথ দেখাইয়া আসিয়াছেন। অতীতের সমস্ত দুঃখ-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া গান্ধীজী আমাদিগকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন—তিনি ভারতকে কোনো দিন ভ্রান্তপথে চালিত করেন নাই। উন্মাদ লোকের বর্ব্বরোচিত কার্য তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে পারে না। ইহা বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া যুবকদিগকে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে সহায়তা করিবে।"

দিল্লীর অবস্থা

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত দোকান পাট, কাজ কর্ম্ম, সিনেমা প্রভৃতি মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। একটী বিবাহের শোভাযাত্রা যাইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহা থামিয়া যায় এবং নিঃশব্দে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সমস্ত যানবাহন চলাচল মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, যে শুনিতে পাইল সেই কাঁদিতে লাগিল। সকলে বিরলাভবনের দিকে ছুটিয়া চলিল, যদি একবার গান্ধীজীর শেষ দর্শন পায়।

পরদিন ৩১শে জানুয়ারী শনিবার ভোর ৬ টার সময় বিরলাভবনের দরজা খোলা হয়। হাজার হাজার লোক সারা রাত্রি ধরিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, একবার শেষ দর্শনের আশায়।

মহাত্মা গান্ধীর দেহ বিরলাভবনে একটী শবাধারে শায়িত ছিল। তাঁহার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত সুশুভ্র খদ্দরে আবৃত। চক্ষু মুদ্রিত। আততায়ীর গুলির আঘাত-জনিত দেহের ক্ষত কাল হইয়াছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রার্থনার ভাবাবেশে উদ্ভাসিত। গলায় চরকার সুতার মালা। কপালে কুমকুম ও চন্দন তিলক।

অপেক্ষমান জনতা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধীরে ধীরে মহাত্মা গান্ধীকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া যাইতে লাগিল।

শোকযাত্রা

বেলা ১১ টার একটু পূর্ব্বেই পণ্ডিত নেহেরু গান্ধীজীর ঘরে প্রবেশ করেন। দুঃখে শোকে তাঁহার বদন আচ্ছন্ন।

বেলা ১১-৪৫ মিনিটের সময় মহাত্মাজীর শবাধার বিরলা ভবন হইতে বাহির করা হয়। তাঁহার পৌত্রী, প্যারেলাল ও গান্ধীজীর আশ্রমের ভক্তবৃন্দ শবাধার বহন করিয়া পত্রপুষ্পে সজ্জিত সামরিক মোটর গাড়ীতে রাখেন।

শবাধার লইয়া গাড়ী ধীরে ধীরে যমুনা-তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গাড়ীর উপরে শবাধারের সম্মুখে গান্ধীজীর পুত্র দেবদাস, বামদিকে পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল, বলদেব সিং প্রভৃতি।

গাড়ীর সম্মুখে পথের উপরে শোকযাত্রার অগ্রগামী হইয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন গান্ধীজীর পুত্র রামদাস গান্ধী, গান্ধীজীর পৌত্রী, তাঁহার পরিবারের অন্যান্য পরিজন, আশ্রমের ভক্তবৃন্দ ও সুশীলা নায়ার।

মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালনী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শোকযাত্রার পুরোভাগে পদব্রজে চলিয়াছেন।

বিরাট সৈন্য বাহিনী গান্ধীজীর শবাধারবাহী

গাড়ীর অগ্রে ও পশ্চাতে ধীর পাদক্ষেপে চলিয়াছে। উপরে বিমান হইতে পুষ্প বৃষ্টি অবিশ্রান্ত ভাবে হইতেছে।

মহাত্মাজীর দেহ শুভ্র খদ্দরে আবৃত ছিল। শান্ত মুখমণ্ডল কেবল অনাবৃত ছিল। শবাধারের চতুষ্পার্শ্ব জাতীয় পতাকা দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

বিরলা ভবন হইতে যমুনাতীরে রাজঘাট—যেখানে মহাত্মা গান্ধীর শেষকৃত্য শেষ হইবার জন্য স্থির হইয়াছিল, তাহা পাঁচ মাইল। এই দীর্ঘ পথের দুই ধারে অগণিত লোক—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, মহামানবের প্রতি শেষ অর্ঘ দিবার জন্য নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। বাড়ী ঘর, গাছ পালা, যেখানে মানুষ একটু স্থান করিতে পারে, কেবল শোকাপ্লুত নরনারীতে পূর্ণ। কত লক্ষ নরনারী যে সমবেত হইয়াছিল, কত দূর দূরান্তর হইতে তাহারা আসিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই।

শোক যাত্রা অগ্রসর হইতেছে—লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মধ্য দিয়া জাতির শোকাশ্রুতে প্লাবিত হইয়া মহামানব অন্তিমশয়নে শায়িত। লোকে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিতেছে, সমবেত ভাবে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গাহিতেছে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, চতুষ্পার্শ্ব হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, আর জনতা স্তব্ধ নীরবে শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। স্বর্গের দেবতারা বোধ হয় এই দৃশ্য দেখিবার জন্য—মর্ত্তে নামিয়া আসিয়াছিলেন।

এদিকে সকাল হইতে দলে দলে লোক যমুনাতীরে রাজঘাটে সমবেত হইতে থাকে। বেলা ৪টার সময় যমুনাতীর নরমুণ্ডের সমুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। শবাধার ঘাটে আসিবার পূর্বে পত্নী ও কন্যাগণ সহ বড়লাট মাউন্টব্যাটেন, সরোজিনী নাইডু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তথায় উপস্থিত হন। চীনের রাষ্ট্রদূত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিরূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শোকযাত্রা সহ গান্ধীজীর মৃতদেহ ৪-২০ মিনিটের সময় যমুনার তীরে রাজঘাটে আসিয়া পৌছে।

শবাধার বেষ্টনীর মধ্য দিয়া চিতার নিকট আনীত হইলে লক্ষ লক্ষ লোক চিতার কাছে আসিতে চেষ্টা করে। ভীড়ের চাপে বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া যায়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর বহু সৈন্য দাহ স্থান পাহারা দিতেছিল। তাহারা জনতাকে সংযত করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে থাকে। অনেকে চিতার অতি নিকটে আসিয়া পড়ে। বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন জনতার মধ্যে গিয়া—জনতা নিয়ন্ত্রণে সৈন্যদের পরিচালনা করিতে থাকেন। পণ্ডিত নেহেরু জনতাকে দূরে থাকিতে আবেদন জানান। কিন্তু রোরুদ্যমানা নারীর দল গান্ধীজীর শেষ দর্শন লাভের আশায় আগাইয়া আসে। বহু শিশু ও বালক সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল ও বড়লাট পত্নী লেডি মাউন্টব্যাটেন শিশুদের নিরাপদ স্থানে বহিয়া লইয়া যাইতে থাকেন।

বহুকষ্টে ঘোড়শোয়ার বাহিনী জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়।

মহানির্বাণ

বেলা ৪টা ২০ মিনিটের সময় গান্ধীজীর মৃতদেহ যমুনাতীরে রাজঘাটে আসিয়া পৌছায়। যেখানে গান্ধীজীর চিতা রচনা করা হইয়াছিল, সেখানে পূর্বেই ভারত সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ একটী গোলাকৃতি স্থানে ৮ হাত দীর্ঘ ৮ হাত প্রস্থ ও ২ হাত উচ্চ একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পনের মণ চন্দনকাষ্ঠ, চারি মণ ঘৃত, দুই মণ ধূপ-ধূনা প্রভৃতি গন্ধ সামগ্রী, এক মণ নারিকেল এবং পনের সের কর্পূর দাহ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল।

ঠিক ৪টা ৩০ মিনিটের সময় মহাত্মাজীর আশ্রমের সঙ্গীগণ তাঁহার মৃতদেহ শবাধার হইতে উত্তোলন করিয়া চিতায় স্থাপন করেন।

তাঁহার শির উত্তর দিক করিয়া স্থাপন করা হইল—দেহে যমুনার পবিত্র বারি সিঞ্চন করা হইল।

পুরোহিত পণ্ডিত রামধন শর্ম্মা বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে থাকেন।

গান্ধীজীর কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস গান্ধী কিছু চন্দন কাষ্ঠ গান্ধীজীর মৃতদেহের উপর রাখেন, তাঁহার আর একপুত্র রামদাস গান্ধী ৪ টা ৪৫ মিনিটের সময় চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন।

দেখিতে দেখিতে চিতা জ্বলিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে যমুনা-তীরে সমবেত লক্ষ লক্ষ নরনারী একযোগে দণ্ডায়মান হইয়া এক মিনিট নীরবতা পালন করে। চিতার উপর চারিদিক হইতে মাল্য ও পুষ্প বৃষ্টি হইতে থাকে।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ নীরবে ক্রন্দন করিতেছিলেন। সমগ্র জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল একটু দূরে মাটীতে বসিয়া একটি রোরুদ্যমানা বালিকার পিঠের উপরে হাত দিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন। সর্দ্দারজী স্থাণুর ন্যায় সেখানে আধ-ঘণ্টা বসিয়াছিলেন—মনে হইতেছিল যেন একটী স্থির পাষাণমূর্ত্তি সেখানে বসিয়া আছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভীড়ের মধ্যে যদিও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন কিন্তু মনে হইতেছিল তাঁহার বয়স যেন আরও দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

ঘৃত ধূপ-ধুনা কর্পূর সহযোগে চিতা অগ্নিশিখা বিস্তার করিয়া গান্ধীজীর নশ্বর দেহকে ভস্মীভূত করিতে লাগিল। অস্তায়মান সূর্য্যরশ্মির রক্তিম আভায়, মহাত্মা গান্ধীর চিতার প্রজ্জলিত হোমশিখা ভারতের ভাগ্যগগণে কি লেখা রাখিয়া গেল তাহা কে জানে!

সন্ধ্যা ৬ টায় দিবাবসানের গোধূলি আলোয় মৃত্যুঞ্জয়ী মহাতপস্বীর জীবনলীলার অন্তিম আলেখ্য শেষ হইয়া গেল। লক্ষ লক্ষ জনতা অশ্রুরুদ্ধ সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতেছিল "মহাত্মা গান্ধী অমর হো গয়ে।" গান্ধীজী অমর হ'য়ে রইলেন।

নেতৃবৃন্দের শোকোচ্ছ্বাস

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইসচ্যান্সেলার বিখ্যাত মনীষী সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন, "মহাত্মাজীর প্রতি এই মারাত্মক আক্রমণের সংবাদ মর্ম্মে যে আঘাত দিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। যাহা অভাবনীয় ও একান্ত অবিশ্বাস্য ছিল, তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের এই পবিত্রতম হৃদয়, মহত্তম প্রেরণা-দাতা ও জাগৃতির শ্রেষ্ঠতম হোতা এক উন্মত্ত জীবাণুর হস্তে মৃত্যুবরণ করায় ইহাই দেখা যাইতেছে যে, সক্রেটিস —যাঁহাকে হেমলক-বিষ পান করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল, এবং যীশুখৃষ্ট—যিনি ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাদের সময় হইতে আমরা আজও উন্নত হই নাই। ভারতের বিলীয়মান অতীতের একমাত্র প্রতীক মহাত্মা গান্ধী আজ আর ইহজগতে নাই। তাঁহার ভৌতিক দেহ নাশ হইয়াছে, কিন্তু মহাত্মাজীর অন্তরে প্রতিভাসিত প্রেম ও সত্যের দিব্য আলোক নির্ব্বাপিত হইতে পারে না।

কতদিনে এই পৃথিবী মহাপুরুষগণের পক্ষে নিরাপদ হইবে? আমি কামনা করি, ভারতের দুই ডোমিনিয়ন এবং সমগ্র বিশ্ব ইহাই অনুধাবন করুক যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবনে ও মৃত্যুতে যে পন্থা অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যতীত হিংসা, নিষ্ঠুরতা ও বিশৃঙ্খলার অন্ধকারময় রাজ্য হইতে পরিত্রাণের অন্য কোনও উপায় নাই।"

পশ্চিম বাংলার গভর্ণর শ্রীরাজাগোপাল আচারী বলেন—নির্ব্বোধ উন্মাদের আচরণে আমরা মহারত্ন হারাইলাম। ভারতের এই দুর্দ্দিনে ভগবান তাহার সহায় হউন। আমাদের প্রিয়তম নেতার এই আত্মত্যাগের সহিতই সমস্ত ঘৃণা ও সন্দেহের অবসান হউক।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বলেন—মহাত্মা গান্ধী মহাত্মার ন্যায়ই বাঁচিয়া ছিলেন এবং মহাত্মার ন্যায়ই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আজ আমাদের শান্তির অগ্রদূত, অহিংসার বার্ত্তাবহ আমাদের জন্যই মৃত্যু বরণ করিয়া-ছেন। আমরা কবির কথা ভুলিতে পারি না—'এনে-ছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।' তিনি সকলকে অহিংসার আদর্শ অনুসরণ ও দেশকে অনৈক্য ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন।

বিহারের গভর্ণর শ্রীযুক্ত এম, এস, আনে ও প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিবৃতি দিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী আর ইহজগতে নাই; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তাঁহার মৃত্যু নাই। এই পরম বিপর্য্যয়ের মধ্যে তিনি যেরূপ চাহিতেন আমাদিগকে সেই রূপই করিতে হইবে। যতই উত্তেজনার

কারণ থাকুক না কেন, তাঁহার প্রেম, ক্ষমা ও শুভেচ্ছার শিক্ষাই জয়লাভ করিবে এবং আমাদের জীবনের এই চরম দুর্দ্দিনে আমরা বিহারের সহকর্ম্মীগণকে ঐ শিক্ষারই অনুসরণ করিতে আহ্বান জানাইতেছি।

সার তেজবাহাদুর সাপ্রু গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করেন। তিনি বলেন, সমস্ত দেশ শোকাভিভূত। তথাপি আসুন, আমরা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শানুযায়ী কাজে অগ্রসর হই।

অখিলভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর একটি তারে জানাইয়াছেন, এই দুর্ঘটনা এত মর্ম্মান্তিক যে ইহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি সকলকে ভেদাভেদ ভুলিয়া জাতীয় পতাকার নীচে সমবেত হইতে আবেদন করেন।

জমায়েৎ উল্ উলেমা, বাংলা ও কলিকাতার সভাপতি-দ্বয় যুক্ত বিবৃতি দিয়া বলেন, মহাত্মা গান্ধী কেবল ভারত-বাসীর জন্যই নহে, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহার আদর্শের অনুকরণ করাই তাঁহার স্মৃতিপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

গণপরিষদের মুস্লিমলীগ পার্টির সদস্যগণ জাতির জনক ও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এবং নিষ্ঠুর আক্রমণের নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলকে শান্ত ও আত্মস্থ থাকিতে আবেদন জানাইয়াছেন।

বণিকসভা, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতি-ষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাইয়া বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরাবর্দ্দি সাহেব প্রভৃতি আবেগপূর্ণ ভাষায় গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন। অধিকাংশ নেতাই গান্ধীজীর মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক সংবাদে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পান নাই।

সমস্ত প্রদেশের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে দেশবাসীকে এই চরম বিপদ শান্তভাবে সহ্য করিতে এবং উপবাস ও প্রার্থনায় শোক-দিবস পালন করিতে আবেদন জানানো হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে জাতীয় শোক প্রকাশের জন্য ৩০শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩ দিন ব্যাপী জাতীয় পতাকা সমূহ অর্দ্ধনমিত করিয়া রাখা হইবে এবং এই সময়ের মধ্যে সমস্ত সরকারী আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা বন্ধ থাকিবে।

পাকীস্তান

পাকীস্তানের গভর্ণর জেনারেল কায়েদ এ আজম মহম্মদ আলি জিন্না বলেন, মিঃ গান্ধীর প্রতি এই গর্হিত আক্রমণ ও তাঁহার মৃত্যুর সংবাদে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন। বর্ত্তমান গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে হিন্দুস্থান ও পাকীস্তানের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু জাতি এবং তাঁহার পরিবারের শোকে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, গান্ধীজীর মৃত্যুতে ভারতীয় ডোমিনিয়নের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে এবং তাঁহার শূন্যস্থান পূরণ করা সুকঠিন হইবে।

পাকীস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ গান্ধীজীর মৃত্যুতে শোকার্ত্তগণের সহিত গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, গান্ধীজীকে কংগ্রেসের জনক বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। অদৃষ্টের বিচিত্র পরি-হাস এই যে, অহিংসার মহান্ প্রচারক স্বয়ং হিংসার বলিতে পরিণত হইলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তাঁহার ইদানীন্তন প্রচেষ্টা সকল শান্তিকামীই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার শূন্যস্থান অপূরণীয়।

পূর্ব্ববাংলার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী বিবৃতি প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বর্ব্বর আক্রমণের নিন্দা করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন। তিনি উভয় ডেমিনিয়নের মধ্যে গান্ধীজীর শান্তি প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পাকীস্তানের প্রত্যেকেই মহাত্মা গান্ধীকে গভীরভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে এবং তাঁহার মৃত্যু উভয় জাতির পক্ষেই একটি মর্ম্মান্তিক দুর্ঘ-টনা। পাকীস্তান সরকারের আদেশে ৩১শে জানুয়ারী তারিখে সর্ব্বত্র অফিসআদালত বন্ধ ও জাতীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত রাখা হইয়াছিল।

প্রার্থনাসভায় পণ্ডিত জহরলাল

ভারতের রাষ্ট্রগুরু আমাদের প্রত্যেকের নিকটতম আত্মীয় বিশ্ববন্দ্য মহাত্মা আজ আমাদের মধ্যে নেই। বিশ্বে যে মানব সমাজ গড়তে তিনি সমগ্র জীবন নিয়োজিত ক'রেছিলেন, সে জীবন আমাদের অসম্পূর্ণতায় আমরা গ'ড়ে তুলতে পারিনি বলেই আজ মানুষের নিষ্ঠুরতম আঘাতে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হোল। আজ আমরা আমাদের সেই অনুশোচনার গভীরতম দুঃখের শোক মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করার জন্যে এখানে সমবেত হয়েছি। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আজ আমরাও আমাদের বেদনাপ্লুত হৃদয়ের প্রার্থনা জানাচ্ছি—তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক—আমরা যেন তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত সত্যের-ভিত্তিময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তাঁর আত্মাকে ক্লেশমুক্ত ক'রতে পারি। মানুষের দুঃখই তাঁর দুঃখ। মৈত্রীময় জীবনের দ্বারা আমরা যদি শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারি তাঁর আত্মাও কোনদিন শান্তি পাবে না, এ কথা আজ আমাদের সমগ্র হৃদয় মন বলছে।

তাঁর আত্মা চির কল্যাণের অধিকারী; তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনার, আমাদের দিক থেকে, প্রয়োজন কিছু নেই। আজ আমাদের মার্জ্জনা-ভিক্ষার অশ্রুজলে তাঁর চির-কল্যাণময় আত্মার চির-উন্নত আশীর্ব্বাদের যোগ্য যেন হ'তে পারি, এই প্রার্থনা।

মৃত্যুতেও আজ তিনি অমর হ'য়ে রইলেন। যদিও আজ আমরা তাঁর মূর্ত্ত-পরিচালনা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হ'য়ে রইলুম—কিন্তু তাঁর মৃত্যুহীন ভাবশক্তির অমৃতময় পরিচালনা যুগযুগান্তের ইতিহাসের পথ প্রদর্শন করার জন্য রইল।

আজ তাঁকে মূর্ত্ত-মানব সমাজ থেকে চিরবিদায় দেবার সময় দণ্ডায়মান হ'য়ে, যেন আমরা উপলব্ধি করি, আজ আমাদের প্রত্যেকের ওপর কত গভীর দায়িত্ব এসে দেখা দিল। তিনি আমাদের সকল দুঃখে পরম নির্ভর ছিলেন; আজ আমাদের তাঁর শক্তিকে সহায় ক'রেই নিজেদের বলে চলতে হবে। তিনি আমাদের সাধনার গুরু ছিলেন; যে কাজের ভার দিয়ে গেলেন, সমগ্র বিশ্বে ভারতের সেই সাধনার উদযাপনে আজ আমাদের প্রত্যেকের অংশ বহন করার সঙ্কল্প নিয়ে চলতে হবে। দুর্যোগ-আচ্ছন্ন ভারতের সঙ্কট মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের আলোকস্তম্ভ ছিলেন; আজ ধৈর্য্যে, সঙ্কল্পে, দৃঢ়তায়, বীর্য্যে, শান্ত-অবিচলতায় তাঁর প্রদর্শিত পথে পথ ক'রে যেতে হবে—যেন আমরা এই চতুর্দ্ধাবিস্তৃত শঙ্কার রাজ্য, সন্দেহের রাজ্য, ভয়ের দুর্ব্বলতার রাজ্য, হিংসা উন্মত্ততার রাজ্য জয় ক'রে, ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বীর্য্যবত্তার রাজ্য, বুদ্ধিমত্তার রাজ্য, আত্মসমাহিত মানবতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

সেই মহাসাধক প্রেমের সাধনার আসনে অপার নশ্বর জীবন ত্যাগ করেছেন। আমরা যেন বিহ্বল দুর্ব্বলতায় মহাজীবনের সত্যকে পরিহার ক'রে আমাদের নিকটতম, শ্রেষ্ঠতম মানবকে কোনো মুহূর্ত্তে অস্বীকার না করি। মৃত্যুর শয়নেও তাঁর ক্ষমার করুণামূর্ত্তি জগতের ইতিহাসের জন্য এক আহ্বান রেখে গেল, আজ ভক্তির পুষ্পে নত মস্তকে তা' আমরা স্বীকার ক'রে নেব।

আজ এই মুহূর্ত্তটিতে দিল্লীর যমুনাতীরে তাঁর নশ্বর দেহ চির বিলীন হয়ে যাবার জন্য চিতায় প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। তাঁকে বিদায় দিয়েও আমাদের অন্তরে আমাদের এই পরমপ্রিয়জনটিকে হৃদয়ের আসনে অমর ক'রে রাখব, এই আমাদের সান্ত্বনা।

আমরা এখন নীরবে দণ্ডায়মান হ'য়ে, অনুতপ্ত হৃদয়ের শুদ্ধতায় তাঁর আত্মার শান্তির জন্য, তাঁর সত্যে আমাদের সকলের শুভ-জাগৃতির জন্য, তাঁর প্রদর্শিত কর্ম্ম অনুসরণ ক'রে তাঁর তপস্যাসিদ্ধির সঙ্কল্প গ্রহণের জন্য আমাদের অন্তরের প্রার্থনা জানাব আমাদের সঙ্কল্প সত্যে রূপায়িত হোক, তাঁর অমর সাধনার মহান সিদ্ধি হোক, তাঁর আত্মা আমাদের শান্তিতে চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে মাঘ ১৩৫৪, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵

রামধুন সঙ্গীত

(গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যাহা গাওয়া হইত)

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম — পতিত পাবন সীতারাম।
মঙ্গল-পরশন রাজা রাম — পতিত পাবন সীতারাম॥
শুভ শান্তি বিধায়ক রাজা রাম — পতিত পাবন সীতারাম।
বরাভয়-দানরত রাজা রাম — পতিত পাবন সীতারাম॥
নির্ভয় কর প্রভু রাজা রাম — পতিত পাবন সীতারাম।
ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম — পতিত পাবন সীতারাম॥
সবকো সন্মতি দে ভগবান — পতিত পাবন সীতারাম।
দীন দয়াল রাজা রাম — পতিত পাবন সীতারাম॥
রাজা রাম জয় সীতারাম — পতিত পাবন সীতারাম॥

১২ই ফেব্রুয়ারী ২৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার

জাতীয় শোকদিবস

তীর্থে তীর্থে মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম নিরঞ্জন

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশবাসীকে জানাইয়াছেন যে—"১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার গান্ধীজীর চিতাভস্ম প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে নিরঞ্জন করা হইবে, সুতরাং এই দিনটী জাতীয় শোকদিবস বলিয়া পালিত হইবে। সর্ব্বত্র শোকযাত্রা করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বৈকাল ৫টায় জনসভা হইবে। জনসভায় গান্ধীজীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হইবে এবং প্রার্থনা করা হইবে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা উক্ত দিন উপবাস করিবেন এবং চরকা কাটিবেন।"

মহাত্মাজীর চিতাভস্ম প্রাদেশিক গভর্ণরগণের মারফৎ প্রত্যেক প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে। তীর্থে তীর্থে চিতাভস্ম নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উপলক্ষে সর্ব্বত্র শোকযাত্রা প্রভৃতির উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং ঐ দিন সরকারী ছুটির দিবস বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। দিল্লী হইতে স্পেশাল ট্রেনে গান্ধীজীর চিতাভস্মসহ বহু নেতৃবৃন্দ এলাহাবাদ যাত্রা করিবেন এবং শোকযাত্রা সহকারে প্রয়াগে চিতাভস্ম নিরঞ্জন করা হইবে। অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

কর্ম্মসূচী ঃ—

সমস্ত জিলার জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম স্থির করা হইল—১। প্রভাত ফেরী। ২। অখণ্ড সূত্রযজ্ঞ। ৩। গীতাপাঠ, গান্ধীজীর জীবনাদর্শ আলোচনা। ৪। শোকযাত্রা। ৫। বেলা ৫টায় জনসভা, জনসভায় গান্ধীজীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ও প্রার্থনা।

প্রতি গ্রামে এই জাতীয় শোকদিবস পালন করিয়া তাহার সংবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটিকে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

নিবেদক
বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত
সম্পাদক, মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটী।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

কংগ্রেসকর্ম্মীদের প্রতি নির্দ্দেশ

স্মৃতিভাণ্ডারে সাহায্যের আবেদন

গত ৫ই তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে যে দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রথমটিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণনাশে নিদারুণ লজ্জা ও বেদনা প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে—তাঁহার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শেষ ইচ্ছাকে সফল করিয়া তুলিবার বিশেষ দায়িত্ব ভারতের উপর পড়িয়াছে। তাঁহার জীবিতকালে যাহা সম্পূর্ণ হয় নাই, আজ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহাই আমাদিগকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। ওয়ার্কিং কমিটী এই উদ্দেশ্যে ব্যাপক অভিযান চালাইবার জন্য সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আরও বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে সদস্য সংখ্যা আরও কমাইয়াও প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করিতে হইবে। মহাত্মাজীর নির্দ্দেশানুযায়ী প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীকে আত্মানুসন্ধান করিতে হইবে। ক্ষমতা গ্রহণ করার ফলে কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে আরও বিনয়ী হইতে হইবে, তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে ও জনসাধারণের প্রকৃত সেবক হইতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির দ্বিতীয় প্রস্তাবে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতীয় ভিত্তিতে গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত গঠনমূলক কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় স্মৃতিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ভাণ্ডারের সাহায্যে গান্ধীজীর রচনা ও উপদেশ সংগৃহীত ও বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হইবে। যে গঠনমূলক কার্য্যের দ্বারা তাঁহার আদর্শ রূপায়িত হইতে পারে তাহা পরিচালনাই হইবে এই স্মৃতি ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য।

ওয়ার্কিং কমিটী জনসাধারণের নিকট এই স্মৃতিভাণ্ডারে সাহায্যদানের আবেদন জানাইয়া প্রত্যেককে অন্ততঃ ১০ দিনের আয় দান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর এই স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ২৬শে মাঘ, সোমবার

অমৃতের পুত্র

ভারতের রাজধানী দিল্লীর যমুনাতটে গান্ধীজীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। ভারতের প্রাণ তাহার প্রাণদাতার এই মৃত্যুকে স্বীকার করে নাই। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সমবেত কণ্ঠে সমস্ত পৃথিবীকে জানাইয়া দিল—গান্ধীজী মরেন নাই, চিতাভস্মে তিনি মৃত্যুহীন অমৃতরূপে সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন মাত্র। পৃথিবীতে যুগে যুগে যাঁহারা মানুষের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য মানবরূপে আসেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সত্যের মধ্যেই নিজেকে জীবিত রাখিয়া যান। যমুনা-তট-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু জগতের মানবের প্রাণে তিনি শাশ্বত হইয়া রহিলেন। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, মানুষ এই প্রেম ও ভক্তির চিরন্তন উৎস হইতে সঞ্জীবনী ধারা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে। মানুষকে এই অমৃতের সন্ধান দিয়াই অমৃতের পুত্র অমরত্ব লাভ করেন। গান্ধীজী যমুনাতটে মৃত্যুপথ-যাত্রী জগতবাসীর জন্য যে অমৃতের সন্ধান দিয়া গেলেন, সেই অমৃত আমাদের মৃত্যুর অন্ধকারে জীবনের আলো দেখাইবার জন্য তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। সেই অমৃতের পুত্রকে নমস্কার করি।

ভারত সমুদ্র মন্থন করিয়া যে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল, সৃষ্টির কল্যাণের জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী শিব তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। আজ মহাভারত মন্থন করিয়া যে কালকূট উদ্গত হইয়াছে, ভারতের কল্যাণের জন্য গান্ধীজী তাহা পান করিয়া জাতির কল্যাণে তাহাকে অমৃতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। সেই অচ্যুতকে আজ প্রণাম করি।

আজ এই বিরাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাষা আমাদের মূক, ভাব আমাদের স্তব্ধ। বিশ্বের সমস্ত ভাষা একত্র করিয়া বিশ্ববাসীকে জানাইতে চাই—গান্ধীজী আমাদের কি ছিলেন! কিন্তু যাহা কিছু বলা যায় সমস্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কেবল একটী মাত্র কথাতেই সমস্ত পর্য্যবসিত হয়—"নেতি", "নেতি"—ইহাই শেষ নয়, ইহাই শেষ নয়।

যমুনাতীরে ভারতের এই রাখালের বাঁশি এখনও বাজিয়া চলিয়াছে। প্রেমের দেবতা মানুষের অন্তরে অপ্রেমকে জয় করিবার জন্য যে সঙ্গীত সৃষ্টি করিলেন, তাহাই আমাদের অন্তরের বেদনার অশ্রুপ্রবাহে তরঙ্গ তুলিয়াছে। আজ সমস্ত অপ্রেম, সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ত্রুটি ত্রিবেণী সঙ্গমে বিসর্জ্জন দিয়া গান্ধীজীর প্রদর্শিত সত্যের পথে আমরা কি অমৃতের আহরণে ছুটিয়া যাইতে পারিব না? আজ আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত হোক্, অন্তরের সমস্ত কৃপণতা নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া আজ কি আমরা বিরাটকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না? জাতির এই সংকল্প কার্য্যে রূপায়িত করার ব্রতই আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্রত। মানুষের কল্যাণ-ব্রতে মানুষের সেবার মধ্য দিয়াই আমরা অমৃতত্ব করিব তাঁহার অস্তিত্ব, যাঁহার আত্মা সীমাহীন সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে আজ এই সত্যেরই অনুসরণ করিতে হইবে। যাঁহার ভৌতিক দেহ আমরা হারাইয়াছি, তাহার জন্য শোক নাই দুঃখ নাই। শোক ও দুঃখ আমাদের নিজেদের জন্যই যে, অন্যত্যকে, লোভকে, ভয়কে, ও বিদ্বেষকে আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই। আজ নতজানু হইয়া ভগবানের কাছে সেই শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করি—যেন আমরা গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অনুসরণ করিয়া জগতে মানুষকে বাঁচিবার পথই দেখাইতে পারি। এই অমৃত পান করিয়া আমরা অমর হইয়া থাকিব এবং আমাদের এই মানব-সেবার কার্য্যের মধ্যেই আমরা গান্ধীজীর চিরন্তন স্পর্শ লাভ করিব। আজ ইহাই আমাদের সংকল্প হোক্, ইহাই আমাদের সাধনা হোক। গান্ধীজীর ক্ষমা-সুন্দর আননে যে আত্মা মৃত্যুকেও ক্ষমায় উদ্ভাসিত করিয়াছে—তাহা আমাদেরও সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া জাতিকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবে।

গান্ধীজীর এই প্রেম ও সত্যের সাধনাই আমাদের তপস্যা হোক,—আমরা ধন্য হইব।

হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজীর শেষ প্রবন্ধ

কংগ্রেসের স্থান

দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যাহা বহুবার অহিংস সংগ্রাম চালাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে দেওয়া চলে না। একমাত্র জাতি নিশ্চিহ্ন হইলেই কংগ্রেস ধ্বংস হইতে পারে। প্রাণবন্ত বস্তু ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে—অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। এই স্বাধীনতাগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা কঠোরতর, কারণ ঐগুলি সংগঠনমূলনক, কম উত্তেজনাজনক এবং বাহ্যাড়ম্বরহীন। সর্ব্বব্যাপক গঠনমূলক কার্য্যে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রত্যেকের শক্তি নিয়োগ করার প্রয়োজন হইবে।

কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় অংশ লাভ করিয়াছে। যাহা কঠিনতম, তাহা এখনও বাকী। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ক্রমোন্নতির সুকঠিন পথে কংগ্রেস অনিবার্য্যভাবেই কতকগুলি বিশেষ বেষ্টনী গড়িয়া তুলিয়াছে—যেগুলি দুর্নীতির সহায়ক হইয়াছে এবং কতকগুলি নামে মাত্র লোকায়ত্ত ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল অব্যবহার্য্য আগাছাগুলির হাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি?

কংগ্রেসকে তাহার সদস্য তালিকার বিশেষ রেজিষ্টারটি অবশ্যই বাতিল করিতে হইবে। সদস্যসংখ্যা কখনও এক কোটির বেশী নয় নাই এবং উহা সনাক্ত করাও সহজ ছিল না। কংগ্রেসের অগোচরে আরও একটি বৃহত্তর সদস্য তালিকা ছিল, যাহাদিগকে কখনও প্রয়োজন হয় নাই। এক্ষণে এই রেজিষ্টার দেশের সমস্ত ভোটাধিকারী নরনারীর তালিকার সম-ব্যাপক হওয়া উচিত হইবে। কংগ্রেসকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোনও ভুয়া নাম উহাতে ঢুকিয়া না পড়ে, অথবা কোনও সঙ্গত নাম বাদ না যায়। কংগ্রেসের নিজস্ব রেজিষ্টারে কেবল জাতির সেবকদের নাম তালিকাভুক্ত থাকিবে—যাঁহারা, যখন যে কাজের ভার দেওয়া হইবে, তাহা সুসম্পন্ন করিবেন।

দেশের দুর্ভাগ্য, বর্ত্তমানে প্রধানতঃ সহরবাসীদের লইয়া এই তালিকা প্রস্তুত হইবে এবং তাঁহাদের অনেককেই ভারতের পল্লীগুলির জন্য এবং পল্লীগুলিতে কাজ করার প্রয়োজন হইবে। পল্লীঅঞ্চল হইতে সংগৃহীত কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

এই দেশসেবকগণকে নিজ নিজ অঞ্চলের ভোটাধিকারী নরনারীগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বহুলোক ও দল ঐ ভোটারদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরাই সাফল্যলাভ করিবে। কংগ্রেসের যে অনুপম মর্য্যাদা দ্রুতগতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা কেবল এই উপায়েই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, অন্য কোনও উপায় নাই। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বেও কংগ্রেস স্বাভাবিক ভাবেই জাতির সেবক—ঈশ্বরের ভৃত্য ছিল; কংগ্রেসকে আজ নিজের এবং জগতের নিকট ঘোষণা করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের ভৃত্য ছাড়া ইহা অপর কিছুই নহে। ইহা যদি ক্ষমতার জন্য অশোভন কলহে লিপ্ত হয়, তবে এমন একদিন আসিবে যেদিন ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেস আজ আর অপ্রতিদ্বন্দী নহে।

আমি কেবল সুদূর দৃশ্যের অবতারণা করিলাম। সময় পাইলে এবং শরীর ভাল থাকিলে, দেশসেবকগণ তাহাদের প্রভু—সমস্ত পূর্ণবয়স্ক নরনারীর শ্রদ্ধাভাজন হইবার জন্য কি করিতে পারে, তাহা হরিজন পত্রিকায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। (২৭।১।৪৭)

শেষ প্রার্থনান্তিক ভাষণ

২৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—মহাত্মাজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে প্রথমেই ফ্রেণ্ডস্ ইউনিটের মিঃ লেন্সলী ক্রসের সঙ্গে ডাঃ সুশীলা নায়ারের বাহাওয়ালপুরে যাওয়ার

কারণ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, মিঃ ক্রস একজন সৎ ব্যক্তি এবং সকলের বন্ধু। তিনি স্বেচ্ছায় এই কাজের ভার লইয়াছেন। সুশীলা এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি মিঃ ক্রসের সঙ্গে যাইতে পারেন কি না। নোয়াখালিতে কাজ করার সময়ে সুশীলা ফ্রেণ্ডস্ ইউনিটের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের গুজরাটের অধিবাসিনী এবং তাঁহার পরিবারের মুসলমান প্রীতির কথা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার পরিবার হাঙ্গামায় দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার মন বিষাক্ত হয় নাই। তিনি স্থানীয় ভাষা জানেন এবং তথায় যাইতে তিনি ভীত নহেন। গান্ধীজী মিঃ ক্রসের সহিত পরামর্শ করেন এবং তিনি সানন্দে ডাঃ সুশীলা নায়ারকে সঙ্গে লইতে সম্মত হন। গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এই দলের প্রধান কে? তিনি বলেন যে, মিঃ ক্রসের মত বন্ধু ও সুশীলাকে কন্যা হিসাবে পাইয়া তিনি গর্ব্বানুভব করেন। তাঁহারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করেন এবং উভয়েই সেবার ভাব লইয়া তথায় গিয়াছেন। তাঁহারা সেখানের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বিবরণ দাখিল করিবেন। নিঃস্বার্থ সেবায় কোনও ইতর বিশেষ নাই। তবে তারতম্যের কথা উঠিলে, মিঃ ক্রসকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে।

গান্ধীজী অতঃপর বান্নু হইতে আগত ৪০ জন আশ্রয়প্রার্থীর এক ডেপুটেশনের কথা বলেন। হতভাগ্য ব্যক্তিগণ অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল এবং তাঁহার অনেক কাজ থাকায় তিনি প্রথমেই তাঁহাদিগকে দর্শন দেন। তাঁহার জন্যই তাহাদের দুঃখ কষ্ট—এই অভিযোগ লিখিত ভাবে দিতে বলিলে তাহারা অনুরোধ রক্ষা করে। তাহারা ক্রুদ্ধভাবে তাঁহাকে বলে যে, তিনি যেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া হিমালয়ে চলিয়া যান। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করেন যে, কাহার নির্দ্দেশে তিনি চলিবেন? কেহ কেহ বিরক্ত হন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে গালি দিতেও পশ্চাৎপদ হন না। আবার অনেকে তাঁহার কার্য্যের প্রশংসাও করিয়া থাকেন। সুতরাং ঈশ্বরের নির্দ্দেশ পালন করাই তাঁহার নিকট একমাত্র উন্মুক্ত পথ। ভগবান মানুষের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে কথা বলিয়া থাকেন। তাহাদের দলে স্ত্রীলোকও ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়া মনে করেন। কেবল ভগবানই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আমরা তাঁহার হাতের পুতুল মাত্র। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি পর্ব্বতে গিয়া শান্তি উপভোগ করিতে চাহেন না; চারিদিকে অশান্তির মধ্যে যেটুকু শান্তি খুঁজিয়া পাইবেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। সুতরাং তিনি তাহাদের মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন; তবে তাহারা যদি সকলেই হিমালয়ে যায়, তাহা হইলে তিনি সেবক হিসাবে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে পারেন।

গান্ধীজী বলেন, তাঁহার নিকট এইরূপ কতকগুলি অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আশ্রয়প্রার্থীদিগকে খাদ্য, বাসস্থান ও বস্ত্র সরবরাহ করা হইলেও তাহারা কাজ করিতে অস্বীকার করিতেছে। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, শ্রমের দ্বারাই সে সুখী হইতে পারে। 'খাও দাও আর স্ফূর্ত্তি কর'—এই জন্য ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই। গীতার শিক্ষা এই যে, লোকে যজ্ঞ (পরিশ্রম) করিবে এবং তাহার পরিশ্রমের ফল উপভোগ করিবে। যে লক্ষপতিগণের কোনও কাজ নাই তাহারা সমাজের পরগাছা স্বরূপ। তাহাদিগকেও আহার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে, অন্যথায় তাহাদের উপবাস করিয়া থাকা উচিত।

কর্ম্মে অশক্ত ব্যক্তিগণই ইহার একমাত্র অনুমোদনযোগ্য ব্যতিক্রম। ইহাদের ব্যবস্থার ভার সমাজের উপর আশ্রয় প্রার্থীগণের বহুপ্রকার কাজ আছে—পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সুতাকাটা ও অন্যান্য কারিগরি কাজ। তাহারা যে অবস্থায় পড়িয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহার সদ্ব্যবহার করিতে তাহাদিগকে শিখিতে হইবে।

গান্ধীজী অতঃপর কিষাণদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, তাঁহার অভিমত এই যে, বড়লাট এবং প্রধানমন্ত্রীকে কিষাণদের মধ্য হইতে লওয়া উচিত। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে তিনি পড়িয়াছিলেন যে, কিষাণরাই মর্ত্ত্যরাজ্যের উত্তরাধিকারী। যাহারা জমির উপর পরিশ্রম করে, ইহা তাহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একজন নিরক্ষরও উচ্চ সরকারী পদের যোগ্য হইতে পারে, যদি

তাহার সুষ্ঠু সাধারণ জ্ঞান, যথেষ্ট ব্যক্তিগত সাহস, অখণ্ডনীয় ন্যায়নিষ্ঠা এবং সন্দেহাতীত দেশপ্রেম থাকে। জাতীয় সম্পদের প্রকৃত উৎপাদক হিসাবে তাহারাই দেশের যাথার্থ প্রভু, অথচ আমরা তাহাদিগকেই পদানত করিয়া রাখিয়াছি। গান্ধীজীর নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, সেক্রেটারিয়েটের উচ্চপদগুলিতেও কিষাণদিগকে নিযুক্ত করা উচিত। যদি উপযুক্ত ও করনীয় কার্য্যের জ্ঞানসম্পন্ন লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি ইহা সমর্থন করিবেন। এইরূপ কিষাণ পাওয়া গেলে তিনি প্রকাশ্যভাবে মন্ত্রীগণকে তাহাদের জন্য স্থান করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

পরিশেষে গান্ধীজী মান্দ্রাজের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য মান্দ্রাজ সরকারের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের (খাদ্যমন্ত্রী) সহিত সাক্ষাৎ করেন। এইরূপ মনোভাবের জন্য গান্ধীজী দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি মান্দ্রাজের জনসাধারণকে ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, তাহারা তাহাদের প্রদেশের মধ্যেই বাদাম, নারিকেল প্রভৃতি বহু প্রকার ও যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে। মান্দ্রাজে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশ লোক মাছ খাইয়া থাকে। সুতরাং ভিক্ষাপাত্র লইয়া পরের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন কি? তাহারা চাউলের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে চলিবে না—বিশেষ ভাবে, যে ছাটা চাউলের পুষ্টি-মূল্য কিছুই নাই; অথবা অনুগ্রহ দেখাইয়া গম লইতে স্বীকার করাও চলিবে না। চাউল ও আটার সহিত তাহারা বাদাম বা নারিকেলের গুঁড়া মিশাইয়া লইতে পারে এবং এইভাবে খাদ্যের অভাব দূর করিতে পারে।

তাহাদের প্রয়োজন—বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা। তিনি মান্দ্রাজীদিগকে ভালভাবেই জানেন এবং মান্দ্রাজের সমস্ত অঞ্চল হইতেই বহুলোক দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিল। অভিযানের সময় তাহাদের দৈনিক খাদ্য ছিল প্রায় তিন পোয়া রুটি ও অর্দ্ধ ছটাক চিনি। কিন্তু যেখানেই তাহাদের শিবির স্থাপন করা হইত, সেখানেই তাহারা গান গাহিয়া এবং মাঠের ঘাস হইতে সংগৃহীত খাদ্য রান্না করিয়া তাঁহাকে বিস্মিত করিত। এইরূপ উপায়োদ্ভাবনদক্ষ জাতি কিরূপে নিজেকে নিরুপায় মনে করতে পারে? ইহা সত্য যে, আমরা সকলেই শ্রমিক ছিলাম। অকপট পরিশ্রমই আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মুক্তি লাভের উপায়।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরে ভারতে প্রতিক্রিয়া

শোকাচ্ছন্ন ভারত

৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই আততায়ীর গুলীতে মহাত্মাজীর নিহত হইবার সংবাদ বেতারযোগে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এই অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য আকস্মিক দুঃসংবাদ সকলকে স্তম্ভিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। উদ্বেগাকুল নরনারী বিভিন্ন বেতার যন্ত্রের সম্মুখে ভীড় করিয়া দাঁড়ায়—সঠিক সংবাদের আশায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই নগরে নগরে যান বাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তাগুলি জনশূন্য হইয়া পড়ে। দারুণ দুঃসংবাদের নিষ্ঠুর আঘাতে দেশ মুহ্যমান হইয়া পড়ে; কলিকাতা, মান্দ্রাজ, পাটনা, বোম্বাই প্রভৃতি নগরগুলি দুর্য্যোগের অন্ধকারে অবসন্ন হইয়া যায়। ৩০শে জানুয়ারী সকাল হইতে জনতা বিহ্বলভাবে চারিদিকে ঘোরাফেরা করিতে থাকে। সর্ব্বত্র একই আলোচনা—

দেশের প্রাণের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। দোকান পাট, অফিস আদালত, স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়া যায়। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ শোকযাত্রা নগ্নপদে, অর্দ্ধনমিত পতাকা হস্তে, মহাত্মাজীর পুষ্পশোভিত প্রতিকৃতি সহ রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে। বেতার যন্ত্রে মধ্যে মধ্যে রামধুন সহ দিল্লীতে শবানুগমনের বিবরণ প্রচারিত হইতেছিল। শোকযাত্রাগুলি উপযুক্ত স্থানে মিলিত হইয়া নীরবে সমবেত ভাবে প্রার্থনা করে। সমস্তদিন হরতাল ও শোকযাত্রা, উপবাস ও প্রার্থনার অভূতপূর্ব্ব শোকোচ্ছ্বাসে সমগ্র ভারত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

'গান্ধীজী নিহত হইয়াছেন'—এই দারুণ সংবাদ দেশবাসীর প্রাণে কি দুঃসহ আঘাত হানিয়াছে, সেই সম্পর্কে কয়েকটী মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদ শুনিবামাত্রই বহুলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। মজঃফরপুরে একজন সরকারী পিয়ন রেডিওতে গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহার আর জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই; পরদিন তাহার মৃত্যু হয়। মহম্মদ ইসমাইল নামে আর একটী মুসলমান পিয়ন সংবাদ শুনিয়া হার্টফেল করিয়া মারা যায়। জামসেদপুরে একজন শ্রমিক এত অধীর হইয়া পড়ে যে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হার্টফেল হয়। এলাহাবাদে দুইজন ইংরাজ ও একজন আমেরিকান খানা খাইবার সময় সংবাদ পাইয়া কাঁদিয়া ফেলে। একজন সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া যায়। জ্ঞান হইলে পর সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে, তাহার পিতার মৃত্যুতেও সে এত আঘাত পায় নাই। এলাহাবাদের নিকট একটী গ্রামে গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনজন গ্রামবাসী হার্টফেল করিয়া মারা যায়।

বিক্ষুব্ধ জনতা

গান্ধীজীর আততায়ী নাথুরাম বিনায়ক গডসে হিন্দু মহাসভার সহিত সংশ্লিষ্ট, এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতা উত্তেজিত হইয়া হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের কার্য্যালয় প্রভৃতি আক্রমণ করে। ইহা বোম্বাই সহরে প্রথমে সুরু হয় এবং পুণা, কোলাপুর, দিল্লী, নাগপুর, মান্দ্রাজ ও ভারতের সর্ব্বত্র এই উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু সভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাড়ী আক্রমণ ও কার্য্যালয় পোড়াইয়া দেওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত সভার সদস্যদের, এমন কি যাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহাদিগকেও আক্রমণ করা হয়। সর্দ্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শান্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ এই সকল ঘটনা গান্ধীজীর নীতি-বিরুদ্ধ। সর্দ্দার প্যাটেল গান্ধীজীর হত্যা সম্পর্কিত বিষয়ে উপযুক্ত সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দেন এবং এই সমস্ত ব্যাপার সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানান।

ব্যাপক ষড়যন্ত্র

পুলিশ তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, ২০শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় মদনলাল নামে যে ব্যক্তি বোমা ফেলিয়াছিল, হত্যাকারী সে সময় তাহার সঙ্গী ছিল। মদনলাল ধরা পড়িয়া যায়। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে সে পুলিশের নিকট একটি দীর্ঘ স্বীকৃতি দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে গান্ধীজী, জওহরলাল ও আরও বহু কংগ্রেস নেতাকে হত্যা করিবার জন্য একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আরও প্রকাশ, গান্ধীজীকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গোয়ালিয়রের হিন্দুমহাসভাতেই পাকা করা হয় এবং হত্যাকারী ও তাহার সাহায্যকারীরা গোয়ালিয়র হইতেই দিল্লীতে আসে। গান্ধীজী নিহত হইবার পরে গোয়ালিয়র হিন্দুমহাসভা মিঠাই বিতরণ করে এবং 'গান্ধীজী মর গিয়া' ধ্বনি দিয়া একটি ছোট শোভাযাত্রা বাহির করে। বোম্বাই সহরেও হিন্দুমহাসভা গান্ধীজীর মৃত্যুর দিন মিঠাই বিতরণ করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাও প্রকাশিত হইয়াছে যে, গান্ধীজীর হত্যাকারী ঘটনার ছদিন পূর্ব্বে কাশীতে আসে। সেখানে একটি গুপ্তসভায় কোন্ কোন্ কংগ্রেসনেতাকে হত্যা করা হইবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পুলিশ সন্দেহ করিতেছে যে, এই ষড়যন্ত্র খুবই গভীর এবং দেশে একটা প্রতিবিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র

চলিতেছিল। হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ষড়যন্ত্রের ফলেই গান্ধীজী নিহত হইয়াছেন এবং ইহার সহিত অনেক খ্যাত ও অখ্যাত নামা হিন্দুমহাসভার নেতা জড়িত আছেন বলিয়া বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কটকের একটি বাড়ীতে খানাতল্লাসীর ফলে একখানা ছবি পাওয়া যায়। তাহাতে গান্ধীজীর বুকে একখানা ছুরি বিদ্ধ করা আছে এবং তাঁহার মাথা লক্ষ্য করিয়া একটি পিস্তল আঁকা রহিয়াছে।

সরকারী ব্যবস্থা

অনুসন্ধানের ফলে যে সব তথ্যাদি পাওয়াগিয়াছে তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘের বহুনেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। হিন্দুমহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি :শ্রীসাভারকর, সাধারণ সম্পাদক দেশপাণ্ডে প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। খানাতল্লাসী করিয়া নানাস্থানে বহুকাগজপত্র পুলিশ হস্তগত করিয়া লইয়া গিয়াছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র বহু ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বত্র উক্ত কার্যালয়সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। বহু সদস্য এখনও পলাইয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত প্রদেশেই এই সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কয়েকস্থানে খানাতল্লাসী করিয়া বহু অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি উদ্ধার করা হইয়াছে। সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘ তাহাদের ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্য পালন করে নাই, গোপনে হিংসাত্মক কার্য্য ও প্রচার চালাইতেছে। এই সঙ্ঘের সদস্যগণ ডাকাতি, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, বে-আইনীভাবে অস্ত্রাদিসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত আছে। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর জীবন অকস্মাৎ ইহাদের হাতে বিনষ্ট হইয়াছে। যাহাতে এই সকলের পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হিন্দুমহাসভায় ভাঙ্গন

উপরোক্ত অবস্থায় স্বভাবিকভাবেই বহু সদস্য হিন্দু-মহাসভা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। বাংলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি সকল প্রদেশেই বহু স্থানে হিন্দুমহাসভার সদস্যগণ ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া ইহার সংস্রব ত্যাগ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, হিন্দুমহাসভা কোন দিনই সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করে নাই। অনেকে হিন্দুমহাসভার ন্যায় একটি সাম্প্রদায়িক দলের রাজনৈতিক কার্য্য কলাপ বন্ধ করিয়া দিয়া মাত্র সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপে ইহাকে সীমাবদ্ধ করিবার কথা বলিতেছেন। শীঘ্রই এই সম্পর্কে বিবেচনার জন্য হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির সভা আহ্বান করা হইতেছে।

মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে বিশ্বের শ্রদ্ধাঞ্জলি

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ

সম্মিলিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া বলেন,—“গান্ধীজী পৃথিবীকে একটি মহৎ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। খুব কম লোকেই আদর্শের জন্য এরূপভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। বহুবার তিনি এই আদর্শের জয়ের জন্য নিজের জীবন বলি দিতে চাহিয়াছিলেন। দূর হইতে তিনি জগতের উর্দ্ধে এক মহান আদর্শের প্রতীকরূপে প্রতীয়মান ছিলেন। পৃথিবীতে শান্তি আনিবার ও পরস্পরকে বুঝিবার যে চেষ্টা হইতেছে, সকল সময়েই মনে হইয়াছে যে, গান্ধীজী তাহার প্রধান সহায় ছিলেন।” সভাপতির পর অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ গান্ধীজীর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং তৎপরে সভাস্থ সকলে একমিনিটকাল নীরবে

দণ্ডায়মান হইয়া গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর সভার কার্য্য বন্ধ রাখা হয়। গান্ধীজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের পতাকা তিনদিনের জন্য অর্দ্ধনমিত রাখা হয় এবং অন্যান্য পতাকা উত্তোলন করা হয় নাই।

ইংলণ্ড

ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ—ভারতের বড়লাটের নিকট এই মর্ম্মে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, “রাণী এবং আমি গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদে গভীরভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক ভারতের জনসাধারণের নিকট, ইহাতে তাহাদের ও পৃথিবীতে সমস্ত লোকের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহার জন্য আমাদের আন্তরিক মনোবেদনা জ্ঞাপান করিবেন।” ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী—“মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগের অসাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম; কিন্তু মনে হইত তিনি যেন ইতিহাসের ভিন্ন যুগের লোক ছিলেন। তাঁহার প্রভাব তাঁহার স্বধর্ম্মীদের বাহিরেও বিস্তৃত ছিল এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধে গভীরভাবে বিছিন্ন ভারতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তিনি ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্খার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শুধু জাতীয়তাবাদীই ছিলেন না। অহিংসাধর্ম্মের শিক্ষাই তাঁহার বিশেষ দান ছিল। তিনি অন্যায়ের অহিংস প্রতিরোধেই বিশ্বাস করিতেন। তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন এবং যে কণ্ঠস্বর শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করিত, তাহা চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, তাঁহার আত্মা তাঁহার স্বদেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকিবে এবং চিরকাল শান্তি ও মৈত্রীর আবেদন জানাইবে।”

গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদে লণ্ডনে জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং সর্বত্রই এই সংবাদটি আলোচিত হইতে থাকে। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রয়টারের অফিসে তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বিবৃতি দেন। ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড লিষ্টোয়েল—“গান্ধীজীর অভাব সর্ব্বত্র অনুভূত হইবে। ইহা এতবড় দুর্ঘটনা যে, আমি সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করিতে পারিতেছি না।” ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হালিফ্যাক্স্—“জগতের ইতিহাসে এরূপ মানব বিরল যিনি নিজ চরিত্রবলে ও আদর্শে এইরূপে যুগের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।” ভূতপূর্ব ভারতসচিব মিঃ আমেরী—“বিগত যুগের ইতিহাসে মহাত্মাজী যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, ইতিহাসই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে। যাহাই হউক, যেভাবে ভারতে বৃটিশ অনুশাসনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে গান্ধীজীর অবদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স—“আমি জানি, তাঁহার একটি কামনাই সকল কামনার উপরে জাগ্রত ছিল। তাহা এই যে, তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণে পুনরায় হিংসার সৃষ্টি না করিয়া তাহা যেন এই উপ-মহাদেশে সকল সম্প্রদায়কে মিলনের পথে লইয়া যায়।”

আমেরিকা

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মহাত্মাজীকে আন্তর্জাতিক নেতারূপে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, মহাত্মাজীর জীবনই তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ। তাঁহার দেশবাসীদের উন্নতিকল্পে মহাত্মাজী যে নিঃস্বার্থ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের শাশ্বত আদর্শরূপে অমর হইয়া থাকিবে। তিনি জানেন যে, শুধু ভারতবাসীই নয়—সকল দেশের সকল লোকই তাঁহার আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হইয়া, মহাত্মাজী যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির প্রতীক ছিলেন, তাহার জন্য অধিকতর শক্তি নিয়োগ করিবে।

বিখ্যাত সাহিত্যিক পার্ল বাক্—“এই কিছুদিন পূর্ব্বে গান্ধীজীর সম্বন্ধে আমেরিকার অধিবাসীগণের ক্রমবর্দ্ধমান ঔৎসুক্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিতেছিলাম। গান্ধীজীর প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এক্ষণে, ঘনায়মান যুদ্ধোত্তমের মধ্যে আমরা গান্ধীজীর প্রতি সত্যদ্রষ্টারূপে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের নিকট ভারতবর্ষই আমাদের আশার প্রধান অবলম্বন ছিল। গান্ধীজীর মৃত্যুতে জয় না পরাজয় হইল, একমাত্র ভারতবর্ষের অধিবাসীগণই তাহা বলিতে পারে।” আমেরিকার জনসাধারণ মহাত্মাজীর মৃত্যুসংবাদ যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—

"জানালার বাহিরে সব ঘন বরফে ঢাকা; আকাশ ধূসর। বাপ ঘরে ঢুকলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—'আজ রেডিওতে একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ দিয়েছে। গান্ধী মারা গেছেন।' আমরা রেডিওতে তার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে লাগলাম। একটি ছোট্ট দশ বৎসরের ছেলে জলভরা চোখে বলে উঠল, 'কেউ যদি বন্দুক তৈরী করতে না শিখত ত ভাল হ'ত।' রাস্তায় একজন কৃষকের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে আমাকে ডেকে' জিজ্ঞেস করল, 'পৃথিবীতে সকলেই গান্ধীজীকে একজন মহৎ লোক বলেই জানে—তাঁকে হত্যা করা হ'ল কেন?' আমি মাথা নাড়লাম। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার মনে হয়, যেমনভাবে যীশুখৃষ্টকে হত্যা করা হয়েছিল, এও বোধ হয় সেই রকম।

আমেরিকার বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ হোম্‌স্ নিউ-ইয়র্কের টাউনহলে মহাত্মাজীর আত্মার সদ্‌গতির জন্য আহূত একটি প্রার্থনাসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, গৌতম বুদ্ধের পর ভারতবর্ষে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহাত্মাজী তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি যিশুখৃষ্টের পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব।

আয়ারল্যাণ্ড

প্রধানমন্ত্রী ইমন ডি ভ্যালেরা—"এই ক্ষতি শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবী একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হারাইল। তাঁহার প্রভাব মৃত্যুর পরও চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। আমরা আশা করি, এই মর্মান্তিক ক্ষতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষ গান্ধীজীর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে বিরত হইবে না।"

ফ্রান্স

ফরাসী জাতীয় পরিষদের সভাপতি গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিলে সকল সভ্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া গান্ধীজীর স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করেন। সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, গান্ধীজী একজন স্বদেশভক্ত এবং সর্বোপরি চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, প্রেম হিংসার অপেক্ষা শক্তিশালী।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত নেহেরুর নিকট সমবেদনাসূচক বার্তা পাঠাইয়া বলেন, "গান্ধীজীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ যে শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সহানুভূতি গ্রহণ করুন। শ্রদ্ধেয় নিহত ব্যক্তির জীবন, কর্ম ও জ্ঞান, সকল মানবের প্রতি তাঁহার অবিনশ্বর দান।"

রাশিয়া

রাশিয়ার প্রতিনিধি গ্রমিকো—"ভারতবাসীগণ তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছে, তাহার সহিত গান্ধীজীর নাম চিরকাল বিজড়িত হইয়া থাকিবে।"

চীন

চীনের সরকার একটী বিবৃতিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলেন, "গান্ধীজী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নির্মাতা ছিলেন। তাঁহার বীরোচিত নেতৃত্ব ও স্বার্থত্যাগ ব্যতীত ভারতবর্ষ তাহার অভীষ্টলাভ করিতে পারিত না। তিনি ভারতবর্ষের জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার আদর্শ উত্তরকালের সন্তানগণের প্রেরণারূপে অমর হইয়া থাকিবে।"

দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাটস্ বলেন যে, মহাত্মাজী এই যুগের একজন মনীষী ছিলেন এবং তাঁহার সহিত ৩০ বৎসরের ঊর্দ্ধকালের পরিচয়ে, মহাত্মাজীর অভিমত ও কার্য্যধারার সহিত তাঁহার মতবিরোধ থাকিলেও, মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাত্মাজীর মৃত্যুতে একজন শ্রেষ্ঠ মানবের তিরোধান হইল। ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীগণও শোক প্রকাশ করিতেছে।

অন্যান্য রাষ্ট্র

তুরস্কের জাতীয় পরিষদের সভাপতি বলেন, "মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সকল মানুষের দুর্ভাগ্য।"

আবিসিনিয়ার সম্রাট পণ্ডিত নেহেরুর নিকট এই মর্মে একটী তার প্রেরণ করিয়াছেন—"শুধু ভারতবর্ষ

নয়, সমস্ত পৃথিবী এই মহামানবের তথা পৃথিবীর একজন আধ্যাত্মিক নেতার মহাপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করিবে।"

ইজিপ্ট, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, পোর্তুগাল, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের সরকারে পক্ষ হইতে মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ও তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত নেহেরুর নিকট তার পাঠানো হইয়াছে।

শোক-স্তব্ধ মানভূম

৩০শে জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যার সময়েই রেডিওযোগে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ পুরুলিয়া, ধানবাদ, ঝরিয়া, কাতরাস, ঝালিদা, হুড়া, মানবাজার, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হয়। জিলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে এই সংবাদ ও পণ্ডিত জওহরলালের নির্দ্দেশের সারমর্ম্ম রাত্রির মধ্যেই ছাপাইয়া পরদিন সকালেই থানা কংগ্রেস কমিটিগুলিতে প্রেরণ করা হয়। এই নিদারুণ সংবাদ দাবানলের মত বিদ্যুৎগতিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। বস্তুতঃ বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্রামবাসীকে তাহাদের অঞ্চলের পঞ্চায়েত বা কংগ্রেস অফিসে ইহার সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য দলে দলে আসিতে দেখা যায়। জিলার সর্ব্বত্র দোকান পাট, কাজকর্ম, স্কুল পাঠশালা বন্ধ হইয়া যায়,—কাহাকেও কিছু বলিতে হয় নাই। জওহরলালজীর নির্দ্দেশ মত নীরব শোকযাত্রা ও প্রার্থনা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে বহুনরনারী ও কংগ্রেসকর্ম্মী উপবাস-ব্রত পালন করেন। কোনও কোনও কর্ম্মী এই সংবাদ স্বীকার করিয়া লইতে না পারিয়া এবং ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া ২০।২৫ মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া পুরুলিয়া জেলা অফিসে আসিয়া হাজির হন। যে সমস্ত স্থান হইতে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

বান্দোয়ান—বেলা ৪ টার সময় প্রার্থনাসভায় বহু গ্রামের হিন্দুমুসলমান সমবেত হয়। সভায় গীতাপাঠ করা হয় এবং রামধুন গীত হয়। মাচা (পটমদা)—গ্রামের নিকট উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকলে দণ্ডায়মান অবস্থায় ৫ মিনিটকাল নীরব প্রার্থনা করেন। চাণ্ডিল ও বলরামপুর—দুই স্থানেই সম্পূর্ণ হরতাল ও নদীতটে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রূচাপ, কদমডি প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলে চাণ্ডিলে নদীতীরে প্রার্থনায় যোগদেন। কোনাপাড়া—স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা সকলে কাঁসাই নদীতীরে প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন। পার্শ্ববর্তী পুরুড়া, কেন্দা, পাগিপাথর, হরিহরপুর, মৌরাং প্রভৃতি মৌজার বহুলোক এই সভায় সমবেত হন। হুটমুড়া—মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র একজন স্কুলের ছাত্র সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। পরে মহাত্মাজীর পুষ্পসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ নীরবে শোকযাত্রা করিয়া পত্রলেখা নদীতীরে প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং গ্রামস্থ কয়েকজন উপবাসব্রত পালন করেন। পড়াস্তা—পঞ্চায়েত কর্ম্মীগণ ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ প্রার্থনা সভায় যোগদান করিয়া নীরবে প্রার্থনা করেন। ইছাগড়—সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। মহাত্মাজীর ছবি ও অর্দ্ধনমিত পতাকা লইয়া শোকযাত্রা নীরবে রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করে এবং জনসভায় প্রার্থনা করা হয়। লক্ষণপুর—শোকযাত্রা করিয়া নীরবে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় ও পরে শ্মশানঘাটে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকে উপবাস করিয়া থাকেন। ভূতাম—সংবাদ পাইয়া সকলেই শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অনেকেই উপবাসব্রত পালন করেন এবং বৈকালে সর্বজাতিসমন্বয়ে শোকযাত্রা করিয়া শ্মশানঘাটায় প্রার্থনা করা হয়। ঝালিদা—সর্বত্র সম্পূর্ণ হরতাল হয় এবং ৩ টার সময় পুষ্পসজ্জিত মহাত্মাজীর ছবিসহ শোকযাত্রা ও গুর্জ্জর নদীতীরে প্রার্থনা সভায় যাইয়া গীতাপাঠসহ প্রার্থনা করা হয়। আদ্রা—দোকান পাট বন্ধ থাকে ও ৩।৪ হাজার লোকের শোকযাত্রাসহ নদীতীরে রামধুন গান ও প্রার্থনা করা হয়। বাঘমুণ্ডি—বহুগ্রামের লোক মিলিত হইয়া বৈকালে রামধুনসহ প্রার্থনা করা হয়। সিন্দরী—ফ্যাক্টরী ও দোকান পাট বন্ধ হয়। সমস্ত রাস্তায় জয়ধ্বনি ও রামধুন সঙ্গীত হইতে থাকে। দামোদর নদীতীরে প্রায় ৮ হাজার লোক

প্রার্থনা সভায় সমবেত হয়। পাড়া—পাড়া, আনাড়া ষ্টেশন কলোনী, ডুবড়া প্রভৃতি গ্রামে শোকযাত্রাসহ নদীতীরে প্রার্থনা করা হয়। মানবাজার—থানায়, মাঝি-হিড়া ও নাথুবড়ি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য গ্রামে হরতাল, শোকযাত্রা ও প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। লধুড়কা (ডুড়া), পুপুনকী (চাষ), বাবুগ্রাম (রঘুনাথপুর) লয়াবাদ কলিয়ারী, বরাবাজার প্রভৃতি স্থান হইতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পুরুলিয়ার হরিজন শিক্ষা ও সংস্কার সমিতি ও ভজনাশ্রম শিক্ষা সমিতি ১।২।৪৮ তারিখে, বাঙ্গালী সমিতি ২।২।৪৮ তারিখে এবং বলরামপুরের চাপড়া ব্যবসায়ী সমিতি ৫।২।৪৮ তারিখে তাঁহাদের সমিতির অধিবেশনে মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ও তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর মৃত্যুর জন্য মানভূম ছাত্র কংগ্রেস তাঁহাদের ৭ই তারিখের সম্মিলন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখিয়াছেন।

মুক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার—"মুক্তির" ১১শ সংখ্যা বাহির হইবার কথা। কিন্তু সরস্বতী পূজার জন্য এই সপ্তাহে "মুক্তির" প্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী "মুক্তির" ১১শ সংখ্যা এক বিশেষ সংখ্যা "গান্ধী-সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে গান্ধীজীর সম্বন্ধে—তাঁহার জীবনী ও নানা বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করা হইবে। এই সংখ্যার নগদ বিক্রয় মূল্য ।০ আনা হইবে।

বিজ্ঞাপন দাতাগণকে জানান যাইতেছে যে ১১শ সংখ্যা পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞাপন মুক্তিতে বাহির হইবে না। ১২শ সংখ্যা হইতে নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"

শেষের দিনে

মার্গারেট বার্ক হোয়াইট নাম্নী একজন আমেরিকান মহিলা প্রকাশ করিয়াছেন যে—'মহাত্মা গান্ধী নিহত হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে—'আপনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে ১২৫ বৎসর বাঁচিবেন—আপনি কি কারণে এরূপ আশা করেন?' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই আমার মনে হইল ইহা নির্ব্বোধের মত বলা হইল।

কিন্তু তিনি যে উত্তর দিলেন, তাহাতে আমি চমকিত হইলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি সে আশা ত্যাগ করিয়াছি।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন?' তিনি বলিলেন, 'পৃথিবীতে যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা সংঘটীত হইতেছে—তাহাই ইহার কারণ।' তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, 'যদি আমার দ্বারা সেবা কার্য্যের প্রয়োজন থাকে এবং ভগবান যদি আমাকে নির্দ্দেশ দেন তবে আমি ১২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিব।'

তখন আমাদের দুইজনের মধ্যে কে জানিত যে, সেই দিনেই তাঁহার জীবনের শেষ দিন?'

শেষ আহার্য্য গ্রহণ

শুক্রবারে যেদিন মহাত্মা গান্ধী নিহত হন, সেদিন মৃত্যুর আধঘণ্টা পূর্বে তিনি শেষ আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আহার ছিল ১৪ আউন্স ছাগলের দুধ ও ১৪ আউন্স শাকশব্জীর ঝোল এবং তিনটী কমলা লেবু। গান্ধীজীর হরিজন অনুচর হরিরাম ও তাঁহার পৌত্রবধূ আভা গান্ধী তাঁহাকে আহার্য্য পরিবেশন করেন এবং কমলা লেবু ছাড়াইয়া দেন।

গান্ধীজী বেলা ৯-৩০ মিনিটের সময় তাঁহার সকালের আহার গ্রহণ করেন। তিনি যখন আহার করিতেছিলেন তখন একজন দর্শক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাপুজী আপনি কবে সেবাগ্রাম যাইতেছেন?"

প্রকাশ, গান্ধীজী উত্তর দিলেন যে, "আমি বলিতে পারি না। সমস্তই ভগবানের হাতে। আজ সান্ধ্য প্রার্থনার পরে আমি ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করিব।"

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

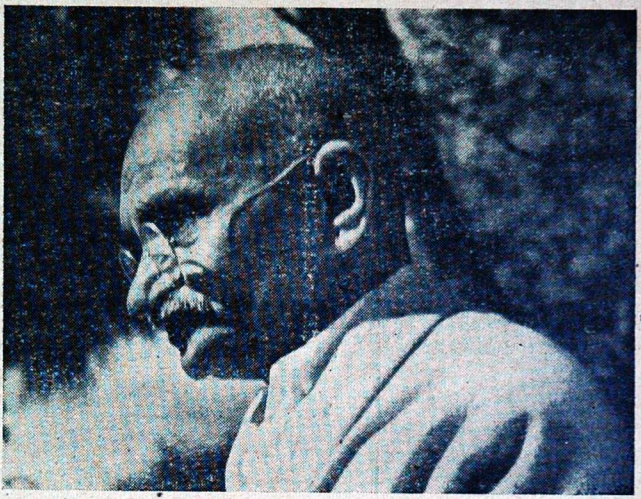

আমার কোটী কোটী জনগণকে আমি জানি বলিয়া দাবী করি। সমস্তদিন চব্বিশ ঘণ্টা আমি তাহাদেরই সঙ্গে আছি। তাহারাই আমার প্রথম—তাহারাই আমার শেষ চিন্তা। কারণ যিনি কোটী কোটী মূক জনসাধারণের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন—সেই ভগবান ছাড়া অন্য কোন ভগবানকে আমি স্বীকার করিনা। তাহারা তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেনা—কিন্তু আমি করি। ভগবান অর্থাৎ সত্য বা সত্য যাহা ভগবান—তাঁহাকেই আমি কোটী কোটী মূক জনসাধারণের সেবার মধ্য দিয়া পূজা করি।

—মহাত্মা গান্ধী—

৯ম বর্ষ
১১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১০ই ফাল্গুন ১৩৫৪, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

নগদ মূল্য—।৵

মানভূম ও গান্ধীজী

১৯২৫ সালে পুরুলিয়াতে বিহার প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী পুরুলিয়াতে আসিয়া একাদিক্রমে প্রায় সাত দিন থাকেন। দেশবন্ধুর বাংলাতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি একবার ঝরিয়াতেও আসিয়াছিলেন।

১৯৩৩ সালে তাঁহার বিখ্যাত হরিজন সফর উপলক্ষ্যে তিনি ঝরিয়া আসেন। তথা হইতে তিনি পুরুলিয়াতে আসেন। পথে বহু গ্রামে তিনি থামিয়া জনসাধারণকে দর্শন দেন।

পুরুলিয়াতে বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। পুরুলিয়া হইতে তিনি রাঁচীতে যান। সেখানে স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিবারণ-আশ্রমে যান।

গান্ধীজী নোয়াখালি যাত্রার পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় সোদপুর আশ্রমে ছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত অতুলবাবু তাঁহাকে একবার মানভূমে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহার উত্তরে তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি ও অনুবাদ দেওয়া হইল।

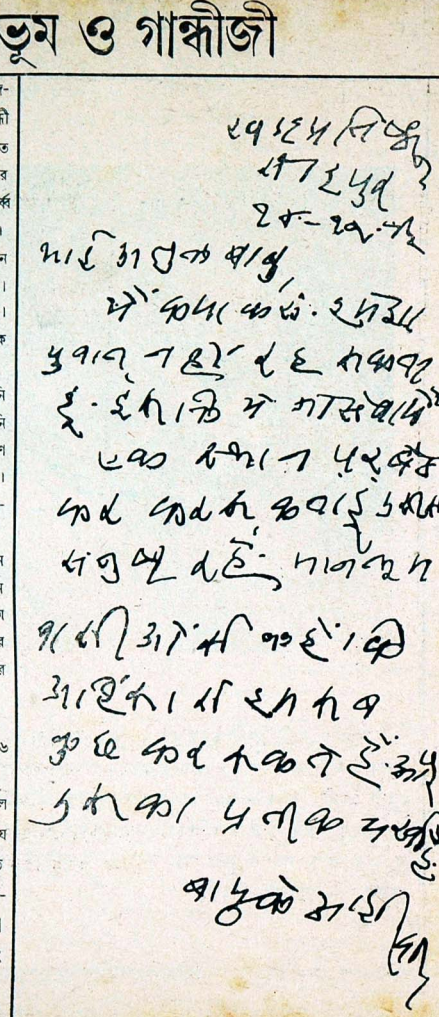

খাদিপ্রতিষ্ঠান
সোদপুর, ১৪।১২।৪৬

ভাই অতুল বাবু,

আমি কি করিতে পারি? চিরকাল যুবক থাকিতে পারি না। সে জন্য যে সেবা আমি একস্থানে বসিয়া করিতে পারি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। মানভূম-বাসীদিগকে বলিবেন যে, অহিংসা দ্বারা আমি সব কিছুই করিতে পারি এবং উহার প্রতীক চরখা।

বাপুর আশীর্ব্বাদ

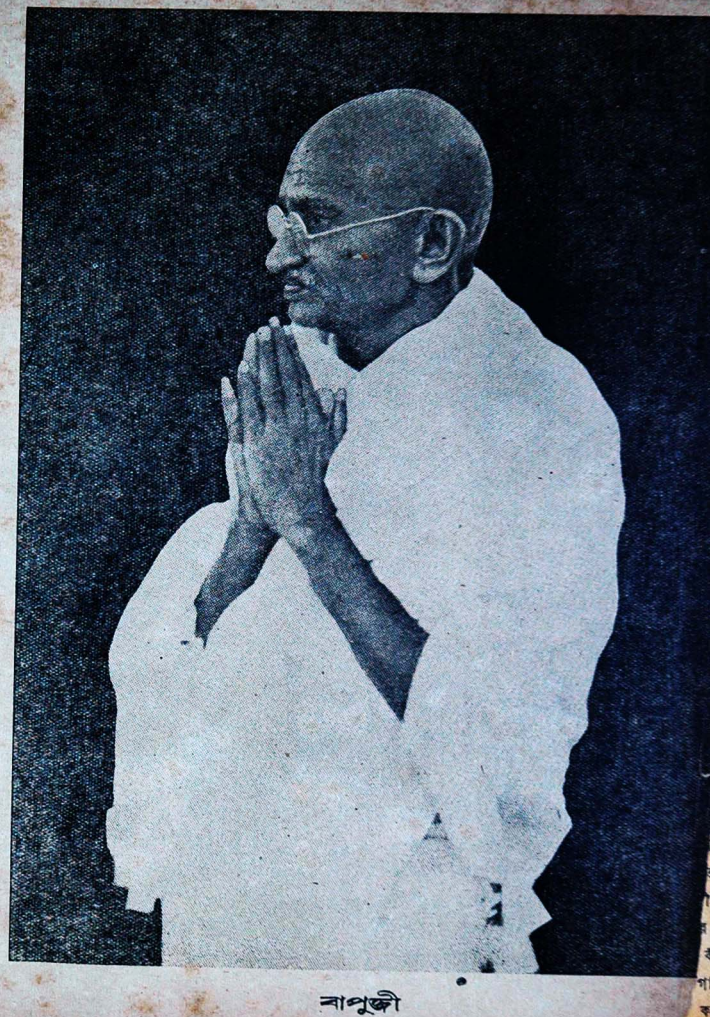

বাপুজী

জন্ম—২রা অক্টোবর ১৮৬৯ মৃত্যু—৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ১০ই ফাল্গুণ সোমবার

জাতীর কর্ত্তব্য

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সংগ্রামের বর্ণনায় এক স্থানে লিখিয়াছেন—"তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—যিনি মারা গিয়াছেন তাঁহার জন্য আমারা কিছুতেই শোকে মুহ্যমান হইব না। যতই শোক-তপ্ত হই না কেন তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। এখন যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের জন্যই আমাদের কাজ করিতে হইবে।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার এক পুরাতন বন্ধুর মৃত্যুতে, সেই বন্ধুর পুত্র ও কন্যার নিকট একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন যে—"যিনি অনন্তে লীন হইয়াছেন তাঁহার জন্য অত্যাধিক শোক না করাই কর্ত্তব্য। কারণ যিনি মৃত তিনি তাঁহার আত্মার মধ্যেই চিরকাল বাঁচিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যাহারা পিছনে পড়িয়া রহিলাম তাহাদের কর্ত্তব্য মানবতার সেবায় মরিবার জন্য বাঁচিয়া থাকা।"

"মৃতব্যক্তির আত্মার পরিতৃপ্তির একমাত্র পথ হইতেছে—তাহার জীবনের স্বপ্নকে কার্য্যে পরিণত করা। ইহার মধ্য দিয়াই মৃত ব্যক্তির আত্মা আমাদের চিরসাথী হইয়া থাকে। যাহারা বাঁচিয়া আছে ইহাই তাহাদের শক্তি দেয়। মৃতের জীবনের স্বপ্ন যখন তাহারা কার্য্যে পরিণত করে কেবল মাত্র তখনই তাহারা পবিত্র ঐতিহ্যের যোগ্য বলিয়া নিজেদের প্রমাণ করিতে পারে—এবং কেবলমাত্র তখনই মৃতের আত্মা তৃপ্তিলাভ করে।"

গান্ধীজী যেন তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জাতিকে বলিয়া গেলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে জাতির কি কর্ত্তব্য হইবে। ভারতবাসী তথা সমস্ত পৃথিবীর নরনারী মানব জাতির এই বন্ধুর মৃত্যুতে শোকান্বিত হইয়াছে। পৃথিবীর এই শূন্য পূর্ণ হইবার নয়। তথাপি আমাদের ইহাই বলিতে হইবে যে, এই যে বেদনা ইহা যেন জাতিকে নবজন্ম লাভের প্রেরণা জোগায়। গান্ধীজীর জীবনের স্বপ্ন সফল করিয়া তুলিবার জন্য আজ জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। তিনি নিজের প্রাণদান করিয়া আমাদের সংশয় দূর করিয়াছেন, আমাদের মোহকে ছেদন করিয়াছেন।

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া গান্ধীজী নিজের জীবনাদর্শ দ্বারা জাতিকে শ্রেয়র পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারি, নানা উপায়ে নানা উপচারে তাঁহার স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করিতে পারি কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মা আনন্দলাভ করিবে না। জাতির সাধনায় তাঁহার বাণীকে আমাদের মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের জীবন, ইহাই আজ উপলব্ধি করিয়া রামের অকুণ্ঠ ভক্ত মহাবীরের ন্যায় আমাদের অক্লিষ্ট কর্ম্মা হইয়া বলিতে হইবে—"শিক্ষস্তে অহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

গান্ধীজীর জীবন ধারণের ও জীবন দানের মধ্যে মূল সত্যটী কি? মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ। সৃষ্টি রক্ষার অন্তর্নিহিত নীতি হিংসা নয়, প্রেম। সমাজের সৃষ্টির মূলে, তাহার বৃদ্ধির মূলে ও তাহার রক্ষার মূলে একটী মাত্র তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে তাহা পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। মানুষ যেদিন মানুষকে ভালবাসিতে ভুলিয়া যাইবে সেদিন সমাজের অস্তিত্ব থাকিবে না। সৃষ্টি সেদিন ধ্বংশ হইবে।

যেখানে প্রেম সেখানে ত্যাগের ভাব অচ্ছেদ্যভাবেই আসিবে। সমাজে মানুষের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যদি কেবল পরস্পরকে দিবার ভিত্তির উপরেই স্থায়ী হয়, তাহা হইলে আজ পৃথিবীর মানব সমাজ যে অসহনীয় দুঃখের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। যেখানে অপ্রেম সেই খানেই ভোগ। বর্ত্তমান মানব সমাজ যে ভোগকেই আদর্শ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা তাহাকে মুক্তির পথ হইতে সরাইয়া লইয়া ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। মানুষকে ইহা হইতে ফিরিতে হইবে। মানব জীবনের চিরন্তন সত্যকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। মানুষ পরস্পরকে ভালবাসিয়া অন্যের জন্য নিজে বাঁচিয়া থাকিবে। মানুষের বাঁচিবার পথ ইহাই। গান্ধীজী তাঁহার জীবিত কালে এই মূল সত্যটিকেই প্রচার করিয়া-

ছেন,—মৃত্যু তাঁহার এই সত্যকে শাশ্বত করিয়া রাখিল। ভারতবাসীর জীবনে এই সত্যকেই সফল করিয়া, মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই গান্ধীজীর আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে।

আজ আমাদের সকলেরই কঠিন পরীক্ষার সময়। এই মহামানবের বিরাট আড়ালে আমাদের সমস্ত ত্রুটী সমস্ত অন্যায় সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এতদিন ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম। গান্ধীজীর সমস্ত জীবনের সাধনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিয়াও আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার মৃত্যু যেন আমাদিগকেই সমস্ত দুর্দ্দশা, সমস্ত অবাঞ্ছনীয় ঘটনার জন্য দায়ী করিতেছে। জাতির সম্মুখে, সমস্ত মানব জাতির সম্মুখে আজ আমাদের অন্যায়ের সমস্ত কলঙ্ক কালিমা আমাদের বিরামহীন সত্যের সাধনার দ্বারা দূর করিতে হইবে। যে ঐতিহ্যের অধিকারী আজ আমরা হইয়াছি সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখিবার যে সাধনা সেই সাধনাই জাতিকে গান্ধীজীর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার শক্তি ও যোগ্যতা দিবে। ভারতের যে মহাপ্রাণ দেহের বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সর্ব্বমানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের কর্ম্মে তাঁহার সেই শাশ্বত প্রেমের স্পর্শ আমাদের বেদনাকে নবসৃষ্টির প্রেরণা দিবে। আজ জাতিকে এই সত্য উপলব্ধি করিয়া মানবতাকে রক্ষা করিবার দায়ীত্বকে গ্রহণ করিতে হইবে। জাতি এই সুমহান কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হউক। মহামানবের আত্মা তৃপ্তি লাভ করিবে।

গান্ধীজীর জীবনী

বাল্যকাল

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দর বা সুদামাপুর একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। এই স্থানে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে একটি সম্ভ্রান্ত বৈশ্য পরিবারে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী ওর্ফে কাবা গান্ধী। পুতলী বাই কাবা গান্ধীর চতুর্থা ও শেষ পত্নী এবং মোহনদাস তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্র।

পোরবন্দর ও অন্যান্য কাথিয়াবাড় রাজ্যগুলিতে এই পরিবারটির যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। বিগত তিন পুরুষ যাবৎ এই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সততা, সত্যপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও তেজস্বিতার জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কথিত আছে, নির্ভীক তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য রাজ্যে নানারূপ ষড়যন্ত্রের ফলে গান্ধীজীর পিতামহ উত্তমচাঁদ গান্ধীকে যখন পোরবন্দর ছাড়িয়া জুনাগড়ে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি জুনাগড়ের নবাবকে বাম হস্ত তুলিয়া অভিবাদন করেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত পোরবন্দরের রাজকার্য্যে অর্পিত হইয়াছে। কাবা গান্ধীও তাঁহার নির্ভীকতা ও কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না এবং সেই কারণে তিনি সন্তানগণের জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

মাতা পুতলীবাই একজন বুদ্ধিমতী গৃহকর্ম্মনিপুণা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তি, সাধারণ বিধি অনুযায়ী ব্রতাদি পালন এবং অনন্যসাধারণ কঠোর উপবাসপালনক্ষমতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত পূজাপার্ব্বনাদি এই পরিবারে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইত। সকলেই বৈষ্ণব-সুলভ কঠোর নিরামিষাশী; অহিংসাই ছিল তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। পিতামাতার এইরূপ সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং দৃঢ় কর্ত্তব্যপরায়ণতা গান্ধীজীর শিশুমনে স্বভাবতঃই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাল্যাবস্থায় গান্ধীজী শুনিয়াছিলেন, ভূতের ভয়ে রাম নামই একমাত্র

ঔষধ। ক্রমে ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। পোরবন্দরে রামজীর মন্দিরে জনৈক লাধা মহারাজের সুমধুর রামায়ণ গান শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছিলেন।

গৃহে সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া গান্ধীজী ৭ বৎসর বয়সে রাজকোটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। পাঠ্যাবস্থায় গান্ধীজী ছাত্রহিসাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকগুলি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। নেহাৎ বাধ্য করা না হইলে তিনি পাঠ্য বিষয়ে মন দিতেন না। এই সময়ে 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামক একটি পুস্তকের কাহিনী তাঁহার মনকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান-মূলক নাট্যাভিনয়ে হরিশ্চন্দ্রের কঠোর সত্যপরায়ণতা ও দুঃখবরণের দৃশ্য তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাঠ্যবিষয়ে অমনোযোগের ভাব অনেকটা দূর হইয়া যায়। যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তিনি অঙ্কশাস্ত্র ও সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করেন। লাজুক স্বভাবের জন্য তিনি অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত বিশেষ মিলামিশা করিতেন না। পাঠ্যজীবনে তিনি স্বাস্থ্যচর্চ্চা ও হাতের লেখার দিকেও সবিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। কিন্তু পদব্রজে ভ্রমণের অভ্যাস তাঁহার বরাবরই ছিল। বস্তুতঃ কৃতী ছাত্র না হইলেও বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার সত্যাভিমান অত্যন্ত জাগ্রত ছিল। একদিন পিতার অসুস্থতায় শুশ্রূষা কার্য্যের জন্য তিনি সময়মত ব্যায়াম ক্লাসে যাইতে পারেন নাই। হেড মাষ্টার মহাশয় তাঁহার কৈফিয়ৎ অবিশ্বাস করিয়া এক আনা জরিমানা করেন। ইহাতে বালকের চক্ষু দুইটি হইতে অজস্র অশ্রু বর্ষণ হইয়াছিল,—জরিমানার জন্য নয়, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হইয়াছিল বলিয়া।

১৩ বৎসর বয়সে অনুরূপ স্বল্পবয়স্কা 'কস্তুরবা'র সহিত গান্ধীজীর বিবাহ হয়। উভয়ের মধ্যে বয়সের বেশী তফাৎ ছিল না। এই সরলমতি, নিরক্ষর ও স্বাধীনচেতা বালিকার উপর স্বামীর প্রভুত্ব স্থাপন করা এবং তাঁহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার বাসনা নিষ্ফল হওয়ায় গান্ধীজী প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট মনোবেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। পরে কস্তুরবা কিছু কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং স্বামীর জীবন ও ধর্ম্মসঙ্গিনী হইয়া তাঁহার অভিপ্রেত আদর্শের পথে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যদান করেন।

নিন্দুক প্রকৃতির না হইলেও গান্ধীজী ছাত্রজীবনে অসৎসঙ্গের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পান নাই। একটি বন্ধুর সঙ্গে তিনি 'বিড়ি' খাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বিড়ি কিনিবার জন্য দুই একটা পয়সা চুরি করিতে হইত। গুরুজনদিগের ভয়ে সমস্তই লুকাইয়া করিতে হইত, বিড়ি খাইবারও স্বাধীনতা ছিল না। এই দুঃখে তাঁহারা গোপনে ধুতুরার বীজ সংগ্রহ করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুই একটা বীজ মুখে ফেলিয়াই আর সাহসে কুলাইল না। অবশ্য, ইহার ফলে বিড়ির অভ্যাস চিরকালের জন্য দূর হইয়া যায়। হাইস্কুলে পড়িবার সময় বলবান হওয়ার অজুহাতে আর একজনের সংসর্গে তাঁহার মাংস খাওয়া আরম্ভ হয়। গোপনে মাংস খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া খাবার সময় মিথ্যা কথা বলিতে হইত—ক্ষুধা নাই অথবা শরীর ভাল নাই। কিন্তু এই প্রবঞ্চনা গান্ধীজীর পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক হইয়া পড়িল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, পিতামাতার জীবিতাবস্থায় মাংস খাইবেন না। সেই দিন হইতে তিনি আর মাংসাহার করেন নাই। কিন্তু এই ঘটনার আরও গভীর পরিণতি হইয়াছিল। মাংস খাওয়ার ব্যাপারে গান্ধীজীর আর এক ভাইয়ের যোগ ছিল। তাহার প্রায় পঁচিশ টাকা ধার পড়িয়াছিল এবং তাহা পরিশোধের জন্য দুই ভাইয়ে যুক্তি করিয়া বড় ভাইয়ের হাতের সোণার তাগা হইতে এক তোলা সোনা কাটিয়া লওয়া হইল। কিন্তু গান্ধীজী এই চুরি সহ্য করিতে পারিলেন না। সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া, আর কখনও চুরি করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রোগ-শয্যায় পিতার হস্তে পত্রটি অর্পণ করিলেন। পিতার ক্রোধপ্রবণ স্বভাবের জন্য গান্ধীজীর মনে ভয় ছিল। কিন্তু চিঠি পড়িয়া তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। তিনি চিঠি ছিঁড়িয়া শুইয়া পড়িলেন। দোষ স্বীকার ও ক্ষমা লাভ করিয়া গান্ধীজীর অন্তর শুদ্ধ হইল।

বিলাতে শিক্ষা

১৭ বৎসর বয়সে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিলেন এবং ভাওনগরে শ্যামলদাস কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য তাঁহার বিলাত যাওয়ার কথা উঠিল। তিনিও আগ্রহের সহিত ইহাতে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। মায়ের মত লইবার জন্য তিনি মদ্য, মাংস ও স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। বড় ভাই খরচ যোগাড় করিয়া দিবার ভার লইলেন। বিলাত যাত্রার জন্য তিনি বোম্বাইএ পৌছিলেন। সেখানে তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, সমুদ্রলঙ্ঘন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, কাজেই তাঁহাকে জাতিচ্যুত করা হইল। গান্ধীজী বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়ায় দোষের কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না,—বিশেষতঃ অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি বিলাতযাত্রা করিলেন।

ইংলণ্ডের রীতিনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, নিরামিষাশী ও লাজুক-স্বভাব গান্ধীজী বিলাতে পৌছিয়া প্রথম অবস্থায় বড়ই অসুবিধায় পড়িলেন। পেট ভরিয়া খাওয়া হয় না, অজানা জায়গায় মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। কয়েকদিন পরে একটি ভদ্র ইংরাজী পরিবারে স্থান লাভ করিয়া তাঁহার কিছু সুবিধা হইল। পরিবারের আবহাওয়ায় তিনি ইংরাজদের জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এমন কি, তিনি নাচ শিখিবারও ব্যবস্থা করিলেন। পোষক পরিচ্ছদের খরচ বাড়িয়া চলিল। কিন্তু তাঁহার আত্মসন্ধানী মন কয়েকদিনের মধ্যেই এই মোহ কাটাইয়া উঠিল। তিনি যতদূর সম্ভব খরচ কমাইয়া বিদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঘরভাড়া লইয়া নিজে রান্না করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিলেন। খরচ ও স্বাস্থ্য, উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি যতদূর সম্ভব পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। এই ব্যবস্থায় তাঁহার পড়াশুনারও সুবিধা হইল। তিনি ভাল করিয়া ইংরাজী শিখিবার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে ল্যাটীন ও ফরাসী ভাষা এবং কিছু কিছু বিজ্ঞানও পড়িতে হইয়াছিল। প্রথমবার সময়ের অভাবে অকৃতকার্য্য হইলেও, পরের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন।

গান্ধীজীর লণ্ডনে অবস্থানের সময় সেখানে নিরামিষাহার প্রচারের জন্য কয়েকটি মণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছিল এবং গান্ধীজীও এই কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি মাংসাহারের বিরুদ্ধে ছিলেন না, কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্যই তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে নানাবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বিচারপূর্ব্বক নিরামিষাহারের নীতি গ্রহণ করিলেন। প্রথমদিকে তিনি ডিম খাইতেন, কারণ লণ্ডনে নিরামিষ হোটেলেও বহুদ্রব্য ডিম দিয়া রান্না করা হইত। কিন্তু যখনই তাঁহার মনে হইল যে, স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করিলেও প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারী মাংস বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই প্রতিজ্ঞার প্রকৃত অর্থ, তখনই তিনি ডিম খাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। গান্ধীজী বিলাতেই বিভিন্নপ্রকার নিরামিষখাদ্য লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

নিরামিষাহারী সমিতির উৎসাহী সভ্য হিসাবে গান্ধীজী এই সমিতির সংগঠন কার্য্যে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লাজুক প্রকৃতির জন্য তিনি কোনও সভায় বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। বক্তৃতা লিখিয়া লইয়া গেলেও অপরকে দিয়া তাহা পড়াইতে হইত। সে সময়ে মনে মনে এই অক্ষমতার জন্য লজ্জিত হইলেও, এই সঙ্কোচের ফলেই গান্ধীজী পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার চিন্তাধারায় ও শব্দপ্রয়োগে অসাধারণ সংযমের অধিকারী হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আবার, এই জন্যই গান্ধীজী বিলাতে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলামিশার ক্ষেত্র হইতে স্বাভাবিকভাবেই দূরে সরিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষা অনেক সহজ হইয়াছিল। তথাপি, তাঁহার সত্যসাধনা একটি ঘটনায় বিচিত্রভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। বিলাতে বাল্যবিবাহ প্রথা নাই, কাজেই ভারতীয় যুবকেরা সেখানে বিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। গান্ধীজীও প্রথমে উহা গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে পরিচয় ও মিলামিশার ফলে একটি মহিলার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব এমনভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছিল

যে, গান্ধীজী বাধ্য হইয়া পত্রের সাহায্যে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দেন। এইভাবে সত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার মন হাল্কা হইয়া যায় এবং ইহার পরে তাঁহার বিবাহের কথা বলিতে তিনি কোথাও দ্বিধা করেন নাই।

ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য গান্ধীজীকে প্রায় তিন বৎসর বিলাতে থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি থিয়োজফিষ্ট সোসাইটি নামক ধর্ম্মসমিতির সহিত পরিচিত হন এবং তাহাদেরই পরামর্শে গীতা, বুদ্ধচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অমূল্য তত্ত্বগুলির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময়েই তিনি বাইবেল ও মহম্মদের জীবনী পাঠ করেন এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশগুলির মধ্যে একটি সমন্বয়ের ভাব তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। বিলাত ত্যাগের কয়েকমাস পূর্ব্বে একটি প্রদর্শনী দেখিবার উদ্দেশ্যে ৭ দিনের জন্য তিনি প্যারিসে ঘুরিয়া আসেন।

ব্যারিষ্টারী

১৮৯১ সালের মাঝামাঝি গান্ধীজী ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই, কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার বড় ভাই এবং স্ত্রী ও চারি বৎসরের পুত্রটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বিলাত যাওয়ার কয়েক মাস পূর্ব্বেই এই পুত্রটি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বোম্বাইয়ে কবি রায়চন্দ্র ভাই এর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইনি একজন বড় ব্যবসায়ী, শাস্ত্রজ্ঞ ও শুদ্ধ-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার আত্মদর্শনের প্রবল অনুরাগ গান্ধীজীর মনে একটি চিরন্তন ছাপ রাখিয়া যায়। যতদিন রায়চন্দ্র ভাই বাঁচিয়া ছিলেন, মনের সংশয় নিরসনের জন্য গান্ধীজী বরাবর তাঁহার সাহায্য লইয়াছিলেন।

গান্ধীজী প্রথমে রাজকোটে কিছুদিন ব্যারিষ্টারী চালাইয়া সুবিধা না হওয়ায় বোম্বাই হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। সেই সময়ে ওকালতিতে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন ছিল, তাহার একটিও তাঁহার ছিল না। বিলাতের আইন পড়া থাকিলেও দেশীয় আইন সম্বন্ধে তিনি ইতিপূর্ব্বে বিশেষ কিছু পড়েন নাই, ব্যবহারিক জ্ঞান কিছুমাত্রও ছিল না। দালালদিগকে কমিশন দিতেও তিনি রাজি হইলেন না। কিছু কিছু পড়াশুনা, খাদ্য পরীক্ষা ও আবশ্যকমত রান্না করিয়া এবং নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। এখানেও কোর্টে যাইবার জন্য তিনি গাড়ীভাড়া করিতেন না। বাসা হইতে আদালত পর্য্যন্ত তিন মাইল রাস্তা রোজ হাঁটিয়া যাইতেন এবং হাঁটিয়া আসিতেন। তাঁহার অভিমত এই যে, এই ভ্রমণের অভ্যাসই তাঁহাকে বরাবর সুস্থ থাকিতে সাহায্য করিয়াছিল। গান্ধীজী বোম্বাইএ থাকিতে একটি মাত্র মোকর্দ্দমা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আদালতে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ ফুটিল না। মোকর্দ্দমাটি অপরের হাতে দিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। ৭৫৲ টাকা বেতনের শিক্ষকতার জন্যও একবার আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বি, এ, পাস না হওয়ায় তাহাও ভাগ্যে জুটিল না। অবশেষে তিনি রাজকোটে ফিরিয়া আসিয়া আর্জ্জী ও দরখাস্ত লিখিয়া মাসিক প্রায় ৩০০৲ টাকা অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রাজকোটে অবস্থানের সময়ে, কাথিয়াবাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে রাজনৈতিক চক্রান্তের আবহাওয়া চলিতেছিল, গান্ধীজী তাহার সম্যক পরিচয় লাভ করেন। আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীনতা ও স্বেচ্ছাচরিতাও তাঁহার মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার ভাই কোনও কারণে পোলিটিক্যাল এজেন্টের বিরুপভাজন হন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও গান্ধীজী এই বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য উক্ত বৃটিশ অফিসারটির সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। গান্ধীজী বিলাতেই ইঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এদেশে আসিয়া তাঁহার মেজাজ অন্যরূপ হইয়াছিল। অফিসারটি গান্ধীজীর বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন না এবং নিতান্ত অভদ্রভাবে তাঁহাকে চাপরাশি দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আরও দুই একটি ব্যাপারে গান্ধীজী লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, অন্যায়গুলির প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া কোনও ফল পাওয়া যায় না। এই সমস্ত ঘটনা গান্ধীজীর অন্তর মনে হইতেছিল। এইরূপ অবস্থায় যখন একটি মোকর্দ্দমার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় একবৎসরের চুক্তিতে যাইবার প্রস্তাব আসিল, গান্ধীজী সহজেই

তাহাতে রাজী হইলেন। ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন।

দক্ষিণ অফ্রিকায়

গান্ধীজী নাতালের বন্দর ডারবানে নামিয়া তাঁহার মক্কেল আবদুল্লা শেঠের বাড়ীতে উঠিলেন। এই খানেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ হইল। তিনি ডারবানের কোর্ট দেখিতে গেলেন এবং ভিতরে গিয়া বসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার পাগড়ী খুলিতে বলিলেন। গান্ধীজী পাগড়ী খুলিতে স্বীকার না করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

উপনিবেশ স্থাপন ও চাষবাসের কার্য্যে মজুরের প্রয়োজন হওয়ায় বহু গরীব ভারতবাসী চুক্তিবদ্ধ হইয়া নাতালে যায় এবং বাসস্থাপন করে। ইহাদিগকে সেখানে গিরমিট বা কুলী বলা হইত। বহু গিরমিটিয়া চুক্তির সময়ের পর স্বাধীনভাবে চাষবাস করিয়া এবং অন্যান্য ভারতবাসী ব্যবসা করিয়া বেশ উন্নতি করিয়াছিল এবং শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণের চক্ষুশূল হইয়াছিল। তাহারা সমস্ত ভারতবাসীকেই কুলী আখ্যা দিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিত; সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বর্ণ-বিদ্বেষ কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা গান্ধীজীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

গান্ধীজী যে মোকর্দ্দমা উপলক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন তাহা প্রিটোরিয়ায় চলিতেছিল। তিনি কয়েকদিন পরেই প্রিটোরিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন। মাঝের একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে একজন গোরা প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে উঠিল এবং তাঁহাকে দেখিয়াই নামিয়া গিয়া দুইজন আমলা লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল। গান্ধীজীকে নামিয়া গিয়া শেষের কামরায় যাইতে বলা হইল। গান্ধীজী অস্বীকার করিলেন। সিপাহী আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া ও ধাক্কা দিয়া নীচে নামাইয়া দিল। গান্ধীজী অন্য কামরায় উঠিলেন না। ট্রেণ চলিয়া গেল। গান্ধীজীর মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তিনি চুক্তিবদ্ধ, কাজেই মোকর্দ্দমা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অপমানের মূল হইল বর্ণবিদ্বেষ। ইহা দূর করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। পরের ট্রেণে তিনি আবার গন্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন।

চার্ল্‌স্‌টাউন হইতে জোহানেস্‌বর্গ ট্রেণ ছিল না,—ঘোড়ার 'সিগরাম' ছিল। সিগরামে বাহিরে ড্রাইভারের পাশে গান্ধীজীকে জায়গা দিয়া গোরা কণ্ডাক্টার ভিতরে বসিল। মাঝে একটি জায়গায় সিগরাম থামিলে গোরা কণ্ডাক্টার পাদানির উপর একটা ময়লা চট বিছাইয়া গান্ধীজীকে সেখানে বসিতে বলিল। কারণ, তাহার নিজের কিছুক্ষণ ড্রাইভারের পাশে বসিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। গান্ধীজী প্রতিবাদ জানাইয়া পাদানে বসিতে অস্বীকার করিলেন। কণ্ডাক্টার ক্রোধে অন্ধ হইয়া গান্ধীজীর উপর ঘুষি চালাইতে ও গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। অন্যান্য প্যাসেঞ্জার প্রতিবাদ করিলে সে গান্ধীজীকে ছাড়িয়া দিল।

জোহানেসবর্গে 'কালা আদ্‌মী' বলিয়া গান্ধীজী হোটেলে স্থান পাইলেন না। এখান হইতে ট্রেণে প্রিটোরিয়া যাইবার সময় মাঝের একটি ষ্টেশনে গার্ড আসিয়া গান্ধীজীকে প্রথমশ্রেণীর কামরা হইতে নামিয়া যাইতে বলিল। সঙ্গের প্যাসেঞ্জার তাহাতে প্রতিবাদ করায় তাঁহাকে নামিতে হইল না।

গান্ধীজী প্রিটোরিয়া পৌছিয়া আবদুল্লা শেঠের উকীল মিঃ বেকারের সাহায্যে বাসা ঠিক করিয়া লইলেন। ঐ মোকর্দ্দমায় আরও বহু ব্যারিষ্টার নিযুক্ত ছিল। তাঁহার কাজ হইল কেসটি ঠিক করিয়া তৈয়ারী করিয়া দেওয়া। মিঃ বেকার উকীল হইলেও একজন গৃহী ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে খৃষ্ট ধর্ম্মে টানিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীকে টলাইতে পারেন নাই। এই সময়ে টলষ্টয়ের 'বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে' শীর্ষক পুস্তক পাঠ করিয়া উহার চিন্তাধারা গান্ধীজীর হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নানা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াশুনা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতায় গান্ধীজীর বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রিটোরিয়াতে গান্ধীজী ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের একটি সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের অবস্থা বুঝাইয়া বলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। তিনি সমস্ত শ্রেণীর ভারতীয়দিগকে লইয়া একটি মণ্ডল স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। সভার ফল বেশ ভাল হইল এবং মণ্ডলের কার্য্য নিয়মিত চলিতে লাগিল। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া আশ্বাস পাইলেন যে, ভাল কাপড় পরা ভারতবাসীকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হইবে। ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের প্রতি বহু বিধিনিষেধ প্রযুক্ত ছিল। তাহাদের কোনও নাগরিক অধিকার ত ছিলই না, সাধারণ ফুটপাথে চলাও নিষিদ্ধ ছিল এবং রাত্রি ৯ টার পরে লাইসেন্স ব্যতীত কেহ রাস্তায় বাহির হইতে পারিত না। ফুটপাথে চলার ব্যাপার লইয়া গান্ধীজীকে ভ্রমণের সময় একজন সিপাহীর হাতে মার খাইতে হইয়াছিল। তিনি এই লইয়া নালিশ করিতে রাজি হইলেন না। সিপাহী তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

মামলাটির জন্যও গান্ধীজী খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, দিনের পর দিন এই মামলা চালাইয়া কোনও পক্ষই লাভবান হইবে না। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে মামলা আপোষে মিটিয়া গেল।

ইহার পর তিনি ডারবানে ফিরিয়া আসিলেন ও দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিদায়ের দিন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল যে, নাতালের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচন করার যে অধিকার ভারতীয়দের ছিল, তাহা রদ করিবার জন্য প্রস্তাব আনা হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদের ব্যবস্থা করিবার জন্য গান্ধীজীকে কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করা হইলে, তিনি সম্মত হইলেন। আবদুল্লা শেঠের বাড়ীতে সভা আহূত হইল। প্রতিবাদপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া পাঠানো হইল। কিন্তু আইন পাস হইয়া গেল। বিলাতের ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর নিকট দশ হাজার সহি সম্বলিত বিরাট দরখাস্ত পাঠানো হইল। এই সহি যোগাড় করিতে বহু কর্ম্মীকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেককে বুঝাইয়া স্বাক্ষর লইবার আদেশ ছিল। আন্দোলনে প্রাণের সঞ্চার হইল। কোনও কোনও সংবাদপত্রে অনুকূল মন্তব্য করা হইল। এইভাবে ১৮৯৪ সালে নাতাল ভারতীয় কংগ্রেসের পত্তন হইল। সংগঠন ও সদস্য সংগ্রহের কার্য্য ভালভাবে চলিতে লাগিল। গান্ধীজীকে তাঁহারা ছাড়িতে রাজি হইলেন না, অথচ সাধারণের খরচে থাকা গান্ধীজীর পছন্দ হইল না। তিনি ওকালতি করিবার জন্য কোর্টে আবেদন করিলেন। গোরা উকীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহা মঞ্জুর হইল। ওকালতী ব্যবসা গৌণ হইলেও তাহাতে তাঁহার স্বাধীন আয়ের সংস্থান হইল। প্রথম হইতেই কংগ্রেসের হিসাব পত্রের উপর গান্ধীজী কড়া নজর রাখিলেন। সেবা ও প্রচার কার্য্যের ভারও তাঁহার উপরই পড়িল। অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়া তিনি ধনী-দরিদ্র, জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। গান্ধীজী স্ত্রীপুত্র লইয়া গিয়া নাতালে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি সমস্তস্থানের নেতৃবৃন্দের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনা করেন ও জনসভায় বক্তৃতা করেন। একটি পুস্তিকা ছাপাইয়া সর্ব্বত্র বিলি করা হয়। সংবাদপত্র সমূহেও এই বিষয় আলোচিত হইতে থাকে। তাঁহার স্বভাবসুলভ রাজভক্তির জন্য নিষ্ঠার সহিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলি উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। তারের আহ্বান পাইয়া ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল তাঁহার স্ত্রী, দুই পুত্র ও একটি ভাগিনেয়।

ডারবানে পৌছিলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, গোরা অধিবাসীরা তাঁহাকে সেখানে নামিতে না দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি ভারতে যে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাহার বিকৃত ও অতিরঞ্জিত সংবাদ তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল। যাহা হউক, প্রায় মাসাবধি

বন্দরে জাহাজে থাকিবার পর তিনি ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী তীরে নামিলেন। স্ত্রী পুত্র আগেই গাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া তিনি একজন বন্ধুর সহিত পদব্রজে রওনা হইলেন। তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া রাস্তায় চারিদিকে ভিড়ে ভরিয়া গেল। তাহারা ঢিল ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল ও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ঘুষি ও লাথি মারিতে লাগিল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডের স্ত্রী তাঁহাকে কোনমতে ছাতার আড়াল দিয়া রুস্তমজী শেঠের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। জনতা বাড়ী ঘেরাও করিল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খবর পাইয়া সেখানে আসিলেন ও ছদ্মবেশে গান্ধীজীকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন। নাতালের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দুষ্কৃতীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিতে বলিল। কিন্তু তিনি রাজি হইলেন না। ভারতে তিনি যাহা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার নকলগুলি সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দিলেন। সকলে এই দুর্ব্যবহারের নিন্দা করিতে লাগিল। অবস্থা আপনা হইতেই শান্ত হইয়া গেল। সর্ব্বত্র তাঁহার ও ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইল।

গান্ধীজীর অনুপস্থিতির সময়েও নাতাল কংগ্রেসের কার্য্য ভালই চলিয়াছিল এবং সদস্য সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছিল। ডারবানে অবস্থানের সময় ওকলাতি ও কংগ্রেসের কার্য্য ছাড়াও তাঁহার সরল জীবনযাত্রা ও কায়িক সেবা-কার্য্যের উপর ঝোঁক বাড়িয়া গেল। পুত্রদের শিক্ষার ভারও নিজেই গ্রহণের ইচ্ছা হইল। তিনি স্কুলের শিক্ষার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু নিজের নানা প্রকার কার্য্যের মধ্যে এ বিষয়ে ইচ্ছামত ও নিয়মমত সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একটি কুষ্ঠ রোগীকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হয় এবং তাহাকে বাড়ীতেই রাখিয়া নিজেই কিছুদিন শুশ্রূষা করেন। পরে তিনি কুষ্ঠের হাসপাতালে যাইয়া প্রতিদিন দুইঘণ্টা করিয়া রোগীদের সেবা করিতেন এবং এই কার্য্যে বিমল আনন্দ ও শান্তি পাইতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার আরও দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তিনি নিজেই দাইএর কার্য্য শিক্ষা করিয়া প্রসূতির সেবা করেন। পোষাক ধোয়া, ইস্ত্রী করা, চুলছাঁটা প্রভৃতি ধোবা নাপিতের, এমনকি ময়লা পরিষ্কারের কার্য্যও নিজেই করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ারগণ ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন বোয়ারদের প্রতি গান্ধীজীর সহানুভূতি থাকিলেও তিনি রাজভক্তি ও সেবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে যুদ্ধে সেবাকার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও ৪৪ জন নায়কের একটী ভারতীয় বাহিনী গঠন করিয়া প্রায় ছয় সপ্তাহ যুদ্ধের নানা বিপদের মধ্যে আহত গোরা সৈনিকের সেবা করেন। এই বিপদ ও সেবার মধ্যে, কিছুদিনের জন্য হইলেও, সমস্ত বর্ণ-পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও মনুষ্যত্ববোধের মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত দলের নিকট হইতেই এই উদ্যোগ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল ও ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল।

যুদ্ধে সেবা কার্য্যের পর গান্ধীজী ভাবিলেন যে, দেশে গিয়া কাজ করিবেন। তিনি সাথীগণের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। অনেক অনুরোধের পর এই সর্ত্ত হইল যে, প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। দেশে ফিরিবার সময় প্রত্যেক স্থান হইতে ভেট আসিতে লাগিল। তাহার মধ্যে সোণা ও হীরার গহনা, ঘড়ি প্রভৃতি বহুমূল্যের জিনিস ছিল। তাঁহার মনে হইল, এই সমস্ত ভেটই তাঁহার জন-সেবার জন্য। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উহা গ্রহণ করা উচিত হইবে না। তিনি সমস্ত দ্রব্যই একটি 'ট্রাষ্টের' নিকট কোনও জনসেবার কার্য্যে ব্যয়ের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

স্বদেশ

১৯০১ সালে গান্ধীজী ভারতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস বসিয়াছিল। কংগ্রেসে যোগদান করিয়া তিনি লোকমান্য তিলক, গোখেল, ফিরোজ শা মেহতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নেতৃবর্গের এবং বিরাট প্রতিষ্ঠানের বহু খুঁটিনাটী বিষয়ে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইলেন। কলিকাতায়

তিনি গোখেলের সহিত একমাস ছিলেন এবং সেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করেন। পরে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া ও কয়েক স্থান পরিদর্শন করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভের পর রাজকোটে প্রত্যাগমন করেন। সেখানে কয়েকটি মোকর্দ্দমা চালাইয়া তাঁহার খ্যাতি বাড়িয়া যায়। কিছুদিন পরে তিনি আবার বোম্বাই হাইকোর্টে যোগদান করেন। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আবার ডাক আসিল। কিছুদিন পরেই ফিরিয়া আসিবেন মনে করিয়া তিনি একাই দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

১৯০২ সালের শেষ ভাগে গান্ধীজী ডারবানে পৌঁছিলেন। ট্রান্সভালে পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় জমিতে স্থায়ী স্বত্ব লাভ করিতে পারিত না। বোয়ার যুদ্ধের সময় এই অন্যায় আচরণগুলি দূর করিবার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বিপরীত আচরণ চলিতেছিল। বিনা পারমিটে ট্রান্সভালে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছিল না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট প্রথমে ডারবানে ও পরে প্রিটোরিয়ায় দুইটি ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ডেপুটেশন দুইটিই মিঃ চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করিলেন, যদিও প্রিটোরিয়ায় আমলাদের চক্রান্তে গান্ধীজী বাদ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কেবল মৌখিক সহানুভূতি ও গোরাদের সুনজরে থাকিবার উপদেশ লাভ হইল। গান্ধীজী বুঝিলেন যে, তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে। তিনি ওকালতীর লাইসেন্স লইয়া জোহানেস্‌বর্গে অফিস খুলিলেন। প্রায় বৎসর খানেক পরে কস্তুরবা ও ছেলেদের লইয়া আসেন।

বোয়ার যুদ্ধের পর ট্রান্সভালে এসিয়াবাসীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ডিপার্টমেণ্ট খোলা হইয়াছিল। এই অফিসে দুর্নীতির অন্ত ছিল না। যাহাদের ন্যায্য অধিকার, তাহারা পারমিট পাইত না অথচ ঘুষের জোরে অন্যায়ভাবে পারমিট পাওয়া যাইত। গান্ধীজী বহু পরিশ্রমে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দুইজন কর্ম্মচারীর নামে মোকর্দ্দমা রুজু করাইলেন। বিচারে তাহারা খালাস পাইল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে চাকরি হইতে সরাইতে বাধ্য হইলেন। পরে ইহাদেরই একজন মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরীর চেষ্টা করায় গান্ধীজী তাঁহার সম্মতি দান করেন। তাঁহার এই ব্যবহারে তাঁহার শত্রুগণও তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিত।

এই সময়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করা হয়। তিনি সম্পাদক না হইলেও প্রায় সমস্ত ভারই তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। জোহানেসবর্গের কুলী বস্তিতে হঠাৎ 'কালো প্লেগ' নামক সাংঘাতিক সংক্রামক ব্যারাম দেখা দেয়। গান্ধীজী ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ দিবারাত্র তাহাদের শুশ্রূষা করেন। পরে সংক্রমণ নিবারণের জন্য ঐ কুলীবস্তী আগুনে পোড়াইয়া দিয়া নূতন বস্তী তৈয়ার করা হয়। গান্ধীজীর জীবনে এই সময়ের আর একটি প্রধান ঘটনা—ফিনিক্সের স্থাপনা। রাসকিনের 'আন্‌টু দিস্ লাষ্ট' নামক বই পড়িয়া গান্ধীজী অভিভূত হইয়া পড়েন। এই পুস্তকের সরল জীবন ও সমভাবের নীতি তাঁহার মনের সহিত এমনই খাপ খাইয়া গেল যে, তিনি পড়ার পরদিনই এইগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি ডারবানের নিকট ফিনিক্স ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে একশত একর জমি খরিদ করিয়া সেইখানে ছোট বস্তি স্থাপন করিলেন এবং ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের প্রেস ঐখানে স্থানান্তরিত করিলেন। ছোট ছোট জমি লইয়া চাষবাসের ব্যবস্থা ছিল ও প্রেসের সকলেরই মাসে তিন পাউণ্ড (৪৫৲) বেতন স্থির করা হইল। ১৯০৪ সালে এই বস্তি স্থাপন করা হয়। অত্যন্ত আগ্রহ সত্বেও গান্ধীজী নিজে এই বস্তীতে বেশী সময় বাস করিতে পারেন নাই।

এই সময়টী নানাদিক দিয়া গান্ধীজীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ক্রমশঃই তাঁহার মনে ত্যাগ ও ধর্ম্ম

জাগৃতি বাড়িতে ছিল। তাঁহার ওকালতীতে যথেষ্ট আয় হইত ও তাহার প্রায় সবই জন-সেবার কার্য্যে ব্যয়িত হইত। গৃহে যতদূর সম্ভব সাদাসিধা ভাব বজায় ছিল। কার্য্য বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে কেরাণী, টাইপিষ্ট প্রভৃতিও বাড়াইতে হইয়াছিল। এই ব্যাপারে এবং সাপ্তাহিক কাগজের জন্য তিনি মিস্ শ্লেশিন, আলবার্ট ওয়েষ্ট, হেনরী পোলক প্রভৃতি ইংরাজগণকে তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে পাইয়াছিলেন। মিস্ শ্লেশিন ও পোলক গান্ধীজীর সঙ্গেই থাকিতেন এবং তাঁহারা সকলেই এক পরিবার ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। গান্ধীজী এই সময়ে কয়েকটী ক্ষেত্রে মাটী ও জলের সাহায্যে চিকিৎসা করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলেন এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসায় তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়। তাঁহার খাদ্য পরীক্ষাও চলিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে তিথিবিশেষে বা অন্যান্য সময়ে উপবাসাদি আরম্ভ করিয়া সন্তোষজনক ফল পান। হিন্দু ও অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি আরও ব্যাপক আলোচনা করেন এবং গীতার ভিতরেই জীবনের আলোক দেখিতে পান। তিনি ইহা কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করেন।

১৯০৬ সালে জুলু বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। গান্ধীজী গবর্ণমেণ্টের নিকট সেবাকার্য্যে যোগদানের প্রস্তাব পাঠাইলেন। আবেদন গৃহীত হইলে জোহানেসবর্গের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রীকে ও জিনিষপত্র ফিনিক্সে পাঠাইয়া দিলেন। নিজে কয়েকজন সাথীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গোরারা নিগ্রোজুলুদিগকে শুশ্রূষা করিতে অস্বীকার করে। গান্ধীজী বিশেষভাবে জুলুদের সেবার ভার পাইয়া আনন্দিত হন। প্রায় মাস খানেক এই সেবা কার্য্য চালাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে ফিনিক্সে ঘুরিয়া আসিয়া তিনি সঙ্কল্প লইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯০০ সাল হইতেই তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিতে ছিলেন। ইহাই ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি তিনি ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহা বিস্ময়কর যে, প্রায় একমাস পরেই গান্ধীজীর প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা দেখা যায়।

ট্রান্সভালের ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব আনা হইয়াছিল যে, ঐ দেশে থাকিতে হইলে সমস্ত এশিয়াবাসীগণকে পারমিট লইতে হইবে এবং তাহাতে স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকা সকলের সমস্ত আঙ্গুলের ছাপ ও শরীরের বিশেষ চিহ্নের বিবরণ ইত্যাদি লেখা থাকিবে। ভারত, চীন প্রভৃতি সমস্ত এশিয়াবাসীগণ এই বিলের প্রতিবাদে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিল। ১১ই সেপ্টেম্বর একটি বিরাট জনসভায় এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইল যে, সমস্ত দুঃখবরণ করিয়াও এই আইন অমান্য করা হইবে। গান্ধীজী সকলকে এই প্রতিজ্ঞার ফলাফল ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সকলেই সর্ব্ব-প্রকার দমন নীতি সহ্য করিতে স্বীকার করিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট ডেপুটেশন পাঠানো হইল। কিন্তু মাত্র স্ত্রীলোকদিগকে বাদ দিয়া আইন পাস হইয়া গেল।

আইন অমান্যের জন্য গান্ধীজী প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' এই সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহের কাজও চলিতেছিল। একটি পৃথক "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমিতি" গঠন করিয়া তাহার হাতে আন্দোলন পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। গান্ধীজী ও আর একজন স্থানীয় নেতা ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশনে গেলেন। তাঁহারা আইনে সম্মতিদান করিলেন না, তবে ১৯০৭ সাল হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ডোমিনিয়ন শ্রেণীতে পরিণত করিলেন। ফলে ঐ আইনটিই ট্রান্সভাল সরকার পুনরায় পাস করিলেন এবং ১৯০৭ সালের জুলাই মাস হইতে উহা প্রযুক্ত করা হইল। স্বেচ্ছাসেবকগণ সমস্ত অফিস পিকেটিং করিতে লাগিল। সরকার বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া পারমিট দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মে'টে ৫০০ শতের বেশী পারমিট ইস্যু হয় নাই। সরকার দরপাকড় আরম্ভ করিলেন। গান্ধীজীর 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' নাম পছন্দ হয় নাই, কারণ উহাকে দুর্ব্বলের অস্ত্র বলিয়া প্রচার করা হইতেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারীর আত্মশক্তির ইঙ্গিত ঐ নামের মধ্যে ছিল না। তিনিই ঐ সময় হইতে আন্দোলনকে "সত্যাগ্রহ" বলিয়া উল্লেখ করেন। যাহাই হউক, দমননীতি চালাইবার সঙ্গে

সঙ্গে আন্দোলনের তীব্রতাও বাড়িয়া চলিল। অনেকে গ্রেপ্তার হইলেন। ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন ও দুই মাসের জন্য তাঁহার কারাদণ্ড হইল। জেল হইতে গান্ধীজীকে ট্রান্সভালের কর্ত্তা জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তিনি স্বীকার করিলেন যে, ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় নাম রেজেষ্টারী করাইলে তিনি আইনটি রদ করিয়া দিবেন। গান্ধীজী অন্যান্য সহকর্ম্মীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই মীমাংসায় রাজি হইলেন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হইল। পরদিনই সমস্ত বন্দীগণ মুক্তি পাইল।

১৯০৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে স্বেচ্ছায় রেজেষ্টারী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু কিছু কিছু ভারতীয় ইতিমধ্যে এই মীমাংসায় উত্তেজিত হইয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তিনি ঐ দিন সকালে কয়েকজন সহকর্ম্মীসহ নাম রেজিষ্টারীর জন্য যাইতেছিলেন। পথে একজন পাঠান তাঁহাকে লাঠিদ্বারা মাথায় আঘাত করে। তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। তখনও তাঁহার উপর মার চলিতে থাকে এবং সহকর্ম্মীগণকেও আক্রমণ করা হয়। গোলমালে ভীড় জমিয়া গেল এবং পাঠান ও তাহার সঙ্গীগণকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইল। জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াই গান্ধীজী কাগজপত্র আনাইয়া তাঁহার নাম রেজেষ্টারী করাইলেন এবং পাঠান ও তাহার সঙ্গীগণকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তার করিলেন। ১০ দিন পরে গান্ধীজী চলিয়া বেড়াইবার শক্তি পাইয়াছিলেন। সরকার গান্ধীজীর সুপারিশ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত আদালতে তাহাদের সাজা হয়। ইহার পর একটি জনসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য গান্ধীজী ডারবানে যান। পূর্বেই ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে বারণ করা হইলেও তিনি যথাসময়ে সভায় হাজির হন। সভার শেষে কয়েকজন পাঠান তাঁহাকে আবার আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যান্য লোক বাধা দেওয়ার ফলে কৃতকার্য্য হয় নাই। গান্ধীজী পরে এই সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন ও অবস্থা শান্ত হয়। ভারতীয়েরা দলে দলে স্বেচ্ছায় নাম রেজেষ্টারী করাইল। কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত আইন রদ করা হইল না। গবর্ণমেণ্টকে 'আণ্টিমেটাম' দিয়া আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইল। যাঁহারা সার্টিফিকেট লইয়াছিলেন তাঁহারা ঐগুলি সভা করিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল। এই সময়ে বাহির হইতে ট্রান্সভালে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আর একটি আইন পাস হয়। ইহাতে আন্দোলনের জোর বাড়িয়া গেল এবং এই আইনটিও অমান্য করা হইতে লাগিল। গান্ধীজী আবার গ্রেপ্তার হইলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য একবার বিলাত যান, কিন্তু সেখানেও কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। বুঝিতে পারা গেল যে, আন্দোলন বহুদিন চালাইতে হইবে। কাজেই তিনি মুক্ত সত্যাগ্রহীদের ও তাহাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য জোহানেসবর্গ হইতে ২১ মাইল দূরে ১১০০ একর ভূমি ও বাগান লইয়া 'টলষ্টয় ফার্ম' স্থাপন করেন। একজন জার্ম্মাণ বন্ধু ঐ জায়গা সত্যাগ্রহীদিগকে ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন এবং নিজেও বরাবর সঙ্গে ছিলেন। ১৯১০ সালে এই ফার্ম স্থাপিত হয়। গৃহনির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য অধিবাসীগণই করিত। জুতা সেলাই, ছুতারের কাজ প্রভৃতি শিল্পের প্রবর্ত্তন করা হয়। শিক্ষার জন্য স্কুলেরও ব্যবস্থা ছিল। খাওয়া, কাজ ও উপাসনা প্রভৃতি সকল বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও সময় ছিল। এই টলষ্টয় ফার্মের পরিকল্পনা ও পরিচালনা দেশে ও বিদেশে অনেক মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

১৯১৩ সালে আদালতের রায়ে খৃষ্টানধর্ম্ম অনুসারে বিবাহ ছাড়া আর সমস্ত বিবাহ বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। ভারতীয়দের উপর এইভাবে আরও অপমানের বোঝা চাপানো হইল। স্ত্রীলোকেরাও আন্দোলনে যোগদান করেন। নাতালে মজুরগণ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। নাতালে থাকিতে গেলে তাহাদের নিকট মাথাপিছু ৩ পাউণ্ড ট্যাক্স আদায় করা হইত। ইহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ২০৩৭ জন

পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোক এবং ৫৭টি বালকবালিকার বিরাট বাহিনী আইন অমান্য করিয়া টান্সভালে প্রবেশ করে। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে অন্তর্যানের অন্যান্য সকলকেও জেলে লইয়া যাওয়া হয়। জেলে সকলের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার চলিতে থাকে। এই সকল সংবাদে ভারতে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং ভারত গবর্ণমেণ্টও ইহার প্রতিবাদ জানান। শেষে জেনারেল স্মাট্‌স্ সমস্ত বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন এবং গান্ধীজী ও দুইজন সহকর্ম্মীকে ছাড়িয়া দেন। গান্ধীজী ও জেনারেল স্মাট্‌স্‌এর মধ্যে লিখিতভাবে মীমাংসা হইল ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শেষ হইল। ১৯১৪ সালেই ভারতীয় বিবাহ স্বীকার করিয়া, তিন পাউণ্ড ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা দিয়া আইন পাস করা হয়।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন শেষ হইলে টলষ্টয় ফার্ম উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সহকর্ম্মীগণ ফিনিক্সে যান। এই সময়ে অধিবাসীগণের মধ্যে দুইজনের নৈতিক পতনের সংবাদে গান্ধীজী বড়ই বিচলিত হন। অভিভাবক হিসাবে তিনি নিজেকেই ইহার জন্য কতকটা দায়ী মনে করিলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ৭ দিনের উপবাস এবং সাড়ে চারিমাস একবেলা আহারের ব্রত পালন করেন। এই সময় তিনি কেবল ফল খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুধ খাওয়া ইতিপূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই অনুরূপ কারণে আরও ১৪ দিন উপবাস পালন করেন। এই উপবাসে তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর যথেষ্ট আঘাত লাগে, যদিও উপবাসের ফলাফল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

গান্ধীজী এইবার বরাবরের মত দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি প্রথমে বিলাতে যান এবং যুদ্ধের সময় একটি স্বেচ্ছাসেবক দলসহ সেবাকার্য্যে যোগদান করেন। এই সময় তাঁহার শরীর অসুস্থ হয় ও কিছুদিন চিকিৎসাধীনে থাকার পর তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জাহাজে ফিরিবার সময়েই তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন।

ভারতে খণ্ড সত্যাগ্রহ

গান্ধীজী তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরাট অভিজ্ঞতা লইয়া ভারতে পদার্পণ করিলেন। তিনি সাধারণ গ্রামবাসীর মত সাদাসিধা পোষাক পরেন; ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন; ময়লা পরিষ্কার হইতে গীতাপাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত করণীয় কার্য্য সমান আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন; জনসেবার জন্য দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; শত অত্যাচারেও তাঁহার শক্তি অপরাজেয় অথচ অত্যাচারীর প্রতিও তাঁহার বিনয়ের অভাব নাই। সাধারণতঃ নেতা বলিতে লোকে যাহা বুঝিত, তাহার সহিত ইঁহার কিছুমাত্রও মিল নাই। তাই, দেশ তাঁহাকে 'মহাত্মা' বলিয়াই বরণ করিয়া লইল এবং তিনি 'মহাত্মাজী' নামেই অধিক পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

ফিনিক্সের সহকর্ম্মীগণ গান্ধীজীর পূর্ব্বেই ভারতে পৌছিয়াছিলেন এবং তাঁহার আগমনের সময় শান্তি নিকেতনে ছিলেন। গান্ধীজীও শান্তি নিকেতনে গিয়া ৭ দিন ছিলেন এবং এই সময়েই গোখেলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। নিজস্ব আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য আহমেদাবাদের নিকট কোচরব পল্লীতে জায়গা পাওয়া গেল এবং ১৯১৫ সালের মে মাসে "সত্যাগ্রহ" আশ্রমের পত্তন হইল। ১৯১৭ সালে এই আশ্রম নিকটস্থ সবরমতী নদীতীরে স্থানান্তরিত করা হয়।

ভারতে পদার্পণের কয়েকদিন পরেই তাঁহাকে বিরামগামের "কাষ্টম্‌স্" সম্পর্কিত অভিযোগের প্রতিকার করিতে অনুরোধ করা হয়। জিনিষপত্র পরীক্ষার ব্যাপার লইয়া যাত্রীদের বড়ই হায়রান হইতে হইত। তিনি সতর্ক করিয়া দেন যে, প্রয়োজন হইলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বোধ হয় এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট হইয়াছিল। কারণ গান্ধীজী এই বিষয় লইয়া বড়লাটের সহিত দেখা করার পরই এই অসুবিধা দূর হয়। তিনি প্রায় এক বৎসর ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ

ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের ফলে তিনি ঐ শ্রেণীর সমস্ত অসুবিধাগুলির এবং দেশের সাধারণ অবস্থার প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরিচিত স্থানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইত। হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় তিনি দর্শনপ্রার্থীদের ঠেলায় অস্থির হইয়া পড়েন। এইখানে কুম্ভের দিনে গান্ধীজী রাত্রে আহার বর্জ্জন করার এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটির বেশী দ্রব্য না খাওয়ার ব্রত গ্রহণ করেন।

নাতালের গিরমিটিয়াদের উপর হইতে বার্ষিক তিন পাউণ্ড কর রদ হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিন হইতে আলোচনা চলা সত্ত্বেও ভারতে এগ্রিমেণ্ট প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। ১৯১৭ সালের প্রথমে বড়লাট এই এই সম্পর্কিত প্রস্তাব না মঞ্জুর করিয়া দেন। গান্ধীজী এই লইয়া আন্দোলন সুরু করিলেন। বোম্বাই, করাচী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সভা হইল এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রথা উঠাইয়া দেওয়া না হইলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট জানাইলেন যে, এগ্রিমেণ্ট প্রথা বন্ধ করা হইল।

ঐ বৎসরেই বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলকরের অত্যাচারের কথা গান্ধীজীর নিকট উত্থাপন করা হয়। চাষীদিগকে প্রতি বিঘা জমিতে তিন কাঠা করিয়া নীলের চাষ করিতে হইত। একদিকে প্রতিপত্তিশালী শ্বেতাঙ্গ নীল মালিক ও অপর দিকে নিরক্ষর, দরিদ্র চাষী। গান্ধীজী অবস্থা বুঝিবার জন্য মতিহারিতে পৌছিলেন। পূর্ব্বেই তিনি কমিশনার ও নীল মালিকদের সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্যের কোনও আশা ছিল না বরং তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। মতিহারিতে তাঁহার উপর চম্পারণ ত্যাগের আদেশ দিয়া ১৪৪ ধারার নোটিশ দেওয়া হইল ঐবং তিনি ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিলে পরের দিন আদেশ অমান্যের জন্য আদালতে হাজির হওয়ার সমন আসিল। গান্ধীজী আদালতে হাজির হইলেন। সংবাদ পাইয়া আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপার দেখিয়া হাকিম রায় মুলতুবী রাখিলেন। গান্ধীজী বিবরণ জানাইয়া বড়লাট ও মালব্যজীকে তার করিলেন এবং ফলে মোকর্দ্দমা তুলিয়া লওয়া হইল। গান্ধীজী অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেকদিন শত শত লোকের জবানবন্দী লেখা হইত। ইতিমধ্যে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা-কর্ম্মীর সাহায্যে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপনা করিলেন। রোগীদের জন্য ঔষধ ও শুশ্রূষারও ব্যবস্থা হইল। চাষীদের মধ্যে অদ্ভুত জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট তদন্তের জন্য কমিশন নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে গান্ধীজীও একজন সদস্য ছিলেন। কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে তিন-কাঠিয়া প্রথা উঠিয়া গেল। গান্ধীজী এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় হইতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী, মহাদেব দেশাই, ব্রজকিশোর বাবু, অনুগ্রহবাবু প্রভৃতিকে সহকর্ম্মীরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আহমেদাবাদে মিল-মালিকগণ ও মজুরদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। চম্পারণ হইতে ফিরিয়াই গান্ধীজী আহমেদাবাদে গেলেন ও মজুরদের দাবীর যথার্থতা বুঝিতে পারিলেন। তিনি সালিশের দ্বারা বিরোধ মিটাইবার প্রস্তাব করিলেন কিন্তু মিল-মালিকগণ রাজি হইলেন না। শান্তিভঙ্গ বা জবরদস্তি করিবে না ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবে না, এই সর্ত্তে গান্ধীজী মজুরদিগকে ধর্ম্মঘটের পরামর্শ দিলেন। ১৫দিন ধর্ম্মঘট চলিবার পরে মজুরদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও হিংসার ভাব লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন। তাঁহার তিন দিন উপবাসের পর সালিশ নিযুক্ত হয় এবং হরতাল শেষ হয়।

এই ধর্ম্মঘটের পরেই গান্ধীজীকে খেড়া জেলায় সত্যাগ্রহের কার্য্য হাতে লইতে হয়। ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য খেড়া জেলার খাজনা আদায় মাফ্ করার আন্দোলন চলিতেছিল। সরকারের নিকট আবেদন করায় কোনও ফল হয় নাই। চাষীরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিতে ও তাহার জন্য সমস্ত দুঃখ সহ্য করিতে শপথ লওয়ায় গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিলেন। তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামবাসীগণকে সত্যাগ্রহের মর্ম্ম বুঝাইতেন, তাহাদের ভয় দূর করিবার চেষ্টা

করিতেন এবং বিনয়ী হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। ক্রমে গ্রেপ্তার, মাল ক্রোক ইত্যাদি সুরু হইল। পরিশেষে সরকার হুকুম দিলেন যে, অবস্থাপন্ন লোকেদের নিকট খাজনা লওয়া হইবে এবং গরীবদের খাজনা মাফ্ করা হইবে। এই আন্দোলনের ফলে ঐ অঞ্চলে চাষীদের ভিতর নূতন তেজ জাগিয়া উঠে। সর্দ্দার প্যাটেল এই সময় হইতে গান্ধীজীর সহকর্ম্মী হইলেন।

খৈরার সত্যাগ্রহ যখন চলিতেছিল, তখনও ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয় নাই। সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে বড়লাট গান্ধীজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। পরবর্ত্তীকালের ন্যায় গান্ধীজীর তখনও বৃটিশের সদিচ্ছায় অবিশ্বাস হয় নাই। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সভায় হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। বড়লাটের সভায় হিন্দী বক্তৃতা এই প্রথম। তৎপরে, অন্যান্য নেতাদের সভায় অনুপস্থিতিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়া তিনি বড়লাটকে একটী পত্র প্রেরণ করেন এবং সিপাহী সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যের জন্য গান্ধীজীকে বহুলোকের, এমন কি সহকর্ম্মীগণেরও সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাই তাঁহার ধর্ম্মসম্মত কার্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই সময় তিনি কঠিন আমাশয়ের পীড়ায় দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। এক সময় বাঁচিবার আশাও ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি ঔষধ সেবনে সম্মত হন নাই। ভগবানের ইচ্ছায় বরফ প্রয়োগে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হয় এবং এই সময় হইতেই বাধ্য হইয়া ছাগদুগ্ধ পান আরম্ভ করেন। যাহা হউক, যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় আর সিপাহী সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই।

গান্ধীজী তখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন নাই, এমন সময় কুখ্যাত রাউলাট আইনের খসড়া আইন পরিষদের সভায় উপস্থিত করা হইল। যুদ্ধের সময় ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর অডিন্যান্স জারি করিয়া যে ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহারই কিছু ছাঁটকাট করিয়া সাধারণ আইনে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইল। যুদ্ধের সময় যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই স্বেচ্ছাচার-মূলক আইনের ব্যবস্থা দেখিয়া গান্ধীজী চমকিত হইলেন। সমস্ত দেশে প্রতিবাদের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। তিনি এই আইন প্রতিরোধের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। একটি সত্যাগ্রহ সভার স্থাপনা করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ হইতে লাগিল। গান্ধীজী বোম্বাই হইতে দিল্লী এবং সেখান হইতে মান্দ্রাজে গেলেন। ভাইসরয়ের নিকট সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হইয়াছিল। মান্দ্রাজে রাজাগোপাল আচারিয়ার সহিত পরিচয় হইল। গান্ধীজী স্থির করিলেন যে, প্রথমদিন দেশব্যাপী হরতাল, উপবাস, ও সভা করিয়া এই আন্দোলন সুরু করা হইবে। সেই অনুসারে প্রথমে ৩১শে মার্চ্চ হরতালের দিন স্থির হয় ও পরে উহা পরিবর্ত্তন করিয়া ৬ই এপ্রিল করা হয়। সারা ভারতবর্ষে সহরে, গ্রামে হরতাল পালিত হইল। দিল্লীতে ৩০শে মার্চ্চ হরতাল হয়, অন্যান্য জায়গায় ৬ই এপ্রিল। বহু জায়গা হইতেই পুলিশের অত্যাচার ও দাঙ্গার সংবাদ পাওয়া যাইতে ছিল। জালিয়ানবাগে পুলিশ নৃসংশ হত্যাকাণ্ড চালাইল এবং সেখানে 'মার্শাল ল'র রাজত্ব চলিতেছিল। গান্ধীজী ৭ই তারিখে বোম্বাই হইতে দিল্লী যাত্রা করিলেন। পাঞ্জাবে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আটকানো হইল এবং পুনরায় বোম্বাইয়ে পৌছাইয়া দিল। গান্ধীজী সভায় সকলকে শান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং আহমেদাবাদে গেলেন। সেখানে 'অনুসূয়া বেন গ্রেপ্তার হইয়াছেন,' এই মিথ্যা সংবাদে মজুররা পাগল হইয়া হাঙ্গামা করিয়াছিল। গান্ধীজী তিনদিন উপবাস গ্রহণ করেন এবং ১৮ই তারিখে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। তিনি বুঝিলেন যে, সত্যাগ্রহের প্রসার, তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা ধীরে ধীরেই হইবে। গান্ধীজী জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর লইবার জন্য সেখানে যাত্রা করিতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বার বার অনুরোধের পর অক্টোবর মাসে অনুমতি পাইলেন। লাহোরে তখন মালবাজী, মতিলালজী প্রভৃতি অন্যান্য নেতারা ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য 'হাণ্টার কমিশন' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নেতৃবৃন্দ সকলে একমত হইয়া স্থির করিলেন যে, কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা হইবে না।

পরিবর্ত্তে গান্ধীজীসহ অন্য ৪ জন নেতা লইয়া একটী কমিটী করিয়া তাঁহারা এই সম্বন্ধে নিজস্ব একটী রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। গান্ধীজী নিজেই রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন। ইহার পর গান্ধীজী অমৃতসর কংগ্রেসে যোগদান করেন। সেখানে নূতন ভারতশাসন আইনটীই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নেতা উহা স্বীকার করার বিপক্ষে ছিলেন। গান্ধীজী উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সহযোগিতার প্রস্তাব করেন এবং উহা গৃহীত হয়। গান্ধীজী এই সময় হইতে কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণভাবে জড়িত হইয়া যান এবং দেশের অবিসম্বাদী নেতা হিসাবে পরিগণিত হন।

এইখানে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে, গান্ধীজী ১৯১৯ সালেই ইয়ং ইণ্ডিয়া (ইংরাজী) এবং নবজীবন (হিন্দী) দুইটী সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই গুলির ভিতর দিয়া তিনি সত্যাগ্রহের শিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি দুইটী কাগজই আহমেদাবাদ হইতে প্রকাশ করিতেন।

অসহযোগ ও স্বদেশী

দেশের ঘটনাচক্র অত্যন্ত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড দেশের প্রাণে আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছিল। সে আগুণ নিভাইবার পূর্ব্বেই আসিল খিলাফৎ আন্দোলন। তুর্কীর সুলতান মুসলমানদের ধর্ম্মজগতে 'খলিফা' বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। মুসলমানগণ গত যুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্য করিয়াছিল এই সর্ত্তে যে খলিফার ধর্ম্মাধিকারে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু যুদ্ধের পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং এই জন্য মুসলমানগণের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছিল। গান্ধীজী এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। ইহা প্রধানতঃ মুসলমানদের ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার হইলেও, অন্যায়ের প্রতিকারের ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট বর্ণ পার্থক্য ছিল না। তিনি দিল্লীর খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সে সভাপতি ছিলেন। ১৯২০ সালের মে মাসে যখন তুর্কীর সহিত সন্ধির জন্য আরোপিত সর্ত্তগুলি প্রকাশিত হইল, তখন মুসলমানগণ উত্তেজিত হইলেন। ঐ মাসেই তাঁহারা গান্ধীজীর অসহযোগের নীতি গ্রহণ করিলেন এবং জুনমাসে এলাহাবাদ কন্‌ফারেন্সেও উহা স্বীকৃত হইল। গান্ধীজী বড়লাটকে জানাইয়া দিবার পর ১লা আগষ্ট আন্দোলন আরম্ভের দিন ঘোষণা করিলেন। সরকারী খেতাব, আদালত, স্কুল, কাউন্সিল ও চাকুরী বর্জ্জন এবং স্বদেশী গ্রহণই ছিল এই আন্দোলনের কার্য্যক্রম। দক্ষিণ আফ্রিকায় সেবাকার্য্যে, জুলু বিদ্রোহে ও বোয়ার যুদ্ধে সাহায্যের জন্য গান্ধীজী তিনটি পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন তাহা ১লা আগষ্ট তারিখে ফেরৎ দিলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং গান্ধীজী আন্দোলন প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং পরে নাগপুর কংগ্রেসে এই অসহযোগের নীতি পূর্ণভাবে সমর্থিত হইল।

গান্ধীজীর প্রেরণায় নাগপুর কংগ্রেসে তাহার লক্ষ্য ও সংগঠনে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। 'সর্ব্ববিধ বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভ করাই' কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। 'শান্তিপূর্ণ' শব্দটি লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে গান্ধীজীর নীতিই স্বীকৃত হইল। ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। গঠনতন্ত্র বিষয়ক নিয়মাবলীর আমূল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া গান্ধীজী কংগ্রেসকে আরও সুসংবদ্ধ, প্রতিনিধিমূলক এবং সুদূর প্রসারী করিয়া প্রকৃতপক্ষে পরাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি স্বাধীন প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্র সংস্থা হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্যোগ করিলেন।

বিলাতী বর্জ্জনের মূল সূত্রই ছিল স্বদেশী গ্রহণ। কাজেই অসহযোগের সঙ্গে স্বদেশীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। গান্ধীজী চরকার বাণী দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। প্রথমে ভারতে আসিয়া গান্ধীজী দেশীমিলের কাপড় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার আশ্রমের তাঁতেও দেশীমিলের সুতার কাপড় বোনা হইত। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতকে বস্ত্রের দিক দিয়া স্বাধীন করিতে হইলে চরখা ছাড়া উপায় নাই। কোটি কোটি নরনারী তাহাদের সরল জীবন যাত্রার সহজেই ইহার সাহায্যে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারিবে, এই চিন্তাও তাঁহার মনে জাগিল। কাজেই শোষণের অবসানের উপায় হিসাবে এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি তাঁহার নিকট 'অহিংসার প্রতীক' হইয়া

উঠিল। তিনি ইতি মধ্যেই সবরমতী আশ্রমে চরখার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং চরখার সুতাই বোনার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছিল। গান্ধীজীর জীবনের নীতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী খদ্দর-পরিধান ও প্রচার তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল এবং কংগ্রেসও তাঁহার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া চরখার নীতি গ্রহণ করিল।

এই সকল যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া **অসহযোগ** আন্দোলন সুরু হইল। ইয়ং ইণ্ডিয়া এবং নবজীবন পত্রিকা দুইটি দেশবাসীর নিকট গান্ধীজীর বার্ত্তা ও নির্দ্দেশ পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। গান্ধীজী ও নেতৃবৃন্দ সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। আদালত ও স্কুল বর্জ্জন, বিলাতী বস্ত্র দাহন, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, পিকেটিং প্রভৃতির ভিতর দিয়া দেশ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমননীতি, গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। দেশবাসী তাহাদের ভয় ও জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া জীবনে নূতন শক্তির সন্ধান পাইল। গান্ধীজী তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য এক কোটি টাকা চাঁদা তুলিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা দেখিতে দেখিতে পূরণ হইয়া গেল। এই ভাণ্ডারের সাহায্যেই সর্ব্বত্র চরখা সঙ্ঘগুলির সূত্রপাত হয়। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডের যুবরাজের বোম্বাই আগমনের সময় সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা, ও লুঠতরাজ আরম্ভ হয় এবং বহুলোক হতাহত হয়। এই হিংসাত্মক কার্য্যাবলীর জন্য গান্ধীজী নিজেকেও কতকটা দায়ী মনে করিলেন এবং তিনি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রতি সোমবার দিন উপবাস করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন অন্য সকল জায়গায় শান্তিপূর্ণ ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের পরীক্ষায় ভারত উত্তীর্ণ হওয়ায় গান্ধীজী আরও অগ্রসর হইবার বিষয় চিন্তা করিলেন। তিনি বড়লাটকে জানাইলেন যে, বন্দী মুক্তি ও ভারতের দাবী পূরণ করা না হইলে বার্দ্দৌলিতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। বার্দ্দৌলি এইজন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সেই সময় সংবাদ আসিল চৌরী চৌরায় একটি জনতা পুলিশকে আক্রমণ করিয়া ২১ জনকে মারিয়া ফেলিয়াছে। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা হইল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, এইভাবে ভারতের সুনিশ্চিত জয়ের আশা নষ্ট হইল। কিন্তু এইরূপ জয় গান্ধীজীর অভিপ্রেত ছিল না, সত্যাগ্রহীর নিকট সংগ্রামের বিশুদ্ধতাই তাহার জয়।

১৯২২ সালের মার্চ্চ মাসে গান্ধীজীর ৬ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হয়। তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ রাজদ্রোহমূলক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। জেলে অধিকাংশ সময় তিনি দেশীয় ও বিদেশী দর্শন ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ও কিছু কিছু লিখিয়া সময় কাটাইতেন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগের জন্য গান্ধীজীকে অস্ত্রোপচার করাইতে হয় ও মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেসে স্বরাজ পার্টির উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা কাউন্সিল দখল করিয়া শাসনতন্ত্র অচল করিবার কথা বলিতেছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন না। তিনি চরখা, সাপ্তাহিক পত্রিকা ও অন্যান্য সংগঠন কার্য্যে মন দিলেন। কিছুদিন পরেই নিখিল-ভারতীয় চরখা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় দেশের কোথাও কোথাও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছিল। দিল্লীতে দাঙ্গা ভয়ানক আকার ধারণ করে। রাষ্ট্রের ভিতর এই ভেদমূলক পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য গান্ধীজী ২১ দিনের জন্য উপবাস ব্রত গ্রহণ করেন। সাময়িকভাবে দাঙ্গা বন্ধ হয়। প্রায় ১২ দিন পরে সকলেই গান্ধীজীর জীবনের আশা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং ২১ দিন পরে, উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতিশ্রুতি লইলে, তিনি উপবাস ভঙ্গ করেন। ইহার পর তিনি গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। খাদি, অস্পৃশ্যতা নিবারণ এবং হিন্দুমুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে প্রচার চালাইতে লাগিলেন। হিন্দু মন্দিরে হরিজনদিগের প্রবেশাধিকার স্বীকার করাইবার জন্য আন্দোলন সুরু হইল। ১৯২৭ সালে গান্ধীজী হরিজন উন্নয়নের জন্য অনেক জায়গা ভ্রমণ করিলেন।

মানুষে মানুষে ভেদের নীতিতে দেশের ও সমাজের ভিতরে যে ভীষণ দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে সেই সম্বন্ধে জাতির চেতনা জাগ্রত করাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল।

আইন অমান্য আন্দোলন

দেশ ধীরে ধীরে আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইতেছিল। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে নামিলে সমগ্র দেশ হরতাল পালন করে এবং কমিশন বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হয়। সর্দ্দার প্যাটেল কর্ত্তৃক পরিচালিত বার্দ্দৌলির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সফলতা নূতন উৎসাহের সঞ্চার করে। কলিকাতা কংগ্রেসে স্থির হয় যে ১৯২৯ সালের মধ্যে ডোমিনিয়নে শাসনতন্ত্র দেওয়া হইলে কংগ্রেস তাহা মানিয়া লইবে, অন্যথায় আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইবে। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। গান্ধীজী জেলে অথবা বাহিরে সত্যাগ্রহীদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রচার করেন। তিনি বড়লাটকে শেষবারের মত বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাইয়া পত্র দেন, কিন্তু কিছু ফল হয় না। ১২ই মার্চ্চ গান্ধীজী ও আশ্রমের ৭৯ জন সহকর্ম্মী পদব্রজে বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ করেন। যতদিন না স্বাধীনতা লাভ হয়, ততদিন আশ্রমে ফিরিবেন না বলিয়া তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ৬ই এপ্রিল তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র একসঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়া যায়। সরকারও প্রস্তুত ছিলেন এবং অবর্ণনীয় নির্য্যাতন সুরু করিয়া দিলেন। নূতন নূতন অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন। নেতৃবৃন্দ, দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক ও মহিলাও গ্রেপ্তার হইলেন। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়া যারবেদা জেলে আটক রাখা হইল। আন্দোলন চলিতে লাগিল। অবশেষে গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলে। ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লয় এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হয়। আগষ্ট মাসে গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। বৈঠকে গান্ধীজী তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ নম্রতার সহিত অথচ দৃঢ় ও পরিষ্কারভাবে ভারতের দাবীর বিষয়গুলি যুক্তিসহ প্রকাশ করেন। বহু জায়গায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। গান্ধীজী বৈঠকের সময়েও হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে তাহা ব্যর্থ হয়।

ডিসেম্বরের শেষে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। তখনও অর্ডিন্যান্সের রাজত্ব ও অত্যাচার চলিতেছিল এবং সর্ব্বত্র অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। চুক্তি ঠিকমত পালিত হয় নাই। গান্ধীজী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থী হইলেন, কিন্তু অনুমতি দেওয়া হইল না। ওয়ার্কিং কমিটি আবার আইন অমান্যের নির্দ্দেশ দিলেন। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হইল, লাঠি চলিল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে লাগিল। সত্যাগ্রহীগণ জেলে যাইতে ছিলেন, ছাড়া পাইয়া আবার আইন অমান্য করিতেছিলেন। নির্য্যাতনের নীতিতে আন্দোলন বন্ধ হইল না।

হরিজন আন্দোলন

১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় জানিতে পারা গেল যে, তিনি হরিজনদের জন্যও পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গান্ধীজী পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে, এইরূপ হইলে তিনি আমরণ উপবাস অবলম্বন করিবেন। এক্ষণে ঐরূপ পরিস্থিতি হওয়ায় তিনি ৩১শে সেপ্টেম্বর হইতে উপবাস করিলেন। সমস্ত দেশে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সমস্ত নেতৃবৃন্দ একত্রিত হইয়া একটী চুক্তি সম্পাদিত করিলেন। হরিজনদের পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা রদ হইল। গান্ধীজী মৃত্যু-সঙ্কল্প করিয়া জাতিকে ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিলেন। ইহার পর গান্ধীজী জেল হইতেই হরিজন আন্দোলন পরিচালনা করিতে থাকেন। বোম্বাইয়ে 'হরিজন সেবক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়ং ইণ্ডিয়া'র পরিবর্ত্তে গান্ধীজী 'হরিজন' নাম দিয়া তাঁহার পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

বহু স্থলে দেব মন্দিরে হরিজনদিগকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। গান্ধীজী মে মাসে আবার ২১ দিন উপবাস অবলম্বন করেন। তাঁহাকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাঁহার অনুরোধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ৬ সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকে। গান্ধীজী দেখিতে পাইলেন যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষণার পর লোকে গুপ্তভাবে আন্দোলন করিতেছে। ইহা সত্যাগ্রহের নীতি বিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি গণ-আন্দোলন বন্ধ করিয়া মাত্র ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চালাইবার অনুমতি দেন।

এই সময়ে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম উঠাইয়া দেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের হাতে উহা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট রাজি না হওয়ায় হরিজন আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেন। গান্ধীজীকে পুণার বাহিরে না যাইবার জন্য হুকুম দেওয়া হইলে তিনি তাহা অমান্য করিয়া এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহাকে জেলে হরিজন সেবা কার্য্যে সুবিধা দেওয়া বন্ধ হইল। ইহাতে তিনি আগষ্ট মাসে উপবাস আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু ৭ম দিনে তাঁহার অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া হরিজন আন্দোলনের জন্য সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কিছু কিছু সনাতনী মনোবৃত্তির লোক এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সাথীগণকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পুণা সহরে একটি বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কিন্তু গান্ধীজীর মোটরে লাগে নাই।

সেবাগ্রামে

১৯৩৪ সালের শেষদিকে গান্ধীজী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বেই তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে কেহ কেহ আবার কাউন্সিল প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করিতে বিরত হন নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল যে তিনি কংগ্রেসকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, অপর কাহারও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে না। এই চিন্তা তাঁহার মনকে পীড়া দিতেছিল। তিনি ইহাও জানিতেন যে, কংগ্রেস সত্যাগ্রহকে তাঁহার মত জীবনের মূল ও সর্ব্বময় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কাজেই তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় নীতি অনুসারে কাজ করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছিলেন। গান্ধীজী ইহার পর প্রধানতঃ গঠনকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের কার্য্যাবলী হরিজন পত্রিকার মারফৎ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রাম-সংস্কার, সার-প্রয়োগ, খাদ্য বিচার, সহজে উৎপাদন যোগ্য শাক-সব্জী, গো-সেবা, নানাবিধ কুটির শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও পরীক্ষার দিকে ঝোঁক দিলেন। ১৯৩৬ সালে ওয়ার্দ্ধা হইতে কিছুদূরে সেবাগ্রামে তাঁহার আশ্রম স্থানান্তরিত করিলেন। এইখান হইতেই তিনি গ্রামোদ্যোগ ও হরিজন আন্দোলন পরিচালনা করিতে লাগিলেন। গ্রামের সাধারণ লোকের উপযোগী সরল ও সুষ্ঠু জীবন যাত্রার যে আদর্শ তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই আদর্শেরই একটি বাস্তব রূপ জনসাধারণের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার করিয়া সে সম্বন্ধেও একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ণের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার মনে জাগিল। ১৯৩৭ সালে তিনি ওয়ার্দ্ধায় নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। তাঁহারই পরিকল্পনা অনুসারে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইল।

বলা বাহুল্য, ওয়ার্দ্ধা ও সেবাগ্রাম একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে দর্শনার্থী সকলে এইখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্র হইতে প্রত্যক্ষভাবে সরিয়া দাঁড়াইলেও সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই তাঁহার মতামত ও পরামর্শের প্রয়োজন হইত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন প্রায়ই ওয়ার্দ্ধায় ডাকা হইত। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সহরের পরিবেষ্টনী ছাড়িয়া ফৈজপুর, হরিপুরা, ত্রিপুরী ও রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক

অধিবেশন হয়। ১৯৩৭ সালে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি সমস্যার আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে ১১০৭ জন বন্দী মুক্তিলাভ করে ও এই সমস্যার একটি সুরাহা হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি সীমান্ত গান্ধীর কর্ম্মক্ষেত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গিয়া খুদাই খিদমৎগারদের সংগঠন ও সেবাকার্য্য দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ সালের রাজকোটের ব্যাপার লইয়া তিনি আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। ঠাকুর সাহেব প্রজা আন্দোলনের বিষয়ে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালন করানোই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বড় লাটের হস্তক্ষেপে ও মীমাংসার প্রতিশ্রুতিতে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। রাজকোটে গান্ধীজীকে আক্রমণের জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। একটি প্রার্থনা সভা শেষ হওয়ার পর তিনি জনতার দিকে লক্ষ্য করিয়া উহা বুঝিতে পারেন। গান্ধীজী ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে জনতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহারা পথ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ১৯৩৯ সালে ভারতবাসীদের মতামত না লইয়াই ভারবর্ষকে মিত্রপক্ষীয়গণের অনুকূলে 'যুদ্ধরত' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সে সময়ে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট চলিতেছিল। গান্ধীজীর পরামর্শ লইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস প্রতিনিধিগণকে পদত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দেন এবং যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। গান্ধীজীর নির্দ্দেশে ১৯৪০ সালের শেষের দিকে যুদ্ধে সাহায্য না দিবার ধ্বনি দিয়া শান্তিপূর্ণভাবে একটি ব্যক্তিগত আন্দোলন পরিচালিত হয় ও প্রায় ত্রিশ হাজার কর্ম্মীকে এই অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হন। ১৯৪১ সালের শেষে আন্দোলন কারীগণ মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং গান্ধীজীর উপর অহিংস আন্দোলন চালাইবার ভার দেওয়া হয়। পরদিনই গান্ধীজী ও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইলেন। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে গান্ধীজী দেশবাসীগণের প্রতি "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" এই বাণীটি দিয়া যান। সমস্ত ভারতে যে বিক্ষোভ ও ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই ১৯৪২ সালের 'বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান' নামে খ্যাত। বন্দী নিবাসে গান্ধীজীর বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী মহাদেব দেশাই এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কস্তুরবা স্বর্গলাভ করেন। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী বন্দীনিবাসে ২১ দিন অনশন ব্রত পালন করেন। ১৯৪৪ সালের মে মাসে শারীরিক অসুস্থতার জন্য গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁহার শরীর কিছু সুস্থ হইলে মিঃ জিন্নার সহিত হিন্দুমুসলমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় প্রায় দুই সপ্তাহব্যাপী আলোচনা করেন। কিন্তু কোনও মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৫ সালে গান্ধীজী কলিকাতা, শান্তিনিকেতন, মেদিনীপুর, আসাম প্রভৃতি জায়গা ভ্রমণ করেন। সমবেত প্রার্থনা সভায় সমস্ত জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উপদেশ-বাণী সংগ্রহ করিয়া পঠিত হইত ও ভজনগান গীত হইত। মহাত্মাজীর দর্শনলাভের জন্য ও তাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার নরনারী প্রার্থনা সভায় সমবেত হইত।

শান্তি অভিযান

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে মুক্তি দেওয়া হয়। একটি মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য বড়লাট ও বিভিন্নদলের নেতৃবর্গের মধ্যে আলোচনা চলে, কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রতিপদেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হিসাবে প্রতীয়মান হইতেছিল। ব্যবস্থা পরিষদগুলির নূতন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ও মুস্লিমলীগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য লাভ করে। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে বিভিন্ন দলের সহিত আলোচনা করেন। গান্ধীজী কংগ্রেস ও ক্যাবিনেট মিশনের পরামর্শদাতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। মে মাসে ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণায় ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করা হয় এবং শাসনতন্ত্র গঠনের ভার গণপরিষদের উপর দেওয়া হয়। মুস্লিম

লীগ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ভারত বিভাগ ও পাকীস্তানের দাবীতে তাহারা 'প্রত্যেক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করে এবং আগষ্ট মাসে কলিকাতায় নির্ম্মম দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ক্রমে ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে নির্দ্দোষ নরনারী ও শিশুর উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে থাকে।

এই সকল ঘটনায় গান্ধীজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কলিকাতার পথে কয়েকদিন সোদপুর আশ্রমে অবস্থান করিয়া নভেম্বর মাসে নোয়াখালি পৌছিলেন এবং কয়েকদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিলেন। পরে শ্রীরামপুরে তাঁহার শিবিরস্থাপন করেন। এখান হইতে সহকর্ম্মীগণকে বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগঠন ও সেবা কার্য্যের জন্য পাঠাইয়া দিয়া তিনি একাকী পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ সুরু করিলেন। মনুষ্যত্ব ও আত্মসম্মান বোধের অপূর্ব্ব বাণী শুনিয়া ও মহাত্মাজীর ভালবাসার গভীর স্পর্শ লাভ করিয়া মৃত গ্রামগুলিতে ধীরে ধীরে আবার প্রাণের স্পন্দন জাগিয়া উঠিল। নোয়াখালি শান্ত হইল। জগতের ইতিহাসে কোনও মহাপুরুষের জীবনে এইরূপ অভিযানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

মার্চ্চ মাসে মহাত্মাজী নোয়াখালি হইতে বিহারে আগমন করিলেন। নোয়াখালির প্রতিক্রিয়ায় সেখানেও নিষ্ঠুর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং মানুষকে আত্মস্থ হইতে উপদেশ দেন। বড়লাটের আহ্বানে এপ্রিল মাসে তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হয়। সেখানে এশিয়া মহাসম্মেলনীতে সমস্ত দেশের প্রতিনিধির সম্মুখে এশিয়ার প্রাণের বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গান্ধীজী হিন্দুমুসলমান ঐক্যের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধির জন্য ২৪ ঘণ্টা অনশন ব্রত পালন করেন এবং পরে হিংসাত্মক কার্য্য-কলাপ বন্ধ করিবার জন্য গান্ধীজিয়া যুক্ত আবেদন প্রচারিত হয়। জুন মাসে বৃটিশ সরকার ভারত বিভাগ স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান দুইটি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কলিকাতায় আবার দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর পাইয়া গান্ধীজী আগষ্টের প্রথম দিকে কলিকাতায় আসিলেন। সেখানে ১৫ই আগষ্ট শান্তিপূর্ণভাবে পার হইয়া গেল। কিন্তু পাঞ্জাবে অশান্তির আগুণ জলিয়া উঠিল। কলিকাতাতেও আবার হঠাৎ দাঙ্গা আরম্ভ হইল। মহাত্মাজী ১লা সেপ্টেম্বর অনশন সুরু করিলেন। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা বন্ধ হইয়া গেল। নেতৃবৃন্দ শান্তি-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ৬ঠা সেপ্টেম্বর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করিলেন।

কলিকাতা হইতে পাঞ্জাবে যাইবার জন্য গান্ধীজী দিল্লীতে পৌছিলেন। সেখানেও দাঙ্গা সুরু হইয়াছিল। দিল্লীর অবস্থা শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গান্ধীজী দিল্লীতেই অবস্থান করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। আশ্রয় প্রার্থীগণের শিবিরে, প্রার্থনান্তিক ভাষণে, হরিজন পত্রিকায়, সর্ব্বত্রই তিনি শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন এবং অপর দিকে নেতৃবৃন্দকে স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষা স্বাধীনতা রক্ষার কঠিনতর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে বলিলেন, কেন না এইরূপ অশান্তি চলিতে থাকিলে ভারত ও পাকীস্তান উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য্য। অবস্থা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিলেও ভিতরে আগুণ জলিতেছিল এবং মহাত্মাজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সুযোগ পাইলে যে কোনও দিন ইহা শিখাবিস্তার করিবে। ১৯৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করিয়া বলিলেন যে, দিল্লীর অবস্থা শান্ত না হইলে তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। গান্ধীজী যে সর্ত্তগুলি দিয়াছিলেন নেতৃবৃন্দ তাহা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে ১৮ই তারিখে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

মহাপ্রয়াণ

২০শে জানুয়ারী মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় বেলী হইতে ১৫ গজ দূরে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। গান্ধীজী অবিচলিত ভাবে তাঁহার ভাষণ শেষ করেন। ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার বৈকাল ৫টার পরে মহাত্মাজী যখন প্রার্থনা সভায় যাইতে ছিলেন, সেই সময়ে জনতার মধ্য হইতে একজন আততায়ী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার গুলিবর্ষণ করে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মহাত্মাজী দেহত্যাগ করেন।

জনপ্রতিষ্ঠান, জনসেবক ও গান্ধীজী

গান্ধীজী তাঁহার সমস্ত জীবনে বহু জন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র হইতে অনেক প্রতিষ্ঠানকে নিজের হাতে বৃহত্তম করিয়াছেন। তাঁহার যে অভিজ্ঞতা, তাহা আমাদের সমস্ত জনপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে অপরিহার্য্য।

জন সেবক যাঁহারা, তাহাদের জন্যও তিনি নিজের জীবনই বাণীরূপে ও আদর্শরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। তথাপি কতকগুলি বিষয়ে তিনি কি চিন্তা করিতেন, কি নীতি অবলম্বন করা জনসেবার দিক দিয়া শ্রেয় মনে করিতেন, তাহারই কতকগুলি নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। বেশীর ভাগই দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালীন ও ভারতবর্ষে কংগ্রেসের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংগঠনের সময় জনসেবা, (Public work) জন সেবক (Public worker) ও জনপ্রতিষ্ঠান (Public Institution) সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য।

—আমাদের যদি সেবা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে তবে ভগবানই আমাদের সেবার জন্য সামর্থ্য দিবেন। আমাদের উপর—যে কাজের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আমরা কেমন করিয়া করি তাহার জন্য চিন্তিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই—আমাদের কেবল সেই কাজের যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কাজ করিব ইহা একবার স্থির করিলে, সম্মানজনক কাজ এবং অন্য কাজের মধ্যে পার্থক্যের কোনো চিন্তাই করিলে চলিবে না—এমন কি অপমান যদি বাস্তবিকই আসে তবে তাহাকেও উপেক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

—ছেলেদিন যাবত দুইটী ভাবনা আমার মনকে আলোড়িত করিতেছিল। আমি যখন শুশ্রূষাকারী দলের সঙ্গে (দক্ষিণ আফ্রিকায়) কাজ করিতেছিলাম তখন এই দুইটী ভাবনা সম্বন্ধে আমার মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলাম। প্রথমতঃ সেবার জন্য যে নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে চায় তাহাকে অবশ্যই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত জীবনব্যাপী, দারিদ্র্যকেই তাহার জীবনের অবিচ্ছেদ্য সহচর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার এমন কোন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত নয়, যাহা তাহাকে ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্য কার্য্যে বা বৃহত্তম বিপদবরণে বিরত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারে।

—সন্তান উৎপাদন এবং তাহার ফলস্বরূপ সন্তান প্রতিপালন জন-সেবা-কার্য্যের সঙ্গে অসঙ্গত—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা।

—অসীম ধৈর্য্য না থাকিলে জনসাধারণকে দিয়া কোন কাজ করান যায় না। সংস্কারকই লোকের সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হয়—কিন্তু সমাজ বা জন সাধারণ তাহার জন্য মোটেই ব্যগ্র নয়। সুতরাং সংস্কারকের—সমাজের নিকট হইতে বিরোধিতা, ঘৃণা, এমন কি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কিছু আশা করা উচিত নয়। সংস্কারক যাহা নিজের প্রাণের মতন প্রিয় মনে করে সমাজ তাহাই অবনতির কারণ বলিয়া বিশ্বাস করে।

—আমি এখন ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন জন-সেবক— তক্ষণ না তাহার বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে তাহার কোন বিবৃতি দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। সর্ব্বোপরি যে সত্যের পূজারী তাহাকে এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে অনুসন্ধান না করিয়া কোন লোককে সে বিষয়ে বিশ্বাস করিতে বলা—সত্যকে ক্ষুন্ন করা মাত্র। দুঃখের সহিত আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে সে আমার এই জ্ঞান থাকা সত্বেও আমি আমার এই বদভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি যতটা করিতে সমর্থ তাহার চেয়েও বেশী কাজ করিবার যে আকাঙ্খা তাহাই ইহার জন্য দায়ী। আমার এই আকাঙ্খা অনেক সময় আমার নিজের চেয়েও আমার সহকর্ম্মীদের পক্ষে মুস্কিলের কারণ হইয়াছে।

—দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্যতার জন্য ইংরাজীর জ্ঞান বা কেবল মাত্র পাণ্ডিত্যের চেয়েও যে গুণগুলি একান্ত অপরিহার্য্য তাহা হইতেছে—সত্যপরায়নতা, ধৈর্য্য সহ্য

শীলতা, দৃঢ়তা, উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস এবং সাধারণ বিচারবুদ্ধি। এই সমস্ত গুণগুলি যাহার মধ্যে নাই সে পুঁথির বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইলেও জনসাধারণের কাজের দিক দিয়া তাহার মূল্য খুবই কম।

—প্রথমতঃ, লোক দেখিতে যতই দীন বা উপেক্ষনীয় হউক না কেন, আমরা যেন তাহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া ঘৃণা না করি। দ্বিতীয়তঃ, লোক যতই নিরীহ হউক না কেন তাহাতে কিছুই আসে যায় না। পরীক্ষার সময় আসিলে তাহার মধ্যেই শ্রেষ্ঠতম বীরত্বের চরম নিদর্শন পাওয়া যায়।

—আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, কাজ যত বেশীই থাকুক না কেন—লোকে যেমন খাওয়ার জন্য সময় করিয়া লয়, তেমনি ব্যায়ামের জন্যও কিছু সময় করিয়া লওয়া উচিত। আমার বিনীত অভিমত এই যে, ইহাতে মানুষের কার্য্য ক্ষমতা ত কমেই না—বরং কার্য্য শক্তি বাড়ে।

—বাস্তবিক পক্ষে বহুদিন পূর্ব হইতেই আমি এই নীতি শিখিয়াছিলাম যে, নিজের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কখনও রাখিব না।

—অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি ইহাই দেখিয়াছি যে চাঁদা চাহিলেই পাওয়া যায় না।

—প্রথমেই আমি ইহা শিখিয়াছিলাম যে, টাকা ধার করিয়া জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট কাজ চালান উচিত নয়। সমস্ত ব্যাপারেই হয়ত জনসাধারণের শপথের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে—কিন্তু একমাত্র টাকা কড়ির ব্যাপারে তাহা করা যাইতে পারে না। আমি এমন কখনই দেখি নাই যে, লোকে যে পরিমাণ চাঁদা দিতে স্বীকার করে তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে তাড়াতাড়ি দেয়।

—জনসাধারণের কাজে সময়ে সময়ে ছোট খাট খুচরা খরচে মিলিয়া অনেক টাকা খরচ হইয়া যায় দেখিয়া আমি প্রথমেই ঠিক করিয়াছিলাম যে, রসীদ বইগুলিও আমি ছাপাইব না। আমার অফিসে একটি সাইক্লোষ্টাইল মেশিন ছিল। সেই মেশিনটীতেই আমি রসীদ এবং রিপোর্টগুলি মুদ্রিত করিয়া লইতাম। যখন কংগ্রেস ভাণ্ডারে টাকা যথেষ্ট থাকিত এবং সদস্য সংখ্যা ও কাজ বাড়িয়া যাইত, কেবল তখনই আমি এইসব রসীদ পত্রাদি ছাপাইয়া লইতাম। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই রকম মিতব্যয়িতা যদিও একান্ত প্রয়োজন, তবুও আমি জানি প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহা করা হয় না। এই কারণেই একটী ছোট অথচ একটী ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রতিষ্ঠানের প্রথম অবস্থায় এইসব খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া আলাচনা করা আমি প্রয়োজন মনে করিলাম।

—বহু সংখ্যক সারকুলার প্রভৃতি চারিদিকে পাঠান একদ্বারা সম্ভবপর ছিল না এবং বাহিরের সাহায্য আমাদের বড়বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়া ছিল। টাকা দ্বারা অবশ্যই এরকম সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমার চল্লিশ বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যে সাহায্য তাহার সহিত এই অর্থদ্বারা ক্রীত সাহায্যের কোন তুলনাই চলিতে পারে না।

—প্রত্যেক যুবকই আমার জীবনের পৃষ্ঠা হইতে এই শিক্ষা লউক যে, তাহার যাহা কিছু আয় ও ব্যয় হইবে, তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করিলে পরিণামে আমার মতই সে লাভবান হইবে—ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি।

—লোকে যে টাকা চাঁদা দিত, সেই টাকার জন্য কোন রসীদ লওয়ার প্রয়োজন তাহারা কখনও মনে করিত না। আমরা কিন্তু জোর করিয়া রসীদ দিতাম। ইহাতে প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব থাকিত। .....যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই খুব সাবধানতার সঙ্গে হিসাব রাখা—একান্ত অপরিহার্য্য। এই রকম হিসাব না থাকিলে তাহাদের বদনামে পড়িতেই হয়। প্রতিষ্ঠান ঠিকভাবে হিসাব না রাখিলে, সত্য জিনিসটীকে ঠিক অকলঙ্ক ভাবে বজায় রাখা সম্ভব নয়।

—যে সব তরুণ জনসেবা কার্য্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী, তাহাদের উপকারের জন্য আমি এই ঘটনা লিখিতেছি। ডেপুটেশনের হিসাব রাখা সম্বন্ধে আমরা এতদূর নিখুঁত ছিলাম যে, জাহাজে নিতান্ত ছোট খাট

বিষয়েও যাহা খরচ-হইত, যেমন—সোডাওয়াটার, সেসমস্ত খরচেরও রসিদস্বরূপ আমরা ভাওচার রাখিয়াছিলাম। সেই রকমভাবে আমরা টেলীগ্রামেরও রসদি রাখিয়াছিলাম। আমরা সবিশদ হিসাব লিখিবার সময় খুচরা খাতে একটীও খরচ লিখিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। বিধি অনুযায়ী আমার হিসাবের মধ্যে "খুচরা খাতে" বলিয়া কোন হিসাবের উল্লেখ একেবারেই ছিলনা। যদিও বা ছিল তাহা কেবল এমন দু চার আনা খরচ মিলাইবার উদ্দেশ্যেই—যাহা সারাদিনের পরে হিসাব লেখার সময় কিছুতেই মনে করা যাইত না যে কি বাবতে খরচ হইয়াছে।

—আমি আমার এই জীবনে এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়াছি যে আমরা সাবালক হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ট্রাষ্টি বা দায়িত্বশীল এজেন্ট হইতে হয়। যতদিন আমরা আমাদের পিতামাতার অধীনে থাকি, ততদিন যে টাকার ভার বা ব্যবসায়ের ভার আমাদের উপর দেওয়া হয়, তাহার হিসাব আমাদের অবশ্যই দিতে হয়। তাঁহারা হয়ত আমাদের নির্ভুলতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন না এবং আমাদের নিকট হইতে হিসাব নাও চাহিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেই আমাদের দায়িত্ব চলিয়া যায় না। যখন আমরা স্বাধীন গৃহস্থ হই তখন পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। আমরাই একমাত্র আমাদের অর্জ্জিত সম্পদের স্বত্বাধিকারী নই, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিবারই ইহার সমঅংশভাগী। তাহাদের জন্যই আমাদের প্রতিটি পয়সার হিসাব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই যদি আমাদের এরকম দায়ীত্ব থাকে তবে সর্ব্বসাধারণের কাজে দায়ীত্ব ত আরও বেশী। আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, স্বেচ্ছাকর্ম্মীগণ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—তাহাদের উপর যে অর্থাদি বা ব্যবসায়ের ভারার্পণ করা হইয়াছে, তাহার সবিশদ হিসাব দিতে যেন তাহারা বাধ্য নন। কারণ সিজারের স্ত্রীর মত যেন তাহারা সব সন্দেহের অতীত। ইহা সম্পূর্ণ অন্যায়, কারণ হিসাব রাখিবার সঙ্গে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই। হিসাব রাখা একটা পৃথক কর্ত্তব্য। পরিষ্কার কার্য্য ব্যবস্থার জন্য হিসাব রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমরা স্বেচ্ছায় যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, সেই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কর্ম্মীগণ যদি ভয়ে বা চক্ষুলজ্জায় আমাদের নিকট হিসাব না চাহেন, তবে তাহারাও একই অপরাধে অপরাধী। যদি বেতনভোগী কর্ম্মচারী তাহার কৃত কাজের বা ব্যয়িত অর্থের হিসাব দাখিল করিতে বাধ্য থাকে, তবে স্বেচ্ছাকর্ম্মী ইহা করিতে দ্বিগুণ বাধ্য, কারণ সে যে কাজ করিতেছে সেই কাজই তাহার পুরস্কার। এটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। আমি জানি যে বহু প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ এবিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না। সেই জন্যই আমি এবিষয়ে প্রচারের জন্য এত কথা বলা প্রয়োজন মনে করিলাম।

—বহু জনপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া আমি যে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে আমার এইরূপ ধারণাই দৃঢ় হইয়াছে যে, কোন স্থায়ী অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়া কোন জন-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা ভাল নয়। স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের মধ্যেই জন-প্রতিষ্ঠানের নৈতিক অধঃপতনের বীজ নিহিত থাকে। জন-প্রতিষ্ঠানের অর্থই এই যে—প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সমর্থনে এবং জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হইবে। এই রকম প্রতিষ্ঠান যদি সাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে জন-প্রতিষ্ঠানরূপে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার কোন অধিকারই তাহার থাকে না। যে সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিয়া চলে—প্রায়ই দেখা যায় যে তাহারা জনমতকে উপেক্ষা ত করিয়াই থাকে, উপরন্তু জনমতবিরোধী যে কাজগুলি হয়, তাহার জন্যও ইহারাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী থাকে। আমাদের দেশে প্রতিপদেই ইহার সত্যতা আমরা দেখিতে পাই। কতকগুলি তথাকথিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ট্রাষ্ট তাহাদের অর্থের কোন হিসাবই দেয় না। ট্রাষ্টীরাই মালিক হইয়া পড়িয়াছে এবং কাহারও নিকট তাহাদের কোন দায়ীত্ব নাই। এবিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই যে ঠিক প্রকৃতির মতই, দৈনন্দিন যাহা পাওয়া যাইবে তাহাতেই জনপ্রতিষ্ঠানগুলি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবে—ইহাই তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার আদর্শ পথ। যে প্রতিষ্ঠানে

জনসাধারণের সমর্থন অর্জ্জন করিতে অক্ষম তাহার জনপ্রতিষ্ঠানরূপে অস্তিত্ব রাখিবার কোন অধিকারই নাই। জনপ্রতিষ্ঠান ও পরিচালনে সততার পরীক্ষা হয়। আমার অভিমত এই যে প্রত্যেক জনপ্রাতষ্ঠানকে এই কষ্টি পাথরে নিজেকে যাচাই করা উচিত। কিন্তু কেহ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। অনেক প্রতিষ্ঠানই এরকম আছে যাহার কাজই এরকম যে স্থায়ী ঘর বাড়ী ছাড়া চলিতে পারে না। আমার মন্তব্য কিন্তু এই রকম প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য নয়। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে—বৎসরে বৎসরে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যে বাৎসরিক চাঁদা পাওয়া যাইবে প্রতিষ্ঠানের চলতি খরচ তাহাতেই নির্ব্বাহ হওয়া উচিত।

অর্থনীতি ও গান্ধীজী

(ইয়ং ইণ্ডিয়া ও হরিজন হইতে সঙ্কলিত ও অনূদিত)

যথার্থ সুখ

আমরা দেখিতে পাই যে, মন একটী চঞ্চল পাখীর মত। এ যতই পায় ততই চায় এবং তবুও অতৃপ্ত থাকে। আমরা যতই কামনার পরিতৃপ্তিসাধন করিতে চাই, ততই তাহারা অসংযত হইয়া পড়ে। সেই জন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইন্দ্রিয়বিলাসের একটা সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, সুখ মনের একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র। শুধু ধনী হইলেই এক জন লোক সুখী হয় না। এই সকল লক্ষ্য করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে ভোগবিলাস হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন। আমরা যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে জানিতাম না, তাহা নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জানিতেন যে, আমরা যদি এইভাবে অভাবের প্রতি মনোনিবেশ করি তবে আমারা ইহার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব এবং আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির হানি হইবে। সেইজন্য তাঁহারা সমাক চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, আমরা হাত ও পায়ের দ্বারা যাহা করিতে পারি, তাহা করাই আমাদের উচিত। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের প্রকৃত সুখ ও স্বাস্থ্য হাত পায়ের উপযুক্ত ব্যবহারেই হইতে পারে। আমি বিশ্বাস করি না যে, বহু অভাবসৃষ্টি ও তাহার পূরণ করিবার জন্য কলকারখানা স্থাপন করিয়া আমরা পৃথিবীকে তাহার লক্ষ্যের দিকে একপাও অগ্রসর করিতে পারিয়াছি। দূরত্ব ও সময় সংক্ষেপ করিবার ও দৈহিক ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে যে উন্মত্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে, আমি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি।

মানুষের অবসর একটি বিশেষ সীমা পর্য্যন্ত ভাল ও প্রয়োজন। ঈশ্বর মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আহার্য্য সংস্থান করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যাদুকরের টুপী হইতে আমরা যাহা চাই, এমন কি খাদ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত, বাহির করিবার যদি কোন সম্ভাবনা থাকিত, আমি তাহা ভয়ের চক্ষে দেখিতাম। যদি আমেরিকা হইতে কয়েকজন কোটীপতি লোক আসিয়া আমাদিগকে যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য দিবার প্রস্তাব করে এবং কাজ না করিয়া তাহাদের বদান্যতা দেখাইবার সুযোগ দিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করে, আমি তাহাদের সদয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সোজাসুজি অস্বীকার করিব—বিশেষতঃ এই কারণে যে, ইহা আমাদের জীবনের মৌলিক ধর্ম্মে আঘাত করিতেছে।

যন্ত্রের অত্যাচার

যে কার্য্য করিতে হইবে তাহার জন্য যদি শ্রমিকের অভাব থাকে, তবে যন্ত্রের সাহায্যে তাহা উৎপন্ন করা ভাল। যেখানে, যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, যে কার্য্য করিতে হইবে তাহার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক আছে, সেখানে ইহা মন্দ। আমাদের সমস্যা ইহা নয় যে, গ্রামে গ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে, কি উপায়ে তাহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়। সমস্যা ইহাই যে, কি উপায়ে তাহাদের অলস সময়ের সদ্ব্যবহার

করিতে পারা যায়—সে সময়ের পরিমাণ বৎসরের মধ্যে ছয় মাসের সমান। প্রাণহীন কলকারখানাগুলিকে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে বিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ জীবন্ত কলকারখানাগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা অসঙ্গত।

অতীব শোচনীয় ব্যাপার এই যে, লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের হাত হাতের ন্যায় ব্যবহার করিতে বিরত হইয়াছে। মানুষের প্রতি প্রকৃতির এই দান অন্যায়ভাবে নষ্ট করার জন্য প্রকৃতি আমাদের উপর তীব্র প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা এই যে অদ্বিতীয় জীবন্ত যন্ত্ররূপ শরীর পাইয়াছি, তাহা মরিচা ধরাইয়া নষ্ট করিতেছি এবং তাহারই পরিবর্ত্তে প্রাণহীন কলকারখানা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

অদ্ভুত বলিয়া মনে হইলেও সাধারণভাবে বলিতে গেলে, প্রত্যেকটী কল গ্রামবাসীদের পক্ষে মারাত্মক। আমি সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া দেখি নাই, কিন্তু আমি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, প্রত্যেকটী কলের শ্রমিক গ্রামের অন্ততঃ দশজন শ্রমিকের কাজ করে। এইরূপে সুতা ও কাপড়ের কলগুলি গ্রামবাসীদের একটী প্রধান অন্নসংস্থানের উপায় হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু যদি কলে কাপড় প্রস্তুত হওয়ায় গ্রামের শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হয়, চালের কল ও ময়দার কলে শুধু হাজার হাজার গরীব মেয়ে শ্রমিকের কাজই বন্ধ হয় না, তাহার উপর সমস্ত অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানি হয়। আমরা চোখের সামনে এই প্রক্রিয়া দেখিতেছি। ছোট ছোট ময়দার কল 'চাকী'কে স্থানচ্যুত করিয়াছে, এবং তেলের কল গ্রাম্য 'ঘানি'কে স্থানচ্যুত করিয়াছে, চালের কল 'ঢেঁকি'কে স্থানচ্যুত করিয়াছে এবং চিনির কল গুড়ের 'কড়াই'কে স্থানচ্যুত করিয়াছে। গ্রামের শ্রমিক কর্ম্মহীন হওয়ায় গ্রামবাসী দারিদ্র্যগ্রস্ত হইতেছে এবং ধনী লোক অধিকতর বিত্তশালী হইতেছে। যদি এই প্রক্রিয়া বহুদিন ধরিয়া চলিতে থাকে তবে বিনা প্রচেষ্টায় গ্রামগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমি বিশ্বাস করি, সেইকার্য্য যন্ত্রের সাহায্যে করা ক্ষতিকর, যে কার্য্য কর্ম্মহীন লক্ষ লক্ষ হাতের দ্বারা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। ভারতবর্ষের উনিশ শত মাইল লম্বা ও পনের শত মাইল চওড়া আয়তন বিশিষ্ট সাতলক্ষ গ্রামে বিক্ষিপ্ত কোটী কোটী লোকের পক্ষে, যেমনভাবে তাহারা নিজেদের আহার্য্য প্রস্তুত করে, সেইরূপভাবে তাহাদের বস্ত্র উৎপাদন করা সকল সময়েই নিরাপদ ও শ্রেয়। এই গ্রামগুলি যদি তাহাদের জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলির উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব করিতে না পারে, তাহা হইলে যুগ যুগান্ত ধরিয়া তাহারা যে স্বাধীনতা পাইয়া আসিয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না।

ভাল হউক, মন্দ হউক, পাশ্চাত্য অর্থে ভারতবর্ষ শিল্প প্রধান হইবে কেন? পাশ্চাত্য সভ্যতা নগরমুখী। ইংলণ্ড ও ইটালীর মত ক্ষুদ্র দেশ তাহাদের জীবনের ধারা নগরাভিমুখী করিতে পারে। আমেরিকার মত অল্পসংখ্যক অধিবাসীবিশিষ্ট সুবৃহৎ দেশের পক্ষে অনুরূপ করা অসম্ভব। কিন্তু সকলেই মনে করে, বহুজনসমাকীর্ণ, স্বাবলম্বী গ্রাম্য ঐতিহ্যসম্পন্ন বিরাট দেশের পক্ষে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুকরণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই বা থাকা উচিত নয়।

আমি (সকল যন্ত্রের বিরোধী) কেমন করিয়া হইতে পারি, যখন আমি জানি যে এই শরীর একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রবিশেষ? চরকা একটী যন্ত্র, ক্ষুদ্র খড়কেও একটী যন্ত্র। আমি যন্ত্র লইয়া মাতামাতির বিরুদ্ধে আপত্তি করি, যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। মানুষ শ্রম সংক্ষেপ করিতে মত্ত হওয়ার ফলে হাজার হাজার লোক বেকার হইয়া পড়ে এবং রাস্তায় রাস্তায় না খাইয়া মরে। আমি সময় এবং শ্রম লাঘব করিতে চাই, মানুষের একটী অংশবিশেষের জন্য নয়, সকলের জন্য। আমি সামান্য কয়েক জনের নয়, সকলের হাতেই ধন পুঞ্জীভূত দেখিতে চাই। আজকাল যন্ত্র মাত্র কয়েক জনকে লক্ষ লক্ষ লোকের পিঠে চড়িয়া বেড়াইতে সাহায্য করে। ইহার পশ্চাতে শ্রমসংক্ষেপ করিবার কোন প্রেরণা নাই, আছে লোভ। এই কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে আমি আমার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতেছি।

যে সকল যন্ত্র জনসাধারণকে শ্রম করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করে না, অধিকন্তু তাহাকে সাহায্য করিয়া তাহার পারদর্শিতা বৃদ্ধি করে, এবং মানুষ যাহার ক্রীতদাস না হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে,

সেই সকল যন্ত্রাদি সংরক্ষিত হইবে। যদি আমরা গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি পাই এবং গ্রামবাসীগণ যদি তাহার সাহায্যে তাহাদের হাতিয়ার পত্র চালনা করে, আমি তাহাতে কিছু মনে করি না। কিন্তু গ্রাম্য সমাজ বা রাষ্ট্র ঐ সকল বিদ্যুতের কারখানার মালিক হইবে, যেমন তাহারা তাহাদের গোচারণভূমির মালিক। সকলের মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞানের যে কোন আবিষ্কার আমি মূল্যবান মনে করি। কিন্তু আবিষ্কারগুলির মধ্যে প্রভেদ আছে। যে সকল গ্যাসে বহুলোক একসঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যায়, তাহার প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও ঔৎসুক্য নাই। যে সকল জনহিতকর কার্য্য মানুষের শ্রমসাধ্য নয়, তাহার জন্য যে ভারী যন্ত্রপাতি আবশ্যক, তাহার স্থান অনিবার্য্য। কিন্তু তাহা জাতীয় সম্পত্তি হইবে এবং সকল লোকের হিতার্থে ব্যবহৃত হইবে। যে যন্ত্রে কয়েকজনকে ধনশালী করিবার জন্য বহুকে নষ্ট করিতে হয় অথবা বিনা কারণে বহুর হিতকারী পরিশ্রম ব্যাহত করিতে হয়, তাহার প্রতি আমার কোন দরদ নাই।

আপনাদের 'বহু উৎপাদন' এমন পারিভাষিক শব্দ যাহাতে অতি জটিল যন্ত্রের সাহায্যে সর্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোকের উৎপাদন বুঝায়। আমার 'বহু উৎপাদন' বহুসংখ্যক জনসাধারণের গৃহে গৃহে উৎপাদন। যদি একজন লোকের উৎপাদনকে লক্ষগুণ করা যায়, তবে বিরাট পরিমাণে বহু উৎপাদন হইবে না কী? আমার সেইরূপ প্রাথমিক যন্ত্রের আবশ্যক যাহা আমি লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরে রাখিতে পারি।

যদি ভারতবর্ষকে অহিংসার পথে বিকাশলাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে বহু বিষয় বিকেন্দ্রীকরণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীকরণ যথোপযুক্ত বলপ্রয়োগ ব্যতীত ধারণ করা বা রক্ষা করা যায় না। সাধারণ গৃহে, যেখানে চুরি করিবার কিছু নাই, সেখানে পুলিশের আবশ্যক হয় না। কিন্তু ধনীদের অট্টালিকা ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য প্রহরীর প্রয়োজন। বিরাট কলকারখানা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। বিতরণ ও উৎপাদনের মধ্যে তখনই সমতা রক্ষা করা সম্ভব, যখন উৎপাদন স্থানীয় করা যায়, অর্থাৎ উৎপাদন ও বিতরণ একসঙ্গে চলিতে থাকে।

আপনারা আমাকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্প সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন। এরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে উৎপাদন ও বিতরণ দুইই রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, যেমন আজকাল শোভিয়েট রাশিয়ায় হইতেছে, ইহা একটী নূতন পরীক্ষাসাপেক্ষ ব্যবস্থা। ইহা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর ফলবতী হইবে, আমি বলিতে পারি না। যদি উক্ত ব্যবস্থা বলপ্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, আমি ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিব। কিন্তু আজ কাল, যেহেতু উক্ত ব্যবস্থা বলপ্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি জানিনা ইহা কোথায় এবং কতদূরে লইয়া যাইবে।

পণ্ডিত নেহেরু যন্ত্রশিল্পের প্রসার চান, কারণ তিনি মনে করেন যে ইহা সমাজের স্বার্থে নিয়োজিত হইলে দনতন্ত্রের দোষমুক্ত হইবে। আমার নিজের মত এই যে, দোষগুলি যন্ত্রশিল্পের অঙ্গীভূত, এবং সমাজের স্বার্থে যতই উহা পরিচালিত হউক না কেন, কিছুতেই ইহাদের মূলোৎপাটন করিতে পারা যাইবে না।

খাদী অর্থনীতি

আমি প্রগতি চাই, আমি আত্মনিয়ন্ত্রণ চাই, আমি স্বাধীনতা চাই, কিন্তু আমি এই সমস্তই আত্মার জন্য চাই। আমার সন্দেহ আছে, এই লৌহ যুগ প্রস্তর যুগ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত কি না। আত্মার বিকাশের জন্যই বুদ্ধি ও অন্যান্য বৃত্তি নিয়োগ করিতে হইবে। আমার পক্ষে, আধুনিক যন্ত্রসম্ভারে সজ্জিত একজন লোকের পক্ষে মানুষের জন্য স্থায়ী এবং নূতন আবিষ্কার করার সম্ভাবনা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু একজন লোক, যাহার পথ দেখিবার বা বন্দুকে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য শুধু এক টুকরা পাথর ও লৌহখণ্ড সম্বল, তাহার যে নিত্যনূতন স্তবগান গাহিবার বা এই পীড়িত সংসারে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী প্রচার করিবার সম্ভাবনা আছে,—আমার পক্ষে ইহা কল্পনা করা আরও সহজ। চরখার আবেদন মানুষের শ্রমের মর্য্যাদা স্বীকার করার আবেদন।

আমি দারিদ্র্য এবং কার্য্য ও ধনের দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য একমাত্র সহজলভ্য উপায় হিসাবে হাতে সুতাকাটার প্রস্তাব করিয়াছি। যাহারা ভারতবর্ষ

এবং মানবকে ভালবাসে, তাহাদের এই সমস্যাই চিন্তা করিতে হইবে, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও দুঃখ মোচন করিবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কী কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি, যে কোন জলসেচনের বা অন্যরূপ কৃষি উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করুক না কেন, তাহা ভারতের বিশালভাবে বিক্ষিপ্ত জনতার উপযোগী হইতে পারে না; কিংবা যে অগণিত লোক সর্ব্বদাই কর্ম্মচ্যুত হইতেছে, তাহাদের কর্ম্ম যোগাইতে পারে না। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে এইরূপ একটি সর্ব্বসাধ্য উৎপাদনকারী বৃত্তির প্রয়োজন, যাহা যে কোন সময়েই করা যায় এবং যাহার জন্য কোন বিশেষ পারদর্শিতা বা দীর্ঘদিনব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা আবশ্যক হয় না। হাতে সুতাকাটাই এইরূপ একমাত্র বৃত্তি।

খদ্দর অর্থনীতি সাধারণ অর্থনীতি হইতে পৃথক। শেষোক্তটি মানুষ-অংশটীর প্রতি কোন লক্ষ্য রাখে না। প্রথমোক্তটি মানুষ লইয়াই সর্ব্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট। শেষোক্তটী পশুই স্বার্থপরতাপূর্ণ, পূর্বোক্তটী স্বভাবতঃই স্বার্থহীন। প্রতিযোগিতা ও তজ্জনিত মূল্য খদ্দরের ধারণা-বহির্ভূত। হোটেল এবং পারিবারিক পাকগৃহের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নাই। গৃহকর্ত্রী তাহার নিজের পরিশ্রমের মূল্য এবং ঘরের মেজের ভাড়া প্রভৃতি হিসাব করিবার কথা ভাবেন না। তিনি নিজে জানেন যে, পারিবারিক পাকগৃহ পরিচালনা করা, সন্তান লালন পালন করার মতই কর্ত্তব্য। তাঁহাকে যদি মূল্যের হিসাব করিতে হইত, তাহা হইলে বাস্তবের যুক্তিতে তাঁহাকে পাকগৃহ ও সন্তান সন্ততি বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে হইত। আমাদের অন্তর্নিহিত আলস্যই আমাদিগকে দেখিতে দিতেছে না যে আমরা ভারতীয় মানবের প্রতি অন্যায় করিয়াছি। আমরা যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি এবং শান্তিদায়িনী চরকায় ফিরিয়া আসিতে পারি।

স্বদেশী

অনেক চিন্তা করিয়া আমি স্বদেশীর একটী সংজ্ঞা নিরূপন করিয়াছি যাহা ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে। স্বদেশী বলিতে সেই ভাবধারা বুঝায় যাহা আমাদের অপেক্ষাকৃত দূর ছাড়িয়া নিকটতর পরিবেষ্টনীর মধ্যে কার্য্য ও সেবা সীমাবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করে। জনসাধারণের গভীর দারিদ্র্য, আমাদের অর্থনৈতিক ও শিল্পমূলক জীবনে স্বদেশী ভাব হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার সর্বনাশা ফল। যদি কোন বাণিজ্য-দ্রব্য ভারতবর্ষের বাহির হইতে আমদানী না করা হইত তবে ভারতবর্ষ মধুময় হইয়া থাকিত। আমি স্বদেশীকে প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে গৃহিত বিদেশী বর্জ্জনের আন্দোলনরূপে মনে করি না। আমি ইহাকে সর্বগ্রাহ্য ধর্ম্মের নীতি বলিয়া মনে করি।

বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিদেশীদ্রব্যের বাণিজ্য সম্বন্ধে আমি অল্পবিস্তর উদাসীন। বিদেশী দ্রব্য বিদেশী বলিয়াই তাহার বর্জ্জন করিবার আমি কখনও পক্ষপাতী ছিলাম না। যে সকল বিদেশীদ্রব্য আমদানি করিলে আমাদের স্বদেশের স্বার্থে ক্ষতি হয়, আমার অর্থনৈতিক ধর্ম্ম তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বলে। আমি হিংসা বা ঘৃণা প্রণোদিত হইয়া একটীও বিদেশীদ্রব্য বর্জ্জন করার সমর্থন করিতে পারি না।

সাম্য

যতদিন পর্য্যন্ত ধনী ও লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান থাকিয়া যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অহিংস শাসনপ্রণালী পশুতেই অসম্ভব। স্বাধীন ভারতবর্ষে দিল্লী নগরীর প্রাসাদশ্রেণী ও দরিদ্রশ্রমিকের কুৎসিৎ জীর্ণকুটিরগুলির বৈষম্য একদিনের জন্যও থাকিতে পারে না; কারণ তখন একজন দরিদ্র একজন ধনী ব্যক্তির সহিত সমান ক্ষমতার অধিকারী হইবে। যদি স্বইচ্ছায় ধন এবং যে ক্ষমতা ধন হইতে আসে, তাহা পরিত্যাগ করা না হয় এবং সকলের মঙ্গলের জন্য তাহা ভাগ করিয়া লওয়া না হয়, তবে একদিন সহিংস ও রক্তাক্ত বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। যতই বিদ্রূপ করা হউক না কেন, আমি এখনও 'গচ্ছিত রাখার' মতবাদে আস্থা রাখি। ইহা সত্য যে ইহা সহজসাধ্য নয়। সেইরূপ অহিংসাও কষ্টসাধ্য। আমরা অহিংস প্রণালী দেখিয়াছি। ইহা কোথাও সাফল্যলাভ করে নাই। অনেকে বলে যে, রাশিয়াতে ইহা বহুলাংশে

সফলতালাভ করিয়াছে। আমার সন্দেহ আছে। এখন পর্য্যন্ত অবিসংবাদিতভাবে দাবী করিবার সময় আসে নাই। আমাদের অহিংস পরীক্ষা এখনও চলিতেছে। আমাদের দেখাইবার মত এখনও কিছু হয় নাই। কিন্তু আমার পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে এই প্রণালী কার্য্যকরী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যদিও ইহা সমতার দিকে অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে; এবং অহিংসা হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করে বলিয়া এই পরিবর্ত্তন যখন সাধিত হয়, তখন ইহা স্থায়ী হইতে বাধ্য।

আমার আদর্শ সমঅংশে বিতরণ। কিন্তু আমি যতদূর দেখিতে পাইতেছি তাহা সম্ভব নয়। সেইজন্য আমি ন্যায্যভাবে বিতরণের জন্য কার্য্য করিয়া যাইতেছি।

সমাজতন্ত্র

সত্যকার সমাজতান্ত্রিকতার শিক্ষা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন, "সমস্ত ভূমিই গোপালের, তবে তাহার মধ্যে সীমানির্দ্দেশ কোথায়? মানুষই সেই সীমানির্দ্দেশের প্রবর্ত্তক এবং সেইজন্য মানুষই তাহা বিনষ্ট করিতে পারে।" গোপাল অর্থে পশুপালক; ইহার অন্য একটি অর্থ 'ভগবান'। আধুনিক ভাষায় ইহাকে রাষ্ট্র বলিতে পারা যায়, অর্থাৎ জনসাধারণ। আজকাল যে ভূমি জনসাধারণের নয় তাহা নিদারুন সত্য। কিন্তু ইহা শিক্ষার দোষ নয়, ইহা আমাদের দোষ; কারণ আমরা সেই শিক্ষানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি নাই।

ভারতের পথ

ভারতের নিয়তির গতি পশ্চিমের রক্তাক্ত পথে নয়। ইহা সরল ও ধর্ম্ম জীবনসম্ভূত শান্তির রক্তহীন পথে।

ছাত্রদের প্রতি গান্ধীজী

প্রভাত কুমার মল্লিক

স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদল তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে নানাবিধ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা নিয়ে। সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ জুলুমে পর্য্যবসিত হয়েছে। বিফলমনোরথ তাঁর কাছে কেহই হয় নাই। ছাত্রদের দাবী তাঁর কাছে স্থান পেয়েছে সবার আগে। তিনি আশা রাখতেন, এরাই একদিন সমস্ত ভারতকে ভেঙ্গে গড়বে, এরাই আনবে ভারতে নবযুগের আলো। এদিকে সাবধান করে তিনি বলেছেন, ছাত্রদেরই জাতিগঠনের মহান দায়িত্ব বহন করতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকৃষ্টতম অনুকরণ এবং নির্ভুল ইংরাজী বলবার ও লিখবার ক্ষমতা, কোনটাই স্বাধীনতা লাভের বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না। যে পদ্ধতিতে তাদের শিক্ষাদান করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, আর সেই ব্যয়ভার বহন করেছে ভুখা ভারত সন্তান। ছাত্রদল যেন কোনও দিনই না ভুলে যায় যে সমগ্র জাতির নিকট তারা ঋণী এবং এই ঋণ তাদের শোধ করতে হবে জীবন দিয়ে। সমগ্র জাতির যা কিছু ভাল তা এদিকে আহরণ করে রাখতে হবে এবং মুক্তি সংগ্রামে চলতে হবে সবার আগে।

বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি (যার এতদিন আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া উচিৎ ছিল) আমাদের দেশে আমদানী করা জিনিষ। বৈদেশিক শাসনতন্ত্র নির্ব্বিঘ্নে পরিচালনার মানবযন্ত্র প্রস্তুত করবার জন্যই এই বিজাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি ভারতের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়ে রাখা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন, তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছেন দলছাড়া গোত্রছাড়া এক অদ্ভুত ধরণের। ছাত্রজীবন শেষ করে কর্ম্মজীবনের প্রথম ধাপে অনেকেই অনুভব করেন শিক্ষার ব্যর্থতা। শিক্ষাব্রতীদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, পূর্ণ মানুষ কেবল দেহ, মন বা বুদ্ধিই নয়। এ তিনের সুসংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস ঐক্যই পূর্ণতার পরিচায়ক। শিক্ষাপদ্ধতির কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করার উপর—যার দেহ মন ও বুদ্ধি পরিমিতভাবে বলিষ্ঠ এবং সক্রিয়।

ভারতবর্ষের জন্য কোনও শিক্ষাপ্রণালী প্রস্তুত করবার আগে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষ যত্নের সঙ্গে মনে রাখতে হবে:—

১। ভারতের দারিদ্র।
২। অধিকাংশ লোকের নিরক্ষরতা।
৩। এ দেশ কৃষি প্রধান।
৪। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মাতৃভাষা।

৫। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না দিলে শিক্ষক ও ছাত্রের অসুবিধা।
৬। এখানকার কৃষ্টি ও সভ্যতা বহুদিনের এবং গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সেই কৃষ্টি ও সভ্যতা।
৭। কুটির শিল্প (বিশেষতঃ বস্ত্র) প্রসারের প্রয়োজনীয়তা।
৮। স্বাবলম্বী ছাত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যালয় গড়ে তোলার যৌক্তিকতা।
৯। ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

এই সমস্ত ও আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে গান্ধীজী যে শিক্ষাপদ্ধতি তৈরী করেছেন তা জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা বা ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এর মূল তথ্য হল কারুশিল্পের সহায়তায় শিক্ষাদান। কারুশিল্প শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে শিক্ষার্থী আক্ষরিক জ্ঞান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। নিজের কর্ম্মক্ষমতা ফলপ্রসূ হতে দেখে ছাত্র আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয় ও তার সৃজনীশক্তি নব নব রূপে বিকাশ করার চেষ্টা করে। এই সিসৃক্ষা তাকে শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়া সহজ করে দেয়। অনেকে এ পদ্ধতি সমর্থন করেন না। তাঁদের যুক্তি—এ প্রকার শিক্ষাদান প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয়ের মাপকাঠির বাইরে যেতে পারে না এবং এ পদ্ধতি প্রতিভা বিকাশের পরিপন্থী। উত্তরে সংক্ষেপে এই কথাই বলা চলে যে, শিক্ষার বহুল প্রচারের ফলে বহু লুক্কায়িত প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাবে। অনেকে এও মনে করেন, মহাত্মা গান্ধী উচ্চ শিক্ষার বিরোধী। প্রতিবাদে তিনি জানিয়েছেন, একথা অসত্য। নিম্নলিখিত সর্ত্তে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে:—

১। রাষ্ট্র সেবার জন্য যতটা দরকার ততটা উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হবে এবং রাষ্ট্রই তার ব্যয়ভার বহন করবে।
২। সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য রাজস্বের (যা গরীবের অর্থের সমষ্টি মাত্র) এক কপর্দ্দকও ব্যয়িত হবে না।
৩। মাতৃভাষার মাধ্যমেই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হবে।

ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ছাত্রদের বিভিন্ন ধর্ম্মের সারমর্ম্ম জানতে হবে সেই সেই ধর্ম্মসাধকদের লিখিত বা কথিত উপদেশাবলীর ভেতর দিয়ে। এইরূপে জ্ঞানলাভ করলেই তারা জানতে পারবে যে সমস্ত ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক। সকলেরই চেষ্টা, সেই পরম এবং শাশ্বত সত্যকে জানবার—যার স্থান ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বহু উর্দ্ধে।

মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা যে শিক্ষার বাহন হতে পারে তা কল্পনা করাও কঠিন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ ব্যবস্থায় ছাত্রপ্রতি গড়ে ৬।৭ বৎসর সময় নষ্ট হয়, কারণ ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বুঝতে হলে চলনসই রকম ইংরাজী ভাষায় দখল থাকা দরকার। এই চলনসই জ্ঞান অর্জ্জন করতে ছাত্রকে অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হয়। নিম্নশ্রেণীতে যে বিষয় একবার মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় উচ্চ শ্রেণীতে আবার ঠিক সেই বিষয়ই ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। যে ছাত্রের ইংরাজীতে দখল কম তার পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সুকঠিন। ইংরাজ, ফরাসী বা অন্য কোন বিদেশীয় গ্রন্থকার লিখিত ভারতের ইতিহাস পড়ে আমাদের জন্মভূমি সম্বন্ধে ছাত্ররা বিদেশীয় মতই জানতে পারে। শিক্ষা হয় অসম্পূর্ণ, ধারণা হয় অস্পষ্ট। সময়, অর্থ ও পরিশ্রম দিতে হয় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। মাতৃভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব হলে অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করে নিতে হবে। যদি একজনের দ্বারা সম্ভব না হয় একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সেটা সম্ভব করতে হবে। একজন বা কয়েকজনের সময়ের মূল্য কখনই সমগ্র জাতির সময়ের মূল্য অপেক্ষা বেশী হতে পারে না।

অধ্যয়নই ছাত্রের তপস্যা একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যখন সমস্যাবহুল, তখন ছাত্রদল অধ্যয়ন নিয়েই ব্যস্ত থাকবে এ কথা ভাবাও কষ্টকর। তারা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অনুশীলন করবে। যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে মতবাদ সৃষ্টি করবে এবং প্রয়োজন হলে সক্রিয়ভাবে তার বিরোধিতা করবে। স্বাধীনতার যুদ্ধে ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তা

অন্য কাহারও অপেক্ষা কম নয়। কেবল শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রকাশক ধ্বনি উচ্চারনেই তাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৈন্যদলের অপেক্ষা তাদিকে নিয়মানুগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। সত্য ও অহিংসার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। সেবা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিজের কার্য্যদ্বারা প্রমাণ করতে হবে। অনুন্নতকে উন্নত করার চেষ্টাই জীবনে ব্রত বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজে স্বাবলম্বী হয়ে অপরকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে হবে। এইরূপ পূতচরিত্র, সংযত, নির্ভীক ছাত্রদলই স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক বলে পরিগণিত হবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে সৈনিকরূপে যোগদান ও নিয়মিত লেখাপড়া করা এ দুটো কখনও একসঙ্গে চলতে পারে না। একটা না ছাড়লে অপরটাতে পূর্ণ আত্মনিয়োগ অসম্ভব। কোনও কারণে যাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করা ঘটে উঠছে না তাঁরা গঠনমূলক কাজে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেন। তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন স্বাধীনতালাভের ও স্বাধীনতারক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহ। সকলকে এই সত্য জানিয়ে দেবেন—চরখায় যে সুতা প্রস্তুত করা হচ্ছে তার প্রতি গজ অন্নবস্ত্রহীন কুটীরবাসীর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করবে। প্রচার করবেন সত্য ও অহিংসার বাণী ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার মহিমা। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশগুলি সম্পূর্ণভাবে দেশের কল্যাণকর কাজের জন্য নিয়োজিত করতে হবে। এই সময়ের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:—

১। সহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়া—
২। শিক্ষাবিস্তারকল্পে দিনে ও রাত্রে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা। শিক্ষার বিষয় সংক্ষিপ্ত ও সুচিন্তিত হওয়া দরকার—
৩। হরিজন বস্তি সাফাইএর কাজ—
৪। হরিজন বালকবালিকাদের গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া ও গল্পের সাহায্যে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ, ভূগোল ও ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষাদান—
৫। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শোনান—
৬। সহজসাধ্য ভজন গান শিক্ষা দেওয়া—
৭। হরিজন বালকবালিকাদের সহস্তে পরিচ্ছন্ন করা ও সকলকে সাধারণ স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দেওয়া—
৮। হরিজনদের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা—
৯। পীড়িতের সেবা—

গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ

ভূপেন্দ্র নারায়ণ

গত বৈশাখের শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে যখন পাটনায় বাপুজীর দর্শন পাই এবং তাঁহার সুমিষ্ট উপদেশে মনের সমস্ত কালিমা ধৌত করি তখন কখনও ভাবিতে পারি নাই যে এই বৎসরই শেষের দিকে এমন ভাবে তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। তাঁহার স্নানের পরেই দেখা করার সময় ছিল। তাঁহার সমস্ত গাত্র হইতে যেন আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন "এখন কাহারও সঙ্গে দেখা করি না কিন্তু তুমি যখন এসেছ তখন দেখা না করে পারি না।" তাঁহার এই অপূর্ব স্নেহমাখা কথাগুলি শুনিয়া আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার অনেকক্ষণ বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে কেবল তাঁহার করুণাস্নিগ্ধ মুখখানার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তাঁহার বক্ষ অনাবৃত ছিল, বক্ষের মধ্যস্থল একটা লাল আভায় রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি নোয়াখালি হইতে আসিয়াছেন, আমার মনে হইল, ভ্রাতৃবিরোধের পরিণতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় যেন রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছে। পরে জানিতে পারিয়াছি যে মহাযোগীদেরই ঐরূপ হৃদয়পদ্ম ফুটে উঠে।

মানভূমের আদিবাসীদের কথা জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম যে "বাপু, আপনি ত সবই জানেন তবে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আদিবাসীদের মধ্যে একটী স্বাভাবিক জাগরণ এসেছে—তারা তাদের কুঅভ্যাস ও নেশা পরিত্যাগ করে উন্নত সমাজ গঠনে ব্রতী হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনার প্রভাবেই তাদের মনে এই জাগরণ এসেছে।" মৃদু হাস্য করে নিরুত্তর রইলেন।

হিন্দু সমাজের জাতের মোহ ও সংস্কার হিন্দুকে অধঃপতিত করে রেখেছে। এই কুসংস্কারের মোহ থেকে উদ্ধার করতে হলে আমার মনে হয়েছিল যে "জন্ম দ্বারাই জাতি ঠিক হয় না কর্ম্ম দ্বারাই ঠিক্ হয়"—এরূপ একটা slogan —ধ্বনি সৃষ্টি করা আবশ্যক। সেটা নিবেদন কর্লাম, বাপুজী উত্তর দিলেন যে "কর্ম্ম বললেই পরে অর্থ হবে ভাল কাজ। কিন্তু ভাঙ্গীর কাজকে কেহ ভাল কাজ বলে মনে করে না। আমি এখন সেজন্য নিজেকে ভাঙ্গী (মেথর) বলে পরিচয় দিই।" পরে বল্লেন যে "জাত কথাটা তুলে দিতে হবে। মানুষ ও তাহার মানবতাই হবে সত্যিকারের মাপকাঠি।"

পরে Non-violence of the brave অর্থাৎ বীরের অহিংসা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বল্লেন যে "তুমি ত জান যে জয়প্রকাশকে আমি পুত্রের মতই স্নেহ করি। তোমার ও জয়প্রকাশের চিন্তার মধ্যে হিংসার ভাব থেকেই যায়।" কিছুক্ষণ পরে একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন যে "আমার শেষ পরীক্ষা এই হবে, মৃত্যুবরণ কর্ব্বার সময়েও যেন মনে কোনও প্রকার বিদ্বেষ বা বিকার না আসে।"

গত ৩০শে জানুয়ারী মর্ম্মান্তিক ঘটনার পরে কেবল তাঁহার এই শেষ ইঙ্গিতের কথাই মনে পড়েছে এবং মন আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। নিতান্ত পাপী বলেই তাঁর এই পুণ্য স্পর্শ পেয়েও উপলব্ধি কর্ত্তে পারি নাই যে জগতের শ্রেষ্ঠ সত্যাশ্রয়ীর এরূপ পরিণামই হবে। সেদিন সন্ধ্যারতী যখন শোকরুদ্ধ কণ্ঠে বাপুজীর মুখের বর্ণনা করিতেছিলেন, তখনই বুঝিলাম যে অহিংসার শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। মুখের ক্ষমা সুন্দর হাসি এবং বিশ্বনিন্দুকের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা—এই দুটি জিনিষই তাঁর সাধনাময় জীবনের চরম অভিব্যক্তি। এই দুইটী জিনিষই ভবিষ্যৎ মানবজাতির ধ্যানের বস্তু হইয়া থাকিবে।

পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই এরূপ মৃত্যুবরণ দেখা যায় নাই। তাঁর এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই মনে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কথা জেগে উঠেছে। যীশু হাসিমুখে এই অমানুষিক শাস্তি বরণ করে নিয়েছিলেন। মহাযোগীর মতই আততায়ীদিগকে ক্ষমা করতে বলে গিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানেই উহা বরণ করেছিলেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে অনেক হঠযোগীর ঐরূপ অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে গেছেন। তখনকার রাজশক্তি যীশুর বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল।

কিন্তু আজকার এই ঘটনা যেমন অতর্কিত তেমনই অপ্রত্যাশিত। বিশ্বের মানব তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করে কাতর স্বরে অনুরোধ করছে, রাজশক্তি তাঁহার পদতলে বসিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করছে, এই সময়ে ঘাতকের গুপ্তহস্ত অতি অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার চিত্তের বিকার ঘটাইতে পারিল না, অটল ভগবৎ বিশ্বাসের বাঁধ ভাঙ্গিতে পারিল না—ইহাই আশ্চর্য্য। আততায়ীকে ক্ষমা করে, করজোড়ে রাম নাম বলিতে বলিতে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই এরূপ অতর্কিত আক্রমণেও ভ্রান্ত হন না।

অহিংসার চরম পরীক্ষা দেখাইলেন। তিনি নানাভাবে নানাস্থানে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। সজ্ঞানে অহিংসার আচরণে কোথাও তাঁহার ভুল হয় নাই। অতি সাধারণভাবে যখন নাতনীদের কাঁধে ভর করিয়া প্রার্থনা সভায় যাইতেছিলেন তখন ঘাতকের এই অতর্কিত আক্রমণেও স্বীয় সাধনার চরম অভিব্যক্তি দেখাইয়া গেলেন। অহিংসা পূর্ণ হইলে মানুষের আসে মুক্তি। চরম ও শেষ পরীক্ষায় বিজয়ী হইয়া আজ তিনি অমর হইয়া গেলেন।

মৃত্যু বড় কঠোর বিচারক। মৃত্যু দ্বারাই অমৃতের সন্ধান আসে। যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুবরণই তাঁহাকে জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণও তাঁহাকে জগতের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে।

সুতরাং তাঁর এই তিরোধানে শোক করিবার কিছুই নাই। তাঁর জীবন মৃত্যু তিনি ভগবানের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে, ভগবান যতদিন তাঁহার এই নশ্বর দেহ দ্বারা কাজ করাইবার ইচ্ছা করিবেন ততদিনই তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। তবে কি তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে?

এই প্রশ্নই শত শত বার ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে জাগিতেছে। সকলকেই প্রশ্ন করিতেছি—ভাই, বলিয়া দাও

ভগবানের এই লীলার অর্থ কি? কৈ তাঁর অভীষ্ট রামরাজ্য ত' এখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তাঁর কৃষাণ মজদুরের রাজত্ব ত' এখনও গড়িয়া উঠে নাই—তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েৎ রাজ ত' এখনও আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। তাঁর কথা কি বৃথা হইবে? সত্যাগ্রহীর কথা ত' কখনও বৃথা হয় না। তাই বিশ্বাস হইতেছে যে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এভাবে মৃত্যুবরণ না কর্লে তাঁর অভীষ্ট রামরাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যে যে ক্লেদ প্রবেশ করেছে তাঁর বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত না হলে সে ক্লেদ ধৌত হবে না। তাঁর মূঢ় অবচেতন শিষ্যদের মনে একটা গভীর আঘাত না দিলে ক্ষমতা লিপ্সার মোহ কাটবে না। শুধু ভ্রাতৃবিরোধ নয়—নানা প্রকার বিরোধ উপস্থিত হচ্ছে এবং হবেও। নানা সমস্যা নানারূপে দেখা দিয়ে তাঁহার বহু সাধনায় লব্ধ ভারতের স্বাধীনতাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করবে। একটা দেহ নিয়ে তাঁকে উন্মাদের মত ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ছুটাছুটি করতে হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে যে সকল সমস্যা তিনি লুক্কায়িত দেখেছেন তাহার মীমাংসা কর্ত্তে হলে তাঁকে বিদেহী হয়ে শত শত কর্ম্মীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে হবে। ভারতের নানা স্থানে নানারূপে শত সহস্র কর্ম্মীর আত্মবলিদানেই ভারতের স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। তাঁহার অভীষ্ট রামরাজ্য গড়ে উঠবে। সেজন্য আজ তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হবার জন্যই বিদেহী হইলেন। আসুন, আমরা তাঁহাকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হই।

বিদায়

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়

চলিছ? ক্ষণেক রহ!
অনুরোধ, শুধু জানাইয়া যাও
কোথা অদৃশ্য হও।
কোটি কোটি নর, কোটি কোটি চোখ,
কোটি কোটি চোখে একটি আলোক।
চোখের আলোক! চোখে ধূলা দিয়া
চোখের আলোক লও!

'ভৃত্য বিদায় যাচে।'
'তুমিও ত্যজিলে? বিদায়, সরযূ,
বিদায় তোমার কাছে।'
কত যুগ হ'ল, আজো সরযূর
সমুখ, পিছন, নিকট, সুদূর
সেদিনের সেই অন্তিম বাণী
পূর্ণ করিয়া আছে।

কোথায় লুকালে গিয়া!
যুগান্ত পরে আসিলে আবার
বিচার দণ্ড নিয়া।
'ভণ্ড' কাফের! রাজ বিদ্রোহী!
'অবোধ ইহারা।" 'মোরা শিশু নহি।'
'ক্ষমা কোরো পিতা, কাহারে হরিলে
মিছা কলঙ্ক দিয়া!

সে যুগ ফুরায়ে গেল।
নূতন জগত! নূতন জগতে
নূতন মানুষ এল।
'স্বাধীন এদেশ। আদেশ আমার
ক্রীতদাস-প্রথা নাহি র'বে আর,
উঠ দেশবাসী! এই গ্লানি সবে
নিঃশেষে মুছে ফেল।'

হীন সর্পের মত
লুকায়ে লুকায়ে কাহার হৃদয়
সহসা করিলে ক্ষত!
কত যুগ হ'ল, মানব-সমাজ
সে দিনের ব্যথা ভুলেছে কি আজ?
আজো কি তাহার ক্ষতমুখ দিয়ে
শোণিত ঝরে না সত?

'ইহাই আমার পণ
বিভেদ ঘুচাতে না পারি, করিব
উপবাস আমরণ।
এই হানাহানি! এ কিসের তরে?
আপনা নাশিছ আপনার করে!
জীবন-বেদীতে চির ধ্বংসকে
স্থাপিবার আয়োজন!

শুন সংসারবাসী,
শুন নরনারী, ক্লেরপতি আর
দীন দরিদ্র চাষী!

বিশ্বাস কর, সবার হৃদয়
এক-ই মহিমার অমৃত-আলয়।
সে আলো- প্রভায় কর্ম্ম, ধর্ম্ম
উঠুক সমুদ্ভাসি'।

একি অদ্ভুত শুনি!
কেন, কি কারণে, কিসের লালসে
করিতেছি খুনাখুনি!,
'হা রাম! হা রাম!' 'একি! কার স্বর!'
স্তম্ভিত ধরা অশ্রু-কাতর
দেখে সম্মুখে চির-ঘুমন্ত
সদা জাগ্রত মুনি।

যাহারে হরিছ তুমি
শুধু একবার দেখাও তাঁহারে
কি করে মর্ত্ত্যভূমি।
কত মহাদেশ! কত সমুদ্র!
কোথাও যামিনী, কোথাও রৌদ্র,
কোথাও অনল, কোথাও মলয়
ফিরিছে পুষ্প চুমি'।

এই বিচিত্র ধরা
আজি সন্ধ্যায় একটি রোদন
একটি বেদনা ভরা।
মানব আমরা! আমরা মানব!
দিগ্ দিগন্তে শুধু এই রব।
প্রলয়ের মুখে একি আশ্বাস
গ্লানি পবিত্র-করা!

মহাপ্রয়াণে

শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অহিংসার মন্ত্র জপি করি সিদ্ধিলাভ,
সত্যের মহিমা ঘোষি' ধরাতল মাঝে,
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি হলে আগুয়ান,
অমৃতের পুত্র তুমি, অমর বাঞ্ছিত-
ধামে কুণ্ঠাহীন চিতে। সে সবরমতী
আশ্রম কুটির ধন্য; যে প্রাঙ্গণে বসি'
করিতে সাধনা, আজ তাহা প্রভাহীন,
বিরসা প্রকৃতি —তোমার পরশানন্দ-
-নন্দিতামাধুরী। বিশ্ব বিমোহন কান্তি
হে মোহন দাস! পুণ্য কর্ম্ম লগনের
পূর্ণচন্দ্র তুমি। কস্তুরীর দিব্য সঙ্গে
হয়ে সুরভিত, চিত্তের মাধুর্য্য করি
আরো মধুময়, রুক্ষতা সাধন করি
কচ্ছদেশ মাঝে—তুচ্ছ করি তেয়াগিলে
ধনের তিয়াস, অস্পৃশ্যতা, ভেদজ্ঞান,
মিথ্যা, হিংসা-বাদ। অসহযোগের সাথে
যুগ আন্দোলন নিরলস কর্ম্মচক্রে
আবর্ত্তন করি, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন
করো দেশ মাঝে। শ্রমিক, মজুর আর
নিরক্ষর দলে 'হরিজন' বলি সবে
সম্ভাষি' সোহাগে, দানিলে জ্ঞানের আলো
শিক্ষাকেন্দ্র গড়ি'। সর্ব্বজন প্রিয় তুমি
সত্যের পূজারী। ব্রহ্মানন্দে হয়ে লীন
সাধনা তোমার। পতিত, নারকী, যারা
নৃশংস, দুর্জ্জন, নরাধম, পাপাচারী
ঘৃণ্য সবাকার—আশ্রিত-বৎসল সম
করুণা বিতরি', পতিত পাবন নাম
জানালে জগতে। ধৈর্য্যের প্রতীক তুমি;
নাহি হিংসালেশ; রক্তস্রোতে ভেসে গেল
ধরণীর ধূলি, ক্রন্দনের হাহাকারে
প্লাবিত ভুবন—তবুও অটল থাকি
স্থির, সুগম্ভীর, অপূর্ব্ব প্রেমের বাণী
শোনালে জাতিরে। কভু অনশনে, কভু
অর্দ্ধাশন করি, যে সিদ্ধ আসন তব
রেখে গেল, বীর! সুযোগ্য সাধক সেথা
সমাধি আসনে, যুগ যুগ ধরি ঢালি'
সেথা অশ্রুনীর—করুণার প্রস্রবন
সৃজিবে নূতন। বিশ্বময় শান্তিমঠ
করিবে স্থাপন, পূর্ণ করি হৃদয়ের
অপূর্ণ বাসনা। দুর্ভাগ্য দেশের আর
দুর্ভাগ্য জাতির—ভারত গৌরব সূর্য্য
হ'ল অস্তমিত। ক্ষীণ রশ্মিরেখা তার
ক্ষণপ্রভাসম, চকিত আলোক হানি,
পশিল অতলে।

সত্য ও অহিংসার উপরই আমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সত্যই আমার ভগবান, অহিংসা সেই ভগবানকে উপলব্ধি করিবার উপায়।

—সেই বিশ্বময় সর্বব্যাপী সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইলে—সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম প্রাণীকেও নিজের মত ভালবাসিতে সমর্থ হওয়া দরকার। যে ইহা কামনা করে, সে জীবনের কোন ক্ষেত্র হইতেই নিজেকে সরাইয়া রাখিতে পারে না। এই কারণেই—আমার সত্যের প্রতি অনুরক্তি আমাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছে। আমি সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে, বিনয়ের সহিত ইহাই বলিতে পারি যে—যাঁহারা বলেন ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির কোনই সম্বন্ধ নাই—তাঁহারা ধর্ম্ম কি তাহা জানেন না।

আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে সমস্ত জীবের সহিত একাত্মানুভূতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। আত্মশুদ্ধি না হইলে অহিংসার নীতি পালন করা শূন্য স্বপ্নবৎই থাকিয়া যায়। অন্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে কখনই ভগবানের অনুভূতি হইতে পারে না। সুতরাং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের পবিত্রতা সম্পাদনই আত্মশুদ্ধির অর্থ। এই আত্মশুদ্ধির কার্য্য অতীব সংক্রামক, সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে শুদ্ধ করে স্বভাবতই তাহা তাহার পরিবেশকেও পবিত্র করিয়া তোলে। —মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মাজীর চিতাভস্ম নিরঞ্জন

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রধান অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় প্রয়াগে—ত্রিবেণী সঙ্গমে। এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে শোকযাত্রা সহ ত্রিশলক্ষ লোকের সম্মুখে নিরঞ্জনানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিছু কিছু ভস্ম ভারতের তীর্থে তীর্থে ও অন্যান্য জায়গায় একই দিনে যথাবিহিত রামধুন, বিভিন্ন শাস্ত্রাদি পাঠ ও বেদমন্ত্রোচ্চারণ সহ অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। কিছু ভস্ম বিদেশে পাঠাইবার জন্য অথবা স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। কয়েকটি প্রধান স্থলের নাম দেওয়া হইল। কলিকাতা—ব্যারাকপুরে ভাগীরথী গর্ভে (গান্ধীঘাট)। দিল্লী—যমুনানদীতে। বোম্বাই—সমুদ্রে। নাসিক—রামকুণ্ডে। গোকর্ণ—অগ্নাশিনী নদীতে। আহমেদাবাদ—সবরমতী নদীতে। কাশী—হরিশ্চন্দ্রঘাটে গঙ্গাগর্ভে। মান্দ্রাজ—সমুদ্রে। কন্যাকুমারী—সমুদ্রে। আসাম—ব্রহ্মপুত্রনদে (গৌহাটি), শিবসাগরে, পরশুরামকুণ্ডে ইত্যাদি। শ্রীরঙ্গম—কাবেরী নদীতে। পুনায়—কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাইয়ের সমাধিতে কিছু রাখিয়া ইন্দ্রায়ণী নদীতে। আজমীর—পুষ্কর তীর্থে। পুরী—সমুদ্রে। ওয়ার্দ্ধা—পৌনার নদীতে। গয়া—ফল্গু নদীতে। মুঙ্গের—উত্তরবাহিনী গঙ্গায়। রামগড়—দামোদরে। জামসেদপুর—সুবর্ণরেখায়—ইত্যাদি। জম্মু, হায়দারবাদ, রামপুর, রাজকোট, বরোদা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য সমূহে।

মানভূমে শোকদিবস পালন

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুরুলিয়া, ধানবাদ, ঝরিয়া ও বিভিন্ন গ্রামে সূত্রযজ্ঞ, প্রভাত ফেরী, রামধুন, শোকযাত্রা ও সভায় প্রার্থনা ও শাস্ত্রাদিপাঠ করিয়া শোক দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও দরিদ্র ভোজনও হইয়াছিল। যে সকল স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল—মানবাজার, জিতান, গোবরঘুষিকেন্দ্র, বলরামপুর, পুঞ্চা, বাবুগ্রাম, গোপালপুর কেন্দ্র, কুলডি, বান্দোয়ান কেন্দ্র, বাঁশাবুরু, কেন্দা, গড়িবেড়ো, শাঁকা, গোবিন্দপুর, মোহনডি, বুরুহাতু কেন্দ্র, ধবনী, হরসুন্দরপুর, ভাগাবাঁধ, চাণ্ডিল, চেলিয়ামা, নিমডি, তোপচাঁচি, চিতরা, চাস, সতনপুর, চিকসিয়া, সিন্দরী, দেলাং, পাকবিড়রা, কালুহার, কুরা, বাঘাডাবর, রুকনিকেন্দ্র, পিটিদিরী, ঝালিদাকেন্দ্র, পেচাড়া, নূতনডি, রঘুনাথপুর, নডিহা, তানাসী, চেলিয়ামা (রঘুনাথপুর), আড়ষা, জয়পুরকেন্দ্র, জার্গোকেন্দ্র, পুয়াড়া অঞ্চল, হরিহরপুর, লৌলাড়া, চরপটিয়া, মাঠা, বামনি, কুড়কতোপা, কাশীপুর, ভূতাম, মৌতড়, হটমুড়া, বাঘমুণ্ডি, ইচাগড়, মাঝিহিড়া, কালিয়াদা, গগ্দা, পদ্দারডি, লোটো, বেলাগড়িয়া, রমাইডি, রামচন্দ্রপুর, বিজয়নগর, গুণেড়া, ইনানপুর, কনাপাড়া, চাটুমাদার, বরাবাজার, সিন্দরা, টকরিয়া অঞ্চল, লাগুডি অঞ্চল।

আমরা গান্ধী সংখ্যার জন্য বহু লেখা পাইয়াছি। সম্ভব হইলে নির্ব্বাচিত লেখাগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই সংখ্যার পত্রসংখ্যা আশাতিরিক্ত বাড়িয়া যাওয়ায় মূল্য বাড়াইয়া ।৵০ করা হইল।

—মুঃ সঃ

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৭ই ফাল্গুন ১৩৫৪, ১লা মার্চ্চ ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

আপনি কি
জানেন ?

আপনাদের অলক্ষ্যে
এই জিলায়
এক
বিরাট শিল্প
আপনাদের প্রয়োজন মিটাইবার
জন্য
গড়িয়া উঠিয়াছে।

(১)

বিজ্ঞাপন

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিমিটেডের বিক্রয়ের জন্য তাঁতের ও রেশমের নানা প্রকার ধুতি, শাড়ী, শার্টিং প্রভৃতি রাখা হইয়াছে। বিবাহ বা বিশেষ কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে বস্ত্রাদি খরিদ করিবার সময় আমাদের ষ্টোরে অনুসন্ধান করুন।

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।

সাবধান

নিত্যানন্দ দে বিড়ি মার্চ্চেণ্ট কোম্পানীর ১নং রেজিষ্টার্ড G. B. ব্রাণ্ড নং ২২৫৫ বিড়ি বাজারে চালু আছে। উক্ত নাম ও নম্বর কেহ জাল বা অনুকরণ করিলে আইনানুসারে দণ্ডণীয় হইবেন।

প্রোঃ কানাইলাল দে পোঃ চাষ।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে এস, চার বা রজতগিরি সেন নামে আমাদের কোন এজেণ্ট বা কর্ম্মচারী নাই। কেহ তাহাদের সহিত কারবার করিলে তাহা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে করিবেন। সাধারণকে আরও জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমাদের ম্যানেজিং এজেণ্টস্ "মেসার্স দি পুরুলিয়া ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেডের" স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র না দেখাইলে কাহারও নিকট আমাদের কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করিবার জন্য দরখাস্ত বা এই কোম্পানীর প্রাপ্য টাকাকড়ি আদায় দিবেন না।

স্বাঃ পি, কে, বিশ্বাস
ফর্ ম্যানেজিং এজেণ্টস্
দি পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিঃ।

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই **পেনীসিলিন** ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

পুরুলিয়া।

সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

পুরুলিয়া

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী

ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।

গোউরপদ সেন এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ১৭ই ফাল্গুন, সোমবার

লোক-সেবা-সংঘ

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শেষ দিবসে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও গঠন কি হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জাতির জন্য ইহা তিনি তাঁহার শেষ উইল রাখিয়া গিয়াছেন বলা চলে। তাঁহার এই লেখা অন্যত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ বৃটীশ শাসনে কংগ্রেসের আদর্শ ছিল বিদেশী শাসন দূর করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। তখন তাহার লক্ষ্য ও তদনুযায়ী যে গঠন ছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরে তাহা থাকিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে গান্ধীজী যাহা বলিয়াছিলেন—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখন কংগ্রেসের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই—তাহা খুবই সত্য। তিনি ইহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া লোক-সেবা-সংঘ প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছেন। এই সংঘের লক্ষ্য হইবে ভারতের জনশক্তিকে ঠিক পথে শিক্ষিত, সংঘবদ্ধ, আত্ম-সচেতন ও কর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া তোলা—যাহাতে বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণ দেশ শাসন করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমানে কংগ্রেসের অন্য কোন লক্ষ্য বা কার্য্যপন্থা হইতে পারে না।

বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতেছি? জনসাধারণ যে অবস্থায় পূর্ব্বেও ছিল, এখনও প্রায় সেই অবস্থাতেই আছে। শিক্ষা, চেতনা, ও সংঘবদ্ধতার অভাবে তাহাদের দৈনন্দিন দুঃখের প্রতিকারের পন্থা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল। বিকাশের কোন সুযোগ তাহারা পাইতেছে না, বা সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাও কোন দিক হইতে দেখা যাইতেছে না। এ বিষয়ে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যেমন কল্পনার অভাব রহিয়াছে, জনসাধারণের তরফ হইতেও তেমনি ঔদাসীন্য আছে। যদি স্বরাজের লক্ষ্য এই হয় যে, গণতন্ত্রে সকলের আর্থিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ থাকিবে এবং সমাজে সাম্য ব্যবস্থার-ই প্রবর্ত্তন হইবে, তবে জনসাধারণকে তদনুরূপ-ভাবে ভাবিত করিয়া তাহাদের মধ্যে সেই অনুযায়ী সংগঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপর হইতে কেবলমাত্র আইন করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। জনশক্তি এই ভাবে শিক্ষিত ও গঠিত হইলে এই ব্যবস্থা কেহই রোধ করিতে পারিবে না। স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই সামাজিক ব্যবস্থা এই ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে। ইহাই জনশক্তির উদ্বোধন। গান্ধীজী কংগ্রেসকে পরিবর্ত্তন করিয়া দেশপ্রেমিকদিগকে এই ভাবে জনগণের সেবা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেস কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ এবং আইন সভা প্রভৃতি পরিচালনার কল স্বরূপে না থাকিয়া প্রকৃত সেবকের কর্ত্তব্য লইয়া সেবার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে এবং দেশে প্রকৃত সাম্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ ব্যবস্থার জন্য জনশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান রূপ সম্বন্ধে গান্ধীজীর ইহাই চিন্তা ছিল।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি জাতির অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত লক্ষ্য করিয়া যে বিধান দিয়া গিয়াছেন, জাতির কল্যাণের পথ তাহাই। বাস্তব ক্ষেত্রের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা প্রতিনিয়তই ইহা অনুভব করিতেছেন যে, জনসাধারণ প্রকৃত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মসচেতন, নির্ভীক ও কর্ম্মনিষ্ঠ না হইলে, ক্ষমতা যাহার হাতেই আসুক না কেন, তাহার অপব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় বা পথ নাই। সরকারী কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রী পর্য্যন্ত, যাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণের সেবক, তাঁহারা যদি ইহাই অনুভব করেন যে তাহাদের কার্য্যের পরীক্ষক কেহ নাই,—যাহাদের নিকট তাহাদের জবাবদিহি করিবার কথা তাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন—তবে তাঁহারা স্বভাবতঃই সেই ক্ষমতা তাঁহাদের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থে বা গুটীকয়েক লোকের স্বার্থের নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার করিবেন। ক্ষুদ্র গ্রাম্য চৌকিদার হইতে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা যখন

দেখিবে তাহাদের কোন অন্যায় কার্য্য সম্বন্ধে জনসাধারণ কোনমতেই বরদাস্ত করিবে না, তখন তাহাদিগকে স্বভাবতই তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। দেশে জনশক্তিকে এইভাবে শিক্ষিত, সচেতন, আত্মনির্ভর ও যোগ্য করিয়া তোলাই সংগঠনের কার্য্য। কংগ্রেসকে এই সংগঠনের কার্য্য গ্রহণ করিতেই মহাত্মা গান্ধী আহ্বান করিয়াছেন।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ এখনও তাহাদের ন্যায্য অভাব অভিযোগ লইয়া ডেপুটী কমিশনার বা হাকিমদের কাছে যাইতে ভয় পায়। বুদ্ধিমান চতুর লোক তাহাদের উপর নির্দ্বিবাদে জুলুম করিয়া যাইতেছে। অন্যের উপর তাহাদের ভরসা—যদি কেহ আসিয়া ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারে। সমস্ত বিষয়েই তাহাদের একান্ত পরনির্ভরতা ও অজ্ঞতার ফলে স্বার্থপর ব্যক্তিরা নানা ছলে ও কৌশলে ইহাদের দিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করিতেছে। জনশক্তি একটা প্রচণ্ড শক্তি, কিন্তু জনগণ নিজেরা তাহা অনুভব করে না। বুদ্ধিমান যাহারা, তাহারা তাহা জানে। সুতরাং এই শক্তি করায়ত্ত করিতে তাহার নানা প্রকারে চেষ্টা করে। জনগণের অজ্ঞতার জন্য তাহারা সফল হয়। জনগণ নিজেরাই বুঝিতে পারে না—তাহারা অপরের স্বার্থে নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। সুতরাং তাহারা কষ্ট পায় এবং অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

জনগণের এই অবস্থা পরিবর্ত্তন করাই সেবকদের কাজ হইবে। তাহা না হইলে খেলার বলের মত অতিদক্ষ ও কুশলী খেলোয়াড়রাই ইহাদের লইয়া খেলিতে থাকিবে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণ জাতিগত প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া ইহাদের ভ্রান্তবুদ্ধির উপর নিজেদের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা কায়েমী হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বর্ত্তমান যুগের জনকর্ম্মীদের দায়িত্ব আজ ইহাই যে, চিরকাল এই যে অবস্থা ও ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে—তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করা। জনগণ কোন পরিচালকের সাহায্য না লইয়া নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করিবে, আত্মশাসন করিবে। যে কোন স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন লোক যত চতুর ব্যক্তিই হোক না কেন, সে তাহার স্বার্থসিদ্ধি করার ক্ষেত্রই পাইবে না। এই আদর্শ ও অবস্থার দিকে সমাজকে গঠন করিয়া লইয়া যাইবার কাজ দুরূহ সন্দেহ নাই। ইহার জন্য সাধনা প্রয়োজন। কর্ম্মীদের এই সেবার সাধনার জন্যই আজ লোক-সেবা-সঙ্ঘের আয়োজন। বর্ত্তমানে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে তাহার গঠনতন্ত্র এই অনুযায়ী না করিলেও কিছু আসে যায় না। কর্ম্মীর সাধনার ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সেবার পন্থা গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্য-পন্থা। লোক-সেবা-সংঘ গান্ধীজীর জাতির নিকট শেষ অবদান। কিন্তু জাতির উদ্বোধনের আজ ইহা প্রথম মন্ত্র।

দেশবাসী জনসাধারণ ও কর্ম্মীবৃন্দকে এই লোক-সেবা সংঘের বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত প্রকার সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া সমগ্র জাতির জন্য যাঁহারা সেবাব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের উপরই এই লোক-সেবা-সঙ্ঘের আদর্শের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। নরনারী নির্ব্বিশেষে ইহাকে বাস্তব রূপে পরিণত করার উপরে দেশের ভবিষ্যত কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। গান্ধীজীর সমস্ত জীবনের সাধনালব্ধ সত্যকে ব্যাপক ভাবে রূপায়িত করিবার জন্য দেশবাসী, জনসাধারণ ও কর্ম্মীগণ সচেষ্ট না হইলে জাতির মঙ্গল নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঝালিদার ছাত্র কংগ্রেসের জের—

ঝালিদায় কিছুদিন পূর্ব্বে মাজভূম জিলা ছাত্র কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনের শেষের দিকে কিছু গোলমাল হইলেও তাহা সহজেই বন্ধ হইয়া যায়। অধিবেশন শেষ হইবার পরদিন এবং তাহার পরদিন কিন্তু তথাকার ছাত্রদের মধ্যে কিছু মারামারি হয়। ইহা সেই খানেই শেষ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইহার পশ্চাতে বিনা কারণে নানা লোকে নানারূপ উস্কানী দিয়া বিষয়টীকে জটীল করিয়া তুলিবার এবং নানা প্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে না, শুধু ছাত্র সমাজের ও জনসাধারণের ক্ষতি করা হইবে। আমরা আশা করি, ঝালিদার ছাত্র সমাজ একত্রিত হইয়া

পরস্পরের মধ্যে প্রীতির মনোভাব জাগ্রত করিয়া ছাত্রদের এই কলঙ্ক ক্ষালন করিবেন।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী—

পুরুলিয়াতে বুচাবাঁধ ও এডওয়ার্ডস ট্যাঙ্ক দুইটী একসঙ্গে কাটিয়া দেওয়াতে জনসাধারণের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। বুচাবাঁধ সংস্কার করা প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এডওয়ার্ডস ট্যাঙ্কটী কাটিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ইহার উপর নিবারণ সায়র সম্বন্ধেও মিউনিসিপ্যালিটীর কোন সতর্ক দৃষ্টি নাই। এই বাঁধটী পুরুলিয়ার পানীয় জল যোগায় এবং ইহাতে স্নান ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কিন্তু স্নান, কাপড় কাচা, গরু মহিষ ধোয়ান প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই চলিতেছে। এমন কি গাড়ী ও ট্রাক ধোয়ানর ব্যাপারটাও নির্বিচারে অব্যাহত আছে। স্বাস্থ্যের প্রতি সহর কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ ঔদাসীন্য বাস্তবিকই অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

ব্যবসায়ীদের অমানুষিকতা—

বান্দোয়ান এবং অন্যান্য স্থানে যে ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কাপড়ের কন্ট্রোল উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীরা দ্বিগুণ তিনগুণ দরে কাপড় বিক্রয় সুরু করিয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, গ্রামস্থ খরিদ্দারদের সহিত অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করিতেছে। ব্যবসায়ীদের ইহা জানিয়া রাখা দরকার যে জনসাধারণের সহ্যের একটা সীমা আছে। জিলার কর্ত্তৃপক্ষ এ সকল বিষয়ে এমন উদাসীন যে তাহা বর্ণনার অতীত। বিহার সরকার ব্যবসায়ীদের বেশী দামে কাপড় বিক্রয় করা অপরাধ বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে কি ফিকিরে আছেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছি না। কোন বিশেষ কারণে যদি ব্যবসায়ীদের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক মনে না করেন—যাহা অতীতেও করা হয় নাই—তখন জনসাধারণ যদি আইন নিজের হাতে লয় তবে তাহা মোটেই শোভনীয় হইবে না। এসব বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কিঞ্চিৎ জাগ্রত ও সচেতন হউন।

হোমগার্ড—

বিহার গভর্ণমেণ্টের হোমগার্ড ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে জিলার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে সব তথ্য আসিয়াছিল তাহার উপযুক্ত প্রচারের অভাবে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাত্র একখানি দরখাস্ত পড়িয়াছিল। তারপর বুঝি তাঁহারা কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হইয়াছেন কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইতেছে না। গ্রামে বহু উৎসাহী, সৎ ও কর্ম্মঠ যুবক আছে যাহারা এই হোমগার্ডে ভর্ত্তি হইতে আগ্রহান্বিত। কিন্তু এ বিষয়ে জনসাধারণ অথবা সাধারণ প্রতিষ্ঠান কাহাকেও কিছুই জানান হয় নাই। যদি বা জানান হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত পরে যখন সময় আর নাই। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ মনোভাব বা ব্যবস্থা জনসাধারণের মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক করিতেছে। কারণ হোমগার্ডে লোকের জন্য এবং ভাল লোকের অভাব এই জিলায় হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষ যে ভাবে চলিতেছেন তাহাতে স্বতঃই এই প্রশ্ন আসে যে, কোন দল-বিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই বোধ হয় তাঁহারা ইহা আবদ্ধ রাখিতে চান। তাহাতে জনস্বার্থের হানি হইবে। বিহার গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যও তাহা নয়। ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখ দরখাস্তের শেষ দিন ধার্য্য হইয়াছিল। সে তারিখ বাড়াইয়া সমস্ত বিবরণ ভাল করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা উচিত। কংগ্রেস কমিটির নিকট এ বিষয়ে অনেকেই আসিতেছেন কিন্তু কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকেও এ বিষয়ে বিশেষ জানান হয় নাই। জেলার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ আশাকরি এ বিষয়ে তাঁহাদের ত্রুটি সংশোধন করিবেন।

জনসাধারণ ও হোমগার্ড—

হোমগার্ডে ভর্ত্তি হইবার জন্য পুরুলিয়ার স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী ও শিক্ষিত যুবক ডেপুটী কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা ইংরাজীতে ফর্ম পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দরখাস্ত তাহাদের এই বলিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় যে তাহাদিগকে হিন্দীতে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ফলে তাহাদের হোমগার্ডে প্রবেশের ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছে। যাহারা এখনও হিন্দী ভাল করিয়া শিখিতে পারে নাই তাহাদিগকে

বাংলাতেই ফরম পূরণ করিবার জন্য বলা যাইতে পারে যদি না ইংরাজীতে হয়। ইহার অর্থ কি তাহা সাধারণে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। হোমগার্ড লওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এরকম ব্যবস্থার কোন যুক্তি নাই।

কর্তব্যনিষ্ঠা—

আর এক দফায় ২৮শে ফেব্রুয়ারী শ্রীনিমাইচন্দ্র মাহাত ও শ্রীরমানাথ মাহাত বরাবাজারের দুইজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী হোম গার্ডের জন্য দরখাস্ত করে। একজন বাংলাতে নাম সহি করে আর একজন ইংরাজীতে সই করে। দুই জনের কেহই হিন্দী জানে না। সুতরাং তাহাদের দরখাস্ত ফিরাইয়া দেওয়া হয়। বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ যে আবেদন বাহির করিয়াছেন তাহার ইংরাজী অংশ ও বাংলা তরজমা নিম্নে দেওয়া হইল—

In any force the vital factor is personnel and Government are most anxious to ensure that the right type of men are forthcoming. Home Guard will have no place for mercenaries. It is primarily a volunteer organisation under strict army discipline. Every thinking man realises that after achieving our freedom the most important thing today is internal peace which alone will give us opportunities for developing to its full stature, the genius of our people, so long thwarted by exploitatin. Having paid the dearest price in Bapu's death, the country is crying out for people who will place selfless service to the Nation and State above all party communal or sectarian considerations. In its glorious struggle Congress has never, wavered from the ideal of nationalism. In the Home Guards we must have young men who fully accept the high ideals of Congress without any mental reservations..... The time is short. We want to raise the force quickly. Government want physically fit and intellectually alert youngmen who will join the force with a spirit of discipline and sacrifice.

যে কোনও বাহিনীর পক্ষে, যোগদানকারী ব্যক্তিগণই তাহার প্রধান উপাদান, এবং যাহাতে সুযোগ্য ব্যক্তিগণই এই জন্য আগাইয়া আসেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ আগ্রহান্বিত। হোম গার্ডে অর্থলিপ্সু ব্যক্তিগণের স্থান নাই। নিয়মিত সামরিক শৃঙ্খলাধীনে ইহা মূলতঃ একটি স্বয়ং সেবক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, স্বাধীনতা লাভের পরে আভ্যন্তরিক শান্তি আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু। শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই দেশের জনগণের প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ পাওয়া সম্ভব—যে প্রতিভা এযাবৎ শোষণের ফলে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। বাপুর মৃত্যুতে দেশ উচ্চতম মূল্য দিয়া একদল কর্মীর জন্য আকুল আহ্বান জানাইতেছে, যাহারা সমস্ত দল, সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে থাকিয়া জাতির এবং রাষ্ট্রের জন্য নিঃস্বার্থ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। কংগ্রেস তাহার মহিমান্বিত সংগ্রামে কখনও জাতীয়তার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। হোমগার্ডে আমরা এরূপ যুবকগণকেই স্থান দিব যাহারা অকুণ্ঠভাবে কংগ্রেসের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে। ... সময় অতি অল্প। আমরা অনতিবিলম্বে এই বাহিনী গঠন করিতে চাই। সরকার চাহেন যে, সক্ষম শরীর ও জাগ্রত বুদ্ধি যুবকগণ নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়া এই বাহিনীতে যোগদান করিবে।—

অথচ পরীক্ষিত কংগ্রেস কর্মীরা হিন্দী ফরম পূরণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের দরখাস্ত ফেরত দেওয়া হইতেছে। স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবারই ব্যবস্থা করিতেছেন। এইভাবে হোমগার্ডে ভর্তির ব্যবস্থা হইলে কতক গুলি অবাঞ্ছিত লোক লইয়াই এই দলের সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা দেশের আর এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। যাহারা কংগ্রেসের উচ্চ আদর্শ অবিসম্বাদিত রূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের দ্বারাই হোমগার্ড তৈরী হইবে, ইহাই প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ডেপুটী কমিশনার সাহেব যাহা করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ হয় কতকগুলি ভাড়াটে লোক লইয়া হোমগার্ড তৈরী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে এ বিষয়ে প্রচারই করা হয় নাই, তাহার উপরে এই ব্যবস্থা দ্বারা ইহাই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। জেলাতে অবস্থা নানাদিক দিয়া জটিল হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্থানীয় কর্মচারীদের অবিবেচনার ফল। আমরা এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গান্ধীজী

কংগ্রেসের সংগঠন

[কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য নিযুক্ত সাবকমিটির সদস্যগণ উক্ত বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত পরামর্শ করেন। গান্ধীজী সেই সময়ে গঠনতন্ত্র বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকার করেন। তদনুসারে তিনি মৃত্যুদিবসের সকালে এই খসড়াটি সম্পূর্ণ করেন। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজীর ইহাই সর্বশেষ পরিকল্পনা।]

দ্বিধাবিভক্ত হইলেও, ভারতবর্ষ জাতীয় কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করায় বর্ত্তমান আকারে, অর্থাৎ প্রচার যন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী-প্রতিষ্ঠান-রূপে কংগ্রেসের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। ভারতকে তাহার সহর ও নগরগুলি হইতে স্বতন্ত্র সাত লক্ষ গ্রামের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতের গণতান্ত্রিক লক্ষ্যস্থলে অগ্রগতির পথে সামরিক শক্তির উপর বেসামরিক শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অনিবার্য্য। রাজনৈতিকদল ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত অশুভ প্রতিযোগিতা হইতে কংগ্রেসকে অবশ্যই মুক্ত রাখিতে হইবে। এই সকল ও অনুরূপ অন্যান্য কারণে নিখিল ভারতকংগ্রেস কমিটি বর্ত্তমান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী একটি লোকসেবক সঙ্ঘে রূপান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন। প্রয়োজনানুসারে এই নিয়মগুলির পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির থাকিবে।

পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসী অথবা পল্লী-মনা পুরুষ বা নারী লইয়া এক একটি পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে। এইরূপ দুইটি পরস্পর সংলগ্ন পঞ্চায়েৎ লইয়া নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত একজন নেতার অধীনে, একটি কার্য্যকরী দল (ওয়ার্কিং পার্টি) গঠিত হইবে।

এইরূপ একশত পঞ্চায়েৎ গঠিত হইলে, পঞ্চাশ জন প্রথমস্তরের নেতা তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন দ্বিতীয়স্তরের নেতা নির্ব্বাচন করিবেন। এইভাবে সংগঠন চলিতে থাকিবে এবং প্রথমস্তরের নেতাগণ দ্বিতীয়স্তরের নেতার অধীনে কার্য্য করিবেন। দুই শত পঞ্চায়েতের অনুরূপ দুইটি মণ্ডলী গঠিত হইবে এবং এইরূপে সমস্ত ভারতব্যাপী সংগঠন চলিতে থাকিবে। প্রথম মণ্ডলীর ন্যায় প্রত্যেকটি পরবর্ত্তী মণ্ডলী দ্বিতীয়স্তরের নেতা নির্ব্বাচন করিতে থাকিবে। দ্বিতীয়স্তরের নেতাগণ সম্মিলিতভাবে সমগ্র ভারতের জন্য এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ এলাকার জন্য কার্য্য করিবেন। দ্বিতীয়স্তরের নেতাগণ প্রয়োজন মনে করিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন প্রধান নেতা নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন এবং তিনি, যতদিন তাঁহারা চাহিবেন, সমস্ত মণ্ডলীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবেন।

(যেহেতু প্রদেশ ও জেলাগঠন বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই, সেই হেতু এই সেবক-মণ্ডলীকে জেলা ও প্রাদেশিক কাউন্সিলে বিভক্ত করা হইল না এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে মণ্ডলীগুলি গঠিত হইবে তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষেরই সেবক হিসাবে কার্য্য করিবেন।)

১। প্রত্যেক কর্ম্মীকে নিজহাতে কাটা সুতায় প্রস্তুত অথবা নিখিলভারত চরখাসঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুমোদিত খাদি নিয়মিতভাবে ব্যবহার এবং পানদোষ বর্জ্জন করিতে হইবে। হিন্দু হইলে, তাহাকে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাসী হইতে হইবে, সমস্ত ধর্ম্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে এবং জাতি ধর্ম্ম, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ ও মর্য্যাদা দানের নীতিতে আস্থা রাখিতে হইবে।

২। তাঁহাকে নিজ এলাকার প্রত্যেক গ্রামবাসীর সহিত ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিতে হইবে।

৩। তিনি গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে কর্ম্মীসংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদের একটি রেজিষ্টার রাখিবেন।

৪। তাঁহাকে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের একটি বিবরণ (রেকর্ড) রাখিতে হইবে।

৫। গ্রামগুলি যাহাতে কৃষি ও হস্তশিল্পের মারফৎ আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে সেইভাবে তাহাদিগকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে।

৬। গ্রামবাসীগণকে তিনি স্বাস্থ্যবিদ্যা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে শিক্ষাদিবেন এবং তাহাদের অসুস্থতা ও রোগ নিবারণের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

৭। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রদর্শিত নীতি অনুসারে নয়ী তালিমের পদ্ধতিতে তিনি গ্রামবাসীগণের আজীবন শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

৮। বিধিবদ্ধ ভোটারের তালিকা হইতে যাহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে তিনি তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

৯। যাহারা ভোটদানের আইন সঙ্গত যোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে ভোটাধিকার অর্জ্জন করিবার জন্য তিনি উৎসাহিত করিবেন।

১০। উপরে বর্ণিত এবং সময়ে সময়ে যাহা প্রযুক্ত হইবে সেই সকল উদ্দেশ্যে আপন কর্ত্তব্য সুসম্পাদনের জন্য তিনি সঙ্ঘের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে নিজেকে শিক্ষিত ও উপযুক্ত করিয়া তুলিবেন।

সঙ্ঘ নিম্নলিখিত স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন করিবেন—

১। নিখিলভারত চরখা সঙ্ঘ
২। নিখিলভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ
৩। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ
৪। হরিজন সেবক সঙ্ঘ
৫। গোসেবা সঙ্ঘ

অর্থ ব্যবস্থা

সঙ্ঘ তাহার ব্রত সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসী ও অন্যান্যদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন। যৎসামান্য হইলেও, দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কংগ্রেস

গত ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় উক্ত কমিটীর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই উহাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করা হইল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে কমিটি কতকগুলি মূল নীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্তি করিয়া গঠনতন্ত্র সাবকমিটী কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ গঠন ও কার্য্য প্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়মাবলী দাখিল করিবেন।

শোক প্রকাশ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অভিযান

কমিটির প্রথম প্রস্তাবে মহাত্মাগান্ধীর হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক ও লজ্জা প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী ও দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া সংগ্রাম করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতা দূরীভূত না হইলে ভারতের স্বাধীনতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ইহা ভারতের লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতির পথে অন্তরায়স্বরূপ। কমিটি মহাত্মাগান্ধীর আরব্ধকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করার জন্য কমিটি ভারতীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। কংগ্রেসের উপর যে গুরুদায়িত্ব পড়িয়াছে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে সদস্যসংখ্যা কমাইয়াও, প্রতিষ্ঠানের দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতি দূর করিতে হইবে। সেইজন্য কমিটি কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে আত্মপরীক্ষা করিতে এবং বিনয়ী হইয়া দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কমিটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে পুনরায় আস্থাজ্ঞাপন করিয়াছেন।

জাতীয় স্মৃতি ভাণ্ডার

মহাত্মাগান্ধী নিজের জীবনে যে গঠনমূলক, শিক্ষা-নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ ও কর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার সম্প্রসারণ কল্পে এবং তাঁহার রচনা ও উপদেশাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি যে গান্ধী জাতীয়

স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহা অনুমোদন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি দেশবাসীর নিকট অন্ততঃ দশদিনের আয় এই ভাণ্ডারে দানের জন্য যে আবেদন করিয়াছেন তাহা সমর্থন করেন। কমিটি আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সমস্ত কংগ্রেস কমিটি ও কর্ম্মীগণকে এই স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য সাহায্য করিতে এবং স্থানীয় স্মৃতিরক্ষার জন্য পৃথক অর্থ সংগ্রহকার্য্যে তাঁহাদের শক্তি ও অর্থের অপব্যয় না করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেসের লক্ষ্য ও গঠনতন্ত্র

অনেক তর্কবিতর্কের পর কমিটি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের সম্পর্কে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

লক্ষ্য—ভারতের জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন এবং সকলের সমান সুযোগ ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে এবং বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতে যৌথ সাধারণতন্ত্র (কো-অপারেটিভ কমনওয়েল্থ্) গঠন করাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য।

প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েত—অন্যূন ২১ বৎসর বয়স্ক যে কেহ কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বীকার করিয়া লইবে সেই প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে ভোটদিতে পারিবে। একটি গ্রামে অথবা কয়েকটি গ্রাম লইয়া অথবা সহরের অংশ বিশেষে একটি করিয়া প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েত গঠিত হইবে। এই সকল প্রাথমিক পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের জন্য দেশকে উপযুক্ত এলাকায় বিভক্ত করা হইবে এবং প্রাথমিক পঞ্চায়েতের সদস্যদের মোটামুটি অনুপাত হইবে ৫০০ অধিবাসী পিছু ১জন। কোনও পঞ্চায়েতে ৫ জনের কম সদস্য থাকিবে না। পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচন প্রার্থী ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি পূরণ করিতে হইবে—তাঁহাকে নিয়মিত ভাবে হাতে কাটা সুতার প্রস্তুত খাদি পরিধান এবং সর্ব্বতোভাবে পানদোষ বর্জ্জন করিতে হইবে; তিনি সকল প্রকারের অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবেন; তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বিশ্বাসী এবং সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে; তিনি জাতি ধর্ম্ম ও নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলের সমানাধিকার ও সমান মর্য্যাদায় বিশ্বাসী হইবেন।

প্রাথমিক পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে বার্ষিক ১৲ টাকা করিয়া ফী দিতে হইবে। প্রাথমিক পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচন প্রার্থীগণকে ১৲ টাকা করিয়া ফী লাগিবে। নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে সেই বৎসরের জন্য আর কোনও ফী দিতে হইবে না।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন—প্রাথমিক পঞ্চায়েতের সদস্যগণ কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। এবং ঐ সকল প্রতিনিধিকে লইয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে জেলা ও তালুক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইবেন। প্রত্যেক প্রদেশ প্রতি লক্ষ অধিবাসীর জন্য একজন করিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রার্থী ব্যক্তিগণকে উপরোক্ত প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েতের সদস্যগণের সর্ত্ত ছাড়াও নিম্নলিখিত সর্ত্ত পূরণ করিতে হইবে।—কংগ্রেস মধ্যে মধ্যে যে জাতীয় গঠনমূলক কার্য্যসূচী স্থির করিয়া দিবেন তাহা পালনের জন্য তিনি নিয়মিত ভাবে কিছু সময় উৎসর্গ করিবেন এবং এই মর্ম্মে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবেন।

নিষেধ—কংগ্রেস কমিটির বা প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েতের কোনও নির্ব্বাচিত সদস্য অন্য কোনও পৃথক সদস্য, গঠনতন্ত্র ও কার্য্যসূচীবিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য হইতে পারিবেন না।

কার্য্যক্রম—প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েত ও অন্যান্য কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকাল সাধারণতঃ তিন বৎসর হইবে। কংগ্রেস ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিবেন। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে কংগ্রেস অনুমোদন করিবে—নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ, নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ, হরিজন সেবক সঙ্ঘ ও গো-সেবা সঙ্ঘ। প্রত্যেক বৎসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। কংগ্রেস কর্ম্মী ও

কংগ্রেস পঞ্চায়েত সমূহ কোন্ কোন্ কার্য্যপন্থা অনুসরণ করিবেন তাহা ওয়ার্কিং কমিটি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা

পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে এই সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য যে সাবকমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহার রিপোর্টের মূলনীতিগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন। কংগ্রেসের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য— উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সর্ব্বসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা; আয় ও সম্পদ সমভাবে বণ্টন করা; বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে শিল্পসম্প্রসারণের দ্বারা জীবিকার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করা; দেশের শৃঙ্খলার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা; জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং গ্রাম্য ও নাগরিক অর্থ নীতির মধ্যে সাম্য বিধান করা।

পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা

কন্‌ট্রোল উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন জাগিতেছে যে—অতঃপর কিম্?

সকলেই অবগত আছেন—যুদ্ধের সময়ে কনট্রোল প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া পরিণামে রাজকর্ম্মচারীদের তথা মুনাফাখোরদের অত্যাচারে জনসাধারণ কি ভাবে নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছিল। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের পর শত শত কংগ্রেসকর্ম্মী কারামুক্ত হইয়া এই ব্যবস্থা দেখিয়া ইহার প্রতীকারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার দরুন অতিষ্ঠ হইয়া পঞ্চায়েৎ প্রথাকে প্রতিকারের সর্ব্বোত্তম পন্থারূপে গ্রহণ করিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে সদর মানভূমব্যাপী এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন।

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও পঞ্চায়েৎ যথাসাধ্য জনসাধারণের সেবা করিয়াছে। যদিও এতদিন পর্য্যন্ত পঞ্চায়েতের কার্য্য প্রধানতঃ কাপড় চিনি ইত্যাদি বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তথাপি মামলা মোকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া তথা সঙ্ঘবদ্ধভাবে জনহিতকর কার্য্য করিয়া গ্রামে ষোলআনার পুনপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় গ্রামের উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের কার্য্য চালাইবার শক্তিও অর্জ্জন করিয়াছে। আজ কনট্রোল উঠিয়া যাইবার পর এই জাগ্রত জনশক্তিকে প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কার্য্যে নিয়োগ করাই আজ সকলের চেয়ে বড় কাজ। মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের পর যে গুরুতর দায়িত্ব আজ আমাদের উপর আসিয়াছে, তাহা গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত অনুধাবন করিতে হইবে এবং তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী সমগ্র মানভূমকে এক নূতনরূপ দিতে হইবে। ভগবৎ কৃপায় গান্ধীজী আমাদের সম্মুখে যে সুনির্দ্দিষ্ট গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ সফল করিয়া তোলাই মানভূমবাসীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত বা বিচ্ছিন্ন কর্ম্মপন্থা গ্রহণে তাহা কখনও সম্ভব হইবে না।

আজই অভিজ্ঞ লোকসেবকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মানভূমে আজ এরূপ লোকের অভাব নাই বলিয়া বিশ্বাস করি।

কন্‌ট্রোল উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনের কাজ পঞ্চায়েতের আর রহিল না। আজ প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েৎ নিজ নিজ গ্রামে প্রকৃত পঞ্চায়েৎরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্দ্য, অস্পৃশ্যতা পরিহার, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া গান্ধীজীর পরিকল্পিত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রী·চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
সভাপতি,
জিলা পঞ্চায়েৎ মানভূম।

কর্ম্ম-সংগঠন

(বিভুতি ভূষণ চরকাসঙ্ঘ—ছিরুডি হইতে সম্পাদক শ্রীশশাঙ্কশেখর পাণ্ডা নিম্নলিখিত বিবরণী পাঠাইয়াছেন।)

ছিরুডি পুরুা থানার পূর্ব্ব প্রান্তে একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রায় ১২০০ শত লোকের বাস। বহুপূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেসের প্রচারের ফলে এই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী চন্দনপুর, পাড়কা, পাড়ুদা প্রভৃতি গ্রামের কয়েকব্যক্তির বস্ত্র স্বাবলম্বিতার প্রেরণা জাগরিত হয়। সন ১৩৪৫ সালে কৃষি, স্বাস্থ্য; শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতিকল্পে গ্রামে একটী যুবক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামের বৃদ্ধদের পরামর্শে যুবক-সঙ্ঘ বস্ত্র-স্বাবলম্বী হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই প্রেরণাতেই সন ১৩৫৩ সালের প্রথম দিক হইতে এই চরকা সঙ্ঘের কার্য্য আরম্ভ হয়।

এই উদ্দেশ্যে চন্দনপুর ভঃ প্রাঃ স্কুলের সন্নিহিত উন্মুক্ত স্থানে একটী গৃহ নির্ম্মাণ হয়। সেই স্থানে কয়েকটী চরকা লইয়া ছেলেদিগকে ও উৎসাহী যুবকদিগকে সূতা কাটা, তুলা ধুনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে সন ১৩৫৪ সালের ৩০শে বৈশাখ তারিখে জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মহাশয় উক্ত সঙ্ঘের দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং গ্রামবাসীগণের ইচ্ছায় বিভূতি ভূষণ চরকা সঙ্ঘ নামকরণ করা হয়। তৎকালে মাত্র ২৫টী চরকা লইয়া দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বর্ত্তমানে চরকার সংখ্যা ১৪০টী হইয়াছে। উক্ত কার্য্যের সহায়তার জন্য ধুনকী ৪টী ও বয়ন কার্য্যের জন্য ২ খান তাঁত বসান হইয়াছে। এই গ্রামের দুইজন যুবক তাঁতের কার্য্য করেন। এই সঙ্ঘে জনসাধারণের প্রয়োজনের জন্য চরকা, ধুনকি, তাঁত, টাকু, মালদড়ি, পাজ, প্রভৃতি সরবরাহ জন্য সব সময়েই মজুত থাকে।

পৌষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন :— সূতার পরিমাণ ২/ মণ— বস্ত্রের পরিমাণ ৫০০ শত গজ। এযাবৎ আশানুরূপ উৎপন্ন না হওয়ায় যাহাতে ভবিষ্যতে আশানুরূপ হয়, তজ্জন্য কর্ম্মিগণ যত্নবান হন। তাঁহারা আরও আশা করেন, সুদূর ভবিষ্যতে নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের বেশীর ভাগ সরবরাহ করিতে পারিবেন। সঙ্ঘ দ্বারা গ্রামবাসী অনেকেই চরকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজে বস্ত্রস্বাবলম্বী হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সনে যদিও আশানুরূপ কার্পাস চাষ হয় নাই, আগামী সনে যাহাতে ভালভাবে কার্পাস চাষ হয় তাহার জন্য এখন হইতে চেষ্টা চলিতেছে। সঙ্ঘের গৃহটী বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী না হওয়ার জন্য কর্ম্মীগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে আরও একটী নূতন গৃহ নির্ম্মানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তজ্জন্য ২০০৲ দুই শত টাকা এবং কিছু কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছে। আরও অন্ততঃ ৬০০৲ ছয় টাকার প্রয়োজন। তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। উক্ত সঙ্ঘের পরিচালনা জন্য পাশাপাশি ১১টী গ্রাম হইতে ১০৬ জন লইয়া একটী সাধারণ কমিটী গঠন করা হইয়াছে এবং উক্ত সাধারণ সভ্যগণের মধ্য হইতে ২১ জন সভ্যকে লইয়া একটী কার্য্যকরী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। পৌষ পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্য হইতে ৩৫টী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মতে কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ বন্ধ করা হইয়াছে।

বিশ্ববার্ত্তা

এ পর্য্যন্ত মুকদেনের পতন না হইলেও চীনের গৃহযুদ্ধে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর তৎপরতার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে না। মাঞ্চুরিয়ার লৌহশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ আনশান নগর দখল করার পর কম্যুনিষ্ট সৈন্যবাহিনী ইংকাও বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মুকদেনের ৪০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত কয়লার খনির অঞ্চলে পেংকি সহরের পতন আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। মোট কথা মুকদেন হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে প্রায় সকলদিকেই কম্যুনিষ্ট সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টন করিয়া আছে এবং যে কোন সময়েই মুকদেনের পতনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। মুকদেন হইতে কলকারখানা ও সরকারী কর্ম্মচারীগণকে অপসারিত করা হইতেছে।

অপরদিকে কম্যুনিষ্টগণের পূর্ব্ব রাজধানী ইয়েনান নগর দখল করিবার জন্য নূতন অভিযানের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তদুদ্দেশ্যে জেনারেল সাও-সে-তুং অপর সৈন্যাধ্যক্ষগণসহ ইয়েনান ও ইউনিন এর মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রামে শিবির সমাবেশ করিয়াছেন।

অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও কম্যুনিষ্ট বাহিনীর সাফল্য কম

বিস্ময়কর নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মধ্য চীনে একটী কম্যুনিষ্ট সৈন্যবাহিনী ইয়াংসি নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এক্ষণে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে উক্ত সৈন্যবাহিনীর একটী শাখা ইয়াংসি নদী পার হইয়া তাহার দক্ষিণস্থ নগরগুলির অবস্থা সংকটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণস্থ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে এমন কি হাইনান্ দ্বীপেও পরিখাবাহিনীর তৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাণ্টুংএর পশ্চিমে তিনটী কম্যুনিষ্ট বাহিনী মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রায় নানকিং সহরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহারই অন্য একটী অংশ উত্তরচীনে পেইপিং হ্যাংকাও রেলপথের উপর একটী গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ অধিকার করিয়াছে। উহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য চিয়াংকাইশেককে মাঞ্চুরিয়ার রণাঙ্গন হইতে কয়েকটী সৈন্যবাহিনী উত্তরচীনে ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে পেইপিং এর নিকটবর্ত্তী একটী অঞ্চল ও মধ্যচীনে কয়েকটী সহর ও বন্দর ব্যতীত প্রায় সমগ্র উত্তর ও মধ্যচীন কম্যুনিষ্টগণের করায়ত্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

* * *

—স্বাধীন ব্রহ্মদেশের আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশনে কোন মন্ত্রী কোনরূপ ব্যবসায় বা বৃত্তির সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি একজন বড় চালকলের মালিক ছিলেন। আরও দুই একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিতে পারেন, এইরূপ অনুমান করা হইতেছে। অন্য একটী আইনে, যে কোন লোকের ৫০ একরের অধিক জমি থাকিলে তাহা সরকারের বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সরকার এই সকল জমি চাষীদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। যে সকল ভূস্বামীর জমি এইরূপ বাজেয়াপ্ত হইবে তাহারা সরকারের নির্দ্দিষ্টহারে খাজনা পাইবে। নদীবক্ষে যাতায়াতের জন্য যে ষ্টিমার সার্ভিসগুলি আছে, ব্রহ্মদেশের সরকার তাহাও জাতীয়করণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কয়েক বৎসর বাদে, ১৮৭৫ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত এই সার্ভিসগুলি ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানী নামে একটী বৃটীশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের চুক্তির মেয়াদ আগামী জানুয়ারী মাসে শেষ হইবে। এই সম্পর্কে ব্রহ্মদেশের সরকার উক্ত কোম্পানীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

ভারতীয় সংবাদ

মহাত্মাজীর স্মৃতি রক্ষা—

এই বিষয়ে দেশের আপ্রহাতিশয্যে নানাস্থান হইতে বহু প্রকার প্রস্তাব করা হইতেছে। স্মৃতি মূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিশেষ রাস্তা, উদ্যান বা সৌধের সহিত নাম জড়িত করা প্রভৃতি প্রস্তাবও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একটি বিবৃতিতে এই সকলের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মহাত্মাজীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী পালনে আত্মনিয়োগ করাই তাঁহার স্মৃতি রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। তিনি এ বিষয়ে তাড়াহুড়া না করিয়া সকলকে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে স্মৃতিরক্ষা সমিতির নির্দ্দেশের জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ—

কাশ্মীরের লড়াইয়ের তীব্রতা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও এখনও পূর্ব্ব দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। অপর দিকে নিরাপত্তা পরিষদেও এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার কিছুদিন আলোচনা স্থগিত রাখিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে পুনরায় পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্য—

উড়িষ্যায় ছোট ছোট রাজ্যগুলি ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়ার পর হইতে অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ভিতরেও পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। এপর্য্যন্ত ৪৮টি রাজ্য অনুরূপ সর্ত্তে ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে শাসন ভার অর্পণ করিয়াছে এবং সংলগ্ন প্রদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছে। অপর দিকে অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য একত্রিত হইয়া এক একটি সম্মিলিত পরিষদের হাতে শাসনভার অর্পণ করিতেছেন। কাথিয়াবাড় ও খাসী

রাজ্যগুলিতে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। পাকীস্তানকে অর্থ সাহায্য এবং ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন হায়দারাবাদের মধ্যে নিষিদ্ধ করার ব্যাপার লইয়া ভারত সরকার নিজামকে জানাইয়াছেন যে, এইগুলি স্থিতাবস্থা চুক্তি ভঙ্গ করারই সামিল এবং এই বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ভারত অথবা পাকীস্তানে যোগদানের প্রশ্ন লইয়া জুনাগড়ে যে গণভোট লওয়া হইল তাহার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের পক্ষে ১৯০৭৭৯ ভোট ও পাকীস্তানের পক্ষে মাত্র ৯১টি ভোট পড়িয়াছে।

রেলওয়ে বাজেট—

১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য যানবাহন সচিব ডাঃ মাথাই যে রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন তাহা পাশ হইয়াছে। চলতি বৎসরে আয় হ্রাস পাওয়ায় ঘাটতি বৃদ্ধি পাইলেও আগামী বৎসর ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই টাকা কি ভাবে খরচ হইবে সেই বিষয়ে বিবেচনার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি নিবারণের জন্য একটি বিশেষ পুলিশ বাহিনী কার্য্য করিতেছে। ডাঃ মাথাই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অভাব অভিযোগ নিবারণের জন্য যথাসম্ভব করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন এবং রেলওয়ে বিভাগের গ্রেণশপ গুলির দুর্নীতি বিষয়ে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিতে স্বীকার করেন।

পশ্চিম বাংলার বাজেট—

চলতি বৎসরে প্রায় ২½ কোটি উদ্বৃত্ত হইলেও আগামী বৎসরে কিছু ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরের অনুমিত আয় ৩১ কোটি ১৮ লক্ষ এবং খরচ ৩১ কোটি ৯৬ লোক্ষ টাকা। সুতরাং ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। কৃষি, সেচ, শিক্ষা, কুটির শিল্প ও যন্ত্র শিল্পের প্রসারের জন্য অধিক ব্যয় বরাদ্দ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ভারতীয় শাসনতন্ত্র আইনের খসড়া—

ভারতীয় গণপরিষদে এ পর্য্যন্ত যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছে মূলতঃ তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র আইনের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। গণপরিষদের আগামী অধিবেশনে এই বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

বিহার সংবাদ

বিহার সরকারের বাজেট—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিহারের মাননীয় অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ বিহার আইন সভায় ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বাজেটে বিভিন্ন খাতে বিহার সরকারের ২১½ কোটী টাকা আয় ও ২০ কোটী টাকা ব্যয় দেখান হইয়াছে। ১½ কোটী টাকা বাড়তি ধরা হইয়াছে। বিহার সরকারের ২১½ টাকা আয়ের মধ্যে ভারত সরকার হইতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য ৬ কোটী টাকা অর্থ সাহায্যও হিসাব করা হইয়াছে। বিহার সরকার উক্ত পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য ৫½ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। চলতি বৎসরে বিহার সরকারের আয় ১৮ কোটী ও ব্যয় ১৭ কোটি টাকা।

গোহত্যা নিবারণ—

বিহার সরকার গো-মহিষাদি হত্যা নিষিদ্ধ করিয়া আইন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন এবং শীঘ্রই এই সম্বন্ধে একটি আইন করা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আইন সভার কংগ্রেস পার্টি—

বিহার আইন সভার কংগ্রেস পার্টির কার্য্যকরী সমিতির দৈনিক বৈঠক হইবে স্থির হইয়াছে। ঐ বৈঠকে আইন সভায় কোন কোন বিষয় আলোচনা হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় রবিদাস সম্মেলন—

গত রবিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়ার অলঙ্গীডাঙ্গায় ঋষি রবিদাসজীর জন্ম উপলক্ষে এক রবিদাস সম্মে-

লন হইয়া গেল। সম্মেলনে বহুস্থান হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিল। শোভাযাত্রা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের পর শ্রীবিষ্ণু চরণ দাসের সভাপতিত্বে অধিবেশন হয়। সম্মেলনে জাতির উন্নতিমূলক ও গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় ও সকলে গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সংকল্প করেন।

ভীষণ ডাকাতি—

রঘুনাথপুর থানার চেলিয়ামার নিকট বামড়রা গ্রামে ২০শা ফেব্রুয়ারী তারিখে সেখ গোলাম মহম্মদের (কাপড় ডিলার) বাড়ীতে একটি ভীষণ ডাকাতি হইয়াগিয়াছে। প্রকাশ, সংখ্যায় তাহারা আট জন ছিল। তাহারা হাত-বোমা ফাটাইয়া ও রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া গ্রামের লোকদিগকে দূরে সরাইয়া রাখে। গৃহস্বামী বাড়ীতে না থাকায় গৃহিনীর উপর জোরজবরদস্তি করে এবং তাঁহার হাঁটুর নিকট ছোরার আঘাত করে। প্রায় ১৮০০৲ টাকা নগদ ও ১০০০৲ টাকার অলঙ্কার লইয়া পলাইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বাঘ শীকার—

বলরামপুর থানার কেরোয়া গ্রামের পাহাড়ে একটি বাঘ কিছুদিন যাবৎ উপদ্রব করিতেছিল। একদিন একটি ছাগল ধরিয়া পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করিলে গ্রামবাসীগণ তাহাকে অনুসরণ করিয়া ঘিরিয়া ফেলে এবং শ্রীমোহনদাস মাহাত বন্দুকের সাহায্যে গুহার ভিতরেই বাঘটিকে মারিয়া ফেলে।

নূতন এম, ই, স্কুল—

বাঘমুণ্ডি থানার সিন্দরী ও বুড়দা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক স্কুল দুইটিকে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এম, ই, স্কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বর্ত্তমান বৎসর হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

জঙ্গল বরবাদ—

চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত 'ডব' মৌজার জমিদার উক্ত জঙ্গলটি কাটিয়া একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। এমন কি, গাছের গোড়া পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতেছে। মানগো বীট অফিসারকে ব্যাপার জানানো হইলেও ইহার কোনও প্রতীকার করা হয় নাই।

জেলা বোর্ডে মনোনয়ন—

নিম্নলিখিত আটজন সদস্য বিহার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মানভূম জেলা বোর্ডে মনোনীত হইয়াছেন—শ্রীশশধর গাঙ্গুলী, শ্রীঢুলাল দাস, শ্রীরাজকিশোর মাহাত, শ্রীসত্য সেন, শ্রীছোটেলাল জানি, শ্রীকামতা প্রসাদ সিংহ, মৌঃ হাকিম ইউসুফ রসীদ ও এ, ডি, সি, ধানবাদ। গত বৎসর মে মাসে যে নূতন সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা আগামী ৮ই মার্চ্চের অধিবেশনে জেলা বোর্ডের ভার গ্রহণ করিবেন।

নূতন হাট প্রতিষ্ঠা—

বাঘমুণ্ডি থানার ডাভাগ্রামে একটি হাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে নিবারণ হাট। উক্তস্থানে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষার্থে একটি গান্ধী স্মৃতি মন্দির নির্ম্মানের চেষ্টা চলিতেছে।

চাসে কংগ্রেসকর্ম্মি লাঞ্ছিত

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য মানভূমের সর্বজনপ্রিয় প্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মী। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী চাসে অবস্থিত চোরাই চালান বন্ধকারীদল (এন্টীস্মাগলিং ফোর্স) তাঁহাকে গালাগালি করিয়া ধরিয়া তাহাদের তাঁবুর মধ্যে লইয়া গিয়া বাঁধিয়া মারামারি করে। এই সংবাদে জনতার মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনার সঞ্চার হয়। জগবন্ধু বাবু তাহাদের শান্ত করেন। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক সেই দিনই তথায় যান। ডেপুটী কমিশনারকে এ বিষয়ে জানান হইয়াছে। অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন জনসাধারণ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হোমগার্ড

হোমগার্ডে ভর্ত্তি হইবার জন্য যোগ্যতা—বয়স ১৯ হইতে ৪০ বৎসর। অন্ততঃ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উঁচু ও ৩২ ইঞ্চি ছাতি। অন্ততঃ উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত বিদ্যা। ট্রেনিং লইতে হইবে তিন মাসের। ঐ সময়ে খাদ্য ও পোষাক এবং মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ভাতা পাওয়া যাইবে। ট্রেনিং এর পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণতঃ মাসে ৩ দিন গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন মত কার্য্য করিতে হইবে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রেরিতপত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

(১)

পুরুলিয়া নিবাসী শ্রীভবানীকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—আমাদের কর্ণধারগণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জোর গলায় বক্তৃতা দেন। শিক্ষকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবার সময় দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কিন্তু যত গণ্ডগোল বাধে শিক্ষকদের বাঁচিয়া রাখিবার ব্যবস্থার বেলা। প্রাণপাত পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রাপ্য প্রভূদের কৃপাদত্ত যৎসামান্য বেতন মাত্র; তাহাও যথা সময়ে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে উদার ঋণদাতারও অভাব। শিক্ষকদের মাগ্‌গীভাতা যাহা সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ উদাসীন আছেন কোন্ সাহসে? মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দ্বিগুণ বাড়িয়াছে; তবুও শিক্ষকদের বেলা সর্ব্বদাই অস্বচ্ছলতার অবাস্তব প্রশ্ন তোলা হয়। ইহা কি নিরীহ শিক্ষকসমাজের প্রতি মহাপ্রভুদের নিষ্ঠুর উপেক্ষা, না উন্মাদ ঔদাসীন্য?

(২)

নূতনডি পাঠশালার শিক্ষক শ্রীশিবরাম মাঝি লিখিয়াছেন—নেতৃবর্গ সকলেই শিক্ষা বিস্তারের কথা বলিতেছেন অথচ জেলাবোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তারা বলিতেছেন যে প্রতি সার্কেলে অন্ততঃ দশটি করিয়া স্কুল তুলিয়া দিতে হইবে। কারণ টাকার অভাব। শিক্ষকেরা না হয় আরও কিছুদিন মাধুকরি বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। কিন্তু এরূপভাবে দশটি স্কুল ও পনেরটি অর্দ্ধাহারী বা নিরাহারী শিক্ষক তুলিয়া না দিয়া একটিমাত্র পূর্ণাহারী অফিসার কমাইতে পারিলেই, বা পূর্ণাহারেরও অতিরিক্তটা যদি কর্ম্মকর্ত্তারা ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলেই প্রত্যেক সার্কেলে আরও দশটি করিয়া নূতন স্কুল খোলা যাইতে পারে বলিয়া আশা করিলে ভুল হইবে না। এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

(৩)

মানবাজার থানার শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত লিখিয়াছেন—যে সকল ছাত্র এই বৎসর এম, ই, স্কুল হইতে ইংরাজীতে পাস করিতে পারে নাই, কেবল বাংলায় পাস করিয়াছে, তাহাদিগকে হাই স্কুলের অষ্টমশ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইতেছে না। সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এম, ই, স্কুল হইতে ইংরাজী উঠাইয়া দেওয়া হইবে। যদি আগামী বৎসর তাহাদিগকে হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে দেওয়া হয়, তবে এক বৎসর তাহাদিগকে বসাইয়া রাখিয়া কি লাভ হইবে? কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করা উচিত।

(৪)

চেলিয়ামা গ্রামের শ্রীরামনারায়ণ মিত্র রঘুনাথপুর থানার সাবইন্সপেক্টার ও পুলিশ কনষ্টেবলদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছাচারিতা ও অর্থ লিপ্সুতার অভিযোগ সম্পর্কে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—চেলিয়ামা গ্রামের এক-জন দর্জ্জির দুইটি সেলাইএর কল চুরি গেলে পুলিশ প্রতিবেশী একটি বৃদ্ধ দারোয়ানকে সন্দেহ করে। যাহার চুরি হইয়াছিল সে ইহাতে আপত্তি করায় পুলিশ দারোয়ানের সাত বৎসর বয়সের বালককে বন্দী করে। বালকের মাতা যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে পুকুর পাড়ে গিয়াছিলেন সেই সময় তাঁহাকে ঐস্থানে পাকড়াও করা হয় এবং তাঁহার ও অন্যান্য নারীদের চীৎকারে লোক জমিয়া গেলে উক্ত সাবইন্সপেক্টার নিরস্ত হন এবং জানান যে, ইহা পুলিশের কর্ত্তব্য। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী উক্ত কর্ম্মচারী ও অন্যান্য কনষ্টেবল্ চেলিয়ামার একজন মাড়োয়ায়ীর ঘর ঘেরাও করেন। প্রথম কিছুটা তর্জ্জন গর্জ্জনের পরে সব চুপ চাপ হইয়া যায়। রহস্য এই যে, একজন কনেষ্টবলের পকেট হইতে এক সহস্র মুদ্রা বাহির হইয়াছে। উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, তিনি উহার কিছুই জানেন না এবং চেলিয়ামা পঞ্চায়েতকে তাঁহার পক্ষে সাফাই গাহিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছেন।

দ্রষ্টব্য—শোনা যাইতেছে যে, হোমগার্ডে ভর্ত্তির জন্য মার্চ্চ মাসের মাঝা মাঝি পর্য্যন্ত সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে, এখনও নির্দ্দিষ্ট ফরমে ডেপুটি কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করা চলিবে।

নিবেদন

আমরা মানভূম জেলায় যেখানে যে সকল গঠনমূলক বা জনহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার সবিশেষ বিবরণ ও পরিচয় প্রকাশ করিতে চাই। এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্ম্মিগণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নিকট আবেদন এই যে, তাঁহারা স্ব স্ব এলাকার বা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, বিবরণ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা মুক্তি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

মুঃ সঃ

বিজ্ঞপ্তি

প্রত্যেক থানায় কলেরা সংক্রমণ নিবারণের জন্য একজন করিয়া হেল্‌থ ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক থানার এবং গ্রামের কর্ম্মিগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদিগকে খবর দিয়া তাঁহাদের কার্য্যে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সম্পাদক, জেলা পঞ্চায়েত কমিটি।

স্বদেশী মেলা ও প্রদর্শনী

মানবাজারে ৯ই মার্চ্চ হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত ১৭ দিন ব্যাপী একটি মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। নানাপ্রকার হস্তশিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য ও গৃহপালিত পশ্বাদি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিবে এবং জনশিক্ষাকর ছায়াচিত্র ও বক্তৃতাদির আয়োজন হইবে। ব্যায়াম প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশেষ বিবরণীর জন্য পত্র লিখুন।

সাধারণ সম্পাদক
প্রদর্শনী সমিতি পোঃ মানবাজার।

সদর মানভূমের কিষাণদের প্রতি

দেখা গেল যে এতদিন কণ্ট্রোল থাকায় চাষীর বাস্তবিক কোন লাভ হয় নাই। ধান এবং চালের দর বৃদ্ধি পাইলে তজ্জনিত লাভ চাষীরই প্রাপ্য। সেইজন্য আপনাদের বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ধান ও চালের দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। ধান মণকরা একটাকা ও চাল প্রতি মণ তিন টাকা দর বাড়িয়াছে।

এখন হইতে গভর্ণমেণ্টের তরফে ক্রয়কেন্দ্রে সাধারণ ধান ৮৲ টাকা, সাধারণ লাল চাল ১৩৷৷০ টাকা এবং সাধারণ সাফি চাল ১৪৷৷০ টাকা দরে খরিদ করা হইবে।

গত বৎসর আপনারা ঘাটতি অঞ্চলের জন্য বহু ধান ও চাল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এ বৎসরও আপনাদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায়। আপনাদের বাড়তি ধান ও চাল সরকারী এজেণ্টের কাছে বিক্রয় করিয়া দিন। এ বিষয়ে আপনাদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেটের এজেণ্টগণ বিভিন্ন ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীগোপাল মল
সেক্রেটারী
লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেট
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৪শে ফাল্গুন ১৩৫৪, ৮ই মার্চ্চ ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

সেই শিল্প—

খেড়িয়ার

গেঞ্জি শিল্প

খেড়িয়া হোসীয়ারী ফ্যাক্টরী
পুরুলিয়া

স্থাপিত ১৯২০

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউল্‌ড্ ব্যাঙ্ক)

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস : কলিকাতা

শাখা : পুরুলিয়া

সর্ব্বপ্রকার ক্লিয়ারিং কার্য্যের সুবিধা আছে

৫ টাকা হইতে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট খোলা হয়।

নোটীশ

শাল বৃক্ষ নীলাম

মানভূম জেলার অন্তর্গত (ধানবাদ সবডিভিজন) টুণ্ডি ইন্‌কামবার্ড এষ্টেটের ডুবরাজপুর দীং ৭ টী মৌজায় ৬০০ ছয় শত শাল বৃক্ষ ইং ১৬।৩।৪৮ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকার সময় টুণ্ডি ডাক বাংলায় প্রকাশ্য নীলাম ডাক দ্বারা বিক্রয় করা যাইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ উক্ত তারিখে উপস্থিত হইয়া নীলাম ডাক করিবেন। গাছের বিবরণ সদর ম্যানেজারী কাছারী পুরুলিয়া বা টুণ্ডি ইন্‌কামবার্ড তহশীল কাছারিতে পাওয়া যাইবে।

জেনারেল ম্যানেজার,
ওয়ার্ডস্ এ্যাণ্ড ইন্‌কামবার্ড এষ্টেটস্
মানভূম।

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই **পেনীসিলিন** ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী

ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।

গোউরপদ সেন এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ→হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ২৪শে ফাল্গুন, সোমবার

জাতীয়তার অপচার

বহু বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করিবার নীতি গৃহীত হইয়াছিল। কংগ্রেস অদ্যাবধি সেই অনুযায়ী কার্য্য করার নীতিই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, যাঁহারা এতদিন দেশকে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, সর্বভারতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে বা দাবী থাকিলে তাঁহারা তাহা নেতৃবর্গের নিকট উপস্থিত করিবেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য যাহা শ্রেয় হইবে, তাহা তাঁহারা করিবেন।

কিন্তু ইহা লইয়া মানভূমে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হইতেছে তাহা অত্যন্ত লজ্জাকর। এ বিষয়ে দেশবাসী জনসাধারণ তথা সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং জনসাধারণের নিকট প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। কারণ, বহু ব্যক্তি আমাদের নিকট এবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিতেছেন। উপরন্তু জিলাতে বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে, তাহাতে জনস্বার্থের অত্যন্ত হানি হইতেছে।

মানভূম জিলা বিহার ও বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। ইহা মূলতঃ বাংলা ভাষাভাষী বলিয়া কংগ্রেসের নীতি অনুসারে ইহা বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হইবার কথা চলিতেছে; ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের অর্থ এই যে, মূলতঃ যে জিলার বা যে স্থানের অধিবাসীদের মাতৃভাষা যাহা, তাহা যদি অন্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে যে প্রদেশের ভাষার সহিত তাহার ঐক্য আছে, সেই জিলা বা সেই স্থানকে সেই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা। মানভূম জিলা মূলতঃ হিন্দী ভাষাভাষী হইলে ইহা বাংলায় যাইবে কি বিহারে থাকিবে, এই প্রশ্ন উঠিত না এবং ইহার ভৌগলিক সংস্থান যদি বাংলা ও বিহারের সীমান্তে অবস্থিত না থাকিত, তাহা হইলেও হয়ত আজ ইহা লইয়া বাক্ বিতণ্ডার অবকাশ থাকিত না।

ইহা লইয়া যদি শুধু তর্ক বিতর্কই চলিত তাহা হইলেও হয়ত বলিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু ইহা লইয়া যে বিরোধ, যে তিক্ততা ও জনসাধারণের মধ্যে যে অনৈক্য ও গোলমাল সৃষ্টি হইতেছে, তাহা মানভূম জিলার জনস্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়া দেখা দিতেছে।

এখানে যে হিন্দী প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে তাহার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্যই নিহিত রহিয়াছে যে, ইহাকে হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া প্রমাণ করিয়া ইহাকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা। সরকারী কর্ম্মচারীরা, স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার ও এইরূপ কার্য্যপন্থী অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্রিয়া কলাপে ও কার্য্যের ধরণে উপরোক্ত অভিযোগই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহাদের কার্য্যে দেখা যাইতেছে যে, তাহারা কেহ কেহ পিয়ন পাঠাইয়া গ্রাম হইতে কয়েকটী লোককে ডাকাইয়া দরখাস্ত লইবার চেষ্টা করিতেছেন যে—আমরা বিহারে থাকিতে চাই, ইত্যাদি। ডেপুটী কমিশনার সাহেব অন্যান্য কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও হিন্দী প্রচারই প্রধান কার্য্যরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং কয়েকটী স্তাবক পরিবৃত হইয়া যে ভাবে কাজ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দীকে তিনি একটা ভীতিজনক ও অপ্রিয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন।

হিন্দুস্তানী আমাদের রাষ্ট্রভাষা। জাতির ঐক্য বিধায়ক এই ভাষাকে প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠিত ও বিকাশ করা দেশসেবী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। জাতির নিকট রাষ্ট্রীয় পতাকার যে স্থান, রাষ্ট্র ভাষারও সেই স্থান। যে কেহ রাষ্ট্র ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে সে জাতীয়তার ক্ষতি করিবে। জাতীয় পতাকা যেমন তাহার নিকট পবিত্র ও মহান, রাষ্ট্রভাষাও সেইরূপ তাহার পক্ষে সমান মর্য্যাদাবোধক।

ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন জাতি দ্বারা গঠিত। বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী একই দেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিতে পারে না। কিন্তু এক-জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ও অনুভূতির

জন্য সর্ব্বভারতীয় এমন একটী সাধারণ ভাষা প্রচলিত থাকা দরকার, যাহা দ্বারা যে কোন প্রদেশবাসী যে কোন ভাষাভাষীই হোক না কেন, পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া সর্ব্বভারতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে। ইহাই জাতির রাষ্ট্রভাষা।

ইংরাজ রাজত্ব যতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন ইংরাজী ভাষাই সমস্ত ভারতবর্ষে যোগাযোগ রক্ষা করিত ও ভারতের সরকারী ভাষা হইয়া ছিল। ইহার সহিত দেশের জন সাধারণের কোন সম্বন্ধই ছিল না। ইহা দেশের প্রতি জোর করিয়া চাপান হইয়াছিল।

কংগ্রেস বহুদিন হইতেই হিন্দুস্তানীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ইংরাজী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্তানীকেই ভারতের সরকারী ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও করা হইতেছে। সুতরাং জাতির মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া জাতিকে সংহত ও দৃঢ় করিবার জন্য যে হিন্দুস্তানী ভাষা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আয়ত্ত করা এবং তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা শুধু গভর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য নয়, ইহা ভারতবাসী মাত্রেরই জাতীয় কর্ত্তব্য।

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রাষ্ট্রভাষার প্রচার ও প্রসার করা প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে জাতিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে ইহার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার পরিপোষক হিসাবে ইহার যে প্রধান স্থান তাহা প্রচার করিয়া ইহার অনুকূল পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। বস্তুতঃ জনসাধারণকে এই ভাবেই উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এমনকি ইহাকে মাতৃভাষার সহিত অবশ্য শিক্ষনীয়ও করিতে হইবে।

কিন্তু ইহাকে যদি কোন সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে শুধু যে ইহারই ক্ষতি হয় তাহা নয়, ইহাতে জাতিরও ক্ষতি করা হয়। কারণ জনসাধারণের নিকট তখন তাহা জাতীয়তার মর্য্যাদাবোধকরূপে থাকে না, সংকীর্ণ স্বার্থসাধনের উপায় স্বরূপে ইহা গৃহীত হইয়া বিরোধের সৃষ্টি করে। ফলে জাতীয়তার মূল ভিত্তিতে ইহা আঘাত করে।

মানভূম জিলাতে তাহাই হইতেছে। বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য হিন্দী প্রচারের চেষ্টা যে ধারায় চলিয়াছে, তাহাতে জিলাতে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

এখানে সমস্ত শাসন ব্যবস্থা এই প্রাদেশিক ব্যাপারটাকেই ভিত্তি এবং কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের ফলে লোকের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি হইয়াছে যে, যদি এই জিলাতে বিহারে থাকিবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য হিন্দী প্রচার করা যায়, তবে সে যেই হউক না কেন এবং যাহাই করুক না কেন, সরকারী সমর্থন এবং তাহার সহায়তা পাইবেই। ফলে যাহারা চিরকাল কংগ্রেসের বিপক্ষতা করিয়া আসিয়াছে, দেশের স্বার্থহানী এখনও করিতেছে, এমন কি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উৎসাহ দাতা যাহারা, তাহারাও হিন্দী প্রচারের আশ্রয় লইয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে উৎসাহ ও সাহায্য পাইতেছে। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, মানবাজার থানায় হিন্দু সভা সংশ্লিষ্ট কয়েকজন জমিদার ও মহাজন আদিবাসীদের মধ্যে পৃথক সংগঠনের ব্যবস্থা করিয়া সরকারী নীতি ও উদ্দেশ্যেরই প্রতিকূলতা করিলেও ডেপুটি কমিশনার তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছেন। কারণ তাহারা হিন্দীর প্রচারক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেছে।

অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, জমিদার মনে করিতেছে প্রজার উপর যতই জুলুম করি না কেন হিন্দীই আমার রক্ষাকর্ত্তা, ব্যবসায়ী মনে করিতেছে যতই চোরাবাজার বা অন্যায় করি না কেন হিন্দী প্রচার করিতেছি বলিয়া আমার সাতখুন মাপ। জিলার যত জনস্বার্থবিরোধী, যত বৃটীশ সহায়ক ও কংগ্রেসদ্রোহী ও দেশদ্রোহী ছিল বা এখনও আছে এবং জনগণের উপর যাহারা বরাবর জুলুম করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও সমানভাবে জুলুম চালাইতেছে, তাহারা সকলেই হিন্দী প্রচারক সাজিয়া সরকারী পক্ষপুটে আশ্রয় লইতেছে, আর জনগণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।

আর এদিকে শাসন ব্যবস্থা যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। লোকের লোন লইতে আসিয়া অফিসে শতকরা কয়েক টাকা না দিলে লোন পাওয়া মুস্কিল। জল সেচের জন্য টাকার বরাদ্দ ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা, সরকারী জনহিতকর ব্যবস্থাগুলি অকর্ম্মণ্য ও অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। হরিজন, আদিবাসী, গরীব, অসহায়—তাহাদের উন্নতি বিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। অত্যাচারিতকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার কোন আয়োজন নাই। জনসাধারণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছে,—দরিদ্রের ভগবানও নাই।

সুকোমলমতি তরুণ ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা হইতেছে—চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে—নানাদিক দিয়া তিক্ততা ক্রমশঃ বাড়াইবারই ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বৃটীশ আমলে, যেই হোক না কেন, কংগ্রেসের বিরোধীতা করা তাহার যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল। যুদ্ধ-ফণ্ডে চাঁদা দিয়া অতি নিকৃষ্টতম লোকও সরকারী প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। আজ এই জিলাতে লোক যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন, যতই দেশদ্রোহী হোক না কেন, হিন্দী প্রচারের ভনিতা তাহাদের যোগ্যতার মাপকাঠি হইয়াছে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ও এই সব দেশের অনিষ্টকারী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সমবায়ে যে একটা অবাঞ্ছিত আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে লোকপ্রিয় গভর্ণমেণ্ট অপ্রিয় হইতেছে, জনসাধারণ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেছে না, এবং হিন্দীকে তাহারা নিকৃষ্ট ও স্বার্থপরদের ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-রক্ষার বাহন বলিয়া মনে করিতেছে। জাতীয়তার মূল ভিত্তিতে আঘাত পড়িতেছে। জনস্বার্থকে নষ্ট করিয়া কায়েমী স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে।

গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপে জনসাধারণের মনে এই ধারণাই হইতেছে যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে ইহা সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের জানিয়া রাখা উচিত যে, তাহাদের এই ভুলের ফলে তাহারা গভর্ণমেণ্ট বিরোধী শক্তিগুলিকেই শক্তিমান করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের বিপদে কংগ্রেস কর্ম্মিরা এবং জাতীয়তাবাদী যাহারা, তাহারাই প্রাণ দিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিবে। এই সমস্ত দেশদ্রোহী প্রতিক্রিয়াপন্থী যাহারা বর্ত্তমানে প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহারা সরিয়া দাঁড়াইবে এবং নিজেরা পশ্চাতে থাকিয়া দেশের বিরোধী শক্তিকে উস্কানী দিবে।

ইহা পথ নয়। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ও তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী যাহারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহারা হিন্দী প্রচারের নামে যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা করিতেছেন, তাহাতে ইহাকে সুপ্রচার না করিয়া অপপ্রচার করিতেছেন। বিগত বৃটীশ আমলের আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহারা প্রভুর মনস্তুষ্টি করিবার অজুহাতে যে অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ফল জাতির দিক দিয়া কল্যাণকর হইতেছে না।

মানভূম জিলা বাংলাতে যাইবে কি বিহারে থাকিবে ইহা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, এই জিলার জন সাধারণের কি উপায়ে কি ভাবে উন্নতি হইবে। লক্ষ লক্ষ লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা, জল সেচনের ব্যবস্থা, ব্যবসায়ী, জমিদার, মহাজন, যাহারা গরীব জনসাধারণকে ভূমিহীন করিয়া উৎখাত করিতেছে তাহা হইতে তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা, আদিবাসী, হরিজন, উন্নতির প্রভৃতির ব্যবস্থা। এক কথায় মানভূমের শোষিত, নিপীড়িত, জনসাধারণের উন্নতির ব্যবস্থা। তাহা যাহারা দেশদ্রোহী, প্রতিক্রিয়াপন্থী, শোষণ কারী ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি, তাহাদের প্রশ্রয়দানে হওয়া সম্ভব নয়। বরং তাহাতে জনসাধারণের অবস্থা আরও খারাপ হইবে।

ইহার জন্য লক্ষ্য থাকা উচিত জনসেবা। প্রাদেশিক অথবা কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থের উদ্দেশ্যে জাতির একটা মহান পবিত্র জিনিষকে দুষ্প্রয়োগ করা বাস্তবিকই বেদনাদায়ক। লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া জাতীয় পতাকার প্রচার যেমন কল্পনার অতীত, তেমনি ভাবেই এই সব পন্থায় হিন্দীর প্রচার কল্পের কথা।

এই জিলার শত শত গ্রামের কংগ্রেস কর্ম্মী যাহারা স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছে, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া এই সব ঘটনা দেখিতেছে। জনসাধারণ ভাবিতেছে মানভূম

জিলাকে বিহার প্রদেশে রাখিবার জন্য এই বিচার-হীন প্রচেষ্টা কেন—যাহার ফলে জনস্বার্থকেও গভর্ণমেণ্ট তুচ্ছ করিতেছেন! বিহার গভর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উচিত মানভূমের জনসাধারণের সেবার পথ গ্রহণ করা। দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়া, তাহাদের শোষণের হাত হইতে বাঁচাইয়া, জাতীয়তার মহান আদর্শে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া আপনার করিয়া লওয়াইত সমস্ত দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য! এই দৃষ্টিতে তাহারা দেখিতেছেন না। ডেপুটী কমিশনার মহাশয় শিক্ষক সম্মেলনে ভয় দেখাইয়াছেন যে হিন্দীতে যোগদান না করিলে তাহাদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি যদি তাহাদের জাতীয়তার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রানিত করিতে পারিতেন তবে হিন্দী তাহারা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিত। এখন তাহারা হিন্দী শিখিলেও মনে ভয় ও বিরক্তি লইয়া তাহা শিখিবে। ইহা যে কত বড় অনিষ্টকারক তাহা কি কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ভাবিয়া দেখিবেন?

আমাদের এই আলোচনা অনেকের অপ্রিয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সত্য। সত্যের প্রকাশ বিঘ্নসঙ্কুল হইলেও তাহা না করাতে কর্ত্তব্যহানি হইবে। বিশেষ করিয়া যেখানে জাতীয়তার অপচার হইতেছে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা দরকার। জনসাধারণকে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দ্বিধার মধ্যে রাখা অনুচিত।

মানভূম জিলাতে এই ব্যবস্থা বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীদের নির্দ্দেশে এবং সমর্থনে চলিতেছে ইহাই যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা অন্যায় করিতেছেন। গান্ধীজীর আদর্শ বিরোধী কাজ করিতেছেন। মানভূম জিলার জনস্বার্থকে ক্ষুন্ন করিতেছেন। দেশের এই সন্ধিক্ষণে আমরা আমাদেরই প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টকে জন-সাধারণের অশ্রদ্ধা-ভাজন দেখিতে চাহিনা। তাঁহারা জাতির পক্ষে যাহা শ্রেয় তাহাই উপলব্ধি করুন।

সরকারী কর্তৃপক্ষ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে লোকের তাহাদের উপর কোনই বিশ্বাস নাই। জনসাধারণ তাহাদিগকে বৃটিশ আমলের আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীরূপেই দেখিতেছে। স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের জন-সেবক হিসাবে শ্রদ্ধা করিতেছে না। ইহা তাহাদের পক্ষে যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। প্রশংসার কথাত' দূরে থাকুক।

কোন জিলা কোন প্রদেশে থাকিবে কি থাকিবেনা তাহা বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীরা, কংগ্রেসের উর্দ্ধতন নেতারা মিলিয়া আলোচনা করিয়া স্থির করুন। মহাত্মা গান্ধীও তাহাই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু যে রাষ্ট্রভাষা জাতির পক্ষে মহান ও পবিত্র তাহাকে এরূপ সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে দুষ্প্রয়োগ করা — ইহাকে অপমান করা। ইহাতে জাতীয়তার অপচার হইতেছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাস-সঙ্কট—

লোকে বাধ্য হইয়াই বাসে যাতায়াত করে। বাসের যাহা অবস্থা ও ব্যবস্থা তাহাতে বাসে যাতায়াত বাস্তবিকই একটা দুর্বিষহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা বাস্তব উদাহারণ দেওয়া যাইতে পারে। ১লা মার্চ্চ তারিখে বান্দোয়ানগামী মহালক্ষ্মী সার্ভিস। উপরে ও নীচে কমপক্ষে ৮০ জন লোক। ছাদের উপরে ১৪।১৫ জন। তদুপরি ৪-।১০ মন মাল বোঝাই। নড়িহার মোড়ে ধাক্কা লাগিয়া চিরুগড়া নিবাসী দর্প মাহাতর মাথায় খুবই চোট লাগে এবং বান্দোয়ান হাসপাতালে চিকিৎসা হয়। এই বাসে জনৈক ভদ্রলোক বলেন যে, আর বেশী লোক এবং বোঝা চাপাইলে গাড়িটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে। কন্ডাকটার তাহাকে রুক্ষভাবে উত্তর দিল—টিকেট ফেরত লইয়া নামিয়া যাইতে পার। দৈনন্দিন সর্ব্বত্র ঘটনা কম বেশী এইরূপ। সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তির কথা এই গ্রামের সাধারণ মানুষ যাহারা বাসে যাতায়াত করে তাহাদের উপর যে রকম ব্যবহার করা হয়, তাহা এত অপমান কর যে বর্ণণার অতীত। বাসের কর্ত্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। কর্ম্মচারীদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে জনসাধারণের সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করিলে তাহাতে নিজেদের সম্মানই বাড়ে।

(১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গান্ধীজী

গঠনকর্ম্ম

গঠনকর্ম্ম পরিকল্পনাকে অন্তভাবে ও অধিকতর প্রকৃতভাবে বলা যাইতে পারে—সত্য ও অহিংসার পদ্ধতিতে 'পূর্ণ স্বরাজ' বা 'পূর্ণ স্বাধীনতা' গঠন। নীতির দিক দিয়া সত্য ও অহিংসার পদ্ধতিতে অর্জ্জিত স্বাধীনতার অর্থ জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক অধিবাসীর স্বাধীনতা—সে ব্যক্তি যতই ক্ষুদ্রতম হউক না কেন। এই স্বাধীনতা অন্য-নিরপেক্ষ নহে। কাজেই ইহার সহিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। বাস্তব সর্ব্বদাই আদর্শের চেয়ে ছোট, যেমন অঙ্কিত রেখা কখনই ইউক্লিডের পরিকল্পিত রেখার মত হইতে পারে না। সুতরাং আমরা যে পরিমাণে আদর্শমূলক সংজ্ঞার নিকটবর্ত্তী হইব, সেই পরিমাণেই আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করিবে। পাঠক যদি সমগ্র গঠনমূলক পরিকল্পনাটি মনে মনে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আমার মত তিনিও স্বীকার করিবেন যে, এই কর্ম্মপন্থা অনুসারে সাফল্যের সহিত কার্য্য করিতে পারিলে, পরিশেষে আমাদের প্রার্থিত স্বাধীনতা লাভ অবশ্যম্ভাবী।

গান্ধীজীর আঠার দফা গঠনকর্ম্মের একটি সম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল)

১। সাম্প্রাদায়িক ঐক্য	১০। স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা
২। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন	১১। মাতৃভাষা শিক্ষা
৩। মাদকতা বর্জ্জন	১২। রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা
৪। খাদি	১৩। ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা
৫। অন্যান্য পল্লীশিল্প	১৪। কৃষক সংগঠন
৬। পল্লী-স্বাস্থ্য	১৫। শ্রমিক সংগঠন
৭। বুনিয়াদী শিক্ষা	১৬। আদিবাসী-উন্নয়ন
৮। বয়স্থ-শিক্ষা	১৭। কুষ্ঠরোগী সেবা
৯। পল্লী-উন্নয়ন	১৮। ছাত্র সংগঠন

পল্লীস্বরাজ

(গঠনকর্ম্ম পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রামের স্বরাজের বাস্তবরূপ সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত)

পল্লীস্বরাজের সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, ইহা হইবে একটি পূর্ণ সাধারণতন্ত্র,—অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু বিষয়ে অন্য নিরপেক্ষভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন, অথচ যে সকল ক্ষেত্রে অপরের সাহায্য প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ে পরস্পর-নির্ভরশীল। ফলতঃ প্রত্যেক গ্রামের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে নিজের খাদ্য-শস্য ও বস্ত্রের জন্য কার্পাস উৎপন্ন করা। পশুচারণের মাঠ এবং বয়স্ক ও শিশুগণের আমোদপ্রমোদ ও খেলার স্থান সংরক্ষিত থাকিবে। ইহার পর আরও বেশী জমি পাওয়া গেলে,—গাঁজা, তামাক, আফিং ও অনুরূপ ফসল বর্জ্জন করিয়া, গ্রামে প্রয়োজনীয় পণ্যশস্যের আবাদ হইবে। গ্রামে একটি গ্রাম্য নাট্যশালা, বিদ্যালয় ও ষোল আনার মণ্ডপের ব্যবস্থা থাকিবে। পরিষ্কার জল সরবরাহের জন্য নিজস্ব উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে। নিয়ন্ত্রিত কূপ অথবা জলাশয়ের সাহায্যে এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে। প্রত্যেক কাজ যতদূর সম্ভব সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে। বর্ত্তমানের ন্যায় বিভিন্ন পর্য্যায়ের অস্পৃশ্যতাযুক্ত জাতিবিভাগ থাকিবে না। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের পদ্ধতিতে অহিংসাই হইবে ষোল আনার শক্তির ভিত্তি। গ্রাম রক্ষার কার্য্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং এই সম্পর্কে প্রস্তুত তালিকা হইতে পালাক্রমে গ্রামরক্ষীদল নিযুক্ত হইবে। পাঁচজনের একটি পঞ্চায়েত গ্রামের শাসন পরিচালনা করিবে। ইহারা নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীগণের দ্বারা প্রত্যেক বৎসর নির্ব্বাচিত হইবেন। এই পঞ্চায়েতের সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও অধিকার থাকিবে। যেহেতু প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী শাস্তিদানের কোনও পদ্ধতি থাকিবে না, এই পঞ্চায়েত তাহার কার্য্যকালের জন্য একাধারে আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের পরিচালক হইবে। যে কোনও গ্রাম প্রায় বিনা বাধায় এইরূপ একটী সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। এমন কি, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট—গ্রামের রাজস্ব লইয়াই যাহার গ্রামের সহিত একমাত্র সম্পর্ক—তাহার নিকট হইতেও ইহাতে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইবে না। প্রতিবেশী গ্রামসমূহ, এবং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার

সহিত সম্পর্কের প্রশ্ন আমি এখানে বিবেচনা করিলাম না। পল্লী শাসন ব্যবস্থার একটী কাঠামো দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটী সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ব্যক্তিই তাহার শাসন ব্যবস্থার কারিগর। অহিংসার নীতি তাহার ও তাহার শাসন ব্যবস্থার নিয়ামক। সে এবং তাহার গ্রাম সমস্ত জগতের শক্তিকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ। কারণ, প্রত্যেক গ্রামবাসীর নীতি এই হইবে যে, সে তাহার গ্রাম ও গ্রামের সম্মান রক্ষার কার্য্যে মৃত্যুবরণ করিবে।

আমার এই ছবির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা স্বতঃই অসম্ভব। এইরূপ একটী গ্রাম গড়িয়া তুলিতে সারাজীবনের সাধনা প্রয়োজন হইতে পারে। প্রকৃত গণতন্ত্র এবং গ্রাম্য জীবন যাঁহার প্রিয়, এমন কোনও ব্যক্তি একটী গ্রামকে লইয়া ইহাকেই তাঁহার জগত ও সাধনার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত করিলে শুভফল পাইবেন। তিনি একই সাথে গ্রাম পরিষ্কার, সুতাকাটা, গ্রামরক্ষা এবং ঔষধ বিলি ও শিক্ষাদানের কার্য্য লইয়া আরম্ভ করিবেন। যদি তাঁহার নিকট কেহই আগাইয়া না আসে, তিনি গ্রাম পরিষ্কার করিয়া ও সুতা কাটিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। ২৬।৭।৪২

কুষ্ঠব্যাধি

শ্রীআশুতোষ রায়, মেডিক্যাল অফিসার
(পুরুলিয়া লেপার হোম ও হাসপাতাল)

অতীত

কুষ্ঠব্যাধির কথা জানতে হলে আমাদের যেতে হয় অনেক দূরে। অনেকে বলে, কুষ্ঠব্যাধির বয়স ও পৃথিবীর বয়স সমান। মোটের উপর ইতিহাস হতে জানতে পারি যে, কুষ্ঠব্যাধির কথা খৃষ্ট পূঃ ১৩৫০ সালে মিশর দেশীয় লোকগণ তাদের ইতিহাসে লিখে গিয়েছেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে খৃষ্ট পূঃ ৯০০ বৎসর আগে কিছু পাওয়া না গেলেও, খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসর আগে ইহার যথেষ্ট বর্ণনা তাদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার বর্ণনা ৬০০ খৃষ্ট পূঃ হতেই পাওয়া যায়। ভারতীয় অস্ত্রোপচারে পারদর্শী (সার্জন) সুশ্রুত তাঁহার "শুশ্রুত সংহিতাতে" কুষ্ঠব্যাধির বিশেষ বর্ণনা করে গিয়েছেন। তাঁহার বিবরণে বর্ত্তমান কুষ্ঠব্যাধির বিবরণের সহিত অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে তথা সমগ্র পৃথিবীতে কুষ্ঠব্যাধি যে আফ্রিকা হতে বিস্তার লাভ করেছে তা'র যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতে পূর্ব্ব আফ্রিকা হতে বাণিজ্যের সাথে সাথে সমুদ্রপথে কুষ্ঠব্যাধির প্রসার লাভ করেছিল।

চীনদেশে কুষ্ঠব্যাধির ইতিহাস অনেক যুগ হতে দেখা যায় এবং ইহা যে আফ্রিকাদেশ হতে ভারতে এবং ভারত হতে চীনদেশে গিয়েছে, তাহার প্রমাণও সহজসাধ্য। জাপান দেশ চীনদেশ হতেই সংক্রমিত হয়েছে। গ্রীকদেশ হতে ইউরোপে, পশ্চী হতে রোমে এবং পরে জার্ম্মাণীতে—এইভাবে সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করেছিল নবম শতাব্দীতে। ইংলণ্ডে কুষ্ঠব্যাধি কি ভাবে নির্ম্মূল হয়েছিল এ কথা জানবার বিষয়। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ৬৫৮ খৃষ্টাব্দ হতে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ ছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতেই ইহা প্রায় নির্ম্মূল হয়েছিল। এই সময়ে এরা পচা রুটি ও লোনা মাছের বদলে খেতে আরম্ভ করেছিল টাট্‌কা শাকশব্জী। ভাল আলো-বাতাস-যুক্ত ঘরে বাস করা হয়েছিল এদের একমাত্র লক্ষ্য। কুষ্ঠীদের সুস্থব্যক্তি বিশেষতঃ ছেলে মেয়েদের সাথে মেলা মেশা করতে না দেওয়ায় রোগের প্রসার বন্ধ হয়েছিল। এর সাথে ভগবানের আশীর্ব্বাদও ছিল যথেষ্ট। 'ব্ল্যাক্ ডেথ্' নামক মহামারীতে প্রায় অধিকাংশ কুষ্ঠী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সমাজের পুরোহিতরা এদের উপর ভয়ানক কড়া নজর রাখতেন। যখনই কাহাকেও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত জানা যেত, এই পুরোহিতগণ তাহাদিগের সম্বন্ধে সমাধি প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় শেষ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করতেন। তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হত যে, সে সমাজে মৃত এবং তাহাকে আরো বলা হত—"তুমি কোন ঘরে, সরাইয়ে, কারখানায় যেতে পারবে না। কোন প্রস্রবনে জল পান করতে বা কাপড় ধুতে পারবে না। তুমি তোমার নিজের জন্য রেঁধে

খাবে। তুমি কোনও গীর্জ্জায় যেতে পারবে না। কোন জনতার সাথে মিশতে পারবে না। এমন কি, যখন কোন লোকের সাথে কথাবার্ত্তা বলবে, তখন তোমাকে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলতে হবে। দস্তানা ছাড়া কাউকে, এমন কি নিজের ছেলেদেরও ছুঁতে পারবে না।" যদিও ইউরোপে ১০০০ হতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ খুব বেশী ছিল, ২০০০ এর উপর কুষ্ঠ-নিবাস তৈয়ারী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ দৃষ্টি, টাট্‌কা শবজি খাওয়া, সকলকেই বিশেষতঃ শিশু ও ছেলেমেয়েদের সংক্রামিত হতে না দেওয়ায়, সে দেশ থেকে এ রোগ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল বলা যেতে পারে।

চিকিৎসা—কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসা আহমানকাল হতেই চাল্‌মুগরা তৈল দিয়ে হয়ে আস্‌ছে। এ তেল প্রথমে ব্যবহার করে বর্ম্মাদেশের এক রাজা ২৪।২৫ শতাব্দী আগে। কথিত আছে, এ রাজার যখন কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল, সে বনে প্রবেশ করে 'কলাও' ফল ও তার বীচি চিবিয়ে খেয়ে আরোগ্য লাভ করেছিল। বর্ম্মীরা ও শ্যাম দেশীয় লোকেরা চাল্‌মুগ্‌রা ফলকে কলাও নাম দিয়েছিল। শ্যাম দেশে চাল্‌মুগ্‌রা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এখানকার সাধারণ লোকেরা এই ফলকে 'মাইক্রাবাও' বলে থাকে।

চীনদেশে এই ফলকে 'টা ফেঙ্গ ৎজু' ও জাপানে একে 'টাই ফু সি' বলে। মিটুসুডার মতে এইফল জাপানে গত ৫০ বৎসর হতে কুষ্ঠব্যাধির জন্যে খেতে ও ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হয়।

বর্ত্তমান

বর্ত্তমানে কুষ্ঠব্যাধির তথ্য যতটা জানা গিয়েছে, তার আবিষ্কার আরম্ভ হয়েছিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। সার লিওনার্ড রোজার্স্ই প্রথমে এদেশে এই দুরারোগ্য রোগের কথা ভেবেছিলেন। সেই সময় এই রোগের গবেষণার জন্য কার্য্যকারী ও সাহায্যকারী পাওয়া যেত খুব কম, তাই তাঁকে খুব আস্তে আস্তে এগোতে হ'য়েছিল। সার রোজার্স্ এবং তারপর ডাঃ মুইরএর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ ভারতবাসীদের কুষ্ঠব্যাধির ও কুষ্ঠীদের উপর মনোভাব বদলে গিয়েছে। পূর্ব্বে কুষ্ঠব্যাধির কথা ভাবতেই মনে ভয় হতো—মস্ত বড় মুখ, বড় বড় কান, হাত পা গুলো ফুলো ফুলো, আঙ্গুলগুলো বাঁকা ও ঘায়ে ভর্ত্তি। কিন্তু আজকাল একটু চেষ্টা করলেই দেখা এবং বুঝা যাবে, এটা তত কুৎসিত ব্যাধি নয়। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হলেই যে মুখটা বড় হবে, কানগুলো ঝুলে পড়বে, হাত পায়ে ঘা হবে, এটা ধরে নেওয়া মস্ত বড় ভুল। কুষ্ঠব্যাধি অনেক প্রকার। পুরাকালে হিন্দু শাস্ত্রে ও বাইবেলে কুষ্ঠব্যাধির উল্লেখ হয়েছে অনেক চর্ম্মরোগের জায়গায়। কিন্তু সাধারণভাবে প্রকৃত কুষ্ঠব্যাধির বিষয় জানলে তত ভয় থাকবে না, সমাজের উপকারও হবে অনেক। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, কুষ্ঠব্যাধি দুরারোগ্য নয়। কুষ্ঠব্যাধি চেনা ও তার চিকিৎসা নেবার উপর নির্ভর করে কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ। সর্ব্বপ্রথমে হাতে পায়ে সামান্য চোটেই ঝিন্‌ঝিনানি (বেদনা নয়), তারপর সামান্য ছোট ছোট গোল দাগ এ রোগের চিহ্ন। এ দাগগুলোতে সাধারণতঃ চুলকানি থাকে না বা প্রথমেই অসাড় হয় না। কিছুদিন পরে দাগগুলোর মাঝটা একটু স্বাভাবিক রং নেয় ও অসাড়তাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু চারধারটা ক্রমশই বাড়তে থাকে। এ দাগগুলোর বৃদ্ধির সাথে সাথে হাত পায়ের ঝিন্‌ঝিনানি বাড়ে এবং পরে হাতের ও পায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম আঙ্গুল স্পর্শক্ষমতা-বিহীন হয় এবং পরে হাত পা শুকিয়ে সরু হতে থাকে। গোল দাগগুলোর রং সাধারণতঃ দু রকমের থাকে—সাদা ও তামাটে। সাদা দাগগুলোর ভেতরে কুষ্ঠব্যাধির জীবাণু হ্যান্‌সেনস্ ব্যাসিলি প্রায়ই থাকে না। এই দাগযুক্ত লোকের অঙ্গকে সংক্রামিত করবার ক্ষমতা নেই। তাই এইরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কুষ্ঠী বলে ঘৃণা করা, সমাজে না থাকতে দেওয়া বা চাকুরীতে না রাখা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। এদের কারো কারো পায়ে ঘা হয় ও হাতের আঙ্গুল বেঁকে যায়। ঘা সত্ত্বেও এ কাউকে সংক্রামিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে যাদের দাগগুলো তামাটে রং এর, কেবল মাত্র তারাই সমাজ এবং পরিবারের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই তামাটে দাগগুলোতে প্রায় সব সময়ে কুষ্ঠব্যাধির বীজাণু পাওয়া

যায়। এরাই ভবিষ্যতে উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে কুষ্ঠব্যাধির বীভৎসরূপ ধারণ করে এবং আত্মীয় স্বজন, সহকর্ম্মী ও সহপাঠি সমাজে বিশেষতঃ নিজ পরিবারের ও পাড়া পড়শী ছেলে মেয়েদের উপর রোগবিস্তার করে। এই অবস্থায় কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত রোগীদের দাগগুলো তামাটে রং হওয়ায় সমাজে ধরা পড়ে না, তাই দিনের পর দিন রোগ ছড়িয়েই যেতে থাকে। এদের সহজেই চোখে পড়ে না এবং চোখে পড়লেও অনিষ্টকর মনে হয় না। অপর পক্ষে, সাদা দাগগুলো সংক্রামক না হলেও দেখলেই ভয়ের উদ্রেক হয়। তাই যখনই কোন ঘরে বা পরিবারে এ রোগগ্রস্ত কাউকে দেখা যাবে, তখন আতঙ্কিত না হয়ে কোনও (এ রোগের) অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়া উচিৎ। ভারতবর্ষে শতকরা ২০ হতে ২৫টী মাত্র কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগী সংক্রামক বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫ হতে ৮০টীই সংক্রামক নয় এবং সামান্য চিকিৎসাতেই নির্দ্দোষ হয়।

চিকিৎসা—পূর্ব্বেই বলা হয়েছে ২৪।২৫ শতাব্দ আগে বর্ম্মার কোন এক রাজা কলাও (চাল্‌মুগরা ফল) খেয়ে ভাল হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। এখন পর্য্যন্তও সেই চিকিৎসাই চলে আস্‌ছে, কেবল মাত্র ব্যবহারের নিয়ম বদ্‌লে গিয়েছে। আগে ফল ও বীজ খেতে ও চাল্‌মুগরা তেল গায়ে মাখতে দেওয়া হত। ৫০ বৎসর হতে ইন্‌জেক্‌সন্‌ ও খেতে দেওয়া হচ্ছে। গত ২৫ বৎসর যাবৎ চাল্‌মুগরা তেল কেবল মাত্র ইন্‌জেক্‌সন্‌ দেওয়া হয়ে আস্‌ছে। এ রোগের জন্য ব্যবহার হয় নি, এমন কোন ঔষধ উল্লেখ করা কষ্টকর। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই আদি কালের চাল্‌মুগরা তেলের ইন্‌জেক্‌সন্‌ই সব চেয়ে উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিয়ে চল্‌লেই রোগীটী সেরে যাবে না। বিশেষ সতর্কতার সহিত রোগ অনুযায়ী আস্তে আস্তে ইন্‌জেক্‌সনের পরিমাণ না বাড়ালে উপকার হতে অপকারই হয় বেশী। সম্প্রতি প্রমিন, ডাএসোন, সালফেট্রোন বলে কতকগুলো ঔষধ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এরা এখন পর্য্যন্ত চাল্‌মুগরা তেলের চেয়ে উপকারী বলে মোটেই প্রমাণিত হয় নি। এই তেল নিয়মিত ভাবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের উপদেশানুযায়ী ইন্‌জেক্‌সন্‌ নিলে উপকার অবশ্যম্ভাবী। চাল্‌মুগরা তেল ভাল হলে ইন্‌জেক্‌সনের জন্য এর সাথে কিছু না মেশালেও চলে। কিন্তু সাধারণতঃ সামান্য (২%) পরিমাণে 'ক্রিয়োজোট' এ তেলের সাথে মিশান হয়, জালা এবং ইন্‌জেক্‌সনের বেদনা কমাবার জন্য। এই ঔষধ বাজারে 'হিড্‌ক্রল' নামে ডাক্তারের দোকানে পাওয়া যায়।

১৯৪৭ সন ১২ই জানুয়ারী তারিখের হরিজন পত্রিকায় ভারতের ২৭ জন খ্যাতনামা চিকিৎসকের স্বাক্ষরযুক্ত কুষ্ঠব্যাধির গবেষণায় যে আধুনিক মত প্রকাশিত হয়েছে তার কয়েকটী নিম্নে দেওয়া হ'ল।

১। কুষ্ঠ একপ্রকার সাধারণ রোগ, ইহা ভগবানের বিশেষ অভিশাপ নয়।

২। যক্ষ্মা, টাইফয়েড্‌ অথবা নিমোনিয়া রোগ অপেক্ষা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলে অধিক লজ্জা পাবার কিছুই নেই।

৩। কুষ্ঠ বংশপরম্পরাগত রোগ নয়, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যক্ষ্মা রোগের মত কোন কোন পরিবারে ইহা পুরুষানুক্রমে দেখা দিতে পারে।

৪। কুষ্ঠ উপদংশ ঘটিত ব্যাধি নয়।

৫। ভারতে অধিকাংশ কুষ্ঠীদের রোগ সংক্রামক নয়। এদের চলা ফেরার কোনও বাধা থাকা উচিৎ নয়। কুষ্ঠ রোগের বীজাণুর সংক্রামক ক্ষমতা অল্প, কিন্তু সংক্রামক কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

পঞ্চায়েত

কাপড়ের কণ্ট্রোল যেদিন সরকারী আদেশে উঠিয়া গেল সেই দিন হইতেই কাপড় দেড়গুণ দ্বিগুণ দামে ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করিতে লাগিল। কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার সময় বহু কাপড় মজুত ছিল, কিন্তু তাহা জনসাধারণ পায় নাই। জিলা পঞ্চায়েত সমস্ত কাপড়ের বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করিত বলিয়া অনেকে জিলা পঞ্চায়েতকে

এ বিষয়ে দায়ী করিতেছেন। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

কণ্ট্রোল উঠিয়া গেলে ব্যাবসায়ীরা যে কাপড়ের সম্বন্ধে জনসাধারণকে অন্যায় ভাবে শোষণ করিবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। যখনই কেন্দ্রীয় সরকার কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পত্রে জানা গেল, তখনই জিলা পঞ্চায়েত হইতে ডি, এস, ওকে মুখে বলা হইল, লিখিয়া জানান হইল যে অবিলম্বে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। কারণ বিহারে তখনও কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠিয়া যায় নাই। এখনও সময় আছে। নচেৎ কাপড়ের ইম্পোর্টার এবং হোলসেলাররা যেন তেন প্রকারেন কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার দিন পর্য্যন্ত কাপড়ের ষ্টক আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে, এবং কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছামত দরে বিক্রয় করিতে থাকিবে। কিন্তু কিছুই করা হইল না।

শ্রীযুক্ত সিংহেশ্বর বাবু যখন ডেপুটী কমিশনার ছিলেন—তিনি ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ হইতে জিলা পঞ্চায়েতের হাতে সমস্ত কাপড় বণ্টনের ব্যবস্থার ভার দেন। ব্যবস্থা এই করা হইয়াছিল যে প্রত্যেক ইম্পোর্টার প্রথমেই জিলা পঞ্চায়েতের নিকট চালান দাখিল করিত। জিলা পঞ্চায়েত সেই চালান দৃষ্টে জিলার সমস্ত জায়গায় কাপড় বিলির চার্ট তৈরী করিত ও কাপড় পুরুলিয়ায় আসিয়া পৌছিলে পরে সেই চার্ট ইম্পোর্টারদের দিত। আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম যে কণ্ট্রোল উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই এই সমস্ত ইম্পোর্টাররা সময় মত চালান দাখিল করিবে না এবং করিলেও নানা অজুহাতে কাপড়ের বিলি দিতে দেরী করিবে। হইলও তাহাই। ১৯৪৮ সালের ১৯শে ও ২০শে জানুয়ারী যে চার্ট করিয়া দেওয়া হইল সেই অনুযায়ী তাহারা কাপড় বিলিই করিল না। সঙ্গে সঙ্গে ডি, এস, ও কে জানান হইল এবং ইহার ব্যবস্থা করিতে বলা হইল। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ফলে ইম্পোর্টারদের নিকট ১৯০ বেল ও হোলসেলারদের নিকট প্রায় সেই পরিমাণ কাপড়, মোট ৩৮০ বেল কাপড়, যাহা কণ্ট্রোল দরে জনসাধারণ অনায়াসে পাইতে পারিত তাহা ব্যবসায়ীদের হস্তগত হইয়া রহিয়া গেল এবং তাহাদিগকে দ্বিগুণ তিনগুণ দরে বিক্রয় করিতে সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। এ বিষয়ে ডেপুটী কমিশনারকেও পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

৩০শে জানুয়ারী তারিখে এক সরকারী প্রেস নোটে সরকার জানাইয়াছিলেন, যে সকল ব্যবসায়ী কাপড়ের ষ্টক মজুত রাখিবে তাহাদের সম্বন্ধে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে নানাভাবে বলা এবং জানান সত্বেও—এমন কি সরকারী নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের—ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যাহাই হোক না কেন—অবহেলা, উদাসীনতার জন্যই জিলার জনসাধারণ তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং ব্যবসায়ীরা জনসাধারণের বিরাট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। ইহার জন্য সম্পূর্ণতঃ দায়ী স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ।

ভোলানাথ মজুমদার

যুগ্ম সম্পাদক, জিলা পঞ্চায়েত।

বিশ্ববার্ত্তা

নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়ার 'সাহায্যকারী কমিটির' বিবরণী আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার ডাচগণের সহিত রিপাবলিক্যান সরকারের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, উক্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ইউক্রেন ও পরে ভারতবর্ষ উক্ত বিষয় নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে এবং নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ হইতে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়ামের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া একটী 'সাহায্যকারী কমিটি' গঠিত হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করিবার জন্য ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরিত হয়। বিগত ১৭ই জানুয়ারী উক্ত সাহায্যকারী কমিটির তত্ত্বাবধানে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

ইণ্ডোনেশিয়া বলিতে ভারতের দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত সুমাত্রা, যব, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জকে বুঝায়। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে উক্ত দ্বীপপুঞ্জ হল্যাণ্ডের শাসনাধীন ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জাপান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ডাচসৈন্য ও তাহাদের মিত্রশক্তিকে দ্বীপগুলি হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় এবং নামে মাত্র ইণ্ডোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া তত্রস্থ নেতৃবর্গের সহায়তায় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে থাকে। বিগত মহাযুদ্ধের শেষে জাপান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে, তত্রস্থ নেতৃবৃন্দ ইণ্ডোনেশিয়ায় সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিয়া উক্ত দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু ডাচগণ তাহাদের পূর্ব্ব সাম্রাজ্য ভুলিতে পারে নাই। তাহারা ইংরাজগণের সাহায্যে তাহাদের পূর্ব্বশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে থাকে এবং সেই উপলক্ষ্যে তাহাদের সহিত রিপাবলিক্যানগণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ডাচগণ উভয় সঙ্কটে পতিত হয়। তাহাদের পক্ষে ইণ্ডোনেশিয়া ত্যাগ করা অসম্ভব, কারণ যুদ্ধের পূর্ব্বে ইণ্ডোনেশিয়া হইতে হল্যাণ্ডের জাতীয় সম্পদের শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ উৎপন্ন হইত। অথচ যুদ্ধোত্তর হল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা এত মন্দ যে তাহাদের পক্ষে ইণ্ডোনেশিয়ায় দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। এইরূপ অবস্থায় তাহারা রিপাবলিক্যানদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হয় এবং একটি চুক্তিতে স্থির হয় যে রিপাবলিক্যানদের শাসনাধীন অঞ্চলে ডাচগণ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না, এবং অন্যান্য অংশ ডাচগণের শাসনাধীন থাকিবে। ডাচগণের শাসনাধীন অঞ্চলে গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ডাচগণের শাসনাধীন অঞ্চল ক্রমশঃ সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু ডাচগণ সে অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া ইণ্ডোনেশিয়ায় তাহাদের সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইলে, তাহারা শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের অছিলায় রিপাবলিক্যান শাসনাধীন অঞ্চলগুলি ধীরে ধীরে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এইরূপে পুনরায় ডাচগণের সহিত রিপাবলিক্যানদের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং উক্ত প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়।

যুদ্ধবিরতির সর্ত্তগুলি দেখিলে মনে হয় যে তাহাতে ডাচগণের প্রতি অন্যায়ভাবে আনুকূল্য করা হইয়াছে। রিপাবলিক্যানগণ দাবী করিয়াছিল যে রিপাবলিক্যান শাসনভুক্ত অঞ্চল হইতে ডাচসৈন্য অপসারিত করিতে হইবে। তৎপরিবর্ত্তে স্থির করিয়াছে যে ডাচগণ রিপাবলিক-শাসিত অঞ্চলের যে অংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা তাহাদেরই শাসনাধীনে থাকিবে। ডাচগণের সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা করার যে সর্ত্ত আছে, তাহাতে ডাচগণের পূর্ব্বেকার অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি পুনরুজ্জীবিত করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতেছে এবং ভবিষ্যতে ইণ্ডোনেশিয়ায় যে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে রিপাবলিক্যানদের সম্পূর্ণরূপে হল্যাণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ ও তাহার প্রধান সভ্যগণের কার্য্যকলাপ উল্লেখযোগ্য। পরিষদে নিরাপত্তা ইণ্ডোনেশিয়ার প্রশ্ন ইউক্রেন কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইলে তাহা ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য করা হয়। ইণ্ডোনেশিয়ায় যখন ডাচগণের সহিত রিপাবলিক্যানদের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন আমেরিকান নেতৃত্বে অন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হল্যাণ্ডকে ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ধার দেয় এবং ইংলণ্ড ডাচসৈন্যগণকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতে থাকে ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষ উক্ত প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে পুনরুত্থাপিত করিলে, সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তাব করে যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ডাচগণ ও রিপাবলিক্যানগণ যে যে সীমায় অবস্থিত ছিল তাহাদের সেই সীমায় ফিরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হউক। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। বিগত ৪ঠা আগষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ বিরতির নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ডাচগণ তাহা পালন করে নাই, অথচ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। উপরন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্যকারী কমিটি রিপাবলিক্যান পক্ষের উপর চাপ দিয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে স্বাক্ষর করাইয়াছে, এই মর্ম্মে অভিযোগ আনা হইয়াছে।

যুদ্ধবিরতির চুক্তি সাক্ষরিত হইবার পর ডাঃ সরিফুদ্দিনের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছে।

ভারতীয় সংবাদ

ভারতীয় বাজেট—

ভারতের অর্থ-সচিব আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালের স্বাধীন ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান করের হারে আগামী বৎসরের অনুমিত আয় ২৩০ কোটি ৫২ লক্ষ এবং ব্যয় ২৫৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। সুতরাং ২৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। ব্যয়ের হিসাবে দেশরক্ষা ও সামরিক খাতে ১২১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা সাধারণ খরচ ছাড়াও ভারতীয় নৌবহর ও বিমান বহর সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করিবার জন্য ২৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বিশেষ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। শেষোক্তটী এককালীন খরচ, কাজেই সাধারণ বাজেটের অন্তর্গত করা হয় নাই। বেসামরিক ব্যয় বরাদ্দ মোট ১৩৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে সাধারণ শাসন ও পূর্ত্ত বিভাগের খরচ ২৪ কোটি ২৭ লক্ষ, ট্যাক্স আদায় বাবৎ প্রায় ৯ কোটি, সুদ, পেন্সন, ঋণশোধ বাবদ্ প্রায় ৪৩½ কোটি টাকা প্রভৃতি সাধারণ খরচ ছাড়া শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বেতার ও অন্যান্য গবেষণামূলক কার্য্যের জন্য প্রায় ২১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশ্রয়প্রার্থী ও পুনর্বসতি এবং খাদ্য-শস্য আমদানীর জন্য অর্থসাহায্য বাবদ্ ব্যয় ২৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। সাধারণ বাজেটের বহির্ভূত যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রাদেশিক সরকারদিগকে অর্থসাহায্য বাবৎ ৩০ কোটি এবং ঋণ দান বাবৎ ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অর্থ-সচিব উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সুপার ট্যাক্স ও মুনাফা কর হ্রাস করিয়া ঘাটতির কতকাংশ পূরণের জন্য রপ্তানি ও আবগারী শুল্ক বিষয়ে যে সকল বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কেন্দ্রীয় পরিষদের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

পাকীস্তানের বাজেট—

আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য পাকীস্তানের প্রস্তাবিত বাজেটে (রেলওয়ে সহ) মোট আয় ৭৯ কোটি ৫৭ লক্ষ এবং খরচ ৮৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। দেশরক্ষার জন্য পাকীস্তানের অনুমিত ব্যয় ৩৭ কোটী ১১ লক্ষ টাকা। অন্যান্য খরচ বাদে যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এবং আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে সাহায্য বাবত যথাক্রমে ১০ কোটি ও ১॥০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। যে ১০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে, তাহা পুরণের জন্য আবগারী শুল্ক এবং পোষ্ট কার্ডের মূল্য ও পার্শ্বেলের মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারত ও পাকীস্তান—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত ও পাকীস্তানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় ১লা মার্চ্চ হইতে পাকীস্তানকে বৈদেশিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সময় হইতে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যে আমদানী ও রপ্তানি হইবে তাহার উপর ভারত গভর্ণমেণ্ট বাণিজ্য শুল্ক ধার্য্য করিবেন, তবে বর্ত্তমানে পাকীস্তান হইতে আমদানীর উপর কোন কর ধার্য্য করা হইবে না। যেহেতু আগামী সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পাকীস্তানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবে, সেখানে পৃথক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাপ্রচলনের কথা চলিতেছে। উভয় ডোমিনিয়নে যাতায়াতের জন্য শীঘ্রই পাসপোর্টের ব্যবস্থা প্রচলিত হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতের প্রাপ্য ষ্টার্লিং সম্বন্ধে চুক্তি—

গত যুদ্ধের সময় যুদ্ধদ্রব্য ও খাদ্য প্রভৃতি সরবরাহের ফলে ভারত সরকারের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট ষ্টার্লিং এর হিসাবে যাহা পাওনা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পরিমাণ যুদ্ধান্তকালে ১৪০০ কোটি টাকা ছিল। ইহার পরিশোধ সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত এখনও কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ইহার

সামান্য অংশ ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করিবার সর্ত্তে একটি সাময়িক চুক্তি হয়। বর্ত্তমানে ঐ চুক্তির মেয়াদ জুন মাস পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং আরও ২৪ কোটি টাকা ভারত গভর্ণমেণ্টের হিসাবে আদায় দিয়া পাকীস্তানের অংশ পৃথক করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ষ্টার্লিং ভিন্ন অন্য মুদ্রাপ্রচলনের দেশ হইতে দ্রব্যাদি আমদানির জন্য উক্ত অর্থের মধ্যে মোট ১৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যবহার করা চলিবে।

গান্ধীজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

কাথিয়াবাড়ের সম্মিলিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া নবগঠিত সৌরাষ্ট্র রাজ্যের উদ্যোগে বোম্বাই এর উত্তরে চণ্ডী ভিলা নামক স্থানে মহাত্মা গান্ধীর ৭৯ ফুট উচ্চ একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রতিমূর্ত্তির ভিত্তি স্থাপনের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিহার সংবাদ

নারীশিক্ষার প্রসার—

নারীশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে বিহার সরকার প্রদেশের সমস্ত বালিকা বিদ্যালয় এবং কলেজের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব লইবার ঠিক করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং বিদ্যালয় বা কলেজের ব্যবস্থাপক সমিতিকে সরকারের হস্তে ঐগুলি যতশীঘ্র সম্ভব ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। এই ব্যতিরেকে সরকার দক্ষিণ বিহারে কয়েকটী মধ্য এবং উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় খুলিবার মনস্থ করিয়াছেন।

কর্ম্মচারী নিয়োগে সরকারী নীতি—

বিহার সরকারের নিয়োগদপ্তর কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বিভিন্ন চাকুরীতে যতদূর সম্ভব প্রতিযোগিতার দ্বারা কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে। তবে আদিবাসী এবং তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চারের জন্য তাহাদের সংখ্যানুপাতে নিয়োগ করা হইবে।

যে সমস্ত নিয়োগ প্রতিযোগিতার দ্বারা হইবে না সেগুলিতে নিম্নলিখিত হারে নিয়োগ করা হইবে।

হিন্দু এবং অন্যান্য	শতকরা	৬১ জন
মুসলমান —	”	১৩ জন
তপশীলী হিন্দু —	”	১২ জন
আদিবাসী —	”	১৪ জন

প্রাদেশিক ভিত্তিতে যেখানে নিয়োগ হইবে, সেখানে এই সংখ্যানুপাত চলিবে। কিন্তু কোন এক বিশেষ স্থানের চাকুরীর জন্য ঐ স্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যানুপাতে কার্য্য হইবে। যখন কোন চাকুরী প্রমোশন দ্বারা পূরণ করা হইবে, তখন ব্যক্তি বিশেষের গুণ এবং কর্ম্মকাল বিবেচনা করা হইবে।

দাঙ্গা পীড়িতদের পুনর্বসতি—

বিহারের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় যে সমস্ত ঘর বাড়ী নষ্ট হইয়াছে তাহার মেরামতি কার্য্য এখনও চলিতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত ৭৪৬০টী বাড়ী মেরামত হইয়াছে। প্রায় ৯৮০০ বাড়ী ভস্মীভূত বা নষ্ট হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত প্রায় ২ কোটী টাকা বিহার সরকার খরচ করিয়াছেন এবং এখনও ১ কোটী টাকা খরচ হইবে।

শোক সংবাদ—

রাঁচি জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীমাধো ভকত মারা গিয়াছেন। তিনি রাঁচির টানা সম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে দেশ-প্রেম ও লোক-সেবার প্রেরণা তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা ও ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের ক্ষতি হইল।

বিহারের সরকারী ভাষা—

৫ই মার্চ্চ তারিখে বিহার আইন সভায় বিহারের সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীর প্রচলনের সুপারিশ করিয়া একটি বে-সরকারী প্রস্তাব আলোচিত হয়। সকলেই এই হিসাবে হিন্দীর দাবী স্বীকার করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এই বিষয়ে বাংলা ভাষাভাষী মানভূম ও অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, সেখানে আদালতের ভাষা হিসাবে হিন্দী চালাইলে বড়ই অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, কংগ্রেস সমস্ত সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রধান মন্ত্রী প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ও ঘোষণা করেন যে, হিন্দী সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হইলেও অন্যান্য ভাষা বর্ত্তমানে যে সকল সুবিধা ভোগ করিতেছে, সেগুলি যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহার আশ্বাসে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়।

স্থানীয় সংবাদ

রঘুনাথপুর থানা সংবাদ—

রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চেলিয়ামা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রামে দুইটি অবৈতনিক হরিজন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিনা ব্যয়ে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং রুকনী নিবাসী ডাঃ সত্য নারায়ণ সরকার সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। গ্রামে গ্রাম-রক্ষীদলও গঠিত হইয়াছে এবং একটি সমবায় সমিতি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। পঞ্চায়েৎ সভাপতি শ্রীবিজপদ বক্সী ও সদস্য শ্রীঅমিয় সিন্ধু মিত্র এই সকল বিষয়ে ঘর ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

১৬ই ফাল্গুন তারিখে থানা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্র মোহন দত্তের সভাপতিত্বে শাঁকা গ্রামে অনুষ্ঠিত জনসভায় একটি বহুসঙ্কল্প সমবায় সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীকুমারেন্দ্র ঘোষ, চণ্ডীচরণ দত্ত প্রভৃতি বহু কংগ্রেস কর্ম্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গদিবেড়ো গ্রামে একটি সমবায় ভাণ্ডার রেজেষ্টারী হইয়াছে এবং তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখনও অংশীদারগণের সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া নূতন কমিটি নির্ব্বাচিত হয় নাই।

মানভূম হোমিও মেডিক্যাল এসোসিয়েশন—

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়ায় ডাঃ প্রমথ নাথ গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে উক্ত এসোসিয়েশনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর পরলোক গত আত্মার প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের পর বিহার হোমিও বোর্ডে ডাঃ প্রমথ নাথ গাঙ্গুলীকে উক্ত এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিবার জন্য এবং সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মানভূম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

"মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির" উদ্যোগে মার্চ্চ মাসের মধ্যে মানভূম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন হইতেছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্মেলনে পৌরহিত্য করিবেন এবং মহিলা কবি শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী "মহিলা সম্মেলনে" সভানেত্রীত্ব করিবেন। এতৎসহ একটি সঙ্গীত সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইবে।

ঝরিয়া মজদুর প্রতিনিধি বৈঠক—

বিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীযুক্ত মাইকেল জনের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ও যোগদানেচ্ছু ঝরিয়া খনি অঞ্চলের ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের একটি বৈঠকে সমবেতভাবে এবং যথাযথভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণের জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি কাউন্সিল ও ৫ জন সদস্য লইয়া নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য একটি শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং শ্রীরাম নারায়ণ শর্ম্মা প্রতিনিধি কাউন্সিলের আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সিন্দরীতে মজদুর সভা—

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত মাইকেল জনের সভাপতিত্বে ও সিন্দরী ওয়ার্কশপ ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি বিরাট মজদুর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বলেন। অন্যান্য বক্তা ফ্যাক্টরীর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ও অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

হোম গার্ড—

হোমগার্ডে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করিবার দিন ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ডেপুটি কমিশনারের অফিসে, কংগ্রেস অফিসে অথবা প্রত্যেক থানাতেও নির্দ্দিষ্ট ফরম পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দী

বাংলা বা ইংরাজী, যে কোনও ভাষাতে ফরম পূরণ করা চলিবে। যোগ্যতা—বয়স ১৯ হইতে ৪০ বৎসর, অন্ততঃ উচ্চ প্রাইমারী পাশ।

চাষে জনসভা—

চাষের চোরাই চালান প্রতিরোধকারীদল জনপ্রিয় কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের প্রতি অপমানজনক দুর্ব্ব্যবহার করায় গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীহরিহর মিশ্রের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। এই জনসভায় উপরোক্ত ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত ও প্রতিকারের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সিপাহীগণকে ঐ স্থান হইতে অপসারিত করিতে বলা হয়। সেখানের অধিবাসীগণ সিপাহীদিগকে সামাজিক বয়কট করিয়াছিলেন।

মৎস্যাহারে বিপত্তি—

ঝালিদার শ্রীভূতনাথ হালদারের একটি বাড়ীর একাংশ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ভাড়া লইয়াছিলেন এবং কয়েকদিন পূর্ব্বে পাকীস্তান হইতে আগত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক পরিবার সহ অপর এক অংশ ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি উক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ভগ্নী এস, ডি, ওর আদালতে উক্ত মাড়োয়ারী এবং তাঁহার স্ত্রীর নামে এক নালিশ দায়ের করিয়াছেন। উক্ত নালিশের মর্ম্ম এই যে, তাঁহার অংশের রান্নাঘর আসামীদের দখলে থাকায় এবং তাঁহারা কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করায় অভিযোগকারিণী থাকিবার ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা মৎস্য রান্না করিতেন এই অজুহাতে আসামীগণ তাঁহাদিগকে গালাগালি করিতেন এবং ক্রমশঃ তাহা মারামারিতে পরিণত হয়। আসামীগণের বিরুদ্ধে বে-আইনীভাবে গৃহপ্রবেশের ও গুরুতর আঘাতের নালিশ করা হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ মোকর্দ্দমা গ্রহণ করে নাই।

কৃষিঋণ সম্পর্কে ব্যবস্থা—

কৃষিঋণ ও সেচবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, প্রসাদ জানাইয়াছেন যে, তিনি উক্ত বিভাগগুলির সম্পর্কে টাকা দিবার সুবিধার জন্য প্রতি ইংরাজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সপ্তাহে সোম, মঙ্গল ও বুধবারে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার পুরুলিয়ায় উপস্থিত থাকিবেন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওঙ্কার নাথ অথবা শ্রীযুক্ত পি, কে, বেনার্জ্জি ঐ বিভাগগুলির কার্য্য করিবেন।

আদিবাসী ও কৃষিঋণ—

জমির উন্নতির জন্য কৃষিঋণ লইতে হইলে সরকারের নিকট জমি বন্ধক দিতে হয়। আইনানুযায়ী আদিবাসীরা আদিবাসী ছাড়া অন্য কাহারও নিকট জমিবন্ধক বা বিক্রয় করিতে পারে না। ফলে তাহাদিগকে ঋণ দেওয়া সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বহু আদিবাসীর কৃষিঋণ মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও, ঋণ দিবার জন্য সংবাদ দিয়া ডাকিয়া আনিয়া জমি রেজেষ্টারী না হওয়ায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিবেদন

আমরা মানভূম জেলায় যেখানে যে সকল গঠনমূলক বা জনহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার সবিশেষ বিবরণ ও পরিচয় প্রকাশ করিতে চাই। এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্ম্মিগণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নিকট আবেদন এই যে, তাঁহারা স্ব স্ব এলাকার বা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, বিবরণ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা মুক্তি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

মুঃ সঃ

হারানো সাইকেল

পূর্ব্বে মুক্তিতে প্রকাশিত সাইকেলটী সম্বন্ধে আজ অবধি প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল না। অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত মালিক সত্বর এ বিষয়ে অবহিত হইয়া আমাদিগকে দায়িত্ব হইতে মুক্ত করুন।

মুঃ সঃ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্সের দৌরাত্ম্য—

চাসের পশ্চিমে হাজারীবাগ ও মানভূমের সীমান্তে চাল চালান বন্ধ করিবার জন্য একদল এ্যান্টীস্মাগলিং অর্থাৎ চোরাই চালান প্রতিরোধক সিপাহীর দলকে রাখা হইয়াছে। তাহারা নিয়মিতভাবে সেই পথ দিয়া যাতায়াতকারী গ্রামের কয়লার গাড়ী পিছু দুই আনা, চারি আনা, তরকারীর ঝুড়ি হইতে তরকারী, ময়রার নিকট হইতে মিঠাই পর্য্যন্ত জোর জুলুম করিয়া লইয়া থাকে। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ ও প্রমুখ কর্ম্মী শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য গত ২৮শে তারিখে সিপাহিদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা এরূপ অনুচিত কার্য্য করিতেছে বলিয়া লোকে অভিযোগ করিতেছে ইহা সত্য কি না। সিপাহীরা এই কথায় রাগিয়া তাহাকে ইতর এবং অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিয়া বলে যে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাহাকে ধরিয়া ধাক্কা দিতে দিতে ক্যাম্পের মধ্যে লইয়া যাইয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দেয়। চাসের জনসাধারণ খবর পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। জগবন্ধুবাবু তাহাদের শান্ত করেন। শ্রীযুক্ত রোহিনী চ্যাট্রার্জ্জি এ সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে থানায় জানান, ডেপুটী কমিশনারকেও জানান। জানা গেল যে, তদন্তের ফলে ইহাদের এইরূপ আচরণ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। একজন গার্ডকে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং অন্য দুইজনকে সেখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে জনমত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইবে সন্দেহ নাই। তবে আমরা মনে করি এই জিলা হইতে এ্যান্টিস্মাগলিং ফোর্স সরাইয়া লওয়াই উচিত। কারণ নানা স্থান হইতে যে সমস্ত অভিযোগ আসিতেছে তাহাতে ইহাদের দৌরাত্ম্যে লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। মানবাজার থানায় পায়রাচালিতে একজনের কয়েকখানা নূতন কাপড় ধরিয়া কয়েকদিন আটকাইয়া রাখিয়া তাহার নিকট টাকা দাবী করা হয়। সাঁতুড়ি থানায় লবণের গাড়ী আটকাইয়া টাকার দাবী করা হয়; অথচ এগুলির উপর কোন কন্ট্রোল নাই। যাহার উপর নিষেধ আছে এরূপ জিনিসের চোরা চালান বন্ধ করিবার জন্য এ্যান্টিস্মাগলিং গার্ড। কিন্তু ইহাদের অন্যায় কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য ইহাদের উপর আবার পাহারা বসাইতে হইলে, তাহার কোন শেষ নাই। কর্ত্তৃপক্ষের উচিত এখন এই ফোর্সকে জিলা হইতে সরাইয়া লইয়া জনসাধারণকে অনর্থক হয়রানি হইতে রক্ষা করা।

প্রার্থনা ময়দান—

নিবারণ সায়েরের উত্তর পূর্ব্ব কোনে যেখানে গান্ধীজীর মৃত্যু দিবসোপলক্ষে প্রার্থনা হইয়াছিল এবং তাঁহার চিতাভস্ম বিসর্জ্জন দিবসে শোকদিবস পালিত হইয়াছিল সেই উন্মুক্ত স্থানটি তাঁহার স্মৃতিস্মারক স্বরূপ রাখা হয় ইহাই জনসাধারণের ইচ্ছা। সকলে ইহাকে স্বাভাবিকভাবে "প্রার্থনা ময়দান" বলিয়া অভিহিত করিতেছি। শোনা যাইতেছে এই স্থানটির কোন অংশ নাকি বন্দোবস্ত করা হইতেছে। সেখানে ঘরবাড়ী উঠিবে। প্রথমতঃ নিবারণ সায়েরের মধ্যে কোন ঘরবাড়ী উঠিতে দেওয়া উচিত নয় এবং এই স্থানটি সম্পূর্ণ জনসাধারণের জন্যই রাখা দরকার। এ বিষয়ে আশাকরি কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের ইচ্ছাকে মর্য্যাদা দিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন।

অভিনব জুয়াচুরী—

পুরুলিয়া সহরে লোক ঠকাইবার এক নূতন কায়দা চলিয়াছে। গ্রাম হইতে সাধারণ চাষী যাহারা সহরে চাল বিক্রয় করিতে আনে, কোন লোক এইরকম চাষীদিগকে ধরিয়া চালের দর দস্তুর করিয়া তাহাদের চাল কোন দোকানে জিম্মা রাখিয়া বিক্রেতাকে টাকা দিবে বলিয়া অন্য কোথাও লইয়া যায় এবং সেখানে টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিবার অজুহাতে বিক্রেতাকে বসিতে বলিয়া সরিয়া পড়ে এবং যে দোকানে চাল জিম্মা রাখে সেখান হইতে চাল লইয়া চলিয়া যায়। গৃহস্থের বাড়ীতেও এরকম হইতেছে। কোন গৃহস্থ চাল লইবে বলিয়া, গ্রামের চাল বিক্রেতাকে লইয়া গৃহস্থের বাড়ী যায়। সেখানে চাল বিক্রেতাকে চাল মাপিয়া দিতে বলে। মাপা হইয়া গেলে সে গৃহস্থের নিকট হইতে টাকা লইয়া বিক্রেতাকে টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিতেছি বলিয়া বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। গৃহস্থ ভাবে এই চাল বিক্রেতা, চাল বিক্রেতা ভাবে ইনি গৃহস্থ। এরূপ কয়েকটী ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। পুলিশকেও দুই এক ক্ষেত্রে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুরুলিয়ার দোকানদারগণ, গৃহস্থ এবং গ্রামের চাষী যাহারা চাল বিক্রয় করিতে আসে তাহারা এবিষয়ে সতর্ক হইবেন

নিরুদ্দেশ

(১)

আমার পুত্র শ্রীগুহিরাম কুমার বয়স ১৯, বর্ণ শ্যাম, ডান কপালে চোটের দাগ আছে—আজ প্রায় দুই মাস হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কেহ সন্ধান দিতে পারিলে ১০১৲ টাকা পুরস্কার দিব।

ইতি শ্রীসহদেব কুমার
গ্রাম—বড়তলিয়া, থানা ঝালিদা,
জেলা মানভূম।

(২)

আমার ভ্রাতা শ্রীসুবোধ নারায়ণ দে বয়স ২০, ম্যাট্রিক পাশ, রং ফরসা, ব্যবহার নম্র ও বিনয়ী গত কয়েক দিন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি তাহার সন্ধান দেন তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি—

শ্রীসন্তোষ কুমার দে
শিক্ষক, বলরামপুর এম, ই, স্কুল
পোঃ রাঙ্গাডি, জেলা মানভূম।

সোনার হার

ইতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত হারের সংবাদ মুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কেহই উপযুক্ত প্রমান সহ হারটী ফেরৎ লইবার জন্য আমার নিকট আসেন নাই। তাই স্থির করিয়াছি যে ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে যদি কেহ উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া আমার নিকট না উপস্থিত হন তাহা হইলে হারটীর বিক্রয়লব্ধ টাকার ৪ অংশ যে দুইটী গরীব ছেলে কুড়াইয়া পাইয়াছিল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে ও বাকি ৪ অংশ পুরুলিয়া শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে দান করা হইবে। ইতি—

বীর রাঘব আচরিয়র
C/o মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

সদর মানভূমের কিষাণদের প্রতি

দেখা গেল যে এতদিন কন্ট্রোল থাকায় চাষীর বাস্তবিক কোন লাভ হয় নাই। ধান এবং চালের দর বৃদ্ধি পাইলে তজ্জনিত লাভ চাষীরই প্রাপ্য। সেইজন্য আপনাদের বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ধান ও চালের দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। ধান মণকরা একটাকা ও চাল প্রতি মণ তিন টাকা দর বাড়িয়াছে।

এখন হইতে গভর্ণমেণ্টের তরফে ক্রয়কেন্দ্রে সাধারণ ধান ৮৲ টাকা, সাধারণ লাল চাল ১৩৷৹ টাকা এবং সাধারণ সাফি চাল ১৪৷৷৹ টাকা দরে খরিদ করা হইবে।

গত বৎসর আপনারা ঘাটতি অঞ্চলের জন্য বহু ধান ও চাল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এ বৎসরও আপনাদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায়। আপনাদের বাড়তি ধান ও চাল সরকারী এজেণ্টের কাছে বিক্রয় করিয়া দিন। এ বিষয়ে আপনাদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেটের এজেণ্টগণ বিভিন্ন ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীগোপাল মল
সেক্রেটারী
লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেট
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২রা চৈত্র ১৩৫৪, ১৫ই মার্চ্চ ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

শীতে ও গ্রীষ্মে

শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করিতে
প্রসাধন ও দেহের সৌন্দর্য্য
বাড়াইতে

খেঁড়িয়া হোসীয়ারীর

গেঞ্জী

অতুলনীয়

টেকসই! আরামপ্রদ!! সস্তা!!!

৫৫৫! ২২২!! ১১১!!! নং

(৩) গেঞ্জী ব্যবহার করুন।

স্থাপিত ১৯২০

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউলড্ ব্যাঙ্ক)

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস : কলিকাতা

শাখা : পুরুলিয়া

সর্ব্বপ্রকার ক্লিয়ারিং কার্য্যের সুবিধা আছে

৫ টাকা হইতে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

পুরুলিয়া।

সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।

পুরুলিয়া

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী

ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।

গোউরপদ সেন এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ২রা চৈত্র সোমবার

জিলাবোর্ড ও স্বায়ত্তশাসন

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে জিলাবোর্ডের অধিবেশনে নূতন নির্ব্বাচিত সদস্যগণ জিলা বোর্ড পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে সমস্ত প্রস্তাবগুলিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, লোক্যাল বোর্ডের জন্য সদস্য মনোনয়ন, বিভিন্ন কমিটিগুলি গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলিতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় নাই। বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলির পক্ষ হইতে নব নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তাগণকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্তই যে শুভ লক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ম্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা যে সকল সদস্যগণই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি এবং তাঁহারা যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সার্থক হউক, ইহাই একান্তভাবে কামনা করিতেছি।

জিলা বোর্ড, লোক্যালবোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের অন্তর্গত। গঠনের দিক দিয়া এগুলিকে সম্পূর্ণ প্রতিনিধিমূলক বলা চলে না, কারণ গঠনতন্ত্র রীতিবিরুদ্ধ মনোনয়ন প্রথা এই সকল ক্ষেত্রে আজও প্রচলিত রহিয়াছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে, উপর হইতে মনোনয়নের কোনও স্থান থাকিতে পারে না। বাংলা দেশে এই প্রথা ইতি মধ্যেই বিলুপ্ত করা হইয়াছে। এই প্রথা প্রচলিত থাকায় সময়ে সময়ে যে সকল অবাঞ্ছনীয় জটিলতার সৃষ্টি হয়, আমরা আমাদের জিলাবোর্ডে মনোনয়নের ব্যাপারে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি। অপর দিকে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যক্ষেত্রও বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। 'স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ' নামে অভিহিত হইলেও আইন ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি, জাতিগঠন বিভাগের কৃষি, পল্লী-শিল্প প্রভৃতি বিষয়গুলির সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, গোচিকিৎসা, এইগুলিই জিলাবোর্ডের মুখ্য কর্ম্ম। এই সব ক্ষেত্রেও জিলাবোর্ডকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিতে হয়। জিলাবোর্ডের আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে পাওয়া যায় এবং এইগুলি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। বাকী অর্দ্ধেক অংশ আসে জমি ও খনি সংক্রান্ত সেস হইতে। ইহারও প্রায় অর্দ্ধেক অংশ বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর রহিয়াছে বোর্ডের অফিসগুলি পরিচালনার বিরাট খরচ। জিলাবোর্ডের আয় বাড়াইবার নিজের কোনও উপায় বা ক্ষমতা নাই। কাজেই সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সীমাবদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্রেও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট অর্থ, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে খরচ করাই বোর্ডের প্রকৃত কার্য্য। এযাবৎ জিলা বোর্ডগুলি এই এই ধারা অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করিয়া আসিয়াছে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরও এই অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমাদের দুর্ভাগ্য, এইরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও এ পর্য্যন্ত জিলাবোর্ড কর্ম্মকর্ত্তাদের কোনও সুপরিকল্পিত নীতির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কর্ম্মকর্ত্তাদের খামখেয়াল ও খুসীর উপরই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। ফলে গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগগুলির মত, বোর্ডগুলিও জনসাধারণের প্রকৃত সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নূতন নির্ব্বাচন হইয়াছে, কর্ম্মকর্ত্তাদেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা ক্ষেত্র ছাড়া জনসাধারণের তরফ হইতে এই পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ এই বিষয়গুলির দিকে বোর্ডের নূতন পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে

পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে জিলা বোর্ডগুলির গঠনে, ক্ষমতায় ও কার্য্যক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, তাহা উপরোক্ত বিষয়গুলি চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমানে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হইলেও শাসন বিভাগের কোনও ক্ষেত্রেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গান্ধীজী এই উদ্দেশ্যেই বরাবর পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গৃহীত প্রস্তাবসমূহে এবং কংগ্রেসকর্ম্মী ও দেশবাসীদের প্রতি প্রদত্ত নির্দ্দেশে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে আমরা যে বিরাট পরিবর্ত্তনের আশা করিতেছি, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পরিপোষক কর্ম্মনীতি গ্রহণ করাই হইবে বর্ত্তমান বোর্ডের প্রথম ও প্রধান কার্য্য।

ইহা সত্য যে, উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি করার জন্য কংগ্রেস, গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা প্রয়োজন। তথাপি আমাদের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান অবস্থায় এই বিষয়ে জিলা বোর্ডের একটি বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী ভাবে পঞ্চায়েৎ প্রথা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিলেও, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত আর কোথাও ইহার অস্তিত্ব নাই। বাংলা দেশে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি লইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিহারে এখনও ইউনিয়ন বোর্ড প্রথা চালু হয় নাই, যদিও বিশেষ বিশেষ গণ্ডগ্রামে কয়েকটি ইউনিয়ন কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। কাজেই সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বনিম্ন পর্য্যায়ের প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠান হিসাবে জিলাবোর্ড ও লোক্যালবোর্ডগুলিই গ্রামের জনসাধারণের সহিত সর্ব্বাধিক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রকৃত পক্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের পরীক্ষামূলক কেন্দ্র হিসাবেই এইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাজেই, স্বাধীনতা লাভের পর জনগণের প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পথে ইহাদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনস্বীকার্য্য।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সর্ব্ব নিম্নস্তরে গণতন্ত্রের প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্র-সম্মত আদর্শে নিজেদের কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। কেবল পরিচালক ও কর্ম্মচারীদের পারস্পরিক সহযোগিতাই নহে, পরন্তু জনসাধারণের সহিত সহযোগিতামূলক—তাহাদিগকে সহযোগিতা দেওয়ার ও নেওয়ার—পন্থার উপরেই তাঁহাদের নীতির সার্থকতা নির্ভর করিবে। ইহার জন্য পরস্পরের ও জনশক্তির উপর উপযুক্ত বিশ্বাসের প্রয়োজন; কারণ বিশ্বাস ব্যতীত সহযোগিতা সম্ভব নয়। কংগ্রেস আজ পঞ্চায়েত রাজের লক্ষ্য সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে উহা ছাড়া আর অন্য পথ নাই। কংগ্রেস কর্ম্মীদের—তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র যেখানেই হউক না কেন—ঐ একই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের কর্ম্মধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। কংগ্রেসী বোর্ডের নিকটও জনসাধারণ ইহাই আশা করিবে।

অর্থের অভাব বা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এই নীতির পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না। যেখানে প্রকৃত বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করা যায়, তাহা হইতেছে দেশের প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলির সক্রিয় অভিযান। ইহারা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অজ্ঞ জনসাধারণের মনে ধাঁধা লাগাইয়া আঞ্চলিক, গোষ্ঠীয় বা শ্রেণীগত বিদ্বেষের বিষ ছড়াইতেছে। তাহার উপর সরকারী বিভাগ সমূহের মধ্যে দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতার উৎকট প্রকাশ সকল দিক দিয়া জাতীয় জীবনকে দুঃসহ করিয়া করিয়া তুলিয়াছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকেই ইহার ধাক্কা সামলাইতে হইবে। কাজেই নূতন বোর্ডের পরিচালকদিগেরও এই বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক-দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হইবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্রমাবর্ত্তনের পথে এই সকল সাময়িক বিশৃঙ্খলার প্রকাশে নিরুৎসাহ হইবার কিছুই নাই। বরঞ্চ, এইগুলিই আজ জনসেবকগণকে আত্মস্থ হইয়া সরল ও সহজ সেবার নীতিতে সত্য ও কল্যাণের পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতে উদ্বুদ্ধ করিবে, ইহাই আমরা আশা করি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বোরোর ঘটনা—

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে মানবাজার থানার অন্তর্গত বোরো গ্রামে মানভূমের ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে স্থানীয় আদিবাসীগণের একটি সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভাতে মানবাজার, বান্দোয়ান ও বরাবাজার থানার বহু কংগ্রেস কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের উপর যে দুর্ব্ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাতে ঐ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং পরদিন প্রায় এক হাজার লোক সমবেত হইয়া ডেপুটিকমিশনারের ক্যাম্পের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উপযুক্ত প্রতিকারের আবেদন জানাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ জেলা কংগ্রেস অফিসেও সংবাদ দেওয়া হয়। জেলা কংগ্রেস উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং স্থানীয় কর্ম্মী ও অধিবাসীগণকে শান্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। ইহার পর ঐ ঘটনার আরও বিস্তৃত বিবরণসহ কয়েকটি লিখিত বিবৃতি পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া উহাদের মধ্য হইতে দুইটি প্রকাশ করা হইল :—

"আমার নাম শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত, বাসস্থান, মানবাজার থানার আঁকরো গ্রামে। ২৪শা ফাল্গুন ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে বোরো গ্রামে আদিবাসীদের একটী মিটিং হইবে শুনিয়া আমি বেলা ১০ টার সময় সেখানে উপস্থিত হই। মিটিং ১টা হইতে সুরু হইবার প্রোগ্রাম ছিল। আমি সেখানে যাইয়া দেখি শ্রীক্ষীরোদ সিং মহাপাত্র শ্যামসুন্দর মহাপাত্র, বাউর দাস মণ্ডল, ঋষিকেশ মণ্ডল সূর্য্য মণ্ডল, প্রমথ মাহান্তি, বংশীধর মাহান্তি ইত্যাদি মিটিং এর ব্যবস্থা করিতেছেন। সেদিন সেখানে হাটবার ছিল, অনেক লোক জমা হইয়াছিল। যেখানে মিটিং এর ব্যবস্থা হয় সেখানেই হাট বসিত। সেদিন যাহারা হাট করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের সেস্থান হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। জনতা ডি, সির আগমনের অপেক্ষা করিতে থাকে। ডি, সি, বেলা ৫টার সময় আসেন এবং মিটিং স্থলে গমন করেন এবং হিন্দিতে বক্তৃতা সুরু করেন। আমি দাঁড়াইয়া ডি, সি, কে বাংলায় তাহার অনুবাদ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে বলি। ডি, সি, তাহার উত্তরে আমায় বলেন যে, এখানে কেও ইংরাজবাচ্চা নাই যে হিন্দি বুঝিতে পারিবে না। তখন ক্ষীরোদ মহাপাত্র করতালী দিয়া উঠেন। জনসাধারণ না বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে করতালী দেয়। ডি, সির বক্তৃতা দেওয়া হইলে আমি পুনরায় দাঁড়াইয়া ডি, সির কাছে বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি চাই। তিনি বলেন ঠাকুর দাস মাঝি ও ডি, এফ, ও ইহাদের পর আপনাকে বলিতে দেওয়া হইবে। ডি, সির বক্তৃতার পর ঠাকুর দাস মাঝি দাঁড়াইয়া ডি, সিকে সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব আনেন। প্রবোধ মাহান্তি তাহা সমর্থন করেন এবং সভাপতির অভিনন্দন পাঠ করেন। তারপর ডি, এফ, ও বক্তৃতা করেন তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে ঠাকুরদাস মাঝি দাঁড়াইয়া বলেন যে, আজকার মত মিটিং শেষ। আমি ডি, সি, কে বলিতে দেওয়া হোক বলিয়া আবেদন করি। তিনি বলেন ইহারা মিটিং ভাকিয়া ছিল, যখন ইহারা মিটিং শেষ বলিতেছে তখন আমি কি করিব। যদি আপনার কোন দরকার থাকে তো ক্যাম্পে দেখা করতে পারেন। আমি তখন জনসাধারণকে বলি যে, আপনারা স্থির হয়ে বসুন। ডি, সি যে সব কথা আপনাকে বলিলেন আমি তাহা বাংলায় বুঝাইয়া দিব। জনতা শান্তভাবে বসেন। ক্ষীরোদ মহাপাত্র, শ্যাম সিং মহাপাত্র প্রবোধ মাহান্তি, বংশীধর মাহান্তি মিটিং ভাঙ্গিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু জনতা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই। তখন মানবাজার থানার দারোগা ও জনকতক সিপাহী আমায় বলেন যে আপনার মিটিং অবৈধ, আপনি বন্ধ করুন নতুবা আপনায় আমরা গ্রেপ্তার করবো। আমি সে কথা না শুনায় তাহারা ফিরিয়া আসেন এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় যাইয়া বলেন যে যদি মিটিং বন্ধ না কর তাহলে গুলি করিব। আমি সে কথায়ও কর্ণপাত করি নাই। তখন তাহারা মিটিং ভঙ্গ করিবার জন্য চারিদিকে লোকজনকে ঠেলাঠেলি করিতে থাকেন এবং বলেন যে তোমরা অন্যত্র মিটিং কর। তখন আমরা মিটিং স্থল ত্যাগ করিয়া

কিছুদূরে একটী গাছ তলাতে সকলে বসিয়া মিটিং করিতে থাকি। কিছুক্ষণ পর দারোগা সেখানে উপস্থিত হন এবং আমাদের বক্তৃতা শোনেন। কিছুক্ষণ শুনিবার পর তিনি ক্যাম্পে ফিরে আসেন। তাহার ফিরে আসার প্রায় ১০।১২ মিনিট পর একখানা মোটর আমরা যে স্থানে মিটিং করিতে ছিলাম সেস্থানে আসে এবং জনতার দিকে চলিতে থাকে। জনতা যতই রাস্তা দেয় মোটর ততই অগ্রসর হতে থাকে। আমি মোটরের আগে দাঁড়াই আমার সঙ্গে আমার সাথী বলরাম মাহাত ও বিষ্ণু, দুর্গাচরণ, ভজহরি, বাবুলাল ইত্যাদি মোটরের আগে দাঁড়ায়। ড্রাইভার আমাদের রাস্তা থেকে সরতে বলে এবং এও বলে যে যদি না সর তাহলে তোমাদের গায়ে মোটর চালিয়ে দিতে ডি, সির হুকুম আছে। আমরা তবুও স্থিরভাবে থাকি। তখন মোটর ব্যাক করিয়া জনতার মাঝ থেকে বাহির করে নিয়ে যায়। উক্ত ঘটনার প্রায় আধঘন্টা পর আমরা সভা ভঙ্গ করি।

শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত
১১।৩।৪৮

আমার নাম শ্রীজলেশ্বর মাঝি থানা মানবাজার আঁকরো অঞ্চল গ্রাম পাইসাগড়া গত ২৪শে ফাল্গুন তাং যে আদিবাসী বলিয়া একটী এই আমাদের নিকটবর্ত্তি বোরো গ্রামে মিটিং হইয়াছিল উক্ত মিটিং স্থলে ডি, সি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডি, সি হিন্দিতে সমস্ত লেক্চার করেন। ইহাতে আমি কোন বুঝিতে পারি নাই। এবং আমার নিকট বুঝিবার জন্য অনেক আদিবাসী ভাইগণ বুঝিতে চায়। কিন্তু আমি নিজেই কোন বুঝিতে না পারিয়া অপরকে কিছুই বুঝাইতে পারি না। শ্রীযুক্ত হেম মাহাত বাংলা করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইবার আবেদন করেন তাহাতে ডি, সি মত করেননাই বরং রাগান্বিত হন। ডি, সির মিটিং শেষ হবার পর আমরা সকলে তাহাকে শ্রীহেম মাহাতকে অনুরোধ করি, কিন্তু ডি, সি ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ নিযুক্ত করেন এবং গুলি করিবার ও আরষ্ট করিবার ভয় দেখান এবং আমরা যখন তাহাতেও ছত্রভঙ্গ না হই তখন জনতার মধ্যে মটর চালাইয়া ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীহেম মাহাত, শ্রীবলরাম, শিরীশ ও ভজহরি ইত্যাদি কংগ্রেস কর্ম্মী যখন মটরের সম্মুখে দাঁড়ায় তখন মটর ফিরাইতে বাধ্য হয়। তারপর আমরা মিটিং শেষ করি। ইতি—

শ্রীজলেশ্বর মাঝি।
গ্রাম্য সভাপতি, পাইসাগড়া।

জলেশ্বর বাবু যাহা লিখিয়াছেন, মিটিংএ তাহাই ঘটিয়াছিল,—

শ্রীহরিপদ মাঝি, সাং পাইসাগড়া।

জনকল্যাণ—

ডেপুটী কমিশনারের সহায়তায় মানভূমে জনকল্যাণের কার্য্য কিভাবে অগ্রসর হইতেছে, নিম্নের পত্রটী তাহার একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পত্রটীর হুবহু নকল দেওয়া হইল—

= জয় আদিবাসী =

শ্রীযুক্ত পাহু মাঝি ষোড় গড়া গ্রামনিবাসী মহাশয় আপনাকে জানান যায় যে আপনী ডিপুটী কমিশনার সাহেবের জন্য মুরগী ২টী অবিলম্বে এই লোকের মারফতে পাঠাবেন, যেন কোন রকমে অবহেলা না হয় নচেৎ ফল-ভোগ করিবেন,। ইতি—

তারাপদ দেশ মণ্ডল
আদীবাসী কমানডার
মোঃ বোর।
২৩শে ফাল্গুন।

পত্র লেখক নবগঠিত আদিম জাতির সেবা সমিতির একজন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ও সভ্য।

"অভয় না হইলে সত্যের অনুসন্ধান কেমন করিয়া করা যায়? অভয় না হইলে অহিংসার পালন কেমন করিয়া করা যায়? ঈশ্বর লাভের পথ বীরের জন্যই, ভীরুর জন্য নহে। সত্যই হরি, সত্যই রাম, সত্যই নারায়ণ, সত্যই বাসুদেব। ভীরু যে সে ভয়ে ভীত, আর বীর যে সে ভয় মুক্ত, সে তলোয়ার আদি অস্ত্রে সজ্জিত নয়। তলোয়ার বীর-ত্বের ব্যঞ্জক নহে, ভীরুতারই চিহ্ন। অভয় মানে সকল প্রকার বাহ্য ভয় হইতে মুক্তি।" —মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজী

সাম্প্রদায়িক ঐক্য

(১)

"ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি বাস করে বলিয়া সমগ্র ভারতের বা ভারতবাসীগণের এক জাতীয়ত্ব বিনষ্ট হয় নাই। জাতির মধ্যে অপর দেশবাসী ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত হইলেও তদ্বারা জাতির বিনাশ নিশ্চিত বলা যায় না;—ঐ সকল বিদেশী জাতির সহিত মিলিত হইয়া ঐ জাতির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে তবেই' দেশ জাতিতে পরিণত হয়। দেশকে জাতিতে পরিণত হইতে হইলে বাহির হইতে গ্রহণ করিবার এবং অপনার করিয়া লইবার শক্তি ঐ দেশের থাকা চাই। ভারত চিরকালই এইরূপ শক্তি সম্পন্ন দেশ।"

"বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষেরই আপন ধর্ম্ম পৃথক এবং ব্যক্তি যতগুলি, তাহাদের ধর্ম্মও তৎসংখ্যক; কিন্তু যাঁহাদের জাতিত্ববোধ জাগ্রত তাঁহারা একে অপরের ধর্ম্মে বিঘ্ন ঘটাইলে তদ্বারা এক জাতিভুক্ত হইবার অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন হয়। যদি হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে, ভারত কেবল হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণের দ্বারাই অধ্যুষিত হওয়া উচিত তাহা হইলে তাঁহারা স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেছেন। যাঁহারা ভারতকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, পার্শী অথবা খৃষ্টান যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, সকলেই একই দেশের অধিবাসী এবং এমন কি কেবল আপন স্বার্থরক্ষার জন্য হইলেও, তাঁহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইবে। পৃথিবীর কোন দেশেই সমধর্ম্মাবলম্বী এবং "এক জাতীয়ত্ব" এই দুই শব্দের অর্থ এক মনে করা হয় না এবং ভারতেও কখনও এই দুইটি শব্দের অর্থ এক বলিয়া জ্ঞান করা হয় নাই।" —হিন্দ্ স্বরাজ

—"সকলেই এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত। কিন্তু সকলে একথা জানেন না যে, এই ঐক্যের অর্থ বহিরপিত রাজনৈতিক ঐক্য নহে। এই ঐক্যের যথার্থ অর্থ অচ্ছেদ্য অন্তর্মিলন। তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, প্রত্যেক কংগ্রেস জন স্বয়ং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জোরোয়াষ্ট্রিয়ান, ইহুদী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই—এক কথায় সমস্ত হিন্দু ও অহিন্দু জনগণের প্রতিভূস্বরূপ হইবেন—ইহাই হইল এই ঐক্য লাভের জন্য সর্ব্বাধিক ও সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। তাঁহাকে (প্রত্যেক কংগ্রেস জনকে) হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর সকলের সহিত আপন একত্ব ও অভিন্নতা উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উপলব্ধি লাভের জন্য প্রত্যেক কংগ্রেসজনকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে। আপন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে শ্রদ্ধা পোষণ করেন, অপর সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহাকে তদনুরূপ শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে হইবে।

এইরূপ সুখকর অবস্থায় রেলষ্টেশনে "হিন্দু পানীয় জল' এবং "মুস্লিম পানি" অথবা "হিন্দু চা" এবং "মুস্লিম চা" এইরূপ লজ্জাকর প্রচার শুনা যাইবে না; স্কুল এবং কলেজ সমূহে হিন্দু ও অহিন্দুগণের জন্য পৃথক কুঠুরী বা পাত্র থাকিবে না; সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট পৃথক স্কুল, কলেজ বা হাঁসপাতাল থাকিবে না। সকল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বর্জ্জন করিয়া কেবল বিশুদ্ধ আচরণ দ্বারা কংগ্রেস জনগণকেই এই বিপ্লবের (দ্রুত পরিবর্ত্তনের) সূচনা করিতে হইবে। রাজনৈতিক একতা হইবে এইরূপ আচরণের ফলস্বরূপ।

এই অন্তরের মিলনের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা যুক্তির দিক দিয়া একান্ত আবশ্যকীয় হইলেও চমকপ্রদ মনে হইতে পারে। অপর ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া কংগ্রেসজনগণ আইন সভার ক্ষমতা কামনা করিতে পারেন না। অতএব যতকাল এই সকল পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসজনগণ আইন-সভায় স্থান অধিকার করা হইতে বিরত থাকিবেন।

আইন সভার মধ্য দিয়াই ক্ষমতা লাভ করা যায়, এইরূপ চিন্তায় আমরা বহু দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যস্থ হইয়াছি। এই বিশ্বাসকে নিষ্ক্রিয়তা (গতানুগতিকতা) এবং সম্মোহনের ফল স্বরূপ একটি বিরাট ভ্রম বলিয়া আমি ঘোষণা করিয়াছি। সকল ক্ষমতা আইন সভা হইতেই জন-

গণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—বৃটিশের ইতিহাসের অগভীর চর্চ্চা আমাদের মধ্যে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। জনগণের মধ্যেই সকল ক্ষমতা নিহিত এবং জনগণ যাঁহাদিগকে আপনাদের প্রতিনিধি বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছে, সাময়িক ভাবে জনগণের ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়, ইহাই যথার্থ সত্য। জনগণকে লঙ্ঘন করিয়া আইন সভার কোন ক্ষমতা, এখন কি অস্তিত্ব অবধি নাই। এই সরল সত্য জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্যই আমি বিগত ২১ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আইন-অমান্য আন্দোলনই সকল ক্ষমতার ভাণ্ডার। এক সমগ্র জাতি আইন সভার গৃহীত আইন মান্য করিতে অনিচ্ছুক এবং এই আইন অমান্যের সমস্ত ফলাফল সহ্য করিতে প্রস্তুত, এই অবস্থা কল্পনা করুন। জনগণ আইন প্রণয়নের এবং আইন কার্য্যকরী করার সকল যন্ত্র অচল করিয়া তুলিবে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সংখ্যালঘু দলকেই—তাহা যতই শক্তি সম্পন্ন হউক না কেন—বাধ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু যে জনগণ সমগ্র ভাবে গুরুতম দুঃখও বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই জনগণের সুদৃঢ় ইচ্ছাকে কোন পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীর শক্তির দ্বারা বাধ্য করা যায় না।

যে ক্ষেত্রে আইন সভার সভ্যগণ অধিকাংশ সভ্যের মতামত মানিয়া লইতে প্রস্তুত, কেবল সেই ক্ষেত্রেই আইন সভার কার্য্যপদ্ধতি শুভ ফলপ্রসূ হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে ইহার অর্থ এই যে, সমস্ত দেশবাসী সমভাবাপন্ন হইলে, তবেই আইন সভার কার্য্যপদ্ধতি কার্য্যকরী হইতে পারে।" —গঠন কর্ম্ম পরিকল্পনা

কংগ্রেস

গত ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ তারিখে বিহার প্রাদেশীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদ, শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি গান্ধীজীর মৃত্যুতে দেশের বিশেষ দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া কংগ্রেসজনকে বাদবিসম্বাদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান করেন এবং মহাত্মাজীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেস কর্ম্মীদের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিয়া দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিহার গান্ধীজীর প্রিয় প্রদেশ ছিল এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি বিহারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহার মৃত্যুতে বিহারের অধিবাসী ও কংগ্রেসকর্ম্মীদের উপর তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার বিশেষ দায়িত্ব পড়িয়াছে। কাজেই কংগ্রেস কমিটি সমস্ত কংগ্রেস সদস্যগণকে, কংগ্রেস কমিটি গুলিকে এবং অন্যান্য কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে গান্ধীজীর গঠনমূলক পরিকল্পনার এক বা একাধিক দফা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য যথাসম্ভব কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ দিতেছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সমস্ত কংগ্রেসজনকে নিজেদের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। প্রাদেশিক কমিটি আশা করেন যে, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আবেদন ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সকলে কেন্দ্রীয় স্মৃতিভাণ্ডারে ১০ দিনের আয় দান করিবেন। কমিটি কংগ্রেসের সমস্ত নির্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তাগণকে যতদূর সম্ভব নিজের অথবা পরিবারবর্গের হাতের কাটা সুতায় প্রস্তুত খাদি ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন এবং কংগ্রেসজনকে স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহে সাহায্য করিতে নির্দ্দেশ দিতেছেন।

নিম্নলিখিত তালিকানুসারে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—(১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং তৎসহ গোষ্ঠীয় ও উপগোষ্ঠীয় বিভেদ দূরীকরণ। (২) হরিজন উন্নয়ন। (৩) গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠন এবং সমবায়ের ভিত্তিতে পল্লী-সংগঠন। (৪) বিভিন্ন পল্লীশিল্পের পুনর্গঠন এবং বস্ত্র স্বাবলম্বনের নীতিতে চরকা প্রচার। (৫) মাদকতা বর্জ্জন প্রচার। (৬) কিষাণ, শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন। (৭) কংগ্রেস সেবাদল গঠন। এই কর্ম্মতালিকা সফল করিবার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হইয়াছে। ইহা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে একটি শাখা

সমিতি নিযুক্ত করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত সাহায্যদান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দ্বিতীয় প্রস্তাবে বর্ত্তমানে যে ধর্ম্মান্ধতা ও সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীয় মনোবৃত্তির উন্মেষ দেখা যাইতেছে তাহাতে আতঙ্ক প্রকাশ করিয়া সমস্ত কংগ্রেস সদস্য ও কর্ম্মীগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা কেহই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সহিত যুক্ত কোনও বর্ণ বা গোষ্ঠীয় ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপে কোনও অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

পরিশেষে প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের আবেদনে সভাপতির প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বিনা সর্ত্তে প্রত্যাহার করা হয়।

কর্ম্ম-সংগঠন

কোনাপাড়া

(শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, জেলা কংগ্রেসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মী)

বিগত আগষ্ট হাঙ্গামার পর মানভূমে যতগুলি গঠন কর্ম্মের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে কোনাপাড়া তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান কেন্দ্র।

পুরুলিয়া থানার অগম্য বনভূমি "রাকাব" পরগনায় কাঁসাই নদীর দক্ষিণ তীরে এই ক্ষুদ্র পল্লী পুরুলিয়া মানবাজার রাস্তার ২৷৷০ আড়াই মাইল উত্তরে অবস্থিত। আশ পাশের লোক ছাড়া, এ গ্রামের নাম জানার প্রয়োজন হয় নাই।

৪২ সালের সেই গণ আন্দোলনের সময় জেলার বহু বিশিষ্ট কর্ম্মী, যাহারা গ্রেপ্তারী পারায়ানার ফতোয়া পেছনে লইয়া অসময় কুসময়ে রাত্রি যাপনের স্থান খুঁজিয়া বেড়াইত, তাহারাই কংগ্রেস মহলে কোনাপাড়ার নাম ভাল করিয়া জাহির করে। পরে কোনাপাড়ার কর্ম্মীগণ জেলে গিয়া এ নাম সকলকে ভাল করিয়া জানাইয়া দেয়।

৪৩ সালের শেষ ও ৪৪ সালের প্রথম দিকে শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মী কারামুক্ত হইয়া "মানভূম গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টা" সঙ্ঘ নাম দিয়া এক সমিতি খাড়া করেন ও তার ভিতর দিয়া জেলার কার্য্য পুনঃ সংগঠন জন্য চেষ্টা করেন। কোনাপাড়া গ্রামবাসীগণের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অরুণ বাবু এখানে আসেন। এক সভায় গ্রামবাসীগণ সমবেত হইয়া গ্রামে একটী খাদি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেন্দ্রের পৃথক গৃহ নির্ম্মান না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত গতিকৃষ্ণ মাহাতর খামার বাড়ীতেই কেন্দ্রের কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত হয়। গ্রামের জমিদার বাবু কিছু মোটা কাঠ সাহায্য করেন—ঐ দিয়াই চরখা ধুনকী পাঁজপিড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। পরে এখানেই শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র কুমার দে মহাশয়ের সহায়তায় তাঁত ও ওয়ার্দ্ধা ঘানির প্রতিষ্ঠা হয়। এক সপ্তাহ মধ্যে কাজের গতি বাড়িয়া উঠে। ক্রমে মাসে ২/০ মণ সূতা, ১০০ গজ কাপড়, ৩/০ মন তেল, তদনুরূপ খৈল, দৈনিক ২টী চরখা, ১টী ধুনকী ৩টী পাঁজ পিড়ি প্রস্তুত হইতে থাকে। বিহার চরখা সঙ্ঘের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ বাবু এই কেন্দ্র দেখিয়া প্রশংসা করেন। কিছুদিন পরে বিদ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত এই কেন্দ্র দেখিয়া যান।

স্থায়ী কেন্দ্র-গৃহ প্রস্তুত

গ্রামবাসীগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া শিব মন্দিরের নিকট বর্ত্তমান কেন্দ্রের গৃহটী তুলিয়া দেয়। এই গৃহের সংলগ্ন আর একটী গৃহ আশ্রমের তরফ হইতে ঘানি ও চরখা কর্ম্মশালা কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

এই সময় মানভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ কারামুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহাদের আশ্রয় পুরুলিয়া শিল্পাশ্রম তখনও সরকারী আইনের বেড়ায় আবদ্ধ ছিল, তাঁহারাও এই কেন্দ্রকেই কর্ম্ম-কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া এই খানেই অবস্থান করিতে থাকেন। শ্রীমান চিত্ত ভূষণ দাশ গুপ্ত তাঁহার বিদ্যাশ্রমের সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া এই আশ্রমে আসিয়াই হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্পের কাজ আরম্ভ করেন। গ্রাম বাসী-

গণ সমবেত ভাবে আশ্রম গৃহের পূর্ব্বদিকস্থ ভূমিখণ্ডে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র তৈয়ারী করিবার জন্য ঐ জমির মালিকরা ঐ জমিখণ্ড কেন্দ্রস্থ কর্ম্মীগণকে সমর্পণ করে। ক্রমশঃ এখানে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতে থাকে। কোনাপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ৪০০ চারি শত চরখা আশে, পাশের গ্রামগুলিতে চলিতে থাকে।

পতাকা সত্যাগ্রহ

এক রাজনৈতিক ঝড় সহসা এই কেন্দ্রের উপর দিয়া বহিয়া যায়। সরকারী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৫ সালের ৬ই এপ্রিল এখানে পতাকা সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। সরকার পক্ষ এই সত্যাগ্রহকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে এখানে স্থাপন করে। ৩ মাসাবধি এই সত্যাগ্রহ চলিতে থাকে। শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ পুলিশের হস্তে বন্দী হইলে প্রতি ৪র্থ দিবসে একজন করিয়া কর্ম্মী সত্যাগ্রহ করিতে থাকে। তাহাতে আশ্রমের অধিকাংশ বিশিষ্ট কর্ম্মীই জেলে যান। তাহাতে কেন্দ্রের কাজ কতকটা শিথিল হইয়া পড়ে।

জেলার মূলকেন্দ্র

১৯৪৫ সালের ২৩শে জুন বিহার সরকারের পতাকা সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিলে, ক্রমে ক্রমে কর্ম্মীগণ সকলেই আবার জেলমুক্ত হইয়া কেন্দ্রে ফিরিয়া আসেন। ক্রমশঃ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকায় শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীররাঘব আচারিয়া, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মাষ্টার মহাশয়) প্রভৃতি জেলার নেতৃবর্গও কারামুক্ত হইয়া এই কেন্দ্রেই শুভাগমন করেন।

এইখানেই মানভূম জেলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন আহ্বান করিয়া জেলায় পুনরায় সংগঠনের কাজ এইস্থান হইতেই আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালের গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠানে এইখানে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে খোলা হয়। এই সময় কর্ম্মী শিক্ষা শিবিরও খোলা হয় এবং তাহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে থাকে। বাহির হইতে বহুকর্ম্মী আসিয়া এখানে শিক্ষা লাভ করিতে থাকে।

নির্ব্বাচন কার্য্য

গত এসেম্বলীর নির্ব্বাচনে কোনাপাড়া হইতে প্রায় ১০০ একশত স্বেচ্ছা সেবক ও ২০ জন বিশিষ্ট কর্ম্মী সমগ্র জেলায় কাজ করেন। ৪৫ সালের বর্ষায় এ অঞ্চলে খাদ্যাভাব হইলে—কোনাপাড়া কেন্দ্র হইতে উচিত মূল্যে (নিয়ন্ত্রিত মূল্য) চাউল, জনার, গম, বুট প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। এই সময়ে আশ্রমের কর্ম্মীগণ দুই বেলা জনার, গম ও বুট মূল আহর্য্যরূপে গ্রহণ করিতে থাকে।

বিশিষ্ট নেতার পদার্পণ

১৯৪৬ সালের বর্ষার পর শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায়কে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য কেন্দ্রের কর্ম্মীগণ ও গ্রামবাসীগণ পাণিপাথরের সভায় উপস্থিত হন ও কেন্দ্রের সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে শুনান। তিনি উক্ত বিবরণী লইয়া শিল্প মন্ত্রীর গোচরীভূত করিবেন বলিয়া বলেন।

৪৭ এর শেষে বিহারের কংগ্রেসী লাট শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলৎরাম তাঁহার দল-বল-সহ কোনাপাড়া কেন্দ্রকে দেখিয়া বিলক্ষণ আনন্দিত হন।

বর্ত্তমান কোনাপাড়া

একদিন জেলার শীর্ষস্থানীয় কর্ম্মীগণের চেষ্টাতেই ও গ্রামবাসীর আগ্রহে কোনাপাড়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার ফলে অপ্রথিত নানা ক্ষুদ্র অতিক্ষুদ্র অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় বর্দ্ধিত পশ্চাৎপদ কোনাপাড়া শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলৎরামেরও মন ভুলাইতে পারিয়াছে। আজ জেলায় কর্ম্মের বিভিন্ন ধারা ও শাখা বাড়িয়া কর্ম্মীগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কোন ভাল কর্ম্মীই নির্ব্বাচনের পর আর দীর্ঘকাল বসিয়া গঠনের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। তবুও আজ কোনাপাড়া ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য সজাগ আছে। আজ কোনাপাড়ায় এমন লোক নাই যে চরখা না জানেন। এমন পরিবার নাই, যে ঘরে খাদীধারী নাই। এমন ব্যক্তি নাই—যে গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে না বুঝিয়াছে। কোনাপাড়ার সংগঠনে রাজশক্তি পরাজিত হইয়াছে। কোনাপাড়ার পঞ্চায়েৎ পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের বহু ঝগড়ার মীমাংসা করিয়াছে। জঙ্গলরক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই কেন্দ্রেরই কর্ম্মীগণ জনতাকে তার অধিকার কোথায় জানাইয়াছে।

কোনাপাড়ার আর একটা বৈশিষ্ট যে, এখানের আশে পাশে কেটের (তসরের) শিল্প যথেষ্ট আছে। প্রায় শতকরা ১০ জন লোক এ শিল্পের কার্য্যে অভ্যস্ত। আজ আমার কোনাপাড়ার পরিপুষ্টি কামনা করিতেছি।

বিশ্ববার্ত্তা

ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড শ্যামদেশের থুয়াং অফয়ংশী দ্বারা গঠিত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। উক্ত সরকার গত নভেম্বর মাসে বলপূর্ব্বক শ্যামদেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করায় শ্যামদেশে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, এতদ্বারা তাহার নিরসন হইল।

শ্যামদেশ ভারতের নিকট প্রতিবেশী বলিয়া উক্ত দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্যামদেশের রাজনৈতিক চেতনা তাহার সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে জাগ্রত হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে ফায়া বাহোল ও লুয়াং প্রাদিৎ নামে দুইজন নেতার প্রভাবে সৈন্যবাহিনী রাজার স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে লোকায়ত্ত শাসনমূলক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। উক্তরূপে শাসন ক্ষমতা অধিকার করার পর উপরোক্ত নেতাগণ শ্যামদেশে জাতীয়তার ভাবধারা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন এবং শ্যামদেশকে থাইল্যাণ্ড অর্থাৎ স্বাধীন জাতির বাসভূমি বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের সাহায্যকারী মেজর পিবুন সংক্রাম নামে একজন সেনাপতি সৈন্যদলের সাহায্যে জাতীয়তার ভাব প্রসারিত করিয়া তাঁহার নেতৃত্বে একটী মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকিলে অনেকেই মনে করিল যে তিনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই অবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখন তিনি ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে কৌশলে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া জাপানের সহিত সম্প্রীতি স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করেন এবং নিজে শ্যামের সৈন্যবাহিনীর ফিল্ড মার্শাল পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৯৪০ সালে ফ্রান্স যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর থাইল্যাণ্ড এবং ইণ্ডোচীনের সীমান্ত লইয়া যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি জাপানের মধ্যস্থতা স্বীকার করেন। ১৯৪১ সালে এই সীমান্ত সম্বন্ধে যে চুক্তি হয় তাহাতে তিনি থাইল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্ত কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

জাপানের সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, জাপান থাইল্যাণ্ডকে আক্রমণ ও প্রতিরোধ বিষয়ে সহযোগিতা করার অঙ্গীকারে একটী চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করে এবং থাইল্যাণ্ডও ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যখন জাপানী সৈন্যবাহিনী থাইলাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জাপানের সাহায্য করিতে হয়। সেই সময় তিনি মালয়ে ৪টী রাজ্য এবং ব্রহ্মের অন্তর্ব্বর্ত্তী শান্ ষ্টেট্স্ এ দুইটী অঞ্চল থাইল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন। জাপানের প্রতি বিজয়-লক্ষ্মী বিমুখ হইলে তিনি থাইল্যাণ্ডকে মিত্রশক্তির কোপ হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজ অনুচর মেজর অফয়ংশীকে প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করিয়া নিজে রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ান। জাপান যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে পিবুন সংক্রামের দল থামরং নাবাসাবাৎ এর নেতৃত্বে নূতন গণতন্ত্রমূলক মন্ত্রীসভা গঠিত করিতে সাহায্য করিয়া কিছুদিনের জন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া হইয়া থাকে। নূতন মন্ত্রীসভা গণতন্ত্রমূলক হওয়ায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমর্থন লাভ করেন। উক্ত মন্ত্রীসভা থাইল্যাণ্ডের পরিবর্ত্তে শ্যাম নামের প্রবর্ত্তন করে এবং মালয়, সান ষ্টেটস, ও ইণ্ডোচীনের অধিকৃত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করে। ইহাতে উক্ত মন্ত্রীসভা জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়। এই অবস্থায় শ্যামের রাজা আনন্দকে তাঁহার নিজগৃহে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। তাহাতে তৎকালীন মন্ত্রীসভা আরও অপ্রিয় হইয়া উঠে। বিগত ৯ই নভেম্বর মার্শাল সংক্রামের নেতৃত্বে শ্যামের সৈন্যবাহিনী পুনরায় বলপূর্ব্বক তৎকালীন মন্ত্রীসভার নিকট হইতে শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া লয়। পরে মার্শাল সংক্রাম মেজর জেনারেল অফয়ংসীকে প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করেন এবং নিজে যুদ্ধ পরিষদের সভাপতিরূপে সৈন্যবাহিনীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন। নূতন মন্ত্রীসভা ঘোষণা করে যে তাহারা পূর্ব্ব মন্ত্রীসভার সকল চুক্তি পালন করিবে ও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত বৈদেশিক শক্তিবর্গকে চাল সরবরাহ করিবে এবং ৯০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে নূতন মন্ত্রীসভা নির্ব্বাচিত করিবে। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা

ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বিরোধিতা হ্রাস করিবার জন্য করা হইয়াছিল। বিগত জানুয়ারী মাসের শেষে শ্যামে যে নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে অফয়ংশীর নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ব্যবস্থা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার মূলনীতি এই যে তাহারা শ্যামের পূর্ব্ব সীমান্ত উদ্ধার করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। এই নীতি বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে কিভাবে রূপ গ্রহণ করে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় হইবে।

ভারতীয় সংবাদ

গান্ধীজীর স্মৃতিরক্ষা—

গান্ধী স্মৃতিরক্ষা অর্থভাণ্ডারের সম্পাদক এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, গান্ধীজীর আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টাই গান্ধীজীর স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী প্রত্যেককে ১০ দিনের আয় স্মৃতিরক্ষার ভাণ্ডারে দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। অর্থ ছাড়াও শারীরিক পরিশ্রম দিয়াও গান্ধীজীর স্মৃতিরক্ষার সাহায্য করিতে পারা যাইবে এবং তদুদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য ও অর্থভাণ্ডারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অফিসের কার্য্য করিয়া গান্ধীজীর স্মৃতির-প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করার জন্য তিনি সকলকে আদেশ করিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যমুনা নদীর তীরে রাজঘাটে যে স্থানে মহাত্মাজীর মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছিল, সে স্থানে ভারত সরকারের পূর্ত্তবিভাগ ২৭০ বিঘা পরিমিত জায়গায় একটী মনোরম উদ্যান তৈয়ারী করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্যানের মধ্যস্থলে বেদীর উপর একটী সুদৃশ্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইবে। ভারত সরকার এই উদ্যানের সকল ব্যয়ভার বহন করিবেন। উদ্যানটী ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্যান করার জন্য সকল চেষ্টা করা হইবে।

শিক্ষা পরিকল্পনা—

ভারতীয় আইন সভায় মৌলানা আজাদ ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা দিবার জন্য একটী ৫ বৎসরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। আগামী ১লা জুলাই হইতে দিল্লীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা করা হইবে। দেশের সকল শিক্ষিত লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত করা প্রয়োজন হইবে। উন্নত ধরণের কারিগরী শিক্ষা দিবার জন্য বোম্বাই ও বাংলা প্রদেশে দুইটী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা ছাড়া সঙ্গীত, নাট্য, স্থাপত্য বিদ্যা, শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

সিংহাসন প্রত্যর্পণ—

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশ হইতে রাজা থিবর যে বহুমূল্য সিংহাসনটি ভারতে আনিয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য গত শুক্রবার ভারতের বড়লাট রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছিলেন এবং উক্ত তারিখে প্রত্যর্পণ অনুষ্ঠানটি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

কাশ্মীর—

নিরাপত্তা পরিষদে পুনরায় কাশ্মীরের বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইয়াছে। ভারতের প্রতিনিধিগণ আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের ধারণা যে ভারতের সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিষদের নূতন সভাপতি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া মনে হয়।

এদিকে কাশ্মীরের মহারাজা কাশ্মীরের বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত গণপরিষদ কর্ত্তৃক কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র রক্ষিত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত নূতন শাসনতন্ত্র রচিত না হইতেছে ততদিন শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে বিশ্বস্তশীল মন্ত্রীমণ্ডলী কাশ্মীরের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন।

জাতীয় বাহিনী—

ভারতীয় আইন পরিষদে দেশরক্ষা সচিব ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য দেশের যুব সম্প্রদায়কে সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। ভারত সরকার যুবক, বালক ও বালিকাদের লইয়া তিনটী বাহিনী গঠন করিবেন। প্রথম বাহিনীতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সোয়া তিন লক্ষ শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় বাহিনীতে স্কুলের প্রায় সোয়া লক্ষ ছাত্র থাকিবে এবং তৃতীয় বাহিনীটী বালিকাদের লইয়া গঠিত হইবে।

বিহার সংবাদ

স্মৃতিরক্ষা কমিটি—

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ বিহার প্রাদেশিক স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, রামগড়ের রাজাবাহাদুর, ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, সার সি, এম, আগরওয়াল', সার সুলতান আহমেদ, সার সি, পি, এন, সিংহ, বিহারের মন্ত্রীগণ, জয় প্রকাশ নারায়ণ, জয়পাল সিং প্রভৃতি ৭৬ জন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি স্থাপিত করিয়াছেন।

দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যবস্থা—

১১ই মার্চ্চ বিহারের প্রধান মন্ত্রী আইনসভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, বিহার গভর্ণমেণ্ট দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্য যে বিশেষ বিভাগ খুলিয়াছেন তাহা এ পর্য্যন্ত ৭০৩টি কেস পরীক্ষা করিয়াছে, ৩৪টি ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং ৯৫টি সম্বন্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে, ১০২টি উপযুক্ত প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বাকীগুলি সম্বন্ধে এখনও বিবেচনা করা হইতেছে। ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এই বিভাগটিকে আরও প্রসারিত করা হইতেছে।

জল সেচনের ব্যবস্থা—

বিহারের রাজস্ব সচিব শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায় সম্প্রতি প্রদেশের সমস্ত জেলার কংগ্রেস সভাপতিদের এক সভা আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট জল সেচনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ঐরূপে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া সরকারের নিকট প্রেরণ করিলে সরকার ঐ পরিকল্পনানুযায়ী টাকা বরাদ্দ করিবেন বলিয়া জানান।

শোন নদীর পরিকল্পনা—

বিহারের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রাদেশিক সরকার শোন-নদীর খালগুলিকে সংস্কার ও পুনর্গঠনের নূতন পরিকল্পনা করিতেছেন। এইরূপ পরিকল্পনা যুদ্ধের পূর্ব্বে হইয়াছিল, কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্ত্তনানুযায়ী ঐ পরিকল্পনারও অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে কয়েক কোটী টাকা খরচ হইবে।

ধান্য সংগ্রহ—

এক সংবাদে প্রকাশ যে ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বিহার সরকার প্যাডিলেভী ও একচেটিয়া খরিদ মূলে ১৪, ৭৭, ৫১১ মণ ধান্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রাথমিক কংগ্রেস সদস্য—

এবৎসর সমগ্র বিহারে প্রাথমিক কংগ্রেস সদস্যের সখ্যা ২০, ১৫, ৫৫৯ হইয়াছে। তন্মধ্যে মজঃফর জেলার কংগ্রেস সদস্য সংখ্যা ৩, ৯৭, ৯১৬ এবং ইহাই সার্ব্বাচ্চ।

স্থানীয় সংবাদ

জিলা বোর্ডের অধিবেশন—

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে জিলাবোর্ডের সভায় সর্ব্বপ্রথমে মহাত্মা গান্ধীজীর মৃত্যুতে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আত্মার মুক্তি কামনা প্রার্থনা ও শোক প্রকাশ করিয়া এবং কি ভাবে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা হইবে তজ্জন্য জাতীয় স্মৃতিরক্ষা সমিতির নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বীররাঘব আচারিয়া চেয়ারমেন ও শ্রীযুক্ত শ্যামাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য ভাইস্ চেয়ারমেন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মাঝি, সতীশচন্দ্র তেওয়াড়ী, জয়নাথ মাহাত, রামানন্দ খৈতান ও রামনারায়ণ শর্ম্মাকে ধানবাদ লোক্যাল বোর্ডের অতিরিক্ত সভ্যরূপে মনোনয়ন করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মথনচন্দ্র মাহাত, জগদীশ চ্যাটার্জ্জী, জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রনাথ রায় ও প্রেমচাঁদ সরকারকে সদর লোকেল বোর্ডের অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিভিন্ন কমিটী গঠিত হইয়াছে।—

ভাইস্ চেয়ারমেন ডি, বি, চেয়ারমেন সদর লোকেল বোর্ড, চেয়ারমেন ধানবাদ লোকেল বোর্ড, শ্রীগোপালচন্দ্র মুনশী, রঙ্গলাল চৌধুরী, বি, এম, আগরওয়ালা, শশধর গাঙ্গুলী, সমরেন্দ্র নাথ ওঝা, কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী ও ডি, ডি থ্যাকার—ফাইনান্স কমিটি।

ভাইস্ চেয়ারমেন ডি, বি, ডি, আই অফ স্কুলস্, চেয়ারমেন সদর লোকেল বোর্ড, চেয়ারমেন ধানবাদ লোকেল বোর্ড, শ্রীহংসেশ্বর নন্দী, মিঃ জহুদ্দিন, শ্রীচিত্তভূষণ দাস গুপ্ত ও কিশোরীলাল লরাইয়া—শিক্ষা কমিটি।

ভাইস্ চেয়ারমেন ডি, বি, শ্রীযুক্ত ভবতোষ সেন, চেয়ারমেন ধানবাদ লোকেল বোর্ড, সীতারাম আগরওয়ালা জ্যোতিশ্চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী, ভোলানাথ মজুমদার ও গিরীন্দ্র কুমার দে—পাবলিক ওয়ার্কস্ কমিটি।

সিভিল সার্জ্জন মানভূম, ভাইস্ চেয়ারমেন ডি, বি, চেয়ারমেন সদর লোকেল বোর্ড, চেয়ারমেন ধানবাদ লোকেল বোর্ড, শ্রীযুক্ত এন, বি, চৌবে, আর, এন, সিং চৌধুরী, হরি মাহাত, ডাঃ প্রমথ নাথ গাঙ্গুলী ও কবিরাজ পুণ্ডরীকাক্ষ রায়—সেনিটেশন কমিটি।

ভাইস্ চেয়ারমেন ডি, বি, ভাইস্ চেয়ারমেন সদর লোকেল বোর্ড ও শ্রীযুক্ত ভবতোষ সেন—আপীল কমিটি।

অনুমতিতে বিপত্তি —

মানবাজারে ৮ই মার্চ্চ হইতে একটি স্বদেশী মেলা ও প্রদর্শনী হইবার কথা ছিল। প্রায় একমাস পূর্ব্বে ডেপুটি কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করা সত্ত্বেও সময়মত অনুমতি না পাওয়ার জন্য দিন পিছাইয়া ১৬ই হইতে মেলা আরম্ভের ব্যবস্থা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ১৭।১৮ দিন পূর্ব্বে দরখাস্ত করা হইয়াছে। মার্চ্চ মাসের মধ্যেই এই অধিবেশন হইবার কথা। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই এ পর্য্যন্ত অনুমতি না পাওয়ায় উদ্যোক্তাগণ অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

মহাদেব লাইব্রেরী—

মানবাজার থানার মধ্যে মোহনডি গ্রামে "মহাদেব লাইব্রেরী" নামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীগণ ঐ লাইব্রেরীর সদস্য হইয়াছেন এবং এই পাঠাগারটি গড়িয়া তুলিবার জন্য সকলে খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

আদিবাসী কর্ম্মীদের উদ্যোগ—

গত ৯ই ফাল্গুন তারিখে ছড়া থানায় ৬০ মৌজার আদিবাসী উপস্থিত হইয়া সমাজ উন্নতির জন্য আলোচনা করেন। পরে কাশীপুর থানার লোদাগোড়া গ্রামে সভা হয়। উক্ত গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের জন্য ৪০৲, জামকুড়ি মাধ্যমিক স্কুলের জন্য ১৬০৲ জিয়াড়া প্রাথমিক স্কুলের জন্য ৫৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। শ্রীডাঙ্গারাম টুডু গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিতেছেন। কর্ম্মীগণ সমস্ত আদিবাসীগণকে স্বার্থপর লোকের বুদ্ধিতে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি না করিয়া সকলে কংগ্রেসের সহযোগিতায় সমাজের উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হইবার আবেদন জানাইয়াছেন।

জরিমানা প্রত্যর্পণ—

গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে পুরুলিয়ার সংলগ্ন রাঘবপুর গ্রামে একজন ব্রাহ্মণের ১টি কাড়া মরিয়া যাওয়ায় গ্রামবাসী মুচিদের নিকট হইতে ২১৫৲ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একজন মুচির নামে আদালতে মোকর্দ্দমা চলিতেছে। পুরুলিয়া আদিবাসী ও হরিজন শিক্ষা ও সংস্কার সমিতির সম্পাদক ও কয়েকজন সভ্য উক্ত জরিমানার টাকা মুচিদিগকে ফেরৎ দেওয়া করাইয়াছেন এবং যাহাদিগকে গরু, গহনা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া জরিমানা দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা টাকা ফিরাইয়া লইয়া জিনিষ ফেরৎ দিয়াছে।

নারী উদ্ধার—

চাষ থানার ঘেটেলা গ্রামের শ্রীশশী অধিকারীর স্ত্রীকে ও শ্রীতারাপদ গোস্বামীর কন্যাকে প্রায় দুইমাস যাবৎ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। প্রায় ৭ দিন হইল স্ত্রীলোকটিকে পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ চুঁচুড়ার এক মুসলমানের গৃহ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং তাঁহাকে গ্রামে আনিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জিম্মায় রাখা হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি অন্তর্হিত হওয়ায় আগে তাঁহার নিকট হইতে কিছু গহনা ক্রয়ের জন্য নিতাই দে নামক একটি যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। কন্যাটির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রেরিত পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

(১)

চাস থানার শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—ঐ থানার সতনপুর, আমডিহা, ঘেটেলী, বাঁধগোড়া, তেঁতুলিয়া, উকরিদ, নারায়ণপুর, চাকুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ২০ বর্গ মাইল জঙ্গলের মুখ্য মুখ্য অংশ ও ভাল ভাল গাছ কাটিয়া জমিদারগণ প্রায় শেষ করিয়াছে। বনবিভাগের রেঞ্জার অফিসার ২।৩টি বনের বিষয় তদন্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ যাবৎ কোনও প্রতিকার হয় নাই। অপর দিকে অবশিষ্ট জঙ্গলে যে নূতন চারা জন্মিয়াছে সে গুলি রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে না। জঙ্গলের মালিকগণ স্বভাবতঃই এ বিষয়ে উদাসীন। আর জঙ্গল গার্ডদের অবস্থিতি ও কার্য্যধারা অনুসারে এই কার্য্য খুবই দুঃসাধ্য। আরও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে সাধারণ নিরীহ লোকেরা জঙ্গল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করিয়া কোনও ফল পাইতেছেন না। অথচ, ধড়িবাজ লোকেরা ইচ্ছামত কাঠ কাটিয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছে। প্রতি গ্রামে পঞ্চায়েৎ ও জঙ্গল রক্ষা সাবকমিটি গঠিত হইয়াছে। যদি তাহাদের উপর জঙ্গল রক্ষার ভার অর্পিত হয়, তবেই এই সব বিষয়ে প্রতিকার সম্ভব। নতুবা আগামী বর্ষার আগেই বনের চিহ্নও বর্ত্তমান থাকিবে না। কর্ত্তৃপক্ষগণের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

(২)

রাঁচী জেলার মানকিডি নিবাসী শ্রীতারাচাঁদ মাহাত লিখিয়াছেন—গত ৯।৩।৪৮ মঙ্গলবারে টাটানগর হইতে ট্রেনে ভোর রাত্রিতে চাগুলে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরে একজন আবগারী কানা সিপাহী বলিয়া উঠিল 'এহি লোক দারু লে আয়া, ইস্‌কো পাকড়ো' এবং দারোগা, জমাদার প্রভৃতি আমাকে তাহাদের বাসায় লইয়া গিয়া সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল। বৈকালে সকলে মিলিয়া ঘুসি ও রুল দিয়া বেদম প্রহার করে এবং মুসলমান কানা সিপাহীর দ্বারা কিছু মদ ও মুরগীর মাংস চিৎ করিয়া খাওয়াইয়া দেয়। আমি বমি করিয়া ফেলিলে সন্ধ্যার সময় আমাকে ছাড়িয়া দেয়। পরদিন সকালে হাঁসপাতালে যাইয়া ঔষধ লাগাই এবং থানায় খবর দিই। ইহার বিহিত প্রতিকার প্রার্থনা করি।

জ্ঞাতব্য তথ্য

মানভূম জিলাবোর্ডের ১৯৪৮-৪৯ সালের অনুমিত আয় ব্যয়ের হিসাব

আয় ঃ—আমানৎ, দেনা ইত্যাদি সহ মোট ১৯,৭২,৫৮২৲। ইহার মধ্যে জমির সেস—২,৭৪,০০০৲ ও খনি সেস—৫,১৮,০০০৲; গভর্ণমেণ্ট সাহায্য—শিক্ষাখাতে—১,৪১,৪৭৩৲, চিকিৎসা খাতে—৩২,২১২, জনস্বাস্থ্য খাতে—১৪,৭৩০৲; রাস্তাঘাট যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সহ—৬,৯২,৯৮০৲, দামোদর টোল—১৮০০০৲ উল্লেখযোগ্য।

খরচ ঃ—দেনা ইত্যাদি সহ মোট—১৯,৭২,৫৮২৲। প্রধান বিষয়গুলির হিসাব :—শিক্ষা খাতে—৪,৩৬,৪১৪৲। চিকিৎসা—১,৮৭,৫৮৯৲। রাস্তাঘাট—৯,৫৪,৭৩৪৲। জনস্বাস্থ্য—৭৭,৮৪৭৲। পানীয় জল—৬,০০০৲। পশু চিকিৎসা—১৮,২৭৬৲। অফিস বেতন জিলা বোর্ড—২০,৪৭২৲, খুচরা খরচ—৬০০০৲, চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান যাতায়াত খরচ—৪০০০৲, সদস্যগণের যাতায়াত খরচ—৩৫০০০৲। সদর লোক্যাল বোর্ড অফিস বেতন—১০,৪২০, খুচরা ও যাতায়াত খরচ মোট—৫০০৲। ধানবাদ লোক্যাল বোর্ড অফিস বেতন—১০,১২৩, খুচরা ও যাতায়াত খরচ—৪০০০৲।

নিরুদ্দেশ

(১)

আমার পুত্র শ্রীগুহিরাম কুমার বয়স ১৯, বর্ণ শ্যাম, ডান কপালে চোটের দাগ আছে—আজ প্রায় দুই মাস হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কেহ সন্ধান দিতে পারিলে ১০১৲ টাকা পুরস্কার দিব।

ইতি শ্রীসহদেব কুমার
গ্রাম—বড়তলিয়া, থানা ঝালিদা,
জেলা মানভূম।

(২)

আমার ভ্রাতা শ্রীসুবোধ নারায়ণ দে বয়স ২০, ম্যাট্রিক পাশ, রং ফরসা, ব্যবহার নম্র ও বিনয়ী গত কয়েক দিন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি তাহার সন্ধান দেন তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি—

শ্রীসন্তোষ কুমার দে
শিক্ষক, বলরামপুর এম, ই, স্কুল
পোঃ রাঙ্গাডি, জেলা মানভূম।

নিবেদন

আমরা মানভূম জেলায় যেখানে যে সকল গঠনমূলক বা জনহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার সবিশেষ বিবরণ ও পরিচয় প্রকাশ করিতে চাই। এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্ম্মিগণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নিকট আবেদন এই যে, তাঁহারা স্ব স্ব এলাকার বা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, বিবরণ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা মুক্তি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

মুঃ সঃ

সদর মানভূমের
কিষাণদের
প্রতি

দেখা গেল যে এতদিন কণ্ট্রোল থাকায় চাষীর বাস্তবিক কোন লাভ হয় নাই। ধান এবং চালের দর বৃদ্ধি পাইলে তজ্জনিত লাভ চাষীরই প্রাপ্য। সেইজন্য আপনাদের বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ধান ও চালের দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। ধান মণকরা একটাকা ও চাল প্রতি মণ তিন টাকা দর বাড়িয়াছে।

এখন হইতে গভর্ণমেণ্টের তরফে ক্রয়কেন্দ্রে সাধারণ ধান ৮৲ টাকা, সাধারণ লাল চাল ১৩৷৷০ টাকা এবং সাধারণ সাফি চাল ১৪৷৷০ টাকা দরে খরিদ করা হইবে।

গত বৎসর আপনারা ঘাটতি অঞ্চলের জন্য বহু ধান ও চাল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এ বৎসরও আপনাদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায়। আপনাদের বাড়তি ধান ও চাল সরকারী এজেণ্টের কাছে বিক্রয় করিয়া দিন। এ বিষয়ে আপনাদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেটের এজেণ্টগণ বিভিন্ন ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীগোপাল মল
সেক্রেটারী
লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেট
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৯ই চৈত্র ১৩৫৪, ২২শে মার্চ্চ ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

পুরুলিয়ার
খেড়িয়া হোসীয়ারী ফ্যাক্টরীর
গেঞ্জীই
ব্যবহার করুন
কারন ইহা দামে সস্তা
পরিতে আরামদায়ক
মজবুত ও সুন্দর
৫৫৫! ২২২!! ১১১!!! নং
গেঞ্জীই চাহিবেন
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
(৪)

স্থাপিত ১৯১০

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউল্‌ড্‌ ব্যাঙ্ক)

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস : কলিকাতা

শাখা : পুরুলিয়া

সর্ব্বপ্রকার ক্লিয়ারিং কার্য্যের সুবিধা আছে

৫ টাকা হইতে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট খোলা হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

পুরুলিয়া।

সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই **পেনীসিলিন** ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেসক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—

চরকা, তক্‌লী, তুলা, পাঁজ

ও যাবতীয় সরঞ্জাম

পাওয়া যায়।

পুরুলিয়া

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী

ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।

গোউরপদ সেন এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড।

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ৯ই চৈত্র সোমবার

বিহার বাজেট

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিহারের অর্থ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নানরায়ণ সিংহ আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য বিহার সরকারের বাজেট পেশ করিয়াছেন। আইন পরিষদে উহার প্রাথমিক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিভাগগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চলিতেছে। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাজেট একটি অতি প্রয়োজনীয় আলাচ্য বিষয়, কারণ ইহাতে গভর্ণমেণ্টের অনুমিত আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং সমস্ত বিভাগগুলির সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট কি নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা ঐ হিসাবের মধ্য দিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ইতি পূর্ব্বে সরকারের বাজেট সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ 'মুক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে বিহারের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক অবস্থা এবং তৎসম্পর্কে সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার আলোচনা করিব।

আগামী বর্ষে বিভিন্ন খাতে বিহার সরকারের অনুমিত আয় ২১॥০ কোটি টাকা। চল্‌তি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে মোট আয় ১৮ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। আগামী বৎসরে যে আয় বৃদ্ধির অনুমান করা হইয়াছে, তাহা এই জন্য যে, যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন কার্য্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৩॥০ কোটি টাকা বেশী সাহায্য পাওয়া যাইবে। কাজেই প্রকৃত পক্ষে এই বৃদ্ধি বিহারের আভ্যন্তরিক আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ বিহার সরকারের আয়ের যতগুলি পথ আছে, তাহার কোনটিতেই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বরঞ্চ অদূর ভবিষ্যতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবনতি ঘটিবার কারণ রহিয়াছে। মদের উপর আবগারী শুল্ক বিহার সরকারের প্রধান আয়। ইহা প্রাদেশিক রাজস্বের প্রায় এক চতুর্থাংশ। অথচ এই আয়ের পথ ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইবেই, কারণ বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টকে নীতির দিক দিয়া অদূর ভবিষ্যতে মাদক দ্রব্যের কারবার বন্ধ করিতেই হইবে। কৃষি সংক্রান্ত আয়কর এবং বিক্রয় কর (সেল্‌স্‌ ট্যাক্স) হইতে গভর্ণমেণ্টের আয় বর্ত্তমান উচ্চ-মূল্য কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। জমির রাজস্ব হইতে যে আয় হয় তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার দরুণ সীমাবদ্ধ। এমন কি, গভর্ণমেণ্ট সেচ পরিকল্পনা গুলি হইতে মাত্র জলকরই পাইয়া থাকেন, জমির ও আবাদের উন্নতির জন্য যাহা প্রাপ্য তাহাতে প্রত্যক্ষ্য-ভাবে গভর্ণমেণ্টের কোনও অংশ নাই। বিহারের খনিজ সম্পদ যথেষ্ট এবং এই সংক্রান্ত যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট আয়কর আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু বিহার সরকার ঐ আয়করের সম্পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন, কারণ, ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকেরই প্রধান কার্য্যালয় বিহারের বাহিরে। এই জন্য বিহার সরকার বাসস্থানের নীতি ছাড়িয়া দিয়া আয়ের ক্ষেত্রের ভিত্তিতে আয়করের বণ্টনের দাবী করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সুমীমাংসা হইলেও গবর্ণমেণ্টের আয়ের সমস্যা মিটিবে না। অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে বিহার সরকারকে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা বাবৎ রাজস্ব হইতে, সংরক্ষিত ভাণ্ডারে সঞ্চিত অর্থ ছাড়াও, ১৬½ কোটি হইতে ২৬½ কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে। সাধারণ শাসন বিভাগ ও পুলিশ বিভাগে বেতন বৃদ্ধির দরুণ ১৷০ কোটি টাকা বেশী খরচ হইবে। তাহার পর রহিয়াছে, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভাগ, হোমগার্ড পরিকল্পনা, ইত্যাদি।

কাজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বিহার সরকারের বর্ত্তমান আয়ের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে। বিহার সরকার জমিদারী প্রথা ৬ মাসের মধ্যে বিলুপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে ভবিষ্যতে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বর্ত্তমানে ইহার জন্য যে ঋণ ও সুদের বোঝা বহিতে হইবে তাহাতে কিছুকাল পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের আয়ের পরিবর্ত্তে দায়-বৃদ্ধিই আশা করা যায়।

অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, তিনি জমি সংক্রান্ত আয়কর, বিক্রয় কর এবং কোর্ট ফি, ষ্ট্যাম্প ও প্রমোদকরের উপর সারচার্জের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন। বর্তমানে যে সকল উপায়ে চতুর ব্যক্তিগণ রাজস্ব ফাঁকি দিতেছেন, তাহা বন্ধ করিতে পারিলেও গভর্ণমেণ্টের আয় কিছু বাড়িবে। ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত অথবা নিয়ন্ত্রিত কিছু কিছু শিল্প অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া আয়বৃদ্ধির কথাও তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন।

বিহার সরকারের ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য অনুমিত ব্যয় ২০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ২১ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে ১৷০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। সাধারণ শাসন বিভাগ ও পুলিশ বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিক্ষার খাতে ব্যয়ের বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। ইহার মধ্যে আদিমজাতি, হরিজন ও মোমিনদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা, বুনিয়াদী শিক্ষা, শিক্ষকদের বেতনের উন্নতি ও মাগ্‌গী-ভাতার ব্যবস্থা, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি, সায়েন্স কলেজের সম্প্রসারণ, লাইব্রেরীতে সাহায্য প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বের ন্যায় ব্যবস্থা চালু রাখা হইয়াছে। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে খরচ কিছু বাড়ানো হইয়াছে। পানীয় জল, রাস্তা প্রভৃতি বিষয়ে জিলা বোর্ডগুলিকে সাহায্য দান, ফসল বাড়াও আন্দোলনের জন্য কূপ ও বাঁধ প্রভৃতির ব্যবস্থা, বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য ইত্যাদি বিষয়েও যথারীতি খরচের বরাদ্দ করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনায় গভর্ণমেণ্ট আগামী বৎসরে ৫ কোটি টাকা খরচের হিসাব ধরিয়াছেন।

মোটামুটি ব্যয়ের বিভাগগুলি লক্ষ্য করিলে জাতি-গঠনে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয় উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে। অথচ এই সকল ব্যাপারেই সরকারের টানাটানি পড়িয়া যায় এবং সাধারণ কার্য্য চালাইয়া সামান্য এদিক ওদিক করা ছাড়া আর বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন ব্যবস্থার সেচ ও অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ব্যাপারে দেশের বহু পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহাদের সম্পর্কিত কার্য্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, বিশেষজ্ঞ ও জিনিষপত্রের অভাব, শাসনযন্ত্রের দুর্ব্বলতা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, পুলিশ বিদ্রোহ, খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি ব্যাপার, এই সমস্ত বিষয়ে দ্রুত উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, আগামী বৎসর কর্ম্মতৎপরতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে।

উপোরক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা বিহারের প্রধান সমস্যাগুলির একটি মোটামুটী আভাস পাইব। এইগুলির গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিবে না, তথাপি ইহাদের সমাধানের উপরেই গভর্ণমেণ্টের সাফল্য ও দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বিদেশীয় শাসন ও শোষণের অবসানের পর জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠিত করিবার ভার কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের উপর পড়িয়াছে। জীবনধারণের মান ও শিক্ষার উন্নতি ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জাতি গঠনের বিষয়গুলিকে বাজেটের পরিকল্পনায় প্রকৃত গুরুত্ব দিতে হইবে। ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে খরচের ব্যবস্থা হইতেছে তাহা প্রকৃতভাবে সার্থকতা লাভ করিতেছে—ইহাও দেখা দরকার। বর্ত্তমানে ইহাও একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ শাসন বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের খরচ বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতা হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যতই নূতন নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইতেছে ততই যেন এই পাপগুলি প্রসারলাভ করিবার পথ পাইতেছে। দেশের সুবিধাবাদী দলগুলি এই সকল দুর্নীতির সুযোগ লইয়া তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করিতেছে। কাজেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে অর্থের যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন—যাহাদের হাত দিয়া ঐ অর্থ খরচ হইতেছে, তাহাদের সাধুতা ও কর্ম্মশক্তি। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহাই আজ পরীক্ষার প্রধান প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির কর্ণধারগণ তাঁহাদের পরীক্ষক জনসাধারণের নিকট এই প্রশ্নের যে ভাবে উত্তর দিতে পারিবেন, তাহার উপরই তাঁহাদের সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সরকারী ভাষার অর্থ ও ব্যবহার—

কয়েকদিন পূর্ব্বে বিহারের আইন পরিষদে বিহারের সরকারী ভাষা সম্পর্কে একটি বেসরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবে এই সুপারিশ করা হয় যে, দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীকে অবিলম্বে বিহারের সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত করা হউক এবং আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীগণ কাজ চালাইবার মত হিন্দী শিখিয়া লউন। পরিষদের সকলেই এই প্রস্তাবের মূলনীতিটি সমর্থন করেন। বস্তুতঃ বিহারের সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীর দাবীর বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বর্ত্তমানে এই বিষয়ে ব্যবহারিক অসুবিধাগুলির বর্ণনা করেন এবং বলেন যে এই সম্বন্ধে যতশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এই আশ্বাসে প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে মানভূমের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সুসংক্ষিপ্ত সংবাদ 'মুক্তি'-তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর আমরা উহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়ায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। শ্রীশবাবুও হিন্দীকে বিহারের সরকারী ভাষারূপে ঘোষণা করার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, যে সব অঞ্চলে বেশীর ভাগ বাংলা ভাষাভাষী বাস করেন, সেই সব জায়গায় বাংলাকেও বিচারালয়ে ব্যবহারযোগ্য একটি ভাষারূপে গণ্য করা উচিত। তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন বাংলা ভাষায় দরখাস্ত আর্জ্জিজাব ও দলিলাদি লেখা হইয়া থাকে, সেইরূপই চলিতে দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে সরকারী ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনায় এই প্রসঙ্গ উঠাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, বর্ত্তমানে ইংরাজী সরকারী ভাষা হইলেও ঐ সকল ক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন ব্যাহত হয় নাই এবং ইংরাজীর স্থলে হিন্দী সরকারী ভাষারূপে প্রচলিত হইলেও এই রীতির ব্যতিক্রম হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সরকারী ভাষারূপে হিন্দী প্রবর্ত্তনের ইহাই অর্থ যে, এতদিন যে সবক্ষেত্রে ইংরাজীর প্রচলন ছিল, সেই সকল ক্ষেত্রে হিন্দীর প্রচলন হইবে। আলোচনা কালে পরিষদের মাননীয় স্পীকার মহাশয়ও স্পষ্টভাবেই ইহা উল্লেখ করেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহও তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, হিন্দী ভিন্ন অন্যান্য ভাষার যে ভাবে ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইহার পরেও সরকারী ভাষার অর্থ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নহে।

সরকারী ভাষা শিক্ষা—

উপরে যাহা মন্তব্য করা হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এখন যেমন ইংরাজী ভাষার জ্ঞান ব্যতীত সরকারী কার্য্যে যোগদান করা চলে না, তেমনই হিন্দী না শিখিলে কোনও সরকারী বিভাগে কাজ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যাইবে না। ফলে ভিন্ন ভাষাভাষী সরকারী কর্ম্মচারীগণ নিজের স্বার্থের খাতিরেই হিন্দীভাষা শিক্ষা করিবে। মূল প্রস্তাবে যে সামান্য সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই এই সম্পর্কে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। শিক্ষিত লোকের পক্ষে কাজ চালাইবার মত হিন্দী ভাষা শিক্ষা করা খুবই সহজসাধ্য। আমরা এখনই দেখিতে পাইতেছি, মাধ্যমিক স্কুলের উপরের দুই শ্রেণীতে এবং উচ্চ ইংরাজী স্কুলে স্থানীয় পরিচালকগণ আপনা হইতেই হিন্দী ভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ ও সহায়তা পাইলে সহজেই তাঁহাদের প্রচেষ্টা সাফল্য ও বিস্তারলাভ করিতে পারে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ এই বিষয়ে এখনও উদাসীন থাকিলেও তাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে হিন্দী শিক্ষা দিবার জন্য খুবই

তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। আনাড়া গ্রামে পাড়া থানার শিক্ষকগণকে নিজের বিদ্যালয়ের কাজ সারিয়া, কয়েক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া হিন্দী শিক্ষা করিতে যাইতে হয়। অন্যথায় চাকুরী যাইবার ভয় আছে। আমরা ভাবিতেছি পাড়া থানার এই প্রাথমিক শিক্ষকগণ হিন্দী শিক্ষা করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন্ ছাত্রদের হিন্দী পড়াইবেন এবং এই পদ্ধতিতে হিন্দী শিক্ষা দিবার উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে তাঁহাদের কতদিন লাগিবে? এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া হিন্দী শিক্ষা দিবার পশ্চাতে হিন্দী প্রচারের সাধু এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে যে, অভিসন্ধিমূলক রূপটির প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে আমরা আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। আমরা আশা করি যে, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এখনও নিজের ভুল সংশোধন করিয়া লইয়া প্রকৃত নীতির পথ অবলম্বন করিতে যত্নবান হইবেন।

জন-নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার—

এই আইনের বলে বর্ত্তমান ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও জনসভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী হইলেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক ও শান্তিবিরোধী কার্য্যকলাপ নিবারণের জন্য কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এই আইনের প্রয়োগ করা হইবে না। কিন্তু সাধারণ ব্যাপারে ইহার ফলে লোকে যেরূপ হয়রাণ হইতেছে তাহার একটি নিদর্শন মানবাজারে স্বদেশী মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া যায়। বহুপূর্ব্বে দরখাস্ত করিয়াও উপযুক্ত সময়ে অনুমতি না পাওয়ায় উদ্যোক্তাগণকে প্রচারিত মেলার দিন পিছাইয়া দিতে হইয়াছে। আর একটি ব্যাপার ঘটিয়াছে প্রস্তাবিত একাদশ বার্ষিক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন লইয়া। আমরা দেখিতেছি শ্রীযুক্ত শশধর গাঙ্গুলী, যশোদা দুলাল সিংহ, ঈশান চন্দ্র মহান্তি, রাজ কিশোর মাহাত, রমেশ চন্দ্র ওঝা প্রমুখ সকল সম্প্রদায়ের ভদ্রমহোদয়গণ এই সম্মেলনের প্রচার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সম্মেলনে শান্তিবিরোধী কার্য্যের কোনরূপ আশঙ্কা আমাদের ধারণাতীত। তথাপি দরখাস্ত করিবার পরে তিন সপ্তাহের অধিক কাল অতীত হইলেও ইহার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। আমরা জানিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, ডেপুটি কমিশনার জানিতে চাহিয়াছেন যে, সম্মেলনের সভাপতি কবি ও সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব সোস্যালিষ্ট আচার্য্য নরেন্দ্র দেও কি না? ইহা নিজে না জানিলেও, জানিয়া লইতে এত দেরী হইবার কোনও কারণ ছিল না। তাহা ছাড়া, সোস্যালিষ্ট দলের কোনও সভ্যকে সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করিতে দিতে কি বাধা থাকিতে পারে তাহাও আমাদের বোধগম্য নহে। সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, ইদানীং পুলিশের মারফৎ নানারূপ সম্ভাব্য অসম্ভাব্য প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ ব্যবহার যে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের নীতিবিরুদ্ধ এবং ইহার ফলে জনসাধারণের মনে কিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, সে সম্বন্ধে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত।

বোরোর আদিবাসী সভার পর—

গত সংখ্যায় বোরোর ঘটনা সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এখনও তদন্তাধীন থাকায় আমরা এবারও সে সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকিলাম। কিন্তু এই সভার পরে ক্রমশঃ যে সব লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সংবাদ আসিতেছে, ক্ষুদ্র হইলেও তাহা একান্ত উপেক্ষনীয় নহে। পটমদা থানার জোড়স্থা গ্রামের পঞ্চায়েত সভাপতি জানাইতেছেন যে উক্ত গ্রামের সমা মাঝি বোরোর মিটিং হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে বলে, 'আর হাম্‌রা তদের মিটিংএ যাব নাই। হাম্‌দের আলাদা স্কুল, কুঁয়া, বাঁধ ও সব হবেক্। ডিপটি কমিশনর সাহেব হাম্‌দের তামার পাটাটা বার করে দিয়েছে। তোদের সোব জমি জায়গাগুলাও এইবার হাম্‌দের হবেক্। কংগ্রেসটি চর। হাম্‌রা আলাদা থাক্‌ব।" আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে সমস্যার এই দিকটি ভাবিয়া দেখিতে বলি।

गान्धीजी

(গান্ধীজীর একখানা অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশিত হইল। এই পত্র বহু পূর্ব্বে—১৯২২ সালের ২৭শে মার্চ্চ লেখা। পত্রখানি ৺জমনলাল বাজাজের কন্যা আমাদের মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশার্থ দিয়াছেন।)

ची. ज.

मै सत्य की जितनी खोज करता जा रहा हुं. उतना ही मुझे यह महसुस होता है कि उसीमें सब आ जाता है! अहिंसा में वह नहीं है; लेकिन उसमें अहिंसा है. ऐसा बहुत बार लगता है. निर्मल अंतःकरण को जिस समय जो लगे वही त्सय, उस पर दृढ़ रहनेसे शुद्ध सत्य मिल जाता है. उसमें कहीं धर्मसंकट की बात भी मुझे तो नहीं दाख पडती, किन्तु अहिंसा किसे कहना इसका निर्णय करते वक्त कई बार मुसीबत जाती है. जंतुनाशक पानी का उपयोग मी हिंसा है. हिसामय जगत में अहिंसामय हो कर रहने की बात है यह तो सत्य पर दृढ़ रहनेसे हो हो सकती है. इस लिये मै तो सत्य में से अहिंसा को सिद्ध कर सकता हूं. सत्य में से प्रेम मिलता है. सत्य में से मृदुता मिलती है. सत्यवादा सत्याग्रही को बहुत नम्र होना चाहिये. उसका सत्य जितना बढ़े उतना वह नम्र होता जाय. इसका मुझे प्रतिक्षण अनुभव मिल रहा है. मुझे इस वक्त सत्य का जितना ख्याल है उतना साल भर पहले नहीं था. और इस वक्त मेरी अल्पता मुझे जितनी मालुम देती है उतनी साल भर पहले नहीं लगती थी.

'ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या' इस वाक्य का चमत्कार मुझे दिनों दिन बढ़ता हुआ मालुम देता है. इस लिये हम सदा धीरज रक्खे.

धीरज रखने से हमारे भीतर की कठोरता निकल जावेगी. कठोरता चली जाने से हममें अहिंसा बढ़ेगी, अपनी भूल हमें पहाड जितनी वडी मालुम देगी और जगत की भूल राइ जितनी लगेगी शरीर की स्थिति अहंकार को लेकर ही संभवित है. शरीर का आत्यंतिक नाश ही मोक्ष है. अहंकार का आत्यंतिक नाश जिसमें हुआ है वह तो सत्य की मूर्ति बन जाता है. उसकी ब्रह्म कहने में भी हर्ज नहीं, इसीसे ईश्वर का सुन्दर नाम तो दासानुदास है.

स्त्री. पुत्र मित्र परिग्रह सब कुछ इस सत्य के अधीन होना चाहिये. सत्य को खोजते वक्त इन सब का सर्वथा त्याग करने के लिये तत्पर रहे तभी सत्याग्रही बना जा सकता हैं इस धर्म का पालन करना कुछ हद तक सहज हो जाय इस हेतुसे मै इस प्रवृत्ति में पड़ा हुं. और तुम्हारे जैसे का बलिदान करने में हिचकिचाता नहीं हूं. उसका बाहरी रूप 'हिंद स्वराज' है, उसका सच्चा स्वरूप हर व्यक्ति का स्वराज है. अभी तक एक भी ऐसा शुद्ध सत्याग्रही परिपक्क नहीं हुआ इसीसे इतनी ढील हो रही है. लेकिन इसमें घबराने का कोई कारण नहीं है. यह तो अधिक प्रयत्न का कारण है.

........लेकिन मै लायक बनने की कोशिश कर रहा हुं.

यह जबाबदारी कुछ ऐसी वैसी नहीं है.

ईश्वर मुझे सहायक हो, और मै आज से ही ऐसा लायक बनु

बापुके आशीर्वाद

१७।३।२२

(বঙ্গানুবাদ)

চী, জ,

আমি যতই সত্যের অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি

ততই আমার এই অনুভব হইতেছে যে, ইহার মধ্যেই সমস্ত অন্তর্ভুক্ত। অনেক বার আমার ইহাই মনে হয় যে ইহা অহিংসার মধ্যে নাই, কিন্তু অহিংসা ইহার মধ্যে আছে। নির্ম্মল অন্তঃকরণে যে সময় যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাই সত্য। তাহাতে দৃঢ় থাকিলে শুদ্ধ সত্যের সন্ধান মিলে। উহাতে ত কখনও ধর্ম্ম সংকটের কথা আমি দেখি নাই; কিন্তু অহিংসা কাহাকে বলে ইহা নির্ণয় করিবার সময় বহুবার (ক্ষেত্রে) মুস্কিল হয়। জন্তুনাশক জলের ব্যবহারও হিংসা। হিংসাময় জগতে অহিংসাময় হইয়া থাকিবার যে কথা আছে, তাহাতো সত্যের প্রতি দৃঢ় থাকিলেই হইতে পারে। এই জন্য আমিতো সত্যের মধ্য হইতেই অহিংসার সিদ্ধি করিতে পারি। সত্যের মধ্য হইতেই প্রেম পাওয়া যায়, সত্যের মধ্য হইতেই মৃদুতা মিলে। সত্যবাদী, সত্যাগ্রহীকে খুব নম্র হইতে হইবে। তাহার সত্য যত বাড়িবে, সে তত নম্র হইবে। প্রতিমুহূর্ত্তে আমি ইহার অনুভূতি লাভ করিতেছি। আমার এখন সত্যের সম্বন্ধে যতটা ধারণা হইয়াছে—এক বৎসর পূর্ব্বে ততটা ছিল না। আর আমার মধ্যে অল্পতা যতটা এখন অনুভব করিতেছি, একবৎসর পূর্ব্বে ততটা করি নাই।

"ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা" এই কথার চমৎকারীত্ব আমার নিকট অধিক হইতে অধিকতর হইয়া দেখা-দিতেছে। এই জন্য আমি যেন সর্ব্বদা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারি।

ধৈর্য্য ধারণ দ্বারা আমার মধ্যে যে কঠোরতা তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কঠোরতা চলিয়া গেলে আমার মধ্যে অহিংসার বৃদ্ধি হইবে। নিজের ভুল আমার নিকট পাহাড়ের মতই বড় মনে হইবে আর জগতের ভুল সরিষার মত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে।

অহংকারকে লইয়াই শরীরের স্থিতি সম্ভব। দেহের আত্যন্তিক নাশই 'মোক্ষ'। যাহার মধ্যে অহংকারের আত্যন্তিক নাশ হইয়াছে সে ত সত্যের মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিলেও অনুচিত হয় না। এই জন্যই ঈশ্বরের সুন্দর নাম ত দাসানুদাস।

স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, পরিগ্রহ সব কিছুই এই সত্যের অধীন হওয়া দরকার। সত্যের অনুসন্ধানের সময় আমরা যদি সর্ব্বথা সমস্ত ত্যাগ করিবার জন্য তৎপর থাকি তবেই সত্যাগ্রহী হইতে পারা যায়। এই ধর্ম্মের পালন করা কিছুদূর পর্য্যন্ত সহজ হয়—এই চেষ্টায় আমি এই প্রবৃত্তির মধ্যে পড়িয়া আছি। আর তোমার মত ব্যক্তিকেও বলিদান করিতে দ্বিধা বোধ করি না। উহার বাহিরূপ "হিন্দ স্বরাজ" এবং উহার সত্যকার রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বরাজ। আজ পর্য্যন্ত একটীও শুদ্ধ সত্যাগ্রহী পরিপক্ক হয় নাই, এই জন্যই এত শিথিলতা আসিতেছে। যাহা হউক ইহাতে ঘাবড়াইবার কোনই কারণ নাই, ইহাতে ত অধিক প্রযত্নের প্রয়োজন।

.....কিন্তু আমি অধিক যোগ্য হইবার চেষ্টা করিতেছি।

এই জবাবদারী কিছু যেমন তেমন নয়।

ঈশ্বর আমার সহায়ক হউন, আর আমি আজ হইতেই এইরূপ যোগ্য হই।

বাপুর আশীর্ব্বাদ

মহাতর্পণ

(শ্রীকালীপদ রায়)

মোহন দাসের হিয়ায় হানিল
কোন ব্যাধ আজি গোপনে বাণ!
ভারতের নব যুগ অবতার,
যমুনার তীরে ত্যজিলে প্রাণ।

কুরুক্ষেত্রে হ'ল মহারণ,
অটল রহিল তবু তব পণ;
করিলে 'বিশ্বজিৎ' সমাপন
হিংসারে করি আহুতি দান।

ত্যাগের ত্রিদিবে ভোগের দানব
করি অধিকার সিংহাসন,
মৃত্যু-মদিরা পিয়া'য়ে সবারে
করিল যখন হতচেতন,

বাজিল তখন, মৃত্যুঞ্জয়,
ডমরু তোমার নাশিয়া ভয়,
বিলালে অমৃত বিশ্বময়
সকল গরল করিয়া পান।

প্রচার এই পুণ্য ভূমিতে
যুগে যুগে হয় তব প্রকাশ,
স্থাপিতে ধরায় সত্য ধর্ম্ম
দুষ্কৃতি গ্লানি করিয়া নাশ:

কর্ম্মযোগের গীতায় এবার
করিলে নবীন সাম্য প্রচার—
'অমৃত পুত্র বিশ্বমানব
ধরায় সবার সমান স্থান'।

রহিবে পৃথিবী যতকাল রবে
গৌরবে তব এ অবদান,
গাহিবে যমুনা কল-কল্লোলে
চিরকাল শুভ-শান্তি-গান।

ধন্য মোদের হইল জীবন
এ অতুল লীলা করি দরশন,
জীবনে না চিনি, মরণে যেমন
অন্তরে করি নিয়ত দান।

পঞ্চায়েত

ভারত সরকার কেরোসিন, চিনি, কাপড় ইত্যাদির কন্ট্রোল উঠাইয়া লইয়াছেন এবং খাদ্য শস্য সম্বন্ধে ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ রহিত করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপরও কন্ট্রোল উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে বা হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কন্ট্রোল উঠাইয়া লওয়াতে জনসাধারণ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। বাস্তবিক কন্ট্রোলের বাজারে জনসাধারণ যে রকম হয়রাণ হইয়াছে, এই রকম বোধহয় আর কখনও হয় নাই। যদি আমাদের দেশে কন্ট্রোল চালু না করা হইত এবং জনসাধারণকে দ্বিগুন অথবা আরও বেশী মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি খরিদ করিতে হইত, তবুও তাহারা বোধহয় এতটা হয়রাণ হইত না।

কিন্তু এমন কেন হইল? যুদ্ধের সময় সমস্ত দেশেই কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও এমন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বলিতে পারি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কন্ট্রোলের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, ইহার পরিচালনা ছিল অত্যন্ত অসন্তোষজনক এবং দুর্নীতিপূর্ণ। আমরা কোন রকম দ্বিধা না করিয়াও বলিতে পারি যে, সরকারের কোনও বিভাগই এরূপ দুর্নীতিপূর্ণ ছিল না।

মানভূমে আজ প্রায় দুই বৎসর হইল পঞ্চায়েত সংগঠন হইয়াছে। পঞ্চায়েত আরম্ভ হইবার পর হইতে চিনি, কেরোসিন, কাপড় ইত্যাদির বিলিব্যবস্থা পঞ্চায়েতের মারফৎ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিলিব্যবস্থার আশানুরূপ উন্নতি করা সম্ভব হয় নাই এবং জনসাধারণও তাহাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাগুলি পায় নাই। কেন উহা সম্ভব হয় নাই, তাহার সমস্ত বিবরণ জানিবার আগ্রহ জনসাধারণের থাকা স্বাভাবিক। আমরা সেই জন্য মানভূমে পঞ্চায়েত গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ এই বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইতিহাস

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে আমাদের দেশে নানা প্রকার অব্যবস্থা দেখা দেয় এবং জনসাধারণের দুঃখ কষ্টেরও অন্ত থাকে না। বিশেষ করিয়া গ্রামবাসীদের দুরবস্থা এমন চরমে আসিয়া পৌঁছায় যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছিল সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকারের উপায় স্থির না করিলে ইহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই। গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী পঞ্চায়েত গঠন করিয়া পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়া গ্রামবাসীগণের মধ্যে সমস্ত কাজ করিবার ব্যবস্থা নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

গত ১৪।৩।৪৬ তারিখে চকবাজারে মানভূম জেলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য এবং এই সঙ্কটজনক অবস্থার সাধ্যমত নিরাকরণের পন্থা নির্ণয় ও

খাদ্যাদি বণ্টন বিষয়ে দুর্নীতি ও অবিচার সমূহের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করিবার জন্য সহরের এবং জেলার সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জনগণের দ্বারা আহূত এক জনসভা মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহরের সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জনগণ এবং জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মিগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ১৭ জন সদস্য লইয়া একটি "কেন্দ্রীয় সরবরাহ ব্যবস্থা কমিটি" গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত অনিল কুমার বসু সম্পাদক নির্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ১৫ জন সদস্য এই কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। (১) শ্রীঅন্নদা কুমার চক্রবর্ত্তী (২) শ্রীবীর রাঘব আচারীয়ার (৩) শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত (৪) শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ (৫) শ্রীশ্রীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (৬) শ্রীপাণকৃষ্ণ সরকার (৭) শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস (৮) শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য (৯) শ্রীরাম গোপাল মুরেকা (১০) স্বামী শঙ্করানন্দজী (১১) শ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র (১২) শ্রীকুমারেন্দ্র নাথ ঘোষ (১৩) সেখ জয়নুদ্দীন (১৪) শ্রীদামোদর সেন (১৫) শ্রীনকুল চন্দ্র সাহিস।

সমগ্র জেলায় থানা এবং গ্রাম কমিটি গঠনের ভার এবং এই সমস্ত কমিটির গঠনতন্ত্র রচনার ভার এই কমিটির উপর দেওয়া হয়। জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির সরবরাহ বিষয়ে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সুশৃঙ্খলা এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যবস্থা করিবার ভারও এই কমিটির উপর দেওয়া হয়। সমগ্র জেলার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া স্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই কমিটি কাজ করিতে থাকেন। ৬।৪।৪৬ তারিখে শ্রীযুক্ত রামলাল সরাওগী মহাশয়ের গৃহে এই কমিটির অফিস খোলা হয় এবং কমিটি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়কে অফিস সংগঠনের ভার দেন। (ক্রমশঃ)

বিশ্ববার্ত্তা

বিগত মে মাসে তিব্বতে যে অতর্কিতে শাসনযন্ত্র অধিকার করিবার ষড়যন্ত্র হয়, হিমালয়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর পার হইয়া তাহার সংবাদ এতদিনে বাহির বিশ্বে প্রকাশ পাইয়াছে। তিব্বতের দালাই লামা এখনও নাবালক বলিয়া তাঁহার পক্ষে রাজ্য শাসন করিবার জন্য তাকদাগ রিম্ নামে একজন অভিভাবক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। একদিন মে মাসের প্রভাতে একটী চন্দন কাঠের ছোট বাক্স দালাই লামার প্রাসাদে আসে। তাকদাগ রিম্ তাহা নিজে না খুলিয়া একজন অনুচরকে খুলিতে দেন। অনুচর বাক্সটী খুলিবামাত্র একটী বোমা বিস্ফোরিত হইয়া তাহাকে সাংঘাতিকরূপে আহত করে। একজনের স্বীকারোক্তির সূত্র ধরিয়া ৪০।৫০ জন পুরোহিতকে বন্দী করা হয়। তাহাদের নেতা একজন ভিক্ষু। প্রকাশ যে ঐ ভিক্ষুটী তাকদাগ রিম্‌কে অপসারিত করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে নিজে অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ একদিন শোনা যায় যে ভিক্ষুটী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। তাঁহার সহকর্ম্মী দুইজন পুরোহিতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অন্যান্য সকলের বিভিন্ন কালস্থায়ী কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

তিব্বত হিমালয়ের উত্তরে চতুর্দ্দিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত শ্রেণী বেষ্টিত একটী স্বাধীন রাজ্য। সেখানে জন্মান্তরে বিশ্বাসী লামাধর্ম্ম নামে বৌদ্ধধর্ম্মের এক বিশেষ মতবাদ প্রচলিত। তিব্বতে এখনও ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ধর্ম্মগুরু কর্ত্তৃক শাসনকার্য্য পরিচালনা করার রীতি আছে। ধর্ম্মগুরুকে দালাই লামা নামে অভিহিত করা হয়। বর্ত্তমান দালাই লামা একজন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক।

তিব্বতের দালাই লামা নির্ব্বাচন একটী রহস্যময় ব্যাপার এবং বর্ত্তমান দালাই লামার নির্ব্বাচন কাহিনীতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান দালাই লামা এই পর্য্যায়ের চতুর্দ্দশ ধর্ম্মগুরু। ১৯৩৩ সালে ত্রয়োদশ দালাই লামা যখন নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার অশরীরী আত্মা পুনরায় কোথায় দেহধারণ করিল তাহার অনুসন্ধান চলিতে থাকে। রাজধানী লাসা ও অন্যান্য স্থানে দৈবদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবৃদ্ধদের সহিত বহু আলোচনা হইল। চতুর্দ্দশ দালাই লামার লক্ষণ কী, তাহা পবিত্র নামস্তো হ্রদে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বহু

পুরোহিত নিযুক্ত হইল। কিম্বদন্তী এই যে পূর্ব্বতন দালাই লামার মৃত্যুর মুহূর্ত্তেই নূতন দালাই লামা জন্মগ্রহণ করিবে এবং নামস্তো হ্রদের স্বচ্ছ সলিলে তাঁহার বর্ত্তমান আকৃতির ছায়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। দৈবদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নির্দ্দেশ এবং নামস্তো হ্রদের প্রতিবিম্বের লক্ষণগুলি সম্বল করিয়া দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, নূতন দালাই লামার অনুসন্ধান চলিতে থাকে।

এইরূপে সুদীর্ঘ চার বৎসর বিফল অনুসন্ধানে অসংখ্য তুষারাবৃত গিরিপথ ও শ্যামল বনানীশোভিত উপত্যকা অতিক্রম করিবার পর তিব্বতের উত্তর পূর্ব্বে একটী অখ্যাত গ্রামে চতুর্দ্দশ দালাই লামার সন্ধান মিলিল। সেইখানে তাক্‌ত্তার নামে এক কৃষকের চার বৎসর বয়স্ক এক পুত্রের আকার অবয়বের সহিত নূতন দালাই লামার লক্ষণগুলির অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। তারপর পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মের প্রিয় তৈজসপত্র ও চিত্রাদি দিয়া বাছিয়া লইতে বলা হইল এবং পূর্ব্বজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল; তিনি সর্ব্বপরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে শোভাযাত্রা করিয়া সপরিবারে রাজধানীতে আনা হইল এবং চতুর্দ্দশ দালাই লামা নির্ব্বাচিত করা হইল।

ভারতীয় সংবাদ

দেশীয় রাজ্য—

১৫ই মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় 'আইন পরিষদে দেশীয় রাজ্য সমস্যা সম্পর্কে বিবৃতি প্রসঙ্গে ডেপুটী প্রধান মন্ত্রীর তরফে মিঃ গ্যাডগিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলির কোনও ভারতীয় প্রদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি অথবা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া অধিকতর পূর্ণাঙ্গ রাজ্য গঠিত করা—এই দুইটী প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া বলেন যে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের এইরূপ ৬টি মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ এই মাসের মধ্যেই স্থিরীকৃত হইবে এবং ইহা সম্পূর্ণ হইলে ছয় শতের অধিক দেশীয় রাজ্য মাত্র ৩০টি ইউনিটে পরিণত হইবে। তিনি আশা করেন যে, বৃহত্তর রাজ্যগুলি, যাঁহারা পৃথক ইউনিট হিসাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় জনসাধারণের প্রতি পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবেন। হায়দরাবাদের বিষয়ে তিনি বলেন যে, সীমান্ত গোলযোগ, যে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হায়দরাবাদে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে এবং দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার বিষয়ে হায়দরাবাদ সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহার উপরই উক্ত রাজ্যের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক নির্ভর করিবে।

কাশ্মীর—

১৮ই মার্চ্চ তারিখে জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বলা হইয়াছে যে পাকীস্তান সরকার হানাদারগণকে অপসারণের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন করিবেন এবং ভারত সরকার নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় সৈন্য ব্যতীত অতিরিক্ত সৈন্য ক্রমশঃ সরাইয়া লইবেন ও সর্ব্বপ্রকারে নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। গণভোট গ্রহণ যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হইবার বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছে। পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিশন গণভোট সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যস্থতা ও সাহায্য করিবেন। প্রস্তাবগুলির খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে।

পূর্ব্ববাংলার সরকারী ভাষা—

এই সমস্যা লইয়া কিছুদিন যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গে প্রবল আন্দোলন, ধর্ম্মঘট, গ্রেপ্তার, বাংলা সংবাদ পত্রাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি চলিতেছিল। ১৫ই মার্চ্চ পূর্ব্ববাংলার প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে একটি মীমাংসা করা হইয়াছে। বাংলাকে উর্দ্দুর ন্যায় পাকীস্তানের একটি রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া গণ্য করিবার জন্য সুপারিশ করা হইবে এবং পূর্ব্ববঙ্গে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে সরকারীভাবে বাংলা ব্যবহারের জন্য এবং উহাকে শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করিবার জন্য একটি আইন পাশ করা হইবে। এই মীমাংসা অনুসারে কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

স্বরাজ ভবন—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় এলাহাবাদের 'স্বরাজ ভবন' হইতে নয়া দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ইচ্ছানুসারে পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের ঐক্য, সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এই বিখ্যাত স্বরাজ ভবনটির (পূর্ব্ব নাম আনন্দ ভবন) সম্পর্কে একটি ট্রাষ্ট দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। তদনুসারে ১৯৩২ সাল হইতে ইহা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমানে এই ভবনটি কি ভাবে ব্যবহার করা হইবে এখনও তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

যুক্ত প্রদেশে শিক্ষা প্রসার—

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ সম্পূর্ণানন্দের বিবৃতিতে জানা যায় যে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ঐ প্রদেশে ২০,০০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিয়া প্রত্যেক বালক বালিকাকে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া আগামী বৎসর হইতে ৯ম হইতে ১১শ শ্রেণীর ছাত্রগণকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে।

গঠনমূলক কর্ম্মী সম্মেলন —

গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই তারিখে সেবাগ্রামে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে তিনদিন ব্যাপী গঠনমূলক কর্ম্মীসম্মেলন হইয়া গেল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ছয় শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রথম দিনে সভাপতি মহাশয়, আচার্য্য বিনোবা ভাবে, পণ্ডিত নেহেরু ও মৌলানা আজাদ বক্তৃতা করেন। গান্ধীজীর নীতি অনুসারে যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠন-কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে তাহাদের কার্য্যকলাপের একটি নূতন ও সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়াই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনে সত্য ও হিংসায় বিশ্বাসী গঠনমূলক কর্ম্মীদিগকে লইয়া একটি 'সর্ব্বোদয় সমাজ' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সদস্যগণকে 'সেবক' নামে অভিহিত করা হইবে এবং তাঁহারা প্রতি বৎসর ৩০শে জানুয়ারী একটি মেলায় সম্মিলিত হইবেন। সমস্ত গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঐক্য বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পাকে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে এবং হিন্দুস্থানীকে জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করিবার ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শান্তি বাহিনী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বিহার সংবাদ

হাসপাতালের উন্নতি—

বিহার আইন সভার চিকিৎসাখাতে খরচা আলোচনা কালে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে মানভূমে বহু লোক কয়লার খনিতে কাজ করিতে যাইয়া উপদংশ ইত্যাদি রোগ লইয়া আসে। সেই সব লোকদের চিকিৎসা করাইবার সরকার হইতে কোন ব্যবস্থাই নাই এবং এক্স-রে, যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহারও কোন ব্যবস্থা নাই। সেকারণ তিনি চিকিৎসাখাতে খরচার দাবীর বিরোধিতা করেন। উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় বলেন যে, সরকার শীঘ্রই পুরুলিয়া হাসপাতালে ঐ সব রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন এবং এক্স-রের বন্দোবস্ত করিবেন।

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা—

এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী আইনসভায় বলেন যে, বিহার সরকার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা সমগ্র প্রদেশে চালু করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। তবে অদূর ভবিষ্যতে বেতিয়া সাবডিভিশনের বৃন্দাবনের চারিপাশে ইহা চালু করা হইবে। ৬ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা লইতে হইবে এবং সমস্ত খরচা বিহার সরকার বহন করিবেন।

মজুরদের রক্ষার জন্য বিল—

এক খবরে প্রকাশ যে বিহার সরকার বিহারের মজুরদিগকে মহাজনদের কবল হইতে রক্ষার জন্য শীঘ্রই একটী "বিহার মজুররক্ষা বিল" নামে একটী বিল আইন সভায় উত্থাপন করিবেন।

বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ—

সার্চলাইটে প্রকাশ, যে বিহার সরকারের পরিকল্পনানুযায়ী আরা জেলায় বিচার ও শাসন বিভাগ এপ্রিল মাস হইতে পৃথক করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে সেখানে মুন্সেফদিগকে ফৌজদারী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

সিমেণ্ট বিলি ব্যবস্থা—

বিহার সরকার সিমেণ্টের অনুমতিপত্র দিবার জন্য প্রাদেশিক কমিটি ও জেলা কমিটি গঠন করিয়াছেন। এপ্রিল মাস হইতে সিমেণ্ট নূতন নিয়মানুযায়ী বিলি হইবে। ২০ সের পর্য্যন্ত কোনও পারমিট লাগিবে না। ৫০ বস্তা পর্য্যন্ত জেলা কমিটি দিতে পারিবেন। জেলার ডেপুটী কমিশনার, জেলার ইঞ্জিনিয়ার ও সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে লইয়া জেলা কমিটি গঠিত হইবে। প্রেস নোটে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, সিমেণ্টের অভাবের জন্য জনসাধারণের প্রয়োজনের খুব সামান্য অংশই পূরণ করা সম্ভব হইবে।

স্থানীয় সংবাদ

ভৌম ক্ষত্রিয় জাতীয় সমিতি—

গত ১০ই ফাল্গুন তারিখে চন্দনকিয়ারী গ্রামে পণ্ডিত শ্রীসতীশ্বর ঝার সভাপতিত্বে ভৌমক্ষত্রিয় জাতীয় সমিতির অধিবেশনে জাতি 'ভুঞা' আখ্যায় অভিহিত ভৌমক্ষত্রিয়গণকে তপশিলী শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিবার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সমিতি গত ১৩৪৬ সাল হইতে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীতে এই সম্পর্কে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন।

নিবারণচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়—

গত ১৩ই মার্চ্চ তারিখে তুলিনের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির অধিবেশনে শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডুর প্রস্তাবানুসারে ঋষি ৺নিবারণচন্দ্রের নামে উক্ত স্কুলের নামকরণ করা হইয়াছে এবং অপর একটি প্রস্তাবে উপরের দুইটি শ্রেণীতে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বাঘমুণ্ডি থানা সংবাদ—

গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে থানা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমনীন্দ্রনাথ থুল্লোর ও সম্পাদক শ্রীচন্দ্রকান্ত অমৃতের উপস্থিতিতে একটি জনসভায় কালিমাটি গ্রামে মানভূম জেলা আদিবাসী সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। শ্রীজ্যোতি প্রসাদ সিংহ মানকী সভাপতি ও শ্রীকিশোরী প্রসাদ সিংহ মানকী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বুড়দা গ্রামে গত ৭ই মার্চ্চ তারিখে শ্রীজ্যোতি প্রসাদ সিংহ মানকী ঋষি ৺নিবারণচন্দ্রের স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি খনন করেন। এই উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রামধুন সঙ্গীত ও নিবারণচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ঐ গ্রামে থানা কংগ্রেস অফিসে মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের পরদিন হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় রামধুন সঙ্গীত ও প্রার্থনা করা হয় এবং দিল্লী হইতে ডাকযোগে মহাত্মাজীর চিতাভস্ম আনাইয়া গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের সহিত সমাধিস্থ করা হয়।

নূতন এম, ই, স্কুল—

বরাবাজার থানায় বর্ত্তমান বৎসরে, বান্দুয়ান, শুকুরচুটু গাড়াসাগমা ও ভবানীপুর গ্রামে নূতন এম, ই, স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সিন্দরী এম, ই, স্কুলের কার্য্য গত বৎসর হইতেই চলিতেছে।

লেভির ধানের দায়িত্ব—

গত বৎসর মে, জুন মাসে বাঘমুণ্ডি থানার লেভির ধান্য বুড়দা গ্রামের ৺শ্রীষ্টকুমার সাণ্ডিল মহাশয়ের বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল। তাঁহাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, ২।৩ মাসের মধ্যেই ধান্য বিক্রয় বা স্থানান্তরিত করা হইবে। কিন্তু এখনও সে ধান্য স্থানান্তরিত করা হয় নাই। এই এক বৎসরে ইন্দুরে বহু ধান্য নষ্ট করিয়াছে এবং ঘরের মাটির দেওয়াল ও মেঝে খুঁড়িয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বার বার কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেও এ পর্য্যন্ত ঐ ধান্যের কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই।

পাইকারী জরিমানা প্রত্যর্পণ—

গত ১৫ই মার্চ্চ পুঞ্চা থানায় কয়েকটি গ্রামের পাইকারী জরিমানা প্রত্যর্পণের জন্য এস, ডি, ও সাহেবের যাইবার কথা ছিল। পূর্ব্বাহ্নেই খবর পাইয়া থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও প্রায় ১৫০।২০০ লোক যথাসময়ে থানায় হাজির হন। কিন্তু সমস্ত দিন অপেক্ষা করিবার পরেও এস, ডি, ও সাহেব হাজির না হওয়ায় তাহাদিগকে অশেষ দুর্গতি পোহাইয়া পরদিন বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়। সভাপতি মহাশয় স্থানীয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে উপস্থিত লোকদিগকে জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করেন। ১৬ই তারিখে প্রায় বেলা ১ টার সময় মিঃ মজুমদার উপস্থিত হইয়া যে কয়জন তখনও ফিরিয়া যায় নাই, তাহাদিগকে টাকা ফেরৎ দেন।

পুরুলিয়ায় শ্রীযুক্ত পাণ্ডে—

পুরুলিয়ায় ১৬ই মার্চ্চ বিহার সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রামসিংহাসন পাণ্ডে পুরুলিয়ায় আসিয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রথম দফায় সন্ধ্যা ৬ টার সময়ে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র বোস, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বিভূতি ভূষণ দাস, ঈশান চন্দ্র মহান্তী প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করেন। প্রকাশ, বাংলার নববঙ্গ সমিতির কার্য্যকলাপের প্রসঙ্গে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, পুরুলিয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠা ও বর্ত্তমানে মানভূমকে হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রতিপন্ন করিবার যে সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে সেইসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়, এবং শ্রীযুক্ত পাণ্ডে এই সকল অসুবিধাগুলি দূর করিবার আশ্বাস দেন ও উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহযোগিতা কামনা করেন। দ্বিতীয় দফায় রাত্রি ৮ টার সময় শ্রীযুক্ত অজিত প্রসাদ সিংহ দেও, শ্যামলাল সুরেকা, কিষণলাল সিংহানিয়া, ক্ষুদিরাম মাহাত, শ্যামসুন্দর সিংহ মহাপাত্র, মন্মথনাথ কুইরী, যশোদাদুলাল সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার আলোচনা হয়। এই আলোচনার বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। প্রকাশ, যশোদাবাবু এই সম্বন্ধে বার লাইব্রেরীতে বলিয়াছেন যে, আলোচনাটি গোপনীয়।

পানীয় জল নষ্টের প্রতিবাদ—

চাণ্ডিল থানার দুলমি গ্রামের কাজল গোরা নামক পুষ্করিণীর দল কাটিয়া জমিদার পক্ষ মৎস্য ধরিবার উদ্যোগ করিলে গ্রামবাসীগণ বর্ত্তমান সময়ে পানীয় জল নষ্ট না করিবার প্রার্থনা করিয়া ও এই উপলক্ষে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া জিলার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তার করেন। তাহার ফলে কোনওরূপ শান্তিভঙ্গের কারণ না ঘটাইবার জন্য উভয় পক্ষের উপরই ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রেরিত পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

(১)

পটমদা থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মাচা নিবাসী শ্রীঅমরেন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন—গত ২৪শে ফাল্গুন আমি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাগেশ্বরী প্রসাদের গাড়ীতে বোরোতে মিটিং শুনিতে যাইতেছিলাম। ডেপুটী কমিশনার, ডি, এফ, ও এবং বাগেশ্বরী বাবু আগে ডি, এফ, ওর গাড়ীতে ছিলেন। কাঁকেডি গ্রামের নিকট ঐ গাড়ী একটু খারাপ হইলে সকলেই নামিয়া গাড়ীর নিকট যাই এবং ডেপুটি কমিশনার আমি কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করায় আমি বলি যে বোরোর মিটিংএ যাইব। পরে গাড়ী সারা হইলে ধবনী গ্রামের নিকট গাড়ী থামাইয়া বাগেশ্বরী বাবু নামিয়া আসিয়া আমাকে বলেন 'অমর বাবু, ডেপুটি কমিশনার বলিতেছেন যে আপনি নামিয়া যান।' আমি ভাবগতিক দেখিয়া রাস্তার মধ্যেই নামিয়া পড়ি এবং হাঁটিয়া প্রখর রৌদ্রে বাড়ী ফিরিয়া যাই। আমি তখন এরূপ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিলেও বোরোর ঘটনার বিবরণ জানিয়া সব বুঝিতে পারিতেছি।

(২)

পাড়া থানা কংগ্রেসের সভাপতি আনাড়া গ্রামের শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—গত ৮।৩।৪৮ তারিখে আনাড়া গুরুকেন্দ্রে স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার শ্রীশ্যামা প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (?) মৌখিক আদেশ দেন যে প্রত্যেক শিক্ষককেই বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দী শিখিতে হইবে। আনাড়া উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে রেলওয়ে কলোনীর একজন হিন্দী শিক্ষকের নিকট প্রতিদিন ৫টার সময় হিন্দী শিখিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইবে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে কোনও লিখিত আদেশ আছে কিনা। তিনি বলেন, "আদেশ আমাদের উপর আছে, আমরা মৌখিক আদেশ দিতেছি," এবং আরও বলেন যে যদি কোনও শিক্ষক না শোনে তবে চাকুরীর ক্ষতি হইবে। শিক্ষকগণ বাধ্য হইয়া চাকুরীর ভয়ে এই আদেশ পালন করিতেছে ও অনেকে আমাকে ইহার প্রতিকারের উপায়ের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

(৩)

বীরভূম জেলার রাইপুর নিবাসী শ্রীবোমকেশ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—পুরুলিয়া হইতে 'ষ্টার' নামক বাসে লধুডকা যাইবার সময় দেখিলাম বাসের উপর কয়েক ড্রাম মদ লওয়া হইল। কিছু পথ আসিবার পর উপর হইতে মদ ঝরিয়া যাত্রীদের মাথায় পড়িতে লাগিল। অতিরিক্ত যাত্রীর ভীড়ে ও তাহার উপর এই অবস্থায় যাত্রীগণের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। ইহার প্রতিকার হওয়া দরকার।

(৪)

সরবেড়িয়া নিবাসী যুধিষ্ঠির মাঝি লিখিয়াছেন—বিগত ২৪ সংখ্যার মুক্তিতে 'আদিবাসী ও কৃষিঋণ' সংবাদটি সত্যই অদ্ভুত। গভর্ণমেণ্ট আদিবাসীর জমি বন্ধক লইতে পারেন না। কাজেই প্রশ্ন এই যে, গভর্ণমেণ্ট কোন্ জাতি? অধুনাতন গভর্ণমেণ্ট যতদিন অনাদিবাসী থাকিবে, ততদিন যদি আদিম জাতি কৃষিঋণ না পায় তাহা হইলে আইনের উপযুক্ত পরিবর্ত্তন করা উচিত।

(৫)

তুলিন নিবাসী শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডু লিখিয়াছেন—আপনার পত্রিকার মধ্য দিয়া নিম্নলিখিত জিজ্ঞাসার সদুত্তর আশাকরি।

তুলিনে জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর গৃহে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রধানতঃ তুলিনের বাহিরের কয়েকটি ছাত্রকে লইয়া হিন্দি নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হয়। বর্ত্তমানে

সপ্তাহে ঝালিদা হইতে স্কুল সাবইন্সপেক্টর মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের চারিটি বালকের জন্য বার্ষিক ২৪৲ টাকা হিঃ ৯৬৲ "হিন্দুস্তানী বৃত্তি" নিজহস্তে দিয়া গিয়াছেন এবং শিক্ষকমহাশয়কে বলিয়াছেন, মাহাতো ছাত্রগণের জন্য আরও ৩০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। অথচ প্রথমাবধি যে নিঃ প্রাঃ এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় তুলিনে স্থাপিত আছে, সেখানে এই বৃত্তির বিষয় কিছু বলেন নাই। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, "হিন্দুস্তানী বৃত্তি" জিনিষটি কি? কোথা হইতে ইহার টাকা আসে? ইহার কর্মকর্ত্তা কাহারা? বৃত্তি দিবার প্রণালী কিরূপ? স্কুল সাবইন্সপেক্টরদের সহিত ইহার সম্পর্কে কেমন? বৃত্তির জন্য কোন বিশেষ বিদ্যালয় চিহ্নিত থাকে কি না? অন্যকথা—গত পরশু সন্ধ্যায় ডি, আই ঝালিদা আসিবার পথে জয়পুর ষ্টেশনে তথাকার এম, ই, স্কুলের হেড্ মাষ্টারকে নির্দ্দেশ দেন, রাস্তার দিকে স্কুলের প্রাচীরে যে ইংরাজীতে নাম লেখা আছে তাহা যেন এখনই হিন্দিতে লেখা হয়।

পরবর্ত্তী সংবাদ

বাঘমুণ্ডি থানার বুড়দা গ্রামে চিতাভস্ম সমাধি উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট ১৩ই তারিখে লোক আসে। কিন্তু কাহাকেও উপস্থিত না পাওয়া ডেপুটী কমিশনারকে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করা হয়। ১৫ই তারিখে বাঘমুণ্ডি থানার সকল সম্প্রদায়ের বহু লোকের সম্মুখে রামধুন সঙ্গীত, গীতা, বাইবেল ও কোরানপাঠ সহ চিতাভস্ম সমাধিস্থ করা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন বক্তাগণ গান্ধীজীর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

রাষ্ট্রপতির আবেদন

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই মর্ম্মে এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন যে, এই বৎসর যথাবিহিত আনন্দ ও উৎসবের সহিত হোলি উৎসব পালন করা উচিত হইবে না। এই বৎসরে জাতির পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এই হেতু বর্ত্তমানে হোলি উপলক্ষে কোনওরূপ আনন্দপ্রকাশ বা রঙ্গরসের অনুষ্ঠান অনুচিত।

মুক্তি – গান্ধী সংখ্যা

আমরা জনসাধারণের সুবিধার জন্য মহাত্মা গান্ধীর জীবনী ও তাঁহার আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বলিত "গান্ধী-সংখ্যা" মজুত রাখিয়াছি।

প্রতি কপি – মাত্র ছয় আনা।

ছয় আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেও এক কপি গান্ধী-সংখ্যা পাঠান হইবে। ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয় না।

ম্যানেজার মুক্তি।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

আগামী ৪ঠা এপ্রিল রবিবার রঘুনাথপুর উইভিং বিদ্যালয়ে সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। শিক্ষকগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়! আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

প্রাণকৃষ্ণ সরকার
সাধারণ সম্পাদক

বিজ্ঞপ্তি

কো-অপারেটিভ ষ্টোর হইতে কাপড় ক্রয়ের সময় যাঁহাদের নিকট হইতে সারচার্জ্জ লওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই সারচার্জ্জের দরুণ অর্থ ফেরত লইয়াছেন। যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত ফেরত লন নাই, তাঁহাদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে নিজ নিজ ক্যাশ মেমো দাখিল করিয়া যেন ঐ সারচার্জ্জের দরুণ অর্থ ফেরৎ লইয়া যান।

পুরুলিয়া
২০।৩।৪৮

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেড।

সদর মানভূমের
কিষাণদের
প্রতি

দেখা গেল যে এতদিন কণ্ট্রোল থাকায় চাষীর বাস্তবিক কোন লাভ হয় নাই। ধান এবং চালের দর বৃদ্ধি পাইলে তজ্জনিত লাভ চাষীরই প্রাপ্য। সেইজন্য আপনাদের বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ধান ও চালের দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। ধান মণকরা একটাকা ও চাল প্রতি মণ তিন টাকা দর বাড়িয়াছে।

এখন হইতে গভর্ণমেণ্টের তরফে ক্রয়কেন্দ্রে সাধারণ ধান ৮৲ টাকা, সাধারণ লাল চাল ১৩৷৷০ টাকা এবং সাধারণ সাফি চাল ১৪৷৷০ টাকা দরে খরিদ করা হইবে।

গত বৎসর আপনারা ঘাটতি অঞ্চলের জন্য বহু ধান ও চাল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এ বৎসরও আপনাদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায়। আপনাদের বাড়তি ধান ও চাল সরকারী এজেণ্টের কাছে বিক্রয় করিয়া দিন। এ বিষয়ে আপনাদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেটের এজেণ্টগণ বিভিন্ন ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীগোপাল মল
সেক্রেটারী
লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেট
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৬ই চৈত্র ১৩৫৪, ২৯শে মার্চ্চ ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া

আরাম ও সৌন্দর্য্যের জন্য

আমাদের গেঞ্জী

স্বাস্থ্য ও বলের জন্য "শ্রীলক্ষ্মী" মার্কা

আমাদের খাঁটি সরিষার তৈল

বিশুদ্ধ পরিষ্কার ডাল

সর্ব্বপ্রকার কলকব্জা তৈরী ও মেরামত,

ছুতারের যন্ত্রপাতি

আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয়

লোহার জিনিষ

(৫) আমরাই জোগাইতে পারি।

স্থাপিত ১৯২০

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউলড্ ব্যাঙ্ক)

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস : কলিকাতা

শাখা : পুরুলিয়া

সর্ব্বপ্রকার ক্লিয়ারিং কার্য্যের সুবিধা আছে

৫ টাকা হইতে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট খোলা হয়।

ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার

পুরুলিয়া।

সর্ব্বপ্রকার মনোহারী দ্রব্য নিয়মিত দরে—
স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি,
খেলার সরঞ্জাম এইখানেই পাইবেন।

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।
পুরুলিয়া

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

আনন্দময়ী ফ্যাক্টরী

ধুতি, শাড়ী, থান, প্রভৃতি রং করিবার ও ছাপাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।

গোউরপদ সেন এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—হরিপদ দাঁ রোড নামপাড়া ষ্টেশন রোড

মুক্তি

সন ১৩৫১ সাল, ১৬ই চৈত্র সোমবার

বোরো

মানবাজার থানায় বোরোতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ মুক্তির বিগত কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনায় মানভূমের কংগ্রেস কর্ম্মীদের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। তদন্তের ফলে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করিয়া থাকা যায় না।

শ্রীহেম মাহাত, ভজহরি মাহাত প্রমুখ মানবাজার ও বান্দোয়ান থানার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ, যাহারা বোরোতে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের বিবরণে প্রকাশ যে, তথাকার সমবেত কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে গুলী করিবার, গ্রেপ্তার করিবার ভয় দেখান হইয়াছিল এবং তাহাদের উপর মোটর গাড়ী চালাইয়া তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

প্রথমতঃ, এরূপ করিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত কর্ম্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহারা যে কোন দেশের গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই সমস্ত কর্ম্মীদের ত্যাগ ও সাধনার ফলেই দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে। আজ যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী ইহাদের গুলী করিবার ভয় দেখাইতেছেন তাঁহারা হয়ত জানেন না যে স্বাধীনতার জন্য ইহারা অনেকেই বহু গুলীর সম্মুখীন হইয়াছেন, এবং খোঁজ করিয়া দেখিলে এখনও বহু গুলীর চিহ্ন অনেক কর্ম্মীর দেহেই পাওয়া যাইবে; এবং যে সমস্ত বেসরকারী, সাঙ্গোপাঙ্গ এখন এই সমস্ত ব্যাপারের সাফাই গাহিতেছেন তাঁহারা একদা দেশের স্বাধীনতার এইসব নৈমিত্তিকদের সংস্পর্শে আসিলে পাছে রাজরোষে পড়িতে হয়, তাহার জন্য অতি সতর্কতার সহিত ইহাদের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতেন।

ভাবিবার কথা এই যে, পূর্ব্বতন ডেপুটী কমিশনার শ্রীসিংহেশ্বরী প্রসাদ সিংহ এই সমস্ত কর্ম্মীদের সহযোগিতায় ও সাহচর্য্যে মানভূমে আদর্শ গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালে এই জিলার জনসাধারণের মনে একটা আশ্বস্তির, একটা ভরসার সঞ্চার হইয়াছিল। কংগ্রেস কর্ম্মীগণ তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিত। একটা গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া এই জিলার জনসাধারণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহার ফলে চোরাবাজারী ও প্রতিক্রিয়াপন্থীগণ তাঁহাকে পছন্দ ত করিতই না, তাঁহার উপর যথেষ্ট বিরাগ তাহাদের ছিল।

কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ও সরকারী কর্তৃপক্ষ পরস্পর আন্তরিক সহযোগিতায় কার্য্য করিয়া জিলার সেচ ব্যবস্থা ও অন্যান্য বহু জনহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রভূত উন্নতি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হেম চন্দ্র, ভজহরি প্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মীদের সংগঠন ও আন্তরিকতা দেখিয়া মন্ত্রী অনুগ্রহ বাবু মানভূমের জনসভায় প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন, আমি এতদিন যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম আজ তাহার বাস্তবরূপ দেখিয়া আমি ধন্য হইলাম। কিষণগঞ্জে বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন, একমাত্র মানভূম জিলার কংগ্রেস কর্ম্মীরাই বিহারের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতিকে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে আজ স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে গুলী করিবার ভয় দেখান হইতেছে। অবস্থাটা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কেন দাঁড়াইয়াছে তাহাই চিন্তা করিবার বিষয়।

প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃপক্ষ, দেশবাসী যাহাদের উপর স্বাধীন দেশের শাসন পরিচালনার দায়ীত্ব অর্পণ করিয়াছে, তাঁহাদের এই সমস্ত পরিস্থিতিগুলির সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়া ইহার সংশোধন ও প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণ যদি ইহা উপলব্ধি না করিতে পারে যে, দেশে যে শাসন চলিয়াছে তাহা ন্যায় ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত,

তবে স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি নিরঙ্কুশ ভাবে নিজের ক্ষমতা—যাহা জনসাধারণের দ্বারাই প্রদত্ত—তাহার অপব্যবহার করিতে থাকে, তবে তাহাতে সমস্ত শাসনযন্ত্রের উপরেই জনগণের বিতৃষ্ণা জন্মে।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, আমাদের স্বাধীনতা আসিলেও স্বরাজ স্থাপিত হয় নাই। জনগণের প্রকৃত স্বরাজ স্থাপন করাই কংগ্রেস এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। এইরূপ স্বরাজ স্থাপন করিতে হইলে, গভর্ণমেণ্টের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য সমস্ত প্রকার শোষণ ব্যবস্থার অবসান করিবার দিকে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করা। তাহা করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে শোষণকারীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং দেশবাসীকে সেই অনুযায়ী শিক্ষিত করিতে হইবে। সরকারী নীতি এইভাবে ঠিক করিতে হইবে, যাহাতে কোন ছিদ্র পথেই ইহাদের প্রভাবে শাসনযন্ত্র প্রভাবান্বিত হইতে না পারে। ইহার ব্যতিক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিলেও স্বরাজ আসিতে পারে না এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতাও রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ইতিহাস বিচিত্র। বর্ত্তমান পরিস্থিতিও অতি বিচিত্র। যাহাদের দ্বারা ও যাহাদের সাহায্যে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের দ্বারাই স্বাধীন দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। এই সমস্ত কর্ম্মচারীর মনোভাব এবং ঐতিহ্য স্বাধীনতার পরিপন্থী ছিল। বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও তাহাদের ঐতিহ্যের পরিবর্ত্তন হয় নাই। জনগণের যে ভৃত্যরা এত দিন নিজেদের জনগণের প্রভুরূপে দেখিয়া আসিয়াছে, জনগণের সেবকরূপে তাহাদের নিজেদের মনে করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। ফলে শাসন যন্ত্রে কোনরূপ পরিবর্ত্তনই জনগণ অনুভব করিতে পারিতেছে না। শুধু তাহাই নয় মন্ত্রীবর্গ যে সমস্ত জনকল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে, তাহা এই যন্ত্রের দ্বারা একেবারেই কার্য্যকরী হইতেছে না।

উপরন্তু স্বাধীন দেশবাসীর নাগরিক-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যে চেতনা ও যে মনোভাব থাকা দরকার তাহা ইহাদের নাই। ফলে, কারণে অকারণে নানা ক্ষেত্রে একটা অবাঞ্ছনীয় বিরোধ দেখা দিতেছে। আরও যাহা দেখা যাইতেছে তাহা এই যে, বর্ত্তমান শোষণকারীরা ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়া শাসন পরিচালনার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার ফলে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

ইতিহাসের উমিচাঁদ, জগৎশেঠ আজও বর্ত্তমান। ইহাদের নিকট দেশ, ধর্ম্ম, মানবতা প্রভৃতি গৌণ, মুখ্য অর্থ উপার্জ্জন। ইহারা যুগে যুগে দেশকে সর্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। আজও এই সমস্ত উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ কর্ত্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে সচেষ্ট। শাসন কর্ত্তৃপক্ষ যদি ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হন তবে স্বাভাবিক ভাবেই জনস্বার্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। অধস্তন কর্ম্মচারীদের এইরূপ আচরণের ফলে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে জনসাধারন দোষ দিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়।

মানভূমের শাসন ব্যবস্থার এই দিকটার প্রতি আমরা জনসাধারণ তথা গভর্ণমেণ্টের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। বোরোর ব্যাপারটা যদি অনুধাবন করিয়া দেখা হয়, তবে ইহাই দেখা যাইবে যে—বর্ত্তমান স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যে ভাবে চলিতেছেন তাহার ফলেই ইহা ঘটিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিবিধান ও পরিবর্ত্তন না হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে না—অবনতির দিকেই যাইবে।

আমাদের স্বাধীনতা এখনও অতি শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বাহিরের বিপদ হইতেও আভ্যন্তরিক বিপদ বেশী। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিলে স্বাধীনতাকে বিপন্নই করা হইবে। সাম্প্রদায়িকতার জন্য জাতিকে কঠিন মূল্য দিতে হইয়াছে। সমস্ত রকম প্রাদেশিকতাকে যদি বর্জ্জন না করিতে পারা যায়, তবে তাহার ফলে যে আত্মকলহ সৃষ্টি হইবে তাহাতে সমগ্রভাবে জাতির অকল্যাণ হইবে।

মানভূমে এই প্রাদেশিকতার বিষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছড়ান হইতেছে এবং এই ছিদ্রপথে শোষণকারী ও কায়েমী-স্বার্থ-বিশিষ্ট সম্প্রদায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় অগ্রণী হইয়া দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রকৃত কল্যাণের পথ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ নানাভাবে ইহার প্রশ্রয় ও উৎসাহ দিয়া অবস্থা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার অবসান হওয়া প্রয়োজন।

বোরোর ঘটনা সম্বন্ধে প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়। যে অবস্থা ও যে কার্য্য কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়া ইহার সম্যক ব্যবস্থা করা দরকার। পূর্বতন আমলাতান্ত্রিক পন্থায় নহে— সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া প্রকৃত সত্য অনুধাবন করিয়া ভবিষ্যত কার্য্যপন্থা ও নীতি স্থির করাই সুবিবেচনার কার্য্য হইবে। আশা করি এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে সচেষ্ট হইবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মৌঃ আব্দুল বারীর মৃত্যু বার্ষিকী—

গত ২৮শে মার্চ্চ মৌঃ আব্দুল বারীর মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিকীর দিন ছিল। গত বৎসর এই দিনে তিনি বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। শ্রম জীবিদের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত প্রভাব ছিল। দেশের দুর্গত জনসাধারণের তিনি প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। বর্ত্তমান সংঘে এইরূপ নেতার অভাব একান্ত ভাবে অনুভব করিতেছে। তাঁহার ত্যাগ, নির্ভিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা আমাদের জাতিকে উদ্বুদ্ধ করুক।

পশ্চিম বঙ্গে কমিউনিষ্ট প্রতিষ্ঠান—

পশ্চিম বাংলার গভর্ণমেণ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ সাম্যবাদী দলকে বে আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে বহু কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তাহারা নানাভাবে বর্ত্তমান জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও অশান্তি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দেশবাসী সাগ্রহে ইহার পরিণতি সম্বন্ধে অপেক্ষা করিতেছে।

রামদীপ সিং—

ধানবাদ মহকুমায় করকেন্দ বাজারের অধিবাসী রামদীপ সিং অভিযোগ করিয়াছেন যে তাহার দুইটী মহিষ চুরি যায়। তিনি সন্ধান পাইয়া একটী মহিষ চন্দনকিয়ারী থানার একটী গ্রাম হইতে উদ্ধার করেন এবং অন্য মহিষটীর সন্ধান দান্দুডি গ্রামে পান। যাহার ঘরে মহিষটী ছিল তাহার নিকট গেলে সে রামদীপ সিংহকে মারিতে আসে। অগত্যা রামদীপ সিং চন্দনকিয়ারী থানার দরোগার নিকট যান। দারোগা নাকি তাহার নিকট যে পরিমাণ টাকার দাবী করে তাহা সম্পূর্ণ দিতে না পারায় তিনি এবিষয়ে কোন প্রকার প্রতিবিধান করেন নাই। বেচারা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ হইতে সুরু করিয়া মন্ত্রী সকলের নিকট আবেদন করেন। মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটীর নিকট আসিলে তথা হইতে কর্ত্তৃপক্ষকে এবিষয়ে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনরূপ ব্যবস্থাই হয় নাই। রামদীপ সিং তিন চারিমাস ধরিয়া হয়রাণ হইয়া প্রায় আর একটী মহিষ খরিদের দাম খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, স্বাধীন দেশে জনসাধারণের এই সমস্ত দৈনন্দিন দুর্গতিগুলির সম্বন্ধে কবে উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হইবে? ইহা একটী ঘটনামাত্র। এই রকম বহু ঘটনাই দৈনন্দিন সংঘটীত হইতেছে। রামদীপ সিং যে পরিমাণে ক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা প্রতি লোকের অন্তরে সঞ্চারিত হইলে তাহা কোনদিক দিয়াই কল্যাণকর হইবে না।

জাতীয় পক্ষে

গান্ধী জাতীয় স্মৃতিভাণ্ডারে
অন্ততঃ দশদিনের আয়
দান করুন।

জাতীয় পক্ষ

৬ই এপ্রিল ২৪শে চৈত্র হইতে ২০শে এপ্রিল ৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত

আগামী ৬ই এপ্রিল হইতে যে জাতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইবে তাহা পালনের জন্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা কংগ্রেস কর্ম্মী ও দেশবাসী সকলের পক্ষেই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাঁহার বিবৃতির সারমর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম। তিনি বলিয়াছেন—বিগত প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া ভারত ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ পালন করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অধিকার ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এবং স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে এই সপ্তাহেই গান্ধীজী তাঁহার দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আন্দোলনের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে গঠনমূলক কার্য্যের কোনও বিশেষ দফার উপরে বিশেষ জোরের সহিত কার্য্য করিয়া জাতীয় সপ্তাহ পালন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সপ্তাহের একটি নূতন ও বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। ইহা একটি স্মরণ ও আত্মোৎসর্গের সপ্তাহ। রাষ্ট্রপতি সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও দেশবাসীকে দুইটি ব্রত গ্রহণ করিয়া এই সপ্তাহ পালন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রথম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন এবং স্থানীয় অশান্তিজনক অভিযোগগুলি দূরীকরণ। দ্বিতীয়, গান্ধী জাতীয় স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ। এই সপ্তাহের মধ্যে এই ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। অবশ্য, উপযুক্ত রসিদ দিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই এই অর্থ আদায়ের অধিকারী হইবেন। এই উদ্দেশ্যে সময় বাড়াইয়া ৭ দিনের পরিবর্ত্তে ১৫ দিনের জন্য জাতীয় পক্ষ পালনের তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

মানভূম জিলার কার্য্যক্রম—

৬ই এপ্রিল—গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র জনসভা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি। সভাতে জাতীয় পক্ষের উদ্বোধন। ইহার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা। গান্ধী-স্মৃতি ভাণ্ডার সম্বন্ধে জনগণকে বুঝাইয়া বলা।

১৩ই এপ্রিল—সর্ব্বত্র জনসভা। জালিয়ান ওয়ালাবাগ দিবস। সাম্প্রদায়িক মিলন প্রচেষ্টা।

২০শে এপ্রিল—জনসভা। জাতীয় পক্ষ সমাপ্ত। স্থানীয় অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা, তাহার প্রতিকারের উপায় ও তৎসম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ।

সমস্ত থানা কংগ্রেস কমিটী ৬ই এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে কর্ম্মীদের বৈঠক করিয়া স্থানীয় কার্য্যক্রম স্থির করিবেন। কার্য্যক্রমের বিবরণ ও জাতীয় পক্ষের বিবরণ ও প্রস্তাবাদি সমস্ত জিলা কংগ্রেস কমিটিতে পাঠাইবেন।

অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে রসীদ ইত্যাদি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নিকট হইতে শীঘ্রই প্রাপ্তির আশা করা যাইতেছে। কোন স্থানেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও রসীদ ছাড়া কোন অর্থ আদায় হইতে পারিবে না। এই সমস্ত ব্যক্তির নাম পরে ঘোষণা করা যাইবে।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত
সম্পাদক, মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটী।

সেবাগ্রাম

(শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য)

পূজ্য মাহাত্মা গান্ধীর প্রিয়ভূমি এই সেবাগ্রাম মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধা জেলায় অবস্থিত। ওয়ার্দ্ধা সহর হইতে প্রায় ৫ মাইল পূর্ব্ব দিকে। এই স্থানটি ভৌগলিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানেই এক বিস্তৃত প্রান্তরের উপরই বিশ্বমানব মাহাত্মা গান্ধী গ্রাম্য সংস্কৃতির উৎকর্ষের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের শীর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম ছিল সেগাঁও—মহাত্মাজী ইহার নাম রাখিয়াছেন সেবাগ্রাম। এই পল্লীর অধিবাসীগণের মধ্যে হরিজনের সংখ্যাই অধিক।

ভারতবর্ষের আসল প্রাণ গ্রাম। অন্ন, বস্ত্র, কৃষক, মজুর, শিল্পী, শিক্ষক সকলের জন্মদাতা গ্রাম। ইংরাজ শাসনের ফলে সহরসর্ব্বস্ব গ্রামকে প্রায় ধ্বংস করিয়াছে। তাই তার পুনরুদ্ধার হেতু মহাত্মাজী এই সেবাগ্রামকে গ্রহণ করিয়াছিলেন আদর্শ গ্রাম গড়িবার জন্য। গ্রাম্য জীবনে প্রতিনিয়ত স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়া ভারতের ভাগ্য গড়িবার মানসে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই সঙ্ঘেই মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট গঠনমূলক কার্য্যসমূহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

এই সব কাজ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—

(১) চরখা সঙ্ঘ, (২) হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘ (৩) গ্রামউদ্যোগ সঙ্ঘ (৪) গো সেবা সঙ্ঘ (৫) হরিজন সেবক সঙ্ঘ।

উপরি উক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চরখা সঙ্ঘ ও হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘ সেবাগ্রামের মধ্যেই আছে। গ্রামউদ্যোগ সঙ্ঘ ওয়ার্দ্ধায়, গো সেবা সঙ্ঘ নানবাড়ীতে এবং হরিজন সেবক সঙ্ঘ দিল্লীতে আছে।

গত সম্মেলনে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সেবাগ্রামের যে আদিবস্তী সেখানে একটী পূর্ব্ব বুনিয়াদী বিদ্যালয় চলিতেছে। শ্রীযুক্তা শান্তাবেন এখানে থাকেন। এর আগে এখানে খেজুর গুড় প্রস্তুত হইত। আসে পাশে অনেক খেজুর গাছ আছে। শ্রীযুক্তা শান্তাবেন শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শিনী, মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন।

প্রফেসর ভানুশালি সেবা গ্রামেই থাকেন। তাঁর বিশেষ কোন আশ্রম নাই। দিনে গান্ধীজীর আশ্রমে বা কোন গ্রামে ঘোরা ঘুরি করেন রাত্রে প্রার্থনা করার সময় এখানে আসেন। এই আদি পল্লীতেই তিনি রাত্রি যাপন করেন।

আদি সেবাগ্রাম বস্তী ছাড়া এখানে একটী গান্ধী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে চরখা সঙ্ঘের খাদীবিদ্যালয়, শ্রীকস্তুরবা হাঁসপাতাল, গোশালা, উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস, মহিলা নিবাস, বুনিয়াদী ট্রেনী স্কুল, বুনিয়াদী সংগ্রহালয়, শিক্ষক ও স্থায়ী কর্ম্মীদের নিবাসস্থল ও মহাত্মাজীর আশ্রম অবস্থিত।

মহাত্মাজীর আশ্রম কয়েকটী অংশে বিভক্ত। বাপুজীর কুটীর, একটি ছোট ঘর, বাঁশের বেড়ার উপর মাটি লেপিয়া প্রাচীর প্রস্তুত করা হইয়াছে, উপরে খোলার চাল। নীচে মেঝের উপর মাটি গোবর দিয়ে লেপা। সাধারণ গ্রামবাসীদের মতই। সমস্ত ঘরটী প্রথমতঃ দুইভাগে ভাগকরা হইয়াছে। অর্দ্ধাংশকে আবার তিন ভাগ করা হইয়াছে। এই তিন ভাগের মাঝের অংশটুকুতে মহাত্মাজী থাকিতেন। খেজুরের চাটাই বিছান, তার উপর কম্বল ও একখানা চাদর পাতিয়া মহাত্মাজী শুইতেন। হেলান দেওয়ার জন্য কাঠের উপাধান ও পাতলা বালিশ পড়িয়া আছে। একটী ছোট কাঠের থাকে কতকগুলি বই, সামনে একটী চৌকী পড়িয়া আছে। অপর দুই ভাগের একপার্শ্বে তাঁর সেক্রেটারীরা থাকিতেন বা বসিয়া কাজ করিতেন। অপর অংশে তাঁহার সাক্ষাৎকারীগণ অপেক্ষা করিতেন। তারই সামনে স্নানের ঘর। প্রাচীর গাত্রে একটী সময়সূচী ও বড় বড় হরফে লেখা একটী পিচবোর্ডে লেখা আছে হে রাম।

মহাত্মাজীর কুটীরের পরই কস্তুরবার কুটীর। তারপর আশ্রমের সর্ব্বসাধারণের থাকিবার ঘর। তারপর সন্তা সাহিত্যমণ্ডলের প্রচার বিভাগ। দূরে আশ্রমের ও হিন্দুস্থানী তালিমের বিরাট বিরাট বাগান নানারূপ কৃষি-কার্য্য সেখানে হইতেছে।

আশ্রমে বিবাহিত কর্ম্মীগণের পরিবারসহ থাকিবার ব্যবস্থাও আছে। তাঁহাদের ব্যবস্থা আশ্রমব্যবস্থা হইতে একটু ভিন্ন।

সেবাগ্রামের প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানেই সকাল বিকাল দুই বেলা প্রার্থনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব বিভাগে সকলকেই তাহাতে যোগ দিতে হয়। প্রার্থনার ধরণ প্রায় একরূপ।

চরখা সঙ্ঘ

চরখা সঙ্ঘের পরিচালনায় এক বিরাট খাদ্য বিদ্যালয় চলিতেছে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী একযোগে এখানে কাজ করিতেছেন। ইহার কয়েকটী মুখ্য মুখ্য বিভাগ আছে যথা— (ক) কতাইবর্গ —এখানে কাপাসের বীজ বাহির করা হইতে সুরু করিয়া সূতা প্রস্তুত করা এই শ্রেণীর কাজ।

(খ) বোনাই বর্গ—এখানে তাঁতে কাপড় বোনা হয়।

(গ) সরঞ্জাম কার্য্যালয়—এখানে চরখা তাঁতের জিনিষপত্র তৈরী হয়।

(ঘ) ভাণ্ডার—জিনিষ জমা থাকে ও বিক্রয় হয়।

(ঙ) অফিস।

এই বিভাগের মহাদেব দেশাই ভবনে প্রায়ই পুণিযজ্ঞ ও সূত্রযজ্ঞ হইয়া থাকে।

এই বিভাগের শিক্ষার্থীগণ সকলেই একসাথে ভোজন করে। এই বিভাগের প্রধানাধ্যক্ষ রুক্ষদাস যাজু, বিদ্যালয়ের পরিচালক নন্দভাই প্যাটেল।

হিন্দুস্তানী তালিমীসঙ্ঘ

হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের একটী সর্ব্বভারতীয় ট্রেনীং কেন্দ্র এখানে খোলা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রেরিত শিক্ষার্থীগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতেছেন। সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া বহু শিক্ষার্থী আছেন যাঁহারা স্বয়ং আসিয়াছেন বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান প্রেরণ করিয়াছে। অনেক মহিলাও এখানে ট্রেনীং পাইতেছেন। এই বিভাগের ভার শ্রীযুক্ত আর্য্য নায়কম্ জী ও শ্রীযুক্তা আশালতা দেবীর উপর ন্যস্ত আছে।

দুই বেলা অতি সাধারণ খাদ্য শিক্ষার্থীগণ গ্রহণ করেন। পরিবেশন ও বাসন ধোয়ার কাজ শিক্ষার্থীগণ নিজ হাতে করিয়া থাকেন। ভাতের ফেন ফেলা হয় না। ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ তরকারী ও জোয়ারের রুটী দেওয়া হয়। রন্ধনে তেল ব্যবহার করা হয় না, কাঁচা তিল তেল উপর হইতে দেওয়া হয়। ঘোল বা দুগ্ধ ভোজনের সঙ্গে পাওয়া যায়। মসলা খুব কম ব্যবহার করা হয়। বিকালে প্রায়ই খিচুড়ী খাওয়া হয়।

গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ

এই প্রতিষ্ঠানটী ওয়ার্দ্ধায় অবস্থিত। ইহাকে একটী আদর্শ কেন্দ্র হিসাবে পরিচালনা করা হয়। ভারতীয় কুটীর শিল্পের উন্নতির ও লাভবানের উপায়ে কিরূপে ইহাকে সহজ-সাধ্য করা যায় তাহার গবেষণা হাতে কলমে এখানে হইতেছে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি আছে—(ক) চাকী, (খ) ঢেঁকী, (গ) ঘানি, (ঘ) মধুমক্ষিকা পালন, (ঙ) কুমারের কাজ, (চ) লেবরেটরী প্রয়োগশালা), (ছ) কাগজ প্রস্তুত ও (জ) কৃষিকার্য্য। এসব বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য একটী গ্রাম সেবা বিদ্যালয় ও আছে।

মগণ বাড়ী

ওয়ার্দ্ধায় ইহা অবস্থিত। ভারতবর্ষ তথা বিদেশের ও বিভিন্ন কুটীর শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করিয়া মিউজিয়ামের (সংগ্রহালয়) রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। স্বর্গীয় মগণ গান্ধীর নামে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। কুটীর ও হস্ত শিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা যেখানে যাহা পাওয়া গিয়াছে সব এখানে রক্ষিত হইয়াছে। এমন কি সুদূর চীন, জাপান, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি হইতেও বহু জিনিষ এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কর্ণেল জে, সি কুমারাপ্পা কাজ করিতেছেন।

নাল বাড়ী

এখানে গো সেবা সঙ্ঘের একটী গোশালা, চরখার যাবতীয় সরঞ্জাম কার্য্যালয় চর্ম্ম কার্য্যালয় আছে। বহুলোক চরণাশালায় ও চর্ম্মশালায় কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ভারতের নানাস্থানে এই সব সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। এই সব কাজ গ্রাম সেবা মণ্ডলের মারফৎ চলিতেছে গ্রাম সেবা মণ্ডলের ভার আচার্য্য বিনোবা ভাবের উপর আছে। এখানে খাদী উৎপাদনেরও একটী কেন্দ্র আছে।

মহিলাশ্রম

ভারতীয় রমণীজাতির উন্নতিবিধানকল্পে নিখিল ভারত মহিলা সেবামণ্ডলের তরফ হইতে মহাত্মাজীর তত্ত্বাবধানে এই মহিলাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ১০০ শত মহিলা থাকিবার ছাত্রী আবাস এখানে আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মহিলাগণ এখানে শিক্ষালাভ করেন। এখানেও মহিলারা খাদীর কাজ করিয়া থাকেন। আশ্রমের মহিলাদিগকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়ান হয়। খাদী ছাড়া অন্যান্য শিল্পকার্য্যও ইহাদের শিখান হইয়া থাকে।

শ্রীকস্তুরবা গান্ধী ট্রাষ্ট হইতে বৃত্তি পাইয়া বহু মহিলা এখানে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের ভগিনী শ্রীমতী বাসন্তী রায় এই মহিলাশ্রমের ছাত্রী-আবাসের পরিচালিকা।

পওনার

ওয়ার্দ্ধা হইতে নাগপুরের পথে ৬ মাইল দূরে এই স্থান। সেবাগ্রাম হইতে পায়ে ৪ মাইল। গ্রাম সেবা মণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষ ও মহাত্মা গান্ধীর মতাবলম্বী মহাজানী আচার্য্য বিনোবা ভাবে এখানে থাকেন। এই স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে পরমধাম। এখানেও খাদী উৎপাদনের একটী কেন্দ্র আছে।

পওনার বস্তীর প্রান্তভাগে বিনোবাজীর আশ্রমের পূর্ব্বভাগে পওনার নদী। এই নদীতেই মহাত্মাজীর চিতাভস্ম নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আজ ঐ স্থানের উপর মহাত্মাজীর এক সমাধিস্তম্ভ রচিত হইয়াছে। স্তম্ভ মাঝ নদীতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রস্তরেরউপর নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভের চারিপাশে লেখা আছে হে রাম।

এই পওনার নদীতেই বাঁধ বাঁধিয়া ওয়ার্দ্ধা মিউনিসিপ্যালিটী সহরে জলসরবরাহ করিয়া থাকে।

বাজাজ বাড়ী

ওয়ার্দ্ধার মধ্যে এই বাড়ী। এখানে চরখা সরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত হয়। লৌহজাত দ্রব্যাদি যাহা লেদ মেশিন দ্বারা তৈরী হয় তাহার কাজ এই স্থানেই হইয়া থাকে।

কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা এই বাড়ীরই একাংশে অতিথিহিসাবে সাময়িকভাবে থাকেন। চরখাসঙ্ঘের ও গান্ধীসেবাসঙ্ঘের বহুকর্ম্মিও এখানে স্থায়ীভাবে থাকেন।

শ্রীকস্তুরবা গান্ধীস্মারক ষ্ট্রাষ্টের নিখিল ভারতের হেড অফিস এখানে আছে।

স্বর্গীয় যমুনালাল বাজাজ

উপরে যত কাজের বিবরণ দেওয়া হইল সবগুলিই প্রায় স্বর্গীয় যমুনালাল বাজাজের সৌজন্যে গঠিত হইয়াছে। মহাত্মাজীর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন—অনেক ধনী ব্যক্তি মহাত্মাকে দান করিয়াছেন দেশ সেবার কার্য্যে—কিন্তু ৺যমুনালাল যেরূপভাবে মহাত্মার বাক্য আচরণে পালন করিয়াছেন এরূপ বোধহয় আর কেহ করিয়াছেন কি না জানা যায় নাই।

আজ গুরু শিষ্য উভয়েই লোকচক্ষুর অন্তরালে। জীব-সেবার প্রতিষ্ঠানগুলি আগন্তুকদিগকে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে। যমুনালালজীর আদর্শ ধনীকে এবং মহাত্মাজীর আদর্শ সকলকেই তাঁহাদের মার্গের প্রবেশ পথ দেখাইতেছেন।

কুষ্ঠ সেবা সদন

ওয়ার্দ্ধা হইতে ৩ মাইল দূরে এক মাঠের উপর এই কুষ্ঠ-নিবাস বিদ্যমান্। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্য্যের এক অংশ হিসাবে শ্রীমনোহরজী এই কার্য্য এখানে চালাইতেছেন। এই স্থানটীর নাম দত্তপুর। প্রায় একশতজন রোগী এখানে আছে। ইহাও স্বর্গীয় বাজাজজীর দানেই গঠিত হইয়াছে।

সার্ব্বজনীন মন্দির

মহাত্মাজীর সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয় ও হরিজন উন্নয়নের আর একটী প্রতিষ্ঠান স্বর্গীয় যমুনালালজীর প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু মন্দির। সহরের গান্ধীচকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। মন্দিরের গায়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, তিলক মহারাজ, দেশবন্ধু, সুভাষ, যতীন্দ্র মোহন, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি টাঙ্গান হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরে বিষ্ণু, লছমী ও বালবিষ্ণুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মন্দিরে হরিজনদের অবাধ প্রবেশ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহারই সংলগ্ন একটী চিকিৎসালয় আছে, তাহা হইতে হরিজনদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। আগন্তুক ছাত্র ছাত্রীগণ মন্দিরের পূজারীর কাছে লেখাপড়াও শিক্ষা করে। ভেকধারী কোনও সাধুকে এখানে স্থান দেওয়া হয় না। তবে চরখা সংঘের কিম্বা মহাত্মাজীর মতাবলম্বী কর্ম্মীগণকে অতিথি হিসাবে এখানে অল্প সময়ের জন্য থাকিতে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মহারাষ্ট্রে শক্তিশালী ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে যমুনালালজী এই মন্দির স্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে এক বিপ্লব আনিয়াছেন। হরিজনগণও যে বিধাতার সৃষ্ট মানব, তাঁরও ভিতর যে মনুষ্যত্বের চরমবিকাশের শক্তি ও ভগবানের নিকটে যাইবার অধিকার আছে, তাহা এই মন্দির উন্নত মস্তকে ঘোষণা করিতেছে।

পঞ্চায়েত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)

অফিস ও সংগঠন

১০।১।৪৬ তারিখের মধ্যে অফিসের কাজ চালাইবার ব্যবস্থা কোন প্রকারে করা হয়। একজন কেরানী এবং একজন অফিস পিয়ন নিযুক্ত করা হয়। শ্রীযুক্ত রামলাল সরাওগী মহাশয় টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি আসবাব পত্র দিয়া এবং শ্রীযুক্ত রামজীবন সরাওগী মহাশয় একটি পুরাতন টাইপরাইটার দিয়া সাহায্য করেন। শ্রীরামলাল সরাওগীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিরাম সরাওগী মহাশয় বহু বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে এই সমস্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এত অল্প সময়ের মধ্যে অফিসের কাজকর্ম্ম আরম্ভ করা সম্ভব হইত না।

সংগঠন কার্য্য খুব জোর দিয়া আরম্ভ করা হয়। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েতের গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ করা হয়। গান্ধীজী পরিকল্পিত গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসনের আদর্শানুযায়ী এই গঠনতন্ত্র রচিত হয়। শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। গঠনতন্ত্র এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরম মুদ্রিত করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদের মারফৎ প্রত্যেক গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তদানীন্তন এস, ডি, ও, শ্রীযুক্ত হৃদয় নারায়ন সিং মহাশয় কেন্দ্রীয় সরবরাহ ব্যবস্থা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত গ্রাম্য, অঞ্চল এবং থানা পঞ্চায়েৎ সমূহ স্বীকার করিয়া লইতে থাকেন এবং ইহাদের উপর কণ্ট্রোল দ্রব্যাদি বিলিবণ্টন এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দিতে থাকেন। খুচরা দোকানদারদের উপর এই মর্ম্মে আদেশ জারী করা হয়। প্রথমে কেবল মাত্র চিনি এবং কেরোসিন বণ্টনের ভার পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববার্ত্তা

চিলি দেশের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক চেকোস্লোভাকিয়ার প্রশ্ন নিরপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছে। চিলির অভিযোগ এই যে সোভিয়েট রাশিয়া অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া চেকোস্লোভাকিয়ায় সাধারণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার আপত্তি স্বত্বেও তাহা নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

চেকোস্লোভাকিয়ায় স্যোশালিষ্ট পার্টি, পিপ্‌লস্ পার্টি ও স্লোভাক পার্টির ১২ জন মন্ত্রী মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করার পর সেখানে অতর্কিতে শাসনযন্ত্র অধিকার করার একটী ষড়যন্ত্রের বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করিয়াছেন যে উপরোক্ত দলগুলি এই

ষড়যন্ত্রের তদন্তে বাধা দিতেছিল এবং বৈদেশিক শক্তিবর্গের গুপ্তচরদিগের প্রতি আনুকূল্য করিতেছিল। এই সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং বহু সরকারী কর্ম্মচারী পদচ্যুত হইয়াছে। উপরন্তু বহু লোক চেকোস্লোভাকিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব কম্যুনিষ্টদলভূক্ত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, ন্যাশন্যাল সোশ্যালিষ্ট ও অন্যান্য দলভুক্ত সভ্যদের লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীগণকে মন্ত্রীসভা হইতে অপসারিত করার ছল মাত্র এবং এইরূপ অপসারণের ফলে চেকোস্লোভাকিয়ায় কম্যুনিষ্টদলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

যুদ্ধের পর ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলে যে সকল দেশে ‘নবগণতন্ত্র’ নামে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, চেকোস্লোভাকিয়া তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ঐ সকল দেশে প্রাপ্তবয়স্ক সকল লোকের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্রমূলকভাবে নির্ব্বাচিত দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা সমন্বিত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গণতন্ত্রে আস্থাসম্পন্ন সকল রাজনৈতিকদলের সভ্যগণকে লইয়া সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ঐ সকল দেশে সামন্তপ্রথা রহিত করিয়া চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সুপরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে ১৯৪৭ সালের মধ্যেই যুদ্ধের সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থা যুদ্ধপূর্ব্ব ১৯৩৭ সালের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রীসভা ঘোষণা করিয়াছেন যে জমির মালিকগণের নিকট হইতে আরও অধিক পরিমাণে জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে ৫০ জনের বেশী শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয়করণ করা হইবে এবং দেশের আমদানি রপ্তানি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

বিগত ১৭ই মার্চ্চ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুকসেমবার্গ এর মধ্যে যে ৫০ বর্ষস্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা কিয়দংশে চেকোস্লোভাকিয়ার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া বলিতে পারা যায়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা। উক্ত চুক্তিতে একটী স্থায়ী পরামর্শসভা স্থাপিত হইয়াছে এবং কোনরূপ শান্তির বিঘ্ন বা অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইলে যে কোন স্বাক্ষরকারী দেশের অনুরোধে উক্ত সভা আহূত হইতে পারিবে। ইহার অপর সর্ত্ত এই যে কোন একটী পক্ষ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অন্যান্য পক্ষ তাহাকে সামর্থ্য অনুযায়ী সামরিক বা অন্যান্য সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে। নিরাপত্তা পরিষদ যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা না করিতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাক্ষরকারী শক্তিবর্গ আত্মরক্ষার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। তবে নিরাপত্তা পরিষদকে এ সম্বন্ধে অবহিত রাখিতে হইবে এবং নিরাপত্তা পরিষদ এ বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণ করিলে উক্ত ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইবে। পরে অন্যান্য শক্তিও অনুমোদিত সর্ত্তে এই চুক্তিতে যোগদান করিতে পারিবে। বর্ত্তমান চুক্তিতে জাতিসংঘের বহির্ভূত একটী পশ্চিম রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্ট হইল।

ভারতীয় সংবাদ

গান্ধী জাতীয় স্মৃতিভাণ্ডার—

এই ভাণ্ডারের সম্পাদক একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে জাতীয় স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন যে, যে সকল গঠনমূলক কর্ম্ম গান্ধীজীর প্রিয় ছিল তাহাদের পোষকতা ও সম্প্রসারণ করাই এই ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে গান্ধীজীর নানাবিধ উপদেশ ও শিক্ষাগুলি প্রচার করার জন্যও এই ভাণ্ডারের অর্থ ব্যবহৃত হইবে। তিনি বলেন যে, স্থানে স্থানে অপর কোনও বিশেষ স্মারক কার্য্যের জন্য পৃথক ভাণ্ডার স্থাপন করা উচিত হইবে না। ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থের বৃহত্তর অংশ সংশ্লিষ্ট প্রদেশ-

গুলিতে বা রাজ্যসমূহে ব্যয়ের জন্য রাখা হইবে এবং যাঁহারা এই ভাণ্ডারে অর্থ দান করিবেন তাঁহারা গঠনমূলক কার্য্যসূচীর কোনও বিশেষ দফার জন্য উহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয় আরও বলেন যে, দশ দিনের আয় দানের জন্য যে আবেদন জানানো হইয়াছে তাহাতে কোনওরূপ বাধ্যবাধকতা বা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সূচিত হয় না এবং বিশেষতঃ যাঁহারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা সানন্দে যথেষ্ট অর্থ এই ভাণ্ডারে দান করিবেন বলিয়াই আশা করা যায়।

বস্ত্র সরবরাহ ও সারচার্জ্জ—

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার একটি ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে বস্ত্র সম্পর্কে মুদ্রিত মূল্যের অনেক বেশী লওয়া হয় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ রহিতের সময় মিল মালিকগণ বস্ত্রের মূল্য অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা হইবে না বলিয়া এবং প্রয়োজন হইলে ন্যায্য মূল্যে বস্ত্র বিক্রয়ের দোকান খুলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বস্ত্র সরবরাহের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাভাবিক প্রয়োজনের অনুপাতে ঘাটতি পড়িবার আশঙ্কা নাই। কাজেই ক্রেতাগণ তাড়াহুড়া না করিলে ন্যায্য দরেই কাপড় পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। তিনি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট মোটা, মাঝারি ও মিহি কাপড়ের উপর যথাক্রমে টাকা প্রতি চারি আনা, দুই আনা ও এক আনা হিসাবে যে সারচার্জ্জ ধার্য্য করিয়াছেন তাহার দরুন ১৯৪৮ সালের ২০শা জানুয়ারীর পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্ত্র গাঁইট বাঁধা হইয়াছে মাত্র তাহাদেরই উপরোক্ত হিসাবে মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ফেব্রুয়ারী অথবা তৎপরবর্ত্তী কালে মিল কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনার পর মুদ্রিত মূল্য ঠিক করিয়াছেন এবং উহা খুচরা বিক্রয়কালে মুদ্রিত মূল্যেই বিক্রয় করা হইবে।

জল-উষা—

গত ১১ই মার্চ্চ প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পৌরহিত্যে ভারতে নির্ম্মিত প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ 'জল-উষা' সংদ্রে ভাসান হইয়াছে। সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানীর নৌশালায় আট হাজার টনের এই জাহাজটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং কোম্পানী নূতন পরিকল্পনায় এক সঙ্গে ৬ হইতে ১০ হাজার টনের ৮ খানি জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে অতীতে ভারতের নিজস্ব নৌবহরের সাফল্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ব্যাপারে ভারতকে পুনরায় স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যদান করিবেন।

সুতানিয়ন্ত্রণ রহিতের সম্ভাবনা—

ইউনাইটেড প্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে আগামী ১৫ এপ্রিল হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট সুতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া লইবেন এবং এই বিষয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টদিগকে জানানো হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন—

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কলিকাতা করপোরেশন ভারতের একটী বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। কিছুদিন যাবৎ ইহার মধ্যে যে সব গলদ ঢুকিয়াছিল তাহার প্রতিকারের জন্য শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে বাংলা গভর্ণমেণ্ট এক বৎসরের জন্য বাতিল করিয়াছেন এবং গভর্ণরের সেক্রেটারী ও কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত এস, এন, রায়কে এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কাশ্মীর—

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সংস্থার আলোচনায় গণভোটের সময় কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যের অবস্থান ও কাশ্মীরের বর্ত্তমান দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের অবস্থা—এই দুইটি প্রশ্ন সম্পর্কে এখনও কোনও মীমাংসা হয় নাই। কাজেই আলোচনার ধারারও বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে না এবং এইগুলির মীমাংসা না হইলে আলোচনা যে জায়গায় ছিল সেইখানেই ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বিহার সংবাদ

মধুবনী মিউনিসিপ্যালিটীর প্রশংসনীয় কার্য্য—

মধুবনীর মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে প্রকাশ যে, ১২টী ওয়ার্ডেই একটী করিয়া পাঠাগার খোলা হইবে এবং সেখানে বই এবং খবরের কাগজ নাগরিকদের জন্য রাখা হইবে। মিউনিসিপ্যালিটীর এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং বিহারে এইরূপ প্রচেষ্টা এই প্রথম।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ধর্ম্মঘট—

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পাটনা প্রাদেশিক বিভাগের কর্ম্মচারীদের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে তাহাদের বেতন এপ্রিলের মধ্যে না বাড়াইলে ১২ই এপ্রিল হইতে তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিবেন এবং এ বিষয়ে তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষকে নোটীশ দিয়াছেন।

কয়লার খনিতে নূতন ব্যবস্থা—

বিহার সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীকে খনির বন্দোবস্ত করা হইবে না, যদি সেই ব্যক্তি বা কোম্পানী সরকারের মনোনীত বোর্ডের নির্দ্দেশমত চাকরীতে লোক বহাল করিতে রাজী না হয়। প্রকাশ, বিহারীদিগকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয় না বলিয়া অভিযোগ পাওয়ায় বিহার সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, বিহারের রাজস্ব বিভাগ এইরূপভাবে লোক নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কতকগুলি কোম্পানীকে নির্দ্দেশ পাঠাইয়াছেন।

"ইণ্ডিয়ান নেশান" পত্রিকা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত—

প্রকাশ যে, বিহার সরকার পাটনার "ইণ্ডিয়ান নেশান" পত্রিকাকে সরকারের অনুমোদিত তালিকা হইতে সরাইয়া দিবার ও সরকার যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ইতিপূর্ব্বে দিয়েছিলেন তাহাও বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ পন্থা কেন লওয়া হইল তাহার কারণ সম্বন্ধে সরকারের মুখপাত্র বলেন যে, "ইণ্ডিয়ান নেশান" পত্রিকা বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও নিরীহ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য বিহার সরকারের কুৎসাজনক এবং ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষানীতি—

গত ২০শে মার্চ্চ আইন সভায় শিক্ষা খাতে খরচার আলোচনা সময় বিহারের শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, এখানে যেরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা রাখিয়া শিক্ষার প্রসার সরকারের নীতি নয়। বিহার সরকার ইহাই চাহেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার পন্থার দ্বারাই প্রদেশে শিক্ষার প্রসার হউক। কিন্তু এখন যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার প্রসারে কিছু সময় লাগিবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে আইন পরিষদে বিহারের বাজেটের বিভিন্ন খাতের খরচা মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

ছাত্র কংগ্রেস—

গত ২১শে মার্চ্চ হুটমুড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মানভূম জিলা ছাত্র কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির ও স্থল সভাপতিদের এক যুক্ত অধিবেশন হয়। বেড়ো, চেলিয়ামা, আদ্রা, রামচন্দ্রপুর, বরাবাজার, নোলাড়া প্রভৃতি স্থলের সভাপতিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রতি স্থল হইতে ৩ জন করিয়া ছাত্র লইয়া ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা, ছাত্র কংগ্রেসের একটি পত্রিকা প্রকাশ করা, কার্য্যের সুবিধার জন্য ৭টি সাব কমিটি গঠন করা, ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে অস্পৃশ্যতা না থাকে তাহার চেষ্টা করা, প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কিশোর লাইব্রেরী—

শ্রীমান অধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও চেষ্টায় ভড়া থানার লধুড়কা গ্রামে এই লাইব্রেরীটি স্থাপিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। এই লাইব্রেরীর পরিচালগণ দুইটি হরিজন নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত করিতেছেন। এই লাইব্রেরীর একাংশে একটি দাতব্য হোমিও প্যাথি ঔষধালয় আছে, এবং ইহার

সাহায্যে দরিদ্র ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের যথাসাধ্য সেবা করিকার চেষ্টা করা হয়।

অগ্নিকাণ্ড—

গত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে বেলা প্রায় ১টার সময়ে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত শাঁকা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ১৬টি গৃহস্থ গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং অনেকের ধান্য চাউলও কিছু কিছু নষ্ট হইয়াছে। ইহারা সকলেই সাহায্যের জন্য ডেপুটিকমিশনারের ও জেলা বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন।

২২শে ফাল্গুন তারিখে বান্দোয়ান থানার কড়াসী নিবাসী শ্রীবেহারী মাহাতর ঘরে আগুন লাগিয়া ৩টি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০০ শত নগদ টাকা, ৭৵০ মণ ধান ও ৮।১০ মণ আলু পেঁয়াজ নষ্ট হইয়াছে।

সিন্দরী কারখানা—

গত ১৭ই মার্চ্চ বৈকাল দুইটা হইতে সিন্দরীতে নির্ম্মানরত কারখানার ধর্ম্মঘট হইয়া সেই দিনই সিন্দরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীরামাকান্ত সিংহ ও পাওয়ার গ্যাস করপোরেশনের চীফ রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের মীমাংসায় নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ষ্টাফের গৃহ না পাওয়া, কর্ত্তৃপক্ষের অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি কারণে ধর্ম্মঘট করা হইয়াছিল। গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে ভারত সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গ্যাড্‌গিল সিন্দরী কারখানা পরিদর্শন করেন এবং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও ডেপুটেশনগুলির সহিত আলাপ আলোচনা করেন।

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন স্থগিত—

২৭শে মার্চ্চ হইতে মানভূম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবার কথা ছিল। এই অধিবেশনের অনুমতি লইয়া অনেক টাল বাহানার পরে ২৩শা তারিখে নিম্নলিখিত সর্ত্তে অনুমতি দেওয়া হয়—(১) সম্মেলনে কোনও সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক বা প্রাদেশিক আলোচনা অথবা অশান্তিজনক অনুষ্ঠান করা চলিবে না। (২) ২৬শে মার্চ্চের মধ্যে জেলার বাহির হইতে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের এবং স্থানীয় ব্যবস্থাপকগণের নাম ও ঠিকানা দাখিল করিতে হইবে। (৩) প্রতিদিনের আলোচ্য প্রস্তাব ও বক্তৃতার অগ্রিম 'নকল' দিতে হইবে। (৪) প্রতিদিনের কার্য্যসূচী অন্ততঃ একদিন পূর্ব্বে দাখিল করিতে হইবে। ব্যবস্থাপকগণ এই সকল সর্ত্ত অপমানজনক ও স্বাধীনতা-বিরোধী মনে করিয়া সম্মেলন স্থগিত রাখিয়াছেন।

হরিপদ সাহিত্য মন্দির—

জনসাধারণের সুবিধার জন্য প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে ১১টা, বৈকাল ৪টা হইতে ৫টা এবং রাত্রি ৬॥০টা হইতে ৮॥০টা পর্য্যন্ত লাইব্রেরী ও পাঠাগার খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গোহত্যা নিষিদ্ধ—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির গত ২৭শে ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় গাভী, বলদ, ষাঁড় বা বাছুর হত্যা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যকর্ত্তাগণকে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু—

ঘন্টু মাহাত নামক জনৈক জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার সমস্ত সম্পত্তি ভগ্নীকে দিয়া তাহার বাড়ীতেই বসবাস করিত। সে প্রায়ই একাকী ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সঙ্কীর্ত্তনাদির খবর পাইলে সেখানে গিয়া হাজির হইত। এইরূপে কিছুদিন পূর্ব্বে সঙ্কীর্ত্তনের খবর পাইয়া মানবাজার থানার পেঁচাড়া গ্রামে হাজির হয়। ২।৩ দিন জরভোগের পর সে স্থানীয় দুর্গামেলায় অজ্ঞান হইয়া পড়ে। প্রকাশ, অশুচিতার ভয়ে তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় শ্মশানে লইয়া গিয়া রাখা হয় এবং সেইখানেই ঐ অবস্থায়ই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

(১)

স্কুল সাবইন্সপেক্টার শ্রীশ্যামা প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—গত ২২শে মার্চ্চ তারিখের মুক্তি পত্রিকায় পাড়া থানা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সহদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ৮।৩।৪৮ তারিখের আনাড়া গুরু-ক্লাবের অধিবেশন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃতই বিস্মিত হইলাম। "প্রত্যেক শিক্ষককেই বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দী শিখিতে হইবে" এই কথা বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলি নাই। বরং "উহা বাধ্যতামূলক নহে, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উক্ত ভাষা ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা করিতে পারেন" ইহাই বলা হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয় তিনি ইহাও লিখিয়াছেন "যদি কোনও শিক্ষক না শোনে, চাকুরীর ক্ষতি হইবে।" এই কথাও বলা হয় নাই। কারণ যাহা বাধ্যতামূলক নহে তাহার সহিত চাকুরীর লাভ বা ক্ষতির কোনও সম্বন্ধই থাকিতে পারে না।

(২)

গত ২২শে মার্চ্চ তারিখের মুক্তি পত্রিকায় চিঠিপত্র শীর্ষকে প্রকাশিত পত্র সংখ্যা (৫) এর প্রশ্নগুলির উত্তরে ঝালিদা সার্কেলের সাবইন্সপেক্টার শ্রীগুরু দয়াল প্রসাদ লিখিয়াছেন—(১) অফিস রেকর্ড দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, তুলিন হিন্দি নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়টি 'কিছুদিন পূর্ব্বে' নহে—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৯৪১ খৃঃ) স্থাপিত হইয়াছে। সেই অবধি ২জন শিক্ষক বরাবর বোর্ডের সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ৬০ জন এবং স্কুলের কার্য্য সুচারুভাবেই চলিতেছে। মাহাত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছাত্র অধ্যয়ন করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(২) বিহার সরকার কয়েক বৎসর হইতে "বিহার হিন্দুস্থানী বুক কমিটির" লভ্যাংশ হইতে প্রাথমিক পাঠশালায় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যাহারা হিন্দুস্থানী ভাষা (হিন্দি বা উর্দ্দু) অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত ছাত্র ছাত্রীদিগকে প্রত্যেক বৎসর ছাত্র বৃত্তি এবং পুস্তক ক্রয়ের (Book Grant) জন্য সাহায্য দিতেছেন।

(৩) কিছু পূর্ব্বে 'মুক্তি' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল যে, 'বিহার সরকার মানভূমের শিক্ষায় অনুন্নত সম্প্রদায় তাঁতি, রাউতিয়া, মাহাত ও শুকিয়ার শুঁড়ি ইহাদের প্রত্যেক জাতির ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে ভাষা বিশেষ অধ্যয়নের কোন প্রশ্নই নাই। এই সম্বন্ধে ডিঃ ওয়েল ফেয়ার অফিসার মহাশয় প্রত্যেক থানা দ্বারা প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহার হাত দিয়াই এই বৃত্তির টাকা দেওয়া হয়।

গত ১৮।৩।৪৮ তারিখে (যে দিনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে) আমি মানভূমের স্কুল সমূহের মহামান্য ডিঃ ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের সঙ্গে পুরুলিয়া হইতে সন্ধ্যার ট্রেনে ঝালিদা আসি। বলা বাহুল্য রাস্তায় বা গড়জয়পুর রেলষ্টেশনে কোথাও জয়পুর এম, ই, স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সুতরাং উক্ত স্কুলের প্রাচীরের ইংরাজী লেখার পরিবর্ত্তে 'তখনই' হিন্দী লেখার নির্দ্দেশ দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(৩)

বলরামপুর নিবাসী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—কেরোসিন তৈলের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য স্থানীয় অধিবাসীগণ এক ভীষণ সঙ্কটের ও অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রায় পক্ষাধিক কাল পূর্ব্ব হইতে এখানে কেরোসিন তৈল পাওয়া যাইতেছে না, যদিও বহু চেষ্টাতে কেহ কেহ যোগাড় করিতেছেন, তাহা ॥৵০।৶০ আনা বোতল দরে সংগৃহীত হইতেছে। বর্ত্তমানে টীনের (পূর্ণ) দাম ১৩৲ হইতে ১৪৲ পর্য্যন্ত। এখানের যে ডিলারগণ পূর্ব্বাবধি কেরোসিন সরবরাহ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছেন যে তাহারা পুরুলিয়া, আদ্রাস্থিত কেরোসিনের এজেন্টদিগের কাছে বারবার যাইয়াও কেরোসিন পাইতেছেন না। অথচ পুরুলিয়া সহরে বা এখানের পার্শ্ববর্ত্তী চাণ্ডিল সহরে কেরোসিনের কিছুই অভাব নাই। বলরামপুরের ডিলারগণ কেন যে কেরোসিন সরবরাহ পাইতেছেন না তাহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত। আমি এ সম্বন্ধে আপনার পত্রিকার মারফৎ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মুক্তি – গান্ধী সংখ্যা

আমরা জনসাধারণের সুবিধার জন্য মহাত্মা গান্ধীর জীবনী ও তাঁহার আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বলিত "গান্ধী-সংখ্যা" মজুত রাখিয়াছি।

প্রতি কপি—মাত্র ছয় আনা।

ছয় আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেও এক কপি গান্ধী-সংখ্যা পাঠান হইবে। ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয় না।

ম্যানেজার মুক্তি।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

আগামী ৪ঠা এপ্রিল রবিবার রঘুনাথপুর উইভিং বিদ্যালয়ে সমগ্র মানভূম প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। শিক্ষকগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়! আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

প্রাণকৃষ্ণ সরকার
সাধারণ সম্পাদক

বিজ্ঞপ্তি

কো-অপারেটিভ ষ্টোর হইতে কাপড় ক্রয়ের সময় যাঁহাদের নিকট হইতে সারচার্জ্জ লওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই সারচার্জ্জের দরুণ অর্থ ফেরত লইয়াছেন। যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত ফেরত লন নাই, তাঁহাদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে নিজ নিজ ক্যাশ মেমো দাখিল করিয়া যেন ঐ সারচার্জ্জের দরুণ অর্থ ফেরৎ লইয়া যান।

পুরুলিয়া
২০।৩।৪৮

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেড।

সদর মানভূমের কিষাণদের প্রতি

দেখা গেল যে এতদিন কণ্ট্রোল থাকায় চাষীর বাস্তবিক কোন লাভ হয় নাই। ধান এবং চালের দর বৃদ্ধি পাইলে তজ্জনিত লাভ চাষীরই প্রাপ্য। সেইজন্য আপনাদের বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ধান ও চালের দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। ধান মণকরা একটাকা ও চাল প্রতি মণ তিন টাকা দর বাড়িয়াছে।

এখন হইতে গভর্ণমেণ্টের তরফে ক্রয়কেন্দ্রে সাধারণ ধান ৮৲ টাকা, সাধারণ লাল চাল ১৩৷৷০ টাকা এবং সাধারণ সাফি চাল ১৪৷৷০ টাকা দরে খরিদ করা হইবে।

গত বৎসর আপনারা ঘাটতি অঞ্চলের জন্য বহু ধান ও চাল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এ বৎসরও আপনাদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায়। আপনাদের বাড়তি ধান ও চাল সরকারী এজেণ্টের কাছে বিক্রয় করিয়া দিন। এ বিষয়ে আপনাদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেটের এজেণ্টগণ বিভিন্ন ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীগোপাল মল
সেক্রেটারী
লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেট
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে চৈত্র ১৩৫৪, ৫ই এপ্রিল ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া

আরাম ও সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের গেঞ্জী

স্বাস্থ্য ও বলের জন্য "শ্রীলক্ষ্মী" মার্কা
আমাদের খাঁটি সরিষার তৈল
বিশুদ্ধ পরিষ্কার ডাল
সর্ব্বপ্রকার কলকব্জা তৈরী ও মেরামত,
ছুতারের যন্ত্রপাতি
আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয়
লোহার জিনিষ

(৫) আমরাই জোগাইতে পারি।

স্থাপিত ১৯১০

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউলড্ ব্যাঙ্ক)

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস: কলিকাতা

শাখা: পুরুলিয়া

সর্ব্বপ্রকার ক্লিয়ারিং কার্য্যের সুবিধা আছে

৫৲ টাকা হইতে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোরে খুচরা ও পাইকারী দরে বিক্রয়ের জন্য নানা প্রকার মনিহারী দ্রব্য, ডাল, মশলাপাতি, তাঁত ও রেশমের কাপড় প্রভৃতিও মজুত করা হইয়াছে। সেণ্ট্রাল ষ্টোরের সহিত অন্তর্ভুক্ত থানা বা অঞ্চল কো-অপারেটিভ ষ্টোরগুলিতে বিশেষ সুবিধা দরে যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হইবে।

আরও জানানো যাইতেছে যে, মিলের কাপড় বিক্রয়ের দরুণ সারচার্জ্জের টাকা ফেরৎ দেওয়ার তারিখ ৩১শে মার্চ্চ হইতে ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইল। যাঁহারা ক্যাশমেমো হারাইয়া ফেলিয়াছেন—তাঁহাদের টাকা ফেরৎ লইবার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শেয়ারের কিস্তির টাকা দিবার জন্য যাঁহাদের নিকট নোটিস গিয়াছে—তাঁহারা তিন মাসের মধ্যে কিস্তির টাকা শোধ না করিলে সমিতির আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী তাঁহাদের টাকা বাজেয়াপ্ত হইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের অবিলম্বে কিস্তির টাকা শোধ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুরুলিয়া
২০।৩।৪৮

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেড।

শঙ্কর নীটিং ইণ্ডিজেনাস্ ইণ্ডাসট্রিজ

হেড অফিস—চাণ্ডিল।

অতি সত্বর আমরা জনসাধারণের নানাপ্রকার প্রয়োজন মিটাইবার ও দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটী দেশীয় শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতেছি।

নানাপ্রকার ধুতি, শাড়ী, শার্টিং, কোটিং, চাদর, তোয়ালে, গেঞ্জী, অটোমেটিক বালিশ ও লেপের খোল ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রস্তুত হইবে। ইহা ছাড়া কৃষিকার্য্যোপযোগী ইস্পাত ও লৌহজাত যন্ত্রপাতি হস্তদ্বারা নির্ম্মিত হইবে। অধিকন্তু বাসগৃহের ব্যবহারোপযোগী ষ্টীল ও লৌহের নানারূপ দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইবে।

গ্রামে গ্রামে এজেন্সী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অতি সত্বর নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—
রূপলাল শর্ম্মা এণ্ড কোং
পোঃ চাণ্ডিল (বি, এন, আর)

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ২৩শে চৈত্র সোমবার

জাতীয় সপ্তাহ

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে। সে যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হইয়া ইংরাজ ও মিত্রশক্তির সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধেও ভারতবর্ষ হইতে জনবল ও অর্থবল দিয়া ইংরাজকে সাহায্য করা হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রায় দশ লক্ষের উপর ভারতীয় সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের সময় বৃটীশ সরকার ভারতবাসীর নিকট বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে এবং ইংরাজ জয়লাভ করিলে ভারতবাসীকে স্বরাজ দেওয়া হইবে। ভারতবাসী এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ইংরাজকে আপ্রাণ সাহায্য করিয়াছিল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল ইংরাজ ভারতবাসীকে কেবল মাত্র মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলাইয়াছে। স্বরাজ দেওয়া ত দূরের কথা, যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই দেশে অশান্তি সৃষ্টি হইবে---এই অজুহাতে এক কঠোর আইনের প্রবর্ত্তন করা হইল। তাহার নাম রাওলাট এক্ট বা কালা কানুন। এই আইনের বলে ভারতবাসীর সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা একেবারে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইল। লোকে প্রমাদ গণিল। দেশময় একটা দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল।

মহাত্মা গান্ধী তখন কিছুদিন হইল দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতবর্ষে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। অবস্থা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তিনি নীরবে এই অন্যায় সহ্য করিলেন না। তিনি এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মীর নির্দ্দেশে ১৯১৯ সালে ৬ই এপ্রিল সমস্ত ভারতবর্ষে হরতাল হইল। এমন আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব হরতাল কেহ কোনদিন কল্পনা করে নাই। কুলী-মজুর হইতে সুরু করিয়া ধনী দরিদ্র সকলে এক অভূতপূর্ব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া হরতালে যোগদান করিল।

হিন্দু ও মুসলমান সেদিন এক হইয়া গিয়াছিল। দিল্লীতে জুম্মা মসজিদে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে মুসলমানরা নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়—তিনি সেখানে বক্তৃতা করেন। বোম্বাইতে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ব্রত গ্রহণ করে।

এদিকে সরকারের দমননীতি প্রচণ্ডবেগে জনসাধারণের উপর চলিতে লাগিল। গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলি চালনা, কিছুই বাকী রহিল না। জনসাধারণও স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু করিয়া দিল। অবস্থা চরমে উঠিল।

অবস্থা যখন এইরূপ তখন মহাত্মা গান্ধীকে পাঞ্জাবে যাইবার জন্য সেখানকার নেতারা তার করিলেন। পাঞ্জাবের পথে গান্ধীজীকে সরকার গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দিল না।

১৩ই এপ্রিল তারিখে পাঞ্জাবে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট জনসভায় ডায়ার সাহেবের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন গোরা সৈন্য নৃশংসভাবে বিনা কারণে গুলী চালাইয়া শত শত হিন্দু, মুসলমান, বালক, বৃদ্ধকে হত্যা করে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তে সেদিন পাঞ্জাবের মাটী লাল হইয়া যায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমস্ত ভারতবাসীকে যেন কঠিন আঘাতে তাহার তন্দ্রা হইতে জাগরিত করিয়া দিল। সমস্ত ভারতবাসী এক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'এই লাঞ্ছনা, এই অপমান সহ্য করিব না। পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার চাই। এই প্রতিকার—স্বাধীনতা।'

এই ৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল আমাদের জাতীয় সপ্তাহ। এই প্রথম ভারতবাসী সমবেতভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। বৃটিশ শাসনকে শেষ করিয়া ভারতবাসীর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে ভারতবাসী জনসাধারণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়। ১৯১৯ সালের এই সপ্তাহে যে স্বাধীনতার

সংগ্রাম ভারতীয় জনগন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আরম্ভ করে, তাহার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়। ভারতবাসীর স্বাধীনতার ইতিহাসে এই জাতীয় সপ্তাহ চিরস্মরণীয়। ভারতবাসী চিরদিন এই জাতীয় সপ্তাহের প্রেরণা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।

গত দীর্ঘ সাতাশ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর ভারতবাসী এই জাতীয় সপ্তাহ পালন করিয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবাসী বহু ত্যাগ, দুঃখভোগ ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া অদম্য গতিতে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। এই সংগ্রামের ফলে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে তাহা আমাদের কল্পনা অনুযায়ী রূপ লইয়া আসে নাই। যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ব্রত লইয়া আমরা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের ফলে খণ্ড ছাড়তে অপূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের মধ্যে বিভেদ আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। যাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ ভেদাভেদ ভুলিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল বিভেদের অগ্নিতে সেই মহামানবকে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে এই জাতীয় সপ্তাহে ভারতবর্ষকে তাহার জাতীয় জীবন হইতে এই ভেদাভেদ দূর করিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই আজিকার জাতীয় সপ্তাহের প্রধান কর্ত্তব্য।

এই জাতীয় সপ্তাহে, স্বাধীন ভারতবাসীর পক্ষে জাতীয়তার শিক্ষা নূতন করিয়া গ্রহণ করিবার বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত জাতীয়তার ভিত্তিতে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম ভারতবর্ষে চলিয়াছিল, আমরা সকলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার শিক্ষা ভুলিতে বসিয়াছি। উচ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকথিত নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এক অবাঞ্ছনীয় ভেদাভেদের বন্যায় আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি, ইহা কোথায় যাইয়া শেষ হইবে কে জানে? যেখানেই লইয়া যাউক না কেন, ইহা যে কল্যাণের পথ নয় তাহা কি আজও বলিয়া দিতে হইবে? আজ সমগ্র জাতির নিকট আমরা এই প্রশ্নই করিতেছি যে, ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের ইতিহাসের শিক্ষা কি আমরা অনায়াসেই ভুলিয়া যাইব? আমরা কি ভুলিয়া যাইব সিপাহী-যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস? যে বীরদের রক্তপ্রবাহ ভারতবর্ষের ভূমিতে সিঞ্চিত হইয়া স্বাধীনতার বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের আদর্শ শুধু স্মরণ করিলেই চলিবে না— বাস্তব জীবনে তাহা কার্য্যকরী করিয়া না তুলিতে পারিলে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া ইহাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি হইতে আমরা বঞ্চিত হইব।

জাতীয় সপ্তাহে নূতন করিয়া আমাদের জাতীয় ঐক্যের সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। পরাধীন অবস্থায় বিদেশী শক্তি আমাদের জাতির মধ্যে ভেদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল বলিয়া আমাদের পরাধীন করিয়া রাখিয়া শাসন করা তাহার পক্ষে সম্ভব ও সহজ হইয়াছিল। এই সত্যটিকে যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তবে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকারময় হইবে। এই অনৈক্যকে দূর করিবার পথেই আমরা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলাম। কিন্তু এই অনৈক্য যখন চরম হইয়া দেখা দিল তখন যে স্বাধীনতা আমরা পাইলাম, মহাত্মা গান্ধীর কথায় ইহা স্বাধীনতাই নয়। তবুও ইহা বিদেশীর পরাধীনতা নহে বলিয়া আমরা ইহাকে গ্রহণ করিলাম। অবস্থা বিশেষে মন্দের ভাল বলিয়াই আমরা ইহাকে মানিয়া লইয়াছি। তথাপি ইহাও আমরা সফলতার সহিত ভোগ করিতে পারিব না— যদি আমরা সংকীর্ণ মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনৈক্য ও ভেদাভেদ দূর করিবার জন্য সচেষ্ট না হই। এক জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করিয়া যদি একটা সংহতি ও একাত্মবোধের দ্বারা জাতিকে অনুপ্রাণিত করিতে না পারা যায়, তবে আমাদের পার্থক্য ও ভেদবোধের সুযোগ লইয়া যে কোন জাতি আবার আমাদের ক্ষতি সাধন করিতে পারে। দেশবাসী তথা নেতৃবৃন্দের এই সত্যটির উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা আজ যেরূপ অবশ্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে,

জাতির ইতিহাসে এত দরকার বোধহয় কোন দিনই হয় নাই।

হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যে শুধু জাতির রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষতিই সাধন করিয়াছে তাহা নয়, এই বিদ্বেষ সমগ্র পৃথিবীকে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যদি মানুষের বুদ্ধিকে এতদূর বিভ্রান্ত করিতে পারে যাহাতে সে মহাত্মা গান্ধীর মত নির্বীর পুরুষকেও হত্যা করা— শুধু কর্ত্তব্য নয়—শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারে, তবে এই বিদ্বেষ দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া সে দেশের স্বাধীনতাকেও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির কাছে বলি দিবে, ইহা ত মোটেই অসম্ভব নয়!

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যাহা ঘটিতেছে এবং অতীতে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া আমাদের এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতেই হইবে। এই সাম্প্রদায়িকতা শুধু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই নয়, বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যেও অতি শঙ্কাজনকভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতর রূপ প্রাদেশিকতা জাতীয় জীবনে যে বিষক্রিয়া সঞ্চার করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহা হইতে যে কোন উপায়ে যদি জাতিকে মুক্ত করিতে না পারা যায়, তবে বহুজনের বহুদিনের সাধনার ফলে দেশে যে আশার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে, তাহা একেবারে নষ্ট হইবে। সমগ্র জাতির স্বার্থ সমষ্টিগতভাবে রক্ষা না পাইলে, পৃথকভাবে কোন সম্প্রদায় বা কোন প্রদেশ বা কোন শ্রেণী বা জাতির কোন অংশের স্বার্থ বজায় থাকিতে পারে না। আজ সর্ব্বত্র জাতির পরিচালক গণকে ও জাতিকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। না হইলে উপায় নাই।

আমাদের দেশকর্ম্মীগণকে নূতন করিয়া এই জাতীয় সপ্তাহে জাতির মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা জাগাইবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, সমস্ত প্রকার প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে মহান্ ভাবধারায় একদা সমগ্র ভারতবর্ষ সঞ্জীবিত হইয়াছিল তাহাই পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এই স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের কাজ শেষ হয় নাই, আরও কঠোর এবং কঠিন কাজ আরম্ভ হইল মাত্র। দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়ায় দেশকর্ম্মীগণের এই কর্ম্ম প্রচেষ্টা হয়ত নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে সত্য ও নির্ভীকতার মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন, তাহাই সম্বল করিয়া নূতন যাত্রাপথে অগ্রসর হইবার পণ গ্রহণ করিতে হইবে।

জাতীয় সপ্তাহের কার্য্যক্রম মুখ্যতঃ ইহাই। বর্ত্তমানে জাতির সম্মুখে ইহা অপেক্ষা কঠিন ও বড় সমস্যা আর কিছুই নাই। এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য যে সাধনা ও শক্তির প্রয়োজন তাহা দেশকর্ম্মী তথা দেশবাসী লাভ করুন, ইহাই প্রার্থনা। মহাত্মা গান্ধীর অশরীরি আত্মা আমাদের সত্য পথের সন্ধান দিবে।

জাতীয় সপ্তাহে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করাই জাতির প্রথম, প্রধান ও একমাত্র কর্ত্তব্য হউক।

পুরুলিয়ায় আচার্য্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী

গত ২৯শে মার্চ্চ জেমসেদপুর হইতে ধানবাদে যাইবার পথে শ্রীআচার্য্য কৃপালনী ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী পুরুলিয়াতে অল্প সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় সাহিত্য মন্দিরের হলে পুরুলিয়ার কর্ম্মীদের সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের বক্তৃতার মর্ম্মার্থ দেওয়া হইল।

আচার্য্য কৃপালনী বলেন—রাষ্ট্রপতির পাদত্যাগ করিবার পরে আমি সক্রিয় ভাবে রাজনীতির কাজ প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। দেশকর্ম্মীরা ও তাহার অনুবর্ত্তিরা কাউন্সিল, এসেম্বলী প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। দেশে যে নৈতিক অধঃপতন আসিয়াছে তাহা বাস্তবিকই মর্ম্মন্তুদ। ভারতবাসীর মত এত বড় জাতির এত উচ্চে উঠিয়া এত শীঘ্র এত বেশী পতন হইয়াছে যে তাহা বলিবার নয়। এরূপ ঘটনা জগতের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। মহাত্মা

গান্ধীর মৃত্যুর দায়িত্ব আমাদেরই লইতে হইবে। কংগ্রেস ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আনিয়াছে এবং যত ভাল কাজ হইয়াছে তাহার জন্য নিজেদের দায়িত্ব আছে বলিয়া ঘোষণা করে। সুতরাং মন্দ কাজের দায়িত্বও তাহার এড়ানো চলিবে না। গান্ধীজীর মৃত্যুর দায়িত্বের আমরাও অংশভাগী। আমরা গান্ধীজীর অসমাপ্ত কার্য্য গ্রহণ করিব বলিয়া বলিতেছি। তবে তিনি বাঁচিয়া থাকিতে যাহা আমরা করি নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহা করিব—এরূপ আশা আমি খুব কমই করি। তিনি আমাদের চৌকীদারের মত পাহারা দিতেন, তবু আমরা কিছু করিতে পারি নাই। তবু মানুষে চেষ্টা করে। আমি গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারে সম্পাদকের দায়িত্ব লইয়াছি। এই স্মৃতি ভাণ্ডারে সকলকে দশদিনের আয় দিতে বলা হইয়াছে। দেশের যাঁহারা বানিয়া, তাঁহাদের বানিয়া মনোবৃত্তি না গেলে কোন কল্যাণ নাই। ইঁহারা মনে করেন, কোন সৎকাজে দান করিয়া চাঁদা সংগ্রহকারীকে তাঁহারা কৃতার্থ করেন। গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারে দান করিতেও তাঁহারা নানারূপ হিসাব করেন। ইনকাম ট্যাক্সের খরচ দেখাইয়া ও নানা অজুহাতে তাঁহারা নিজেদের আয়ের অঙ্ক কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন। ইহা অতি শোচনীয় মনোবৃত্তি। গান্ধীজীর আদর্শকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য অর্থ ও সেইরূপ লোকের দরকার। গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গান্ধীজীর আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করিবার চেষ্টা করা।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন—আমার বলিবার বিশেষ কিছু নাই। কেবল আমার এই কথাই মনে হইতেছে, গান্ধীজীর মৃত্যুর জন্য আমরাই দায়ী। আমরা কিরূপে এই কলঙ্ক স্খালন করিব? আমি যখন নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলাম, তখন দেখিলাম যে খালি গায়ে, খালি মাথায় এই মহামানব গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার পথে কাঁটা দিয়া রাখা হইত, ময়লা রাখা হইত, তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। তিনি একদিন পায়ের চপ্পলও পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়িয়া গেল। তিনি সেই ফোস্কা লইয়াই পথ চলিতেন। আমরা তাঁহাকে অন্ততঃ জুতাটি পরিবার জন্য অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় করিতাম। কিন্তু তিনি বলিতেন—জাতির জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমাদের এই স্বাধীনতাকে তিনি স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকারই করিতেন না। বলিতেন—ইহা স্বাধীনতাই নয়। এখন বর্ত্তমানে যত চোরাবাজারী ও অসাধুলোকের প্রতিপত্তি চলিতেছে। এই অবস্থা একেবারেই কাম্য নয়। আজ সমস্ত জাতিকে গান্ধীজীর মৃত্যুর কলঙ্ক স্খালন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া।

তাঁহারা সভাস্থল হইতেই মোটরে ধানবাদ চলিয়া যান।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আবেদন

আগামী ১২ই বৈশাখ ২৫শা এপ্রিল রবিবারে ঋষি নিবারণচন্দ্রের পুণ্য জন্ম দিবসে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। মর্ম্মর মূর্ত্তি তৈয়ারী সম্পূর্ণ হইয়াছে। চুণার হইতে মর্ম্মরনির্ম্মিত পাদপীঠ (উৎকীর্ণ লিপি সহ) শীঘ্রই আসিতেছে। পুরুলিয়ায় ডাকঘরের নিকট চৌমাথায় স্মৃতি মূর্ত্তির নিকটে একটি ছোট উদ্যান রচনারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থানীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি মর্ম্মর মূর্ত্তির জন্য ৫০১৲ টাকা দিয়াছেন এবং স্তম্ভ নির্ম্মাণ ও মর্ম্মর নির্ম্মিত পাদপীঠ তৈয়ারীর খরচবহনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র নন্দী মহাশয় স্তম্ভের চতুর্দ্দিকস্থ রেলিং নির্ম্মাণের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। জি, পাল এণ্ড সন্সকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য এপর্য্যন্ত মাত্র ১৮০১৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং তহবিলে ২৮০০৲ টাকা মজুদ আছে। স্মৃতি কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে এখনও মোটামুটি নগদ ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। স্মৃতি ভাণ্ডারে এই অর্থ দান করিয়া বহুদিনের অভীপ্সিত পবিত্র কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে সাহায্য করুন—জনসাধারণের নিকট ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

নিবেদক— শ্রীকুমারেন্দ্র নাথ ঘোষ, সম্পাদক
ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার।

গান্ধীজী

সাম্প্রদায়িক ঐক্য

(২)

"পার্লামেণ্টারী কার্য্যপদ্ধতিতে স্বাধীনতা আসিবে না। সুতরাং, সাম্প্রদায়িক চুক্তিগুলি সম্ভব হইলে যদিও ভালই বলিতে পারা যায়, তাহাদের পিছনে হৃদয়ের মিলন না থাকিলে সেগুলি মূল্যহীন। ইহা ছাড়া ভারতে শান্তি আসিতে পারে না। এমন কি, হৃদয়ের মিলন ব্যতীত পাকীস্তানও শান্তি আনয়ন করিতে পারিবে না। কেবল পারস্পরিক সেবা ও সহযোগিতার দ্বারাই এই মিলন সম্ভব হইতে পারে।

পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার ফলে অন্তরের পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই প্রথা বৈষম্যগুলিকে স্থায়ী করিতে এবং অবিশ্বাসের ভাবকে আরও গভীর করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। কি করিয়া এই সমস্যা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ইহাই প্রশ্ন। ..... আমি মনে করি যে, এইরূপভাবে ধর্ম্মের ভিত্তিতে— যাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়—মানুষে মানুষে বিভেদের সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অন্যায়। রাজস্ব, স্বাস্থ্যরক্ষা, পুলিশ, বিচার অথবা জনোপযোগী বিষয়গুলির ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কোথায়? একমাত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত রীতি ও পদ্ধতি বিষয়েই বৈষম্য থাকিতে পারে এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এই সকল বিষয়ের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। .....

এমন এক সময় ছিল যখন প্রত্যেক মুসলমানই ভারতকে তাঁহার মাতৃভূমি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। আলীভাইগণ ইহা বিশ্বাস করিতেন। .....শিশুকাল হইতেই আমি হিন্দু-মুস্লিম ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী। প্রথম পাঠ্যজীবন হইতেই ভারতের ঐক্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে।

আমি যখন আফ্রিকায় গিয়াছিলাম, তখন একজন মুসলমান মক্কেলের মোকর্দ্দমার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেখানে আমি তাঁহাদের পক্ষ লইয়া লড়িয়াছিলাম। আমি কখনও তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করি নাই। আমি আফ্রিকা হইতে পরাজিত অথবা হতাশ হইয়া ফিরি নাই। আমার কোনও কোনও মুসলমান বন্ধু আমার উপর যে গালিবর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে আমি বিচলিত নহি। আমি জানি না—আমি এমন কি করিয়াছি যাহা তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে। আমি অনন্যই একজন গো-উপাসক। আমি বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর সমস্ত জীবই ভগবানের সৃষ্ট। আমার বন্ধুগণ, বিশেষতঃ মৌলানা বারী এবং মৌলানা আজাদ, এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। আমি মুসলমানদের সহিত একত্রে ভোজন করি। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আমি সকলের সহিতই একত্রে ভোজন করি।

আমি কাহারও প্রতি কোনরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করি না। লক্ষ্ণৌএ পরলোকগত মৌলানা বারীর গৃহে আমি অতিথি হিসাবে ছিলাম। তিনি একজন অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন। উহা এমন একটি সময় ছিল, যখন পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহ ছিল না। জিন্না সাহেব অতীতে একজন কংগ্রেস সেবী ছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে ভুল পথে পরিচালিত হইতেছেন বলিয়া মনে হয়। আমি তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি এবং কামনা করি যে, তিনি যেন আমার পরেও জীবিত থাকেন। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে যখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহার বা মুসলমানদের প্রতি কোনও অন্যায় করি নাই। তাঁহারা আমাকে হত্যা করিলেও আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও নিন্দাবাদ করিব না। আমার সম্বন্ধে যে কোনরূপ ধারণা পোষণ করিবার তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি আমি আগের মতই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছি। মুসলমানগণ হয়ত সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আমাকে গালিগালাজ করিতে পারে। ইস্লাম দুর্ব্বাক্য প্রয়োগের শিক্ষা দেয় না। যদি মুসলমানগণ পবিত্র পয়গম্বরের যথার্থ অনুসরণকারী হন, তবে তাঁহার উপদেশ যথাযথভাবে পালন করুন। তাঁহাদের দুর্ব্বাক্য আমার নিকট ওলী অপেক্ষাও দুঃসহ,

তথাপি আমি তাঁহাদিগকে স্বাগত জানাইতে প্রস্তুত রহিয়াছি।

তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশবাসীগণকে তাঁহাদের কথা বুঝাইবার এবং পাকীস্তানের প্রস্তাবে তাঁহাদিগকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করুন। যদি তাঁহারা বুঝাইতে বা সম্মত করাইতে না পারেন, তবে আভ্যন্তরিক কলহের সৃষ্টি হইবে। আমি ঐরূপ দুঃখজনক হাঙ্গামা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না। ইস্‌লাম কখনও তাহার অনুসরণকারীদিগকে অপরকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয় না। ইহা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতার শিক্ষাই প্রচার করে। ঈশ্বর যে ব্রত সাধনের ভার আমার উপর দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আমার সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতেছি; এমন কি, ইহার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত। হিন্দু মুস্‌লিম ঐক্য আমার জীবনের প্রিয়বস্তু। .....

আমার মনোভাব বরাবরই পরিষ্কার ছিল এবং আছে। আমি হিন্দু বলিয়া গর্ব্ববোধ করি, কিন্তু হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্যের জন্য আমি হি হিসাবে কখনও কাহারও নিকট যাই নাই। আমার হিন্দুত্ব কোনও চুক্তির দাবী করে না। খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থনে আমার কোনও সর্ত্ত ছিল না। প্রচলিত অর্থে আমি 'রাজনীতিবিদ্' নহি।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্য ব্যতীত স্বরাজ সম্ভব নহে।"

অশ্রু অর্ঘ্য

(শ্রীগোলোকবিহারী তন্তুবায়)

ডুবে গেল বীরের বিদায়ী সূর্য্য অস্ত গগন মাঝে।
করুণ রবে শোকের বিষাণ বাজে,
হারালাম মোরা তারি সাথে আজ ভারত-ভাগ্য-রবি,
চারিদিকে তাই হাহাকার রব, ঘন বিষণ্ণ ছবি।
মৌন আকাশে বিষাদের ছায়া—বাতাস ফুঁপায়ে উঠে,
কোথা সান্ত্বনা? শোকের বেদনা-বন্যা গুমরি' ছুটে।
সবাকার মুখে 'কোথা গান্ধীজী, কোথা গান্ধীজী' রব,
অনাথ হইল ভারত আজিকে অসহায় মোরা সব!
দুর্দ্দিনে কে গো দিবে সাড়া আর? কে জাগাবে
আশা, হায়?
ঝরিবে গো; কা'র দরদী অশ্রু দুঃখীর বেদনায়?
নির্য্যাতিতের পুরোভাগে কে গো দাঁড়াবে মধুর হেসে',
সঙ্কেতে যাবে সন্দেহ-ছায়া আলো-সমুদ্রে ভেসে'?
দুঃখ বেদনা, স্বার্থ হতাশা রবে না জীবন ঘিরে—
নীরব যাতনা মরিবে কি শুধু কালের প্রবাহে ফিরে?

কে জানিত পুনঃ ভারতে জেগেছে মীর জাফরের দল
অন্ধ-স্বার্থে উপাড়ি ফেলিবে জাতির বক্ষতল!
হে মহামানব, তব প্রয়াণের গোধূলির পথ চাহি
উঠিছে হৃদয়ে—'যারে চাও প্রাণ, সেতো আর নাহি নাহি'।
ধরণীর কাছে বিদায় লইয়া চলেছে সে কোথা আজি,
ওই বুঝি ওঠে অজানা ভুবনে অভিনন্দন বাজি।
ওই ওঠে তার উলু উলু ধ্বনি, মঙ্গল আবাহন—
হেথায় কাঁদিছে বিশ্ব-মানব হারায়ে আপন জন।
হিংসারে দিল বলিদান সে যে মৃত্যুর পাদমূলে,
মহা মৈত্রীর আবেগ বন্যা ছুটিল লহরী তুলে'—
ভ্রান্ত মানবে আলোকে জাগালো, ঘুচালো অন্ধকার,
মুক্তি-বিষাণ বাজিল তাহার অন্তরে সবাকার।
মানুষের সংসারে,
প্রাণ দিলে, ওগো হে ভারত যিশু, হিংসার অবিচারে।
শান্তি-পিপাসু সে বীর উদার মর্ত্তা লোকের তীরে—
আসিবে কি আর শঙ্খ আবারে ফাল্গুনী সম ফিরে?
উঠিবে নিয়ত সূর্য্য আকাশে, হাসিবে চন্দ্র তারা,
তারে আর কভু পাব না হেথায়, যারে আজ মোরা হারা!
চিতা বুকে ওই নাই নাই রব—ধরণী নিরুত্তর,
শোকাতুর ম্লান পাণ্ডুর মুখ, বিষাদিত অন্তর।
ভারত-শ্মশানে শুনিব দেবতা তব ভৈরব গীতি—
সারা দেহমন ছেয়ে আছে তাই তোমার জীবন-স্মৃতি।
স্বাধীন সূর্য্য প্রাসিবে কি রাহু? তাই কি অন্ধকার?
কহে ইসারায়—ওঠো ওঠো জাগো, ঘুমায়োনা বীর আর।
মৃত্যুঞ্জয়, অধরে ধরিলে বিষ—
সব দ্বন্দ্বের হোক অবসান লভি তব শুভাশীষ।

এ যুগের ওগো বুদ্ধ-দেবতা ঘুচাও ধরার ব্যথা,
সাম্য-মন্ত্রে দাও দাও মুছে মানব-বর্ব্বরতা।
হতাশা তিমিরে হয় না কো যেন জাতি কভু দিশেহারা—
তুমি থেকো চির-ভাগ্য-গগনে বিশ্বের ধ্রুবতারা।

পঞ্চায়েত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এডভাইসরী কমিটি

বিহার সরকার গত ৭।৬।৪৬ তারিখে এক সারকুলার জারী করিয়া সমস্ত জিলা অফিসারদিগকে প্রতিজিলায় জিলা, থানা ও গ্রাম্য এডভাইসরী কমিটি সংগঠন করিবার নির্দ্দেশ দেন এবং পুনরায় ১২।৬।৪৬ তারিখে আর একটি সারকুলার জারী করিয়া উক্ত কমিটিসমূহের গঠনতন্ত্র, কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে বিশদভাবে নির্দ্দেশ দেন।

উক্ত সারকুলার অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ জিলার এডভাইসরী কমিটির সদস্য হইবার জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। সরকারী নির্দ্দেশে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদিও পদাধিকারে ইহার সভাপতি হইলেন, সারকুলারে ইহাও বিধান ছিল যে, কমিটির বেসরকারী সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের (বেসরকারী সদস্যদের) মধ্যে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ মর্য্যাদার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না; কেননা তিনি জিলার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। এডভাইসরী কমিটি এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে মতবিরোধ হইলে তাহা প্রাদেশিক সরকারের গোচরে আনিতে হইবে এবং সরকারী সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। কমিটি জিলার সরবরাহ এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করিতে পারিবেন। কমিটির জনসংখ্যা এবং বিশেষ প্রয়োজনাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বণ্টনাদি বিষয়ে মূলনীতি নির্দ্ধারণ করিবার অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে। কমিটির আমদানীকৃত কণ্ট্রোল দ্রব্যাদির বণ্টন পদ্ধতি ঠিক করিয়া দিবারও ক্ষমতা থাকিবে। কমিটি ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান সমবায় সমিতি সমূহের সাহায্যে অথবা সমবায় সমিতি সংগঠন করিয়া বণ্টনাদির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সাময়িকভাবে নিযুক্ত পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ (যেমন রুথ ইন্সপেক্টার, মার্কেট ইন্সপেক্টার ইত্যাদি) এই কমিটির অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে থাকিবেন। উক্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কমিটির উপদেশমত ব্যবস্থা করিতে থাকিবেন। জনসাধারণের অভিযোগ পত্রাদিরও কমিটির সভায় আলোচিত হইবার ব্যবস্থা থাকিবে। সরকার ইহাও নির্দ্দেশ দেন যে, কমিটিতে ৩ জন জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং ৩ জন ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি থাকিবে। ইহা ছাড়া কাজের সুবিধার জন্য কমিটিকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি (যাঁহাদের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন-বলিয়া বিবেচিত হইবে) সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে কো-অপ্ট করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

প্রথমে নিম্নলিখিত ১৪ জন সদস্য লইয়া মানভূম জিলা এডভাইসরী কমিটি গঠিত হ ।

(১) ডেপুটী কমিশনার, (২) ডি, এস, ও, (৩) এস, ডি, ও, (৪) শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এম, এল, এ, (৫) শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত, এম, এল, এ, (৬) শ্রীনকুলচন্দ্র সহিস, এম, এল, এ, (৭) শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ, এম, এল, সি, (৮) শ্রীজীমূত বাহন সেন, (৯) শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত, (১০) শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, (১১) শ্রীরজবিলাস মুখোপাধ্যায় (১২) শ্রীহানলাল সরাওগী, (১৩) শ্রীআত্মারাম বেড়িয়া, (১৪) শ্রীবিপিন সেথ্।

পরে কমিটিতে আরও নিম্নলিখিত ৫ জনকে অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হয়।

(১) শ্রীবীর রাঘব আচা রয়ার, (২) শ্রীঅনিল কুমার বসু, (৩) শ্রীভোলানাথ মজুমদার, (৪) শ্রীশশধর গাঙ্গুলী, (৫) সেখ সুলেমান।

কমিটি প্রথমে কতকগুলি সাবকমিটি গঠন করিয়া কার্য্যপরিচালনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরে সরকার ইহা অনুমোদন না করায়, সাবকমিটিগুলি বাতিল করা হয়।

১০।৮।৪৬ তারিখে এক পত্র দ্বারা বিহার সরকার

কেন্দ্রীয় সরবরাহ সমিতি কর্তৃক গঠিত থানা এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সমূহ থানা এবং গ্রাম্য এডভাইসরী কমিটি গঠনের পরিবর্ত্তে স্বীকার করিয়া লয়েন। জিলা কমিটি ইহাদের উপর থানা এবং গ্রাম্য কমিটির কার্য্যাদির ভার দেন।

তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত এম, ময়েড ও শ্রীযুক্ত আই, কনডুলনা, ডি, এস, ও জিলা এডভাইসরী কমিটির মারফৎ কেন্দ্রীয় সরবরাহ সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা এবং পরামর্শ করিয়া বণ্টনাদি কার্য্য করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত ময়েড যতদিন মানভূমে ছিলেন ততদিন তাঁহার সহিত পঞ্চায়েতের সম্পর্ক অতি মধুর ছিল এবং বণ্টন ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

কর্ম্ম-সংগঠন

লাগুড়ি কেন্দ্র

সদর মানভূমের এই গঠনমূলক কেন্দ্রটি বরাবাজার থানায় অবস্থিত। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে লাগুড়ি গ্রামের কর্ম্মী শ্রীবাউলচন্দ্র মাহাত নিজের ঘরেই কেন্দ্রের কাজ চালাইতে সুরু করেন। পরে গ্রামবাসীগণের চেষ্টায় গ্রামের শেষ প্রান্তে কেন্দ্র গৃহ প্রস্তুত হয় এবং লাবণ্য প্রভা চরখা কেন্দ্র নাম করণ করা হয়। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে লাগুড়ির কর্ম্মীগণের চেষ্টায় এই গ্রামে মানভূম জেলার গঠনমূলক কর্ম্মীদের একটি বৈঠক হয়। শ্রীগিরীন্দ্রকুমার দে মহাশয় এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তখন সদ্য কারা মুক্ত কর্ম্মীদের এবং কারা প্রাচীরের বাহিরের কর্ম্মীদের সম্মুখে কোনও কাজ ছিল না। তাই, জেলার কর্ম্মীগণ কি ভাবে কংগ্রেসের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সংগঠিত ভাবে জেলায় কিছু কাজ করিতে পারেন, সেই বিষয়ে আলোচনা হয় এবং গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মানভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ তখন জেল হইতে মুক্ত হইয়া অসুস্থ অবস্থায় রাঁচীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বৈঠকের আলোচনার খসড়া তাঁহার সহিত আলোচনার পর সম্মেলনে গৃহীত হয়। ইহার পর এই কেন্দ্রের কার্য্য দ্রুতভাবে প্রসার লাভ করে। মূলকেন্দ্র লাগুড়ি গ্রামের আশে পাশে ১১টি গ্রাম ইহার যোগাযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন গ্রামে ১৮৪টি চরখা নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ৯/৮॥ নয় মণ সাড়ে আট সের সুতা—প্রায় দেড় হাজার গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল।

১৯৪৬ সালের আইন সভার নির্ব্বাচন কার্য্য সুরু হইবার প্রাক্‌কালে এই গ্রামে একটি কর্ম্মী সম্মেলন হয়। নির্ব্বাচনের জন্য ভ্রাম্যমান সপ্তক বাহিনী পর্য্যটন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এখানে মিলিত হয় এবং নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীগণ স্ব স্ব দপ্তর লইয়া এই স্থান হইতেই রওনা হন। এই সম্মেলন খুব বড় হইয়াছিল এবং বক্তাগণ লাউডস্পীকার যোগে বক্তৃতা করেন। শ্রীরেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। নির্ব্বাচন কার্য্যের সপ্তক বাহিনীতে ৫০ জন কর্ম্মী এই কেন্দ্রের গ্রাম সমূহ হইতে যোগ দিয়াছিলেন এবং জিলা বোর্ড নির্ব্বাচনেও ইঁহারা উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে কর্ম্মীগণ স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে চরখার বা খাদির কাজ চালাইতেছেন। এই অঞ্চলে কোকটি জাতীয় কার্পাস চাষেরই বেশী প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। খাদি কেন্দ্র ছাড়া, ইহা বরাবাজার থানার একটি মুখ্য অঞ্চল পঞ্চায়েতের কেন্দ্র। এই স্থানের অঞ্চল পঞ্চায়েৎ এযাবৎ ১১১টি জটিল মামলার সুমীমাংসা করিয়াছেন। কর্ম্মীগণ শিক্ষার দিকেও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে জিলা বোর্ড কর্তৃক এখানে একটি সাব্‌সিডাইজ্‌ড্‌ হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হইয়াছে।

বিশ্ববার্ত্তা

বিগত ৫ই জুন আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব জর্জ্জ মার্শাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধের ফলে যুদ্ধ নিরত দেশগুলির শুধু বিরাট লোকক্ষয়ই হয় নাই, পরন্তু তাহাদের উৎপাদন শক্তি এরূপভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে যে সেখানে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ও আলানিদ্রব্য এবং যন্ত্রপাতির দারুণ অভাব দেখা দিয়া জটিল অর্থনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। আমেরিকার পক্ষে সেই দেশগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনা কর্ত্তব্য, নচেৎ আমেরিকার অধিবাসীগণ যে সমাজব্যবস্থা ও জীবনযাপনের রীতিতে অভ্যস্ত তাহা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ করিয়া ইউরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে আমেরিকার দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ তাহাদের মূল্য দিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার শক্তি নাই। এই অবস্থায় ঐ সকল দেশগুলিকে প্রথমেই নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা কি ভাবে পরস্পরের অভাব পূরণ করা সম্ভব তাহার একটী বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তৎসত্ত্বেও যে সকল দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়, তাহা আমেরিকা আপাততঃ বিনামূল্যে সরবরাহ করিবে।

সিনেট পররাষ্ট্র কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময় তিনি বলেন যে, প্রথম ১৫ মাসের জন্য সর্ব্বনিম্ন আবশ্যকীয় ঋণের পরিমাণ ৬৮০,০০০,০০০ ডলার এবং বর্ত্তমান পরিকল্পনানুযায়ী সংখ্যা চারি বৎসরে ১৫,১০০,০০০,০০০ হইতে ১৭,৮০০,০০০,০০০ ডলার ঋণ দিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

সাধারণতঃই প্রশ্ন উঠে যে মূল্য না লইয়া এই বিশাল পরিমাণে দ্রব্যাদি সরবরাহ করা আমেরিকার পক্ষে নিছক বদান্যতা, না ইহার পশ্চাতে কোন গোপন অভিসন্ধি আছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমেরিকার বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে আমেরিকা অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরদেশে উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় বহু নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং আমেরিকায় উৎপাদন শক্তির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ও প্রসার হইয়াছে। এমন কি যুদ্ধ শেষ হইবার আগেই আমেরিকার উৎপাদন শক্তি দ্বিগুণ হইয়াছিল এবং সম্প্রতি তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ কথা সুনিশ্চিত যে আমেরিকার দ্রব্য সম্ভারের বর্ত্তমান চাহিদা চিরকাল থাকিতে পারে না। ক্রমশঃই অন্যান্য দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পুনর্গঠিত হইয়া প্রত্যেক দেশই স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবে। এমন কি কিছুকাল পরে সকল দেশই নিজেদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি অপর দেশে বিক্রয় করিতে উৎসুক হইবে। সেই দিন আমেরিকার ব্যবসায়ের স্রোতে ভাঁটা পড়িবে। আমেরিকা চেষ্টা করিতেছে যাহাতে এই পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় এবং আমেরিকার দ্রব্যের চাহিদা চিরকাল একটী সুউচ্চ সীমায় স্থিরভাবে থাকে। সেই জন্য শুধু মার্শাল পরিকল্পনা নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস ও বিশ্ববাণিজ্য নীতি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমেরিকা চেষ্টা করিয়া আসিতেছে যাহাতে অন্যান্য দেশে আমেরিকার শিল্পজাত দ্রব্যের প্রবেশ পথ অব্যাহত থাকে। অথচ আমেরিকা অন্যান্য দেশের দ্রব্যাদি আমদানি করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আপাততঃ বিনামূল্যে আমেরিকার দ্রব্যাদি সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এই অবস্থায় আমেরিকার প্রচলিত বাণিজ্যনীতির সহিত অপর একটী অর্থনৈতিক নীতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এ কথা সুবিদিত যে আমেরিকার বর্ত্তমান শিল্পোন্নতির মূলে একটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত প্রতিভা বা যৌথ প্রচেষ্টা বর্ত্তমান এবং তাহা পুঁজিবাদী রীতিতে গঠিত। কিন্তু অপর একটী নূতন অর্থনীতিতে প্রত্যেক দেশে রাষ্ট্রের সাহায্যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থামূলে সেই দেশের প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হয় এবং স্বাধীন প্রবৃত্তি বা প্রতিভার উপর নির্ভর না করিয়া বরং বহুক্ষেত্রে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাষ্ট্রের পরিচালনায় তাহার শিল্পের প্রসার ও গতি নিরূপিত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করিয়া জাতীয় শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য

করা হয়। বলা বাহুল্য এই নীতি আমেরিকার স্বার্থের বিরোধী। ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে বাহির হইতে সাহায্য না পাইলে সেই সকল দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা অসম্ভব। অথচ শীঘ্র মধ্যেই ঐ সকল দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে, সেই সকল দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঠাটের আমূল পরিবর্তন হইয়া নূতন অর্থ-নীতি গৃহিত হইবার সম্ভাবনা। মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য করিয়া ঐ সকল দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঠাট বজায় রাখিতে পারিলে ঐ সকল দেশে আমেরিকার বাণিজ্য দ্রব্যের পথ উন্মুক্ত থাকিবে অন্যথায় তাহা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় আমেরিকার বাণিজ্যের স্বার্থেই এই বিরাট সাহায্য পরি-কল্পনা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তবে আমেরিকার দ্রব্যের চাহিদা যাহাতে বজায় থাকে, সেইজন্য এই সাহায্য পরি-কল্পনায় এইরূপ সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে যে ঐ সকল দেশে আমেরিকার যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা স্থির হইবে সেই শিল্পের পুনর্গঠনে আমেরিকার সাহায্য-লব্ধ অর্থ কোনরূপে নিয়োগ করিতে পারা যাইবে না।

আরও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই বিশ্ব-ব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের সুবিধা লইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সর্ত্তে সাহায্য করিবার অছিলায় পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবার একটী অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং দৈখিতে পাওয়া যাইবে যে মার্শাল পরিকল্পনার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুইটী দিক আছে।

এই সম্পর্কে আমেরিকার হেনরী ওয়ালেস যে নূতন সাহায্য পরিকল্পনা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইতেই মার্শাল পরিকল্পনার দুরভিসন্ধি ও দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারা যাইবে। ওয়ালেস পরিকল্পনায় মার্শাল পরিকল্পনার দোষ-গুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ওয়ালেস পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে জাতি সংঘের অধীনে একটী জাতিসংঘ পুনর্গঠন সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ৫ বৎসরের একটী পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করিতে পারা যায়। ঐ সাহায্য ভাণ্ডার হইতে যে সকল দেশ যুদ্ধ বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা-দিগকে সর্ব্বত্র সাহায্য করিতে হইবে। রাষ্ট্রগুলির সার্ব্বভৌমত্বে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং যে ঋণ বা সাহায্য দেওয়া হইবে তাহাতে কোনরূপ রাজ-নৈতিক বা অর্থনৈতিক সর্ত্ত থাকিবে না। সাহায্য ভাণ্ডারের অর্থ কেবল মাত্র অসামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে পারা যাইবে এবং জার্ম্মানীর শিল্পকেন্দ্র রুর প্রদেশ একটী চতুঃশক্তির প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত শাসন পরিষদ কর্ত্তৃক অনুশাসিত হইবে যাহাতে জার্ম্মানী পুনরায় বিশ্বে অশান্তির সৃষ্টি করিতে না পারে।

বিগত ১লা এপ্রিল তারিখে আমেরিকার ব্যবস্থা পরিষদে মার্শাল পরিকল্পনানুযায়ী ইউরোপীয় সাহায্য বিলটী গৃহীত হইয়া ইউরোপের সাহায্যের জন্য ৫৩০,০০০,০০০ ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও গ্রীস, তুরস্ক ও চীনের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ হইয়াছে।

ভারতীয় সংবাদ

সমাজতন্ত্রীদের পৃথক দল গঠন—

ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদল নাসিকে (বোম্বাই প্রদেশে) সম্মিলিত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি-য়াছেন। তদনুসারে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী, আচার্য নরেন্দ্র দেও প্রভৃতি সমাজতন্ত্রীনেতা কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতি-ষ্ঠান ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমতী অরুণা সম্প্রতি হাওড়ার এক বিরাট জনসভায় তাঁহার দলের কর্ম্মপন্থা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন "সমাজতন্ত্রীগণ কংগ্রেস হইতে উদ্ভূত ও কংগ্রেসের সহিত তাহাদের মতভেদ পিতাপুত্রের মনান্তর মাত্র। গান্ধীজীর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের লক্ষ্য ও সমাজতন্ত্রীদলেরও উহাই আদর্শ। কি উপায়ে এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা যায়, ইহা লইয়াই মত বিরোধ।"

সম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা—

দিল্লীতে ভারতীয় বণিক সভার বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন—"ভারতের

বিভিন্ন অংশে যে প্রাদেশিকতা দেখা দিয়াছে তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে। এবিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল আমরা দেখিয়াছি। ইহা দেশকে বিভক্ত করিয়াছে এবং পরি-শেষে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান ঘটাইয়াছে। এই বিষ দূর করিতে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। অনু-রূপ প্রাদেশিকতা-বিষ দেশকে জর্জ্জরিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোককে শত্রু ভাবিতেছে এবং পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি-তেছে না। সত্বর এই সঙ্কীর্ণতা আমূল দূর না করিলে 'যুক্তভারত নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে,—নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া দেশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। এই সঙ্কীর্ণতা, এই প্রাদেশিকতা, আমাকে বড়ই বিব্রত করি-তেছে। সুখের কথা প্রাদেশিক সরকারসমূহ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং এই প্রতিষ্ঠানের সকল প্রদেশের সহিত যোগসূত্র রহিয়াছে। এইরূপ সংযোগ না থাকিলে ব্যাপার আরও শোচনীয় হইত।" পণ্ডিত জওহরলাল দেশের যুবসম্প্রদায়কে সমাজসেবায় নিয়োগ ব্যাপারমূলক করা সম্বন্ধেও আলোচনা করেন।

শিল্প ব্যবস্থা ও উৎপাদন বৃদ্ধি—

দিল্লীর বণিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু শ্রমশিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়করণ সম্বন্ধে বলেন যে, দুই একটি দেশ ছাড়া প্রায় সকল দেশই মাত্র মূল শিল্পগুলিকেই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা ভারতের নাই। অথচ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন। এই অবস্থায় তিনি শিল্পগুলিকে এই ভাবে বিভক্ত করিতে চাহেন—(১) যে-গুলিকে অবিলম্বে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা উচিত, (২) যেগুলিকে ক্রমে ক্রমে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং (৩) যেগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে রাখিয়া দেওয়াই উচিত। যেগুলি অবিলম্বে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে সেগুলির সম্বন্ধে পণ্ডিত-জী বলেন যে, তিনি এইগুলিকে সরকারী কর্ম্মচারীর দ্বারা পরিচালিত না করিয়া কোনও প্রকারের আইনসম্মত 'করপোরেশনের' মারফত পরিচালনা করাইবার পক্ষ-পাতী। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন যে, বিদেশ হইতে কলকব্জা না পাওয়া গেলে কুটির শিল্পের প্রসার করিয়া প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; লোহা, সিমেন্ট না পাওয়া গেলে মাটির ঘর তৈয়ারী করিয়াও কাজ চালাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও মালিক উভয়ের সাহায্য ও সহযো-গিতা প্রয়োজন। মাত্র গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় কোনও জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তিনি আশা করেন যে, দেশের সঙ্কট অবস্থায় শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই সময়োচিত কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

অপহৃতা নারী উদ্ধার—

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় যে সকল নারী অপহৃতা হইয়াছিলেন ভারত সরকার ও পাকীস্তান সরকারের সম-বেত চেষ্টার ফলে ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পশ্চিম পাকীস্তান হইতে ৩০৫১, পূর্ব্ব পাঞ্জাব হইতে ৩৮১২, এবং তাহা ছাড়াও ৯৭৪ জন কাশ্মীরী নারীকে পাকীস্তান হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

ভারতের শাসনতন্ত্র—

আগামী ১৮ই মে হইতে ভারতীয় গঠন পরিষদের শেষ অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ভারতের শাসনতন্ত্রের যে খসড়া রচিত হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত আলোচনা হইয়া আগামী জুন মাসের মধ্যেই শাসনতন্ত্র রচনা সম্পূর্ণ করি-বার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

ডাক ব্যবস্থার উন্নতি—

২৯শে মার্চ্চ তারিখে একটি প্রশ্নের উত্তরে যোগাযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ রফি আহমেদ কিদোয়াই ভার-তীয় আইন পরিষদে বলেন যে, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র চিঠিপত্র বিলি হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করাই সরকারের নীতি। গভর্ণ-মেণ্ট দুই হাজার বা ততোধিক অধিবাসীর গ্রামগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ডাকঘর খোলার ইচ্ছা করিয়াছেন। দেশবাসীর প্রয়োজন বোধে আরও ক্ষুদ্রতর গ্রামেও ডাক-ঘর খোলা যাইতে পারে।

বিহার সংবাদ

শাসন ও বিচার বিভাগ—

গত ৩০শে মার্চ্চ বিহার আইন সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব-সচিব শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায় বলেন যে বিহার সরকার শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই বৎসরের মধ্যেই তুইটী বিভাগ স্বতন্ত্র করা হইবে।

নিখিল ভারত মোমিন সভার অধিবেশন—

পাটনায় নিখিল ভারত মোমিন অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ আনসারীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সমস্ত মোমিনদিগকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং মোমিনদলের রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপ বন্ধ করিয়া ইহাকে একটী সামাজিক অর্থনৈতিক দলে পরিণত করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

নিখিল ভারত মোমিন ছাত্র সম্মেলন—

২৮শে মার্চ্চ পাটনায় দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতনামা স্বামী ভবানী দয়াল নিখিল ভারত মোমিন ছাত্র সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন যে "তোমরা নিজেদিগকে প্রথমে, পরে ও পরিশেষে ভারতবাসী মনে কর এবং ভারতের জন্যই বাঁচ এবং মর।" তিনি অন্যান্য অনেক কথার পর বলেন যে "জাতি ও ধর্ম্ম তুইটী পৃথক এবং স্বতন্ত্র জিনিষ। ধর্ম্মের বদল হইলেই জাতির বদল হয় না।"

বিহার কেশরী হীরক জয়ন্তী অর্থ ভাণ্ডার—

বিহার কেশরী হীরক জয়ন্তীর সভাপতি শ্রীবিনোদানন্দ ঝা জানাইয়াছেন যে হীরক জয়ন্তীর সমস্ত টাকা তিনি বিহারকেশরী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহের হস্তে দিয়াছেন এবং ঐ টাকা যাহাতে বিহারের ছাত্রদের উন্নয়নকল্পে ব্যয়িত হয় তাহার জন্য একটী কমিটী গঠন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গার যে টাকা স্থানীয় হীরক জয়ন্তী কমিটী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহকে দেন তাহা লইয়া সেখানে ছাত্রদের জন্য একটী "শ্রীকৃষ্ণ হীরক জয়ন্তী ছাত্রাবাস" নির্ম্মিত হইবে এবং সমস্তিপুরেও ঐরূপ ছাত্রাবাস নির্ম্মাণে সাহায্য করা হইবে।

স্থানীয় সংবাদ

গঠনমূলক কর্ম্মী বৈঠক—

গত ২৮শে মার্চ্চ বেলা ৪টার সময় মাঝিহিড়া বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে মাঝিহিড়া অঞ্চলের কর্ম্মীদের একটি ঘরোয়া বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বৈঠকে পার্শ্ববর্ত্তী ২০।২৫টি গ্রামের প্রায় শতাধিক কর্ম্মী এই আলোচনায় যোগদান করেন। মানবাজার থানা কংগ্রেস ও পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মাহাত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং গঠনমূলক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য এই আলোচনায় মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। বৈঠকে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেবাগ্রামের অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গঠনমূলক কর্ম্মী সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ও মানভূমের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ২২শে চৈত্র পুরু. থানার পাকবিড়রা গ্রামে এবং ২৫শে চৈত্র বরাবাজার থানার হিড়লা গ্রামে ঐ ঐ অঞ্চলের কর্ম্মীদের লইয়া অনুরূপ আলোচনা-বৈঠকের কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

মনিহারায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—

কাশীপুর থানার অন্তর্গত মনিহারা গ্রামে স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গত বৎসর অষ্টম শ্রেণী খোলা হইয়াছিল এবং এই বৎসরে নবম শ্রেণীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জনসাধারণ এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে।

মাঙ্গুড়িয়ায় কৃষক সম্মেলন—

গত ২৮শে মার্চ্চ পুরুলিয়ার নিকট মাঙ্গুড়িয়া গ্রামে একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত কিষাণ নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ডেপুটি কমিশনার যে সকল সর্ত্ত আরোপ করিয়াছিলেন, স্বামীজী

সভায় সেগুলির তীব্র প্রতিবাদ করেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীযুক রামেশ্বর মাহাত সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রথমেই মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করিয়া একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ, কাহারও ৫০ একরের বেশী জমি থাকিবে না এইরূপ আইন পাশ ও সমস্ত জমি চাষীদিগকেই বিলি করিবার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেরাইকেলা ও খরসোঁয়ার কৃষকদিগের উপর গুলী চালনার প্রতিবাদ করিয়া, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা, মহাজনদের হাত হইতে উদ্ধারের জন্য সমবায় সমিতি ও পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রোধ করিবার এবং বিনা সর্ত্তে কিষাণ ও মজদুর নেতাদের ছাড়িয়া দিবার দাবী করিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মৌঃ আব্দুল বারীর স্মৃতিসভা—

গত ২৮শে মার্চ্চ টুণ্ডু গ্রামে মেট্যাল করপোরেশন মজদুর সঙ্ঘের উদ্যোগে অধ্যাপক আব্দুল বারীর প্রথম স্মৃতি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইউনিয়নের সংগঠনের মূলে বারি সাহেবের প্রেরণা, পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ এখানকার কর্ম্মীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বারি সাহেবের মৃত্যুতে মজুর আন্দোলন নেতৃবিহীন হইয়া যেরূপে দলগত স্বার্থ ও জাতীয়তাবিরোধী শক্তিসমূহের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্ণনা করেন। আশাকুঠি ফুলারিটাঁড় লেবার ইউনিয়নের উদ্যোগেও অনুরূপ স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেস কর্ম্মীর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা—

মানবাজার থানার জনপ্রিয় কংগ্রেসকর্ম্মী আঁকরো নিবাসী শ্রীহেমচন্দ্র মাহাতোর বিরুদ্ধে এস, ডি, ও, আদালত হইতে ফৌঃ কাঃ বিধি আইনের ১০৭ ধারার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে আগামী ১৫ই এপ্রিল তারিখে আদালতে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবার জন্য হুকুম দেওয়া হইয়াছে। অভিযোগে এই বলা হইয়াছে যে, তিনি মানভূমের ডেপুটি কমিশনার বাংলায় বক্তৃতা না করিয়া হিন্দীতে বক্তৃতা করায় তাঁহার সমালোচনা করেন এবং তাঁহার শান্তিভঙ্গ করার সম্ভাবনা আছে এবং তিনি তদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন।

ঝালিদা হাই স্কুল—

ঝালিদায় কিছুদিন হইতে একটি অভিভাবকসঙ্ঘ খাড়া করিয়া হেড মাষ্টার ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর ফলে সেখানে একটি সঙ্কট অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। হেড মাষ্টার মহাশয় ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষক স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ছাত্রেরাও কেহ কেহ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। সকল দিক দিয়া বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার ফলে স্কুলের ছাত্রগণ অভিভাবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ও হেড মাষ্টার মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের দাবী করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

গো-হত্যা নিবারণ—

গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখে আড়ষা থানার শিরিডি গ্রাম নিবাসী শ্রীসূর্য্য মাঝি কাঁটাডি হাট হইতে একটি গরু কিনিয়া আনিয়া রাত্রি ৭টার সময় বলিদান করিতে উদ্যত হইলে উক্ত থানার শ্রীকামাখ্যা চৌধুরী, মনসারাম মুদী, প্রমুখ পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস কর্ম্মী এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে হইতে বিরত করিতে সমর্থ হন। শিরিডির মাঝিগণ কখনও এরূপ কার্য্য করে নাই এবং প্রথম এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল।

মানভূমে বিহার নেতাগণের সফর—

কয়েকদিন পূর্ব্বে বিহার আইন পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শ্রীদেবশরণ সিং এবং কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সদস্য শ্রীগুপ্ত নাথ সিং মানভূমে আসিয়া কয়েকটি কুর্ম্মীক্ষত্রিয় সভায় যোগদান করেন। এই উপলক্ষে শ্রীরামপুর, জার্গো, বড়উর্ম্মা ও বাঙ্গুড়দায় কুর্ম্মক্ষত্রিয় সভার অধিবেশন হয়। তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য বিষয় এই যে, মাহাতগণের সকলকেই হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে। হিন্দীই তাহাদের মাতৃভাষা। মাহাতগণ হিন্দী বুঝিতে না পারার জন্য তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মানভূমকে বিহারে রাখিয়া অখণ্ড বিহার গঠনের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, এই সকল সভার আয়োজনের জন্য নানারূপ সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক গান, বক্তৃতা এবং জবরদস্তিমূলক প্রচার চলিতে থাকায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে।

সদর মানভূমের কিষাণদের প্রতি

দেখা গেল যে এতদিন কন্ট্রোল থাকায় চাষীর বাস্তবিক কোন লাভ হয় নাই। ধান এবং চালের দর বৃদ্ধি পাইলে তজ্জনিত লাভ চাষীরই প্রাপ্য। সেইজন্য আপনাদের বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট ধান ও চালের দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। ধান মণকরা একটাকা ও চাল প্রতি মণ তিন টাকা দর বাড়িয়াছে।

এখন হইতে গভর্ণমেণ্টের তরফে ক্রয়কেন্দ্রে সাধারণ ধান ৮৲ টাকা, সাধারণ লাল চাল ১৩৷৷০ টাকা এবং সাধারণ সাফি চাল ১৪৷৷০ টাকা দরে খরিদ করা হইবে।

গত বৎসর আপনারা ঘাটতি অঞ্চলের জন্য বহু ধান ও চাল দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এ বৎসরও আপনাদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায়। আপনাদের বাড়তি ধান ও চাল সরকারী এজেন্টের কাছে বিক্রয় করিয়া দিন। এ বিষয়ে আপনাদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেটের এজেন্টগণ বিভিন্ন ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীগোপাল মল
সেক্রেটারী
লাইসেন্সড গ্রেণ ডিলার্স সিণ্ডিকেট পুরুলিয়া।

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

খোস্, পাঁচড়া, ঘা, ফোড়া, কারবাঙ্কল্ ও কানে পুয নিশ্চিতরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরে ইহা লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। পরে লাগাইলেও পোড়া যায়গা শীঘ্রই সারিয়া উঠে।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

বি, এন, কর
বি, এম, দাস রোড,
পোঃ বাঁকিপুর
পাটনা

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩০শে চৈত্র ১৩৫৪, ১২ই এপ্রিল ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া

আরাম ও সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের গেঞ্জী

আস্থা ও বলের জন্য "শ্রীলক্ষ্মী" মার্কা
আমাদের মার্কা সরিষার তৈল
বিশুদ্ধ পরিষ্কার ঘি

সর্ব্বপ্রকার কলকব্জা তৈরী ও মেরামত,
ছুতারের যন্ত্রপাতি
আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয়
লোহার জিনিষ
আমরাই জোগাইতে পারি।

(৫)

নোটীশ

(ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনস্থ খেয়াঘাট বন্দোবস্ত)

১। এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে চাণ্ডিল ইছাগড় রাস্তার উপর সুবর্ণরেখা খেয়াঘাট—১লা জুন ১৯৪৮ সাল হইতে এক বৎসরের জন্য মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করা যাইবে।

২। ২৮।৫।৪৮ তারিখে বেলা ৯ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে উক্ত নিলাম সম্পন্ন হইবে। যাঁহারা নিলাম ডাকিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উক্ত তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত অফিসে উপস্থিত থাকিবেন।

৩। মাশুলের হার ও খেয়াঘাট সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ নিলামের পূর্ব্বেই মানভূম জেলাবোর্ড অফিস হইতে জানিয়া লইবেন।

পুরুলিয়া জেলাবোর্ড অফিস
তাং ৮।৪।৪৮

সহি—**এস্ বীর রাঘব আচারীয়র**
চেয়ারম্যান,
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মানভূম।

শঙ্কর নীটিং ইণ্ডিজেনাস্ ইণ্ডাসট্রিজ

ফ্যাক্টরী—**চাণ্ডিল।**

অতি সত্বর আমরা জনসাধারণের নানাপ্রকার প্রয়োজন মিটাইবার ও দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটী দেশীয় শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতেছি।

নানাপ্রকার ধুতি, শাড়ী, শার্টিং, কোটিং, চাদর, তোয়ালে, গেঞ্জী, অটোমেটিক বালিশ ও লেপের খোল ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রস্তুত হইবে। ইহা ছাড়া কৃষিকার্য্যোপযোগী ইস্পাত ও লৌহজাত যন্ত্রপাতি হস্তদ্বারা নির্ম্মিত হইবে। অধিকন্তু বাসগৃহের ব্যবহারোপযোগী ষ্টীল ও লৌহের নানারূপ দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইবে।

গ্রামে গ্রামে এজেন্সী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অতি সত্বর নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে।

সোল সেলিং এজেন্টস্—
রঙ্গলাল শর্ম্মা এণ্ড কোং
৩৯ তারাদাদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুরুলিয়া
ড্রাগ হাউস
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই **পেনীসিলিন** ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

খদ্দর ভাণ্ডার
—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।
পুরুলিয়া

মুক্তি

সন ১৩৫৪ সাল, ৩০শে চৈত্র সোমবার

জালিয়ানওয়ালাবাগ

১৯১৮ সালের ১৩ই এপ্রিল রামনবমীর উৎসব দিবস। পাঞ্জাবের অমৃতসর সহরে জালিয়ানওয়ালাবাগে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছে এক জনসভায়। জালিয়ানওয়ালাবাগ সহরের মধ্যে এক বিস্তৃত ময়দান; চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা, প্রাচীরের বাহিরে সহরের বড় বড় বাড়ী। ময়দানে প্রবেশ করিবার ও বাহিরে আসিবার একটী মাত্র বড় গেটের মত পথ।

সভায় সহস্র সহস্র যুবক বৃদ্ধ বালক উৎসব বেশে সজ্জিত হইয়া জনসভায় সমবেত হইয়াছে। সকলের মুখে একটা নূতন উদ্দীপনা; নূতন আলোর সন্ধানে তাহাদের উৎসুক দৃষ্টি বক্তার মুখের দিকে নিবদ্ধ।

সভা শেষ করিয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাইবে। রাত্রিতে বিরাট উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবে। ঘরে জননী, ভগিনী, স্ত্রী নিশ্চিন্তে উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত, স্বামী পুত্র ভ্রাতা দিনের অবসানে ফিরিয়া আসিবে।

রাওলাট কালা কানুন সমস্ত দেশে প্রবর্ত্তিত। কেহ সভা করিতে পারিবে না। সভায় যাইতে পারিবে না। ইংরাজের আইনে তাহা অপরাধ। ব্যক্তি স্বাধীনতা মৃত।

পাঞ্জাবের লাট চিন্তামগ্ন, সশঙ্কিত। বৃটিশ আমলে ভারতের পরাধীন জনসাধারণের এই জাগৃতি শুধু আশঙ্কার কারণই নয়, বিপদের বার্ত্তা বহন করিয়া আসিতেছে, ইহা সহ্যের অতীত।

জেনারেল ডায়ার পঞ্চাশ জন গোরা সৈন্য লইয়া জালিয়ানওয়ালবাগের প্রবেশ দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইল। মেশিনগান এমন ভাবে স্থাপিত করিল যাহাতে ময়দানের সর্বত্র অবাধে গুলী যাইতে পারে। পঞ্চাশ জন গোরা পঞ্চাশটী রাইফেল লইয়া আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জনসভা চলিতেছে। শ্রোতারা নিশ্চিন্তে সভায় বসিয়া। দৃষ্টি তাহাদের সৈন্য দলের উপর পড়িতেই, তাহারা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। কোন কিছু ধারণা করিবার বা বুঝিতে পারিবার পূর্বেই অতর্কিতে মেশিনগান ও রাইফেল হইতে গুলি চলিতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত কাল মাত্র। তারপর জনতা বিশৃঙ্খলভাবে চারিদিকে পলায়নের জন্য ছুটীতে লাগিল। কিন্তু চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর, যাইবার পথ নাই। একমাত্র বাহিরে যাইবার পথ জেনারেল ডায়ার ও গোরা সৈন্যরা আগুলিয়া থাকিয়া গুলী বর্ষণ করিতেছে।

শ্রাবণের বর্ষণের মত গুলীর ধারায় জনতা মথিত হইতে লাগিল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। আহতের আর্ত্তনাদে, মুমূর্ষুর মর্মন্তুদ কাতর ধ্বনিতে জালিয়ানওয়ালা বাগ পূর্ণ হইয়া গেল।

যতক্ষণ গুলী একেবারে না ফুরাইয়া গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গুলী চলিয়াছিল। মৃতদেহে ময়দান পূর্ণ হইয়া গেল। সংখ্যাহীন আহতদের এক বিন্দু জল দিয়াও সাহায্য করা হইল না।

সেদিন যাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহারা আর ফিরিল না। ঘরে ঘরে মায়ের উৎকণ্ঠা, পত্নীর ব্যাকুলতা, ভগিনীর ব্যগ্রতা সমস্ত উৎসবকে ম্লান করিয়া দিল। জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু, মুসলমান, শিখের মিলিত রক্ত ভারতের ম্লান শিখাকে রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া যে হোমানল প্রজ্জলিত করিয়া দিল, তাহাতে বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষ হইতে ধ্বংস হইয়া গেল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী সংক্ষেপে ইহাই। এই হত্যাকাণ্ডের পরে সমস্ত পাঞ্জাবে সামরিক আইনের প্রবর্ত্তন আরও মর্মন্তুদ। অমৃতসরে রাস্তায় রাস্তায় সামরিক বিচারে ফাঁসী, বেত্রাঘাত ও অত্যাচার উৎপীড়ন নির্ব্বিবাদে চলিতে লাগিল। মানুষকে পশুর মত বুকের ভরে চলিতে বাধ্য করা হইল। গ্রামে পুরুষদের গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া স্ত্রীলোকদের দাঁড় করাইয়া তাহাদের ঘোমটা খুলিয়া গোরা সৈন্যরা মুখে থুতু দিয়া আনন্দ করিত। সমস্ত ভারত স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের এই কঠিন আঘাত শুধু পাঞ্জাবেই নহে, সমস্ত ভারতবর্ষে, সমস্ত ভারতবাসীর বুকে এই আঘাত কঠিন হইয়া বাজিল। শতাব্দীর তন্দ্রা তাহাদের টুটিয়া গেল। পরাধীনতার লাঞ্ছনা, অপমান, বৃশ্চিক দংশনের মত ভারতবাসীকে অস্থির করিয়া তুলিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের আঘাতে নিদ্রিত ভারত জাগিয়া স্বাধীনতার মন্দিরের লক্ষ্যপথে ছুটিয়া চলিল।

এই স্বাধীনতার জয়যাত্রা সেদিন হইতে শুরু হইয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাদের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র, এই দিবস ১৩ই এপ্রিল আমাদের জাতীয় ইতিহাসে পুণ্য দিন।

সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের কথা স্মরণ করিতেছি। যে মহাত্মার অমৃত সিঞ্চনে এই মৃত জাতি নবজীবন লাভ করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিল—তিনি আর নাই। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, ধরিয়া যাহারা স্বাধীনতার হোমানলে আত্মাহুতি দিয়া গেল তাহাদের স্মৃতি জাতির স্মরণে হয়ত অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়ত ঐতিহাসিক ব্যাপার হইয়া থাকিবে, সহীদদের স্মৃতি হয়ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না, কিন্তু ইহার শিক্ষা জাতি যদি ভুলিয়া যায় তবে তাহার এই স্বাধীনতার জয়যাত্রা নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শিক্ষা আমাদের নূতন জাতীয়তার শিক্ষা, জাতীয় একতা, একত্ব বোধের শিক্ষা। সেদিন পাঞ্জাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বাংলা, বিহার, গুর্জ্জর, আসাম, মাদ্রাজ—ভারতবর্ষে প্রত্যেকটী স্থান, ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি নরনারী, নিজের লাঞ্ছনা, নিজের দুঃখ বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিল। সেদিন কোন প্রশ্ন কাহারও মনে উঠে নাই কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে পার্শী, কে খৃষ্টান। মাত্র একটী ধ্বনি, মাত্র একটী ভাবনাই সমস্ত ভারতবাসীর মনকে প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল—আমরা ভারতবাসী, আমরা ভারত মায়ের সন্তান। এই প্লাবনে ভারতবাসী ভাসিয়া চলিল—বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন আমরা এই অনুভূতিই জাগ্রত করিয়াছি, যে আমাদের পৃথক প্রদেশ নাই, পৃথক জাতি নাই, পৃথক ধর্ম্ম নাই, পৃথক সত্তা নাই—আমরা শুধু ভারতবাসী, একই মায়ের সন্তান।

আজ বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অমৃতসরের জলিয়ানওয়ালাবাগের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছি যে সেদিন সকলের মিলিত রক্তপ্রবাহে যে প্লাবন বহিয়াছিল তাহা কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই যে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব আমাদের জয়রথকে সারথীশূন্য করিয়া দিল তাহা কি আমাদের জাতির প্রতিশিরায় সঞ্চারিত হইয়া আমাদের জয়যাত্রা ব্যর্থ করিয়া দিবে? ভারতের গগনে মেঘ ধূমায়িত হইয়া দেখা দিতেছে—সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই তাহা যদি মেঘে ঢাকিয়া যায়, তবে যে রাত্রি আসিবে তাহা ভারতবাসীর চিররাত্রি। ভারতবাসী আজ তাই জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ কর—প্রার্থনা কর, সকলের মিলিত হৃদয়ের দেশপ্রেমে যেন আমরা স্বাধীনতা সূর্য্যকে মেঘমুক্ত করিয়া রাখিতে পারি। স্বার্থহীন মিলনের বন্ধনই আমাদের জীবিত করিয়া রাখিবে—যে কোন বিচ্ছেদের ভাবনা আমাদের জীবনীশক্তির অবসান ঘটাইবে। আজ ইহাই একমাত্র মন্ত্র। আজিকার স্বাধীন ভারতে ইহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

৭০০নং সারকুলার—

আদিম জাতি স্কুলগুলিতে ২১শে মার্চ্চ তারিখ দিয়া একটী সার্কুলার জারি করা হইয়াছে। সেই সার্কুলারটী এই—

মহাশয়,

মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টার মহোদয়ের ১৮।৩।৪৮ তারিখের ৭০০ নং আদেশ অনুসারে আপনাকে আদেশ দিতেছি যে—

(১)·····নিঃ প্রাঃ আদিবাসী স্কুলকে অবিলম্বে হিন্দী স্কুলে পরিণত করিবেন।

(২) খাতাপত্র হিন্দীতে লিখিবেন।

(৩) ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে হিন্দীতে সালতামামির হিসাব লিখিয়া দাখিল করিবেন।

(৪) শিশু শ্রেণীতে অবিলম্বে হিন্দী ভাষা পড়াইতে আরম্ভ করিবেন। অন্যান্য শ্রেণীতে যত শীঘ্র সম্ভব হিন্দী বই আরম্ভ করাইবেন।

(৫) ২৪শে মার্চ্চের মধ্যে আমাকে জানাইবেন যে এই আদেশ পালন করিলেন কিনা।

স্কুল সাবইনস্পেক্টার

প্রথমতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী নিয়ম অনুযায়ী এইরূপ আদেশ বিধি সঙ্গত নয়। দ্বিতীয়তঃ একটা প্রশ্ন স্বভাবতই আসে যে ইহা সম্ভবপর কিনা। বহু শিক্ষক ইহা লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন। যাহারা হিন্দী জানেন না তাহাদের পক্ষে তিন দিনের মধ্যে খাতা পত্র সালতামামি হিন্দীতে লিখিয়া দাখিল করা যে সম্ভব নয়, তাহা যিনি এই আদেশ জারি করিয়াছেন তিনিও জানেন। তথাপি এইরূপ অদ্ভুত আদেশের কারণ কি? ৭০০ নং সারকুলার হইতেই ইহার কারণ বুঝা যাইবে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

To

All the Sub-Inspector of Schools
in the district.

No. 700. 11 G-5-48 Purulia the 18th March, 1948.

On public complaints and as desired by them the 72 Aboriginal schools financed out of the special Government grant are to run on state language basis. The change should be effected at once to enable them to be shown on such a basis in the annual returns for 1947-48. As the boys of infant class have just started work they will get no difficulty All other classes will have (?) as much as possible. Please report compliance by the 25th of March, 1948 without fail.

District Inspector of schools
Manbhum.

ইহার বাংলা অনুবাদ এই—জনসাধারণের অভিযোগ অনুসারে এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী, যে ৭২টী আদিবাসী স্কুলে গভর্ণমেণ্টের স্পেশাল গ্রাণ্ট হইতে সাহায্য করা হয় সে গুলিকে সরকারী ভাষার (হিন্দি) ভিত্তির উপর চলিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তন এখনই কার্য্যকরী করিতে হইবে যাহাতে ১৯৪৭-৪৮ সালের বাৎসরিক রিটার্ণে এই গুলিকে এইরূপ ভিত্তির উপর দেখান যাইতে পারে। শিশু শ্রেণীর ছাত্রেরা সবেমাত্র কাজ আরম্ভ করিয়াছে সুতরাং তাহাদের কোন অসুবিধা হইবে না। অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীগুলিতে যত বেশীসম্ভব ইহা হইবে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে মার্চ্চের মধ্যে ইহা নিশ্চিতরূপে সম্পন্ন করিয়া রিপোর্ট করুন।

ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইনস্পেক্টর
মানভূম।

বিহার গভর্ণমেণ্টের সিলেবাস অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দিবার নীতিই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে এই যে এই সার্কুলারের বক্তব্য গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী হইয়াছে কিনা? তার পরে এই পরিবর্ত্তন কার্য্যকরী করিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে বাৎসরিক রেকর্ডে দেখাইতে হইবে—সারকুলারের প্রধান উদ্দেশ্য ইহাই বলা যাইতে পারে। শিক্ষানীতির দিক দিয়া ইহা কতদূর সমর্থনযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত তাহা বাস্তবিকই বিবেচনার বিষয়।

রামধুন ও শিক্ষালয়—

(আর একখানা সারকুলার)

To

All the Sub-Inspector of Schools
in the District of Manbhum.

No.701/5R-6-48 Purulia the 18th March, 1948

Please impress on all the Head teachers of High, Middle and primary schools that a school signboard is absolutely necessary. Each school must have a signboard of its own by the road side clearly written on black surace in white Colour in state language which has now changed from English to Devnagri. There should also be the "Ram Dhun" Song along with prayer to commemorate the memory of Shree Mahatmaji. These things should form a part of recognition conditions.

District Inspector of Schools
Manbhum.

বাংলা অনুবাদ :—সমস্ত স্কুল সাবইন্‌স্পেক্টারদের প্রতি—সমস্ত উচ্চ, মধ্যম এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বুঝাইয়া দিন যে প্রতি স্কুলের জন্য একটী সাইনবোর্ড অবশ্য প্রয়োজনীয় ; প্রত্যেক স্কুলে রাস্তার ধারে নিজস্ব একটী সাইনবোর্ড থাকা দরকার। এই সাইনবোর্ডে কালো জমীনের উপর সাদা রঙ্গে সরকারী ভাষায়—যাহা বর্ত্তমানে ইংরাজী হইতে দেবনাগরীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—লিখিত থাকিবে। শ্রীমহাত্মাজীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার সহিত "রামধুন" গাহিতে হইবে। এই বিষয়গুলি স্কুলের অনুমোদনের সর্ত্তরূপে পরিগণিত হইবে।

বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে স্কুলের অনুমোদনের জন্য এই দুইটী সর্ত্তের কোনটাই প্রয়োজ্য হইতে পারেনা। স্কুলের অনুমোদনের জন্য ড়ি, আই, নিজের খুসীমত যে কোন সর্ত্ত আরোপ করিতে পারেন কিনা তাহাই বিবেচনার বিষয়। সাইনবোর্ড না থাকিলে অনুমোদন দেওয়া হইবেনা, ইহা কি নীতি অনুযায়ী অনুসৃত হইতেছে তাহা ভাবিতেও আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় "রামধুন' লইয়া। ইহারা যাহাই করুন এই সব বিষয় লইয়া যদি ছেলেখেলা না করেন, তবেই ভাল। মহাত্মা গান্ধীর "রামধুনকে" স্কুলের অনুমোদনের সর্ত্তরূপে প্রয়োগ করিয়া গান্ধীজীর স্মৃতি রক্ষার পরিবর্ত্তে অপমান করাই হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ডাকাতির হিড়িক—

চাষ চন্দনকিয়ারী প্রভৃতি থানাতে ডাকাতি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশেষতঃ চাষ এলাকায় ট্রাক বোঝাই লোক আসিয়া ডাকাতি করিয়া যায়। ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি হইতেছে তাহা জানা যায় নাই, তবে ডাকাতি যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে প্রতিকারের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে থানাতে ডাকাতির বিষয় ডাইরী করিতে গেলে ডাইরী লওয়া হইতেছে না অথবা চুরির ডাইরী করিতে বাধ্য করা হইতেছে। এ বিষয়ে আরও অনেক গুরুতর অভিযোগ আসিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের চাষ থানা সম্বন্ধে ভাল করিয়া তদন্ত করিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। গ্রামবাসীদের উচিত সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী গ্রামরক্ষীদল গঠন করিয়া ডাকাতি যাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে এসকলের নিরাকরণ হওয়া দুষ্কর বলিয়াই দেখা যাইতেছে।

লোকেল বোর্ড—

প্রায় মাসাধিক কাল হইয়া গেল জিলাবোর্ড হইতে লোকেল বোর্ডের জন্য সদস্য কো-অপ্ট হইয়া গিয়াছে। এতদিনে তাহা গেজেটে বাহির হওয়া উচিত ছিল। কারণ তাহা না হইলে নূতন বোর্ড কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারে না। দুঃখের বিষয় এখনও তাহা হয় নাই। ধানবাদ সদর দুইটী বোর্ডেরই কাজের অসুবিধা হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সত্বর অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

তাঁতের লিষ্ট—

সূতার বণ্টনের জন্য তাঁতের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে একবার প্রতি থানা হইতে তাঁতের লিষ্ট সংগ্রহ করিয়া, থানা পঞ্চায়েতগুলি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দিয়াছিল। কিন্তু সে বিষয়ে কোনকিছুই ব্যবস্থা করা হয় নাই। সম্প্রতি তাঁতের লিষ্ট করিবার জন্য ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছে। আংরা থানা হইতে মোমিনরা অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইনস্পেক্টার বাবু গ্রামে গ্রামে না যাইয়াই সূতার ডিলালের দোকানে বসিয়াই থানার তাঁতের লিষ্ট করিতেছেন। এ বিষয়ে উচ্চতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করা হইলে তাঁহারাও এবিষয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। কয়েকজন মোমিন অভিযোগ করিয়াছেন যে ইনস্পেক্টার বাবু তাহাদের নিকট টাকার দাবী করিতেছেন। এসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা করা দরকার।

ঝালিদায় শিক্ষার ক্ষতি—

ঝালিদা হইতে স্কুল সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী নানারূপ অভিযোগ প্রায়ই আসিতেছে। আমরা ইহা লইয়া বাদানুবাদের অবসানই কামনা করি। প্রধান বিষয় হইল এই সব দ্বন্দ্ব ও কলহের ফলে হাইস্কুলে শিক্ষার অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। স্কুলের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপই হইতেছে। ইহাতে থানার জনসাধারনের শিক্ষার ক্ষতিই হইতেছে। ঝালিদা থানার জনসাধারণ সচেষ্ট হইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা না করিলে শিক্ষার খুবই ক্ষতি হইবে।

গান্ধীজী

অস্পৃশ্যতা

(১)

"আমি অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্ম্মের গুরুতম কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া মনে করি। কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই এই চিন্তা আমার মনে উদয় হয় নাই। এক সময় অজ্ঞেয়তাবাদী ছিলাম বলিয়াই যে আমি এইরূপ বুঝিয়াছি, তাহাও নহে। খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া আমার এইরূপ মনোভাবের উদয় হইয়াছে—যেমন কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন—সেইরূপ মনে করিলেও ভুল করা হইবে। যখন আমি বাইবেল বা তাহার অনুসরণকারীদের সহিত পরিচিত বা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই নাই, তখন হইতেই আমি এইরূপ মতামত পোষণ করিয়া আসিয়াছি।

যখন আমার বয়স বার পর্য্যন্ত পৌছায় নাই, তখনই আমার মনে এই ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। উকা নামক একটি ঝাড়ুদার—একজন অস্পৃশ্য—পায়খানাদি পরিষ্কার করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিত। আমি আমার মা কে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতাম যে, তাহাকে স্পর্শ করিলে কেন দোষ হইবে এবং এরূপ করিতে নিষেধ করার কারণ কি? উকাকে কোনওক্রমে ছুঁইয়া ফেলিলে আমাকে স্নান করিতে বলা হইত এবং স্বভাবতঃই আদেশ পালন করিলেও, আমি হাসিমুখে প্রতিবাদ জানাইতাম যে, অস্পৃশ্যতা ধর্ম্মসম্মত নহে এবং এরূপ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। আমি কর্ত্তব্যপালনরত সুবাধ্য সন্তান ছিলাম ; কিন্তু পিতামাতার প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়াও, আমার এই ব্যাপারে তাঁহাদের সহিত প্রায়ই বাদানুবাদ হইত। আমি মা'কে বলিতাম যে, উকাকে স্পর্শ করিলে পাপ হইতে পারে এইরূপ মনে করা তাঁহার সম্পূর্ণ ভুল ; ইহা কখনই পাপ হইতে পারে না।

স্কুলে পড়িবার সময় আমি প্রায়ই অস্পৃশ্যদিগকে স্পর্শ করিয়া ফেলিতাম ; এবং যেহেতু মায়ের নিকট কিছুই লুকাইতে পারিতাম না, তিনি বলিতেন যে এরূপ ক্ষেত্রে ইহাকে ক্ষয় করিবার জন্য একজন মুসলমান পথিককে স্পর্শ করা পবিত্র হইবার সর্ব্বাপেক্ষা সোজা উপায়। সেইজন্য আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবশতঃ আমি প্রায়ই ঐরূপ করিতাম, কিন্তু কখনও উহা ধর্ম্মতঃ করণীয় বলিয়া বিশ্বাস করি নাই।

আমাদের পরিবারে নিয়মিত ভাবে রামায়ণ পাঠ হইত। একজন ব্রাহ্মণ ইহা পাঠ করিতেন। তিনি কুষ্ঠ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে নিয়মিত রামায়ণ পাঠে তিনি সুস্থ হইবেন এবং তিনি সত্যই নীরোগ হইয়াছিলেন। আমি মনে মনে ভাবিতাম—রাম যখন একজন অস্পৃশ্যের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, তখন রামায়ণ কিরূপে মানুষকে পতিত ও অস্পৃশ্য বলিয়া ধারণার পোষকতা করিতে পারে?

আমরা ভগবানকে 'পতিত পাবন' বলিয়া ডাকিয়া থাকি। ইহাতেই দেখা যায় যে, কোনও হিন্দুকে পতিত মনে করা পাপ ; ইহা একটী শয়তানী মনোবৃত্তি। এইজন্য ইহাকে একটি গুরুতর পাপ বলিয়া পুনঃপুনঃ অভিহিত করিতে আমি কখনও ক্ষান্ত হই নাই। আমি এরূপ বলিতে চাহি না যে, বারো বৎসর বয়সেই এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে দানা বাঁধিয়াছিল, কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে তখন হইতেই আমি অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলিয়া মনে করিতাম।

আমাকে একজন গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু বলিয়া আমি বরাবরই দাবী করিয়া আসিয়াছি। আমি শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নহি। সংস্কৃতে আমার বিশেষ পারদর্শিতা নাই। আমি অনুবাদের সাহায্যে বেদ ও উপনিষদসমূহ পাঠ করিয়াছি। ফলতঃ ঐগুলির সম্বন্ধে আমার বিশেষজ্ঞের বিদ্যা নাই। আমার জ্ঞান প্রগাঢ় না হইলেও, আমি হিন্দু হিসাবে ঐগুলি অধ্যয়ন করিয়াছি এবং উহাদের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি ২১ বৎসরে পড়িবার পূর্ব্বে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও চর্চ্চা করিয়াছিলাম। কিছুদিন পর্য্যন্ত আমি হিন্দু ও খৃষ্টানধর্ম্মের মাঝখানে দোল খাইতেছিলাম। যখন মতিস্থৈর্য্য ফিরিয়া পাইলাম, আমি অনুভব করিলাম যে হিন্দুধর্ম্মের ভিতর

দিয়াই আমার মুক্তিলাভ সম্ভব, এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার বিশ্বাস আরও গাঢ়তর ও উজ্জ্বলতর হইল। কিন্তু তখনও আমি বিশ্বাস করিতাম যে আমার নিকট অস্পৃশ্যতার স্থান নাই।

হিন্দুগণ যতদিন অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিবে, যতদিন হিন্দু জনসাধারণ তাহাদের ভাইগণের একটি বিশেষ অংশকে স্পর্শ করা পাপ বলিয়া গণ্য করিবে, ততদিন স্বরাজ প্রাপ্তি অসম্ভব। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস হারাই নাই। আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, করুণা—যাহার কথা কবি তুলসীদাস উদ্দীপনাময়ী ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন, যাহা জৈন ও বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল ভিত্তি, যাহা ভাগবতের এবং গীতার প্রতি শ্লোকের প্রাণস্বরূপ—সেই করুণা, প্রেম, বদান্যতা ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে আসন লাভ করিতেছে।

জাতীয় দিবসে আমি নেলোরে ছিলাম। সেখানে অস্পৃশ্যদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং আমি আজিকার মত সেদিনও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি অবশ্যই আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করিতে চাই। আমি নরায় জন্ম গ্রহণ করিতে চাহি না। কিন্তু যদি জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আমি যেন অস্পৃশ্য হইয়া জন্মলাভ করি,—আমি যেন তাহাদের দুঃখ, কষ্ট ও অপমানের অংশ গ্রহণ করিতে পারি; নিজের এবং তাহাদের হীন অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারি। যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় তবে এই জন্যই আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হিসাবে নয়, অস্পৃশ্য হিসাবে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি ঝাড়ুদারের কাজ ভালবাসি। আশ্রমের ঝাড়ুদারকে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে আমার আশ্রমে একজন ১৮ বৎসর বয়সের ব্রাহ্মণ বালক ময়লা পরিষ্কারের কাজ করিয়া থাকে। বালকটি সংস্কারক নহে, সে সনাতন পরিবারে জাত ও প্রতিপালিত। সে নিয়মিতভাবে গীতাপাঠ ও বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করে। প্রার্থনার সময় তাহার কোমল ও মধুর মূর্চ্ছনাগুলি একই প্রেমের সুরে মিলিয়া যায়। কিন্তু সে ভাবিয়াছিল যে নিখুঁত ঝাড়ুদার হইতে না পারিলে তাহার সিদ্ধিলাভ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাহার ধারণা হইয়াছিল যে আশ্রমের ঝাড়ুদারকে ভালভাবে কাজ করাইতে হইলে তাহাকে নিজেই এইকাজ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে।

আপনাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে আপনারা হিন্দু সমাজকে পরিষ্কার করিতেছেন। সুতরাং আপনাদিগকে নিজেদের জীবন পবিত্র করিতে হইবে। আপনাদিগকে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের অভ্যাস করিতে হইবে—যেন কেহই আপনাদিগকে দোষ দিতে না পারে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ মদ্যপান ও জুয়াখেলার আসক্ত, এইগুলি হইতে আপনাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে।

আপনারা নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া দাবী করেন, হিন্দু শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। সুতরাং যদি হিন্দুগণ আপনাদের উপর অত্যাচার করে, আপনাদের বোঝা উচিত যে, দোষ হিন্দুধর্ম্মের নহে—যাহারা নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাদের। আপনাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নিজেদের শুদ্ধ করিতে হইবে; মদ্যপান, মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি দেশের সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যদের সংস্পর্শে আসিয়াছি এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রচুর সম্ভাবনা তাঁহাদের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে; তাঁহারা বা অন্যান্য হিন্দুগণ কেহই এই সম্বন্ধে অবগত নহেন। তাঁহাদের বুদ্ধি নিষ্পাপ, কলঙ্কদোষহীন। আমি আপনাদিগকে সুতাকাটা ও তাঁতবোনা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেছি, এই কাজগুলি পেশা হিসাবে গ্রহণ করিলে আপনাদের দারিদ্র্য দূর হইবে।

আপনাদের এখন উচ্ছিষ্ট গ্রহণ—যতই পরিচ্ছন্ন বলা হউক না কেন—বন্ধ করা উচিত। মাত্র শস্যই গ্রহণ করুন; পচা নয়, ভাল, পুষ্ট শস্য এবং তাহা সাদরে দেওয়া হইলে তখনই তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে। আমি যাহা বলিলাম সেগুলি সমস্তই প্রতিপালন করিতে পারিলে আপনারা দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

হিন্দুগণ স্বভাবতঃই পাপকারী নহে; তাহারা অজ্ঞতায় ডুবিয়া আছে। অস্পৃশ্যতা অচিরেই বিলুপ্ত করিতে

হইবে। যে সকল কাজের জন্য আমি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি, তন্মধ্যে দুইটি হইতেছে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও গো-রক্ষা। এই দুইটি ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইলে স্বরাজ আসিবে এবং ইহাই আমার আত্মার পরিত্রাণের পথ। ভগবান আপনাদিগকে আপনাদের আত্মার মুক্তির জন্য শেষ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যাইবার শক্তিদান করুন।

(২৭।৪।২১ তারিখে আহমেদাবাদে 'অনুন্নত শ্রেণী সম্মেলনে' গান্ধীজীর বক্তৃতা)

জিলা কংগ্রেস কমিটী, কংগ্রেস কর্ম্মি সম্মেলন, জিলা পঞ্চায়েত কমিটী, ও বিভিন্ন সমবায় সমিতির অধিবেশন

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মানভূম জিলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটি সম্মেলন করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গত কর্ম্মি সম্মেলনের পরে বহুবিধ কারণে এ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মি সম্মেলনের অধিবেশন করা সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা, ও নানা বিচিত্র পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ জিলার কর্ম্মিদের চিন্তাধারা ও কার্য্যক্রম দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরে কর্ম্মিদের দায়িত্ব আরও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে সকলে মিলিত হইয়া সুস্পষ্টভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা এবং কার্য্যক্রম স্থির করিবার জন্য এই কর্ম্মি সম্মেলন আহ্বান করা যাইতেছে। এই সঙ্গে জিলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ বৈঠক, জিলা পঞ্চায়েত ও কো-অপারেটিভ সোসাইটী গুলিরও বৈঠক হইবে।

এই সম্মেলন ও বৈঠকগুলি বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত জিতান গ্রামে নিম্নলিখিত তারিখ গুলিতে হইবে।

৩০শে এপ্রিল ১৭ই বৈশাখ শুক্রবার—জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিশেন। বেলা ৪টার সময়।

১লা মে ১৮ই বৈশাখ শনিবার—কর্ম্মি সম্মেলন। সকাল ৮টায় ও বৈকাল ৪টায়।

২রা মে ১৯শে বৈশাখ রবিবার—জিলা পঞ্চায়েতের বৈঠক। বৈকাল ৪টায়।

৩রা মে ২০শে বৈশাখ সোমবার—কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলির সম্মিলিত বৈঠক। সকাল ৮টায়।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—

জিতান গ্রাম বান্দোয়ান হইতে দুই মাইলের মধ্যে। পুরুলিয়া হইতে বেলা ১১টার পরে বান্দোয়ানের বাস ছাড়ে। বান্দোয়ানে নামিয়া ২ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া যাইতে হয়। বলরামপুর ষ্টেশন হইতেও বরাবাজার হইয়া বন্দোয়ান যাইতে পারা যায়। বলরামপুর ষ্টেশনে ট্রেনের সময়ে বান্দোয়ান যাইবার জন্য একটী ট্রাক রাখা হইবে। বরাবাজার হইতে হাঁটা পথে ১০ মাইলে মধ্যে জিতান যাওয়া যায়।

আহারাদির ব্যবস্থা—

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে সমস্ত কর্ম্মী ও সদস্য প্রভৃতি যাইবেন তাঁহাদিগকে নিজ নিজ আহারের খরচ দিতে হইবে। প্রত্যেককেই দৈনিক ১ সের চাউল ও দুই আনা, বা দৈনিক আট আনা হিসাবে দিতে হইবে।

কর্ম্মীর তালিকা—

সমস্ত থানা কংগ্রেস কমিটীকে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা যেন **২৪শে এপ্রিল ১১ই বৈশাখ শনিবারের** মধ্যে যে সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মি সম্মেলনে যোগদান করিবেন তাঁহাদের পূর্ণ তালিকা জেলা অফিসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। থানা কংগ্রেস কমিটী তালিকা এই রকম ভাবে

প্রস্তুত করিবেন যাহাতে কোন যোগদানেচ্ছু কংগ্রেস কর্মির নাম বাদ না পড়ে। এবিষয়ে থানা কংগ্রেস কমিটীর মিটিং এবং কর্মীদের বৈঠক আহ্বান করিয়া তালিকা প্রস্তুত করাই বিধেয়। কর্মি সম্মেলনে এই তালিকাভুক্ত কর্মী ব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থাদি করা সম্ভব হইবে না। থানা কংগ্রেস কমিটি বা কর্মীগণ এ বিষয়ে

বিশেষ ভাবে তাবহিত হইবেন। কর্মী সম্মেলনের জন্য পৃথক আর কোন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইবে না। থানা কংগ্রেস কমিটী ইহাই চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি বলিয়া মনে করিবেন। কর্মী এবং অন্যান্য যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা নিজ নিজ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

জেলা কংগ্রেস কমিটী—

জিলা কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণের নিকট পৃথকভাবে নিয়ম অনুসারে জিলা কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের নোটীশ পাঠান হইবে।

জেলা পঞ্চায়েত—

জিলা পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিকট জিলা পঞ্চায়েতের সম্পাদকের নিকট হইতে নিয়ম অনুযায়ী নোটীশ দেওয়া হইবে।

কো-অপারেটীভ সোসাইটী—

যে সমস্ত কো-অপারেটীভ সোসাইটী রেজেষ্ট্রি হইয়াছে—এবং যাহারা রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, সেই সমস্ত সোসাইটীর কার্য্যকর্ত্তাগণ ও ম্যানেজিং কমিটীর সদস্যগণের যুক্ত অধিবেশন হইবে। এইরূপ সমস্ত কো-অপারেটীভ সোসাইটীর সম্পাদক ও যাঁহারা এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন এইরূপ সদস্যদের নামের তালিকা জেলা পঞ্চায়েতের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

বিভূতি দাসগুপ্ত—সম্পাদক
মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটী, পুরুলিয়া।

বিশ্ববার্ত্তা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি এখনও মনে অস্পষ্ট হইয়া আসে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ এখনও যুদ্ধ-নিরত দেশগুলির বুক হইতে অপসারিত হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফল এখনও প্রত্যেক দেশকেই জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এখনই তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা করা হইতেছে। এই আশঙ্কার ভিত্তি কতটুকু সে সম্বন্ধে সাধারণতঃই প্রশ্ন উঠে।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে দুইটী শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দুইটী শিবির গড়িয়া উঠিতেছে। একদিকে আমেরিকাকে কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত দেশগুলি, বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস, তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ার কতকগুলি দেশ এবং কোমিণ্টার্ণ চীন দলবদ্ধ হইতেছে। অপরদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব ইউরোপের পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লোভিয়া, আলবেনিয়া, চীনের একটী অংশ এবং বোধহয় ফিনল্যাণ্ড অপর একটী দলের সৃষ্টি করিতেছে। একপক্ষে বলা হইতেছে যে সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যই সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অপর পক্ষে বলা হইতেছে যে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ না হইলে নিস্তার নাই।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বিরোধিতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নূতন সৃষ্টি হয় নাই। রুশীয় বিপ্লবের পর যখন হইতে সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদী নীতি গৃহীত হয়, তখন হইতেই এই বিরুদ্ধ-

ভাবের জন্ম হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শাসনব্যবস্থা পুঁজিবাদী রীতিতে গঠিত। আমরা দেখিতে পাই যে সোভিয়েট রাশিয়ার এই নূতন শাসনব্যবস্থার অতি শৈশব কাল হইতেই ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ইহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। যদিও প্রথম মহাযুদ্ধে একপক্ষে জার্ম্মানী এবং অন্যপক্ষে আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ জীবন মরণের সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল তথাপি উভয় দলেরই সম্মিলিত চেষ্টা ছিল কিরূপে রাশিয়ার নূতন শাসনব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিতে পারা যায়। বৃটিশ, আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তিবর্গের সৈন্যদল সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও এই নূতন শাসনব্যবস্থার বিরোধী দলগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করা হয়। যাহাই হোক, এই অভিযানে বিশেষ সাফল্যলাভ না হওয়ায় এবং এই অকারণ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উক্ত দেশগুলিতে জনমত গঠিত হওয়ায় তাহারা সোভিয়েট রাশিয়াকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আমরা দেখিয়াছি বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সকল কূটনীতি জার্ম্মানীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার চেষ্টায় নিয়োগ করা হইয়াছিল। কেবলমাত্র যুদ্ধের কয়েক বৎসর শুধু স্বার্থের প্রয়োজনে সাময়িকভাবে এই বিরোধিতা হ্রাস হইয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভের পর তাহাই পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিয়াছে।

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এই বিরোধিতার মূলে সাম্রাজ্য বিস্তারের দুরাকাঙ্খা না থাকিলেও এই বিরোধী দলগুলির নিজ নিজ অর্থনৈতিক আদর্শের বিস্তারের যে প্রচেষ্টা রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারতীয় সংবাদ

সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান—

নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় গণ-পরিষদে এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, অতঃপর কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে যথার্থতঃ ধর্ম্ম, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন কোনরূপ রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না এবং গভর্ণমেণ্ট ইহার জন্য আইনের আশ্রয় লইবেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—

বোম্বাইএর লয়েড্‌স্ ব্রিক্রিয়েশন গ্রাউণ্ডে আগামী ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনের জন্য "গান্ধী নগর" নির্মিত হইতেছে। ইহার পর হইতে ঐ স্থান গান্ধী নগর নামেই অভিহিত হইবে। বোম্বাইএর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত এস, কে, পাতিল উক্ত নির্ম্মাণ কার্যের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছেন।

নূতন রেলপথ—

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে রেলপথ সংযোগ রক্ষার জন্য দিল্লীতে যান-বাহন সচিব শ্রীযুক্ত জন মাথাই-এর সহিত পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বি, সি, রায় ও অপর তিন জন মন্ত্রীর মধ্যে একটী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

গোধ্‌রায় হাঙ্গামা—

সম্প্রতি গোধ্‌রায় (বোম্বাই প্রদেশ) একটী হাঙ্গামার খবর পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আশ্রয় প্রার্থীদের একটী শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়াই নাকি এই হাঙ্গামার সূত্রপাত। ইহার ফলে ১৬ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হইয়াছে; বলিয়া প্রকাশ। ঘর-বাড়ী প্রায় ৬০০ হইতে ১০০০ হাজার নষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষেরই সমান। বহু ব্যক্তি এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে ও অবস্থা বর্ত্তমানে আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে।

কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীর রাজ্য লইয়া ভারতীয় ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের যে দ্বন্দ্বের বিষয় নিরাপত্তা পরিষদে বিচারের জন্য উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ডাঃ লোপেজ, কিভাবে নিষ্পত্তির কাজে অগ্রসর হইবেন তাহা এখনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছেন না। ব্যাপার যেভাবে

গড়াইতেছে তাহাতে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দীর্ঘ দিনের জন্য স্থগিত থাকাও অসম্ভব নহে।

আশ্রয় প্রার্থীদের ব্যবস্থা—

পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদিগকে লইয়া যে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধানকল্পে, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বসতি ব্যবস্থা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি দিল্লীতে গমন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগীর সহিত দুইদিনে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রীযুক্ত মাইতি এই সম্পর্কে যে পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শ্রীযুক্ত নিয়োগীর নিকট আলোচনার্থ দাখিল করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সচিবও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমস্যা সমাধানের উপায় অবলম্বনের জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রথম দফায় ৮ কোটী টাকা ঋণ চাহিয়াছেন এবং ভারত সরকারও ঐ ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন।

গান্ধীজীর জীবনী—

প্রকাশ যে কোন একটী বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশক প্রতিষ্টান পণ্ডিত জওহরলাল প্রণীত "মহাত্মা গান্ধীর জীবনী" নামে শীঘ্রই একটী পুস্তক প্রকাশ করিবেন। মহাত্মাজীর সহিত পণ্ডিতজীর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও স্মৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এই জীবনী লিখিত হইয়াছে।

বোম্বাইএর গ্রাম আক্রান্ত—

হায়দারাবাদের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত বোম্বাই প্রদেশের তিনটী গ্রাম আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে বোম্বাইএর দেশরক্ষা সচিব তথাকার পরিষদে তাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আক্রান্তকারীদের মধ্যে হায়দারাবাদ সরকারের সৈন্য ও অন্যান্য দলগত ব্যক্তিদেরও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তবে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টও প্রদেশের অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার সম্ভব বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

হায়দারাবাদ—

এই মর্ম্মে খবর পাওয়া যাইতেছে যে হায়দারাবাদে (দক্ষিণাত্য) "অস্ত্র সপ্তাহ অনুষ্ঠান" উপলক্ষে ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ কাসিম রজভী রাজাকর দলের এক সভায় বলিয়াছেন যে, ইসলাম প্রাধান্য লাভ না করা পর্য্যন্ত কোন মুসলমান যেন অস্ত্র ত্যাগ না করে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষেও নানারূপ বিদ্বেষ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া—সিদ্দিকি-ঈ-ডেকান জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনি দ্বারা সভা ভঙ্গ করেন।

বিহার সংবাদ

বিহার সরকারের শিল্পব্যবস্থা—

বিহার সরকার নিম্নলিখিত শিল্পগুলি উন্নয়ন বোর্ডের উপদেশানুযায়ী ব্যক্তি বিশেষের থাকিতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি বা কোন কোম্পানি যদি ঐ শিল্প খুলিতে চায় তবে তাহাকে বা সেই কোম্পানিকে ২৫শে এপ্রিলের পূর্ব্বে বিহার সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। শিল্পগুলির নাম (১) তেলের কল (২) পেণ্টের কারখানা (৩) মাটীর এবং সিমেণ্টের জিনিষ (৪) টাইল (৫) ড্রেন পাইপ এবং চার (৬) কাঁচের এবং এনামেলের জিনিষ (৭) সোডা (৮) কষ্টিক সোডা ইত্যাদি।

মজঃফরপুরে শান্তি ও উন্নয়ন সম্মেলন—

ত্রিহুত বিভাগের শান্তি ও উন্নয়ন সম্মেলন মজঃফরপুরে হয়। শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদ উক্ত সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বলেন যে "হিন্দু মুসলমান জাতিভেদের সমস্যা হইতে এখন উপজাতি-ভেদ সমস্যা বৃহত্তর আকারে দেখা যাইতেছে এবং আমার মনে হয় একই জাতির ভিতর এই সমস্যা দেশের কল্যাণের পক্ষে আরও অনিষ্টকর"।

জাতীয় সপ্তাহ উদ্বোধন—

৬ই এপ্রিল বাঁকীপুর ময়দানে জনসভায় বিহারের গভর্ণর জাতীয় সপ্তাহ উদ্বোধন করেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে "আমাদের জাতীয়তাবোধের পরীক্ষার সময় আসিয়াছে এবং আমরা যেন গান্ধী জাতীয় স্মৃতি অর্থ-

ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদের জাতীয়তা বোধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি।

শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে যথাসাধ্য গান্ধী জাতীয় স্মৃতি অর্থ ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে বলেন এবং বর্ণ বৈষম্য ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে বলেন।

জমিদারী বিল—

জমিদারী বিলের আলোচনা বিহার আইন সভায় গত কয়েক দিন হইতে চলিতেছে। গত ৫ই এপ্রিল প্রধান মন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ আইন সভায় ঘোষণা করেন যে জমিদারী বিল এই অধিবেশনেই গৃহীত হইবে এবং যাহাতে বিলের আলোচনা দ্রুত আগাইয়া যায় এবং এই অধিবেশনেই গৃহীত হয় তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে রাত্রে এবং ছুটীর দিনেও আইনসভার অধিবেশন হইবে।

বিহারে হরিজন উন্নয়ন দপ্তর—

শোনা যাইতেছে যে হরিজন উন্নয়ন দপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীজগলাল চৌধুরীকে দেওয়া হইবে। বিহার আইনসভার হরিজন সভ্যদের দাবী মিটাইবার জন্যই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

রেডিও সেট বিতরণ—

বিহার সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে বর্ত্তমান বৎসরে সদর মানভূমে চারিটি রেডিও সেট বিতরণ করা হইয়াছে। যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সেটগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম—(১) মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মানবাজার থানা (২) ভূতাম নিবারণ আশ্রম, পুঞ্চা থানা (৩) হরিজন সেবক সঙ্ঘ—রঘুনাথপুর থানা (৪) হিজলা অতুলাশ্রম—বরাবাজার থানা।

গঠনমূলক কর্ম্মী বৈঠক—

৩১শে মার্চ্চ হইতে ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পুঞ্চা থানার কোনাপাড়া, কেন্দা, জামবাদ, পাকবিড়রা, ছিরুডি ও বাগদা গ্রামে গঠনমূলক কর্ম্মী বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সেবাগ্রামের বৈঠকের সিদ্ধান্ত, গঠনমূলক কর্ম্মের বিভিন্ন দিক এবং সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ম্মীদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কোনাপাড়ায় শ্রীচূনারাম মাহাত ও জামবাদে স্থানীয় প্রস্তাবিত স্কুলের হেড্‌মাষ্টার এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। জেলা কংগ্রেসের গঠনমূলক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সর্ব্বত্রই আলোচনায় যোগদান করেন। কেন্দার স্থানীয় আদিবাসীদের সহিত কংগ্রেসের আদিবাসী উন্নয়ন কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং বাগদায় শিক্ষকগণের ও গ্রামবাসীগণের সহিত বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়। পাক্‌বিড়রার শ্রীভূতনাথ মাহাতোর প্রস্তাবে স্থানীয় গঠনমূলক কর্ম্ম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটী অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ছিরুডিতে চরখা সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করা হইতেছে।

পুরুলিয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠা—

পুরুলিয়ায় কিছুদিন হইতে "জগন্নাথ কিশোর কলেজ" নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী জুলাই মাস হইতে কলেজটি খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। আপাততঃ আই. এ, ক্লাস আরম্ভ হইবে ও পরবর্ত্তী বৎসর হইতে আই, এস, সি, ক্লাসও খুলিবার চেষ্টা করা হইবে। কলেজের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলগৃহে স্কুলের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কলেজের ক্লাস হইবে। কাশীপুরের স্বর্গগত জগন্নাথ কিশোর লাল সিংহ দেওয়ের বিধবা পত্নীর এককালীন অর্থ সাহায্যে কলেজটির ভিত্তিস্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে।

গ্রামরক্ষীদলের তৎপরতা—

গত ২৪শা চৈত্র মঙ্গলবারে প্রায় রাত্রি ১২টার সময় হুড়া থানার অন্তর্গত লধুড়কার নিকটবর্ত্তী বুধুডি গ্রামে কতকগুলি চোর গ্রামে চুরি করিতে আসিলে গ্রামস্থ গ্রামরক্ষীদল তাহাদের মধ্যে একজনকে ধরিয়া পরদিন পুলিশে জিম্মা দিয়াছে। চোরের সঙ্গে একটি কুঠার ছিল এবং নিকটেই একটি প্রায় বাইশ হাতের সিঁড়ি ও কতকটা তার পাওয়া গিয়াছিল।

হিন্দী প্রচার সভা—

হিন্দীপ্রচারের জন্য বিহার প্রান্তীয় হিন্দী সাহিত্য প্রচার সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামধারী প্রসাদ বিশারদ ও পণ্ডিত বুদ্ধিনাথ ঝা কৈরব এম, এল, এ মানভূমের কয়েকটি জায়গায় সভায় বক্তৃতা করেন। ৯ই এপ্রিল পুরুলিয়ার ধর্ম্মশালায় একটি বৈঠকে শ্রীযুক্ত রামধারী প্রসাদ বলেন যে রাজভাষা হিসাবে সকলেরই হিন্দী শিক্ষা করা উচিত। অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধে, যাহার যে স্থান তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তবে হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদিগকে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা লইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তিনি স্থানীয় মুক্তি পত্রিকার উল্লেখ করিয়া বলেন যে বিভূতিবাবুর ন্যায় লোকের লেখা 'মুক্তির' হিন্দীর বিরোধিতা করা উচিত নহে। এবং আশা করেন যে তাঁহাদের বর্ত্তমান হিন্দীপ্রচারের অভিযান সার্থক হইবে। পণ্ডিত বুদ্ধিনাথ ঝা কৈরব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হইলে বিহারের বিশেষ ক্ষতি হইবে। চাষ থানার টুপরা গ্রামের সভায় ভূমিহারগণ যে ভাবে হিন্দীভাষার দাবী সমর্থন করিতেছে তাহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান সম্প্রতি শিক্ষকদিগকে যে নোটীশ দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে উহাতে সরকারকে অমান্য করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইবেন। তিনি আরও বলেন যে শ্রীশবাবু (এম, এল, এ) তাঁহাকে মানভূম সম্বন্ধে যে বীভৎস চিত্র দিয়াছিলেন তিনি তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। বরং তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনায় তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেসকর্ম্মী) তাঁহাদের বক্তৃতার আপত্তিজনক ও অযৌক্তিক অংশগুলির প্রতিবাদ করিবার জন্য ও মানভূমের আসল ঘটনা বুঝাইয়া বলিবার জন্য লিখিতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সভায় দাঁড়াইয়া অল্পক্ষণের জন্য বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সেই সময় সভার কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া জয়ঢাক ও বাঁশী বাজাইয়া সভা ভঙ্গ করা হয়। সভায় কয়েকজন স্থানীয় অফিসার ও প্রমুখ ব্যবসায়ীগণসহ প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত ছিলেন।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রেরিত পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

(১)

পুরুলিয়া কো-অপারেটিভ ষ্টোরের সেক্রেটারী শ্রীঅশোক চৌধুরী লিখিয়াছেন—পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ কর্ত্তৃক গম ও চিনি বিলি লইয়া যে সমস্যা চলিতেছে তাহা সকলের জানা দরকার। গত ১১ই মার্চ্চ ষ্টোরকে ৩০৫ মণ গমের কোটা দেওয়া হইয়াছিল ও ১৭ই তারিখে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে ডি, এস, ও উহা নাকচ করেন। জেলা পঞ্চায়েতের ১লা এপ্রিলের পত্রে জানা যায় যে ষ্টোরকে ২৪শে মার্চ্চ ২৩৫ মণ গম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ষ্টোর ইহার কোনও খবর পায় নাই। এইভাবে ১১ই মার্চ্চ তারিখে ৬৯০ মণ চিনি মঞ্জুর করিয়া ১৬ই তারিখে উহা নাকচ করা হয়। ৩০শে মার্চ্চ আবার জানানো হয় যে ষ্টোরকে ৬৩০ মণ চিনির কোটা দেওয়া হইয়াছে। ৫ই এপ্রিল তারিখে চিনির ক্রয় বিক্রয় দর সম্বন্ধে জানানো হয় যে ষ্টকিষ্টগণ টাকার সুদ, গুদাম ভাড়া ইত্যাদি বাবদ মণপ্রতি কণ্ট্রোল দর ২৩৵৩ অপেক্ষা ৷৵৩ হিসাবে বেশী পাইবেন, তবে কো-অপারেটিভ ষ্টোরগুলিকে খুচরা দর সেরপ্রতি ৷৵৩ হিসাবে (কণ্ট্রোল দর ৷৵৯ অপেক্ষা দুই পয়সা কম) বিক্রয় করিতে হইবে। সেল ট্যাক্স, গোশালা, কুলী খরচ প্রভৃতি লইয়া মণপ্রতি অন্ততঃ ২৪৷০ দর পড়ে। কাজেই মণপ্রতি ১৵০ হিসাবে লোকসানে উহা বিক্রয় করিতে হইবে। যদি কণ্ট্রোল দর ৷৵৯ হিসাবে বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় তবুও হিসাবে মণপ্রতি ৵০ আনা মাত্র লাভ থাকিতে পারে। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

---

(২)

পাড়া থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—গত ৮৩৷৪৮ তারিখে আনাড়া কেন্দ্রে স্কুল সাবইন্সপেক্টার শিক্ষকগণকে যে বাধ্যতামূলক হিন্দী শিক্ষার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন তাহার যথাযথ বিবরণ মুক্তিতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী সংখ্যায় তিনি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেও সুখী হইলাম। উক্ত কেন্দ্রে বহু শিক্ষকের সম্মুখে তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি প্রকাশ্যভাবে উহা ব্যাঘাতামূলক নহে বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন আশা করি ঐরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে না।

(৩)

মোক্তার ও জেলাবোর্ড সদস্য (গভর্ণমেণ্ট মনোনীত) শ্রীরাজকিশোর মাহাত ২৩শে চৈত্র তারিখের মুক্তিতে প্রকাশিত 'মানভূমে বিহার নেতাগণের 'সফর' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদে লিখিয়াছেন— 'মাহাতগণের সকলকেই হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে,' সভায় এইরূপ উক্তি কেহ করেন নাই। রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে হিন্দী সকলকেই শিখিতে হইবে, ইহাই নেতাগণের বক্তব্য ছিল। তাঁহারা বলেন যে, কুর্ম্মালি ভাষা হিন্দীরই অপভ্রংশ। সভাগুলিতে কুর্ম্মীক্ষত্রিয় ছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, প্রতি বাঙ্গলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণীর পর হইতে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী অবশ্যই পঠনীয় করা হইয়াছে। হিন্দী অথবা ইংরাজিতে অফিসের কার্য্য চলিবে। কাজেই রাষ্ট্রভাষ হিসাবে হিন্দী সকলেরই শিক্ষা করা উচিত। সভার আয়োজনের জন্য সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ গান, বক্তৃতা বা জবরদস্তিমূলক প্রচার করা হয় নাই, জাতির সামাজিক উন্নতিবিধান, কৃষি, শিক্ষা ও কুটির শিল্পের উন্নতি বিষয়ে আলোচনাই সভাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল। বাঁগুড়দা স্কুল প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন লইয়া প্রথমে কিছু মত ভেদ হইলেও পরে সভার দিনে সকলেই সভার কার্য্যে যোগদান ও সভা সুসম্পন্ন করেন। শ্রীকৃশধ্বজ মাহাত, তুলসী মাহাত, হরিপদ মাহাত প্রভৃতি জেলা বোর্ড সদস্যগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। কোথাও কোন ভীতিপূর্ণ বক্তৃতা বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করা হয় নাই।

(৪)

বরাবাজার থানার ছেড়্যা নিবাসী শ্রীশম্ভু মাহাত লিখিয়াছেন—গত ২৭৷৩৷৪৮ তারিখে বাঁগুড়দা এম, ই, স্কুল প্রাঙ্গণে কুর্ম্মীক্ষত্রিয় সমাজের উন্নতির আলোচনার উদ্দেশ্যে কুর্ম্মীক্ষত্রিয় সভা আহূত হয়। কিন্তু সভাতে উপস্থিত কুর্ম্মীক্ষত্রিয় ভাইগণের মনে কি ধারণা হইয়াছিল তাহা জনসাধারণের জানা প্রয়োজন। স্পষ্টতঃ বলা যাইতে পারে যে উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রচার। সভায় প্রচার করা হয় যে হিন্দী কুর্ম্মীক্ষত্রিয়দের মাতৃভাষা। কিন্তু প্রচারের দ্বারা মাতৃভাষার সৃষ্টি হয় না—কেবল বিভেদের সৃষ্টি হয়, যাহা জাতির মঙ্গলের অন্তরায়। এইসব অপচেষ্টার ফল আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। কুর্ম্মীক্ষত্রিয় ভাইগণ যেন এই সকল অপপ্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত না হন।

(৫)

মানবাজারের গ্রাম্য যোগাশ্রমের শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন—মেলায় শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ দায়ী। হঠাৎ একদিন একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর গোপনে ৩৫ জন বিশিষ্ট লোককে ডাকাইয়া শান্তিরক্ষার সম্পর্কে কি এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়া আনিয়াছেন বলিয়া রটনা হইয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি। মানবাজার মেলায় মদ ও জুয়ার স্থান ছিল না। অসৎ পথে আয়ের সমস্ত উপায় সতর্কভাবে বন্ধ করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় পুলিশের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব লইতে ইতস্ততঃ করিবার কারণ কি? চৈত্র সংক্রান্তিতে বুধপুরীতে শিবের গাজনের মেলায় ও পরবর্ত্তী গাজনের মেলাগুলিতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব লইবে কে? এইসব মেলায় মদ ও জুয়ার যে অবাধ ব্যবসায় চলিবে তাহা বন্ধ করিবার জন্য মানবাজার থানার পুলিশ, পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েতগণ যদি চেষ্টা না করেন, তবে ইহাদিগকে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য দায়ী করা চলে কি না, তাহা জনসাধারণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ঘোস্, পাঁচড়া, ঘা, ফোড়া, কারবাঙ্কল্ ও কানে পুষ নিশ্চিতরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইলে অব্যবহিত পরে ইহা লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। পরে লাগাইলেও পোড়া যন্ত্রণা শীঘ্রই সারিয়া উঠে।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

বি, এন, কর
বি, এম, দাস রোড্
পোঃ বাঁকিপুর
পাটনা

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত তারিখে নিম্নলিখিত মহালে উপস্থিত থাকিয়া অত্র ষ্টেটের খাস জমিনাদি সর্ব্বোচ্চ ডাকে আমি বন্দোবস্ত করিব। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সেলামীর এক চতুর্থাংশ টাকা জমা দিতে হইবে এবং তৎপর ১৫ দিনের মধ্যে সমগ্র বাকী টাকা জমা দিতে হইবে; না দিলে পূর্ব্ব দাখিলি সিকিটাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। সমস্ত বন্দোবস্তই পুরুলিয়ার সাবজজ বাহাদুরের মঞ্জুরী সাপেক্ষে হইবে। যদি তিনি কোন ডাক যোগ্য মনে না করেন তাহা হইলে দাখিলি টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং ঐ বন্দোবস্ত নাকোচ করা হইবে। ইতি—৭।৪।৪৮

মহালের নাম	তারিখ
১। পাঁচথুপী (মুর্শিদাবাদ)	২২।৪।৪৮ ও ২৩।৪।৪৮
২। কল্লা (মুর্শিদাবাদ)	২৪।৪।৪৮ ও ২৫।৪।৪৮
৩। বগতোড় (বীরভূম)	২৬।৪।৪৮ ও ২৭।৪।৪৮
৪। শ্রীপুর (বীরভূম)	২৮।৪।৪৮ ও ২৯।৪।৪৮
৫। ঘোষগ্রাম (বীরভূম)	৩০।৪।৪৮, ১।৫।৪৮ ও ২।৫।৪৮
৬। গোপালপুর (বীরভূম)	৩।৫।৪৮, ৪।৫।৪৮ ও ৫।৫।৪৮

স্বাঃ—শ্রীঅমলাকান্ত সরকার, রিসিভার
ত্রৈলক্যনাথ সম্পদ ট্রাষ্ট এষ্টেট, পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৬ই বৈশাখ ১৩৫৫, ১৯শে এপ্রিল ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া

আরাম ও সৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের গেঞ্জী

স্বাস্থ্য ও বলের জন্য

আমাদের "শ্রীলক্ষ্মী" মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল

বিশুদ্ধ পরিষ্কার ডাল

সর্ব্বপ্রকার কলকব্জা তৈরী ও মেরামত,

ছুতারের যন্ত্রপাতি

আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয়

লোহার জিনিষ

আমরাই জোগাইতে পারি।

বিজ্ঞাপন

আদর্শ রন্ধনশালার আদর্শ কড়াই
হরিশ মার্কা কড়াই ও লক্ষ্মী মার্কা বালতি
সোল এজেন্ট :—লক্ষ্মী হার্ডওয়ার ষ্টোরস
প্রোঃ গোবিন্দ চন্দ্র কুণ্ডু সত্যনারাণ পাল
৫৫৪ নং জি, টি, রোড, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।
মানভূম ষ্টকীষ্ট—নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত,
পুরুলিয়া।

NOTICE

Due to summer the office hours of Dhanbad Sub-Regional Employment Exchange, have been changed to 6-30 A. M. to 12-30 P. M. on all working days.

Sd/ Sub-Regional Employment Officer.

শঙ্কর নীটিং ইণ্ডিজেনাস্ ইণ্ডাসট্রিজ

ফ্যাক্টরী—চাণ্ডিল।

অতি সত্বর আমরা জনসাধারণের নানাপ্রকার প্রয়োজন মিটাইবার ও দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটী দেশীয় শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতেছি।

নানাপ্রকার ধুতি, শাড়ী, শার্টিং, কোটিং, চাদর, তোয়ালে, গেঞ্জী, অটোমেটিক বালিশ ও লেপের খোল ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রস্তুত হইবে। ইহা ছাড়া কৃষিকার্য্যোপযোগী ইস্পাত ও লৌহজাত যন্ত্রপাতি হস্তদ্বারা নির্ম্মিত হইবে। অধিকন্তু বাসগৃহের ব্যবহারোপযোগী ষ্টীল ও লৌহের নানারূপ দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইবে।

গ্রামে গ্রামে এজেন্সী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অতি সত্বর নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে।

সোল সেলিং এজেন্টস্—
লক্ষ্মীলাল শর্ম্মা এণ্ড কোং
৩৯ তাঁরাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

বসত বাড়ী বিক্রয়—পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যগত দূরবর্ত্তী রাঁচি লাইনের কোলাহল মুখরতা বর্জ্জিত উত্তর প্রান্তে বরাকর রোডের সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে প্রায় ৭।৮ কাঠা সীমা বেষ্টিত স্থানের উপর লোহার কড়ি বরগা সংযুক্ত বারাণ্ডা সহ তিন কুঠরি দালান সত্বর বিক্রয় করা হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাত বা অনুসন্ধান করিবেন

শ্রীহরিত মোহন সেন
বলরামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক,
পোঃ আঃ রাঙ্গাডি, মানভূম।

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—
চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ
ও যাবতীয় সরঞ্জাম
পাওয়া যায়।
পুরুলিয়া

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেসক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ৬ই বৈশাখ সোমবার

নববর্ষ

১৩৫৪ সাল শেষ হইয়া গেল। ১৩৫৫ সালের প্রারম্ভে তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি যাঁহারা জনহিতের জন্য নিজের জীবন আহুতি দিয়া মানবকে কল্যাণের পথের সন্ধান দিয়াছেন। দেশবাসীকে আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের ইহাই প্রথম নববর্ষ। যে বৎসর শেষ হইয়া গেল তাহা আমাদের জীবনে, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গত বৎসরেই সমস্ত পৃথিবী মহাত্মা গান্ধীকে হারাইয়াছে।

ভারতবর্ষ গত বৎসরেই স্বাধীনতালাভ করিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমানের পরস্পর দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে একদিকে কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করিয়াছে—অন্যদিকে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব্ব সাধনার চরম বিকাশ এই বৎসরকে মহিমান্বিত করিয়াছে। বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে বিগত বৎসরের মত অন্য কোন বৎসরই ভারতবাসীর জীবনে আসে নাই। নববর্ষের প্রারম্ভে তাই বিগত বৎসরের গুরুত্ব ও মহিমাকে, দুঃখ, বেদনা ও আনন্দের মধ্য দিয়া স্মরণ করিতেছি। বিগত বৎসর আমাদের দেশে একদিকে মানুষের চরম পাশবিকতায় কলঙ্কিত, আর একদিক দিয়া তাহা পরম দেবত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত। মানুষের নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা ও স্বার্থপরতার চরম দ্বন্দ্ব—মানুষের মধ্যে যে প্রেম, ত্যাগ ও বৈরাগ্য আছে, তাহা বিনষ্ট করিতে পারে না। মানুষের জীবনে ইহাই আশার আলো। এই আশার বাণী লইয়াই আজিকার নববর্ষকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি।

১৩৫৫ সাল আমাদের জীবনে কি বহন করিয়া আনিবে তাহা আজ আমরা জানি না। ভারতবর্ষে ও সমস্ত পৃথিবীতে ঘটনার সমাবেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মানুষের মনে শঙ্কারই সৃষ্টি হইতেছে।

সমস্ত পৃথিবী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জের সামলাইবার পূর্ব্বেই আবার যেন তৃতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের ধ্বংসের যে সাধনা ইউরোপ করিয়া আসিতেছে তাহার চরম পরিণতির জন্য সমস্ত দেশগুলিতে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। ইউরোপে জার্ম্মানী ও এসিয়াতে জাপান মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফরাসীশক্তিও সামর্থ্যহীন। পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব লইয়া এখন পৃথিবীর তিন প্রবল শক্তি ইংরেজ আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে ইংরেজ ও আমেরিকা, অপরদিকে রাশিয়া। এই বাক্‌যুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধের ভূমিকা বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। তাহার যুক্তিযুক্ত কারণও অনেকে দেখাইতেছেন। পৃথিবীর মানবতা সত্যই আজ বিপদের সম্মুখীন। ধ্বংসলীলা কি ভাবে কোথা দিয়া যে আরম্ভ হইবে তাহার আশঙ্কায় সকলেই চঞ্চল।

ভারতবর্ষের আকাশও ধূমায়িত। কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানাদারদের সহিত ভারত সরকারের যুদ্ধ চলিতেছে। হায়দ্রাবাদ লইয়া কখন কি ঘটে তাহা বলা যায় না। পাকিস্তান ও ভারতীয় সীমান্তে সর্ব্বদাই পাকিস্তান হইতে অশান্তি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। নানা সমস্যার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নানা বৈঠকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু ফলপ্রসূ হইতেছে না। ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থাও আনন্দের নহে। জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভের পর যে অবস্থার আশা করিয়াছিল তাহাতে তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে। পতিত, দরিদ্র ও শোষিত জনসাধারণ যেমন অসহায় ছিল তেমনি আছে। পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট সম্প্রদায় ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া তাহাদের প্রভাব বাড়াইতেছে। যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে আত্মচেতনা ও আত্মনির্ভরতা আনিতে পারিত তাহা নানাভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয়তা—সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও উপজাতীয়তায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

সততা নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা আজ উপহসিত। দুষ্ট যাহারা তাহারা উৎসাহিত, শিষ্ট যাহারা তাহারা নিন্দিত ও পীড়িত। নববর্ষে আজ স্বাধীন দেশকে আমরা এই অবস্থায় দেখিতেছি।

কিন্তু জাতির অগ্রগতি তরঙ্গের মত। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকালে ভারতবর্ষে যে নৈতিক উত্থান হইয়াছিল —স্বাধীনতা লাভের পরে সেই ভারতেরই নৈতিক পতন হইয়াছে। এই নৈতিক পতন হইতে ভারতের উত্থানই তাহার জাতীয় উত্থান। জাতির অন্তরের সঙ্গে যাহাদের সংযোগ আছে তাহারা অনুভব করিতেছেন যে, উন্নতি বিধায়ক কোন পরিকল্পনাই, কোন প্রচেষ্টাই সাফল্য লাভ করিতে পারে না—যদি সমগ্রভাবে জাতির নৈতিক জীবনের উত্থানের জন্য চেষ্টা না করা যায়। নৈতিক অবনতি যেন জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। জাতীয় জীবনের কোন স্তরই যেন ইহা হইতে মুক্ত নয়। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে জাতির ভবিষ্যত অন্ধকারময়।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সাধনা দ্বারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি আমরণ জাতিকে ইহাই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংকর্মীরা এবং অনুচরেরাও বহুক্ষেত্রে ইহা গ্রহণ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা দেশকে গঠন করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাতে সত্যকার জাতির অন্তরাত্মা জাগ্রত হইতেছে না। বাহ্যিকভাবে খানিকটা প্রলেপের কাজ হয়ত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে মূলগত কোন উন্নতি হইবে না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা ইহা বড় কঠোরভাবে উপলব্ধি করিতেছি এবং যতই দিন যাইতেছে ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া বদ্ধমূল হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান—জাতির ধারক ও বাহকগণ বিপরীত পন্থায় সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। গান্ধীজীর তথাকথিত অবাস্তব পন্থায় অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে—জাতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিবার উহাই একমাত্র বাস্তব পথ।

আজ নব বৎসরে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—নূতন করিয়া স্বদেশের দীক্ষা গ্রহণ করা। স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকদের এই নূতন করিয়া দীক্ষা লওয়ার মধ্যেই আমাদের উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। আমরা কি করিয়াছি তাহা বড় কথা নয়, আমরা কি করিতেছি এবং করিতে পারিব তাহারই উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

নব বৎসরে এই সত্যের সাধনার দীক্ষাই আমাদের সর্ব্বোত্তম দীক্ষা হইবে। সমস্ত প্রকার কলুষতা বিবর্জিত হইয়া মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিয়া ভালবাসিবার ও সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির যে ত্যাগ-ভাবনা, তাহাই বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের মূল ভিত্তি। যিনি এই সত্যের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন তিনি আজ দেহীরূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথ ও উপলব্ধ সত্য তিনি জাতির জীবনের সম্বল স্বরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। নব বৎসরে এই সম্বলকে পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়া জাতির জয়যাত্রা আরম্ভ হোক। জাতির দৃষ্টি কলুষবর্জ্জিত, ভাবনা সংস্কার বর্জ্জিত ও আচরণ স্বার্থবর্জ্জিত হোক। নববর্ষে জাতি নিজের প্রকৃত কল্যাণের পথ চিনিয়া লউক, ইহাই প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতীয় পতাকার যথেচ্ছ ব্যবহার—

স্বাধীন ভারতে জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে সকলের প্রেম ও শ্রদ্ধা শুধু বাঞ্ছনীয়ই নহে, অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু জাতীয় পতাকা যে ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে বহু স্থলে ইহাকে খেলো করিয়া তোলা হইতেছে। রিক্সা, ট্রাক, বাস প্রভৃতিতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার তো হয়ই, তাহা ছাড়া রুমাল, আসন প্রভৃতি এমন দ্রব্য খুব কমই আছে যাহা লোকে নানাভাবে জাতীয় পতাকা দ্বারা সুশোভিত না করিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার জাতীয় পতাকার সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখে না। জাতীয় পতাকা জাতির সম্মানের জিনিষ। বিশেষ জাতীয় উৎসবে ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই ইহার বিধিসঙ্গত ব্যবহার ইহার মর্য্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখে। অন্যান্য স্বাধীন দেশে

তাহাদের রাষ্ট্রীয় পতাকা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয় না। ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা ইহার মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অব্যবস্থা চরমে উঠিয়াছে। সহরে বসন্তের প্রকোপ ভয়াবহরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান বা প্রতিকারের কোনই ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না। সহরের দুই সীমানায় দুইটী বাঁধ, বুড়াবাঁধ ও এডওয়ার্ডস ট্যাঙ্ক কাটিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সহরের লোকের স্নান ইত্যাদির যে রকম অসুবিধা হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। অথচ এগুলি পুনর্খননের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বর্ষাকাল আসিতে বেশী দেরী নাই—সুতরাং এখন হইতে ব্যবস্থা না করিলে এবৎসর হয়ত হইয়াই উঠিবে না। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজ্জনক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে সাহেব বাঁধ। এই একমাত্র পানীয় জলের পুষ্করিণীতে স্নান করা, কাপড় কাচা, মোটর ধোয়া, গরু বাছুর ধোয়া সমস্ত কাজই অবাধে চলিতেছে। রাস্তাঘাট, ড্রেন প্রভৃতি অপরিষ্কারই থাকিয়া যায়। এ অবস্থায় সহরে সংক্রামক রোগ যে বাড়িয়াই চলিবে তাহা স্বাভাবিক। কর্ত্তৃপক্ষ উদাসীন; কিন্তু সহরের জনমত যদি সক্রিয় হইয়া ইহার ব্যবস্থা না করে তবে আর কোন উপায় নাই। সহরের জনসাধারণ এবিষয়ে চিন্তা করিয়া সক্রিয় হইবেন কি?

জলসুচের দুর্গতি—

চাণ্ডিল থানার তুলমী একটি অতিপ্রাচীন গ্রাম। বহু পুরাকীর্ত্তির সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। জনসাধারণের জলসেচনের সুবিধার জন্য এখানে ৭০।৮০ বিঘা লইয়া একটি বিরাট বাঁধ ছিল। এই বাঁধের ফলে ২০।২৫ হাজার মণ ধানের জমিতে কখনও জলাভাব হইত না। সম্প্রতি ৪।৫ বৎসর হইল চাণ্ডিলের জমিদার এই বাঁধটি দখল করে। বর্ত্তমানে ইহা আর বাঁধরূপে বর্ত্তমান নাই। সামান্য একটু চিহ্নমাত্র রাখিয়া জমি বন্দোবস্ত করা হইতেছে। জমি বন্দোবস্ত লইবার জন্য থানায় একটিও লোক পাওয়া যায় নাই, পরে দুএকটি লোক পাওয়া গিয়াছে। এই বাঁধটি নষ্ট করিয়া দিবার ফলে ২০।২৫ হাজার মণ ধানের জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসীদের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। কর্ত্তৃপক্ষের উচিত এবিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া এই বাঁধটিকে পুনরুদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করা। গ্রামবাসীগণ অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছে। কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে এবিষয়ে ব্যবস্থা করা দরকার।

বিচারের বিলম্বে শস্যহানি—

বরাবাজার থানার ভেলাডি মৌজার শ্রীপঞ্চু মাহাত দিগরের সহিত রাওতড়া ও অন্যান্য গ্রামবাসী বাঁকু মাহাত দিগরের গড়্যা, পিরবাঁধ প্রভৃতি ৩টি বাঁধের জলসেচন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। গ্রামবাসীগণের অভিযোগ এই যে বরাবর তাহারা ঐ সকল বাঁধ হইতে জল ঝিটিয়া আপ, তরীতরকারী প্রভৃতির আবাদ করিয়া থাকে। আদালতে দরখাস্ত করা হয় ও গত আশ্বিন মাসে তাহার এনকোয়ারী হইয়া নোটীশ হইয়া মোকদ্দমা চলিতেছে। কিন্তু এখনও তাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। জলাভাবে আবাদগুলি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আশ্বিন হইতে এই বৈশাখ পর্য্যন্ত ৮ মাস হইয়া গেল, বাঁধের জল শুকাইয়া গেল—আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে চাহিয়া শস্যগুলি বাঁচিয়া থাকিবে না। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং আদালতের অধিকারীরা এইসব বিষয়গুলির প্রতি একটু বিবেচনাপূর্বক নজর দিন। লোকে বাস্তবিকই কোন কূল কিনারাই যে পাইতেছে না। কোথায় গেলে কি ভাবে তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগগুলির সময়মত প্রতীকার লাভ করিবে তাহার কোন হদিসই কেহ খুঁজিয়া পাইতেছে না। এখনও কি এই সব ব্যবস্থাগুলির প্রতিকারের সময় হয় নাই?

স্কুল ও সিনেমা হল—

আদালতের পশ্চিমদিকে হিন্দোরিয়া স্কুলের নিকট যে ত্রিকোণাকার জমি আছে সেখানে একটি সিনেমা হল করিবার জন্য স্থানীয় এক ব্যবসায়ী আবেদন করিয়াছে। এইসব বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটীর

মতামত চাহিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটী একটি জরুরী মিটিং আহ্বান করেন ইহা বিবেচনার জন্য। আলোচনা পরবর্ত্তী মিটিং এর জন্য স্থগিত আছে। এই সিনেমা হল সম্বন্ধে মতামত দিবার সময় মিউনিসিপ্যালিটির বহু বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার। তাঁহারা যেন মনে না করেন যে জনসাধারণ যেহেতু তাঁহাদের নির্ব্বাচিত করিয়াছেন সেই হেতু তাঁহারা যথেচ্ছাচার করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই সিনেমা হল কিছুতেই হইতে দেওয়া উচিত নয়। স্কুল ও প্রস্তাবিত কলেজের তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি ত হইবেই, তাহা ছাড়া জনস্বার্থের দিক দিয়াও ক্ষতি হইবে। নানাদিক দিয়া সহরের ত নানা সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির জনস্বার্থের প্রতি উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা চরমে উঠিয়াছে। আশাকরি কমিশনারগণ সহরের অধিবাসীদের আর অধিক উৎপীড়ন করিবেন না।

কাপড় ও কেরোসিন—

এই দুইটি দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলেও ইহাদের নির্দ্ধারিত মূল্য রহিয়াছে। মিল বা ফ্যাক্টরী হইতে যাঁহারা আমদানী করেন তাঁহারা উক্ত দ্রব্যাদি নির্দ্ধারিত মূল্যেই পাইয়া থাকেন। অথচ ক্রেতা-জনসাধারণকে খুচরা বিক্রয়ের মূল্যের কোনও স্থিরতা নাই। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামত দ্বিগুণ বা ততোধিক মূল্যে কাপড় ও কেরোসিন বাজারে বিক্রয় হইতেছে এবং অন্য কোনও উপায় না থাকায় জনসাধারণকে দায়ে পড়িয়া ঐরূপ অন্যায় মূল্য দিতে হইতেছে। জিনিষের অভাবের জন্যই এইরূপ দর বাড়িতেছে, তাহা ঠিক বলা চলে না। কারণ আমদানীকারক ব্যবসায়ীগণ অনেক কম মূল্যে জিনিষ পাইতেছেন এবং তাঁহাদের নিকট বেশী মূল্য দিলে যথেষ্ট জিনিষ পাওয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় কোন্‌খানে যে প্যাঁচ কষা হইতেছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু জনসাধারণের উপায়ান্তরহীনতার সুযোগে অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির উপর যথেচ্ছভাবে দাম বাড়াইয়া যে ভাবে তাহাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হইতেছে, তাহার কি কোনও প্রতিকার নাই? মিলমালিকগণ বলিয়াছিলেন যে এইরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য তাঁহারা নিজেরাই দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিবেন। সেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে না কেন? তাহা ছাড়া, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কি এইরূপ অতিলোভের উৎপীড়ন হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে অপারক? এই বিষয়ে তাঁহাদের উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে প্রকারান্তরে এই অতিলোভের সমর্থনই বলা যাইতে পারে। অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এই সমস্যাটির আশু প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

হরিপদ সাহিত্য মন্দির—

প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্বে বর্ত্তমান হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরে কিরূপে বদান্য ও উৎসাহীপ্রাণ ৺হরিপদ দাঁ মহাশয়ের দানে গ্রন্থাগার বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে তাহার ইতিহাস সকলেই জানেন। এক্ষণে এই গ্রন্থাগার-পরিচালকমণ্ডলীর নিকট হইতে যেরূপ বিবরণ আমরা পাইতেছি, তাহা সাহিত্য মন্দিরের পক্ষে মোটেই উৎসাহজনক নহে। পাঠক ও গ্রাহকবৃন্দের সংখ্যা বাস্তবিকই লজ্জাকরভাবে অল্প। গ্রন্থাগার জাতির জীবনে একটি বিশেষ অঙ্গ। তাহার অকল্যাণে জাতির নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন মনোভাবের পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থা অতিক্রম করিবার জন্য পুরুলিয়াবাসীগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা গ্রন্থাগারটির প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া ইহাকে প্রকৃত জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন।

গান্ধী জাতীয়
স্মৃতি ভাণ্ডারে
অন্ততঃ দশ দিনের আয়
দান করুন।

গান্ধীজী

অস্পৃশ্যতা

(২)

"অস্পৃশ্যতা একটি বহুশীর্ষক দানব। সুতরাং যতবার ইহা মাথা তুলিবে, ততবার ইহার সঙ্গে লড়িবার প্রয়োজন হইবে। পুরাণসমূহে যে সব উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, যদি আমরা বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বুঝিতে না পারি, তবে উহাদের কতকগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক হইতে পারে। যদি আমাদিগকে শাস্ত্রে বর্ণিত চরিত্রগুলিকে অনুসরণ করিয়া অথবা শাস্ত্রোক্ত প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সহকারে আমাদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, তবে উহারা মরণ-ফাঁদে পরিণত হইবে। শাস্ত্রগুলি মৌলিক ন তথ্যগুলির সম্বন্ধে বিচার ও সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে সাহায্য করে মাত্র। ধর্ম্মগ্রন্থের কোনও বিখ্যাত চরিত্র যদি ভগবান অথবা মানুষের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তবে আমাদেরও কি ঐ পাপের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে? জগতে সত্যই একমাত্র সদ্‌বস্তু, সত্যই ভগবান—ইহা বলিয়া দেওয়া হইলেই চিরকালের মত যথেষ্ট। ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক যে, যুধিষ্ঠিরকেও একবার অসত্যের ফাঁদে পড়িতে হইয়াছিল। বরঞ্চ আমাদের পক্ষে ইহা জানাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক যে, যুধিষ্ঠির যখনই অসত্যবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহাকে ইহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার মহত্ত্বও তাঁহাকে শাস্তিভোগের হাত হইতে কোনওরূপে রক্ষা করে নাই। সেইরূপে ইহা বলিলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে যে, আদিশঙ্কর একজন চণ্ডালকে পরিহার করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, তোমরা নিজেদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর, অপর সমস্ত জীবের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা কখনও একটি জীবের প্রতিও অমানুষিক ব্যবহার সমর্থন করিতে পারে না, মানব জাতির সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ একটি সমগ্র শ্রেণীর ত কথাই নাই—আমাদের পক্ষে এই জানিই যথেষ্ট। অপিচ, আদিশঙ্কর কি করিয়াছিলেন অথবা না করিয়াছিলেন তাহা বিচার করিবার জন্য সমস্ত বিবরণ আমাদের সম্মুখে নাই। যেখানে 'চণ্ডাল' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে উহার অর্থ কি, তাহাও আমরা জানি না। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহার বহু অর্থ আছে—তন্মধ্যে একটি অর্থ হইতেছে 'পাপকারী'। কিন্তু যদি সমস্ত পাপীগণকেই অস্পৃশ্য বলিতে হয়, তবে আমরা সকলেই, এমন কি পণ্ডিত নিজেও অস্পৃশ্যতার গণ্ডী হইতে বাদ পড়িবেন না বলিয়া আশঙ্কা হয়। অস্পৃশ্যতা যে একটি পুরাতন প্রথা, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু ইহা সত্যই যদি একটি দুর্নীতি হয়, তবে প্রাচীনতার কারণেই ইহা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

অস্পৃশ্যগণকে যদি আর্য্য সমাজ হইতে 'চ্যুত' বলিয়া ধরা হয়, তবে ইহা তদনুপাতে সেই সমাজের ক্ষতির কারণই হইবে। যদি ক্রমোন্নতির কোনও এক পর্য্যায়ে আর্য্যগণ কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর লোককে শাস্ত্রিদান ছিসাবে "সমাজচ্যুত" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহা অনুরূপ কারণ ব্যতীত তাহাদের বংশধরগণকেও অনুরূপ শাস্তি প্রদানের হেতু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

অস্পৃশ্যগণের মধ্যেও যে অস্পৃশ্যতা রহিয়াছে, তাহা ইহাই প্রমাণ করে যে পাপের গণ্ডী সীমাবদ্ধ নহে এবং ইহার মারাত্মক পরিণাম সর্ব্বগ্রাসী। অস্পৃশ্যগণের মধ্যে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্বের জন্যই বিশেষভাবে উন্নত হিন্দুসমাজকে এই অভিশাপ হইতে যত শীঘ্র সম্ভব মুক্ত হইতে হইবে।

জীবহত্যা এবং রক্ত, মাংস, অস্থি ও মলমূত্রাদির সহিত সংসর্গই যদি অস্পৃশ্যতার কারণ হয়, তবে প্রত্যেক শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসক এবং খাদ্য অথবা বলির উদ্দেশ্যে জীবহত্যায় রত তথাকথিত বর্ণহিন্দু, খৃষ্টান এবং মুসলমানগণও অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

যেহেতু কসাইখানা, মদের দোকান ও বেশ্যাপল্লী পৃথক করিয়া রাখা উচিত, সেই হেতু ও সেইভাবে অস্পৃশ্যগণকেও তফাৎ করিয়া রাখা দরকার—এই যুক্তি বিষম বিরুদ্ধ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কসাইখানা এবং মদের দোকান আলাদা রাখা হয় এবং বেশ্যাদিগকে আলাদা রাখা উচিত, কারণ তাহাদের বৃত্তি অস্বাভাবিক এবং সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী। কিন্তু অস্পৃশ্যগণের বৃত্তি সমাজের কল্যাণের জন্য কেবল বাঞ্ছনীয়ই নহে, অপরিহার্য্য।

অস্পৃশ্যগণ পরলোকের সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত নহেন—এই উক্তি ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র। যদি এই-রূপ সম্ভব হইত তবে এই দানবের সমর্থকগণ খুবই সম্ভব তাহাদিগকে পরলোকেও পৃথক করিয়া রাখিতেন।

'গান্ধী অস্পৃশ্যগণকে স্পর্শ করিতে পারেন, অন্য সকলে নহে'—এইরূপ উক্তিদ্বারা সাধারণকে বঞ্চনাই করা হয়। অস্পৃশ্যগণকে স্পর্শ বা সেবা করা যেন এতই অনিষ্টকর যে ইহার জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যাহারা 'অস্পৃশ্য-জীবাণুদিগকে' প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। মুসলমান, খৃষ্টান এবং অন্যান্য সকলে যাঁহারা অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাসী নহেন, তাঁহাদের জন্য কি শাস্তি জমা রহিয়াছে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন!

জীবের আকর্ষণীশক্তি সম্পর্কিত তত্ত্বের যুক্তিকে সম্পূর্ণ-ভাবে অতিরঞ্জিত করা হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ সকলেই কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধবিশিষ্ট নহেন এবং অস্পৃশ্য-গণও পেঁয়াজের মত দুর্গন্ধযুক্ত নহেন। এমন সহস্র সহস্র অস্পৃশ্য আছেন, যাঁহারা তথাকথিত বর্ণ হিন্দুগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।......একই ব্যক্তির মধ্যে পাণ্ডিত্য ও অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস দুইই যে একসঙ্গে থাকিতে পারে, তাহা অস্পৃশ্যতাকে মর্য্যাদা দান করে না—পরন্তু কেবল পাণ্ডি-ত্যের সাহায্যে মানসিক সুস্থতা বা চরিত্রগঠন সম্পর্কে হতাশার সৃষ্টি করে।"

* *

"অস্পৃশ্যতা ধর্ম্মসম্মত নহে, ইহা শয়তানের একটি কৌশল। শয়তান সকল সময়েই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করি-য়াছে। কিন্তু শাস্ত্র যুক্তি ও সত্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। যুক্তিকে নির্ম্মল এবং সত্যকে উদ্ভাসিত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বেদের উপদেশ, সমর্থন বা সম্মতি রহিয়াছে বলিয়া উক্ত হইলেও আমি একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অশ্বকে দগ্ধ করিতে রাজি নহি। বেদ ঐশ্বরিক ও অলি-খিত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ভাষার আবরণ সত্যকে আবৃত করে; ভাবের দৃষ্টি তাহাকে প্রাণদান করে। বেদের প্রাণলক্ষ্য হইতেছে শুচিতা, সত্য, নিষ্কলুষতা, পবিত্রতা, নম্রতা, সরলতা, ক্ষমা, দেবভাব এবং অপর সব কিছুই—যাহা নর ও নারীকে মহান ও বীর্য্যবান করে। জাতির এই মহান ও অনুযোগহীন আবর্জ্জনামুক্তকারী-গণকে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট ঘৃণ্য ও লাঞ্ছনীয় জীব হিসাবে ব্যবহার করার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব বা বীরত্ব নাই। দলিতবর্গকে বাধ্য হইয়া যাহা করিতে হয়, স্বেচ্ছায় সেইরূপ জাতির আবর্জ্জনামুক্তকারী হইবার উপযুক্ত শক্তি ও বুদ্ধি ভগবান আমাদিগকে দান করুন। বিরাট রাজার আস্তাবল বিশাল; তাহার আবর্জ্জনা মুক্ত করিতে আমা-দের জন্য যথেষ্ট ঠাঁই পড়িয়া রহিয়াছে।"

পরিচয়

কালীকিঙ্কর চৌধুরী

মোর পরিচয় শুধু 'হিন্দুস্থানী' 'হিন্দুস্থান সন্তান'।
নহি হিন্দু, মুসলমান;
নহি বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান,—
নহি শিখ, শুধু 'হিন্দুস্থানী' 'হিন্দুস্থান সন্তান'।

নহি বাঙ্গালী, বিহারী, আসামীয়া, নহি সিন্ধী, মারাঠি, উড়িয়া,
নহি গুজরাটী, নহি আদিবাসী, নহি হরিজন, নহি ভুটিয়া;
ওরে ভারত-মাটীর প্রতিকণা মোর জড়ায়ে রয়েছে মনপ্রাণ,
মোর পরিচয় শুধু 'হিন্দুস্থানী' 'হিন্দুস্থান সন্তান'।

প্রতিষ্ঠানের গণ্ডীর মাঝে কখনো আমি রে
থাকি না ঘেরা,
বাপুজী গান্ধী দেখায়েছে পথ উদার, মুক্ত,
সবার সেরা,—
চল্লিশ কোটী 'আমি' রহিয়াছি ভারতের বুকে অম্লান;
মোর পরিচয় শুধু 'হিন্দুস্থানী' 'হিন্দুস্থান সন্তান'।

হিন্দুস্থান সেবার লাগিয়া প্রতিটি অঙ্গ করেছি জামিন,
প্রতিটি রক্তবিন্দু ঢালিব হিন্দুস্থানে রাখিতে স্বাধীন;
যারা ভারতের মুক্তির লাগি নিজেরে করিল কোরবান,
ওরে তারা শুধু ছিল 'হিন্দুস্থানী' 'হিন্দুস্থান সন্তান';
তাই পরিচয় মোর 'হিন্দুস্থানী' 'হিন্দুস্থান সন্তান'।

পঞ্চায়েত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জিলা পঞ্চায়েতের অফিস খোলার পর অফিসের কাজ বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এতদিনে জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া গ্রামবাসীরা, নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাইবার একটা যায়গা খুঁজিয়া পাইল। দলে দলে লোক পঞ্চায়েত অফিসে আসিতে লাগিল। প্রত্যহ প্রায় একশত দরখাস্ত আসিত। কাজ এত বাড়িয়া গেল যে, যথা সময়ে সমস্ত কাজ শেষ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সমস্ত কারণে পঞ্চায়েতের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরবরাহ সমিতি ১৯।৬।৪৬ তারিখের এক অধিবেশনে অফিস সংগঠক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়কে যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত করেন। এই সময় অফিসে আরও একজন কেরাণী নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪৬ সালের জুন মাস হইতে সদর মানভূমের কোন কোন থানায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জিলা এডভাইসরী কমিটী এবং পঞ্চায়েত কর্ত্তৃপক্ষ সরকারের নিকট মানভূমে খাদ্যশস্য পাঠাইবার জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনের ফলে সরকারের নিকট হইতে সামান্য কিছু গম, ময়দা এবং যথেষ্ট পরিমাণে জোনার পাওয়া যায়। চারি মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত মারফত ৫৬,০০০ মণ জোনার বিভিন্ন থানায় বণ্টন করা হয়। এই জেলায় বণ্টন ব্যাপারে পঞ্চায়েত কর্ত্তৃপক্ষকে নানাভাবে বেগ পাইতে হইলেও সর্ব্বত্র বিক্রয়ের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যথাসম্ভব ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে খাদ্যাভাবের তীব্রতা অনেকটা কমিয়া যায়।

প্রাদেশিক সরকারের নির্দ্দেশে জিলা এডভাইসরী কমিটীর ১০।৭।৪৬ তারিখের এক সভায় বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি মঞ্জুর করিবার জন্য নিম্নলিখিত ৫ জনকে লইয়া এক জিলা পারমিট কমিটী গঠিত হয়। ১। শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এম, এল, এ, ২। শ্রীজীমূত বাহন সেন। ৩। শ্রীশশধর গাঙ্গুলী। ৪। শ্রীরামলাল সরাওগী। ৫। ডি, এস, ও, সেক্রেটারী। পঞ্চায়েতের অনুরোধে কমিটি থানা পারমিট কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং উহা প্রাদেশিক সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়।

ইতিমধ্যে অধিকাংশ থানা, অঞ্চল এবং গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন সমাপ্ত হয়। ২৯।৮।৪৬ তারিখে জিলা পঞ্চায়েত সংগঠন উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচিত থানা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বান করা হয়। নির্দ্ধারিত দিবসে বেলা ৩ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রামলাল সরাওগী মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে মানভূম জিলা পঞ্চায়েত সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত অন্নদা কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে জিলা কমিটির গঠনতন্ত্র অনুসারে কেহই সভাপতি, সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন না করায় উক্ত সভা কার্য্যকরী সমিতির নিম্নলিখিত ৯ জন সদস্যকে নির্ব্বা-চন করিয়া তাঁহাদিগকে কো-অপ্টেড সদস্য নির্ব্বাচনান্তে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যরূপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইলেন। ১। শ্রীশশধর গাঙ্গুলী, ২। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৩। ডাঃ ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী, ৪। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী, ৫। শ্রীচণ্ডিচরণ হালদার, ৬। শ্রীসুচাঁদ সিং মোদক, ৭। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৮। শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, ৯। শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী।

কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে মনোনীত শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত মহাশয় এবং হরিজনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র দাস মহাশয় কার্য্যকরী সমিতির সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন। নিম্নলিখিত ৫জনকে কার্য্যকরী সমিতির সভ্য-রূপে কো-অপ্ট করা হয়। ১। এস, বীর রাঘব আচারিয়া ২। শ্রীশ্রীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৩। শ্রীভোলানাথ মজুমদার ৪। শ্রীঅনিল কুমার বসু ৫। শ্রীরামলাল সরাওগী।

মুসলমানগণের ভিতর হইতে ১ জন সভ্য মনোনয়নের ভার শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়কে দেওয়া হয়। পরে শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব ক্রমে পাড়া থানার মহম্মদ ইউসুফ কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে জিলা পঞ্চায়েতের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করা হয়।

১। শ্রীশ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, (সভাপতি) ২। এস, বীর রাঘব আচারিয়া (সহ-সভাপতি) ৩। শ্রীভোলানাথ মজুমদার ও ৪। শ্রীঅনিলকুমার বসু (যুগ্ম-সম্পাদক) ৫। শ্রীরামলাল সরাওগী (কোষাধ্যক্ষ)।

জিলা পঞ্চায়েত গঠনের জন্য ও তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন ও অপরাপর জনসেবকদের চেষ্টা, যত্ন, শ্রম ও প্রেমপূর্ণ সেবার জন্য কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ও পূর্ব্বাস্থরূপ তাঁহাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। (ক্রমশঃ)

বিশ্ববার্ত্তা

তৃতীয় মহাসমরের প্রস্তুতির সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্র মারফৎ পাওয়া যাইতেছে।

শোনা যাইতেছে যে সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া আমেরিকার যুদ্ধের ঘাঁটি তৈয়ারী হইতেছে। আলাস্কায় ৪ কোটি ডলার ব্যয় করিয়া একটী সামরিক ব্যূহ রচিত হইতেছে। আলাস্কার পর উত্তর কানাডা হইয়া গ্রীনল্যাণ্ড ও আইস্‌ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে শক্ত বিমানঘাঁটি ও নৌ বন্দর প্রস্তুত হইতেছে। তুরস্ক, গ্রীস, ও পারস্যের সৌদি আরবে ৬০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ভাহরান বিমানঘাঁটি নির্ম্মিত হইতেছে। শোনা যাইতেছে যে চীনেও স্থলে ৬টী কেন্দ্রে ও জলপথে দুইটী কেন্দ্রে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হইতেছে।

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে ইংলণ্ড প্রস্তাব করিয়াছে যে ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী মাল্টা দ্বীপটীকে আমেরিকার কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা হইবে, যাহাতে আমেরিকা সেখানে সুবৃহৎ নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপন করিতে পারে। অপর একটী সংবাদে প্রকাশ যে ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে একটী গোপন চুক্তি হইয়াছে যাহাদ্বারা ফরাসী উপনিবেশগুলিতে বর্ত্তমানে যে সকল সামরিক কেন্দ্র আছে তাহা আমেরিকার অধীনে রাখা হইবে এবং কয়েকটি নূতন সামরিক কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। প্রকাশ যে ঐ চুক্তিতে ইহাও স্থির হইয়াছে যে আলজিরিয়া, আরাকেশ, মার্টিনিক প্রভৃতি স্থানে আমেরিকার যে বিমানঘাঁটি ও নৌ বন্দর আছে তাহা রক্ষিত হইবে। এমনকি টিউনিস, সাইগাঁও, পণ্ডিচেরী এবং অন্যান্য স্থানে ১০,০০০, করিয়া আমেরিকার সৈন্যবাহিনী রাখিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

লণ্ডনের একটি সংবাদে প্রকাশ যে বিপুল অর্থসাহায্যের পরিবর্ত্তে চীনের মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক ফরমোসা দ্বীপটী আমেরিকাকে হস্তান্তর করিবার সংকল্প করিয়াছেন। অন্য একটি সংবাদে বলা হইতেছে যে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও নরওয়ের মধ্যে এইরূপ চুক্তি হইয়াছে যাহাতে নরওয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিবার জন্য ইজারা দেওয়া হইবে।

জার্ম্মানীর এক বিরাট অঞ্চল আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অধীনে রহিয়াছে। সমগ্র জাপান ও আমেরিকার করায়ত্ত। শোনা যাইতেছে যে ঐ সকল অঞ্চলের অস্ত্র নির্ম্মানের কলকারখানাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় নাই। বরং সেগুলি পুনর্গঠনের চেষ্টা হইতেছে। নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদে প্রকাশ যে মার্শাল পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ৫ লক্ষ আমেরিকার সৈন্য জার্ম্মানীতে প্রেরিত হইবে। পূর্ব্বতন নাৎসী জার্ম্মানীর সৈন্যাধ্যক্ষগণ এই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করিবেন। লণ্ডনের একটি সংবাদে প্রকাশ যে জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপটিকে একটি বিমানবাহী জাহাজরূপে ব্যবহার করা হইবে। ওকিনাওয়াকে একটি স্বভাবজাত বিমানপথের সংযোগস্থল বলা হইতেছে, যেখান হইতে সোভিয়েট রাশিয়ার ব্লাডিভষ্টক ও অন্যান্য সামরিক ঘাঁটিগুলি ১৫০০ মাইলের অন্তর্গত। ইহার সহিত গুয়াম ও হাওয়াই দ্বীপগুলির সামরিক ঘাঁটিগুলি যোগ হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার এক দুর্গশ্রেণী সৃষ্টি করিবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে কিরূপ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে তাহার সংবাদ সংবাদনিয়ন্ত্রণের লৌহ আস্তরণ ভেদ করিয়া প্রকাশ দুঃসাধ্য। তবুও এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে জার্ম্মানীর ওডার ও নীস নদীর সীমাটি দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করা হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণের তত্ত্বাবধানে উক্ত কার্য্যটি বন্দী জার্ম্মান শ্রমিকের দ্বারা করান হইতেছে। পুনরপি কোরিয়ায় আমেরিকা ও সোভিয়েট অঞ্চলের সীমায় ব্যাপক পরিখা শ্রেণী খনন করা হইতেছে।

পরিশেষে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সম্প্রতি আমেরিকায় সার্ব্বজনীন যুদ্ধ শিক্ষা ও বাধ্যতামূলকভাবে আংশিক সামরিক বাহিনীতে যোগদান করাইবার জন্য আইন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

ভারতীয় সংবাদ

শিক্ষ নবিশী ও আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী—

গত ৮ই এপ্রিল ভারতীয় গণপরিষদে জাতীয় শিক্ষানবিশী সৈন্যবাহিনী গঠনের বিল পাস হইয়া গিয়াছে। পরিকল্পনাটী একটি বৃহত্তর গঠনকর্ম্মের সূত্রপাত মাত্র। পরে দেশের ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাহিনী দুইটির সৈন্য সংখ্যা ৫ অথবা ১০ লক্ষ পর্য্যন্ত করা হইবে। বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া—শিক্ষক ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

হায়দরাবাদ—

হায়দরাবাদ সম্বন্ধে উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাইতেছে। রাজাকরদলের এক প্রকাশ্য সভায় মিঃ কাসিম রজভীর বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল বলেন যে উহা কেবলমাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচায়ক নহে, পরন্তু হিংসা ও নরহত্যার কার্য্যে উত্তেজনাপূর্ণ। পরে হায়দরাবাদ সম্বন্ধে মাদ্রাজ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যাইতেছে যে, সীমান্তের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাইতেছে। হানাদারগণ প্রকাশ্যেই ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। গ্রামবাসীগণ ইহাদের প্রতিরোধ করিতেছে বটে কিন্তু তাহাদের সম্মুখে যথেষ্ট বিপদ রহিয়া গিয়াছে। এই সংগ্রামের ফলে বহু লোক রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।

অ-মুসলমানদের পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ—

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে গড়ে প্রায় ৩০০০ করিয়া বাস্তু-ত্যাগী ভারতবর্ষে আসিতেছে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ত্রিশ হাজার আশ্রয়প্রার্থী ভারতে আসিয়াছে। অনুমান এখনও ন্যূনাধিক ৬ লক্ষ হিন্দু ও শিখ সিন্ধুতে রহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের রাজভাষা—

পূর্ব-পাকিস্তানের পরিষদে প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন দ্বারা আনীত এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে (১) অতঃপর এই প্রদেশে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাংলা রাজভাষা হিসাবে গণ্য হইবে ও (২) যতদূর সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষায় কিম্বা গরিষ্ঠ সংখ্যক ছাত্রের মাতৃভাষায় হইবে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্র সঙ্ঘ—

কংগ্রেসের পুনর্গঠন কমিটি তাঁহাদের চূড়ান্ত খসড়া দাখিল করিয়াছেন। অন্যান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের মধ্যে দিল্লীতে গত এ, আই, সি, সি, মিটিং এ গৃহীত মূল খসড়ায় এই নূতন কমিটি ভারতীয় য়ুনিয়নের বাহিরে সমস্ত কংগ্রেস কমিটি বিলোপ সাধনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন ও পার্লামেণ্টারি কার্য্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য পার্লামেণ্টারি ইলেকশন্ কমিটি ও পার্লামেণ্টারি বোর্ড-গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বিষয়গুলি বম্বের আগামী কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবে।

হীরাকুদ বাঁধ ও পণ্ডিতজী—

ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু উড়িষ্যায় সম্বলপুর হইতে প্রায় নয় মাইল দূরবর্ত্তী হীরাপুর নামক দ্বীপে মহানদীর বুকে যে তিন মাইল দীর্ঘ বাঁধ নির্ম্মিত হইবে গত ১২ই এপ্রিল তাহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ছয় বৎসর লাগিবে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পণ্ডিতজী হিন্দুস্তানীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন ও তাহাতে সকলকে এই পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার

জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। ঐদিনই স্থানীয় কলেজ প্রাঙ্গনেও তিনি প্রায় ৯০ মিনিটকাল বক্তৃতা করেন। ইহা তিনি বিশেষ করিয়া বলেন—কেবলমাত্র বিদেশীর কবলমুক্ত হইতে পারাই স্বরাজ লাভ নহে। জনসাধারণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নই ইহার লক্ষ্য। সংগ্রাম ও ত্যাগের দ্বারা আমরা স্বাধীনতালাভ করিয়াছি। এক্ষণে জনগণের দারিদ্র ও দুঃখ মোচনের জন্য আমাদের পুনরায় অনুরূপ সংগ্রাম চালাইতে হইবে। পরিশেষে তিনি বলেন—ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, যে কংগ্রেস এতকাল অনন্য-মন হইয়া জনগণের সেবায় নিযুক্ত ছিল আজ নানারূপ রাজনৈতিক কারণে তাহার মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়াছে। ইহা দূর করিতে হইলে সকলের সমবেত উদ্যম একান্ত প্রয়োজনীয়।

গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডার—

গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের অর্থ প্রধানতঃ মহাত্মাজীর নির্দ্দেশানুযায়ী গঠনমূলক কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের সংগৃহীত অর্থের বার আনা ভাগ সেই প্রদেশের কার্য্যেই খরচ করা হইবে এবং সমগ্র ভাণ্ডারের কিয়দংশ তাঁহার বক্তৃতা ও লেখা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশার্থ ব্যয়িত হইবে। কলিকাতার এক প্রেস বৈঠকে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ উপরোক্ত বিষয় প্রকাশ করেন ও আরো বলেন যে গান্ধীজীর স্মৃতি রক্ষার্থে কোনরূপ মূর্ত্তি বা গৃহাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সকল রকম প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ আম্বেদকরের শুভ-পরিণয়—

হরিজন নেতা ও ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সচিব ডাঃ আম্বেদকরের সহিত ডাঃ কুমারী লক্ষী কবীরের দিল্লীতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী লক্ষী সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা ও বম্বে সহরের একজন চিকিৎসক।

বিহার সংবাদ

গভর্ণর জেনারেলকে উপাধি দান—

গত ১৩ই এপ্রিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্ত্তনের উৎসবে বিহারের গভর্ণর শ্রীমাধো শ্রীহরি আনে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে বিজ্ঞানের ডাক্তার উপাধি দিয়াছেন। বক্তৃতাকালে গভর্ণর জেনারেল বিহারের পূর্ব্ব গৌরব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অশোক প্রভৃতি গুপ্তবংশীয় রাজাদের কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বর্ণনা করেন এবং ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের "অফিসার ট্রেনিং ক্যাম্পে" যোগদান করিয়া যুদ্ধনীতি শিক্ষা লইতে বলেন।

আইন সভায় সমাজতন্ত্রীদের পদত্যাগ—

শ্রীযুক্ত ফুলন প্রসাদ বর্ম্মা, শ্যামনন্দন সিংহ এবং সিউধারী সিংহ গত ১৪ই তারিখে বিহার আইন সভা হইতে তাঁহাদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা তিন জনই সমাজতন্ত্রী এবং কংগ্রেস টিকিটে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সমাজতন্ত্রীদলের নাসিকের সিদ্ধান্তানুসারে এই পদত্যাগ পত্র দাখিল করা হইয়াছে।

হাজারীবাগ জিলা বোর্ড—

হাজারিবাগ জিলা বোর্ডের গত ১২ই এপ্রিল তারিখের সভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস প্রার্থীকে ১৯-১৮ ভোটে পরাজিত করিয়া কিষাণ ফরওয়ার্ডরক হইতে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং কিষাণ ফরওয়ার্ডরক প্রার্থীকে ১৯-১৮ ভোটে পরাজিত করিয়া কংগ্রেস হইতে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

পাটনায় ভারতের শ্রমমন্ত্রী—

পাটনা সিটিতে ভারতের শ্রমমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকে অভ্যর্থনার জন্য যে জনসভা হয় সেখানে তিনি ঘোষণা করেন—যদিও আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়াছি কিন্তু এখনও অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করি নাই। এই আর্থিক বা সামাজিক স্বাধীনতা আনিবে

গ্রামের লোক—যাহারা মুষ্টিমেয় ধনীদের দ্বারা শোষিত হইতেছে। বিহার চেম্বার অফ কমার্স এ তিনি ধনীদের ও শিল্পমালিকগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে তাঁহাদিগকে সরকারের প্রগতিশীল শ্রমনীতির সঙ্গে সমপর্য্যায়ে চলিতে হইবে এবং শ্রমিকদের শ্রম ক্রয় করিবার বস্তু হিসাবে গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে তাঁহাদের অর্থের সহ-উৎপাদক হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের শ্রমিকরা সাধারণতঃ সরল ও বিশ্বাসী এবং মালিকগণ যদি শ্রমিকদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারেন তবে অনেক শ্রমিক আন্দোলন কমিয়া যাইবে। শ্রমিকদিগকে শুধু বোনাস দিলেই চলিবে না—তাহাদিগকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সঙ্গে লভ্যাংশও দিতে হইবে।

স্থানীয় সংবাদ

নববর্ষের অনুষ্ঠান—

পুরুলিয়া সহরে হরিপদ সাহিত্য মন্দির, ওয়ে সাইড ক্লাব, শক্তিশ্রী সঙ্ঘ, রেলওয়ে ইন্সটিটিউট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিপুল উৎসাহের সহিত স্বাধীন ভারতের প্রথম 'নববর্ষ দিবস' প্রতিপালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ক্ষেত্র বিশেষে সাহিত্য, ধর্ম্ম, দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা এবং উৎসব শেষে উপস্থিত বন্ধুবান্ধবগণকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

আদিবাসী সভায় হাঙ্গামা—

গত ২৬শে চৈত্র তারিখে মানবাজার থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে স্থানীয় আদিবাসীগণের একটী সামাজিক বৈঠকে মদ্যপান এবং বিভিন্ন কুপ্রথা বর্জ্জন বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। প্রকাশ, বৈঠক প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা চলিবার পরে কয়েকজন আদিবাসী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া উদ্যোক্তাগণকে গালিগালাজ আরম্ভ করে ও ঢিল ছুঁড়িতে থাকে। তাহারা বলে যে কংগ্রেসী রীতি নীতি তাহারা সমর্থন বা সহ্য করিবে না এবং বক্তৃতা বন্ধ না করিলে লাঠি ও পাথরের সাহায্যে সকলকে স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। পাথরের আঘাতে তিনজন ব্যক্তি আহত হয় এবং অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়।

অগ্নিকাণ্ড—

গত ১১ই এপ্রিল তারিখে পাড়া থানার ধানকিডি গ্রামে সন্ধ্যার সময় একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া অগ্নির তাণ্ডবলীলা চলে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহুলোক সমবেত হওয়া সত্ত্বেও জলাভাবে অগ্নির গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯টি পরিবারের মোট ৭১টী গৃহ, প্রায় ২০০/০ মণ ধান ও ১০০/০ মণ চাউল এবং অন্যান্য জিনিষ পত্রাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। কয়েকটি পরিবার একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে।

১৪ই এপ্রিল তারিখে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত জেহার ভাঙ্গ নামক গ্রামে সাঁওতাল পল্লীতে আগুন লাগিয়া ১৫।১৬টি ঘর ও কয়েকটী গৃহপালিত পশু নষ্ট হইয়াছে। নিকটে জল না থাকায় এখানেও সময়মত আগুন নিভাইবার চেষ্টা সফল হয় নাই।

গৃহ নির্ম্মাণে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য—

গত বৎসর বর্ষার সময় বৃষ্টিতে পুরুা থানায় যাহাদের ঘর পড়িয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কিছুলোক ঘরনির্ম্মাণের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে জানানো হয় যে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যের টাকা বিলি করিবার জন্য একজন 'হাকিম' ১৩ই এপ্রিল সকাল ৮টার সময় পুরুা পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন। তদনুসারে আবেদনকারীগণ উক্ত দিবসে সকালে ৮টার পূর্ব্বে থানায় হাজির হইয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে অনেকে বাড়ী ফিরিয়া যান। বেলা ১টার সময় অফিসার মহাশয় থানায় হাজির হইয়া যে কয়েকজন তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে ৬৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

জাতীয় পক্ষ—

বর্ত্তমান বৎসরে ৬ই এপ্রিল হইতে ২০শা তারিখ পর্য্যন্ত জাতীয় পক্ষ পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই

উদ্দেশ্যে নানা স্থানে জনসভা ও অন্যান্য কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। চাণ্ডিল থানায় ৮ই তারিখে তুলমীতে এবং ১২ই তারিখে নিমডিতে দুইটি জনসভায় জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সভাপতিত্ব করেন। চাণ্ডিলের সভায় স্থানীয় ডি, এস, পি ও অন্যান্য পুলিশ উপস্থিত ছিলেন। ঝালিদা থানা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ৬ই ও ১৩ই এপ্রিল তারিখে পতাকা উত্তোলন ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গঠনমূলক কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ৬ই তারিখে সত্যভামা বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে একটি ছাত্রসভায় গান্ধীজীর আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পুরুলিয়ায় ১৩ই তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেনের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় বিভিন্ন বক্তা এই দিনের বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রাদেশিকতার উৎকট বিকাশের নিন্দা করিয়া সমস্ত প্রকার সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন হইবার আবেদন জানান। এই উপলক্ষ্যে পটমদা, বান্দোয়ান ও বরাবাজার থানায় বিভিন্ন দিনে বিভিন্নকেন্দ্রে জনসভা ও কর্ম্মীসম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। ১৮ই তারিখে মানবাজার থানার বোরোতে স্থানীয় আদিবাসীগণের একটি জনসভা এবং ২০শে তারিখে চাস থানার চাসগ্রামে একটি জনসভার ব্যবস্থা হইয়াছে।

তাঁত শিল্পের কেন্দ্র—

মানভূম জেলার মধ্যে মোহনডি সুতা, রেশম, ও তসরের তাঁত শিল্পের একটি অন্যতম কেন্দ্র। এখানে নানা রঙের কাপড় বোনা হইতেছে এবং মেশিনের সাহায্যে আঁচলা ও পাড়ে নানারূপ ফুল তোলা হইতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় এই স্থানের শিল্প ক্রমশ উন্নতিলাভ করিতেছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কিত খানাতল্লাসী—

ইতি পূর্ব্বে পুরুলিয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের গৃহে পুলিশ কর্ত্তৃক কয়েকটি থানা তল্লাসী হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে ১লা এপ্রিল সন্দেহক্রমে বলরামপুরের ও চাণ্ডিলের চাপড়া মজদুর সভার অফিসেও থানা তল্লাসী করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, থানা তল্লাসীর পর পুলিশ অফিসের কিছু কিছু কাগজ পত্র ও মজদুরদের পড়িবার বই সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।

জুয়াচোর গ্রেপ্তার—

ইতিপূর্ব্বে 'মুক্তির' বিবিধ প্রসঙ্গে পুরুলিয়ায় জুয়াচুরির অভিনব পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। জনৈক লোক গ্রাম্য চাউল বিক্রেতাদিগকে চাউল কিনিবার ছলে ডাকিয়া আনিয়া চাউল এক জায়গায় রাখিয়া পয়সা দিবার জন্য বিক্রেতাকে অন্য জায়গায় লইয়া যাইত এবং সেখানে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া চাউল লইয়া গা-ঢাকা দিত। এইরূপে ও অন্যান্যভাবে সে বহু লোককে ঠকাইয়াছিল এবং থানায় কয়েকবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও কোনও প্রতিকার হয় নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে গ্রামন্ত ঐরূপ একজন চাউল বিক্রয়কারিণী পুরুলিয়ার তেলকলপাড়ার একজন বাসিন্দাকে রাস্তায় দেখিতে পাইয়া চিনিতে পারে এবং চাউলের দামের জন্য তাহাকে ধরে। গোলমাল হওয়ায় অবশেষে তাহাকে ধরিয়া পুলিশের জিম্মায় দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, এই লোকই পূর্ব্বে আরও কয়েকজনকে ঠকাইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর প্রত্যাবর্ত্তন—

বরাবাজার থানার হিজলা অতুলাশ্রমের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও জিলার প্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীরেবতী মোহন চট্টোপাধ্যায় ৪২ সালের কারাবরণের পর হইতে অসুস্থতার জন্য পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছিলেন। প্রায় দুই বৎসর পরে আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি জিলায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং শীঘ্রই স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে রওনা হইতেছেন।

৺নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত
"গীতার শিক্ষা" মূল্য ২৲
মুক্তি সিরিজ
ঋষি নিবারণচন্দ্রের
জীবন কথা মূল্য ৶০
ঐ ইংরাজী মূল্য ৵০
খদ্দর ভাণ্ডারে পাওয়া যায়

জ্ঞাতব্য তথ্য

জঙ্গল সম্পর্কিত ব্যবস্থা

১। বিহার সরকার স্থির করিয়াছেন যে জঙ্গল আর ঠিকা দেওয়া হইবে না। খতিয়ানের জঙ্গল সম্পর্কিত দ্বিতীয় অংশে যাহাদের অধিকার লিপিবদ্ধ হইয়াছে অথবা চিরাচরিত ব্যবহার অনুসারে হকদার ব্যক্তিগণ বিনামূল্যে পোড়াইবার, ঘর নির্ম্মাণের, চাষের হাল ইত্যাদির জন্য কাষ্ঠ পাইবেন। জনসাধারণ মূল্য দিয়া স্বীয় প্রয়োজনে জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ পাইবেন।

২। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্থানীয় অধিবাসীদের বিনামূল্যে অথবা উচিৎ মূল্য দিয়া লাহা ও তসর উৎপাদনের অধিকার থাকিবে।

৩। বিড়ির পাতা সম্বন্ধে ঠিকা দেওয়া হইবে। তবে ঐ খানার অধিবাসীগণই ঠিকা পাইবেন।

৪। প্রজাগণ যে সকল গাছের মহুল কুড়াইয়া লইতেন, বর্ত্তমানেও সেই সকল গাছের মহুল কুড়াইয়া লইতে পারিবেন। ছোট ছোট মালিকগণ প্রজাগণের গাছ বাদ দিয়া অন্যান্য গাছের মহুল লইতে পারিবেন। যাঁহাদের মহুল কুড়াইবার অধিকার ছিল না তাঁহারা সামান্য মূল্য দিয়া মহুল কুড়াইতে পাইবেন।

৫। যেখানে নূতন গাছ লাগানো হইতেছে অথবা জঙ্গল কাটিবার পর যেখানে নূতন ডগ বাহির হইতেছে, সেই স্থান ব্যতীত বাকী সমস্ত জঙ্গলে চাষীদের পশু চরাইবার অধিকার থাকিবে।

৬। গৃহ ছাদনের জন্য বা ব্যবহারের জন্য সাবই বা অন্য কোনও প্রকার ঘাস চাষীদের লইবার অধিকার থাকিবে।

৭। বাঁকা-টেরা গাছ হইতে 'ছাল' বা দাঁতন লইবার কোনও বারণ নাই। যেখানে ইচ্ছা কন্দ, মূল, ফল বা পাতা লওয়া চলিবে।

৮। যে সকল জমিতে আবাদ হইত, সেই সকল জমিতে জঙ্গল সংক্রান্ত নোটীশ দেওয়া হইলেও, জমিগুলিকে জঙ্গলের সীমা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রেরিত পত্রের সারমর্ম্ম

(১)

পুরুলিয়ার শ্রীশক্তিপদ দাস লিখিয়াছেন—ভারত সরকার ও ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে বুঝাপড়ায় বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণ হইলেও টেক্সটাইল কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বস্ত্র আমদানী রপ্তানী হয় না। ইহা আশা করা গিয়াছিল যে দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণী সততার সহিত তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। শিল্পপতিগণ ও ব্যবসায়ীগণ লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নিজেদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও সততার মর্য্যাদার হানি করিয়াছেন। প্রশ্ন এই যে, নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত দাম কাহারা লইতেছেন? খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গেই জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ; সুতরাং অনেকে প্রকৃত অপরাধীর অনুসন্ধান না করিয়া অভিযোগ ও দোষের বোঝা খুচরা বিক্রেতাদের উপরেই চাপান। কিন্তু যেখানে বৃহৎ ও মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা যথাক্রমে প্রতি জোড়ায় ১৷৷০ হইতে ২৲ টাকা মুনাফা না রাখিয়া বিক্রয় করেন না, খুচরা বিক্রেতাগণের বহু প্রকার কাপড়ে প্রতি টাকায় এক আনা লাভও ভাগ্যে জোটে না। ইহা উপলব্ধি করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে বর্ত্তমানে খুচরা বিক্রেতাগণের জীবনযাত্রা কতদূর সঙ্কটাপন্ন।

(২)

ছড়া থানায় রাইসা গ্রামের শ্রীবড়কা মাঝি দিং লিখিয়াছেন—গত চৈত্র মাসে ঐ গ্রামে একজন ফরেষ্টারি আমিন উপস্থিত হইয়া একটি ভাল ঘরের ও খোরাকীর দাবী করেন। তিনি বলেন যে ঘর ও খোরাকী না পাইলে ডেপুটী কমিশনারের নিকট কেস করিয়া আমাদিগকে শাস্তি দেওয়াইবেন এবং টাকাকড়ি না দেওয়া হইলে আমাদের দখলি জমিগুলি রাজার খাস বলিয়া মাপ করিবেন। তিনি একটি পুরাতন বটবৃক্ষের ডাল কাটাইয়া লইয়াছেন এবং খুসীমত মাপ কার্য্য চালাইতেছেন। এই ব্যবস্থার প্রতিকার প্রার্থনীয়।

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

খোস, পাঁচড়া, ঘা, ফোড়া, কারবাঙ্কল্ ও কানে পূয নিশ্চিতরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরে ইহা লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। পরে লাগাইলেও পোড়া যায়গা শীঘ্রই সারিয়া উঠে।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

বি, এন, কর
বি, এম, দাস রোড্
পোঃ বাঁকিপুর
পাটনা

শ্রেষ্ঠ পল্লী আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

শ্রীরাম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, পুয়াড়া
পোঃ কাণ্ট ডি, মানভূম।

অশোকারিষ্ট ও মেধ্যী মোদক

ঔষধ দুইটী এখানকার তৈরীর বৈশিষ্ট্যে যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা :—বাধক ও রক্তপ্রদর, মৃতবৎসা, অনিয়মিত ঋতুস্রাবজনিত হাত, পা, চক্ষু জ্বালা, মাথা ঘোরা, কোমর বেদনা, তলপেটে বেদনা, পিঠের শিরার টান প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গের উপশম করত: শরীরের লাবণ্য ফিরাইয়া আনে এবং সন্তানোৎপাদক হয়। ইহা বহুক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হইয়াছে। নূতন রোগে ১ মাস এবং রোগ পুরাতন হইলে ৩ মাস ব্যবহার করিতে হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ইতি—

ব্যবস্থাপক :—কবিরাজ শ্রীকামাখ্যানাথ চৌধুরী,
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী।

WANTED

(1) A trained graduate to teach Geography and Bengali.

(2) A graduate with Principal Hindi.

(3) A matric C. T. or I. A. (with Principal Hindi)

Apply on or before 25-4-48 with minimum pay acceptable, to the Secretary, Satyabhama Vidyapith, P.O. Jhalda (Manbhum).

P. C. Modak
Secretary.

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
২০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৩ই বৈশাখ ১৩৫৫, ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া

আরাম ও সৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের গেঞ্জী
স্বাস্থ্য ও বলের জন্য
আমাদের "শ্রীলক্ষ্মী" মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল
বিশুদ্ধ পরিষ্কার ডাল
সর্ব্বপ্রকার কলকব্জা তৈরী ও মেরামত,
ছুতারের যন্ত্রপাতি
আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয়
লোহার জিনিষ
আমরাই জোগাইতে পারি।

আদর্শ রন্ধনশালার আদর্শ কড়াই

হরিশ মার্কা কড়াই ও লক্ষ্মী মার্কা বালতি

সোল এজেন্ট :—লক্ষ্মী হার্ডওয়ার ষ্টোরস

প্রো: গোবিন্দ চন্দ্র কুণ্ডু সত্যনারায়ণ পাল

৫:৪ নং জি, টি, রোড, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।

মানভূম ষ্টকীষ্ট— নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত,

পুরুলিয়া।

NOTICE

Due to summer the office hours of Dhanbad Sub-Regional Employment Exchange, have been changed to 6-30 A. M. to 12-30 P. M. on all working days.

Sd/ Sub-Regional Employment Officer.

শঙ্কর নীটিং ইণ্ডিজেনাস্ ইণ্ডাসট্রিজ

ফ্যাক্টরী—চাণ্ডিল।

অতি সত্বর আমরা জনসাধারণের নানাপ্রকার প্রয়োজন মিটাইবার ও দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটী দেশীয় শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতেছি।

নানাপ্রকার ধুতি, শাড়ী, শার্টিং, কোটিং, চাদর, তোয়ালে, গেঞ্জী, অটোমেটিক বালিশ ও লেপের খোল ইত্যাদি বর্ত্তমানে প্রস্তুত হইবে। ইহা ছাড়া কৃষিকার্য্যোপযোগী ইস্পাত ও লৌহজাত যন্ত্রপাতি হস্তদ্বারা নির্ম্মিত হইবে। অধিকন্তু বাসগৃহের ব্যবহারোপযোগী ষ্টীল ও লৌহের নানারূপ দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইবে।

গ্রামে গ্রামে এজেন্সী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অতি সত্বর নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে।

সোল সেলিং এজেন্টস—

রতনলাল শর্ম্মা এণ্ড কোং

৩৯ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বসত বাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যগত দূরবর্ত্তী রাঁচি লাইনের কোলাহল মুখরতা বর্জ্জিত উত্তর প্রান্তে বরাকর রোডের সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে প্রায় ৭।৮ কাঠা সীমা বেষ্টিত স্থানের উপর লোহার কড়ি বরগা সংযুক্ত বারাণ্ডা সহ তিন কুঠরি দালান সত্বর বিক্রয় করা হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাত বা অনুসন্ধান করিবেন

শ্রীত্বরিত মোহন সেন

বলরামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক,

পোঃ আঃ রাঙ্গাডি, মানভূম।

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—

চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ

ও যাবতীয় সরঞ্জাম

পাওয়া যায়।

পুরুলিয়া

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেসক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, [illegible]ই বৈশাখ সোমবার

জিতান সম্মেলন

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত জিতান গ্রামে জিলা কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন, জিলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন, জিলা পঞ্চায়েতের ও সমবায় সমিতিগুলির অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই অধিবেশনগুলি সমস্তই খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানভূম জিলার জনসাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্ম্মে যাঁহারা যুক্ত আছেন, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও কর্ম্মধারা স্থির করিতে হইবে। আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া ও বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া ধীরভাবে সমস্যাগুলিকে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশবাসী জনসাধারণের সমস্যাই কংগ্রেস ও কর্ম্মীদের সমস্যা। ক্ষুদ্র বৃহৎ স্থানীয় সমস্যাগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সর্ব্বভারতীয় সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই সমস্যাগুলির সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

কর্ম্মীদের সম্মুখে কতকগুলি প্রশ্ন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাহারা যুক্ত ছিল—স্বাধীন ভারতের একটা কল্পনা তাহাদের মধ্যে ছিল। সেটা সাধারণভাবে এই ছিল যে আমাদের যত দুঃখের মূল পরাধীনতা এবং ইংরেজ শাসন শেষ হইয়া গেলে আমাদের এই দুঃখের শেষ হইবে। অন্যায়, অত্যাচার, জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অসুবিধা সমস্তই স্বাধীনতার আগমনের সহিত শেষ হইবে। গরীবের উপর ধনীর জুলুম, সমাজের উপর ধনীর প্রভুত্ব, ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের অবসান হইয়া দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলির অগ্রগতির সুবিধা হইবে। দেশকর্ম্মীরা স্বাধীন ভারতকে গঠন করিবার জন্য সুবিধা সুযোগ ও উৎসাহ পাইবে। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন। জনতাকে শোষণের পথ অবরুদ্ধ হইবে। বিচার সহজ লভ্য হইবে। কৃষক প্রজা ও মজদুরদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

খাদ্য ও বস্ত্রাদি সম্বন্ধে চোরা কারবার বন্ধ হইবে। অতিলাভ ও অতিলোভের মূলোচ্ছেদ ঘটিবে। জাতীয় শিক্ষার প্রসার ঘটিবে। গভর্ণমেণ্ট ও দেশকর্ম্মীগণ এক যোগে কর্ম্মক্ষেত্রে গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে কার্য্য-করী করিয়া তুলিয়া আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, উপজাতীয়তার ভাবধারা—যাহা জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ, বিভেদ ও কলহ সৃষ্টি করিয়া জাতির অধোগতি আনয়ন করে, তাহা সমূলে রুদ্ধ ও বিনষ্ট করিয়া, একজাতীয়ত্বের ভাবনাকে দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে একটা মহান দেশরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এই রকম একটি রূপ কল্পনার মধ্যে লইয়া কর্ম্মীরা সংগ্রাম করিয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পরে জনসাধারণ ও কর্ম্মীরা মহাউৎসাহে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। নূতন প্রেরণা ও একটা আশা লইয়া তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দীর্ঘদিন সংগ্রামের ক্লান্তি তাহারা ভুলিয়া গেল। বহু নূতন কর্ম্মী আসিয়া যোগদান করিল। জনসাধারণের মনে একটা ভরসা জাগিয়া উঠিল। তাহারা আশাপূর্ণ নেত্রে নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যাইতে লাগিল যে এই আশা ও কল্পনা যেন অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে নানা সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল—সাম্প্রদায়িক সমস্যা, আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা, হিন্দুস্থান পাকিস্থান সমস্যা প্রভৃতি। খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা ক্রমশঃই কঠিন হইয়া পড়িতে লাগিল। শাসন ব্যবস্থার কোন উন্নতি না হইয়া যেন অবনতির দিকে যাইতে লাগিল, কলুষতা বাড়িয়া চলিল। শ্রমজীবিদের মধ্যে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া দেখা দিল। দরিদ্র কৃষকের অবস্থা অবনতির দিকেই চলিল। তাহারা যে অসহায় অবস্থায় ছিল তাহা হইতে কোন দিক দিয়াই তাহাদের

উদ্ধারের উপায় দেখা গেল না। সাম্প্রদায়িকতার কটুতা শাসন দ্বারা কিছুমাত্র রুদ্ধ হইলেও প্রাদেশিকতা ও উপ জাতীয়তা নূতন রূপ ও সমস্তা লইয়া জাগ্রত হইল। অতিলোভী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের অর্থগৃধ্নুতা অবাধ গতিতে বাড়িয়া চলিল। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সাহস বাড়িয়া গেল, সমাজে তাহাদের প্রাধান্য নানা কারণে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল। শাসনযন্ত্রে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া চলিল। কর্মীরা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। জনতা ভরসা পরিত্যাগ করিল।

ইহা সর্ব্বভারতীয় সাধারণ ব্যাপার। ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে অবাঞ্ছিত বহু সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের পক্ষে বহু সমস্যারই আশাপ্রদভাবে সমাধান করা মুস্কিল হইয়া পড়িতেছে। আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক নানা বাধা ও বিপত্তিতে বহুক্ষেত্রে তাহাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রদেশ ও জিলার স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্থানীয় আরও নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রশ্ন আসিয়া সমস্যাগুলিকে আরও ঘোরাল করিয়া তুলিতেছে। জিলার ক্ষেত্রে নিয়ত যেগুলি আমাদের পীড়া দিতেছে সেগুলির সম্বন্ধেও একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মানভূম জিলায় কংগ্রেস কর্মীরা স্থানীয় অবস্থার উন্নতিকল্পে এবং জনগণকে সংগঠন করিয়া সচেতন করিবার নিমিত্ত জিলাময় গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের পঞ্চায়েত গঠন করিয়া ছিল। শাসন কর্তৃপক্ষ কিছুদিন ইহার সাহায্যে জিলার বহুবিধ কার্য্য পরিচালনা করিবার ফলে ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে উদাসীন এবং বহুক্ষেত্রে ইহাদের কার্য্যের ফলে সংগঠনকে শক্তিহীন করিবার চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও এবিষয়ে সচেষ্ট নহেন। এই সংগঠনকে সম্পূর্ণ অনপেক্ষ হইয়া মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুযায়ী গ্রামগুলিকে কিরূপে আত্মনির্ভরশীল ও সচেতন করিয়া তুলিতে পারা যায় সে বিষয়ে কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ও আদর্শ অনুযায়ী বহু থানাতে সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছিল ও হইতেছিল। সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যের ফলে জনসাধারণ বহুপরিমাণে উপকৃত হইতেছিল এবং আশা করা যাইতেছিল যে শীঘ্রই সমস্ত জিলায় সমবায় পদ্ধতিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিয়া জনসাধারণকে বহু পরিমাণে শোষণকারীদের কবল হইতে উদ্ধার করা যাইবে। এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শোচনীয় উদাসীনতার ফলে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সচেষ্টতার অভাবে আশানুরূপ অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এই গুলিকে কিরূপে ব্যাপকভাবে সক্রিয় ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

অভিজ্ঞতার ফলে ইহা দেখা যাইতেছে যে সরকারী আইন কানুনে জনসাধারণের স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা হইলেও একদিকে জনগণের অজ্ঞতা ও নিশ্চেষ্টতা এবং অন্য দিকে সরকারী কর্ম্মচারীদের দোষে তাহা জনগণের পক্ষে ফলপ্রসূ হইতেছে না। কিভাবে জণগণের চেতনা উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারা যায় সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ভাষা ও প্রাদেশিক ব্যাপার লইয়া জিলাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কংগ্রেস, গান্ধীজী, ও জাতীয়তার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া কর্ম্মিদের কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

বহু কর্ম্মী ইহা অনুভব করিতেছেন যে, কর্ম্মিদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করিবার জন্য এবং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার লক্ষ্য লইয়া সত্যাশ্রয়ী, ও সেবার মনোভাব সম্পন্ন কর্ম্মিদের লইয়া একটী সংগঠন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এবিষয়ে ও কর্ম্মিদিগকে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য ও কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

দেশের মুখ্য ও গৌণ সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইবার জন্য এতদিন যে দৃষ্টিভঙ্গী ও যে কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিয়া কাজ করিবার চেষ্টা হইয়াছে হয়ত তাহার আমূল পরিবর্ত্তন দরকার হইতে পারে। গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শকে সম্যক উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত কার্য্যপন্থাকে

কিরূপে বাস্তবরূপ দিতে পারা যাইতে পারে তাহার জন্যই কর্ম্মিদিগকে প্রস্তুত হইয়া কার্য্যপন্থা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। এবিষয়ে অধৈর্য্য হইবার প্রয়োজন নাই। ভগবানের উপর বিশ্বাস নিজেদের আত্মশক্তির সম্বন্ধে বিশ্বাস আনয়ন করে। কর্ম্মিগণ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিবার পন্থা গ্রহণ করুন। দেশের জনসাধারণকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হউক। বৃহত্তর ভারতে সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এই সম্মেলন হইতেই আরম্ভ হউক। মহাত্মা গান্ধীর অশরীরী আত্মার আশীর্ব্বাদ তাহাদের শক্তিমান ও জয়যুক্ত করিবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর দায়িত্ব জ্ঞান—

মানবসমাজে মিউনিসিপ্যালিটীর সৃষ্টির প্রয়োজনীতা তাহার করদাতা ও এলাকাস্থ সহরবাসীদের সুবিধা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই হইয়াছিল বলিয়াই জানা যায়। কিন্তু আমাদের এখানের মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে এ সম্বন্ধে শুধু সন্দেহ করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া চলে না। বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষ নানাভাবে ট্যাক্স বাড়াইয়া সহরবাসীদের উৎপীড়ন করিবার পন্থাটী বেশ সুশৃঙ্খলার সহত চালাইতেছেন কিন্তু তাহাদের সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ড্রেন, নালা, পায়খানা, রাস্তা প্রভৃতিও যে শৃঙ্খলার সহিত পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন সে কথা তাঁহাদের কি করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এ সম্বন্ধে সহরবাসীদেরও কি কোন দায়িত্ব নাই?

পুরুলিয়া নিকাশি ড্রেন—

সহরের বুকের উপর দিয়া এই বিশাল ড্রেনটী যত আবর্জ্জনা ও ময়লায় বোঝাই হইয়া প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। ইহা যে নিয়মমত পরিষ্কার করা প্রয়োজন তাহা যেন চিন্তা করাও বাতুলতা হইয়া উঠিতেছে। সহরে বসন্ত ও কলেরা দেখা দিয়াছে কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষদের এবিষয়ে উদাসীনতার শেষ নাই। এই নিকাশি ড্রেনটীর দুইপার্শ্বে বিশাল বস্তি, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ইহা পরিষ্কার না হওয়ার ফলে কোনক্রমে যে কোন সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হইলে তাহা রোধ করা অসম্ভব হইবে। পোকা মাকড়ের মত গরীব করদাতাগুলি মরিবে। এবিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর দায়িত্ব কতখানি তাহা মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষ যদি হৃদয়ঙ্গম না করেন তবে তাঁহাদের পদত্যাগ করাই যুক্তি সঙ্গত।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে মুক্তির ১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী ১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইল না। কারণ মূর্ত্তির পাদপীঠ পৌঁছিয়া গেলেও উহা স্থাপন করিবার জন্য চুনার হইতে কারিগর সময় মত আসিতে পারেন নাই। এজন্য আগামী ১১ই মে ২৮শে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইতেছে। সম্ভাবিত ব্যয়ের হিসাব কিঞ্চিত বর্দ্ধিত হওয়ায় এখনও ২৫০০৲ টাকা প্রয়োজন হইবে। জনসাধারণের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন এই স্মৃতিভাণ্ডারে মুক্ত হস্তে দান করিয়া বহুদিনের অভীপ্সিত এই পবিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতে সাহায্য করেন। আগামী সংখ্যা মুক্তিতে এই স্মৃতিভাণ্ডারের পূর্ণ হিসাব দেওয়া হইবে।

নিবেদক—কুমারেন্দ্র নাথ ঘোষ, সম্পাদক,
ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার।

জিতান সম্মেলন

জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন, কর্মি সম্মেলন জিলা পঞ্চায়েতের বৈঠক ও সমবায় সমিতির অধিবেশন।

জিতানে সম্মেলনকে সমস্ত দিক দিয়া সফল করিয়া তুলিবার জন্য বান্দোয়ান, পটমদা, বরাবাজার ও মানবাজার থানার কর্মিগণ এক সম্মিলিত কার্য্যপন্থা ঠিক করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য প্রায় ১২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে সবর স্বেচ্ছাসেবকও অনেক আছেন। বিভিন্ন কর্মী বিভিন্ন বিভাগের ভার লইয়াছেন। থানার জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সম্মেলনকে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সাহায্য করিতেছেন।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য ২৯শে এপ্রিল হইতে বরাভূম ষ্টেশনে (বলরামপুরে) সকালে ও বৈকালে ট্রেনের সময়ে একখানি ট্রাক উপস্থিত থাকিবে। এই ট্রাক বলরামপুর হইতে একেবারে জিতান সম্মেলন স্থানে যাইবে। যাহারা পদব্রজে যাইবেন তাহাদের জন্য ধবনী, মামরো প্রভৃতি গ্রামে জল ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাস্তার নির্দ্দেশ দিবার জন্য ঐ সব গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক থাকিবে।

যাহারা বাসে যাইবেন তাহারা লিকিতে (মধুপুরে) নামিবেন। সেইখানে ডাকবাংলোতে তাহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেখান হইতে জিতানে ২ মাইল যাহাদের হাঁটিয়া যাইতে অসুবিধা হইবে তাহাদের জন্য সেইখানে গোগাড়ী থাকিবে।

বৈঠক ও সম্মেলনের জন্য জিতানের সামিল মৌরাংটাঁড়ে একটি পৃথক সভামণ্ডপ নির্মিত হইতেছে। গ্রামবাসীগণ ও কর্মিগণ এই সম্মেলনকে পূর্ণ শৃঙ্খলা সহকারে পরিচালনা করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন

জেলা কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন, কর্মি সম্মেলন, জিলা পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতির বৈঠকে প্রবেশ করিবার জন্য প্রবেশ-পত্র দেওয়া হইবে। জিলা কংগ্রেস কমিটীর অফিস ২৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে কয়েকদিনের জন্য জিতানে স্থানান্তরিত হইবে। প্রবেশ পত্র জিতানস্থ জিলা কংগ্রেস কমিটির অফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪ঠা মে মঙ্গলবার মৌরাংটাঁড়ে বিরাট জনসভা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ৫ই মে বুধবার কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য একটী সভা হইবে।

জিতান সম্মেলনের কার্য্যক্রম—

৩০শে এপ্রিল ১৭ই বৈশাখ শুক্রবার—বেলা ৪টায় জিলা কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন।

১লা মে ১৮ই বৈশাখ শনিবার—কর্মি সম্মেলন, সকাল ৮টায় ও বৈকালে ৪টায়।

২রা মে ১৯শে বৈশাখ রবিবার—জিলা পঞ্চায়েতের অধিবেশন বেলা ৪টায়।

৩রা মে ২০শে বৈশাখ সোমবার—সকাল ৮টায় সমবায় সমিতির অধিবেশন।

৪ঠা মে ২১শে বৈশাখ মঙ্গলবার—বেলা ৫টায় জনসভা।

৫ই মে ২২শে বৈশাখ বুধবার—বেলা ৫টায় মহিলা সভা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

৫ই মে পর্য্যন্ত জিতান সম্মেলনের ব্যাপারে নিযুক্ত থাকার জন্য আগামী ৭রা মে সোমবারে 'মুক্তি'র সাধারণ সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। পরবর্ত্তী সোমবারে অর্থাৎ ১০ই মে তারিখে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে বর্দ্ধিত আকারে 'মুক্তি' বাহির হইবে। ইতি—

ম্যানেজার, মুক্তি।

গান্ধীজী

মাদক-নিবারণ

(১)

কংগ্রেসের কর্ম্ম-তালিকায় সাম্প্রদায়িক একতা এবং অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের ন্যায় মাদক-নিবারণও ১৯২০ সাল হইতেই আছে। তাহা হইলেও এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের দিকে কংগ্রেসসেবীরা যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই। যদি অহিংসার পথে স্বরাজ লাভ আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভবিষৎ গভর্ণমেণ্টের ভরসায় তাহাদের মাদক-পরিপ্লুত অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না।

চিকিৎসকেরা এই দুর্নীতি দূর করিবার কাজে অনেকখানি সহায়তা করিতে পারেন। মাতাল ও আফিমখোরকে কেমন করিয়া এই অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে পারা যায় তাহা তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

এই সংস্কার সাধনের বিষয়ে স্ত্রীলোকদের ও ছাত্রদের একটা বিশেষ সুবিধা আছে। তাঁহাদের সপ্রেম সেবার দ্বারা তাঁহারা সহজেই নেশাখোরদের চিত্ত জয় করিতে পারিবেন এবং তার পর এই কদভ্যাস বর্জন করিবার জন্য যখন তাঁহারা তাহাদিগকে অনুরোধ করিবেন, সে অনুরোধ তাহারা উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

কংগ্রেস কমিটিগুলি শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার খুলিতে পারে। সেখানে পরিশ্রান্ত শ্রমিকেরা বিশ্রাম করিতে পারিবে। এই সকল কাজ যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই কল্যাণকর। অহিংসার পথে স্বরাজ একটা অভিনব জিনিস। ইহার কর্ম্ম-পন্থাও অভিনব। হিংসার পথে এই সকল সংস্কারের স্থান না থাকিতেও পারে। হিংসা-পন্থীরা অধৈর্যবশত—অজ্ঞানতাবশতও বলা যাইতে পারে—এইসকল কাজ মুক্তির দিনের অপেক্ষায় ফেলিয়া রাখেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, স্থায়ী এবং স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্তি ভিতর হইতে অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির পথেই আসিয়া থাকে। গঠন-কর্ম্মীদের চেষ্টার ফলে আইন দ্বারা মাদক নিবারণের পথ তৈয়ারী হইবে, অন্তত আইন দ্বারা মাদক নিবারণ সহজে সাফল্যলাভ করিবে।

সর্বোদয়ে দীক্ষা

বিনোবা ভাবে

কিছুদিন ধরিয়া অনুভব করা যাইতেছে যে, বিভিন্ন গঠন-কর্ম্ম-সংস্থাগুলি বিশেষ কোন কার্যসূচী লইয়া কখন কখন পরস্পরের সহযোগিতা করিলেও, বরাবর স্ব স্ব প্রধান হইয়াই কাজ করিয়া আসিতেছিল। অহিংস জীবনযাত্রায় যে আলো ফুটিয়া উঠে সে আলো তাহারা বিকীর্ণ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেক সংস্থাই তাহার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করিয়াছে। এখন সংযুক্ত ও সংহত কর্ম্মচেষ্টার প্রয়োজন বুঝিতে পারা যাইতেছে। গঠন-কর্ম্মী-সম্মেলন এইরূপ পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে একীকরণের উদ্দেশ্যে আলোচনাদি চলিতেছে। একীকরণ করিয়া তুলিতে হইলে একটা যুক্ত কর্মক্রম স্বীকার করিয়া বিভিন্ন সংস্থার কর্ম্মীদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। যে সকল কর্ম্মী গঠনকর্ম্মের কোন না কোনটি লইয়া আছেন তাঁহাদের সকলকে অন্তত: নিম্নলিখিত সাতটি বিধি পালন করিতে বলা হইয়াছে—অখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘ সেইমত প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছেন :

১। প্রত্যেক কর্ম্মী নিয়মত সূতা কাটিবেন।

২। তিনি খাদি পরিধান করিবেন—এই খাদি নিজ হাতের সূতায় তৈয়ারি হইবে অথবা সঙ্ঘের প্রমাণিত হইবে।

৩। তিনি যথাসম্ভব গ্রামে প্রস্তুত জিনিষপত্র ব্যবহার করিবেন।

৪। নিজের ঘরে থাকিলে যাহাতে গরুর দুধ পান সেই চেষ্টা করিবেন।

৫। মাসে অন্তত: একদিন তিনি নিজে পায়খানা সাফ বা গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কীয় কোন কাজ করিবেন।

৬। যে স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষালয় আছে সেখানে থাকিলে নিজের ছেলেদের ঐ শিক্ষালয়ে পাঠাইবেন।

৭। তিনি দেবনাগরী, উর্দ্দু এবং দক্ষিণ ভারতের যে কোন একটি লিপি শিখিবেন।

এক্ষণে একটি একটি করিয়া ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক।

১। নিয়মিত সূতাকাটাকে একটা অনুষ্ঠানিক ব্যাপার করিয়া তুলিবার মতলব ইহাতে নাই। জীবনযাত্রার মূলনীতিতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিবার নিদর্শন হিসাবেই এই বিধি রাখা হইতেছে। মূলনীতিটি হইল এই যে একটা সাধারণ কর্ম্ম সকলের জন্যই থাকা চাই। বৃদ্ধ বা যুবা, উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের লোক—সকলকেই এই সাধারণ কর্ম্ম করিতে হইবে। সকলে মিলিয়া কাজ করিলে, কি করিয়া তোলা সম্ভব হয় সূতাকাটা তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ। সর্বোদয়ের দীক্ষা সূতাকাটায়। আমি বলি, কাটুনী অপরের হাতে তৈয়ারী পাজ ব্যবহার করিবেন না। বীজসমেত তুলা হইতে তুনাই প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি নিজের পাজ নিজেই তৈয়ারি করিয়া লইবেন। সূতাকাটার ইহাও একটি অঙ্গ। ইহার জন্য যদি মাঝে মাঝে সব সময়টাই দিতে হয়, আর ফলে সূতাকাটা তখন বন্ধ থাকে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কাটুনীর ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যথারীতি দোস্থতি করিয়া না দিলে সূতাকাটা সম্পূর্ণ হয় না।

২। যিনি সরু সূতা কাটেন তিনি নিজের মিহি খাদির বিনিময়ে অপরের মোটা খাদি লইতে পারেন। তাহাতে আপত্তি নাই। স্বয়ংপূর্ণতার সহিত সহযোগিতার অভ্যাস করা বরং ভাল। নিজের হাতের সূতার খাদিতে নিজের প্রয়োজন সমস্ত না মিটিলে বিক্রী প্রমাণিত খাদি লওয়া যাইতে পারে—কিন্তু প্রমাণিত খাদি কাহারও প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত হইবে না।

৩। 'যথাসম্ভব' কথাটির দ্বারা মাত্র নিয়ম রক্ষা অর্থাৎ যৎসামান্য নিয়ম পালন করিয়াই খালাস—ইহা যেন না বুঝায়। গ্রামে তৈয়ারি জিনিস অনেক আছে—কাজেই 'যথাসম্ভব' কথার প্রয়োজন। উদ্দেশ্য, লোকের মনে গ্রামের প্রতি অনুরাগ-উদ্দীপন। একটা বিশেষ বিধি যন্ত্রবৎ পালন করা অপেক্ষা তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করা বেশি দরকার। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা যদি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়, তবে তাহার সাধনে একটা অর্থ পাওয়া যায়। নহিলে উহা অন্ধ বিধিপালন মাত্র হইয়া ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।

৪। গোদুগ্ধ সম্বন্ধীয় বিধিটি ইচ্ছা করিয়াই একটু শিথিল করা হইয়াছে—তাহা হইলে কর্ম্মী নিজ কাজে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবেন। ইহাতে আরও বুঝাইতেছে যে, গোরুর দুধের উপর ঝোঁক দেওয়াতে মহিষের দুধের প্রতি বিরূপতা দেখান হইতেছে না। নিয়মের বিস্তারটুকু থাকায় মহিষেরও কতকটা সুবিধা হইবে। উপস্থিত গোরুর দুধের উপর সকল চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন।

৫। হরিজন এবং অপর সকলের মধ্যে পার্থক্যটুকু যদি আমরা ঘুচাইতে চাই, তবে হরিজনরা সাধারণতঃ যে সব কাজ করে সেই সকলকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা চলিবে না। এই নীতি স্বীকার করিয়াই উপরোক্ত বিধির কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষকেই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়—কাজেই প্রত্যেক মানুষকেই উহা পরিষ্কার করিবার কাজও লইতে হইবে। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকরা যদি উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে এই প্রকার কার্যে যোগদান করে তবে তদ্দ্বারা খুব বড় এবং প্রয়োজনীয় একটা সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইবে।

৬। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, আদর্শ ও প্রণালীর দিক দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তবে নিজের ছেলেদের সেই শিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া অন্যের ছেলেদের সেই শিক্ষা দেওয়া একটা হাস্যকর ব্যাপারই হয়। সুতরাং এই শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়মটি করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু যাহা অতি স্পষ্ট, মাঝে মাঝে তৎপতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না বলিয়াই নিয়মটির বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন ছিল।

৭। দেবনাগরী ও উর্দু লিপির সহিত একটি দ্রাবিড় লিপি শিখিবার কথা আমিই নিজ দায়িত্বে বলিয়াছি—কারণ আমার বিশ্বাস এই চেষ্টা ব্যতিরেকে আপনারা ভারতীয় ঐক্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। লিপি শিখিবার পরই ভাষাশিক্ষা আসিয়া পড়িবে। দক্ষিণ ভারতে চারিটি ভাষা এবং তিনটি লিপি আছে। আমার কথার পশ্চাতে যে মূলনীতি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে ঐ ভাষাগুলির যে কোন একটি শিখিলেই চলিবে। মূলনীতি এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা যদি স্বীকৃত হয় তবে কাজটি বেশি কঠিন হইবে না। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি যে, দক্ষিণ ভারতের লোকের পক্ষে লিঙ্গবিভিধিকা সমন্বিত উত্তর ভারতীয় ভাষা শেখা যত কঠিন, উত্তরভারতীয়ের পক্ষে দক্ষিণভারতীয় ভাষা শেখা তত কঠিন নহে। কিন্তু অসুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতীয় ঐক্য সাধনকল্পে নিজেরা কোন কিছুই না করিয়া, ঐক্যের নামে দক্ষিণীদের হিন্দুস্থানী শিখিতে বলা আমাদের সাজে না। এই পদ্ধতিতে একেবারে কাজ হয় না। প্রথমে বর্ণমালা মোটামুটি শিখিয়া তারপর উহার অভ্যাসের জন্য সেই হরফে ছাপা গীতার মত কোন পরিচিত পুস্তক পড়িলে সব চেয়ে সোজা উপায়ে ঐ শিক্ষাকার্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। ভারতে যতগুলি লিপি প্রচলিত আছে তাহার সকলগুলিতে যদি তামিল বা লোক-নাগরী বিধি গ্রহণ করা যায় তবে লিপিশিক্ষার কাজ খুব হাল্কা হয়। তামিল বা লোকনাগরী বিধিটি এই : সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের বিশেষ রূপগুলি বর্জন করিয়া হসন্ত চিহ্ন দিয়া সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি একই পদ্ধতিতে লিখিয়া যাওয়া। বিভিন্ন ভাষার (লিপির) লেখকদের এই বিষয়ে চেতনা হইলে, তবেই ইহা সম্ভব হইতে পারে।

আত্মোৎকর্ষ সাধনের পন্থা হিসাবে উপরোক্ত কর্ম্মসূচী দেওয়া হইল। বিভিন্ন সংস্থাগুলির কর্ম্মীদের ইহা অবশ্য পালনীয় বলিয়া ধরা হইল। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলেরই ইহা গ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বোদয় সমাজের সেবকগণ সকলে যদি এই আচরণ-বিধিগুলি পালন করেন তবে সূর্য্যালোকের মত এই সমাজ সকল দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। নিয়মগুলিকে উদাহরণ হিসাবে লইতে হইবে। চিন্তাশীল সেবক নিজের নৈতিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিধিনিয়ম আরও বাড়াইয়া লইতে পারেন। বাড়াইতে হইলে কেবল দুইটি সর্ত্ত মানিতে হইবে। প্রথমতঃ বিধিপালন যেন ভারস্বরূপ না হয়। দিগদর্শন যন্ত্রের মত ইহা যেন জীবনে পথপ্রদর্শন করে এবং জীবনযাত্রা যেন আগের চেয়ে সহজ করিয়া তুলে। দ্বিতীয়তঃ নূতন বিধিপালন যেন সেবকদের মধ্যে উৎকর্ষের তারতম্য বিচারের মানস্বরূপ গৃহীত হইয়া বিদ্বেষ সৃষ্টি না করে। এই সর্ত্তগুলি যদি পালন করা না হয়, তবে নিয়মনিষ্ঠ সেবক সঙ্কীর্ণচিত্ত ও অনুদার হইয়া উঠিবে এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মগুলি করা হইল তাহা ব্যর্থ হইবে। এই সাবধানতাটুকু স্বীকার করিয়া কেহ যদি সেবক হইতে চান তবে তাঁহাকে বলিব, উক্ত নিয়মগুলি তিনি যথাযথভাবে পালন করুন। (বাঙ্গলা হরিজন হইতে)

পঞ্চায়েত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মানভূমজিলা পঞ্চায়েত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ১ম অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে বীর রাঘব আচারীয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে কার্য্যকরী সমিতির কংগ্রেস মনোনীত সভ্য শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত বলেন—তিনি আশা করেন যে এই পঞ্চায়েত সুদূর ভবিষ্যতে জনগণের শাসনব্যবস্থা সংগঠন করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠিবে। কার্য্যকরী সমিতি জেলার প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিকে জানান যে এতদিন অব্যবস্থার ফলে পল্লীর অজ্ঞ, মূক, দরিদ্র জনসাধারণ যে দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমান সময় হইতে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ন্যায্য প্রাপ্য অংশ পায় তাহার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিতে হইবে। অতঃপর কার্য্যকরী সমিতি পঞ্চায়েতের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য ৭ জন ইনসপেক্টার নিযুক্ত করেন। পরে আরও একজন ইনসপেক্টার নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিহার সরকারের তদানীন্তন ফুড্ কমিশনার শ্রীযুক্ত নীলমনি সেনাপতি আই, সি, এস মহাশয় মানভূমের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য পুরুলিয়া আসিয়া জিলা পঞ্চায়েত অফিস

পরিদর্শন করেন। পঞ্চায়েত কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মানভূমের খাদ্যাবস্থা ও কণ্ট্রোল দ্রব্যাদির ব্যবস্থা প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি সমগ্র সদর সাবডিভিজনব্যাপী পঞ্চায়েত সংগঠন হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। তিনি পঞ্চায়েত গঠনের ফরম এবং গঠনতন্ত্র সঙ্গে লইয়া যান। পরে তিনি সমগ্র বিহার প্রদেশে এইরূপভাবে পঞ্চায়েত সংগঠনের জন্য সমস্ত জিলা অফিসারদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ডেপুটী কমিশনার শ্রী এ, ময়েড মহাশয়কে মানভূম হইতে বদলী করা হয়। তাঁহার স্থলে শ্রী রায় হরদৎ প্রসাদ মহাশয় ডেপুটী কমিশনার হইয়া আসেন। তিনি পঞ্চায়েত অথবা অন্য কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতে অস্বীকার করেন। কাজেই তিনি যতদিন মানভূমে ছিলেন ততদিন পঞ্চায়েত মারফত বণ্টনাদির ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ডেপুটী কমিশনারের এইরূপ মনোভাব দেখিয়া ব্যবসায়ী মহল বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। কারণ পঞ্চায়েত মারফত বণ্টনাদি তাঁহারা কোনও অবস্থাতেই পছন্দ করেন নাই।

অক্টোবর মাসে বিহার সরকারের অর্থ ও সরবরাহ সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিং মহাশয় মানভূমে পঞ্চায়েত সংগঠন পরিদর্শন করিবার জন্য পুরুলিয়া আসেন। তিনি মানবাজার থানায় কয়েকটী গ্রামে যাইয়া গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কার্য্যাদি দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। জিলা পঞ্চায়েত অফিস করিদর্শন কালে শ্রীযুক্ত রামলাল সরাওগী মহাশয় মন্ত্রী মহোদয়কে চা পানে আপ্যায়িত করেন। তিনি পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েত কর্ত্তৃপক্ষ এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মিদের এক ঘরোয়া বৈঠকে বলেন যে ঋষি নিবারণচন্দ্রের কর্ম্মস্থল মানভূমকে "তপোবন" বলিয়া মনে করেন এবং মানভূমকে "তপোবনী" এই আখ্যায় অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে মানভূমে তাঁহাদের সপ্ন সফল হইতে চলিয়াছে। পঞ্চায়েত সংগঠন কার্য্য পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্যের কথা বলা হইলে তিনি সরকারীভাবে এই সম্বন্ধে আবেদন করিতে বলেন। আবেদন যথা সময়ে করা হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার নিকট হইতে আজও পর্য্যন্ত কোনও অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

১৯৪৬ সালের ১৩ই অক্টোবর মানভূম জিলা পঞ্চায়েত কার্য্যকরী সমিতির ২য় অধিবেশন হয়। এই সভায় থানা পঞ্চায়েত সমূহের সভাপতি এবং সম্পাদকগণ বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই সভায় সমগ্র জিলায় ব্যাপকভাবে কো-অপারেটীভ সোসাইটী অথবা ষ্টোর গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে গঠনমূলক সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কো-অপারেটীভ সাব কমিটী গঠন করা হয়। সভা ইহাও নির্দ্দেশ দেন যে জিলা পঞ্চায়েতের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কোন থানা অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েত কো-অপারেটীভ সোসাইটী গঠন করিতে পারিবেন না।

নভেম্বর মাসে রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বল্লভ সহায় মহাশয় মানভূম পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি মানভূমে ৪ দিন ছিলেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন থানায় বহুগ্রাম পরিদর্শন করেন এবং পঞ্চায়েতের সংস্পর্শে আসেন। জিলা পঞ্চায়েত অফিস পরিদর্শন কালে মন্ত্রী মহোদয় মানভূমে পঞ্চায়েত সংগঠন কার্য্য সফল করার জন্য পঞ্চায়েত কর্ত্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করেন। তিনি ডেপুটী কমিশনার রায় হরদৎ প্রসাদ মহাশয়কে পঞ্চায়েত কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু দুঃখের বিষয় মন্ত্রী মহাশয় এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর পূর্ব্বের ন্যায় তিনি নিজ ইচ্ছামত করিয়া যান।

অবশেষে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হরদৎ প্রসাদকে মানভূম হইতে বদলি করা হয় এবং তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত সিংহেশ্বরী প্রসাদ সিং মহাশয় মানভূমের ডেপুটী কমিশনার হইয়া আসেন। মানভূমে শ্রীযুক্ত সিংহেশ্বরী প্রসাদ সিংহের ডেপুটী কমিশনাররূপে আগমন এবং তাঁহার ক্ষণস্থায়ী কার্য্যকাল একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কর্ম্ম সংগঠন

আদিম জাতি সেব মণ্ডল

(প্রাদেশিক আদিম জাতি সেবা মণ্ডলের একটি শাখা হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি মানভূমে প্রায় দুই বৎসর কার্য্য করিতেছে। শ্রীভূপেন্দ্র নারায়ণ ইহার সম্পাদক। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বার্ষিকী অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালের নিম্নলিখিত কর্ম্মবিবরণী পাঠাইয়াছেন)

১৯৪৬ সালের প্রচারের ফলে আদি জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। গ্রামে গ্রামে স্কুলের ঘর নির্ম্মিত হয় এবং স্থানীয় কোনও শিক্ষিত আদিবাসী ছেলেকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া স্কুল চলিতে থাকে। বিভিন্ন থানায় এইরূপ স্কুলের সংখ্যা ক্রমে ৩৫টীতে উঠে এবং শিক্ষকের বেতন হিসাবে আমাদিগকে মাসিক ৬১৫৲ টাকা দিতে হয়।

মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী তাঁহার বাৎসরিক দান হাজার টাকা দিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোনও সাহায্য না পাওয়ার জন্য আমাদিগকে ধার করিয়া কাজ চালাইতে হয়। পরিশেষে আমাদের আদিম জাতি সেবা মণ্ডলের সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত ঠক্কর বাপা ডিসেম্বর মাসে সমস্ত দেনা পরিশোধ করেন। কিন্তু আর স্কুল চালাইবার দায়িত্ব নিতে বারণ করেন। যাহা হউক গত বৎসরে আমরা এই সকল স্কুল মারফৎ ১৩৭২ টী ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষা দিতে পারিয়াছি।

ইতিমধ্যে বিহার সরকার আদিম জাতির উন্নতি কল্পে শ্রীযুক্ত ঠক্কর বাপ্পার ২ বৎসরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত পরিকল্পনায় সমগ্র মানভূম জেলায় মাত্র ১৫টী প্রাথমিক স্কুল মঞ্জুর হয়। ধানবাদে ৪টী ও সদরে ১১টী স্কুল দেওয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক স্কুলে ২টী শিক্ষক থাকিবে। নিম্নলিখিত স্থান সমূহে ঐ ১১টী বিদ্যালয় চালু হইয়া শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে।

১।	মারবেস্তা—	সাঁতুড়ি থানা	মোট ছাত্র সংখ্যা	৫৪
২।	সিজ্জা—	রঘুনাথপুর ,,	,,	৩৯
৩।	হেরবনা—	বরাবাজার ,,	,,	৬৫
৪।	বোলুডি—	মানবাজার ,,	,,	৫৭
৫।	মোরজঙ্গলপুর—	হুড় ,,	,,	৫৭
৬।	কেন্দডিহি—	বান্দোয়ান ,,	,,	৭৯
৭।	মৌরাংটাঁড়	,,	,,	৯৩
৮।	মাজুরামুড়া—	কাশীপুর থানা	মোট ছাত্র সংখ্যা	৪৯
৯।	ডোমনকিয়ারী	,,	,,	৫৫
১০।	গাড়ীগ্রাম—	পটমদা ,,	,,	৫৬
১১।	ঝুজকা—	,,	,,	৪৭

পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষণপুর হাই স্কুল সহ সংশ্লিষ্ট একটি আদিবাসী ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইতেছে। ৫০ জন আদিবাসী ছেলে থাকিতে পারিবে। বর্ত্তমানে পুরাতন আদিবাসী ছাত্রাবাসে ৩৪টি আদিবাসী, ২ জন মোমিন ও ১ জন হরিজন বালক বাস করিয়া পড়াশুনা করিতেছে। মানভূমের একনিষ্ঠ গঠনকর্ম্মী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার দে এই ছাত্রাবাসের পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আদিবাসীদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার করার জন্য ২০টী মাসিক বৃত্তি বণ্টন করা হইয়া থাকে। মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বৎসরের জন্য বৃত্তি বিলি করা হইরাছে। পর বৎসরে যাহারা এই বৃত্তি পাওয়া উচিৎ মনে করিবে তাহারা যেন আগামী ডিসেম্বর মাসে আমাদের নিকট দরখাস্ত করেন।

১৯৪৮ সালে মানভূমের বিভিন্ন হাই স্কুলের ও ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৮১টি ছাত্র-ছাত্রী বিহার সরকারের বৃত্তিলাভ করিয়াছে।

এই বৎসরে যে সব আদিবাসী ছাত্ররা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে—তাহাদের মধ্যে যাহারা কলেজে পড়িতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন আমার সঙ্গে এখন হইতেই পত্র ব্যবহার করে।

পটমদা থানায় শবর জাতির উন্নতিকল্পে বিহার সরকার একটি পরীক্ষা চালাইতেছেন। খেড়িয়ারা যাহাতে চাষ আবাদ করিয়া নিজ জীবনধারা পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তজ্জন্য ১০টি খেড়িয়া পরিবারকে জমি, হাল-লাঙ্গল, ছাগল মুর্গীর পুঁজি ও ১ জোড়া করিয়া কাড়া কিনিয়া দেওয়া

দেওয়া হইয়াছে। দশটী পরিবারের জন্য বিহার সরকার মোট ৩৩০০৲ টাকা খরচ করিয়াছেন। এই কাজ আদিম জাতি সেবা মণ্ডলের মানভূম শাখার সাহায্যে হইতেছে। আমাদের সুযোগ্য কর্ম্মী গাড়ীগ্রামের শ্রীকালীচরণ সিংহ এই কর্ম্মে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কাজ করিতেছেন। পটমদা থানার ওয়েলফেয়ার অফিসার শ্রীশিব চন্দ্র মাঝি, শ্রীনিতাই সিংহ, শ্রীব্যাসদেব মিশির প্রভৃতি এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ লইতেছেন। গোবরঘুষির জমিদার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় ছাগলতোপা জঙ্গলে খেড়িয়াদের জন্য জমি দিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

এই পরীক্ষার উপর অন্যান্য শবর ভাইদের ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে। যদি এই বৎসর ইহারা কৃষি কর্ম্ম করিয়া উন্নতি দেখাইতে পারে তবে অন্যান্য থানাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।

আয়—

আদিম জাতি সেবা মণ্ডল—	৪৯১৯৷৷০
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়—	১০০০৲
ম্যানেজার বরাভূম ষ্টেট—	৮০৲
জনসাধারণের দান—	৪০০৲
কাশীপুর রাজ—	৫০০৲
চরখা বিক্রী—	২৫৲
তুলা বিক্রী—	২৮৲
ফেরৎ অগ্রিম—	৬০৲
ধার—	৩১৯৪৷৷০
ব্যাঙ্কের সুদ—	২৮৴০
গত বৎসরের জের—	১৩২৮৴০
	১০,৩৪৩৷০

ব্যয়—

আজীবন সভ্য—	৯০০৲
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ—	৪৩২৮৷০
লক্ষণপুর হোষ্টেল—	১৪১৫৲
দরিদ্র ছাত্র ও কর্ম্মী—	১৩১৷৴০
বহি, শ্লেট ইত্যাদি—	১৭৫৷৴০
ছাপাই খরচ—	৩৭৷৷০
যাতায়াত খাতে—	১৫৩৮৴১০
ডাক খাতে—	২১৶১০
চরখা খরিদ—	২৫৲
তুলা খরিদ—	১৩৭৷৷০
অগ্রিম দাদন—	৭০৲
অফিস খরচ—	৪৫৷৷০
ষ্টেশনারী—	৫১৮৴০
ধারশোধ—	২৬৯৪৷৷০
বিবিধ—	৩০৲
হস্তে মজুত—	১২৬৷৴০
	১০,৩৪৩৷০

ভারতীয় সংবাদ

গান্ধীজীর হত্যাকারীর বিচার—

মাদ্রাজ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যাইতেছে যে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীর লাল কেল্লায় গান্ধীজীর হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারের বিচার আরম্ভ হইবে। নাথুরাম গডসে, হিন্দুমহাসভার প্রাক্তন সভাপতি বীর সভারকর প্রভৃতি প্রায় দশ জন এই মামলার প্রধান আসামী। বিচার স্পেশাল কোর্টে শ্রীযুক্ত টি, আত্মাচরণের নায়কত্বে বদ্ধ ঘরের মধ্যে চলিবে।

হায়দরাবাদে হাঙ্গামা—

হায়দরাবাদ রাজ্যের ওসমানাবাদ জেলায় "জেহাদ" ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লাতুর এবং খোকীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ট্রেন থামাইয়া রাজাকরদল পুরুষ যাত্রীদিগকে হত্যা, লুণ্ঠন ও নারীধর্ষণ কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত করিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি গ্রামে কমপক্ষে ২ শত লোককে হত্যা করা হইয়াছে। ওসমানাবাদের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আশু প্রতিকারের জন্য ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

উভয় ডোমিনিয়নের স্বাক্ষরিত চুক্তি—

সংখ্যা লঘিষ্ঠদের বহিরাগমন ও তাহাদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি বজায় রাখিবার জন্য কলিকাতায় উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধির দ্বারা একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখা হইবে।

(১) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন, সম্পত্তি ও নাগরিক অধিকার,

(২) ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার এবং ধর্ম্ম ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ থাকিবে,

(৩) এক রাষ্ট্রে থাকিয়া অন্য রাষ্ট্রে যুক্ত হইবার জন্য আন্দোলন বন্ধ করা হইবে,

(৪) অন্য রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষ বা ভীতি বা যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া প্রেস যেন ফলাও বা বাড়াইয়া কোন খবর প্রকাশ না করেন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইবে,

(৫) সংখ্যালঘুদের নিকট হইতে অভিযোগের আশু ও দ্রুত প্রতিকার ও

(৬) পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় সংখ্যা লঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি করিয়া প্রাদেশিক বোর্ড ও তাহার অধীনে জেলা বোর্ডগুলি গঠিত হইবে।

বংলাদেশে বস্ত্র সঙ্কট—

ভারতীয় ডোমিনিয়নের বাহিরে কাপড় ও সূতার চোরা চালান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট পাকিস্তানের সীমান্তবর্ত্তী দুইটি প্রদেশে বঙ্গে প্রদেশ হইতে কাপড় আমদানী বন্ধ করিবার জন্য আদেশ জারী করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য প্রাপ্ত এক ঘটনার প্রকাশ যথেষ্ট হইবে: পাকিস্তানগামী কয়েকটি ট্রেনের কামরা ও ডাকগাড়ী হইতে রাণাঘাট ষ্টেশনে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকার কাপড় ও সূতা নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আটক করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে দুইজন ডাক কর্ম্মচারীকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনার ফলে আশঙ্কা করা যাইতেছে যে বাংলাদেশে হয়ত বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চালু করা হইবে।

কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীর রাজ্য লইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সমাধানের জন্য নিরপত্তা পরিষদ তাহার তত্ত্বাবধানে গণভোটের ব্যবস্থা করিবার যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস উভয় পক্ষের সাহায্য পাইলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। সিরিয়া, রাশিয়া ও ইউক্রেন ভোটদানে বিরত থাকেন।

স্থানীয় সংবাদ

জাতীয় পক্ষ—

মানভূমে সর্ব্বত্র জনসভা, পতাকা উত্তোলন, কর্ম্মী-সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা জাতীয় পক্ষ প্রতিপালিত হইয়াছে। থানায় থানায় বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন দিনে যে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাহার কিছু কিছু বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। বাঘমুণ্ডি থানায় ৬ই এপ্রিল তারিখে বুড়দায় এবং ৮ই এপ্রিল সিন্দরীতে জনসভার অনুষ্ঠান হয়। বরাবাজার থানায় ৭ই হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত লাগুডি, চিপিংডি, পড়ম্যা-লক্ষণপুর, বেড়াদা, ধড়াঙ্গা, হেরবনা ও লাকা গ্রামে রামধুন সহ জনসভার অনুষ্ঠান হয়। ২০শে এপ্রিল চাস গ্রামে একটী জনসভায় জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারিয়ার বক্তৃতা করেন।

বোরোতে জনসভা—

জাতীয়পক্ষ উপলক্ষে ১৮ই এপ্রিল বোরোর জনসভায় বহু আদিবাসী উপস্থিত ছিলেন। জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক এই সভায় জাতীয় পক্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জমিদারী বিল ও অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করেন। জমিদারী

প্রথা যে জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং কংগ্রেস ও কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যে ইহা লোপ করিতে বদ্ধপরিকর তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন এবং দেশের উন্নতির জন্য গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পথের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্যামসুন্দর সিং মহাপাত্র ও দুই একটী জমিদার পক্ষীয় ব্যক্তি সভার প্রারম্ভ হইতেই এবং সভায় বক্তৃতা কালেও নানাভাবে গোলমাল ও বাধার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। ফলে উপস্থিত পুলিশ তাঁহাদের সভামণ্ডল হইতে বাহির করিয়া দেন। এই সভার ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে।

ধবনীতে কর্ম্মী সম্মেলন —

বান্দোয়ান থানার ধবনী গ্রামে বান্দোয়ান ও পটমদা থানার বহু কর্ম্মী ও স্থানীয় জনতা মিলিয়া ২০শে তারিখে একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় স্থানীয় কয়েকটি মহিলা চরখা কাটেন। শ্রীঅমর দত্ত, শ্রীভজহরি মাহাত, শ্রীকুশধ্বজ মাহাত ও জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এই সভায় বক্তৃতা দেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হয় যে স্থানীয় মহাজনগণ যেন দেড়ি ডবল সুদের পরিবর্ত্তে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে জনসাধারণকে সওয়া সুদে ধান ধার দেন। এই অনুরোধ সমস্ত মহাজনদের জানাইয়া দেওয়া হইবে এবং পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে যে ধান ধার দেওয়া হইবে পঞ্চায়েৎ তাহার জন্য দায়ী থাকিবে। মহাজনগণ যদি এই ন্যায্য দাবীতে স্বীকৃত না হন তবে সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের সহিত অসহযোগ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

মহাবীর ঝাণ্ডা উৎসব—

পুরুলিয়া সহরে, রঘুনাথপুর থানার বেড়ো গ্রামে ও ঝালদা সহরে মহাবীর ঝাণ্ডার শোভাযাত্রা সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৮ই এপ্রিল তারিখে বেড়োতে এতৎসহ নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল ও শ্রীযুক্ত কিশোরী বিজয় আচার্য্য গোস্বামীর সভাপতিত্বে জনসভাসহ কর্ম্মমন্দিরের বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। পুরুলিয়ায় ২৩শে তারিখে মহাবীর ঝাণ্ডার মিছিল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

জঙ্গলরক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

নিতুড়িয়া থানার জনার্দ্দনডি অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীরাসতারণ মণ্ডল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্থানীয় জঙ্গল গার্ড শ্রীজগন্নাথ তেওয়ারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহার বিবরণ এই যে, কিছুদিন হইতে অভিযোগ পাওয়া যাইতেছিল যে উক্ত জঙ্গল গার্ড পঞ্চকুট, শ্যামপুর ও আরও ২।৩টী গ্রামের জঙ্গলের কাষ্ঠ টাকা লইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু এই সকল অভিযোগের কোনও প্রতিকার হয় নাই। ১০ই এপ্রিল তারিখে অভিযোগকারী রঘুনাথপুরের বীট অফিসারের সঙ্গে এই বিষয়ে তদন্ত করিতে যান। এই কারণে উক্ত জঙ্গল গার্ড তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়া মারপিটের ভয় দেখাইতেছে। তিনি এই সকল বিষয়ের উপযুক্ত প্রতিকার দাবী করিয়াছেন।

পুলিশের জুলুমকী—

মানবাজার থানার দিঘী গ্রামে একটী অশ্বত্থ গাছের দাবী লইয়া তদন্তের জন্য থানার জমাদার বাবু ও একজন সিপাহী উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন। শ্রীবাসুদেব মণ্ডল দিগর দাবী করেন যে তাঁহারা গাছটি মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কাটিয়া লইয়াছেন। প্রকাশ বান্দা গ্রামের শ্রীসৃষ্টিধর সেনও ঐ গাছের ক্রেতার স্বত্ব দাবী করেন। জমাদার বাবু গ্রামে যাইয়া মণ্ডলদিগকে বলেন— তোমরা ৩৭৯ ধারায় পড়িয়াছ। জামিন না দিলে আরও অন্য ধারায় পড়িবে। ক্রেতাগণ তাঁহাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাক্ষ্য লইতে বলিলে তিনি বলেন যে তিনি পঞ্চায়েৎ মানেন না। প্রকাশ, অবশেষে তিনি বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া সেন মহাশয়ের আত্মীয়ের গৃহে ভূরিভোজনের পর স্থানত্যাগ করেন।

হরিজনদের দুর্গতি—

চাস থানার অন্তর্গত চামসাবাদ গ্রামে কিছুদিন পূর্ব্বে হরিজনগণের সহিত বর্ণ হিন্দুদের বিরোধ ঘটে। প্রকাশ যে হরিজনগণ পাল্কী বহিতে অস্বীকার করার ফলে তাহাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়। হরিজনদের একখানা ঘর পুড়িয়া যায় এবং তাহারা ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। পুলিশ এই সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ঘোস্, পাঁচড়া, ঘা, ফোড়া, কারবাঙ্কল্ ও কানে পূয নিশ্চিতরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরে ইহা লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। পরে লাগাইলেও পোড়া যন্ত্রণা শীঘ্রই সারিয়া উঠে।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

বি, এন, কর
বি, এম, দাস রোড্
পোঃ বাঁকিপুর
পাটনা

শ্রেষ্ঠ পল্লী আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

শ্রীরাম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, পুয়াড়া

পোঃ কাণ্ট ডি, মানভূম।

অশোকারিষ্ট ও মেথী মোদক

ঔষধ দুইটী এখানকার তৈরীর বৈশিষ্ট্যে যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথাঃ—বাধক ও রক্তপ্রদর, মৃতবৎসা, অনিয়মিত ঋতুস্রাবজনিত হাত, পা, চক্ষু জ্বালা, মাথা ঘোরা, কোমর বেদনা, তলপেটে বেদনা, পিঠের শিরার টান প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গের উপশম করতঃ শরীরের লাবণ্য ফিরাইয়া আনে এবং সন্তানোৎপাদক হয়। ইহা বহুক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হইয়াছে। নূতন রোগে ১ মাস এবং রোগ পুরাতন হইলে ৩ মাস ব্যবহার করিতে হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ইতি—

ব্যবস্থাপক ঃ—কবিরাজ শ্রীকামাখ্যানাথ চৌধুরী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী।

NOTICE

Sealed tenders are hereby invited for the supply of 700 mds. of Gram, 400 mds. of Arahar and 300 mds. of Masoor Pulses. Delivery to the Purulia Jail gate at 80 Sicca weight. The tenders will be opened on the 5th May, 1948 in the office of the Jail Superintendent Purulia at 5 P. M.

S. BOSE.
Superintendent, Jail,
Purulia.

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম-এ, এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন) এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—প্রতি তোলা ৮৲ টাকা, সপ্তাহ ॥০ আনা। সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ। অনুপান বিশেষে সর্ব্বরোগ দূর করে। ইহা ত্রিদোষ নাশক। সকল রোগে মকরধ্বজের অনুপান-বিধির পুস্তিকা—মূল্য ৵০ আনা।

সারিবাদি সালসা (রেজিষ্টার্ড)—রক্ত পরিষ্কারক সর্ব্বপ্রকার উপাদানে প্রস্তুত। এই সালসার গুণ অবর্ণনীয়। রক্তই আমাদের জীবন। রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ থাকিলে কোন রোগের বীজাণুই সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ আনা।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুতের একটি পৃথক বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন এবং অন্যান্য উপাদান পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হয়। মূল্য ১০৲ টাকা সের, /১—২॥০, /৵০—১।০

অবলবান্ধব যোগ (রেজিষ্টার্ড)—স্ত্রীরোগ-সমূহের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সেবনে প্রদর, বাধক, পৃষ্ঠে বা কোমরে বেদনা, মাথাধরা, রজোদোষ, মৃতবৎসাত্ব, বন্ধ্যাত্ব বিদূরিত হয়, জরায়ু সুস্থ ও সবল হয় এবং দীর্ঘায়ু সন্তানধারণের ক্ষমতা জন্মে। মূল্য ১৬ মাত্রা ২॥০ টাকা।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ জাতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনসুলভ জীবনীশক্তি, তেজ ও কান্তিবর্দ্ধনে শুক্রসঞ্জীবন অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২৪৲ সের, /১০—৫৸০, /৵০—৩৲

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—বিদেশী ঔষধের মোহমুক্ত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রসূতির অবশ্য সেবনীয়। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্যাদিতে সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৭॥০, মধ্যম ৪৲ ও ছোট ১॥০ মাত্র।

সর্ব্বজ্বরবটী (রেজিষ্টার্ড)—যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৬ বটী ৮৲ টাকা, প্রতি বটী ।৵০।

প্রাপ্তিস্থান—পুরুলিয়া (মানভূম) মোটর ষ্ট্যাণ্ডের নিকট।

ব্যবস্থাপক রেজিষ্টার্ড কবিরাজ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘোষ, কবিভূষণ, ভিষগরত্ন।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিবারণ স্মৃতি

Regd. No. P—641

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
২১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে বৈশাখ ১৩৫৫, ১০ই মে ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া

আরাম ও সৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের গেঞ্জী
স্বাস্থ্য ও বলের জন্য
আমাদের "শ্রীলক্ষ্মী" মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল
বিশুদ্ধ পরিষ্কার ডাল
সর্ব্বপ্রকার কলকব্জা তৈরী ও মেরামত,
ছুতারের যন্ত্রপাতি
আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয়
লোহার জিনিষ
আমরাই জোগাইতে পারি।

স্বর্গীয়

নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন

২৮শে বৈশাখ—১১ই মে, মঙ্গলবার

কার্য্যসূচি :—

১। সকাল ৫॥০ সমিতির পক্ষ হইতে প্রভাত ফেরী
২। „ ৭॥০ জাতীয় পতাকা উত্তোলন (লাবণ্য প্রভা ঘোষ)
৩। বৈকাল ৬টায় রথতলা হইতে শোভাযাত্রা
৪। আবরণ উন্মোচন সভা—সন্ধ্যা ৭॥০ টা

(১) উদ্বোধন সঙ্গীত—
(২ সভাপতি বরণ—
(৩) সমিতির বক্তব্য—
(৪) সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক আবরণ উন্মোচন ও সভাপতি কর্ত্তৃক মাল্যদান—অভিবাদন
(৫) সভা সমিতির পক্ষ হইতে মাল্যদান—
(৬) গান—
(৭) কীর্ত্তন—
(৮) অভিবাদন—

দ্রষ্টব্য :—যে সমস্ত জন প্রতিষ্ঠান মাল্যদান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন তাহা সম্পাদকের নিকট আগামী মঙ্গলবার ১০টার মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া জ্ঞাত করেন।

৺নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত
"গীতার শিক্ষা" মূল্য ২৲

মুক্তি সিরিজ
ঋষি নিবারণচন্দ্রের
জীবন কথা মূল্য ৵০
ঐ ইংরাজী মূল্য ৵০

খদ্দর ভাণ্ডারে পাওয়া যায়

জন্ম—১২ই বৈশাখ, ১২৮৩। ঋষি নিবারণচন্দ্র মৃত্যু—১লা শ্রাবণ, ১৩৪২।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ২৭শে বৈশাখ

ঋষি বাক্য

(ঋষি নিবারণচন্দ্রের লিখিত 'মুক্তির' সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে সঙ্কলিত কয়েকটি বাণী)

ক্ষমতাপ্রিয়তার পথে কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভের পথে স্বাধীনতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। প্রাচীন কাল হ'তে মুক্তির একটিমাত্র পথ নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে আছে, তাহা আর কিছু নয়—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু"। এই ঋষি-বাক্য স্মরণ করে, কামাখ্যাতীর্থে সমবেত হ'য়ে জগজ্জননীর চরণতলে আত্মনিবেদন করে' প্রতিনিধিবর্গ যদি উপায় নির্দ্দেশের সিদ্ধান্ত করেন তা হ'লেই প্রকৃত পথের সন্ধান মিলবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

* * * *

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জ্জুন বিশ্বরূপের অভ্যন্তরে যেরূপ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণের ভবিষ্যৎ পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তদ্রূপ বর্ত্তমান জগতের সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় স্বার্থ-সংঘর্ষ-ক্ষেত্রেও মহাকালের বিরাট মূর্ত্তির অভ্যন্তরে বৈষম্যের অধিনায়কবর্গের অদৃষ্টের পরিণাম সুস্পষ্ট-ভাবেই লক্ষিত হইতেছে। সব সমান মন্ত্রে আবার জগৎকে নবদীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এখন হ'তে ইচ্ছা ক'রে যারা এই দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজী হবে তারা সাম্যবাদের অগ্রণী হ'য়ে আত্মতৃপ্তিতে অভিষিক্ত হ'য়ে ধন্য হবে; আর যারা অভিমানদৃপ্ত দুর্য্যোধনের মত বৈষম্যের অধি-কার রক্ষার নিমিত্ত আস্ফালন ও চক্রান্তের অধিনায়ক হবে, তুমি লুকিয়ে থাকলেও তাদের নিস্তার নাই, কালরূপ ভীমসেনের গদাঘাতে তাদের জীবনান্ত হবেই হবে।

* * * *

...মন্ত্রের ঋষি মহাত্মা গান্ধী; বহুমত তাহার ছন্দ এবং সঙ্ঘশক্তি তাহার দেবতা। ঘৃতাহুতির পরিবর্ত্তে এই যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব, ব্যক্তিগত অভিমান এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। ...ঋষিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে সাধন করলেই আরাধ্য দেবতার সাক্ষাৎ মিলবে। ভূত প্রেতের আস্ফালনে ভীত হ'লে চলবে না, আরাম বিরামের কথা ভাবলেও সিদ্ধিলাভ হবে না। শ্মশানের মাঝে অন্ধকারে বসেই একনিষ্ঠভাবে ইষ্টমন্ত্রের সাধনা চাই।

* * * *

একটু সাহসে ভর করে, একটু স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। সত্যের প্রচার করা সকলেরই ভগবদ্দত্ত অধিকার। অন্যায় জেনে' শুনে' তার প্রতিবাদ না করে' তার ভিতর কি মনুষ্যত্বের বিকাশ হ'তে পারে?

* * * *

কর্ম্ম জীবনের খোলা পথই সকলকে ধরিতে হইবে। এই পথে বিপদ আছে, দুঃখ আছে, নৈরাশ্য আছে, লাঞ্ছনা আছে—তবুও এই পথ বাহিয়াই চলিতে হইবে। এই পথে ব্রহ্মজ্ঞানের তত্ত্ব নাই, রূপরসের অনুভূতি নাই, অলৌ-কিক শক্তির বিকাশ নাই। ইহাতে প্রাচীনতার শ্রদ্ধা নাই, নূতনত্বের মাদকতা নাই—তবু এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। বন্ধন বিমুক্তির এই কর্ম্মময় পথে ঝঞ্ঝাট আছে, লড়াই আছে, নিন্দা আছে, অবজ্ঞা আছে, অশান্তি আছে; তথাপি ইহা পরিত্যাগ করা চলিবে না। এই লোকসেবার পথে প্রেম চাই, এই যুদ্ধের পথে সাহস ও বীর্য্য চাই, সত্যাগ্রহের পথে সহিষ্ণুতা চাই, এই বহিষ্কারের পথে ত্যাগ চাই, এই চরখার পথে নিষ্ঠা চাই—তবু নিরাশ্রয় অবস্থায়ও এই পথেই মুক্তির সন্ধান করিতে হইবে। সহজ সুগম পথের প্রলোভনে সুনিশ্চিত কষ্টের পথ ত্যাগ করিলে এই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই কাপুরুষতা-জনিত ব্যর্থতার পেষণে যখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবে তখন পরলোকেও শান্তি মিলিবে না। ইহা-পেক্ষা আর বেশী কথা কি কহিব?

* * * *

গৃহ-বিবাদই ভারতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, গৃহ বিচ্ছেদই শত্রু পক্ষকে বল প্রদান করিয়াছে, আজকলহই ত্রিশ কোটি লোকের বাসভূমি

পবিত্র ভারত ভূমিকে বিদেশীর নৃত্যভূমিতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।···যদি আমরা অতীত ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হই বা কুণ্ঠিত হই, ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি যদি পুনরায় আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে না দেয়, এখনও যদি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, প্রাদেশিকতায় প্রাদেশিকতায়, জাতিতে জাতিতে কিংবা স্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিবাদই চলিতে থাকে, তাহা হইলে কিসের বলে আমরা বাঁচিয়া থাকিব? কিসের শক্তিতে ভবিষ্যতে প্রাণবন্ত হইয়া জাগিয়া উঠিতে চেষ্টা করিব? বিচ্ছিন্নতাই আমাদের মৃত্যুর নিদান এবং সঙ্ঘশক্তিই আমাদের জাতীয় জীবনের অবলম্বন। এই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

নিবারণ-তত্ত্ব

শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম দর্শন। সে আজ প্রায় ৪০ বৎসরের কথা। বোধ হয় সেটা ১৯০৮ (?)। ঝালদা গিয়া কিছুদিন ছিলাম। একদিন সেখানে একস্থানে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ হইতেছে শুনিয়া পাঠ শুনিতে গেলাম। দেখিলাম সৌম্য মূর্ত্তি ঋজুদেহ এক পাঠক সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিতেছেন ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভক্তির স্নিগ্ধতা তাঁহার দীপ্ত মুখমণ্ডলে স্বপ্রকাশ। অন্তরের বিশ্বাস চোখে মুখে উদ্ভাসিত। ভাগবতে মন্ত্র হইবার তখন বয়স নয়—কিন্তু এইটুকু মনে আছে, বড় ভাল লাগিয়াছিল। পাঠশেষে শুনিলাম পাঠকের নাম নিবারণবাবু। তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি কিসের জোরে নিবারণবাবু পরে ঋষি নিবারণ চন্দ্র হইতে পারিয়াছিলেন। মূল উৎস ছিল ঐ শ্রীমদ্ ভাগবতে।

সাত্ত্বিক ভাবটি ছিল তাঁহার স-হ-জ। ভাগবৎ-ভাবটি ছিল তাঁহার স্ব-ভাব, আত্মোৎসর্গ ছিল তাঁহার স্ব-ধর্ম্ম।

নিরন্তর ঐ মহাগ্রন্থের অনুধ্যানে তাঁহার দেহকে তিনি দেব-দেউলে পরিণত করিয়াছিলেন। দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ। কালে ঐ দেবালয়ে সজীব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি জীবন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন।

তার পর আসিল গীতা। প্রথম গ্রন্থ হইতে পাইলেন, অহিংসা, ঈশ্বরানুগতি। দ্বিতীয়টি হইতে তিনি পাইয়াছিলেন অনাসক্তি যোগের মহামন্ত্র। ইহা হইতেই তিনি চিনিয়াছিলেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দুইই। প্রথম তিনি দেখিলেন মাধুর্য্যের মূর্ত্তি। দ্বিতীয়টিতে দেখিলেন মহাকাল মূর্ত্তি। ফলে তিনি মুগ্ধ হইলেন, এবং অভীঃ হইলেন।

কিন্তু তবুও বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কারণ তখনও গুরু লাভ হয় নাই। ঐ অবস্থায় কত বর্ষ কাটিয়া গেল। দেশের উপর দিয়া ইতিহাসের কত ঢেউ প্রবাহিত হইয়া গেল। স্ব-দেশীয়তা (Patriotism) ও স্ব-জাতীয়তার (integral Nationalism) অগ্নি প্রবাহ বহিয়া গেল। কিন্তু তাহা নিবারণ বাবুকে মাতাইয়া বা তাতাইয়া তুলিতে পারে নাই। কারণ তাঁহার ধর্ম্মের মত তাঁহার স্ব-দেশ প্রীতিও ভাগবতীয় ছিল। তখনকার দিনের দেশপূজার মন্ত্র বিদেশ হইতে আমদানী ছিল। তাহার দেবতা ছিল ম্যাজিনি, পীঠস্থান ছিল আয়ারলেণ্ড। নিবারণ বাবুর এ মন্ত্র ভাল লাগে নাই। তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে পাইয়াছিলেন—দেশের দেবতা। আর তাঁহার দেশ-প্রীতিও আসিয়াছিল ঐ মহাগ্রন্থ হইতে। তাঁহার দেবতা পুনঃ পুনঃ এই ভারতেই আসিয়াছেন অবতাররূপে। এদেশ অতি পুণ্যময়। দেবতাগণ বলিয়াছেন —"ভারত ক্ষেত্রে জন্মলাভ করার অপেক্ষা আর জীবের মঙ্গল গতি কি হইতে পারে? এমন জন্মলাভ করিতে আমাদেরও ইচ্ছা হয়।' (ভাগবত—৫।১৯।২২)

দেবতার প্রার্থনায় আছে, "রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমরা এই স্বর্গভোগ করিতেছি; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, আমাদের ভোগাতীত যে সঞ্চিত পুণ্যাংশ আছে তাহার বলে যেন আমাদের ভারতবর্ষে জন্ম হয়" (ঐঃ ৫।১৯।২৯)।

এইখানে ছিল নিবারণচন্দ্রের ভারত প্রীতির, স্বদেশীয়তার মূল উৎস। বিলাতী বা ইউরোপীয় নিছক পেট্রিওটিজম নয়। অর্থাৎ যে জন্য বৃন্দাবন বৈষ্ণবের, কাশী শৈবের, কালীঘাট শাক্তের পরম স্থান, ঠিক সেই জন্যই ভারতবর্ষ ছিল নিবারণচন্দ্রের পরম সেব্য।

আর এই ভাগবত ও গীতার ঐকান্তিক অনুধ্যানের জন্য শুধু স্বদেশপ্রীতি নয়, তিনি একটা পরম Religion ও চরম ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। যাহার ফলে First there comes a certain moral condition a Sattwic government of the natural being. There is fixed in him a total absence of wordly pride and arrogance, a candid soul a tolerant, long suffering and benignant heart, purity of mind and body, tranquil firmness and steadfastness, self control and a masterful government of the lower nature and the heart's worship given to the Teacher,—whether to the divine Teacher within or to the human Master in whom the divine wisdom is embodied,—the Guru.

(শ্রীঅরবিন্দ)

উপযুক্ত সময়ে সেই গুরুর আবির্ভাব হইল। তিনি ঐ ভাগবত ও গীতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া (Gita, the Mother), এবং আর্য্য সংস্কৃতির ও ধর্ম্মের মূল নীতিগুলির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া, দেশ সেবার পথ নির্দ্দেশ করিলেন। (Eastern Religion and Western thought—Sir Radha Krishnan). এই গুরুও নিছক রাজনীতিকে পরিহার করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "my patriotism is for me a stage on my journey. There are no politics devoid of religion. They subserve religion. Politics bereft of religion are a death-trap because they kill the soul" (Mahatma Gandhi—Andrews).

ধর্ম্মই সব। রাজনীতি পথের একটা ঘাঁটি মাত্র। ধর্ম্মহীন রাজনীতি মরণ আনে, আত্মাকে বিনষ্ট করে। আর তিনি যে পথ ও সাধনার কথা বলিলেন, অহিংসা ব্রত, ব্রহ্মচর্য্যব্রত, অভীব্রত, স্বদেশী ব্রত, অর্থাৎ এক কথায় সত্যাগ্রহ ব্রত, তাহাও পূর্ণভাবে ভারতীয় এবং ধর্ম্মমূল। (From Yarveda Mandir).

তাই এই গুরুর আবির্ভাব হইবা মাত্র, নিবারণচন্দ্রের জীবন যাত্রার স্রোত নিমেষে বদলাইয়া গেল। তিনি গুরুর আহ্বান শুনিবা মাত্র, বৃদ্ধের পশ্চাতে আনন্দের মত, সব বন্ধন ছিঁড়িয়া উন্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্করাচার্য্য শিব পূজা করিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ।

নিবারণ বাবুও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, শুধু মুখের কথায় নয়, আমরণ আচরিত কর্ম্মে ও প্রার্থনায়। এই গুরু অনুসরণের পশ্চাতে ছিল তাঁহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা অর্থাৎ "assent of the will, consent of the mind, support of the heart, worship of the soul"। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ দ্ধঃ স এবসঃ। 'মনুষ্য শ্রদ্ধাময়। যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা থাকে, সে সেইরূপই হয়" (তিলক ভাষ্য)। এই শ্রদ্ধাই তাঁহাকে সিদ্ধি দিয়াছিল। তাঁহাকে ঋষি করিয়াছিল। নিবারণ-গুরু মহাত্মা হইলেন মূল সূত্র। আর তপস্যা বলে নিবারণচন্দ্র হইলেন তাহার জীবন্ত ভাষ্য।

শেষ দর্শন। ঋষি নিবারণচন্দ্রের তিরোধানের কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি নীরবে শুইয়া আছেন। যন্ত্রনার চিহ্নমাত্র মুখে নাই। মুখমণ্ডল প্রশান্ত সৌম্য। বলিলেন "মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয়। মৃত্যুর দেবতাও দেবতা,—তাঁহাতে নৃশংসতা থাকিতে পারে না।" নিবারণ-গুরুও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন "when we reduce ourselves to the rank of servants, humbler than the very dust under our feet, all fears will roll away like mists; we shall attain ineffable peace, and see Satya Narayan (the God of truth) face to face."

ঋষি নিবারণচন্দ্র মৃত্যুর ভিতর দিয়া অনন্ত জীবনে, তাঁহার ইষ্ট সত্যনারায়ণের জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

It is the talisman by which death itself becomes the portal to life eternal.

(Truth—Mahatmaji)

—আমার দৃষ্টিতে এই টুকুই হইল নিবারণচন্দ্রের জীবনের মূল সূত্র, মূল নীতি, মূল কথা। জয়তু নিবারণচন্দ্র! জয়তু মহাত্মাজী!

নিবারণচন্দ্রের প্রধান শিক্ষকতা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়

সাড়ে দশটা বাজিতে যথেষ্ট দেরী আছে। এই দেখিয়া আমরা দু তিন জন—আমাদের বয়স তখন খুব কম—অনেকটা নির্ভাবনা হইয়া এ-টা সে-টা লইয়া গল্প করিতে করিতে স্কুল চলিয়াছি। জেল-গ্রাউণ্ডে পৌঁছিয়াছি কি পৌঁছি নাই, দেখি একজন আমাদের সম্মুখে সম্মুখে চলিয়াছেন—পরনে 'কোট-পেণ্টুলন,' পায়ে বিলাতী ঢঙ্গের জুতা, আর, যতদূর মনে পড়ে, মাথায় ছাতি। আমাদের গল্প-গুজব, তর্ক-বিতর্ক বন্ধ হইয়া গিয়াছিল কি চলিতেছিল, চলিয়া থাকিলে কি গতিতে চলিতেছিল, ঐ সমস্ত শুনিয়া তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়া ছিলেন কিনা, ঠিক মনে পড়িতেছে না। না পড়ুক, 'মামনুসর' বা ঐরূপ কোন শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার না করিয়া তিনি যে নিঃশব্দে পথ চলিতেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্কুলে পৌঁছিয়া জানিলাম পথে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি আমাদের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, আর তাঁহার নাম শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত।

রাত্রি যায়, দিন আসে। আমরা স্কুল যাই, বাড়ী ফিরি, আবার যাই, আবার আসি। যে পথ বাড়ী লইয়া আসে, সেই পথ-ই আবার স্কুলে নিয়া হাজির করে। এই চলিয়াছে, হঠাৎ একদিন শুনিলাম আমাদের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার মহাশয় হেড মাষ্টার হইয়াছেন। নিবারণচন্দ্র হেড মাষ্টার! চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই, কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ নাই, বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে হইলে যাহা দরকার তাহা নাই, অধীন শিক্ষকদের কাঁধে হাত দিয়া চলা যে আত্মমর্য্যাদাহানিকর এ বোধ পর্য্যন্ত নাই, এরূপ সাত্ত্বিক ব্যক্তি হেড মাষ্টার! তাহা হউক, তিনি হেড মাষ্টার হইলেন। ঐ পদ লওয়া মাত্র ক্লাস-পর্য্যবেক্ষণ করার উপর বিশেষ লক্ষ্য দিলেন। প্রত্যহ কোন না কোন ঘণ্টায় ক্লাসে আসেন, নিঃশব্দে পড়ানো শুনেন, তারপর কি যেন নোট করেন। তাঁহার আসাতে শিক্ষকবর্গ বিরক্তি বোধ তো করেনই না, পরন্তু আনন্দলাভ করেন। ক্লাসের পরে তাঁহাদের সঙ্গে নিবারণচন্দ্রের কি আলোচনা হয় জানি না, তবে এই দেখি তাঁহারা যে বেতনের জন্য কাজ করিতেছেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদের সে কথা মনে হইতেছে না,—মুখে, কথাতে, ব্যবহারে এক অপার্থিব স্নেহ। তাঁহাদের সেই স্নেহের বিষয় মনে হইলে জগদীশ চন্দ্রের একটি কথা আপনা হইতে মনে পড়িয়া যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ-ই ফুল-কে এত সুন্দর করে।

নিবারণ চন্দ্র সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়া থাকে তাহার কোন কোনটি আমাদের মনে এই ধারণা-ই জন্মাইয়া দেয় যে দবির খাঁস ও সাকর মল্লিক যেমন রূপ ও সনাতন হইয়াছিলেন, ইনি-ও সেইরূপ ঋষি নিবারণচন্দ্র হইয়াছিলেন। সুন্দরের পাশে অসুন্দরকে রাখিলে, কিংবা অসুন্দরের মধ্য হইতে সুন্দরকে অভ্যুদিত হইতে দেখিলে, তাহাকে আরো সুন্দর মনে হয় দেখিয়া যদি কেহ সত্যকে মিথ্যা দিয়া ঘিরিতে বা আচ্ছন্ন করিতে প্রয়াসী, তিনি যেই হোন না কেন, ভুল করিবেন। আমার বিশ্বাস হরিদ্বারের ক্ষীণস্রোতা গঙ্গা যেমন বাঙ্গলার গঙ্গা, ঐ গঙ্গা আবার যেমন সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রের গঙ্গা হইয়াছে, সেইরূপ শিক্ষক নিবারণচন্দ্রের কর্ম্মপ্রবাহ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সেবায়, সাধনায় আত্যোৎসর্গে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ঋষি নিবারণচন্দ্রের যে অসংখ্য গুণ সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকে, তাঁহার আদর্শ নিষ্ঠা যে সেগুলির একটি—তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারো কোন সন্দেহ নাই। এখন মনে করা যাক তিনি প্রৌঢ় বয়সে ফিরিয়া গিয়া জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করিতেছেন। আর আমরা আবার তাঁহার কাছে ইংরাজি পড়িতেছি। কি শুনিতেছি? তাঁহার নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্ততঃ একটি আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারিতেছি না—তাঁহার উচ্চারণ। দেখিতেছি এক, ভাবিতেছি এক, কিন্তু শুনিতেছি আর এক। বহু প্রচলিত উচ্চারণগুলিকে পর্য্যন্ত দিব্য অস্বীকার করিয়া

চলিতেছেন। ওয়াটারের ও আ উঠাইয়া দিয়া ঐ জায়গায় অন্য 'ব' বসাইতেছেন, তারপর একদিকে উহাতে স্বর-সংযোগ করিতেছেন অপরদিকে বেশ-একটু জোর দিতেছেন, আর শেষস্থ 'র' অনুচ্চারিত রহিয়া যাইতেছে। এর পর মনে করা যাক, হেড পণ্ডিত মহাশয় আপিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় ক্লাসে আসিতে পারেন নাই; যাহা অনেক সময়ে হইয়াছে, নিবারণচন্দ্র তাঁহার স্থলে সংস্কৃত পড়াইতে আসিয়াছেন। তিনি কি আমাদের ন্যায় 'অতি'-কে 'ওতি' বা 'সত্য'-কে 'সত্য' উচ্চারণ করিতেছেন? দেখিতেছি নিবারণচন্দ্র বাঙ্গালী হইয়াও কখনো খাঁটি সাহেব, কখনো বা কাশীর পণ্ডিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। মূলে কি? অনুকরণ-প্রিয়তা না আদর্শ-নিষ্ঠা?

যিনি আদর্শ-নিষ্ঠ, তাঁহার ছোট, বড় সকল কাজেই আদর্শ প্রিয়তা লক্ষিত হইয়া থাকে। নিবারণচন্দ্রের পাঠনও আদর্শ শ্রেণীর ছিল। যখন তিনি জ্যামিতি পড়াইতে আসিতেন, তখন বোর্ডকে তাঁহার একচেটিয়া সম্পত্তির ন্যায় ব্যবহার না করিয়া ভাগ লইবার জন্য ছাত্রদিগকে ডাক দিতেন। আমরা ক্লাসের ইউক্লিডগণ, ইহাকে যমপুরীর ডাকের চেয়েও ভয় করিতাম। কখন উসখুস করিতাম, কখন বা উঠিতে ইতস্ততঃ করিতাম, অঙ্গকথায় হাবে-ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম, পারিব না। তিনি কি এ সব দেখিতেছেন না, না, বুঝিতেছেন না? অথচ, পরবর্ত্তীকালে যে হাসি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন, সেই হাসি হাসিতেছেন, আর এক একজনকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। একটু ইঙ্গিত দিলে, ভুল শুধরাইয়া অন্ততঃ খানিকটা অগ্রসর হইতে পারি, কিন্তু না। কি করিতেছি না করিতেছি, পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেছেন, কিন্তু সংশোধনের নামও করিতেছেন না। যখন ভুলের পর ভুল করিয়া এক বীভৎস রকমের ভুলসিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া শুদ্ধ হইয়াছি, তখনো সেই হাসি।

যদি দেশের সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষক এইরূপ নির্ম্মম হইতে—একই সঙ্গে এইরূপ স্নেহশীল এবং কঠোর হইতে পারিতেন! আক্ষেপের বিষয়, এ সত্ত্বেও অকশাস্ত্র না-দেখা মহাদেশের ন্যায় অজানা রহিয়া গিয়াছে। এ জন্য দায়ী তিনি নন—নিজে। যখন তিনি আমাদের ভ্রম অবলম্বনে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার বহু পূর্ব্বেই 'ফোকাস' পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—মন এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন লোকে গিয়া বসবাস সুরু করিয়াছে।

এখন যাহা বলিতেছিলাম। নিবারণচন্দ্র ছাত্রদিগের প্রত্যেক-কে জানিতে, আর তাহার মধ্যে কোন ভুল-ত্রুটি বা গলদ আছে এরূপ আভাস পাইলে তাহা বাহির করিয়া সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি ছাত্রদিগকে যে কি ভালবাসিতেন, তাহা সহস্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেও বুঝানো শেষ হইবে না। তিনি সকলকে ভালবাসিতেন সত্য, কিন্তু ঐ সঙ্গে কে কি করে, কে কি ভাবে, খোঁজ রাখিতেন। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে যাহার সম্বন্ধে যে ধারণা করিতেন, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেন না। তাঁহার আত্মবিশ্বাস যে কিরূপ প্রবল ছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ক্লাসে বসিয়া আছি। সংবাদ পাইলাম, হেড মাষ্টার মহাশয় ডাকিতেছেন—মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া আপিসে গিয়া দেখা করিতে হইবে। গিয়া দেখিলাম তিনি তাঁহার চেয়ার-টিতে বসিয়া আছেন, আশে পাশে বহু শিক্ষক। ভিক্টোরিয়া স্কুলের তৎকালীন এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, বিবেকানন্দ-চরিত লেখক, শ্রদ্ধেয় প্রমথ নাথ বসুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন: তুমি কি তাঁকে অপমান করেছ বা অপমান-সূচক কথা বলেছ? সে কি! যাঁহাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, আর যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাঁহাকে অপমান! বলিলাম, না। এই একটি কথা। ইহা শুনামাত্র তিনি উপস্থিত শিক্ষক দিগের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। বেশ বুঝিলাম তিনি এই বলিতেছেন: অভিযোগ যে সর্ব্বৈব মিথ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে? শিক্ষাবিদগণ বলিয়া থাকেন, আমাদের মধ্যে অনেক-কিছুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, ইহা যেমন সত্য, এক তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া আর এক হইতে পারে না, ইহাও তেমনি সত্য। তাঁহারা যখন বলিতেছেন তখন ইহা যে বিজ্ঞান-সম্মত সে বিষয়ে কথা নাই। তথাপি আজো আমি ইহা স্বীকার

করিয়া লইতে পারি নাই। আমার এই মনে হয় কালা-শোক যদি ধর্ম্মাশোক হইতে পারেন, সল যদি পল হইতে এবং মেষ-পালিকা জোয়ান যদি সেণ্ট জোয়ান হইতে পারেন, যদি জলদস্যুদের জাতিতে সেক্‌সপীয়রের ন্যায় কবি, উইলবার ফোর্সের ন্যায় মানব-প্রেমিক, ফ্লরেন্স নাইটিংগেলের ন্যায় জন সেবিকা জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কিরূপে বলি একের পক্ষে আর এক হওয়া অসম্ভব?

নিবারণচন্দ্রের কার্য্যসমূহ আলোচনা কালে এক এক সময় মনে হয় সম্ভবতঃ তিনিও ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন। কোন ক্লাসে গেলে সে ক্লাসের ছাত্রদের সেই ক্লাসের ই ছাত্র মনে করিতেন। এ মেধাবী ও স্থূলবুদ্ধি, এর জন্য ম্যাক্‌সিমাম লেসন্, ওর জন্য মিনিমাম লেসন্,—এ না করিয়া সকলকে সমান লেসন্ দিতেন, সমান প্রশ্ন করিতেন, আশা করিতেন সকলেই সমান উত্তর দিবে। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রকে যে তিনি ডিল করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে আসে। তবে ইহার প্রতিবাদে উক্ত হইতে পারে যে, এ স্কুলের নিয়ম। কিন্তু খেলার, বিশেষতঃ ক্রিকেট খেলার জন্য ছাত্রদের উপর যে জোর-জার করিতেন, তাহাও কি এই? লিখিতে লিখিতে ক্রিকেট-গ্রাউণ্ড ও তাঁহার ক্রিকেট খেলা যেন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে: তাঁহার কোন প্রিয় ছাত্র 'রাউণ্ড হেণ্ড' পদ্ধতি-তে বল ছুঁড়িতেছেন; বল আসিয়া পড়িয়াছে; এই—আউট; হেডমাষ্টার মহাশয় কিন্তু রাণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। অনেক সময়ে আবার উল্টাটাও মনে হয়। পরীক্ষা হইয়া গেলে, যে ছাত্রের কথা বলিলাম তিনি যে নম্বর পাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার অভিভাবকের নিকট গিয়া বলিলেন: এর পড়াশুনা হবে না, একে কোন কলিয়ারীতে দিন, আমার খুব বিশ্বাস তাহ'লে এ উন্নতি করবে। নিবারণ চন্দ্র বলিতেছেন, অভিভাবক তাহাই করিলেন। বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে।

বলিলাম তিনি হাসিতেন, ছাত্রদের ভালবাসিতেন, তাঁহাদের লইয়া খেলা-ধুলা করিতেন। ইহা হইতে, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গলাভ করেন নাই, তাঁহারা যদি এই ধারণা করেন যে তিনি ছাত্রদের কাছে গিয়া ছাত্র হইয়া যাইতেন, ভুল করিবেন। এ হওয়া মন্দ বলিতেছি না, কিন্তু তিনি এ হইতেন না। কেন? বোধ হয় হইতে পারিতেন না, এই জন্য। তাঁহার মধ্যে একটা কিছু ছিল যাহা আমাদের, এমন কি তাঁহার নিজের-ও অজ্ঞাতে তাঁহাকে উপরে, ক্রমে আরো উপরে লইয়া যাইত। সে রহস্য যে কি বলা শক্ত। কখনো বা মনে হইয়াছে তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা, কখনো বা মনে হইয়াছে তাঁহার অনন্য-সাধারণ আধ্যাত্মিকতা, আবার কখনো মনে হইয়াছে তাঁহার অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য।

তাঁহার গাম্ভীর্য্য যে তাঁহার ও আমাদের মধ্যে কি অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার এক দৃষ্টান্ত দিয়া নিবন্ধ শেষ করিব। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, আমরা চার পাঁচ জন তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়াছি। কে কোন কলেজে পড়িব জানিতে চাহিলেন। আমরা একে একে আমাদের ইচ্ছার কথা বলিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে 'এ কলেজে ষ্ট্রাইক আরম্ভ হয় নাই,' 'এ কলেজে ষ্ট্রাইক চলিয়াছে,' এই রকম বলিয়া চলিলেন। তাহা যে এক অতুল অকূল ভাবের খিন্ন অভিব্যক্তি, সে কথা একেবারেই জানিতে দিলেন না। অবান্তর হইলেও না বলিয়া পারিতেছি না, ঐ কথায় আমাদের কেমন যেন খটকা লাগিল। ফিরিয়া অনেক-কে বলিলাম, হেড মাষ্টার মহাশয় যে কাজ ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে তাহা সম্ভবতঃ সত্য। শ্রোতৃবর্গ যাহা মন্তব্য করিলেন তাহার চুম্বক:— ইহা কখনো হয় নাই, কখনো হইতে পারে না, ইহা অসম্ভব। কিন্তু অবিলম্বেই অসম্ভব সম্ভব হইল। পূজাবকাশে যখন ফিরিলাম তাহার মধ্যেই তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সকলের জন্য সকলকে আহ্বান করিবার ব্রত লইয়া লাবধ্ পথে নামিয়াছেন।

আত্মসমর্পন

শ্রীভূপেন্দ্র নারায়ণ

যাঁরা ভগবানে আত্মসমর্পন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন, যাঁরা সকল কাজ ঈশ্বরের কাজ বলিয়া মনে করিয়া কাজ করিয়া যান, এক কথায় যাঁদের জীবনকে ভাগবত জীবন বলিয়া মনে করিতে পারা যায় এমন মানুষ সমাজে বিরলই হয় এবং ঋষি নিবারণচন্দ্র এই বিরল সংখ্যার মধ্যে যে একজন ছিলেন ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

সত্যিকারের ভাগবত জীবন না দেখিলে বর্ণনা করা যায় না। বাহ্যিক এমন কোনও চিহ্ন এদের থাকে না যাহাতে সাধারণ মানুষ ইহাদিগকে অনন্যসাধারণ মনে কর্ত্তে পারে। ইহারা কোনও বিশিষ্ট মতবাদ সৃষ্টি করেন না। যাহা সনাতন, যাহা যুগে যুগে সত্য বলিয়া ভগবৎ বিশ্বাসীরা মনে করেন, ইহাদের জীবনে সেগুলিই ফুটিয়া উঠে। ইহাদের আচরণ অতি সরল ও সহজ—শিশুসুলভ। মহাত্মাজীর কথায় বলিতে গেলে বলা যেতে পারে যে—ইহাদের জীবনই ইহাদের বাণী।

আজ চারিদিকে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, কাপুরুষতার প্রকাশ দেখিয়া আমাদের মন স্বভাবতই এসব মহাপুরুষদের দিকে ধাবিত হয়। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহারা কিরূপ আচরণ কর্ত্তেন, কীভাবে সমস্যার সমাধান কর্ত্তেন—এই সব বিচার মনে আসে। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে আমাদের শ্রেষ্ঠ মানবকে—জাতির জনককে ভগবান এসময় কোলে টানিয়া লইলেন। বর্ত্তমানের অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার জীবনই একমাত্র আলোক বর্ত্তিকার মত পথ দেখাইতেছিল—কিন্তু সে আলো আর নাই। The light is out.

সেদিন ওয়ার্দ্ধায় ছুটে গিয়েছিলাম—আলোর সন্ধানে। সেখানেও এমন কারোও সন্ধান পেলাম না—যিনি আলো দিতে পারেন। স্পষ্টবাদী পণ্ডিতজী ত' বল্লেনই—"আমি নিজেই অন্ধকার দেখছি, তবে আলো কোথা হতে আপনাদিগকে দিব।"

আজ যে বিষ জাতীয় জীবনকে কলুষিত করে তুলছে, যা দেখে আমরা ভয় পাচ্ছি—সে সবই ত' ভারতের মাটি থেকেই ফুটে বেরুচ্ছে। যতদিন স্বাধীনতা পাই নাই—ততদিন তৃতীয় পক্ষের ঘাড়ে সর্ব্বপ্রকার দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমরা লড়াই করে গেছি। আমাদের নেতা মহাত্মা গান্ধী যে আত্মশুদ্ধির কথা বলতেন সেটার মূল্য আজ স্পষ্ট উপলব্ধি করছি। আমাদের দেশ সেবার মধ্যে আত্ম-সেবাই ছিল বেশী—ভগবানের নাম গন্ধও ছিল না। তাই স্বাধীনতা লাভ করে খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। ভগবানের অনুগ্রহ, ভগবানের দয়া বলে ইহাকে স্বীকার করি নাই। এই অহঙ্কার চূর্ণ না হলে, প্রকৃত দীনতা না এলে নূতন জাতি গঠন অসম্ভব।

প্রাদেশিকতা, উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃ-বিরোধ এইসব জিনিস ত' আমাদের নিজেদের দৌর্ব্বল্যেই জন্ম লাভ করেছে। আজ আমাদিগকে কঠোর আঘাত পেয়ে উপলব্ধি কর্ত্তে হবে যে patriot হওয়াই, দেশসেবক হওয়াই একমাত্র কাম্য নয়—আমাদিগকে আজ ভগবৎ-সেবক হতে হবে।

ভারতবর্ষে বহু মতবাদ — Commnuism, Socialism, Revolutionary Socialism Republican socialism—এই ism অবাধে বিচরণ করছিল। ১৫ই আগষ্টের পর ভারতের বুকে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে—তাতে তাদের মতের মূল্য যাচাই হয়ে যাচ্ছে। এই সব জটিল তত্ত্বের মীমাংসা তিনিই কর্ত্তে পার্ত্তেন, যিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক-ভাবে সত্যকে দৃঢ় করে ধরে রেখেছিলেন। আজ তারই শিষ্যরা কেউ তার মতো নির্ভীক ভাবে চলতে পারছেন না কেন—কারণ ভগবৎ বিশ্বাস নাই বলে। পদে পদে অনাগত ভয়ের তাড়নায় নিজেরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, আর আমাদিগকেও বিভ্রান্ত কচ্ছেন।

সেজন্যই নিবারণচন্দ্রের মতো ভগবৎ-বিশ্বাসী দেশ-সেবকের আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদিগকে ক্ষমা করো, আমাদের মধ্যে নূতন প্রাণ, নূতন আলো দান কর। ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করে কাজ কর্ত্তে না পারলে—নূতন জাতিগঠন সার্থক হবে না।

স্বদেশপ্রেমিক নিবারণচন্দ্র

(শ্রীগোলোক বিহারী তন্তুবায়)

প্রায় তেরো বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই ঋষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের উপর দিয়া কত ঝড় ঝঞ্ঝা চলিয়া গেল, কত শত বীরের ত্যাগ সাধনায়,—কতশত নির্য্যাতিত মানুষের বুকের রক্ত, শতাব্দী-পুঞ্জিত অধীনতারূপী দানবের বাহু-বন্ধন খুলিয়া গেল। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল—আজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

একদিন নিয়তির অদৃশ্যহস্ত তাঁহাকে বাংলার বুক হইতে টানিয়া আনিয়াছিল চির উপেক্ষিত মানভূমের ক্রোড়ে। সেদিন কেহই ভাবিতে পারে নাই যে ইহারই মধ্যে ভগবানের কোন এক মঙ্গলময় সদিচ্ছা লুক্কাইত ছিল। আজিকার এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের মাঝে নাই—ইহাও হয়তো তাঁহারই অভিপ্রেত। এই জন্য আজ আমরা ব্যথিত হইব না—শোক-বিষাদে অন্তর পরিপূর্ণ থাকিলেও তাহা গোপন রাখিয়াই তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম্মপন্থাকে উজ্জীবিত করার শুভ প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিব। ইহাই এখন আমদের কর্ত্তব্য।

তাঁহার জীবনের ধ্যান ছিল পাশ্চাত্য-প্রভাবান্বিত-মোহ-জর্জ্জর-দেশবাসীকে বাঁচানোর,—সর্ব্বপ্রকার অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দূরীভূত করিয়া অগ্নিমন্ত্রে সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করার। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনে তাই তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভবিষ্যতের উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও—প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ করিয়া তিনি নামিয়া আসিলেন শিক্ষাহীন, অন্নহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সর্ব্বহারাদের মধ্যে,—আশার আলোকবর্ত্তিকা হস্তে। তিনি দীপ্তকণ্ঠে আত্মহারা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন তাহার প্রাচীন গৌরব ও সংস্কৃতিকে। ব্যাকুল কণ্ঠে কোটী কোটী নির্য্যাতীত, প্রপীড়িত মানবকে ডাকিয়া কহিলেন "ওঠো ওঠো—তোমরা জাগো! অমৃতের সন্তান তোমরা,—তোমাদের অমৃতত্বলাভ করতেই হবে। ঘুমিয়ে থাকলে আর চলবে না,—ওঠো ভ্রান্ত—ওঠো পতিত, তোমরা যে অমৃতের সন্তান।"

বিস্মৃতি-মগ্ন জাতি সহসা শুনিতে পাইল এক নতুন বাণী—নতুন কথা। শতাব্দীর আলস্য ও জড়তা ছিন্ন করিয়া তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল তাহাদের অন্তরের সুপ্ত বিবেক,—প্রচ্ছন্ন মনুষত্ব। দিগন্তের কোলে জাগিয়া উঠিল জাগরণের কোলাহল,—তাহারই মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল শত শত আত্মভোলা কর্ম্মী,—যাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় অশিক্ষিত, চেতনাশূন্য মানভূমের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছে কংগ্রেসের বাণী, স্বাধীনতার মন্ত্র,—যাঁহাদের আত্মত্যাগে মানভূমের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আজ আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত।

আজ তাই সেই স্বাধীনতা-যজ্ঞের মহান ঋত্বিককে স্মরণ করিতে গেলে,—তাঁহার জীবনের মধ্যে কোন্ কোন্ দুর্ব্বারশক্তির সমন্বয় তাঁহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিল—তাহা জানিতে হইলে,—সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে তাঁহার স্বদেশানুরাগের কথা। তিনি এই স্বদেশ-প্রেমের গভীরতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শবাদের মূলমন্ত্রই ছিল "দেশ-প্রেম।"

তিনি বলিতেন, "দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশের লোককে ভালবাসা। মাতা যেমন পুত্রের দোষ-গুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসেন—প্রকৃত দেশভক্ত তদ্রূপ দেশের লোকের গুণাগুণ বিচার না করিয়া তাহাদেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে।"

তাঁহার এই আদর্শ কত মহান্! কত উচ্চ! কত উদার! ইহারই পূর্ণ অনুভূতির জন্য—"ফকাস" সাহেব তাঁহাকে পেন্সনের টাকা দিতে চাহিলে তিনি ঘৃণাভরে বলিতে পারিয়াছিলেন—"আর না, পাপের অর্থ অনেক লইয়াছি,—বাকী জীবন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কাটাইব।"

মনেপ্রাণে তিনি স্বদেশী ছিলেন। স্বদেশী শিল্প ও খাদির প্রচলন প্রচেষ্টা এবং পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম ও রাঁচি

নিবারণ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন,—তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইহার দ্বারা আর্থিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেশবাসীকে যান্ত্রিক দাসত্বে বীতশ্রদ্ধ ও দেশের প্রত্যেক নরনারীকে স্বদেশীভাবাপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র সকলকেই তিনি স্বদেশবাসী ভাবিয়া সমচক্ষে দেখিতেন। পুরুলিয়ায় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রচলন,—তাঁহার এই মহত্ত্বকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

তাঁহার ধর্ম্ম, সাধনা, সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত কিছুই "দেশ-প্রেম'কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

"পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার চেষ্টাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাধনা"—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের উপলব্ধি ও মত। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়া এই দেশপ্রেমের গভীরতাই পরিশেষে ভগবৎ উপলব্ধির পথে তাঁহার জীবনকে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। স্বরাজ সাধনাকে স্বরাট্ বা ভগবানের সাধনা বলিয়াই তিনি ভাবিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ দিকে "সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী" চণ্ডীদাসের এই গীতটী বলিতে বলিতে তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন—তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু পতিত হইত, তাঁহার মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিত।

তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ সাধক, মানবতা ও স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি নশ্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আদর্শ আজ মানভূমের প্রতি নরনারীর রক্তকণিকায় জাগিয়া রহিয়াছে ও যুগ যুগ তাহা জাগিয়া থাকিবে। তাই আজ নিজেদের সর্ব্বপ্রকার অন্ধ দলাদলি ভুলিয়া—এই মহান নেতার আদর্শকে বাস্তব জীবনে ফুটাইয়া তোলার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা প্রত্যেক মানভূমবাসীর কর্ত্তব্য।

স্মৃতিস্তম্ভ

শ্রীমণি মুখার্জ্জি

গুরুদেব,
যে অমৃত ছন্দে তুমি বিলায়েছ প্রেম
মানভূম জনগণ মাঝে,
অক্ষয় কবচসম সু-উজ্জ্বল আজো
জনগণ মন্দিরে বিরাজে।
স্মৃতিস্তম্ভ তব মূর্ত্তিময়ী স্তবগাথা ;
তোমার সে সুবিমল খ্যাতি—
শোভে সদা সু-উজ্জ্বল
মানভূম শিরে নভো-নীলিমায় ভাতি।
সাধক প্রবর, ছিলে সাধনায় রত :
তোমার সাধনাক্ষেত্র এই মানভূমি,
বনভূমি—শিক্ষাহীন, অন্নব্রত,
ছিল অতি পশ্চাতে পড়িয়া ;
শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান দানে,
পরিজনসহ আত্মদানে—
আত্মভোলা হে সাধক,
আজিকার মানভূমে তুলেছ গড়িয়া।
ধন কিংবা শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন,
পারেনিক' টলাইতে
(তব) বজ্রসম অশুভ-নাশক শুদ্ধমন।
দণ্ডভয় চণ্ডরূপে পারেনিক' টলাইতে
ও পবিত্র চিতে,
পরদুঃখকাতরতা, দলিতেরে দয়া,
বেঁধেছিল বাসা তব প্রাণ পদ্মটিতে।
সাধনার কঠোরতা, দৈন্যের সে নাগপাশ,
জড়াইয়া অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়,
বিদ্ধ করেছিল দেহ
অসময়ে শায়কের প্রায়,
ভুলি নাই— বক্ষে ধরেছিলে তাহা
ভীষ্মসম অমর শয্যায়।

(১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঋষি নিবারণচন্দ্রের

জীবনপঞ্জী

১৮৭৬ খৃঃ অব্দ এপ্রিল মাস, ১২৮৩ সাল ১২ই বৈশাখ—ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় গাউপাড়া গ্রামে জন্ম।

১৮৯৩-৯৫—বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষালাভ।

১৮৯৬-৯৭—সন্ন্যাসীরূপে গৃহত্যাগ ও পরিভ্রমণ

১৮৯৮—ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার সোনারং গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র সেনের কন্যা লাবণ্যময়ী দেবীর সহিত বিবাহ।

১৯০০—পুনরায় কলেজে যোগদান ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরে স্কুল সাবইনস্পেক্টারের চাকুরী গ্রহণ। মেদনীপুর জিলায় ঝাড়গ্রাম, তমলুক কাঁথি প্রভৃতি স্থানে অবস্থান।

১৯১১—মেদিনীপুর হইতে বদলী হইয়া মানভূম জিলার মানবাজার থানায় আগমন।

১৯১৩—বি, টি অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় গমন।

১৯১৫-১৬—পাটনায় স্ত্রীর মৃত্যু, পুরুলিয়া জিলা-স্কুল সহকারী প্রধানরূপে যোগদান, পরে প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্যভার গ্রহণ।

১৯২২—অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফাপ্রদান ও কংগ্রেসে যোগদান ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৯২৫—নিজের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "মুক্তি" পত্রিকা প্রকাশ।

১৯২৭—বাঁকুড়া ১ম রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি।

১৯২৯—মুক্তিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য ১ বৎসর কারাবাস।

১৯৩০—হইতে গান্ধী সেবাসঙ্ঘের সদস্য— পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ৬ মাসের জন্য কারাদণ্ড।

১৯৩১—বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৯৩২-৩৩—পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনে দেড় বৎসরের জন্য কারাদণ্ড। জেল হইতে মুক্তির পরে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত।

১৯৩৪—চিকিৎসার জন্য রাঁচীতে কিছুকালের জন্য অবস্থান। তথায় রোগশয্যায় তাঁহার নিকট মহাত্মা গান্ধীর আগমন এবং গান্ধীজী কর্ত্তৃক রাঁচী নিবারণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৫ খৃঃ অব্দ ১৭ই জুলাই, ১৩৪২ সাল ১লা শ্রাবণ—পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে মৃত্যু।

(১১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

হে ঋষি, হে মানভূম প্রাণের দেবতা,
উচ্চ হিমাচল শিরে কঠিন তুষার মাঝে যথা
শত বন্যা সুপ্ত রয়, প্রাণের নিশ্চুপ বিহ্বলতা,
সেইরূপ তব স্মৃতি মহিমার মাঝে,
প্রাণের প্রেরণা তারি গহনে বিরাজে
পূর্ণ উচ্ছলতা।

তারি স্তব, তারি গাথা, তারি মহাগান,
অলক্ষ্যে উদ্ভাসি' দিবে প্রাণের সন্ধান।

হে সাধক, নিরমল প্রেমধর্ম্ম তব
অতুল লাবণ্যময় ; অবিচ্ছেদ্য মানভূম প্রীতি
রচিয়াছে হেথা বহু হৃদি-পদ্ম মাঝে
প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি নিবারণ স্মৃতি।

অর্ঘ্য

(সঞ্জয়)

হে ঋষি মহান্
রুদ্র তপস্যায়
যে হোমাগ্নি জেলে গেলে
আজও তার শিখা দেখা যায়।

শৈশবের অস্পষ্ট উষায়
তোমার প্রভার দূর আলো—
জানিনা লেগেছে কেন ভয়,
জানিনা লেগেছে কেন ভালো।
কতদিন, গ্রামে ও প্রান্তরে
তোমার একাগ্র সাধনার
শুনেছি সে বিচিত্র কাহিনী ;
মাথা নুয়ে গেছে বারবার।
জীবনেরে পূর্ণাহুতি দিয়া
তোমার যজ্ঞের হ'ল শেষ ;
আত্মদান তুলনাবিহীন—
রাখ নাই কোন অবশেষ।
ভেবেছিনু হোমের অনল
নিভে বুঝি যাবে এইবার—
কে জানে সে মন্ত্র বোধনের,
কে জোগাবে সমিধ-সম্ভার !

নিভে নাই সে হোমাগ্নি শিখা
দিকে দিকে সে যে ডেকে ফিরে—
জাগায় সে সুতীব্র আঘাতে,
জাগায় সে স্নেহস্পর্শে ধীরে।
আনমনে পথে যেতে যেতে
দেখে চাষা—অপূর্ব্ব আলোক ;
লভে সে মুহূর্ত্তে নব প্রাণ,
নূতন ভাবনা—ভাবলোক।
হৃদয় ভরেছে গরিমায়,
সাহসে ফুলিয়া ওঠে বুক,
হেলায় ফেলিয়া চলে যায়
জীবনের ছোট সুখ, দুখ।
রাজার বাজিল শঙ্কা প্রাণে
প্রহরী প্রমাদ গণে হায়—
বিদেশীয় শৃঙ্খলের ডোর
সহসা বিচূর্ণ হয়ে যায়।

আজিকে নিভেছে সব আলো
আঁধারে ঘিরেছে দশদিক,
তোমার হোমাগ্নিশিখা পানে
তাই চেয়ে আছি অনিমিখ।
হে মহান্, হে ঋষি প্রবর,
আজো তব অসমাপ্ত কাজ ;
আজো স্বার্থ, আজো হিংসা, দ্বেষ
আজো দ্বন্দ্ব সারা দেশ মাঝ।
সকল ক্ষুদ্রতা লয়ে তাই
তোমারে স্মরণ করি ফিরে,
তোমার আশীষকণা লাগি
দূরে মোরা আছি নতশিরে।
ক্ষমা কর, হে মহামানব,
ক্ষমা কর, ওহে নরোত্তম—
লহ অর্ঘ্য, লহ শ্রদ্ধাঞ্জলি,
নমো, নমো, নমো, নমো, নম।

লহ প্রণাম

তোমার স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠানের দিনে সমগ্র মানভূমের জনগণের সহিত আমরাও আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাপূত প্রণাম তোমায় নিবেদন করি। নগরীর রাজপথে দাঁড়াইয়া তোমার মহিমাপূত মর্ম্মরমূর্ত্তি জাতিকে তাহার মহান্ কর্ত্তব্যের পথে জাগরিত করিবে। তোমার অলক্ষ্য সাধনমূর্ত্তি, মুক্তির হৃদয়বেদীতলে যাহার প্রতিষ্ঠা—নিয়ত জাগ্রত সে মূর্ত্তি—মুক্তির সাধনপথকে তোমার পদচিহ্নের অনুগামী করিবে—আজ পুনর্ব্বার তাহার সঙ্কল্পবাণী উচ্চারণ করিলাম।

তুমি আমাদের জীবনে অবিচল হইয়া, সার্থক হইয়া থাকো, ইহাই প্রার্থনা।

জিতান সম্মেলন—

জিতান সম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন, জেলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন, জেলা পঞ্চায়েত অধিবেশন, কো-অপারেটিভ অধিবেশন, জনসভা ও মহিলাসভা যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র হইতে দর্শকবাদে ছয়শতাধিক কর্ম্মী কর্ম্মীসম্মেলনে যোগদান করেন। জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পূর্ব্ব কর্ম্মসূচি সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া পুনরায় শীঘ্রই জেলা কমিটির অধিবেশন হইবে। অধিবেশনে জেলার পরিস্থিতি আলোচনা ও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কর্ম্মীসম্মেলনে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব ও সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা গৃহীত হয়। আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

মুক্তির অর্ঘ্য—

মুক্তির প্রতিষ্ঠাতা, মুক্তির প্রাণ ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমাদের সামান্য অর্ঘ্য-স্বরূপ মুক্তির এই সংখ্যা বিশেষ সংখ্যারূপে আমরা প্রকাশিত করিলাম। এই সংখ্যায় আমরা আর অন্য কিছু সন্নিবিষ্ট করি নাই। জিতান সম্মেলনের বিস্তারিত সংবাদ ও বিবিধ সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

নিবারণ স্মৃতিরক্ষা কমিটির কৈফিয়ৎ

ঋষি নিবারণচন্দ্রের তিরোধানের পর মানভূমে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে বিগত বাংলা ১৩৪৫ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখে ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতিসমিতি নামে এই সমিতি গঠিত হয়। ৺ললিত কিশোর মিত্র মহাশয় এই সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বেই এই সমিতি পুরুলিয়া সহরে ঋষি নিবারণচন্দ্রের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কলিকাতার শিল্পী জি, পালকে এই মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

এই স্মৃতি সমিতি গঠিত হইবার কিছুকাল পরেই পুনরায় জাতীয় আন্দোলন সুরু হইয়া যায় এবং ফলে সকল কর্ম্মীগণই কারাগারে অবরুদ্ধ হয়েন। ইতিমধ্যে সমিতির সভাপতি ৺ললিত কিশোর মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করেন এবং শিল্পী জি, পালও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে এক অতি অসাধারণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দীর্ঘকাল পরে মানভূমের কর্ম্মীগণ কারামুক্ত হইলেও উপরোক্ত কারণের জন্য ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে সমিতির কার্য্য বহুকাল অবধি স্থগিত ছিল। বহুকাল পরে মানভূমের জনসাধারণের সহানুভূতিতে ও সাহায্যে সমিতির সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছে এবং ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনের বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। আগামী ২৮শে বৈশাখ দিবসে মোটর ষ্ট্যাণ্ডের চৌমাথায় ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইবে। তজ্জন্য স্মৃতি সমিতির পক্ষ হইতে মানভূমবাসী জনসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করিয়া দীর্ঘ বিলম্বের জন্য এই কৈফিয়ৎ দাখিল করিতেছি। মূর্ত্তি স্থাপন জন্য মোট ১০,০১০৲ টাকা ব্যয়ের হিসাব ধার্য্য হইয়াছে। বিস্তারিত হিসাব পরে প্রকাশিত হইবে।

মর্ম্মরমূর্ত্তি বাবদ মূল্য ও স্থাপন জন্য ব্যয়—৪,০০০৲ কলিকাতা হইতে আনিবার জন্য ব্যয়—৪৫০৲ মর্ম্মর পাদপীঠের মূল্য ও স্থাপন—২,২০০৲, সন্নিহিত স্মৃতিউদ্যান জন্য—২,৭৮৯৲, আনুসঙ্গিক খুচরা খরচ—৫৭১৲

মোট ১০,০১০৲ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীকুমারেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন

গত ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল বোম্বাই সহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। ভারত স্বাধীন হইবার পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন। যে স্থানে অধিবেশন হয় সে স্থানের নাম "গান্ধীনগর" রাখা হয়। প্রায় ৬০ হাজারের উপর লোক এই সভায় দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনটী অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই অধিবেশনে আলোচিত ও গৃহীত হয়—

(১) দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

(২) কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম।

(৩) কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীরের প্রশ্নের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদের প্রশ্ন আলোচনা করার জন্য ২৬শে তারিখে সকালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর এক গোপন বৈঠক হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন আছেন। তিনি বলেন যে ভারতীয় ইউনিয়ন কোন ক্রমেই নিজেদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। তিনি সকলকে ধৈর্য্যধারণ করিতে বলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে বলেন। হায়দ্রাবাদ কাশ্মীর ও অন্যান্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের নীতি ও কার্য্যক্রম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী সমর্থন করেন।

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক নীতি ও কার্য্যক্রম সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে—ক্ষমতা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা যদি বিকেন্দ্রীকরণ না হয় তবে সত্যকার গণতন্ত্রের কোন অর্থই হয় না। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ ও সম্পদের একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে যে সমস্ত দোষ ও অনর্থ আছে তাহা নষ্ট করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। যাহাতে যে কোন ব্যক্তিই হোক না কেন উপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া যে কোন, প্রকার সুযোগ হইতেই যেন বঞ্চিত না হয়, ইহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য।

সমবায় পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন—প্রস্তাবে ইহার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অর্থ ও শিল্প সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী তাহা বিবেচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, কতদূর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম ও গভর্ণমেণ্টের নীতি এক সঙ্গে চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী স্থায়ী কমিটী গঠন করিয়াছেন। শ্রীশঙ্কর রাও দেও কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটী যে সমস্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন দু একটী ধারার পরিবর্ত্তন ব্যতীত তাহা সমস্তই গৃহীত হয়।

এতদিন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী সমিতির সভ্য সংখ্যা ১৫জন ছিল। কিন্তু অতঃপর ২০জন পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে একমাত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্যদের নূতন করিয়া নির্ব্বাচন হইবে। অন্যান্য কংগ্রেস কমিটীর সভ্যদের নির্ব্বাচন বর্ত্তমানে হইবে না। তবে জিলা কংগ্রেস কমিটী পর্য্যন্ত প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটীর সদস্যদের কংগ্রেস গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সক্রিয় সদস্যের একটী প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে। যিনি স্বাক্ষর করিবেন তিনি সভ্য থাকিবেন ও যিনি স্বাক্ষর করিবেন না তিনি আর সভ্যরূপে থাকিতে পারিবেন না। তাহার স্থলে পুনরায় নির্ব্বাচন হইবে।

ইহা ছাড়া নির্ব্বাচনী ট্রাইবুনেল, পার্লিয়ামেণ্টারী সাব কমিটী প্রভৃতি গঠিত হয়। ১৯৫০ সালে নূতন পরিবর্ত্তিত গঠনতন্ত্র কার্য্যকরী করিয়া তোলা স্থির হয়।

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

খোস, পাঁচড়া, ঘা, ফোড়া, কারবাঙ্কল্ ও কানে পূয নিশ্চিতরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরে ইহা লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। পরে লাগাইলেও পোড়া যায়গা শীঘ্রই সারিয়া উঠে।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

বি, এন, কর
বি, এম, দাস রোড্
পোঃ বাঁকিপুর
পাটনা

পুরুলিয়া

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

রাত্রেও ঔষধাদি দিবার বন্দোবস্ত আছে।

পুরুলিয়া

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—

চরকা, তক্‌লী, তুলা, পাঁজ ও যাবতীয় সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P-641

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
২২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫, ১৭ই মে ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া

খেড়িয়া হোসিয়ারীর গেঞ্জী আরামপ্রদ
সস্তা ও টেঁকসই

সাধারণের সুবিধার্থ ও যাতায়াতের সময় লাঘবের
উদ্দেশ্যে ৺শালীগ্রাম মারোয়াড়ীর
(কালীতলার সম্মুখে) গদির পার্শ্বেই মিলের
গেঞ্জীর দোকান স্থাপন করা হইয়াছে।

এখন আপনাদের চাহিদা এই মিলের দোকান হইতেই
সরবরাহ করা হইবে।

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

খোস্, পাঁচড়া, দা, ফোড়া, কানবাঙ্কল্ ও কানে পুঁজ নিশ্চিতরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরে ইহা লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। পরে লাগাইলেও পোড়া যায়গা শীঘ্রই সারিয়া উঠে।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

বি, এন, কর
বি, এম, দাস রোড্
পোঃ বাঁকিপুর
পাটনা

মানভূমের কুটীর শিল্প
"মডার্ণ সোপ ফ্যাক্টরী"
আপনাদেরই প্রতিষ্ঠান
সুদক্ষ কারিগর, শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্যে আমরা আপনাদের সেবার জন্য নিম্নলিখিত শ্রেণীর সাবানগুলি বাজারে উপস্থাপিত করিয়াছি
"ডিসেন্ট"; "সূর্য্য"; "হংস" ও "চরখা" মার্কা।
বড়, মাঝারি ও ছোট চৌকা এবং গোল আকারের
প্রাপ্তিস্থান:
পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর ও তদধীন ষ্টোরে এবং থানা সমূহে; প্রত্যেক ভাল দোকানে এবং ডুলমীর (পুরুলিয়া) ফ্যাক্টরীতে।

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া
একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাগা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।
রাত্রেও ঔষধাদি দিবার বন্দোবস্ত আছে।

WANTED

Wanted one Typist with knowledge in accountancy and office experience. Pay according to qualification. Applications should reach the undersigned on or before 25th May, 1948.

T. D. Karmakar
Managing Agent,
Presidency Edge Tools Co, Ltd;
Purulia.

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ

জমিদারী উচ্ছেদ

বিহার আইন সভায় জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের বিল গৃহীত হইয়াছে। এই আইনের মর্ম এই যে ক্ষুদ্র বৃহৎ যত জমিদারী বিহার প্রদেশে আছে সমস্ত জমিদারী হইতেই জমিদারগণ অধিকারচ্যুত হইবেন। গভর্ণমেণ্ট সমস্ত জমিদারী অধিকার করিবেন। সরকার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী হিসাবে আর কেহ থাকিবেনা। কংগ্রেস হইতে নির্বাচনী ইস্তাহারে যে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, জমিদারী প্রথা নাশ করা হইবে—বিহারে সেই ঘোষণা প্রথম কার্য্যকরী করা হইল।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের নীতি হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশেই যেখানে জমিদারী প্রথা বর্ত্তমান সেখানেই এই প্রথার উচ্ছেদ হইবে। স্বাধীন ভারতে কোথাও জমিদারী প্রথা থাকিবে না।

কংগ্রেস হইতে জমিদারী প্রথা বিলোপ করার নীতি-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণ দিবার নীতিও স্বীকৃত হইয়াছিল। সেই অনুযায়ী বিহার আইন পরিষদ জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিহার আইন সভায় এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আনুমানিক প্রায় একশত কুড়ি কোটী টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার মধ্যে একটা প্রধান কথা এই যে যাহারা জমিদারগণের কর্ম্মচারী হিসাবে ছিলেন তাহারা বেকার হইয়া পড়িবেন। তাহাদের সংখ্যা কম নয়। এবিষয়ে রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় ঘোষণা করিয়াছেন যে—এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের তিনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করিতে অনুরোধ করিবেন।

জমিদারী প্রথা ভারতবর্ষে বৃটীশ আমল হইতেই কায়েমী হইয়া আছে। বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান জমিদারী প্রথা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টেরই সৃষ্টি। তাহাদের শাসন ও শোষণ কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহারা এই ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রথা দেশের জনগণের বাস্তবিক স্বার্থের দিক দিয়া কোনদিনই কল্যাণকররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। বরং নানাদিক দিয়া ইহা দেশের ক্ষতিই করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেস জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই প্রথা উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের প্রজাদের সম্বন্ধে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আরও বাড়িয়া গেল। জমির উপর প্রজার অধিকার, স্বত্ব প্রভৃতি বহু ব্যাপারের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুরূপে করিবার জন্য বিবেচনার সহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারী আমলে যে সমস্ত অসুবিধা সাধারণ প্রজাদের ভোগ করিতে হইত তাহা হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জমির উন্নতি বিধানের জন্য ব্যবস্থা, উন্নত প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা, প্রভৃতির জন্য জনসাধারণকে শিক্ষিত ও তদনুযায়ী সরকারী সাহায্য ও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে ব্যবস্থা রহিত করা হইতেছে তাহার স্থলে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার বন্দোবস্ত করার উপরেই জমিদারী উচ্ছেদের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। ইহার জন্য একদিকে যেমন গণদৃষ্টিভঙ্গী দরকার আর একদিকে তেমনই ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ক্ষেত্রেই সেবার মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের দরকার। গভর্ণমেণ্টকে এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্ত্তী কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে মহাজনী ব্যবস্থার উপর লক্ষ্য করা একান্তভাবে প্রয়োজন। চাষীদের নিকট এই দুইটি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত। বর্ত্তমানে যে-ভাবে মহাজনী প্রথা চলিতেছে তাহাতে চাষীদের সর্ব্বনাশ কোনদিক দিয়াই কম নয়। শতকরা কমপক্ষে আশীজন চাষীকে মহাজনের সাহায্য বাধ্য হইয়া লইতে হয়। প্রকৃত পক্ষে জমিদারী ও মহাজনী—একটীকে

নষ্ট করিয়া আর একটীকে রাখা চলেনা। এক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মহাজনী প্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিয়া, গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে খুব কম সুদে সহজ কিস্তিতে চাষীদের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নচেৎ জমিদারী উচ্ছেদ হইলেও চাষীদের অবস্থার খুব বেশী উন্নতি হইবেনা।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট হইতে যে ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইবে তাহা যেন অশিক্ষিত জনসাধারণের উপযোগী সহজ ও সরল হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। সরকারী খাস মহাল, এনকামবার্ড ষ্টেট প্রভৃতি বিষয়ে সরাসরি যে সরকারী ব্যবস্থা বর্ত্তমানে চলিতেছে তাহা দেখিয়াই আমাদিগকে একথা বলিতে হইতেছে। যে ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইবে, তাহাতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার কল্পনা দিয়া ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ হওয়া দুষ্কর।

দেশে কংগ্রেস সম্পূর্ণ সাম্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সেদিক দিয়া একটী সামান্য পদক্ষেপ মাত্র। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া, সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা যতক্ষণ না সম্পূর্ণ জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত হইবে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজে শোষণ ব্যবস্থা একদিকে কম হইলেও অন্যদিকে বাড়িয়া যাইবে। ইহার প্রতিকার জনসাধারণের চেতনা সংঘবদ্ধতা ও সক্রিয়তার উপর নির্ভর করিতেছে। জমিদারী উচ্ছেদ পুঁজিবাদ ধ্বংসের অভিযান সূচনা করিতেছে মাত্র। এই অভিযান অচিরে সমস্ত পুঁজিবাদকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া দেশে প্রকৃত সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলুক ইহাই জনসাধারণের ও কংগ্রেসের গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমানে প্রধান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

কংগ্রেস

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও দেও ২৩শে মে হইতে ২রা জুন পর্য্যন্ত ১১ দিনের জন্য বিহারের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমন করিবেন। তিনি ১লা জুন বাংলা ১৮ই আষাঢ় রবিবারে জামসেদপুর হইতে রওনা হইয়া পুরুলিয়ায় পৌঁছিবেন এবং ঐ তারিখেই পুরুলিয়ায় ও ধানবাদে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তাঁহার ভ্রমণের তালিকা সমস্ত জিলা কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠাইয়াছেন।

অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচন

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১১।৫।৪৮ তারিখের তারিখের সার্কুলারে লিখিত হইয়াছে—আপনি অবগত আছেন যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিগত ২৪।২৫শে এপ্রিল তারিখে বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। উহা সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে কিছু সময় লাগিবে। এই জন্য উক্ত কমিটি অন্তর্বর্ত্তী সময়ের জন্যও বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত বিধান তথা কংগ্রেস কার্য্য সমিতির প্রস্তাব অনুসারে নির্ব্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সকল সদস্যকে সক্রিয় সদস্যের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রের একটি নকল এই সার্কুলারের সহিত পাঠানো হইল। যে সদস্য এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা অন্য কোনও নির্ব্বাচিত কমিটির সদস্য ও পদাধিকারী নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এই প্রতিজ্ঞাপত্র ছাপাইয়া সদস্যদের স্বাক্ষর লইয়া (ক্রমসংখ্যা, সদস্যের নাম, কমিটির নাম ও ঠিকানা দিয়া একটি সূচীপত্রসহ) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিসে পাঠাইতে হইবে।

কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব অনুসারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের সদস্যপদ খালি আছে তাহার নির্ব্বাচন জেলা কংগ্রেস কমিটির দ্বারা হইবে। এইজন্য আপনার জেলায় ৩১।৫।৪৮ তারিখে জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বান করা প্রয়োজন। উপস্থিত সদস্যগণের বহুমতে সভার সাধারণ নিয়মানুসারে—ভোট দ্বারা নির্ব্বাচন হইবে। নির্ব্বাচনের সময় আবশ্যকতানুসারে অধিবেশনের কার্য্য নিরীক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কোনও ব্যক্তিকে পাঠানো হইতে পারে।

সক্রিয় সদস্যের প্রতিজ্ঞাপত্র

ফর্ম—৪

ধারা—৪ (জ)

সক্রিয় সদস্য

আমি কংগ্রেসের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য স্বীকার করিতেছি। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য—ভারতীয় জনতার কল্যাণ ও উন্নতি সাধন তথা ভারতে সমবায়ের ভিত্তির উপরে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে সকলের-সমানভাবে অগ্রসর হইবার সুযোগ থাকিবে এবং সকলে সমানভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকার লাভ করিবে এবং যাহার লক্ষ্য হইবে বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

আমি হাতে কাটা সূতার তৈরী খাদি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করি এবং তাড়ী, মদ্য প্রভৃতি পান করি না। আমি নিজের বিচারে এবং আচরণে কোনরূপ অস্পৃশ্যতা মানি না। আমি সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক একতাতে বিশ্বাস করি এবং অন্য ধর্ম্মের লোকের প্রতি প্রেমের মনোভাব রাখি। আমি জাতি, ধর্ম্ম, ও স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে কোনরূপ ভেদভাব না রাখিয়া সকলের সমান উন্নতির সুযোগ ও সকলের একই সমান মর্য্যাদা (স্তর) লাভ করিবারও পক্ষপাতী। নীচে যে সমস্ত কাজের সূচী দেওয়া হইল তাহার মধ্যে যে কাজ বা যে সকল কাজের সঙ্গে আমার দস্তখত আছে সেই সেই কাজের জন্য আমার নিজের সময়ের এক বিশেষ অংশ নিয়মিতভাবে লাগাইতেছি—ইহা আমার নিজের হস্তাক্ষরে দিলাম।

১। সাম্প্রদায়িক একতা।
২। ছুয়াছুত দূর করা (অস্পৃশ্যতা নিবারণ)।
৩। মাদক দ্রব্যের নিষেধ।
৪। খাদী।
৫। অন্য গ্রামোদ্যোগ।
৬। গ্রাম সাফাই।
৭। নয়া বা বুনিয়াদী শিক্ষা।
৮। প্রৌঢ় শিক্ষা।
৯। স্বাস্থ্য তথা শরীরচর্চ্চা শিক্ষা।
১০। নারী জাতির উন্নতি।
১১। রাষ্ট্রভাষা ও প্রাদেশিক ভাষার প্রচার।
১২। ধন সাম্যের কার্য্য।
১৩। কিষাণ সংগঠন।
১৪। মজুর সংগঠন।
১৫। ছাত্র সংগঠন।
১৬। আদিবাসীর সেবা।
১৭। সাহায্য কার্য্য (রিলিফের কাজ)।
১৮। আইন সভার কার্য্য।
১৯। কংগ্রেস সংগঠন বা নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি বা কার্য্যকরী সমিতির আদেশ অনুসারে অন্য কোন কার্য্য।

আমি অন্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক বা অন্য প্রকার কোন প্রতিষ্ঠানের—যাহার পৃথক সদস্য তালিকা, নিয়ম অথবা কার্য্যক্রম আছে তাহার সভ্য নহি।

হস্তাক্ষর—
কোন কংগ্রেস কমিটীর সদস্য—
ঠিকানা—
তারিখ—

জিলা কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক—

আগামী ২৫শে মে বেলা ৪টার সময় শিল্পাশ্রমে মানভূম জিলা কার্য্যকরী সমিতির এক বৈঠক হইবে।

জিলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ অধিবেশন—

আগামী ৩০শে ও ৩১শে মে পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে জিলা কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ অধিবেশন হইবে। সদস্যগণের নিকট পত্র পাঠান হইতেছে।

কর্ম্মী সম্মেলন—

আগামী ১৩ই জুন ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পুরুা থানার, পাঞ্চবিড়রা গ্রামে মানভূম জিলার কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন হওয়া স্থির হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

ধানবাদ সাব-ডিভিসনাল কংগ্রেস কমিটীর সাম্প্রতিক প্রস্তাব সম্বন্ধে জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি

ধানবাদ সাবডিবিসনাল কংগ্রেস কমিটির ৯ই মের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব—

১। কলিকাতার সমাচারপত্র হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে ৯ই মে তারিখের সংখ্যায় (ডাক সংস্করণ) প্রকাশিত "Anti Bengali Propaganda in Manbhum" শীর্ষক সংবাদের প্রতি ধানবাদ কংগ্রেস কমিটির এই বৈঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত করা হইয়াছে এবং ইহা দেখা গিয়াছে যে উক্ত সংবাদ ঠিক নহে। মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটিতে এ রকম প্রস্তাব কখনই পাস হয় নাই যে, মানভূম জিলা বাংলা ভাষাভাষী। আসল কথা এই যে ৩০শে এপ্রিলের এক বৈঠকে এই রকম একটী প্রস্তাবের বিচার কমিটীর কয়েকজন সভ্যের অনুরোধে স্থগিত করিয়া দেওয়া হয়। এই কমিটী ইহা স্থির করিতেছে যে এই সংবাদের খণ্ডন করা হউক।

২। ধানবাদ সাবডিবিসনাল কংগ্রেস কমিটির এই মিটিং ৩০শে এপ্রিল তারিখের জিতান নামক গ্রামে মানভূম জিলা কমিটীর বৈঠকে "মানভূম বাংলা ভাষাভাষী" এই বিষয়ে উপস্থিত যথেষ্ট দীর্ঘ প্রস্তাবকে অনুচিত বলিয়া মনে করিতেছে। এবং জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিকারীদের এই কার্য্যকে অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ তথা দ্বেষ সৃষ্টিকারী তথা রাষ্ট্রবিরোধী মনে করিতেছে। এই সঙ্গে সঙ্গে এই সভা জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিকারীদের অনুরোধ করিতেছে কি কোন কংগ্রেস কর্ম্মীর এই বিষয়ের মধ্যে পড়া অনুচিত তথা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধী।

৩। ধানবাদ সাবডিবিজনাল কংগ্রেস কমিটীর এই বৈঠক মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটির হিন্দীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার নীতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে যে ভবিষ্যতে জিলা কংগ্রেস কমিটী সমস্ত সূচনা এবং প্রস্তাব যেন প্রাদেশীয় এবং রাষ্ট্রভাষাতে করেন।

৪। ধানবাদ সাবডিবিসনাল কংগ্রেস কমিটীর এই বৈঠকে জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিকারীদের এই অনুরোধ করিতেছে যে জিলা কংগ্রেস কমিটির আগামী স্থগিত বৈঠক যেন ধানবাদ সাবডিবিসনে ডাকিবার ব্যবস্থা করেন।

ধানবাদ সাব-ডিভিসনাল কংগ্রেস কমিটি বিগত ৯।৫ তারিখের এক বৈঠকে যে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই সঙ্গে প্রকাশিত করিলাম। জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া যেরূপ ভুলভাবে ও যে মনোভাবের মধ্যে প্রস্তাবটি লওয়া হইয়াছে—ইহা প্রকাশিত করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে এই বিরোধের এবং দুর্ব্বলতার বিষয়টি জনসাধারণের নিকট দেওয়ার ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু ধানবাদ কমিটী প্রকাশের জন্য আগ্রহান্বিত বলিয়া প্রকাশ করিলাম। বিশেষতঃ আমাদের প্রতি অভিযোগ বলিয়া জনগনের বিচারের জন্য প্রকাশ করাই সমীচীন বোধ করিলাম। ইহা প্রকাশ করার সঙ্গে একটি বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কারণ ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য অনুসরণকে কেহ অন্যায় মনে করিয়া প্রচার করিলে তাহাকে ভুলভাবে বিচার করিলে সেই ভ্রান্তি নিরসনের ব্যবস্থা না করাই কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে।

উহাদের চারিটী প্রস্তাবের মধ্যে দ্বিতীয় প্রস্তাবটিই মূল প্রস্তাব। জিতান সম্মেলনে বিগত ৩০শে তারিখে জেলা কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হয়। জেলায় প্রাদেশিকতার যে বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ভাষার যে সকল সমস্যা উত্থাপন করিয়া জেলার মধ্যে বিভ্রান্তি আনয়ন করা হইয়াছে—তাহার নিরসন করিয়া ভারতীয় নীতি ও আদর্শে ঐ সকল বিষয়ে জেলাবাসীর কর্ত্তব্য ও মনোভাব কি হইতে পারে—তাহার বিচার ও নির্দ্দেশ সমন্বিত এক দীর্ঘ প্রস্তাব আমি আনয়ন করি। ধানবাদ সাবডিভিসনের কয়েকজন সদস্য জিতানের ঐ অধিবেশনে

(১৫ পৃষ্ঠায়)

জিতান সম্মেলন

বহুদিন পরে জেলার কর্ম্মীরা সম্মিলিত হইলেন। জেলা কংগ্রেসের অধিবেশনও দীর্ঘদিন পরে অনুষ্ঠিত হইল। কয়েকটি কারণে এই সম্মেলন ও অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কাজের ধারা কি রূপ লইবে কর্ম্মীদের সংহতি ও সংগঠনকর্ম্মের রূপ কি নূতন পরিকল্পনায় পরিচালিত হইবে, তাহা এক বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল। কর্ম্মীসম্মেলন ও জেলা কংগ্রেস অধিবেশনের সহিত জেলা পঞ্চায়েৎ ও জেলার কো-অপারেটিভ প্রচেষ্টা সম্পর্কে বৈঠকও ধার্য্য হইয়াছিল। জেলার প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বণ্টনের যে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল—বর্ত্তমানে সে দায়িত্ব হইতে মুক্ত হওয়ায়, পঞ্চায়েতের যে আসল কর্ম্মলক্ষ্য—সমগ্র জাতীয় জীবনের ভিত্তিতে জেলার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাবলম্বনের শক্তিরচনা—সেই কর্ম্মলক্ষ্যে পঞ্চায়েৎ-শক্তিকে পরিচালনার বিষয় চিন্তা ও তাহার পথে কাজ আরম্ভ করার কর্ত্তব্য জেলাবাসী তথা কর্ম্মীদের সম্মুখে ছিল। তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সমবায় শক্তিতে অর্থনৈতিক জীবননিয়ন্ত্রণ। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের আশু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের দায়িত্ব লইয়া—সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল; কিন্তু এই সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব দেখা দিয়াছিল—জেলার বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের প্রয়োজনে। প্রদেশ বণ্টন ও ভাষা সমস্যা লইয়া জিলায় যে সকল অবাঞ্ছিত অবস্থা চলিতেছে—তাহার ফলে জেলার শান্তি ও সম্প্রীতি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইতেছে এবং কয়েকটী দলীয় প্রচেষ্টা দ্বারা কংগ্রেসের সম্মানকে পর্য্যুদস্ত করার চেষ্টাও চলিতেছে—যাহাতে তাহাদের অপকার্য্যের অপ্রতিহত ক্ষেত্র তাহারা লাভ করিতে পারে এবং শ্রেণীবুদ্ধি প্রচার দ্বারা জেলার ভাষা বিষয়ে জনগণের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস চলিতেছে। সেজন্য এ বিষয়ে জেলা কংগ্রেস কর্ম্মীগণের সুস্পষ্ট মত, মনোভাব ও সিদ্ধান্ত নির্ণয় এবং জনগণের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ—এই সম্মেলনের বিষয়-কেন্দ্র ছিল।

এই সকল অন্যায় কার্য্যাবলীর বহু ঘটনার বিবরণ ও প্রমাণ জিলা কংগ্রেস কমিটির দপ্তরে ক্রমাগতই পৌঁছাইতেছে এবং জনগণ এই সকল বিষয়ে ইতি কর্ত্তব্যতার জন্য নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতেছে। তাহা ছাড়া কংগ্রেস কমিটির সামনে একটি বিষয় বিশেষ-সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। কংগ্রেসী সরকারের অধীন হইয়াও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ এই সকল কংগ্রেস নীতি বিরোধী কাজের সহিত জড়িত হইয়া কাজ করিতে থাকায় স্থানীয় কংগ্রেসে এক বিঘ্নসংকুল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেসের সম্মানের হানি হইতেছে এবং কংগ্রেসী সরকারের অধীনস্থ ব্যক্তিরা কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে নিয়োজিত লোকদিগের সহিত যুক্ত হওয়ায় জনগণ বিভ্রান্ত হইতেছে। বিরুদ্ধবাদীরা এই সুযোগে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির কোনো ক্ষমতা নাই বলিয়া প্রচারের অবকাশ লাভ করিতেছে। কংগ্রেসের সম্মান ও সংহতি রক্ষার জন্য কংগ্রেসের এই ঘরোয়া ব্যাপারের আসল অবস্থাটিও জেলাবাসীর গোচরীভূত করার প্রশ্ন জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া জেলার সরকারী কর্ম্মচারীগণ কংগ্রেস নীতির গণ্ডীর বহির্ভূত হইতেছেন এবং উহার নিবারণ কংগ্রেসই করিবে। তাহার ভার জেলা কমিটীর উপর নাই; উহা উর্দ্ধতন কংগ্রেস কমিটী সমূহের উপর ন্যস্ত। এই সকল অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কি ভাবে উর্দ্ধতন কমিটীসমূহের ভিতর দিয়া ক্ষিপ্র ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা লাভ করা যায়—তাহার আলোচনাও এই সকল সম্মেলনের বিষয় বস্তু ছিল।

ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া এই বিষয়ে এইভাবে আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইতেছে তজ্জন্য স্থানীয় কংগ্রেস

কর্তৃপক্ষ ইহা দুঃখজনক বলিয়া মনে করিতেছিলেন তথাপি এই বিষয়ে দৃঢ় ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। কারণ কংগ্রেস নীতি ও আদর্শের সেবক হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীগণ জনগণের ভাষার অধিকার নষ্ট করিয়া জনগণের উপর অন্যায়ভাবে অন্য ভাষা চাপাইবেন, তজ্জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করিবেন, তদুদ্দেশ্যে কংগ্রেস কমিটী-কেই হেয় করিবেন—ইহা কংগ্রেস কখনই সহ্য করিতে পারে না। জেলার কংগ্রেসী কর্ম্মকর্ত্তাগণ তথা কর্ম্মীগণ এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সম্মেলনের কার্য্যে রত হইয়াছিলেন যে, জনগণের সরকার বলিয়া একদিকে যেমন জনগণের কল্যাণের অনুযায়ী হইয়া চলিবার জন্য কর্ম্মচারীগণকে বাধ্য থাকিতে হইবে—তেমনি কংগ্রেসী সরকারের সেবক বলিয়া কংগ্রেসী আদর্শ ও নীতির অনুযায়ী হইয়া, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহের জনকল্যাণকর কর্ম্ম-নির্দ্দেশের অনুগামী হইয়া ইহাদের চলিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম জেলায় কখনই সহ্য করা যাইবে না। তজ্জন্য জেলায় অনুষ্ঠিত অন্যায় কার্য্যসমূহের প্রতিকারে দৃঢ় কার্য্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া জেলার কর্ম্মী ও কর্ম্ম কর্ত্তাগণ সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন।

জেলায় যে সকল ব্যক্তি এই সকল নীতি বিরোধী কার্য্য করিতেছে তাহারা যে নিতান্তই মুষ্টিমেয় এবং জনগণ যে তাহাদের প্রকৃতরূপ জানে—এ বিষয়ে জেলার কর্ম্মীগণের স্পষ্ট ধারণা থাকায় তাঁহারা ইহাদের কার্য্যে বিশেষ গুরুত্বই আরোপ করিতেছেন না। কিন্তু এই সকল কংগ্রেস বিরোধী লোক কংগ্রেস সরকারেরই স্থানীয় কর্ম্মচারীদের সহায়তা লাভ করিতেছে—তজ্জন্য জেলার সকল স্থানের কর্ম্মীরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ মনোভাব লইয়া সম্মেলনে আগমন করেন। এই সকল কংগ্রেস বিরোধী লোকেরা হিন্দী প্রচারের নামে জনগণের মধ্যে যে সকল কার্য্য করিতেছে এবং কংগ্রেসের অসম্মানের চেষ্টা করিতেছে—তাহা দ্বারা তাহারা জনগণের অত্যন্ত বিরাগ-ভাজন হইতেছে—ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেস কর্ম্মীরা জেলা-বাসীকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য সহায়তা দান করার আবশ্যকতা বোধ করিতেছিলেন। জনসাধারণ বিরোধীদের অপকার্য্যের রূপ বুঝিতে পারিলেও তাহাদের প্রচারিত বিভ্রান্তিসমূহের বিষয়ে যথার্থ সত্যের ধারণা কি, তাহা অবগত হইবার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটীর প্রতি তাকাইয়াছিলেন।

জেলার কর্ম্মচারীগণ এবং এই সকল বিরুদ্ধবাদীগণ জনকল্যাণের কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া যাহাতে যথার্থ পথ অনুসরণ করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের সহিত যোগা-যোগ ও সম্প্রতির পথ কি হইতে পারে—তাহাও সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল। জেলায় কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে, কংগ্রেস নির্দ্ধারিত আদর্শ ও পন্থা অনুসরণ করিয়া অন্যায়-গুলির প্রতীকারের ব্যবস্থা নির্ণয় যাহাতে হয় এবং জেলায় যাহাতে শান্তি ও নিয়মতান্ত্রিকতারা বজায় থাকে—তাহার সর্ব্ববিধ সাবধানতার মনোভাব লইয়া কর্ম্মীরা কর্ম্মে অগ্রসর হন। হিন্দি বাংলা বিষয়ে বিদ্বেষমূলক প্রচারের দ্বারা আবহাওয়া পূর্ণ থাকিলেও, কংগ্রেস কর্ম্মীরা পূর্ণ ভ্রাতৃ-ভাব এবং ভারতীয় ঐক্যের দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়াই সম্মেলনের কার্য্য পরিচালনায় রত হন। কোনরূপ প্রাদেশিকতার, বা বিদ্বেষের কোনরূপ মনোভাব না রাখিয়া একমাত্র জনগণের কল্যাণ ও ভারতীয় কংগ্রেস দ্বারা ব্যবস্থিত নীতির দৃষ্টিতে জেলার উত্থাপিত ভাষার প্রশ্নগুলির আলোচনায় মনো-নিয়োগ করেন। ভাষার এই বিষয়টিতে জেলার যে অব-স্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে এবিষয়ে কংগ্রেস কমিটির সুস্পষ্ট মতামত এখন দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা কর্ম্মীরা বোধ করেন। যথার্থ কংগ্রেসসেবীর মনোভাব ও আদর্শ লইয়া এবিষয়টিকে যে বিচারের দৃষ্টিতে দেখা কর্ত্তব্য তাহা লইয়া এবং সেই মনোভাবের উপযুক্ত ভাষার যাহাতে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে সেদিকে পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেস কার্য্যকর্ত্তা ও কর্ম্মীরা কার্য্যনির্ব্বাহে উদ্যত হন। যাহাতে সর্ব্ব ভারতীয় মিলন ও আদর্শের দৃষ্টিতে ভাষার প্রশ্নের প্রতি জেলাবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয় এবং সেই দৃষ্টি ভঙ্গীতে ইহার তাৎপর্য্য লোকে গ্রহণ করিতে পারে—তজ্জন্যই জেলা কংগ্রেস কমিটির অধি-বেশনে জেলা সভাপতি এক দীর্ঘ প্রস্তাব আনয়ন করেন। এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কার্য্যসূচী উপযুক্ত সম্প্রীতি ও গভীর বিচারের আবহাওয়ায় উদযাপিত ও সমাপ্ত হয়।

জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনে জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে ৪৫ জন সদস্য যোগদান করেন। সভামণ্ডপ কাঠের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ডাল ও পল্লবদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। সভাপতির আসনের জন্য একটি উঁচু বেদী নির্ম্মান করা হইয়াছিল। সদস্যগণ বেদীর সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সুপারিশ লইয়া মণ্ডপের বাকী বিস্তৃত জায়গায় কিছু কিছু দর্শকদিকে প্রবেশ টিকিট দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথম প্রস্তাব

সভাপতি মহাশয় সভার প্রারম্ভে মহাত্মাজীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন—"জাতির জনক, আমাদের সকল কর্ম্মের প্রাণ ও প্রেরণা-স্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব

"এই সভা নিরসা থানার কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীপতি নাথ দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।"

সম্পাদকের বিবৃতি

অতঃপর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত বর্ত্তমান অধিবেশন আহ্বানের উদ্দেশ্য এবং জেলার বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সদস্যগণকে সাধারণভাবে অবহিত করেন। তিনি বলেন, গত অধিবেশনের পরে ভারতের স্বাধীনতালাভ ও মহাত্মাজীর মৃত্যু—এই দুইটি বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলে কংগ্রেস ও কর্ম্মীদের উপর বিশেষ দায়িত্বভার পড়িয়াছে। মানভূমের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ঐ দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত নির্দ্দেশদান ও কর্ম্মসূচী গ্রহণই এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য। তিনি পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন উপলক্ষ্যে মণ্ডপের নিকট পুলিশের উপস্থিতির উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। (সভাপতি মহাশয় জানান যে সভা আরম্ভ হওয়ার পর পুলিশ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে)।

সম্পাদক মহাশয় বলেন—মানভূম জিলা কংগ্রেস বরা-বরই মহাত্মাজীর প্রদর্শিত পথে জাতীয়তার আদর্শের অনু-সরণ করিয়া আসিয়াছে। দেশের বিষম দুঃসময়ে ও অশান্তিপূর্ণ অবস্থায় মানভূমে কোনও অশান্তি ঘটে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে ধনিক ও প্রতিক্রিয়াপন্থীগণ জেলার শাসন-কর্তৃপক্ষের সহযোগে পরিস্থিতি বিষাক্ত ও দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। মানভূম জেলা বিহারে থাকিবে কি বাংলায় যাইবে—তাহার মীমাংসা করিবার ভার নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপর রহিয়াছে। তথাপি ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া জেলায় নানারূপ অপপ্রচার ও অপচেষ্টার দ্বারা ভাষা ও জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি করা হইতেছে এবং সকল ক্ষেত্রে জেলার শাসন ব্যবস্থার ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে। বোরোর ঘটনার উল্লেখ করিয়া কিভাবে কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর অযথা ভীতিপ্রদর্শন ও পীড়ন করা হইতেছে, সভায় তাহার বিবরণ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট যে বিবরণ দাখিল করা হইয়াছিল, তিনি তাহার উল্লেখ করেন। এই সকল ব্যাপার বিহারের প্রধান মন্ত্রীর নিকটও উত্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অবস্থার কোনও পরি-বর্ত্তন হয় নাই। কংগ্রেস অনুমোদিত আদিম জাতি সেবা মণ্ডলকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী লোকের সাহায্যে নূতন সমিতি খাড়া করিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেভাবে আদি-বাসীগণের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন এবং তাহাতে যেরূপ কংগ্রেস ও জাতীয়তাবিরোধী অশান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে তাহার দিকে তিনি সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নানাস্থানের কুশিক্ষত্রিয় সভার বিবরণ, প্রচা-

রিত ইস্তাহার, মানপত্র, গানের নমুনা প্রভৃতি হইতে যে ভাবে দায়িত্বশীল সরকারী ও বেসরকারী নেতাগণ মানভূমের রাষ্ট্রভাষা প্রচারের অজুহাতে উপজাতীয়তা ও প্রাদেশিকতার ভাব প্রচার করিতেছেন এবং তাহাতে যে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি হইতেছে তাহার বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা প্রচার করা হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সকল বিষয়ে সদস্যগণের মনে সন্দেহের কোনও যথার্থ কারণ ঘটিয়া থাকিলে তিনি পদত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। হিন্দী প্রচার ব্যাপারে তিনি জিলার স্কুল বিভাগের ইন্সপেক্টার মহাশয় কর্তৃক অবলম্বিত নীতিবিরুদ্ধ ব্যবস্থাগুলির ও জেলা বোর্ডের কংগ্রেসী চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা অপ প্রচার করা হইতেছে, সেগুলির উল্লেখ করেন। জননিরাপত্তা আইনের সুযোগ লইয়া যে সমস্ত সভাসমিতি ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বাধা দেওয়া হইতেছে অথবা অপমানজনক বা অনাবশ্যক সর্ত্ত সকল আরোপ করা হইতেছে; সভায় তাহার বিবরণ দাখিল করা হয়। কংগ্রেসের তরফ হইতে জিতানে যে দুইটি জনসভা ডাকা হইয়াছে তাহাতেও যে সকল সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে সেগুলির উল্লেখ করা হইলে সকলে ধিক্কার দিয়া উঠেন।

পরিশেষে তিনি বলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিলেও এখনও সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেশের ধনিক ও সুবিধাবাদীর দল সঙ্কীর্ণ উপজাতীয়তা ও প্রাদেশিকতার অপপ্রচার দ্বারা প্রকৃত সমস্যার ক্ষেত্র হইতে লোকের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি সদস্যগণকে অনুরোধ করেন যে তাঁহারা যেন পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া কংগ্রেসের সুনাম ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সুস্পষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করিতে যত্নবান হন।

সম্পাদক মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অপপ্রচার করা হইতেছে তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপে শ্রীসত্য নারায়ণ চৌধুরী প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একটি বাঙ্গালী সমিতির উদ্যোগে সভা আহ্বানের প্রচার পত্রে সম্পাদক মহাশয়ের নাম যুক্ত থাকা এবং মুক্তি প্রেসের হস্তান্তরের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের জেনার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। লক্ষণপুর আদিম জাতি হোষ্টেলে কয়েকজন অন্যান্য জাতীয় ছাত্র থাকায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ করেন তাহার উত্তরে শ্রীভূপেন্দ্র নারায়ণ সেন বলেন যে সে সময়ে কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহাদের অনুমতি লইয়াই ঐরূপ করা হইয়াছিল। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মল্লিকের একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসত্য নারায়ণ চৌধুরী স্বীকার করেন যে, এই সকল সংবাদ প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রকৃত ব্যাপার জানিবার চেষ্টা করেন নাই।

মূল প্রস্তাব

সভাপতির প্রস্তাবটি দীর্ঘ, বিস্তারিত ও আলোচনামূলকভাবে রচিত হয়। ভাষা ও প্রদেশ বণ্টন বিষয়ে জেলায় যে সকল সমস্যা ও গোলযোগ দেখা দিয়াছে, তদ্বিষয়ে জেলা কংগ্রেস কমিটির সুপরিস্ফুট মত, মনোভাব, ও সিদ্ধান্ত প্রকাশের এবং জনগণের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে জেলা কংগ্রেসের ইস্তাহাররূপে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি ছয় ভাবে বিভক্ত—(১) জেলার বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও জেলা কংগ্রেসের দায়িত্ব (২) ভাষার প্রশ্ন ও সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টি এবং প্রদেশ পুনর্গঠন প্রশ্নের তাৎপর্য্য ও আমাদের কর্ত্তব্য (৩) জেলার প্রাদেশিকতা-ভাব-সঞ্জাত কর্ম্মধারা সমূহ (৪) ভাষা সমস্যার যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী ও মানভূমের অবস্থা বিচারের প্রয়োজনীয়তা (৫) কর্ত্তব্য বিচার (৬) ইতিকর্ত্তব্যতা।

ভাষা ও প্রদেশ বণ্টন সম্পর্কিত প্রশ্নটি সমগ্রভাবে ভারতীয় দৃষ্টিতে এবং কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের তাৎপর্য্যে বিবৃত করা হইয়াছে এবং জনসাধারণ যাহাতে সম্যকরূপে উহা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা বিষয়ে সম্যক ধারণা ও বিচার করিয়া কংগ্রেস নির্দ্দেশিত মনোভাব লইয়া চলিতে পারেন, তজ্জন্য বিবৃতিটি বিস্তারিতভাবে গঠিত হইয়াছে। এই প্রস্তা-

বের বিবৃতিধারায় এই সকল সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং জেলার এই সকল সমস্যা সম্পর্কিত অবস্থা বিষয়ে তাঁহাদের সম্যক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিবিধ অবস্থা সমূহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য অবলম্বনের আবেদন জানানো হইয়াছে। জেলার ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিদ্বেষ ও সন্দেহের পরিস্থিতির মধ্যে যাহাতে কোনভাবে ভুল বোঝা না হয়, সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে—তাহার উদ্দেশ্যেই এইরূপ একটি আলোচনামূলক দীর্ঘ প্রস্তাব রচিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা ভাষা সমস্যায় বিভ্রান্ত জেলার জনগণ যুক্তি ও আদর্শের সহিত এই সমস্যা অনুধাবন করিয়া শান্তি ও সম্প্রীতির আবহাওয়ার মধ্যে যাহাতে চলিতে পারেন, প্রস্তাবটিতে তাহারই পূর্ণ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

প্রস্তাবটি পাঠ করার পর শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা রাষ্ট্রভাষা প্রচারের জন্য জেলা কংগ্রেস হইতে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে জানিতে চাহেন এবং বলেন যে, প্রস্তাবটি দীর্ঘ হওয়ায় ইহার বিবেচনা স্থগিত রাখা উচিত। শ্রীরামানন্দ খৈতান মানভূমে শ্রেণী বিদ্বেষ প্রচারের ও জেলা কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন এবং প্রস্তাবটি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য সময় দিতে অনুরোধ করেন। শ্রীরামধনী সিংহ বলেন—প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্ত্তমান সময়ে ইহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তিনি বিশেষভাবে জেলার শাসন পরিচালনার অবনতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবটি গভীরভাবে বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখা উচিত হইলেও ইহার যে সকল অংশে জেলার বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করা হইয়াছে এই সকল অংশগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীকিশোরী লাল লরৈয়া বলেন—প্রস্তাবটি যে ভাবে ও ভাষায় উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা মহত্বপূর্ণ। সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত হওয়ায় ইহা বিনা বিচারে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি কথার ও বাক্যের অর্থ সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন এবং সকলের পক্ষে ইহ ভাল ভাবে বুঝিয়াই গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত মানভূম জেলায় কংগ্রেসের নীতি-বিরুদ্ধ যে উৎকট উপজাতীয়তা ও প্রাদেশিকতার প্রচার করিয়া জনসাধারণের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি করা হইতেছে তাহার বর্ণনা করেন এবং সদস্যগণকে প্রস্তাবটি স্থগিত না রাখিয়া এই অধিবেশনেই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীনীরদবরণ চৌবে জেলায় সরকারী অনাচার ও জুলুমের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবটি দীর্ঘ হইলেও অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উহা গ্রহণ করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে। শ্রীমহেশ্বর মাহাত বলেন—মানভূমের মাহাতগণ বাংলাভাষা ভাষী, কিন্তু বিহারেও কুর্ম্মী আছেন। ভাষার ভিত্তিতে কোনওরূপ বিভেদসৃষ্টির প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীপরীক্ষিত মাহাত মানভূমে জাতীয়তা বিরোধী বিভেদাত্মক আন্দোলনের নিন্দা করেন এবং এই কথিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, সরকার বর্ত্তমানে বহু দিনের পরীক্ষিত কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে উপেক্ষা করিয়া সুবিধাবাদীগণের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। শ্রীছেমচন্দ্র মাহাত কুর্ম্মালি ভাষা সম্বন্ধে বলেন যে, মানভূম জেলায় স্থান বিশেষে ঐ ভাষা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। উহার কোনও লিপি না থাকায় উহা সর্ব্বজনোপযোগী ভাষারূপে গড়িয়া উঠে নাই। মানভূমে বাংলা ভাষাই সকলে ব্যবহার করেন। তিনি প্রস্তাবটি অবিলম্ব গ্রহণ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শ্রীরামশঙ্কর শর্ম্মা প্রস্তাবটি বিশদভাবে বিবেচনার জন্য সময় দিবার অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতি লইয়া শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রস্তাবটি অবিলম্বে বিবেচনা করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত মানভূমের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন আমাদের ভাষা বাংলা এবং ইহারই সাহায্যে আমাদের বর্ত্তমান প্রগতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ ইহা পরিত্যাগ করিতে হইলে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে আবার পিছাইয়া পড়িব এবং আমাদের প্রাগতি ব্যাহত হইবে। তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায়

বলেন—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে মানভূমের অধিকাংশই বাংলা ভাষাভাষী এবং ধানবাদের গ্রাম্যাঞ্চলে, নিরসা প্রভৃতি থানাতে কর্ম্মীগণ বাংলাতেই বক্তৃতা দিয়া থাকেন। তিনি উদ্দীপ্তভাবে বলিতে থাকেন যে, যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে বিনা বিচারে সভাপতির নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতেন, আজ তাঁহারা তাঁহার নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? এই সময়ে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বাধা দিয়া সংযতভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিতে আদেশ দেন। শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ সভাপতির অনুমতি লইয়া সকলকে বিশেষভাবে বুঝিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি উহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, সদস্যগণ উহার কোনও অংশ সম্বন্ধেই আপত্তি করিবার যুক্তি দেখান নাই। প্রয়োজন হইলে তিনি পরদিনও ইহার জন্য অধিবেশন চালাইবার প্রস্তাব করেন। শ্রীঅযোধ্যা প্রসাদ গুপ্ত প্রস্তাবটি ভাল করিয়া বুঝিয়া গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত সময় দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং এই অধিবেশনেই উহা গ্রহণ করিবার জন্য চাপ না দিতে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয় অতঃপর সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিয়া প্রস্তাবটি পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখেন। স্থির হয় যে, ইতিমধ্যে ইহার একটি নকল ও ইংরাজী অনুবাদ শ্রীরামধনী সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করা হয় যে, সকলের সুবিধার জন্য পরবর্ত্তী অধিবেশন যেন পুরুলিয়ায় আহ্বান করা হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব

"বিহারের প্রমুখ সংবাদ পত্রের—যথা ইণ্ডিয়ান নেশন ও সার্চ্চ লাইটের—স্তম্ভে এবং অন্য দুই একটি পত্রিকায় জেলা কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তৃ, বিশেষতঃ সম্পাদকের বিরুদ্ধে পত্রপ্রেরকের উক্তি হিসাবে বা অন্যভাবে যে সব বিদ্বেষমূলক প্রচার করা হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির এই সভা এই জেলা কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের তথা সম্পাদকের উপর অবিচলিত আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে" এই প্রস্তাবটি শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক কর্ত্তৃক উত্থাপিত ও শ্রীগোপালচন্দ্র মুন্সী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পঞ্চম প্রস্তাব

"প্রান্তীয় গান্ধী স্মারক কমিটির নির্দ্দেশক্রমে এই জেলা কমিটি জেলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণকে লইয়া মানভূম জেলা গান্ধী স্মারক স্মৃতি কমিটি গঠন করিলেন। এবং কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ইহার সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। প্রান্তীয় স্মৃতি কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহাদের নিকট ইহা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হউক।" প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

"সোস্যালিষ্ট পার্টির সদস্য শ্রীসুকোমল দত্ত ও আতাউর রহমান কংগ্রেসের চারি আনা সদস্যপদে ইস্তফা দিয়া যে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন তাহা গৃহীত হইল।"

সপ্তম প্রস্তাব

"মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি এই জেলার দরিদ্র চাষীদের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেছে। এই জেলার চাষীদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতেছে যে চাষের খরচের জন্য শতকরা ৯৫ জন চাষীকে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। মহাজনগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চাষীদের উপায়হীনতার সুযোগ লইয়া তাহাদের নিকট হইতে যথেচ্ছভাবে দেড়গুণ দ্বিগুণ সুদ লইয়া ধান ধার লইয়া থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চাষীদিগকে এইরূপ সুদে ধান পরিশোধ করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত জমি হস্তান্তর করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই ব্যবস্থার ফলে মানভূম জেলায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে।

এই কমিটি মহাজনদিগকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন দরিদ্র কৃষকগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং তাহাদের দারিদ্র ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া না দেন। পঞ্চায়েত বা কংগ্রেস কমিটির দায়িত্বে তাঁহারা সোয়াইয়া সুদে ধান ধার দিয়া কৃষকগণের উপকার করিবেন—ইহাই এই কমিটি আশা করিতেছে। কমিটি ইহাও জানাইয়া দিতেছে যে মহাজনগণ এই ন্যায্য পন্থা গ্রহণ না করিলে জেলা কংগ্রেস কমিটি হইতে দরিদ্র চাষীদের স্বার্থে যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।"

অষ্টম প্রস্তাব

"মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি গোধর এবং করকেন্দর ধর্ম্মঘট মজুরদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহাদের দাবী ন্যায্য বলিয়া মনে হয় এবং তাঁহার নিগৃহীত হইয়াও ধর্ম্মঘট এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অন্য কোনও উপায় না থাকায় জন্যই ২৬।১।৪৮ তারিখে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন। তাঁহারা এখনও সম্মানের সহিত ধর্ম্মঘট মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং নিজেদের দাবী-পূরণের জন্য কেবল শান্তিপূর্ণ উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কমিটির অভিমতে এডজুডিকেশন দ্বারা, এই মামলার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। এইজন্য কমিটি ভারত সরকারের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারা যেন শীঘ্র এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া এডজুটিকেটরের হাতে এই মামলাটি সোপর্দ্দ করিবার ব্যবস্থা করেন। কমিটি ধর্ম্মঘটী মজদুর ও তাঁহাদের নেতৃবর্গকে অনুরোধ করিতেছে যেন তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে শান্তি বজায় রাখেন।"

অতঃপর শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় বলেন, এতকাল আমরা জেলার সকল রকম কর্ম্মে জেলার পরিচালকদের অনুসরণ ও আদেশ পালন করিয়াছি। আজ সভাপতি মহোদয় যে প্রস্তাব রাখিয়াছেন—তাহা জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যেই রচিত—ইহা বিনা বিচারে ধরিয়া লইয়া আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি। হরকালী বাবু উদ্দীপিত ভাবে বারম্বার এই সকল কথা এবং জেলায় প্রাদেশিকতার অবৈধ প্রচারের কথা বলিতে থাকেন, সভাপতি মহোদয় তাঁহাকে কথার ধারা সংযতভাবে বলিতে নির্দ্দেশ দেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ হরকালী বাবুর ভাষণের উত্তরে বলেন—নির্ব্বিচারে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন নয়। পরিচালকদের অনুসরণ করাই বড় প্রশ্ন নয়, এবং বিনা যুক্তিতে তাঁহাদের অনুসরণও

উচিত হয় না। পরিচালকগণও তাহা চান না। বিষয় বস্তুর ভালমন্দ বিচার করিয়াই তাহা দেখিতে হইবে।

কয়েকজন সদস্যের কথা হইতে মনে হয়—তাঁহারা দীর্ঘ এই প্রস্তাবটির কোনো জায়গায় আপত্তির কিছু দেখেন নাই; কেবল মানভূমের ভাষা বিষয়ে যে কথা বলা হইয়াছে—তাহাতেই আসিয়া ঠেকিয়া গেছেন। তাহা হইলে এই বিষয়টির আলোচনা করিয়া তাঁহারা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিচার করিতে পারেন। ইহাতেই বা বিলম্বের কি আছে? বলা হইয়াছে—মানভূম বাংলাভাষাপ্রধান অঞ্চল একথা উত্থাপিত হইলে বিতর্কের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু আমার যাহা আলোর ন্যায় সত্য তাহা বলিলে কেহ যদি উদ্বিগ্ন হন, বিরুদ্ধভাবাপন্ন হন তাহাতে তাঁহারই দোষ, আমার নহে। আমি যে মানুষ একথা বলিলে অপরে যদি বিক্ষুব্ধ হন—তাই বলিয়া আমার সত্য আমি অস্বীকার করিতে পারি না। সমগ্র মানভূমের জনগণ কি ভাষায় কথা বলে—মানভূমের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঘুরিয়া দেখিয়া সত্য যাহার বলিবার সাহস থাকে বলুন। ইহা আমরা সকলেই জানি, এখানে যাহারা আমরা আছি তাহারা প্রত্যেকেই জানি, মানভূমের জনগণ কি ভাষায় কথা বলে। কিন্তু এক বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে—যাহারা বিশেষ একটি স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া এই জেলার ভাষাকে গোপন করিতে চাহিবে—তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্যমত জেলার ভাষা বিষয়ে সন্দেহ আরোপ করিলে তাহা দোষের হইবে না কিন্তু যাহা সত্য তাহা বলিতে গেলে তাহারাই উত্তেজিত হইবার ভাব দেখাইবেন। প্রস্তাবে ভাষা বিষয়ে কেন আলোচনা করা হইয়াছে—তাহা আপনারা দেখুন। কতকগুলি লোক স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া, জেলার জনগণের কল্যাণের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের ভাষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, জেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় জেলার ভাষাকে বঞ্চিত করিয়া জেলার অগ্রগতি ও কল্যাণকে ব্যাহত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে;—আজ জনগণের কল্যাণের প্রয়োজনে, জেলার অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থালাভের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে জেলার শিক্ষা ও ভবিষ্য-জীবনের প্রয়োজনে

যাহা সত্য, যাহা বলিবার নিতান্ত দরকার তাহা দৃঢ় ভাবে বলিতেই হইবে। সদস্যগণ জেলার জনগণের কল্যাণ করিবার জন্যই জেলা কংগ্রেস কমিটীর দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত। যাহার প্রয়োজন সে বিতর্কের কথা তুলিবে বলিয়া, হুমকী দেখাইবে বলিয়া—জনগণের কল্যাণের প্রয়োজনে সত্য বলা দরকার বুঝিয়াও যদি সদস্যগণ সত্য বলিতে বিরত থাকেন, ধিধা করেন, তবে তাঁহাদের জন-কল্যাণের নাম করিয়া এই দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকার কোনো অর্থ হয় না। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ইহার উপযুক্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য্য স্বীকার করিলে এই অধিবেশনেই ইহার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব নয়। তবে সদস্যদের কেহ কেহ যখন ভালভাবে বুঝিবার সময় চাহিতেছেন—তখন স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

কর্ম্মী সম্মেলন

জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পরদিন ১লা মে তারিখে সকাল ও সন্ধায় সভামণ্ডপে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে কর্ম্মীসম্মেলনের অধিবেশন হয়। সকালে প্রায় ছয়শত কর্ম্মী ও দুইশত দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় লোকসংখ্যা বাড়িয়া সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। শেষের দিকে ভীড়ের জন্য আর প্রবেশ টিকিটের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারীয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমেই ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করিয়া কর্ম্মীদিগের নিকট স্মৃতিরক্ষা তহবিলে সাহায্য সংগ্রহের জন্য আবেদন জানান। মানভূমের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কর্ম্মীগণকে উহাদের প্রকৃতস্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। বাংলা বিহার সমস্যার সহিত প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের কোনও সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালীই হোক্ বা বিহারীই হোক্ মানভূমের খনিজ সম্পদের উপর যাহাদের লোভ রহিয়াছে, যাহারা মানভূমকে শোষণ করিয়া অন্যান্য উপায়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে চায় তাহারাই এই সমস্যা লইয়া লড়িতেছে এবং শ্রেণী বিদ্বেষ জাগাইয়া নিজেদের দলবৃদ্ধি করিতেছে। প্রদেশ বণ্টনের প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে গণপরিষদের বিচার্য্য বিষয়। ইহা লইয়া আমাদের আন্দোলন করিবার কিছু নাই। ভাষার প্রশ্নও এই প্রসঙ্গেই উঠিয়াছে। এই বিষয়ে জোর করিয়া কাহারও উপর কিছু চাপাইয়া দেওয়া হইলে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই তাহার সমাধান করা উচিত।

সভায় অতঃপর কর্ম্মীগণকে স্ব স্ব মনোভাব ও অভিজ্ঞতা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিতে আহ্বান করা হয় এবং বহু কর্ম্মী মানভূমের পরিস্থিতি বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। শ্রীগোপালচন্দ্র চৌধুরী মানভূমে হিন্দী প্রচারের ছলে ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মীদের মনে যেভাবে বিভেদের সৃষ্টি করা হইতেছে তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সরকার এই সকল বিভেদকারীগণকে প্রশ্রয় দিয়া জাতীয়তা বিরোধী কার্য্য করিতেছেন। শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত দায়িত্বশীল সরকারী নেতা শ্রীশুকলাল সিং এর উষ্মা গ্রামে কুর্ম্মীক্ষত্রিয় সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তিনি যেভাবে সাম্প্রদায়িক সম্মেলনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, এইরূপ চলিতে থাকিলে জেলায় বিষম অশান্তির সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত বোরোতে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ কিভাবে ডেপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং উহার পর হইতে কিভাবে আদিবাসীগণের ভিতর কংগ্রেস ও জাতীয়তাবিরোধী প্রচার চলিতেছে তাহা বর্ণনা করেন। শ্রীমথনচন্দ্র মাহাত বলেন মানভূমে জঙ্গল রক্ষার প্রচেষ্টায় সরকারী কর্ম্মচারীগণের দুর্নীতির জন্য সমস্ত জঙ্গল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নূতন জঙ্গল যাহা উঠিতেছে তাহা রক্ষার ভালভাবে ব্যবস্থা না হইলে মানভূমের সর্ব্বনাশের সীমা থাকিবে না। তিনি আরও বলেন যে জঙ্গল সম্বন্ধে সরকারী প্রচারপত্রে যাহা বলা হইতেছে, জনসাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কিছুই সুবিধা পাইতেছে না। শ্রীপীতাম্বর মাহাত কুর্ম্মালি ভাষার উল্লেখ করিয়া কুর্ম্মীক্ষত্রিয়গণকে ভাষার ব্যাপারে চিন্তা করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীদত্তাকিঙ্কর মাহাত বলেন—যোগ্যতমের স্থিতিই জগতের নিয়ম। শোষণের ক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই, ভেদ সৃষ্টি করা হয় কেবল শোষকদের স্বার্থবজায় রাখার উদ্দেশ্যে। শোষণ বন্ধের জন্যই কর্ম্মিদিগকে কার্য্য করিয়া যইতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য কর্ম্মিদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলেন যে,মানভূমে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে নিজেদের দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা তাহার জন্য কতটা দায়ী। তিনি কর্ম্মীগণকে জড়তা পরিহার করিয়া আদর্শের জন্য পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হইতে আহ্বান করেন। শ্রীগোরাচাঁদ সিং মহাপাত্র বলেন কর্ম্মীদের অনেকেরই পদমর্য্যাদার লোভ থাকায় তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা কমিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে ইহা এড়াইয়া চলিতে হইবে। শ্রীনীরদ বরণ চৌবে বলেন—মানভূমের ভাষা বাংলা। রাষ্ট্রভাষা অবশ্যই শিক্ষনীয়, তবে তাহা মাতৃভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। জোর করিয়া মাতৃভাষা চাপানো যায় না। কর্ম্মীদিগকে বিভ্রান্ত না হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলিতে হইবে। শ্রীপ্রমোদ কুমার পাণ্ডা কতকগুলি লোকের আদিবাসীদের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী প্রচারের বিষয় উল্লেখ করেন। শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাত বলেন—রাষ্ট্রভাষা শিখিবার জন্য আমাদের নিজস্ব ভাষা বাংলা ভুলিতে পারিব না, এমন কি, বিহারে থাকিতে গেলেও যে বাংলা ছাড়িতে হইবে তাহারও কোনও কারণ নাই। তিনি আরও বলেন প্রকৃত স্বরাজ স্থাপন করিতে হইলে পঞ্চায়েতরাজ কায়েম করিতেই হইবে। শ্রীনকুলচন্দ্র সহিস মন্তব্য করেন যে, মানভূম কংগ্রেসের সুনাম নষ্ট করিবার জন্য তাহার মধ্যে বিভেদের চেষ্টা চলিতেছে। কর্ম্মিদের এবিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। মৌলবী আক্রামউল হক্ বলেন—গান্ধীজী নির্দ্দেশিত পথই একমাত্র পথ। সরকারের গ্রাম পঞ্চায়েতকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কর্ম্মিদিগকে পরস্পরের মধ্যে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিয়া স্বার্থলেশহীন শুদ্ধমনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন। শ্রীহেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজ মানভূমের খনিজ সম্পদ কে ভোগ করিবে সেই জন্যই বাঙ্গালী বিহারী প্রশ্ন উঠিয়াছে। সকল সমস্যার মূলে রহিয়াছে এই স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। শ্রীপ্রহ্লাদ দাস—সংশ্লিষ্ট দলগুলি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাষার সম্বন্ধে জনসাধারণকে ভুল বুঝাইয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিতেছে। একমাত্র পঞ্চায়েত প্রথাদ্বারাই উন্নতির আশা করা যায়। শ্রীশম্ভু মাহাত কর্ম্মিগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, দুঃখের দিন এখনও শেষ হয় নাই; এখনও বহ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শ্রীভজহরি মাহাত বলেন—স্বরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এখনও স্বার্থান্বেষী, চোরাকারবারী ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন। মানভূমের ভাষা যে বাংলা তাহার জন্য প্রমাণ দরকার হয় না। অযথা জোর জুলুম করিয়া রাষ্ট্রভাষার অপপ্রচার ও অসম্মান করা হইতেছে। শ্রীবুদ্ধিস্ত বাউরী মানভূমে জোর করিয়া হিন্দী চালাইবায় চেষ্টার নিন্দা করেন। ..... শ্রীমনীন্দ্রনাথ খুল্লার—মানভূমে বহু ত্যাগী কর্ম্মি আছেন। মানভূমের ভাষা যে বাংলা ইহাতে গোপন করিবার কিছুই নাই। কেবল কতকগুলি স্বার্থপর লোক অপপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীঅমরেন্দ্র দত্ত—বর্ত্তমান হিন্দী বাংলা ও বিহার বাংলার ঝগড়া আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার আস্বাদকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রাদেশিক নেতাগণ পর্য্যন্ত মানভূমে আসিয়া শ্রেণী বিদ্বেষ প্রচার করিতেছেন, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

(৬ পৃষ্ঠার পর হইতে)

উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবটী বাঙ্গলায় লেখা ছিল এবং দীর্ঘ ছিল বলিয়া তাঁহাদেরই মধ্যে কয়েকজন বুঝিতে পারেন নাই বলেন এবং দীর্ঘ বলিয়া উহার বিষয়গুলি কি ভাবে লেখা আছে তাহা ভালভাবে না পড়িয়া ও বুঝিয়া এত শীঘ্র বিচার করা সম্ভবপর নয় জানান। তাঁহারা অন্য এক অধিবেশনে ভালভাবে

বিচার করিবার জন্য প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত রাখিতে বলেন। ইহাতে একজন প্রস্তাব করেন যে, প্রস্তাবের যে দুই একটি স্থান আপনাদের চিন্তার যোগ্য মনে হইতেছে সেই গুলি আলোচনা করিয়া আপনারা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। তাহাতে উহারা বলেন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ—লেখাগুলি ভালভাবে না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে না। এই মনোভাব ও যুক্তির কারণে আলোচনা পরবর্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রাখিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই। ভালভাবে পড়িতে পারার অসুবিধা ও বিচার করার সময়াভাবে যাঁহারা সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না এবং যাঁহাদের কথায় আলোচনা স্থগিত রাখা হইল তাহারাই ধানবাদে গিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া প্রস্তাব বিষয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন এবং আগামী অধিবেশনের বিচারের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রস্তাবটি তাঁহারা পান নাই। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন জানাইয়াছিলেন যে তাঁহাদের অধিকাংশ প্রস্তাবটি ঠিকমত বুঝিতেও পারেন নাই, এমত অবস্থায় প্রস্তাবে কি ভাবে কি কথা লেখা আছে না দেখিয়া না বুঝিয়া মত দেওয়া যৌক্তিকতা, নিরপেক্ষতা, এমনকি ভদ্রতারও বিরুদ্ধ হয় না কি? সাবডিভিসনাল কমিটী এই প্রস্তাবে জেলার কর্ম্মকর্ত্তাগণের মতলবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—এই প্রস্তাব আনয়নদ্বারা জেলাকর্ম্মকর্ত্তাগণ দেশবাসীর মধ্য বিবাদ বিসম্বাদ, সৃষ্টি করিতে উদ্যত, এবং তজ্জন্য জেলার কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ইহা হইতে সম্মত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

যে মনোভাব এই প্রস্তাবটির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, জিতানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। জিতানে সকলেই আমরা স্থির করি, যাহা সত্য এবং জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও কল্যাণের হইবে—তাহাই আমরা বিচার করিয়া সকলের পরস্পর বিচারের সহায়তায় এবং সকলের সম্মতিতে আমরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। ধানবাদ সাবডিভিশনাল কংগ্রেস কমিটীর যে সকল সদস্য আজ এই নূতন প্রস্তাব ও মনোভাব লইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই জিতান সম্মেলনে ছিলেন এবং উহারাই সেইদিন এই সম্প্রীতি ও ঐক্যমতের উপর জোর দিয়াছিলেন। যাহাতে বিরোধের কিছু না থাকে এবং সকলে সম্মত হইয়া এবিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহারই জন্য প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত থাকে। সেদিন যদি প্রস্তাব পাশ করাইবারই একান্ত ইচ্ছা থাকিত—তাহাতে অসুবিধা কিছু ছিল না। কারণ যাহারা প্রস্তাবটি বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রস্তাব সেদিনেই গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন—প্রকাশ করেন; এবং আমাদের বিচারের সঙ্গে সহমত হইয়া সেইদিনই প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে মত না দেওয়ার—আর বিশেষ কাহাকেও দেখি নাই। অনুকূল মনোভাবের সংখ্যাই অধিক ছিল। কিন্তু আমাদের সে উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা চাহিয়াছিলাম—সকলের যাহার যাহা বলিবার আছে তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া সকলের সম্মতিতে আমরা এই বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করিব। এই প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা ক্ষতি হইবে, ধানবাদের বহু মেম্বার ইহাই যদি উপলব্ধি করিয়াছেন—সেই বিষয় আগামী অধিবেশনে আমাদের বুঝাইবার জন্য মনোভাব রাখিলেন না কেন? আমরা তো সেই জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। সেইভাবের ব্যবস্থা ঠিক থাকা সত্ত্বেও আমাদের কিছু না বলিয়া, সহসা সাধারণের নিকট আমাদের মধ্যে দুরভিসন্ধি রহিয়াছে ইহা প্রচার করিয়া আমাদের কাছে প্রস্তাবটি বিচার করিয়া দেখিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে, বেশী ফল হইবে বলিয়া কি তাঁহারা মনে করেন? ইহাদ্বারা কি ইহাই মনে হইবে না,—তাঁহারা যথার্থ কাজ ও সম্প্রীতির পথ পরিত্যাগ করিয়া একটি বিশেষ প্রচারের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন? জিতান সম্মেলনে ধানবাদ সাবডিভিশনের কয়েকজন বলিয়াছিলেন, 'সভাপতি যাহা করিবেন, সম্পাদক যাহা করিবেন জনগণ ও দেশের কল্যাণের জন্যই করিবেন, আমাদের বিশ্বাস আছে—তবে তাঁহারা কি করিতে চাহিতেছেন তাহা আমাদের বুঝিতে দাও।' আজ না বুঝিয়াই তাঁহারা আমাদের বিভেদ সৃষ্টিকারী বলিয়া প্রচার করিতে উদ্যত হইবেন কি?

ধানবাদ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—'মানভূম বাংলা ভাষাভাষী এই বিষয়টির উপরেই আমার দীর্ঘ প্রস্তাব রচিত হইয়াছে।' আমার আনীত প্রস্তাবটি এখন কমিটীর বিচারাধীন আছে এবং প্রস্তাবটি জনসাধারণের সামনেও

নাই। সেই কারণে প্রস্তাবটি বিচার করা বা জনগণের সামনে উপস্থিত করা আমার পক্ষে সঙ্গত হইতেছে না এবং উচিত বলিয়াও মনে করিতেছি না। তবে প্রস্তাবটির বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে এই ভাবে প্রচার সঙ্গত হইতেছে না মনে করিয়া একটি কথা বলা দরকার বোধ করিতেছি যে, যদি তাঁহারা প্রস্তাবটি বুঝিয়াছেন তবে তাঁহাদের ঐ উক্তি দ্বারা সত্যকে অনুসরণ করা হইতেছে না; যদি না বুঝিয়াছেন তবে প্রস্তাব বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচীন হয় নাই। প্রস্তাবটি জনসাধারণে প্রকাশিত হইলেই আমার একথার সত্যতা বুঝা যাইবে। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আমরা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি—এই কথাও বলা হইয়াছে। আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হইতেছে বলিয়া, প্রস্তাবটি কি মনোভঙ্গিতে লেখা হইয়াছে সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনে তাহা এখানে জানাইয়া রাখা দরকার বোধ করিতেছি। ভাষা ও প্রদেশ বণ্টন বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ অবলম্বন করিয়াই জেলার বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত বিস্তারিতভাবে প্রস্তাবে বুঝান হইয়াছে এবং জেলার ভাষার মধ্যে বিবিধ সমস্যা তুলিয়া জনগণের যেসব ক্ষতি করা হইতেছে তাহারই বিচার প্রসঙ্গে জেলার যাহা বাস্তব অবস্থা, কর্ত্তব্যের প্রয়োজনে যাহা দরকার বোধ করা হইয়াছে তাহাই বলা হইয়াছে মাত্র। কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত নীতি ও নির্দ্দেশ এবং সত্যের দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া আমার প্রস্তাব রচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি—ইহাই আমার বিশ্বাস। ইহার পর সর্ব্বসাধারণের বিচার্য্য। প্রস্তাবটি না পড়িয়া পূর্ব্ব হইতে জনগণ কোনো ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবেন না ইহাই আশা করিতে পারি। কাহারও প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন কি না এবং বিভেদ সৃষ্টিকরার ইচ্ছা লইয়া এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি কি না—প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু এবং আমাদের কর্ম্মধারা বিচারের দ্বারাই যেন নির্ণীত হয়।

আমার প্রস্তাবে যে কথা যেভাবেই থাকুক, আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন প্রসঙ্গে ধানবাদ সাবডিভিশনাল কমিটী যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতেছি—আসল উহাদের আপত্তি মানভূম জেলার ভাষা বাংলা এই কথাটিই লইয়া। আমি এইখানে এই কথাটি লইয়া স্বতন্ত্রভাবে কিছু বিচার করিতে চাই। কারণ যে মনোভাবের দ্বারা আমার প্রস্তাবটির বিরুদ্ধতা করা হইতেছে, এই বিচার দ্বারা তাহার নির্ণয় এবং বিরোধিতার অসঙ্গতি ধরা পড়িবে। এবং আমাদের কাজকে ভ্রান্ত বলিয়া ক্ষোভ বা দুঃখ পাইবার অথবা জনগণের নিকট ইহা ভেদজনক বলিয়া প্রচার করিয়া জনগণকে উদ্বিগ্ন করিবারও কোনো হেতু দেখা যাইবে না।

ধানবাদ সাব-ডিবিশনাল কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ প্রস্তাবটিতে বলিয়াছেন মানভূমের ভাষা বাংলা এই, কথা বলিলে আপোষে বিরোধ এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি হইবে। এতকাল ধরিয়া এই জেলার যাহা ভাষা তাহা নির্ণীত হইয়া আছে, স্বীকৃত হইয়া আছে, গণনায় নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। এবং জেলার স্বীকৃত সেই ভাষায় সকল কাজ চলা বিষয়ে এবং প্রয়োজনমত তাহা বলা বিষয়ে এতদিন কোনোই বাধা বা আপত্তির ছিল না। কিন্তু আজ তাহা বলায় আপত্তি দেখা দিতেছে কিসের? আমি জিজ্ঞাসা করি—এই কথা বলিলে বিদ্বেষ কাহারা করিবে, বিরোধ কাহারা তুলিবে? জেলার যাহা ভাষা বলিয়া স্বীকৃত বা যাহা ভাষা বলিয়া ধারণা তাহা বলিলে অথবা প্রয়োজন বোধে সত্য বিশ্বাস করিয়া জেলার ভাষা বিষয়ে কেহ কিছু উক্তি করিলে, তাহাতে বিদ্বেষের কি আছে, ঘাবড়াইবার কি আছে? সত্য চিরদিন সত্যই থাকিবে ফাঁকি দিয়া বা কথার জোরে কেহই সত্যকে ঢাকিতে পারিবে না। আমার অন্তরের ইচ্ছা যাহাই থাকুক সত্য স্বীকার আমাকেও করিতে হইবে। আমার যদি, বিশেষ কোনো মতামত থাকে অপরে যদি নিজের সত্য বিশ্বাসে সেই মতামতের অনুকূলে কথা না বলে, তাহাতে আমার বিচলিত হইবার কিছু নাই। অপরকে তাহার কথা বলিতে দিতে হইবে। আমার কথার সত্যতাও আমি শান্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। তাহার সুযোগ আমার আছে

জেলার ভাষা বাংলা ইহা আমি সহজভাবেই বহুদিন হইতে জানি। এবং বর্ত্তমানে প্রয়োজন বোধে জেলার ভাষা বাংলা ইহা বলিয়াছি। সহজ স্বীকৃত কথাটা কেন আমি বলিতে পাইব না বুঝি নাই। বিশেষ প্রয়োজন ঘটিলে সত্য যাহা তাহা বলিতে হইবে—ইহা আমি জানি। আমি যাহা বিশ্বাস করি তাহা সত্য কিনা এবং তাহা বলার যথার্থ প্রয়োজন ঘটিয়াছে কিনা এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকে—তাঁহাকে আমি জেলার অবস্থা-বিবেচনা করিতে ও আমার সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরসন করিতে অনুরোধ করি। জনস্বার্থ সম্পর্কিত এই সকল বিষয়ে সংযমশীলতা দরকার। পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে বোঝা দরকার। সত্যের প্রয়োজন বোধে যথার্থ ভাষণের যিনি দরকার বোধ করেন তাঁহার সেই সত্য ভাষণ শুনিয়া, তাঁহার বিশ্বাসের সেই উক্তি শুনিয়া যাঁহারা উত্তেজিত হন, তাঁহাদের উত্তেজনাকে না বাড়াইয়া প্রশমিত রাখাই জনসেবীর কর্ত্তব্য।

মানভূমকে বাংলা ভাষাভাষী প্রমাণ করিবার জন্য আমার কোনরূপ আগ্রহ নাই। কারণ ইহা স্বতঃ প্রমাণিত হইয়াই আছে। জেলার জনসাধারণের কল্যাণের কথা না ভাবিয়া তাহাদের ভাষাকে যাঁহারা নিজেদের স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় বিনষ্ট করিতে চান, জেলার ভাষাকে অস্বীকার করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে অস্বাভাবিক করিয়া যাঁহারা জেলার অগ্রগতি রোধ করিতে চান, তাঁহাদের সেই ক্ষতিকর কার্য্য হইতে জনগণকে রক্ষা করিয়া জনগণের স্বাভাবিক অধিকার লাভের জন্য যদি বাস্তব সত্যকে বলার প্রয়োজন বোধ করি—তাহাতে যদি সেই সকল শ্রেণীরই মধ্য হইতে আপত্তি ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দেয়—তাহাতে আমি কি করিতে পারি?

ভাষা একটি মানবজীবনের বিকাশের সহায় এবং অধিকার। কংগ্রেস ভারতীয় ঐক্যের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াও প্রত্যেকের ভাষাকে স্বীকার করিয়াছে—এবং সেইজন্য ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠন ব্যবস্থায় ভারতীয় সমৃদ্ধি দেখিতে পাইয়াছে। সেই ভাষাকে পঙ্গু করিতে চেষ্টা করিয়া জনগণের অধিকারকে পিষ্ট করিতে চাহিলে তখন আমার কি কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে? জনগণের সেই অধিকারকে রক্ষার কাজে যাঁহারা বাধা দিবেন তাঁহারা কি অনুদার শ্রেণীবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবেন না মানভূমের বাস্তব অবস্থা যাহা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে উপলব্ধি করিয়া আমার কর্ত্তব্য যাহা করিয়াছি। সেজন্য সকল প্রয়োজনে জেলার যাহা আসল রূপ তাহা বলিতে বাধ্য হইয়াছি—কোনোরূপ ক্ষুদ্র স্বার্থ বা বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া নহে। বাংলা বা বিহার কোনো প্রদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা বিরাগ বিন্দুমাত্র আমার নাই। আমি জেলার একজন সেবক সেজন্য জনগণের দায়িত্ব আমার আছে। আমার দায়িত্ব আমি পালন না করিলে আমি আমার সত্যের নিকট দায়ী হইব।

জেলার ভাষা বাংলা—এ বিষয়ে সন্দেহের কি অবকাশ থাকিতে পারে আমি জানি না। সব প্রদেশ ও জেলার গণনা যে ভাবে হইয়াছে—আদমসুমারীর গণনায় এ জেলারও অধিকাংশের ভাষা, সাধারণ ভাষা বাংলা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং আমি ও আমার কর্ম্মীরা বহুকাল মানভূমের সহস্র সহস্র গ্রাম ঘুরিয়া যাহা সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছি তাহার চেয়ে সত্য আমার কাছে আর কি হইতে পারে? যিনি ইহাকে গ্রহণ করিবেন না তিনি যাচাই করিতে পারেন। কিন্তু আমার সত্য ধারণাকে আমায় বলিতে দিতে হইবে। এবং তাহা সত্যের প্রয়োজনে, একটা জেলার লক্ষ লক্ষ গ্রামের কল্যাণের উন্নতির প্রয়োজনে আমায় বলিতে হইবে। অন্য কোন ইহা লইয়া ছেলেখেলা, রাজনৈতিক খেলা খেলিতে পারে কিন্তু আমার কাছে ইহার প্রশ্ন সেবা ও ন্যায়ের প্রশ্ন। এ ন্যায়ের আবেদনে আমার কর্ত্তব্য আমাকে করিতে হইয়াছে। ছাপরার যে মাতৃভাষা, মতিহারীর যে মাতৃভাষা বিনষ্ট করিলে তাহাকে ছাপরা, মতিহারী বলিয়া আগাইতে পারিবে? তবে মানভূমের যে ভাষা তাহাকে অস্বীকার করিলে মানভূমের কি উন্নতি হইতে পারিবে? এইভাবে ভারতীয় উন্নতি আমরা কি করিতে পারিব? কাহার কোন্ ভাষাকে কি বলিলে কাহার কোন রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে—তাহার মুখ তাকাইয়া সত্যকে বলিবারও আমার অধিকার থাকিবে না—ইহাও সঙ্গত নহে। সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য নহে

যাহা সত্য তাহাই আমাকে বলিতে হইয়াছে। যাচাই করিবার যাহার ইচ্ছা আছে যাচাই করিবেন। এবং আমার সিদ্ধান্তেই তাঁহাকে পৌঁছাইতে হইবে ইহাও আমি বিশ্বাস করি। জেলার ভাষা কি, এবং জেলার ভাষার কথা বলার দরকার আছে কিনা যাঁহারা সত্যাগ্রহী তাঁহাদের ইহা সাহসের সঙ্গে বিচার করিতে আমি অনুরোধ করি। বিচার করিবার পর সত্যাগ্রহীর উপলব্ধি লইয়া আমার ভুল বুঝিলে আমাকে দোষী করিতে পারেন। বিনা বিচারে দোষী করায় প্রচার হইতে পারে ন্যায়ের রক্ষা হইবে কি?

ধানবাদ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে জেলার ভাষা বাংলা একথা বলায় কংগ্রেস নীতির বিরোধী কাজ হইবে। বিরোধী কেন হইবে তাহা আমি বুঝিনা। যে কোনো প্রদেশ, যে কোনো জেলা, নিজের ভাষার কথা বলিতে পারিবে, মানভূম কেন পারিবে না? নিষেধ কি ভাবে এবং কোথায় আছে? মানভূম সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। কংগ্রেস প্রত্যেক প্রদেশ, জেলার ও ব্যক্তির মাতৃভাষার উন্নতি চায়। সেই উন্নতির লক্ষ্যে জেলার ভাষার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিলে বা জেলার ভাষার স্থিতির পথে অন্তরায় ঘটিলে ভাষার বিষয় আলোচনা করা কংগ্রেস নীতির অনুকূলই হইবে। জেলার ভাষা বিষয়ে যাহা সত্য তাহা বলা কংগ্রেস নীতির বিরোধী কখনো হইতে পারে না। এবং নির্দ্ধারিত সত্য বলিতে দিতে বাধা দেওয়াই কংগ্রেস নীতির বিরোধী হইবে। এবং অবিসম্বাদিত, নির্দ্ধারিত সেই সত্যকে আপন প্রয়োজনে বিকৃত করিতে গেলে, অবাঞ্ছিত পন্থা সমূহে তাহাকে বিনষ্ট করিতে গেলেই কংগ্রেস ও ন্যায়ের পথভ্রষ্ট হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

আমি মনে করি বলার প্রয়োজনও থাক বা না থাক, আপন জেলার ভাষা বিষয়ে বলার অধিকার সকলেরই আছে। অধিকন্তু যাহা সত্য, যাহা নির্দ্ধারিত তাহার বিষয়ে কোনো কথাই উঠিতে পারে না। এতদিন এ বিষয়ে বলার কোনো বাধা ছিল না, আজ প্রয়োজনেও তাহা বলা চলিতে পারিবেনা ইহার কারণ কি রহিয়াছে? কেন এবং কি মনোভাবে আজ হঠাৎ এই নূতন পরিস্থিতি ও অস্বাভাবিকতার উদ্ভব করা হইতেছে, তাহা ধানবাদ সাবডিভিশনাল কংগ্রেসের সদস্যদের পক্ষপাতহীন হইয়া নির্ণয় করিতে অনুরোধ করি।

আমার ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বিভেদ সৃষ্টি করিতেছি এই দোষারোপ ধানবাদ সাবডিভিশনাল কমিটীর সদস্যগণ আমার সহিত জেলার সমস্ত অধিকারীর—অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তাদের উপর আরোপ করিয়াছেন। প্রস্তাবটি আমার দ্বারা উত্থাপিত। যে কোনো সদস্য প্রস্তাব উঠাইতে পারেন। তাহা পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জেলা কমিটীর উপর বা জেলার কর্ম্মকর্ত্তা সমূহের উপর দোষারোপ করা ন্যায় সঙ্গত হয় না। এবং উহা কংগ্রেস সদস্যদের ভিতর আলোচনা না করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব্বেই প্রকাশ্যে জনগণের মধ্যে দোষারোপ করিয়া প্রচার করিলে—কংগ্রেস সংহতির কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহা ভাবিবার কথা। এই সকল অবস্থার দ্বারা দেখিয়া বলিতে হইতেছে যে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত সদস্যগণের নিকট হইতে যে বিবেচনা আশা করিতে পারা যায় তাহা পাওয়া যায় নাই। দায়িত্বশীল জনসেবীরা কোনো মানসিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কাজ করিবেন—ইহা আমার নিকট দুঃখের বিষয়। ইহা সত্য না হইলেই আমি সুখী হইব।

ঐ সকল সদস্যদের কার্য্যবিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকতার একটি প্রশ্ন আছে। সদস্যেরা প্রতিষ্ঠানের নিয়মাধীন। যে প্রস্তাব বা বিষয় উর্দ্ধতন কমিটীর বিচারাধীন তাহা লইয়া পূর্ব্ব হইতে প্রকাশ্যে প্রচার বা প্রস্তাবগ্রহণ কোনো কমিটির সঙ্গত কিনা তাহা বিচার্য্য। প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রয়োজনে নির্দ্ধারিত পথ আমাদের সকলকেই অনুসরণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

ধানবাদের ঐ সদস্যগণ তাঁহাদের প্রস্তাবে রাষ্ট্রভাষার প্রতি জেলা কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাদের বিদ্বেষ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও তাহাকে নিন্দা করিয়াছেন এবং জেলা কমিটির কার্য্যসূচি ও প্রস্তাব রাষ্ট্রভাষায় করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। ..... জেলা কমিটির একজন কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে ইহা জানাইতে পারি যে

রাষ্ট্রভাষা বা হিন্দীর প্রতি জেলা কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের অন্য কাহারও হইতে কম শ্রদ্ধা বা কম আকর্ষণ নাই। তবে সকল স্থানের নিজস্ব অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতের সর্ব্বত্রই আজ যে অবস্থা তাহা এই যে, স্থানীয় কার্য্যসমূহ স্থানীয় অবস্থা অনুসারে স্থানীয় ভাষাতেই পরিচালিত হয় এবং মানভূমেও তাহাই চলিতেছে। রাষ্ট্রভাষা এখনো সেভাবে স্থান গ্রহণ করে নাই। আমার মত এই যে, রাষ্ট্রভাষা জাতীয় জীবনে মহৎস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ইহা সত্য, কিন্তু স্থানীয় উন্নতির ও কার্য্যব্যবস্থার সুবিধার প্রয়োজনে স্থানীয় ভাষার ক্ষেত্রকে ইহা কখনো সঙ্কুচিত করিতে চাহিবে না। মানভূমের অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য ও জনগণের সুবিধার প্রয়োজনে এতকাল যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল তাহাতে কোনো দিন আপত্তি উঠে নাই। আর আজ এই বিষয়ে যেমন আপত্তি দেখা দিতেছে, তেমনি আমাদের রাষ্ট্রভাষার প্রতি বিরূপতা ও অশ্রদ্ধার দোষারোপও দেখা দিতেছে। ধানবাদের ঐ সকল সদস্যেরা ভালভাবেই জানেন যে রাষ্ট্রভাষার প্রতি সত্যই আমাদের মনোভাব কি এবং হিন্দীভাষী সদস্যদের সুবিধার জন্য সতত: আমাদের সদিচ্ছা ও চেষ্টার কথাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ব্যাপারটিতে যে মনোভাব লইয়াছেন তাহারই দৃষ্টিতে আমাদের উপর রাষ্ট্রভাষার প্রতি অশ্রদ্ধার আরোপ আসিয়া পড়িয়াছে—ইহাই মনেকরা ছাড়া আমার আর উপায় নাই। জেলার অবস্থা বিবেচনা করিয়া জেলা-কমিটীর কার্য্যধারা তথা কার্য্যসূচি ও প্রস্তাব কি ভাবে চলা সঙ্গত এ বিষয়ে তাঁহারা যুক্তি সহকারে বিচার করিয়া দেখিতে পারেন—আমাদের সহিত আলোচনা করিতে পারেন, উদ্ধতন কমিটীর মতামত লইতে পারেন—ইহাতে আমার আপত্তি নাই।

যাঁহাদের কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া এই বিবৃতি দিয়াছি—তাঁহারা আমার সহকর্ম্মী। তাঁহাদের বিষয়ে এভাবে আমাকে লিখিতে হইতেছে তজ্জন্য আমি দুঃখ বোধ করিতেছি। কিন্তু প্রতিষ্ঠান ও সত্যের প্রয়োজনে আমাকে এই দুঃখজনক কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। আমার বিনীত অনুরোধ সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের কার্য্য ও আমার কার্য্য সত্যাগ্রহীর ও সহনশীলতার মন লইয়া যেন অনুধাবন করিয়া দেখেন। এবং শান্তি সম্প্রীতির পথেই যেন আমরা সত্য নির্দ্ধারণ ও সম্মিলিত ভাবে তাহা অনুসরণ করিতে পারি।

ধানবাদ প্রস্তাবে অনুরোধ জানান হইয়াছে—কলিকাতার হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে মানভূমে বাঙ্গালী বিদ্বেষ শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার যেন আমরা প্রতিবাদ করি। দুঃখের হইলেও মানভূমে বাঙ্গালী বিদ্বেষ সৃষ্টিকরা হইয়াছে এবং যাহাতে এই অবাঞ্ছনীয় বিরোধ নিবারিত হয় তাহার পন্থা নির্ণয়ের জন্য এ বিষয় আমরা জেলা কমিটীর জিতান অধিবেশনে ও কর্ম্মী-সম্মেলনে আলোচনা করিয়াছি। সংবাদে কোন্ কোন্ বিষয় সত্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় নাই ধানবাদের ঐ সদস্যগণ যাহা মনে করিতেছেন তাহা আমাকে জানাইবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি।

জেলা কমিটীর আগামী অধিবেশন ধানবাদে করার জন্য ধানবাদের প্রস্তাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। ধানবাদে হইলেও আনন্দের ছিল। তবে সকলদিক বিবেচনায় পুরুলিয়া সহরে ধার্য্য করা হইয়াছে—তাহাতে ধানবাদেরও অসুবিধা ঘটিবে না এবং সদরের দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের কর্ম্মী যাঁহারা সংখ্যায় অনেক আছেন তাঁহাদেরও চাষ-বাসের সময় নিকটে অধিবেশন করার সুবিধা লাভ হইবে। আশাকরি ইহাতে তাঁহাদের আপত্তি ও দুঃখের কিছু হইবে না।

শিল্পাশ্রম।
১৭।৫।৪৮

বিনীত
অতুলচন্দ্র ঘোষ

মানভূম
জিলা কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন

১লা মে তারিখে বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে জিলা কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়—

(১)

দেশের এই দুর্দ্দিনে নানা বিভেদ বিসম্বাদ দেখা দিয়া দেশকে বিঘ্ন সঙ্কুল করিতেছে। জেলার এই কর্ম্মীসভা

দেশবাসীকে আজ নিজেদের মধ্যে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের কার্য্যে মনোযোগ দিতে আবেদন জানাইতেছে। আমরা আজ স্বাধীন। স্বাধীন দেশকে অগ্রসর করিতে আজ আমাদের সর্ব্বপ্রকার দলাদলি, ভেদ বিবাদ ভুলিয়া একসঙ্গে জাতিগঠন কার্য্য করিতে হইবে। তুচ্ছ শ্রেণী বুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক ভাব, প্রাদেশিক মনোভাব সমূহ পরিহার করিয়া সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিতে আজ আমাদের মৈত্রী লইয়া চলিতে হইবে। এবিষয়ে কর্ম্মীসভা জেলার কর্ম্মীদের মহৎ দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

প্রঃ—নীরদ বরণ চৌবে সঃ—চুনারাম মাহাত

২। জেলায় হিন্দী প্রচারের নামে প্রাদেশিক ও শ্রেণী মনোভাবের বিদ্বেষে যে সকল কার্য্য করা হইতেছে কর্ম্মী-সভায় তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া এই সকল কার্য্য গুলির সম্বন্ধে সম্যক অবস্থা অনুধাবন করিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রকার ন্যায় ও সঙ্গত পথ পরিহার করিয়া হিন্দী প্রচারের জন্য অপকৌশল, বিদ্বেষ সৃষ্টির পথ অবলম্বন করা হইতেছে। জেলার কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলিকে সংহত করা হইতেছে। জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা হ্রাস করা হইতেছে। কংগ্রেসের নামে মিথ্যা প্রচার, কর্ম্মীদের প্রতি অন্যায় দমন চলিয়াছে। এই কার্য্য সিদ্ধির জন্য ভীতি প্রদর্শন প্রলোভন দেখান, নানা ভাবের উৎকোচ প্রদান প্রভৃতি অবলম্বিত হইতেছে, এবং জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বিনষ্ট করিয়া জনগণকে কংগ্রেস বিরোধী করিয়া তোলা হইতেছে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দেওয়া হইতেছে।

এই কর্ম্মীসভা এই সকল কার্য্যের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিতেছে এবং এই সকল কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট জনগণকে এই সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে ও জনগণের মঙ্গল ও ন্যায় নীতির প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে, এবং অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে কংগ্রেস ও অহিংসা নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়া জেলার স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে এবং প্রতিকার কল্পে জেলা বাসীকে তথা কর্ম্মী-গণকে পরিচালিত করিবার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটীকে নির্দ্দেশ দিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রঃ—মথন মাহাত সঃ—কুশধ্বজ মাহাত

৩। বিদ্বেষপূর্ণ এবং বিশৃঙ্খলাজনক হিন্দী প্রচারের কার্য্য-ধারার সহিত জেলার শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীগণ পূর্ণ ভাবে জড়িত থাকিয়া জেলার শান্তি ও সংহতিকে বিপন্ন করিতেছেন দেখিয়া এই কর্ম্মীসভা বিশেষ দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। এই সকল কর্ম্মচারীগণ কংগ্রেসেরই অঙ্গ। ইহাঁদের দ্বারা জনস্বার্থ বিপন্ন হইবে ইহা অতীব দুঃখের। এই সভা ঐ সকল কর্ম্মচারীর আচরণ সমূহ বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেছে। শাসন শক্তি প্রয়োগে ভীতি প্রদর্শন করিয়া প্রলোভন দেখাইয়া শাসন শক্তির সুযোগ লইয়া এই কর্ম্মচারীগণ জেলার ভাষাকে বিপন্ন এবং সঙ্কুচিত করিতেছেন, জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছেন, জেলার শাসন ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন হইয়া এই সকল প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যে অব-হেলা করিতেছেন, নিজেদের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য জেলা কংগ্রেসকে উপেক্ষা, লোক চক্ষে হীন, কর্ম্মীগণকে দমন ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পদ-দলিত করিতেছেন। এই সকল কার্য্যে কর্ম্মীসভা ক্ষোভ জ্ঞাপন করিতেছে ও উর্দ্ধতন পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

প্রঃ—নকুলচন্দ্র সহিস এম, এল, এ সঃ—হংসেশ্বর নন্দী

৪। জেলার কংগ্রেস কর্ম্মকর্ত্তাগণের সম্বন্ধে যে সকল অন্যায় উক্তি করা হইতেছে ও প্রদেশ ও ভাষা বিষয়ে পক্ষ-পাতিত্বের অপবাদ প্রদান করা হইতেছে—এই সভা ঐ সকল অপবাদের সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি জানাইতেছে ও অন্যায় উক্তির জন্য নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে। এই সভা জেলার কংগ্রেস পরিচালকদের কার্য্যে ও নিরপেক্ষতা বিষয়ে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

প্রঃ—কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী সঃ—গোপালচন্দ্র চৌধুরী

৫। গত ২৪শে ফাল্গুন তারিখে বোরোর জনসভায় জেলার ডেপুটিকমিশনার জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের প্রতি যে অন্যায় ও শিষ্টাচার বর্জ্জিত ব্যবহার ও অত্যাচার করিয়াছেন—তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত হেম-চন্দ্র মাহাত প্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মীগণ যে মনোভাব ও কার্য্যধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহা কংগ্রেস কর্ম্মী জনোচিত মনোভাব বলিয়াই আমরা মনে করি এবং উহার পূর্ণ সমর্থন করি।

ডেপুটি কমিশনার নিজে অন্যায় করিয়া শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মাহাতকে অভিযুক্ত করায় ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও অবিচারমূলক বলিয়া মনে করিতেছে এবং ইহার নিন্দা করিতেছে।

প্রঃ—গিরিশচন্দ্র মাহাত। সঃ—নিতাই সিংহ সর্দ্দার

৬। কংগ্রেস নির্দ্ধারিত, এবং মহাত্মা গান্ধী সমর্থিত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতির উপযোগীতার এই কর্ম্মী সভা বিশ্বাস জ্ঞাপন করিতেছেন। কিন্তু এই বিষয় লইয়া প্রদেশ বণ্টন প্রশ্ন সম্পর্কে জনগণের নিজেদের পক্ষ হইতে প্রচার সমীচীন হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি। এ বিষয়ে গণপরিষদের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় থাকিবার জন্য জেলাবাসীর প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। ভাষা ও প্রদেশ বণ্টন লইয়া সর্ব্বপ্রকার বিবাদ ও প্রতিযোগিতা পরিহার ও সকল ভাষার প্রতি প্রীতি, সমানতা ও নিজস্বতার ভাব লইয়া জনগণকে বলিবার জন্য এই সভা জনগণকে অনুরোধ জানাইতেছে। সকল প্রদেশ ও সকল প্রদেশের জনগণ এক ভারতের আত্মীয়তা বন্ধনে মিলিত থাকিয়া আমরা আমাদের জাতীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, ইহার উপলব্ধি যেন আমরা করিতে পারি ইহাই কর্ম্মী সভার কামনা।

এই সম্পর্কে কর্ম্মীসভা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছে যে আমরা যেন ভাষা সমস্যার প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়া জেলার ও দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে কখনও উপেক্ষা না করি।

প্রঃ—ভজহরি মাহাত। সঃ—ভীম মাহাত

৭। ভাষা উপলক্ষ করিয়া জেলায় যে সব বিদ্বেষ প্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হইতেছে তদ্বিষয়ে কর্ম্মীগণ জনগণের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মনীতির আদর্শে এই সকল বিষয়ে বিচার করিবার পক্ষে সহায়তা করিবেন। সকলক্ষেত্রে সম্প্রীতি, ধৈর্য্য ও অহিংসার মনোবৃত্তি লইয়া কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

প্রঃ—রাম কিঙ্কর মাহাত। সঃ—শত্রুঘ্ন মাহাত

৮। জেলার এই কর্ম্মীসভা ইহা বলা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছে যে আমাদের এই জেলার মাতৃভাষা বাংলা; ইহা জানিয়াও নিজেদের অশুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাহারা ইহা অস্বীকার করিয়া জেলাকে বিপথে পরিচালিত করিয়া জেলার অগ্রগতি রোধ করিতেছেন এই কর্ম্মীসভা তাহাদের কার্য্যকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেনা। তাঁহাদের প্রতি কর্ম্মীসভার নিবেদন জনস্বার্থের কল্যাণে তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য হইতে নিরস্ত হউন।

প্রঃ—সাগর মাহাত, এম, এল, এ। সঃ—প্রহ্লাদ মাহাত

৯। জনস্বার্থের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য না রাখিয়া ভাষা বিষয়ে জেলায় যে সকল আন্দোলন তোলা হইতেছে এবং জেলার ভাষার বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া জেলার শিক্ষা বিভাগগুলিতে যে ভাবে জেলার ভাষায় স্থান সঙ্কুচিত করা হইতেছে তাহাতে এই কর্ম্মীসভা জেলার অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথার্থ অবস্থাকে বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছে। ভাষা সমস্যা লইয়া ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত যাহাই করা হউক বর্ত্তমান অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিতে জেলার শিক্ষা ও ভাষার ব্যবস্থার কিছু ঘটান কখনো সমীচীন হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি।

নিজেদের ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে জেলার যে কোন সম্প্রদায় যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করিতে চান তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ভাষার সহিত জনগণের বিকাশ ও অগ্রগতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়া আমরা তাহাদিগকে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন জেলার যে বাস্তব অবস্থা জেলার অধিকাংশের মাতৃভাষা যে বাংলা তাহাকে উপলব্ধি করিয়াই জেলার ভাষার বিচার সমূহের নির্ণয় করেন। কোনও ভাষার প্রতি বিদ্বেষ আমাদের নাই ভারতের সকল ভাষাই আমাদের আপন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও বিরোধ লইয়া ভাষার বিষয়ে দেশবাসী যেন অগ্রসর না হন। বাস্তব প্রয়োজনীয়তা এবং জনগণের কল্যাণই যেন আমাদের বিচারের মাপকাঠি হয়।

ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাষার বিষয়ে যাহারা চলিবেন তাহাদের কার্য্য সমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি এবং ভাষার বিষয়ে আমরা প্রত্যেকের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেছি।

প্রঃ—সত্যকিঙ্কর মাহাত। সঃ—গোরাচাঁদ সিংহ মাহাত

১০। জেলার কংগ্রেসের নামে অপবাদ দিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস বিদ্বেষীগণ প্রচার করিতেছেন জেলার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ তথা কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ভারতের রাষ্ট্রভাষার বিরোধী এবং ইহার প্রসারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছেন এবং ইহার প্রসারের জন্য কোনরূপ ইচ্ছুক নহেন। প্রচারকদের এই সকল উক্তির বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার ইহাই যে ভারতের রাষ্ট্রভাষার প্রতি আমাদের আগ্রহ, প্রয়োজনীয়তা-বোধ ও শ্রদ্ধা কাহারও চেয়ে কম নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমাদের সংগ্রামের কাজের সহিত ও প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে যে সমস্ত গঠনমূলক কাজ করিয়াছি— তাহার মধ্যে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষার কার্য্যও করিয়াছি। আজ স্বাধীনতার পরিবেশে অনুকূল জীবনে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার কাজের যে কর্ত্তব্য আমাদের আছে, তাহার প্রতি কর্ম্মীগণ পূর্ণ সচেতন বলিয়া এই কর্ম্মীসভা মনে করে। রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রীয় মিলন ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের তাগিদে। ভারতীয় রাষ্ট্রের শক্তিতে অংশ গ্রহণের জন্য যাহাদের আগ্রহ আছে তাহারা রাষ্ট্রভাষায় পিছাইয়া থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রভাষার প্রতি উদাসীন থাকিয়া জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ভারতীয় জীবনে নিজেদের পিছাইয়া রাখিবে—ইহা কর্ম্মীগণের কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। যে ভারতীয় মিলনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রভাষা—সেই মিলনকে দলিত করিলে রাষ্ট্রভাষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে বলিয়া এই কর্ম্মীসভা মনেকরে। ভারতীয় সম্প্রীতির সহিত রাষ্ট্রভাষার দ্রুত প্রসার করিবার কর্ম্মপন্থায় উদ্যোগী হইতে কর্ম্মীগণ দৃঢ়সঙ্কল্প বলিয়া এই সভা মনে করে। প্রঃ—চিত্ত ভূষণ দাস গুপ্ত

সঃ—শম্ভুনাথ মাহাত। জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য

১১। জেলায় যে সব প্রাদেশিক ও সম্প্রদায়গত কলহ সৃষ্টিকরা হইতেছে, প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কয়েকজন যুক্ত হইয়া ঐ সকল অবাঞ্ছনীয় কার্য্যে সহায়ক হইতেছেন বলিয়া এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। জেলায় আসিয়া কংগ্রেস বিরোধী জনস্বার্থ বিরোধী ব্যক্তিদের সহিত মিলিয়া তাহারা যেভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে জেলার কংগ্রেসের শক্তি ও জনগণের কল্যাণ বিপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে করে। এই কর্ম্মীসভা এই সকল নেতাকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও আদেশ স্মরণ করাইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে এবং এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

আমাদের প্রদেশের কয়েকটি সংবাদপত্র প্রাদেশিক মনোভাবের দ্বারা ভাবাপন্ন হইয়া জেলার কংগ্রেস পরিচালকদের প্রতি বিবিধ অসত্য অপবাদ আরোপ করিয়া জেলার কংগ্রেসের ক্ষতি করিতেছেন। কর্ম্মিসভা তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে ও দেশের সংহতি ও সম্প্রীতির প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রঃ—সত্যকিঙ্কর মাহাত। সঃ—যুগল কিশোর মাহাত

১২। জেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় ৫ম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে শিক্ষার মাধ্যম করার যে ব্যবস্থা হইতেছে—কর্ম্মীসভা উহাকে জেলার শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ মনে করিয়া এই ব্যবস্থাকে অযৌক্তিক ও জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া মনে করিতেছে।

শিক্ষা বিষয়ে জনগণের যে অধিকার আছে—ইহাদ্বারা তাহা অস্বীকার করা হইবে। সেজন্য এই সভা এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে প্রাদেশিক সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে এবং জেলা কর্ম্মীগণের এই দাবী বিষয়ে অবহিত হইতে বলিতেছে।

প্রঃ—জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য। সঃ—চিত্ত ভূষণ দাস গুপ্ত

১৩। বিচ্ছিন্ন ভাবে দুই চারিজন ব্যতীত জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ শ্রেণী ও প্রাদেশিক কলহ সমূহে লিপ্ত হয় নাই বলিয়া এই এই কর্ম্মীসভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে এবং কর্ম্মীগণকে তাহাদের এই আদর্শজনক জীবন যাত্রার পথ অব্যাহতভাবে অনুসরণ করিয়া যাইবার জন্য নিজেদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

প্রঃ—বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত। সঃ—সুধীরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

১৪। জেলায় সভাসমিতি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আইন থাকায় জেলা কংগ্রেস কমিটী ও কর্ম্মীসম্মেলন প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ সভা করার সিদ্ধান্ত করায় তাহার জন্য অনুমতি লইতে হইয়াছে। সভার বিষয়ে অনুমতি দিবার নির্দ্দেশ পত্রে জেলার ডেপুটি কমিশনার জানাইয়াছেন যে সভায় যেন প্রাদেশিক ব্যাপার ও প্রাদেশিক বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে কোনো আলোচনা না করা হয়—যাহা দ্বারা বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে পারে। যাহা জেলা কংগ্রেস কমিটীদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে—তাহাতে জেলার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে বা জেলা কমিটীকে সম্প্রীতি রক্ষা বিষয়ে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের এই মনোভাব বা উক্তিকে অবিবেচনাজনক বলিয়া এই কর্ম্মীসভা মনে করিতেছে। জেলার নিরাপত্তা বিষয়ে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি এই নির্দ্দেশ দানের প্রয়োজনীয়তার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও এই নির্দ্দেশ দান যেমন অসঙ্গত, তেমনি এই নির্দ্দেশ দ্বারা জেলা কংগ্রেস কমিটীর প্রতি সন্দেহ আরোপ করিয়া কংগ্রেসের সম্মানের হানি করা হইয়াছে বলিয়া—এই সভা ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

প্রঃ—বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত। সঃ—জগদীশ চট্টোপাধ্যায়

জিতানে কর্ম্মিসম্মেলনের প্রস্তাব, জিলা পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতি সম্মেলনের প্রস্তাব ও ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তির উন্মোচন বিবরণী আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। মুঃ সঃ।

বিজ্ঞপ্তি

মানভূম জেলাবোর্ড

দামোদর নদীর পুলের উপর দিয়া যান বাহন যাতায়াতের শুল্ক আদায়ের ইজারা বন্দোবস্তের দর গ্রহণ জন্য প্রকাশ্য নীলাম।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে ইং ১৯৪৮ সালের ৭ই জুন সোমবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া মোকামে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অফিসে দামোদর নদীর পুলের উপর দিয়া যান বাহন যাতায়াতের শুল্ক আদায়ের ইজারা বন্দোবস্তের পণ গ্রহণ জন্য এক প্রকাশ্য নীলাম হইবে।

বন্দোবস্ত ১৯৪৮ সাল ১লা জুলাই হইতে নাগাদ ১৯৫৯ সাল ৩০শে জুন এই এক বৎসরের জন্য কিম্বা ১৯৪৮ ১লা জুলাই হইতে নাগাদ ১৯৫১ ৩০শে জুন এই তিন বৎসরের জন্য হইবে। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে উভয়রূপ ইজারা বন্দোবস্তের জন্য আপন আপন দর উক্ত নীলামে ঘোষণা করিতে হইবে।

উক্ত নীলামে যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে বা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহার প্রতি আদেশ হইবে ডাক শেষ হওয়া মাত্র চূড়ান্ত ডাকের টাকার এক চতুর্থাংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এবং জিলাবোর্ড তৎপরবর্ত্তী সাধারণ সভার অধিবেশনে যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে ১৯৪৮ সালের ৫ই জুলাইর মধ্যে তাহাকে জেলাবোর্ডের অনুকূলে অনুমোদিত কবুলতি পত্র সম্পাদন ও স্ব খরচে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় পূর্ব্বোক্ত এক চতুর্থাংশ টাকা জেলাবোর্ডে জব্দ হইবে ও পুনরায় বন্দোবস্তের জন্য নীলাম করা হইবে। যদি উক্তরূপ দ্বিতীয় নীলামে প্রথম নীলাম অপেক্ষা কম দর পাওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় দরের পার্থক্যের টাকা, যাহার ডাক গৃহীত হওয়া স্বত্বেও সর্ত্ত পূরণে অক্ষমতার জন্য দ্বিতীয় নীলাম ডাক হইবে, তাহাকে খেসারত দিতে হইবে।

কবুলতি সর্ত্ত এবং শুল্কের হার ইত্যাদি পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে বা ধানবাদ লোকাল বোর্ড অফিসে, রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত যে কোন দিন, অফিসের সময়ে, হাজির হইয়া জানিতে পারা যাইবে।

যাহার ডাক গৃহীত হইবে তাহাকে স্ব খরচে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুল্কের হার ও যে সকল পশু ও যানের শুল্ক লাগিবে না তাহার তালিকার জন্য অফিসে সন্ধান লউন।

জেলাবোর্ড সর্ব্বোচ্চ বা কোন ডাক মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন।

পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিস
১৩ই মে, ১৯৪৮।

বীর রাঘব আচারীয়র
চেয়ারম্যান,
মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P-641

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫, ২৪শে মে ১৯৪৮।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া।

খেড়িয়া হোসিয়ারীর গেঞ্জী আরামপ্রদ
সস্তা ও টেঁকসই

সাধারণের সুবিধার্থে ও যাতায়াতের সময় লাঘবের
উদ্দেশ্যে ৺শালীগ্রাম মারোয়াড়ীর
(কালীতলার সম্মুখে) গদির পার্শ্বেই মিলের
গেঞ্জীর দোকান স্থাপন করা হইয়াছে।

এখন আপনাদের চাহিদা এই মিলের দোকান হইতেই
সরবরাহ করা হইবে।

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

খোস্, পাঁচড়া, ঘা, ফোড়া, কারবাঙ্কল্ ও কানে পুয নিশ্চিতরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরে ইহা লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। পরে লাগাইলেও পোড়া ঘায়গা শীঘ্রই সারিয়া উঠে।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

বি, এন, কর
বি, এম, দাস রোড,
পোঃ বাঁকিপুর
পাটনা

মানভূমের কুটীর শিল্প
"মডার্ণ সোপ ফ্যাক্টরী"
আপনাদেরই প্রতিষ্ঠান

সুদক্ষ কারিগর, শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্যে আমরা আপনাদের সেবার জন্য নিম্নলিখিত শ্রেণীর সাবানগুলি বাজারে উপস্থাপিত করিয়াছি

"ভিসেণ্ট"; "সূর্য্য"; "হংস" ও "চরখা" মার্কা।
বড়, মাঝারি ও ছোট চৌকা এবং গোল আকারের

প্রাপ্তিস্থান:
পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর ও তদধীন ষ্টোরে এবং থানা সমূহে;
প্রত্যেক ভাল দোকানে এবং
ডুলুমীর (পুরুলিয়া) ফ্যাক্টরীতে।

ড্রাগ হাউস

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া

একমাত্র এই স্থানেই **পেনীসিলিন** ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেস্‌ক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।
রাত্রেও ঔষধাদি দিবার বন্দোবস্ত আছে।

আদর্শ রন্ধনশালার আদর্শ কড়াই

হরিশ মার্কা কড়াই ও লক্ষী মার্কা বালতি
সোল এজেণ্ট :—**লক্ষ্মী হার্ডওয়ার ষ্টোরস**
প্রোঃ গোবিন্দ চন্দ্র কুণ্ডু সত্যনারাণ পাল
৫:৪ নং জি, টি, রোড, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।

মানভূম ষ্টকীষ্ট—নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত,
পুরুলিয়া।

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ

বুদ্ধ

ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম করি। গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুদ্ধের জন্ম দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পৃথিবীর মানব আমরা এই জন্ম দিবসে এই মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

আড়াই হাজার বৎসরেরও পূর্বে এই মহাপুরুষ আমাদের ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মানুষের দুঃখে বিগলিত হইয়া তিনি রাজার সুখ ও ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এই দুঃখ নিবৃত্তির পথের সন্ধানে। তাঁহার সাধনা ও তপস্যা তাঁহাকে এই জ্ঞানের অনুভূতি আনিয়া দিল। তিনি পৃথিবীর মানবকে দুঃখ মোচনের পথের সন্ধান দিলেন।

যে শাশ্বত সত্যের, জ্ঞানের অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে—প্রেম। জগতে যত মহাপুরুষ আসিযাছেন, মানুষকে মুক্তি পথের সন্ধান দিয়াছেন, মানুষের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় দেখাইয়াছেন, সকলেই ঐ একই পথে মানুষকে চলিতে বলিয়াছেন। বুদ্ধের জীবনে এই অহিংসা ও প্রেমের বাণীই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেলেও, মানুষ তাহার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অন্য কোন পথই খুঁজিয়া পায় নাই।

বুদ্ধ যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন ভারতবর্ষ তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধের পরে ভারতের জীবনে যে বুদ্ধ যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—ভারতের জীবনে সমস্ত দিক দিয়া তাহা উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ ছিল। বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ পৃথিবীর সমস্ত স্থানে এই মহাপুরুষের অহিংসা ও প্রেমের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সমস্ত পৃথিবীময় তাহার নিদর্শন আজও বর্ত্তমান।

বুদ্ধের জীবন, সত্য সাধনার জীবন ছিল। ত্যাগ ও প্রেমের মহিমায় যে জীবন উদ্ভাসিত ছিল তাহার আলোক সমস্ত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আজও সেই আলোকের রশ্মি পৃথিবীর ধূম্র মলিন আবরণ ভেদ করিয়া মানুষের অন্তর স্পর্শ করিতেছে। এই সত্য ও প্রেমের দেবতাকে আজ পৃথিবীর মানুষ আমরা—অন্তরের অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করি।

বুদ্ধের পরে পরে একই বাণী বহন করিয়া আসিয়াছিলেন, খৃষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি। আমাদের জীবন এই সত্য, প্রেম ও অহিংসার জাগ্রত বাণীর মূর্ত্ত প্রতীক হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

বুদ্ধ হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এই সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে মানুষের বহু উত্থান ও পতন হইয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা, মানুষের দর্শন, মানুষের সৃষ্ট বিজ্ঞান, মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যার সমাধানের পথে কি দিয়াছে তাহা যদি বিচার করা যায় তবে আশার আলোক দেখা যায় না। মানুষের দুর্দ্দৈব যখন চরম অবস্থায় আসিয়া পৌছে, তখন বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষ তাহাদের জীবনের বাণী দ্বারা তাহাদের পথ নির্দ্দেশ করেন। এই পথ ত্যাগের পথ, অমৃতের পথ, ভূমার পথ। ভারতবাসীর জীবনে আজ যে দুর্দ্দৈব চলিয়াছে তাহারও মুক্তির পথ ঐ একই। গান্ধীজী তাঁহার সাধনা দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—আজ বুদ্ধের জন্মদিবস উপলক্ষে, তাহাকেই আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠার আয়োজন সর্ব্বতোভাবে না করিতে পারিলে আমাদের দুর্দ্দশার পথ হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। আভ্যন্তরিক জাতীয় জীবনে যে ক্লেদ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহা একমাত্র প্রেম ও ত্যাগের পথে সত্য সাধনার দ্বারাই দূরীভূত হইতে পারে। আজ স্বাধীন ভারতের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছি মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে—ভারত ভূমির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মনে হইতেছে ইতিহাস যেন পুনরায় তাহার পুরাতন ক্রীড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। আজ জাতির এই পুণ্য দিবসে আমরা জাতিকে এবং জাতির কর্ণধারদের ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, বুদ্ধ ও গান্ধীজীর শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথে জাতি যদি পরিচালিত না হয় তবে তাহার দুর্ভাগ্য কেহই রোধ করিতে পারিবেন না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জনস্বাস্থ্য ও মিউনিসিপ্যালিটী—

আমরা বহুবার সহরের একমাত্র পানীয় জলাধার নিবারণ সায়রের (সাহেব বাঁধের) প্রতি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। স্নান, কাপড় কাচা, গরু মহিষ ধোয়ান প্রভৃতি এমন কোন কাজ নাই যাহা উক্ত বাঁধে না করা হয়। অথচ সহরের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের স্বাস্থ্য ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপে উদাসীন। সরকারী কর্তৃপক্ষও এবিষয়ে তাহাদের কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করেন না। অনেক সমস্যার মধ্যে এবিষয়ে কিরূপে ইহাদের চৈতন্যের উদ্রেক করা যায় তাহাও একটী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহরের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া যুবকগণ এবিষয়ে তাহাদের কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করেন কি?

জন নিরাপত্তা আইন—

জিতান সম্মেলন উপলক্ষে একটী জনসভা ও একটী মহিলা সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রচলিত আইন অনুযায়ী কংগ্রেস কমিটি হইতে এবিষয়ে ডেপুটী কমিশনারকে জানান হয়। এক পত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত সভায় অনুমতি দেন। তাহাতে সর্ত্ত এই ছিল—

* * * That there should be no provincial discussiorn o demonstration in the meetings and that no communal or controversial matters which likely to lead to a breach of the peace should be raised. অর্থাৎ—সভায় কোনরূপ প্রাদেশিক আলোচনা বা প্রদর্শনী হইতে পারিবেনা এবং কোনরূপ সাম্প্রদায়িক অথবা বিতর্কমূলক বিষয় যাহাতে কোনরূপ শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা থাকিতে পারে তাহার উত্থাপন চলিবেনা।" ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক, কারণ ইহার পশ্চাতে যে মনোবৃত্তি ও যে নীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার তবে আমরা ভাবিতেছি যে—নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও ১লা জুন এখানে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। জিলা কংগ্রেস কমিটিই সেই সভার ব্যবস্থা করিবেন, সুতরাং আইন অনুযায়ী নিশ্চয়ই এই একই সর্ত্ত সেই মিটিং সম্বন্ধে আরোপ করা হইবে। শঙ্কর রাওজী উল্লিখিত সর্ত্তে মিটিং করিতে রাজী হইবেন কিনা—তাহাই ভাবিবার কথা।

চিন্তার কারণ—

ভাবিবার কারণ আছে। কারণ শ্রীযুক্ত দেও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক হইলেও মহারাষ্ট্র ভাষাভাষীদের লইয়া এক পৃথক প্রদেশ গঠনের তিনি উদ্যোগ করিতেছেন। এই জন্য একটী কমিটি—সংযুক্ত মহারাষ্ট্র পারিষদের তিনি সভাপতি। বোম্বাইয়ের ১৭ই মের সংবাদে মহারাষ্ট্র বণিক পরিষদে তাঁহার বক্তৃতার মধ্য হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল— * * * শ্রীদেওজী বলেন যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি সেই ১৯২০ সাল হইতেই কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। বিধান পরিষদ এই প্রশ্ন বিচার করিবার জন্য দুইটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। * * * * * * * * এখন একটী সংযুক্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠন করিবার জন্য কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। যদি শিক্ষিত জনসাধারণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণ একত্রে কাজ করে তবে ৫।৬ মাসের মধ্যেই একটী পৃথক সংযুক্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠনের লক্ষ্য সফল হইবে। * * * কোন কোন ব্যক্তি, বোম্বে সহর সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে—কিন্তু সংযুক্ত মহারাষ্ট্র পরিষদের সভাপতি হিসাবে তিনি ইহা দৃঢ়ভাবে জানাইতে চাহেন যে বোম্বে মহারাষ্ট্র প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে—এবং ইহার রাজধানী হইবে।

জিলাবোর্ড বাতিলের (সুপারসিড্) হুমকী—

কিছুদিন ধরিয়া ছোট বড় বহু স্থান হইতেই জিলা-বোর্ডকে সুপারসিড্ করিবার হুমকী শোনা যাইতেছে। দু এক জন প্রাদেশিক নেতা, পার্লেয়ামেন্টারী সেক্রেটারী প্রকাশ্য জনসভায় জিলাবোর্ডকে সুপারসিড্ করিবার ভয়

প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহারা ছাড়াও ছোট খাট চুনোপুঁটীও কথায় কথায় এই হুমকীই দেখাইতে কসুর করিতেছেন না। মাত্র দুইমাস হইল কংগ্রেস হইতে জিলা বোর্ড লওয়া হইয়াছে, ইহার মধ্যে এমন কি কারণ ঘটিল যে এরকম একটা বিরাট ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্যই এই সূত্র ধরিয়া ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রাণপণে সুপারসিড করিবার সঙ্গত, অসঙ্গত—গোপন কারণ বাহির করিতে যত্নবান হইবেন। তা তাহারা করুন,—কিন্তু ভাবিবার কথা এই যে ক্ষমতা যাহাদের হাতে থাকে, তাহারা ক্ষমতা আছে বলিয়াই যদি স্থানে, অস্থানে সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাহার প্রদর্শনীর হুমকী দেখাইতে সুরু করেন তবে শাসনযন্ত্র ও শাসনকার্য্য নিরপেক্ষভাবে কখনই চলিতে পারে না। এবং এ অবস্থায় তাহা নিতান্ত গোলো হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে যে, গত বোর্ডের কার্য্যকলাপ কোন কোন স্থলে এরূপ ছিল যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, সুপারসিড্ করিবার হয়ত তখন সঙ্গত কারণ পাওয়া যাইত। কিন্তু তখন এসব কথা উঠে নাই। অন্যায়ের সম্বন্ধে প্রশ্রয় ও ন্যায়ের সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন, ক্ষমতার ইহাই যদি রূপ হয় তবে তাহা দেশকে দুর্গতির পথেই লইয়া যাইবে।

জনহিতকর কার্য্যে হয়রাণী—

শ্রীমথন মাহাত, বরাবাজার শ্রীরামকিঙ্কর মাহাত ভূতাম, প্রভৃতি অঞ্চলে জলশেচের বাঁধের জন্য সরকারী-ভাবে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে বাঁধের কাজ করিয়াও বাঁধের জন্য টাকা পাওয়া তাহাদের দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে ভারপ্রাপ্ত ওভারসিয়ারকে বা—সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানে উপযুক্ত অংশ প্রদান করিতে না পারিলে এসব কাজে নানা বাধা আসিয়া পড়ে। ভূতামের শ্রীউপেন্দ্র নাথমাহাতকে কৃষি বিভাগ হইতে সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী কুয়া মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কুয়া তাহার প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এবিষয়ে নানাভাবে লিখিয়াও তিনি কোন প্রকার টাকার সাহায্য এখনও পান নাই। সমস্ত ক্ষেত্রেই উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিতে পারিলে কোন জনহিতকর কাজ করাও মুস্কিল। বিশেষ করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীগণের পক্ষে—যাহারা এরূপ উপঢৌকন দেওয়া অন্যায় মনে করেন তাহাদের পক্ষে, সরকারী সংশ্লিষ্ট কোন জনহিতকর কার্য্যের ভার লইয়া কেবল হয়রাণ হইতে হইতেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সব ব্যাপার সংশোধন করিবার ব্যবস্থা করিবেন কি?

জিলায় চুরি ডাকাতির হিড়িক—

জিলার সমস্ত স্থানেই চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ এরূপভাবে বাড়িয়া যাইতেছে যে মনে হয় শাসন ব্যবস্থার কোন অস্তিত্বই নাই। সেদিন পুরুলিয়া সহরের উপকণ্ঠে ডাঃ সুধাংশু কুমার মুখার্জ্জিকে যে ভাবে আক্রমণ করিয়া লুঠ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়। সহরেই যদি অবস্থা এরূপ হয়, তবে গ্রামের দিকের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি জনসাধারণের সহযোগীতালাভের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারেন তবে ইহার বহু পরিমানে নিরাকরণ হইতে পারে এবং কেবল এই উপায়েই তাহা সম্ভব। দায়ীত্বশীল কর্ম্মচারীরা এবিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন কি?

পুরুলিয়ায় শ্রীশঙ্কর রাও দেও—

নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও, ১লা জুন পুরুলিয়া আসিতেছেন। তিনি একই দিনে পুরুলিয়া ও ধানবাদে জনসভা করিবেন বলিয়া পুরুলিয়ার জনসভা বেলা—১০ টায় রাখিতে হইয়াছে। পুরুলিয়ার জন সাধারণ তাঁহাকে উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবেন ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার ত্যাগ ও দেশ প্রেম অতুলনীয়। পুরুলিয়ায় তাঁহার এই প্রথম আগমন সার্থক হউক।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

সাধারণ সম্পাদক

শ্রীশঙ্কর রাও দেও

পুরুলিয়াতে আসিতেছেন।

১লা জুন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ

মঙ্গলবার

বেলা ১০ টায় পুরুলিয়া জুবিলি ময়দানে

জনসভায় তিনি বক্তৃতা করিবেন।

মহাত্মা গান্ধী

স্মৃতিভাণ্ডারে

দান করুন

জিতান সম্মেলন

কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন

কাংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনে গৃহীত অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইল—

১৫। এই সম্মেলন, সঙ্কট সময়ে দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামরক্ষী দল গঠন করিবার জন্য জেলাবাসীও কর্ম্মীগণকে অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রঃ—হংসেশ্বর নন্দী। সঃ—নিত্যানন্দ দাস

১৬। জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে জনশক্তি বিকাশের পথ, মহাত্মাগান্ধী নির্দ্দেশিত পঞ্চায়েৎ শাসনতন্ত্র পরিচালন। গ্রাম পঞ্চায়েৎ শক্তির ভিত্তিতে, জেলার পঞ্চায়েৎ শাসন শক্তি গঠন করিয়া জেলার আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং শাসন পরিচালনে যথার্থ এবং ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি লাভের জন্য জেলার কর্ম্মীগণ গণশিক্ষার কার্য্য, জাতীয় পরিকল্পনা, গণসংগঠন প্রভৃতি কর্ম্মধারা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে। সমগ্র ভারতের শাসন শক্তির সঙ্গে এক হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা লাভ না করিলে জাতীয় জীবনে ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে হইবে।

তজ্জন্য এই কর্ম্মীসভা পঞ্চায়েৎ কার্য্যব্যবস্থা গুলিকে উপযুক্ত কার্য্যপন্থায় সক্রিয় করিয়া তুলিবার এবং ঐ আদর্শে ইহাদিগকে পরিচালিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।

প্রঃ—জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য। সঃ—দামোদর সেন

১৭। জেলায় যে কো-অপারেটিভ উদ্যোগ চলিয়াছে—তাহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ইহার কার্য্যকে পরিব্যাপ্ত ও সুদৃঢ় করার জন্য এই সভা কর্ম্মীদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কো-অপারেটিভ বিষয়ে সরকারের পক্ষ হইতে অধিকতর ও যোগ্যতর সহায়তা পাইবার দাবী জানাইতেছে।

প্রঃ—অনিল কুমার বসু। সঃ—অমরেন্দ্র দত্ত

জিতান কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনে গৃহীত কর্ম্মতালিকা

জেলার বর্ত্তমান পরিস্থিতির জরুরী অবস্থা সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং জেলায় অনুষ্ঠিত অবাঞ্ছিত কার্য্য সমূহের আশু প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিয়া জেলা কর্ম্মী সম্মেলনে সাময়িক কর্ম্মব্যবস্থা-মূলক কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এবং জেলার গঠনকর্ম্মের পুনরুদ্যোগের প্রারম্ভিক ব্যবস্থা-স্বরূপ কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কর্ম্ম তালিকা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি এই :—

জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিষয়ে প্রস্তাব :

জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হইলে অর্থাৎ জনসভার অনুষ্ঠান, ন্যায়ানুমোদিত প্রচারের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে কর্ম্মীগণের পক্ষ হইতে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কর্ত্তব্য হইবে, এবং তৎসঙ্গে সেই অনুষ্ঠিত ব্যাপার বিষয়ে উর্দ্ধতন কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে প্রতিকারের জন্য আবেদন ও অধিকার দাবী করা হইবে যে, প্রতিবন্ধকতা তথা অন্যায় রোধ করা বিষয়ে তাঁহাদের যে ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার প্রয়োগে তাঁহারা যেন ইহার প্রতীকার করেন এবং তাহা সম্ভব না হইলে কর্ম্মীদিগকে কংগ্রেস নির্দ্ধারিত সত্যাগ্রহের আশ্রয়ে ইহার প্রতীকার করিতে অনুমতি দান করেন। উর্দ্ধতন কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এবিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব না হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক যে অধিকার রহিয়াছে সেই ব্যক্তি-সত্যাগ্রহের অধিকার অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিকার করাই কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য হইবে বলিয়া এই কর্ম্মীসভা সিদ্ধান্ত করিতেছে।

কর্ম্মীদের প্রতি নির্য্যাতন বিষয়ে প্রস্তাব :

জেলার কোন কর্ম্মী কংগ্রেস ও ন্যায় নির্দ্ধারিত কোন জনকল্যাণকর কর্ম্মের অনুসরণে শাসন শক্তিদ্বারা নির্য্যাতীত, অভিযুক্ত হইলে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে এবং সেই কর্ম্মের সাফল্য ও মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে সেই কর্ম্মীর আচরিত কর্ম্মকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবার দায়িত্ব কর্ম্মীদের রহিয়াছে বলিয়া—এই কর্ম্মীসভা মনে করে। তাহার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

অনুসারে, এবিষয়ে উদ্ধতন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রতিকার লাভের প্রয়াস প্রতিষ্ঠানগত নিয়মানুবর্ত্তীতার অনুকূল হইবে বলিয়া এই সম্মেলন কর্ম্মীগণকে তাহারই পরামর্শ প্রদান করিতেছে। এবং তাহার পরবর্ত্তী পন্থা হিসাবে কর্ম্মীদের স্বাধীনতা এই সম্মেলন স্বীকার করিতেছে। এবিষয়ে কর্ম্মীদের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে, সংহতি সহকারে জেলা কমিটীর পরিচালনাধীনে অগ্রসর হওয়ার কর্ত্তব্য এই সম্মেলন উপলব্ধি করিতেছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার ও কার্য্যের বিষয়ে প্রস্তাব :

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সকল অপবাদ, কার্য্য ও বিরোধ সৃষ্টির প্রয়াস চলিতেছে কর্ম্মী তথা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ, প্রচার দ্বারা তাহার অপনোদন এবং জনসংযোগ দ্বারা তাহাকে অকার্য্যকরী করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই সম্মেলন অনুভব করিতেছে। এবিষয়ে বিস্তারিত ভাবে প্রচার পত্র প্রদান ও জন-সংগঠনের জন্য এই সভা কর্ম্মীগণ তথা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত হইতে অনুরোধ জানাইতেছে।

কংগ্রেস বিরোধী প্রচার—সভা বিষয়ে প্রস্তাব :

জেলায় কংগ্রেস, বিরোধী এবং জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া বিভিন্ন স্থানে জনসভার অনুষ্ঠান করা হইতেছে। জেলার কর্ম্মীগণ বিশেষ ভাবে নিজ নিজ এলেকার কর্ম্মীগণ ঐ সকল সভায় উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে সভার কার্য্যধারা অনুধাবন করেন এবং কংগ্রেস বা জনস্বার্থ বিরোধী প্রচার করা হইলে প্রয়োজন বোধে কর্ম্মীগণ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন ও উপস্থিত জনগণকে যথার্থ অবস্থার সহিত পরিচয় করাইতে পারেন—তজ্জন্য এই সম্মেলন কর্ম্মীদিগকে এবিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ জানাইতেছে। কর্ম্মীগণ ঐ সকল সভায় কংগ্রেস-কর্ম্মী-জনোচিত আচরণ ও মনোভাব রক্ষা করিতে ত্রুটি করিবেন না ইহাই কর্ম্মীসম্মেলনের বিশ্বাস। যাহা কিছু আচরণ, যাহা কিছু বক্তৃতা তাহা যেন পূর্ণ ভব্যতা, কংগ্রেস নির্দ্দেশিত অহিংসার মনোভাব, সৌহার্দ্দপূর্ণ ব্যবহার ও সত্য প্রেরণার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা পালিত হয়। এবং শৃঙ্খলা বোধ যেন কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ না হয়। সভায় বলিবার জন্য সভাপতির নিকট নম্রভাবে অনুমতি চাহিয়া বলিবার সুযোগ না পাইলেও কর্ম্মীদের কর্ম্ম তাহাতে ব্যাহত হইবে না, ইহা কর্ম্মীরা স্মরণ রাখিবেন। সত্যের সম্মুখীন হইতে যাহারা কুণ্ঠিত বা ভীত হইবে জনগণের নিকট তাহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে। সভায় বলিতে না পাইলেও সেই সব জনগণকে বুঝাইবার অবকাশ এবং দায়িত্ব কর্ম্মীদের আছে, কর্ম্মীগণ তাহা উপলব্ধি করিবেন ইহাই সম্মেলনের আশা।

জেলার অনুষ্ঠিত ঘটনাসমূহের তথ্য বিষয়ে প্রস্তাব :

জেলায় কংগ্রেস তথা জনস্বার্থ বিরোধী নানা ঘটনা ঘটিতেছে। এই সকলের যথার্থ বিবিরণ পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া এই সম্মেলন কর্ম্মীদিগকে নিজ নিজ এলেকার এই সকল ঘটনার বিবরণ সত্বর পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। স্বয়ং অবহিত হইয়া যেন তথ্য প্রদান করেন এবং উহা যেন পূর্ণরূপে যথার্থ ঘটনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই সকল ঘটনাগুলি বিভেদ সৃষ্টিকারীদের দ্বারা আনীত হইয়া বহু ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ সম্পর্কিত ঘটনা ঘটিতেছে। সেই অবস্থার প্রতি অবহিত হইয়া সংবাদগুলি সত্বর সংগ্রহ ও প্রেরণ করার এবং জেলার বিষয়ে সচেতন হইবার জন্য সম্মেলন কর্ম্মীদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

বিপথগামী কর্ম্মীদের বিষয়ে প্রস্তাব :

জেলার যে সকল শ্রেণীভাব প্রণোদিত হইয়া কংগ্রেস নীতি ও সম্মান বহির্ভূত এবং জাতীয় বিভেদকারী কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিলেও, বিচ্ছিন্নভাবে দুই একজন ঐ সকল বিষয়ে নিজদিগকে যুক্ত করিতেছেন তজ্জন্য এই সম্মেলন তাঁহাদের কার্য্যসমূহ বিচার, তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে বিপথ হইতে আনিবার ব্যবস্থা করিতে এবং উহা কার্য্যকরী না হইলে উহাদের প্রতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকর্ত্তাগণের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছে। জাতীয় তথা কংগ্রেস বিরোধী কার্য্য হইতে এই কর্ম্মীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কাজে সহায়তা করিবার জন্য কর্ম্মীদিগের উপর এই সম্মেলন দায়িত্ব ন্যস্ত করিতেছে।

গণসংযোগ তথা জনসভা বিষয়ে প্রস্তাব :

স্বাধীনতা লাভের পর, দেশগঠনের প্রারম্ভ সময়ে বিশৃঙ্খল জাতীয় জীবনে দেশগঠন বিষয়ে জনগণের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে, বিবিধ জাতীয় দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে দেশ-পরিকল্পনার কার্য্য লইয়া কংগ্রেস তথা রাষ্ট্রশক্তি জনসহায়তায় কি ভাবে অগ্রসর হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ে সাম্প্রতিক কার্য্য লক্ষ্য এবং কর্ত্তব্য কি তাহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এবং জেলায় নানাভাবের প্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত জনগণকে কংগ্রেস নির্দ্ধারিত পথ অনুসরণ করিবার সহায়তার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে জেলায় অবিলম্বে ব্যাপক ভাবে গণসংযোগ ও তদুদ্দেশ্যে জনসভা সমূহের অনুষ্ঠান করিবার জন্য কর্ম্মীদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছে। কর্ম্মীগণ জেলা কমিটীর তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ এলেকায় ক্ষুদ্র বৃহৎ জনসভা, বৈঠক, প্রচারদল প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবার জন্য উদ্যোগ করিবেন—এবং জনগণকে যুক্তি ও দেশ-পরিকল্পনার তথ্য সহকারে বুঝাইবার উপযুক্ত তথ্য বিচার ও অনুশীলন বিষয়ে কর্ম্মীগণ নিজেদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন থাকিবেন—তজ্জন্য কর্ম্মীদিগের প্রতি এই সম্মেলন পরামর্শ দান করিতেছে।

কর্ম্মীদলকে সুনিয়ন্ত্রিত করা বিষয়ে প্রস্তাব :

দেশের জাতীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ এবং গভীর মনোনিবেশ দানের উদ্দেশ্যে এবং সেই সকল কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীদিগকে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘশক্তি সহায়ে চলিবার জন্য এই সম্মেলন আবশ্যকতা অনুভব করিতেছে। মহাত্মা গান্ধী তথা কংগ্রেস নির্দ্ধারিত গঠন কর্ম্ম ও জনসেবার কর্ম্মসমূহে নিয়োজিত কর্ম্মীসমূহের সুযোগ, শিক্ষা, কর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা, শৃঙ্খলাশক্তি ও তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য এবং দেশের যথার্থ কর্ম্ম ও কর্ম্মীর প্রসারের জন্য এই সঙ্ঘশক্তি ও তাহার উপযুক্ত পরিষদ গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত এই সম্মেলন কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে কার্য্যারম্ভ করার আবশ্যকতা বোধ করিতেছে। তাহার প্রাথমিক ব্যবস্থাস্বরূপ এই সম্মেলন এই বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সাব কমিটী গঠন করিতেছে। এই কর্ম্মকে রূপদান করিতে কি ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা দরকার এবং পরিষদ ও তাহার গঠনতন্ত্র ও তাহার নীতি, আদর্শ, ও কর্ম্মধারাসমূহ কি হইবে এই সকল বিষয়ে পরামর্শ, কর্ম্মীদের সহিত আলোচনা, গবেষণা ও বিচার করিয়া একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া কর্ম্মীদের সম্মেলনে দাখিল করিবেন এবং সেই খসড়া আলোচনা ও বিচার করিয়া কর্ম্মীসম্মেলন এতদ্‌বিষয়ে পরবর্ত্তী কার্য্য ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। এই সকল বিষয় সম্পর্কে কর্ম্মীগণ নিজ নিজ মত, পরিকল্পনা ও বিচারসমূহ এই সাব কমিটীর কাছে পাঠাইবেন—এবং এবিষয়ে কর্ম্মীগণ সচেতনভাবে নিজ কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিবেন বলিয়া এই সম্মেলন আশা করেন।

জেলা সংঠনে নিজেদের পরিকল্পনা বিষয়ে প্রস্তাব :

জেলার জনগণের জীবনকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ে গড়িয়া তুলিবার জন্য সমগ্র দেশের বিবিধ কর্ম্ম পরিকল্পনা ও জেলার কর্ম্মজীবনের অন্তর্গত বিবিধ শক্তিসহায়ে কাজ করিবার বহুবিধ প্রয়োনীয় উদ্যোগের আহ্বান জেলার সম্মুখে রহিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর, দেশরচনার এই প্রারম্ভ সময়ে, দেশ পুনর্গঠন কাজে তাহার উপযুক্ত দৃষ্টি, শক্তি ও পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য ব্যবস্থা করিতে কর্ম্মীগণ বিশেষ প্রেরণা ও দায়িত্ব অনুভব করিতেছেন।

কাজ সংগঠন বিষয়ে কর্ম্মীগণ যে সব চিন্তা করিতেছেন, পরিকল্পনা করিতেছেন তাহার একত্রিকরণ, সম্মিলিত সমীক্ষণ, এবং অবস্থা ও সময়ের উপযোগী উপযুক্ত নির্দ্ধারণগুলিকে নির্ব্বাচন ও সংযুক্তি করণের প্রচেষ্টার এখন বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে কর্ম্মীগণ মনে করেন।

গঠন কর্ম্মের আয়োজনকে যথার্থ ও ব্যবস্থিতরূপে পরিচালনার জন্য এই প্রচেষ্টার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়াছে। ইহাদ্বারা কাজ যেমন সুব্যবস্থিত-ভাবে পরিচালিত হইতে পারিবে, অন্যদিকে তেমনি, নিজ নিজ চিন্তার অংশ গ্রহণ করিবার কর্ম্মের ভিতর দিয়া, কর্ম্মের যাহারা প্রাণ-স্বরূপ সেই কর্ম্মীবৃন্দের সকলের মধ্যে

সচেতনভাবে জাতীয় পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হইবার, দেশ পরিচালনে সক্রিয় হইবার প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্মের পরিচালনায় বাহিত হওয়া কর্ম্মী-জীবনের লক্ষ্য নহে; কর্ম্মীগণের প্রাণের ভিতর দিয়া কর্ম্ম প্রকাশিত হইবে—কাজকে কর্ম্মীগণ পরিচালিত করিবে—ইহাই সর্ব্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়।

কর্ম্মীগণের ভিতর চিন্তাশীলতা, বিচারবৃত্তি ও অনুশীলনবৃত্তি জাগ্রত হইয়া তাহাদিগকে যথার্থ কর্ম্মী হইবার পথে সহায়তা করুক—ইহাই আমরা জেলার কর্ম্মীরা সর্ব্বদা চাহিয়াছি।

জেলা সংগঠনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বিষয়ে কর্ম্মীগণের সক্রিয়ভাবে চিন্তার যে দায়িত্ব রহিয়াছে—কর্ম্মীগণ তাহা অবহিত হইবেন এবং যে যাহা ভাবিতেছেন সুষ্ঠুভাবে ভাবিয়া সুসংবদ্ধভাবে লিখিয়া প্রেরণ করিবেন এবং যাঁহারা ভাবেন নাই তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ দান করিবেন—সম্মেলন ইহাই কামনা করে। নিজের নিজের চিন্তার খসড়া জেলা সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। এই কাজ আমরা সাম্প্রতিক কাজ সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আরম্ভ করিলাম—এবং এই পরিকল্পনার কার্য্যকে নিয়মিত-ভাবে রূপদান করিবার যে স্থায়ী ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে—তাহার প্রতিও কর্ম্মীদিগকে ক্রমশঃ অবহিত হইতে হইবে সম্মেলন ইহাই মনে করে।

গান্ধীজীর বিচার ও শিক্ষা অনুশীলন বিষয়ে প্রস্তাব

জাতির জনক, বিশ্বের ভাবধারার ইতিহাসে যুগান্তকারী মহামানব গান্ধীজীর অমরদান যাহা আমাদের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে—তাহার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান এবং তাহার বিশেষ অনুশীলন করার যে আজিকার দিনে গভীর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—যথার্থ নিষ্ঠায় তাহার নিয়মিত প্রচেষ্টার জন্য কর্ম্মীদিগকে অবহিত হইবার নিমিত্ত এই সম্মেলন অনুরোধ জানাইতেছে। এবং এই কার্য্যের প্রেরণা হিসাবে একটি কর্ম্ম প্রচেষ্টা স্বরূপ এই সম্মেলন স্থির করিতেছে যে আগামী তিন মাসের মধ্যে কর্ম্মীগণ প্রত্যেকেই গান্ধী সাহিত্যের যে কোন দুইখানি বই, আপন আপন উপযোগিতা অনুসারে পাঠ করিবার চেষ্টা করিবেন; এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীদের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

(প্রস্তাবগুলি কর্ম্মীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে গঠিত, নির্ব্বাচিত ও নির্দ্ধারিত হয় এবং সকলগুলি একত্রে জেলা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত দ্বারা সম্মেলনে উত্থাপিত ও বিশ্লেষণ দ্বারা সকল কর্ম্মীকে পরিজ্ঞাত ও আলোচিত হয়; প্রত্যেকটি প্রস্তাব পৃথকভাবে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়)।

জনসভা

সম্মেলনের সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যাইবার পরে ৪ঠা মে বেলা ৫টায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই জনসভায় সম্মেলন গুলিতে গৃহীত প্রস্তাব ও কার্য্যক্রম সম্বন্ধে এবং স্থানীয় অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। স্থানীয় আদিবাসী ও অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে জমি-জমা সম্পর্কিত যে সমস্ত বিরোধ ও সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত হয়। ১। শ্রীসাগর মাহাত এম, এল, এ ২। শ্রীভজহরি মাহাত, ৩। শ্রীরেবতী কান্ত চ্যাটার্জ্জি, ৪। শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার, ৫ম ব্যক্তি একজন সাঁওতাল সভাকে এই কমিটি মনোনীত করিয়া লইবেন।

মহিলা সভঃ

৫ই মে তারিখে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত মত, বেলা ৫ টার সময় এক মহিলা সভার অনুষ্ঠান হয়। ঝড় বাদল সত্ত্বেও দূরগ্রাম হইতে বহু স্ত্রীলোক এই সভায় সমবেত হন। পুরুলিয়া হইতে আগত শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, মঙ্গলা দেবী প্রভৃতি মহিলাদের তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। সভা চলার সময় বৃষ্টি আসিতে থাকায় সভার কাজে বিঘ্ন ঘটে। সভা শেষের পরেও বহু মহিলা যাহারা ঝড় বৃষ্টির জন্য সভায় পৌছিতে পারেন নাই তাহারা রাত্রি বেলা আসিয়া উপস্থিত হন এবং প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সভার কাজ চলে। মহিলাদের মধ্যে বিরাট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

জেলা পঞ্চায়েত কমিটির অধিবেশন, স্থান জিতান, থানা বান্দোয়ান, রবিবার ২রা মে ১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬টার সময়।

প্রস্তাব

স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এল, এ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মাহাত এই সভা পরিচালনের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। সভাপতি নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মহাত্মাজীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—এই সভা জাতির জনক মহাত্মাজীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে।

২। বিস্তারিত আলোচনার পর এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় যে—যে সমস্ত গ্রাম্য পঞ্চায়েত এখনও গঠিত হয় নাই সেই সব গ্রাম্য পঞ্চায়েত ৩০শে মের ভিতর গঠিত করিতে হইবে। প্রত্যেক থানা পঞ্চায়েত ১৫ই মের ভিতর জিলা পঞ্চায়েতকে জানাইবেন যে তাহাদের থানার অগঠিত পঞ্চায়েতসমূহ গঠিত করিতে পারিবেন কিনা। থানা পঞ্চায়েত অগঠিত গ্রাম্য পঞ্চায়েত সমূহ এই নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে গঠিত করিতে না পারিলে, জিলা পঞ্চায়েত ঐ গ্রামসমূহে পঞ্চায়েত গঠনের বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

আরও এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অভিযোগাদি, জেলা পঞ্চায়েতের সম্পাদক ইলেকসন্ ট্রাইব্যুনালে (Election Tribunal) নিকট পেশ করিবেন এবং উক্ত ট্রাইবুনেল এই সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ এবং স্থির করিবেন, এবং জেলা পঞ্চায়েতের সম্পাদক প্রয়োজন মত লোকজন স্থির করা, অভিযোগাদি অনুসন্ধান করিয়া ট্রাইবুনেলের সমক্ষে পেশ করিবেন।

৩। আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে অগঠিত গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠিত হইবার পরই অঞ্চল, থানা ও জেলা পঞ্চায়েত গঠিত করা হইবে।

৪। কার্য্যক্রমের ৩ এবং ৭ নং বিষয়গুলি সমস্ত অগঠিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলির গঠন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

৫। আলোচনার পর এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হইল যে—ডি, সির খেয়াল খুসী অনুযায়ী হস্তক্ষেপের ফলে জেলার জিনিষ পত্র বিলি ব্যবস্থার ভার নিতে জেলা পঞ্চায়েত অস্বীকার করিয়া ১০৪ নং চিঠিতে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এই সভা তাহা অনুমোদন করিতেছে।

৬। আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়—স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে পঞ্চায়েতের কাজে বাধা বা বিরোধিতা করিতেছেন। পঞ্চায়েত যে সফলতার সহিত কণ্ট্রোলের কার্য্যে বা খাদ্য সংগ্রহ কার্য্যে সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল বা বহুক্ষেত্রে যে ভাবে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছিল তাহাতেই বুঝা যাইবে যে পঞ্চায়েত প্রথার প্রসার ও সাফল্য ব্যতিরেকে এই সব প্রশ্নের সুষ্ঠ মীমাংসা সম্ভব নহে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যে সহযোগিতা পঞ্চায়েতের সহিত করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহার বিপরীত ব্যবহার করা হইতেছে, সেই সকল সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ায় প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

৭। যাহাতে সমবায় সমিতি প্রত্যেক থানায় গঠিত হয় এবং সফল হয় তজ্জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েতের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। সরকারকে অনুরোধ করা হউক তাহারা যেন প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে জিনিষ পত্র পাওয়ার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দেন।

৮। জেলা এবং থানা পঞ্চায়েত সমূহের আয়ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব পত্র দেখিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নির্ব্বাচিত করা হইল—১। শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র মাহাত।

২। „ ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেন।

৩। „ গিরিন্দ্রকুমার দে।

৪। „ সুধীরকুমার বন্দোপাধ্যায়।

আগামী ২ মাসের ভিতর ইহারা তাঁহাদের রিপোর্ট জেলা পঞ্চায়েতের নিকট দাখিল করিবেন।

মজুরী ফি হিসাবে প্রত্যেক গ্রাম কমিটীকে তাহার সদস্যপ্রতি ।০ হিসাবে থানা পঞ্চায়েতের মারফত জেলা কমিটিকে দিয়া মজুরী নিতে হইবে। পূর্ব্বে যাহা আদায় করা হইয়াছে তাহা মজুরী ফি হিসাবে গৃহীত হইবে।

৯। এইসম্মেলন প্রত্যেক থানা কমিটিকে অনুরোধ করিতেছে যে তাহারা যেন নিজ নিজ থানার খাদ্য শস্যের প্রকৃত অবস্থা ৭ দিনের ভিতর জেলা কমিটীকে জানান। জেলা কমিটী সেই রিপোর্ট অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে সরকারের সহিত সহযোগীতায় কথা বিবেচনা করিবেন।

সমবায় সম্মেলন

৩রা মে সোমবার ১৯৪৮ সাল সকাল ৮টার সময় কো-অপারেটিভ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব-সমূহ। এই সভায় ঝালদা, পুরুলিয়া, আদ্রা, বান্দোয়ান, পটমদা প্রভৃতি থানা কো-অপারেটিভ ষ্টোরের প্রতিনিধিসমূহ ও এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাব

১। বিহার কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া যেভাবে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়াস করিতেছেন সেইভাবে পুঁজিপতিদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমবায় নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া মুনাফাখোর, চোরা-কারবারীদের হাতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই কর্ম্মী সম্মেলন বিহার গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

২। গ্রামের কৃষকদের নিত্য ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি সুলভে পাওয়ার জন্য লোহা, ইস্পাত ও সিমেণ্ট কণ্ট্রোল জিনিষ কো-অপারেটিভ ষ্টোর ও সোসাইটি মারফত বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং কৃষিকার্য্য সুবিধার উদ্দেশ্যে সেচব্যবস্থা বা গোলা প্রভৃতি নির্ম্মানের জন্য এই সম্মেলন বিহার সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

৩। পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ ও অন্যান্য থানা ষ্টোরসমূহ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে মিলের কাপড়, চিনি, কেরোসিন পাইতে পারে তজ্জন্য ভারতীয় টেক্সটাইল কমিশনার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ মারফৎ বন্দোবস্ত করিবার জন্য বিহার সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

৪। বিহার সরকারের নির্দ্দেশ সত্বেও স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার যেভাবে স্থানীয় কো-অপারেটিভ ষ্টোরের প্রতিকূলে কাজ করিয়া পুঁজিবাদীদের স্বার্থরক্ষা করিতে-ছেন এই কো-অপারেটিভ কর্মী সম্মেলন তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং বিহার সরকারকে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

৫। যে সব কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ বারংবার তাগাদা করা সত্বেও এখনও রেজিষ্টার্ড করা হয় নাই তাহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বিহার কো-অপারেটিভ এবং রেজিষ্ট্রার মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছে এবং যাহাতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টার্ড করা হয় তাহার জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছে।

৬। বিহার গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ সত্বেও কো-অপ রেটিভ ষ্টোরকে সুতা ও খাদ্য সম্বন্ধে কোটা ও লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে না কেন এবং পটমদা কো-অপারেটিভ ষ্টোরকে সুতার কোটা মঞ্জুর থাকা সত্বেও পরে কেন সেই কোটা নাকচ করা হইল সেই সম্বন্ধে বিহার সরকারকে তদন্ত করিয়া বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৭। বস্ত্রের কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে ও পরে মানভূমে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে মানভূম জিলা পঞ্চায়েত ইণ্ডিয়ান নেশন কাগজে যে প্রচার কার্য্য করিয়া-ছেন এবং তাহার চোরাকারবারী importer-দের প্রকা-শিত চিঠির প্রত্যুত্তরে যে জবাব দিয়াছেন তাহা এই Co-operative সম্মেলন সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছে।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা উৎসব

গত ১১ই মে ২৮শে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে পুরুলিয়া পোষ্টাফিসের নিকট চৌমাথায় ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। নিবারণ স্মৃতি কমিটির উদ্যোগে এই মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্মিত ও প্রতিষ্ঠার কর্ম্মসূচী সাফল্যের সহিত পালিত হয়।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সকালে সহরব্যাপী প্রভাত-ফেরী ও মূর্ত্তি স্থাপনের স্থানে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী পতাকা উত্তোলন করেন ও বৈকালে শোভাযাত্রা করা হয়। ঠিক ৭ টার সময় উক্ত স্থানে শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষের সভা-পতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পরে স্মৃতি কমিটির সম্পাদক মহাশয় তাহার রিপোর্টে মূর্ত্তি স্থাপন বিষয়ে বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রায় ৬০টী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মাল্য দান করা হয়। পরে সঙ্গীত ও সভাপতির অভিভাষণের পরে সভা ভঙ্গ হয়। এই উপলক্ষ্যে সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের অভিভাষণ নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের অভিভাষণ

মানভূমের জনক ৺ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতিপূজার এই অনুষ্ঠানের কর্ম্মভার বহন করার দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছে—এ আমার আনন্দের কর্ম্মভার। কিন্তু তাঁহার মহান জীবনের স্মৃতিকে সকলের হয়ে বরণ ক'রে তোলবার যোগ্যতা আমার নাই—আমি জানি। তবু তাঁর গৌরবময় জীবনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী হবার—সৌভাগ্য ঘটেছিল ব'লে তারই পুণ্যে সকলের হয়ে সেবার ভার লাভ করলুম। যাঁকে জীবনে একান্ত আপন ব'লে জেনেছি—তাঁকে শ্রদ্ধাদান করার দায়িত্ব লাভ করেছি বলেই নিজেকে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত মনে করেছি।

আজ আমাদের বহুদিন সঞ্চিত শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি লাভ করল। আমাদের অন্তরের আসনে যিনি আছেন তাঁকে নানাভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার অন্তরকে তৃপ্ত করতে চাই—আমাদের জীবনে তাঁকে গভীরতরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আজ এই মর্ম্মর মূর্ত্তির স্মৃতির আসনে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা চেয়েছি তিনি আমাদের জীবনে উজ্জ্বলতর হয়ে গভীরতর হয়ে প্রতিষ্ঠিত হোন্।

আমাদের এই অনুষ্ঠান আমাদের এক গৌরবের অনু-ষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আজ আমরা আমাদের নিজেদের গৌরবদান করলুম। যিনি আপন ঐশ্বর্য্যে গৌরবান্বিত তিনি সত্যের বেদীতে চিরদিনই গৌরবান্বিত থাকেন। তাঁর গৌরবকে অভিনন্দিত ক'রে আমরা আমাদের জাগৃতির জীবনকেই অভিনন্দিত করতে এসেছি আজ এখানে।

নিবারণচন্দ্র এক আদর্শের পথ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। আমরা তাঁর অর্চ্চনামন্ত্রে তাঁর আদর্শের চরণেই আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম। আমরা আজ সেই নিবারণচন্দ্রকেই বরণ করলুম যিনি আমাদের জীবনে সাধকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

জগতের ইতিহাস যুগযুগান্ত ধরে আমাদের জীবন পথের আদর্শ রচনা ক'রে চলেছে। তার মধ্যে সাধকেরা আসেন নিজেদের জীবনে তাকে সত্যরূপে প্রতিভাত ক'রে তুলতে। সংসারে জীবনের আদর্শসমূহের অভাব নাই। তা আমাদের চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তাকে মূর্ত্ত করার আয়োজনই দুর্লভ। সেই সত্যকে মূর্ত্ত করতে সত্যকার মহান সাধকেরা আসেন। কিন্তু তাঁদের আগমন বিরল। সত্যময় আদর্শকে জীবনে যে অনুসরণ করতে পারা যায় তার শিক্ষা দিতেই তাঁরা আসেন। নিজেদের জীবনে সত্যকে পরিপূর্ণরূপে উদ্ভা-সিত ক'রে তুলে আমাদের পথ দেখাতে—তাঁরা আবির্ভূত হন।

আমরা জগতের এমন সময়ে জন্মেছি যে আমাদেরই জীবনে ভারতের ভাগ্যাকাশে কয়েকজন মহান সাধককে আমরা দেখতে পেলুম। কিন্তু পরিপূর্ণ সত্যের সাধনায় নিজের জীবনকে তপস্যার মত আহুতি দিয়েছেন এমন সাধককে নিজেদের ঘরের লোকরূপে পাওয়া এক দুর্লভ

ভাগ্য। আমরা মানভূমের জনগণ ঋষি নিবারণচন্দ্রের আবির্ভাবের মধ্যে এক মহাত্মা সাধকের সাক্ষাৎকার লাভ করলুম। এবং তা' লাভ করলুম ঘরের একজনরূপে।

দুঃখ দৈন্য ত্রুটি বিচ্যুতি জীবনের অগণিত অসম্পূর্ণতার মধ্যেও জীবন যে কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হ'তে পারে, মহান্ হ'তে পারে, তুচ্ছ জীবনের মধ্যেও এই জীবন যে সার্থক হ'তে পারে—তার প্রতিদিনের শিক্ষার ইতিহাস পাঠের সৌভাগ্য আমাদের ঘটেছে। সে জন্য আমাদের এক গভীর আশার বাণী অন্তরের অতি নিকটে জেগে রয়েছে—তা আমাদের নিজেদের মহান্ ক'রে তোলবার নিঃসন্দিগ্ধ বাণী। মানভূমের জীবন-ক্ষেত্রকে পুণ্যময়, আশাময়, গৌরবময় ও আদর্শময় ক'রে জেগে রয়েছে নিবারণচন্দ্রের সমগ্র জীবনের বাণী। সেই বাণী আমাদের চোখের সামনে সত্যকে সাধনায় মূর্ত্ত হ'তে দেখার বাণী। আমরা সেই মহান্ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান।

কাজ আমরা সকলেই করি। কিন্তু কাজের মত কাজ সত্যকার চরিত্রবান মানুষের স্পর্শ ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না। চরিত্রের আলোই কাজরূপে রূপায়িত হয়। মানভূমের জাতীয় জীবনে কাজের যে প্রাণপদ্ম বিকশিত হয়েছিল—তা নিবারণচন্দ্রের মহিমাময় আলোর স্পর্শ লেগেই হয়েছিল। আজ আমাদের কাজের জীবন যে-টুকু মঙ্গলময় পথ ধ'রে চলেছে সে নিবারণচন্দ্রের তপস্যার দানেই। কাজ যেখানে যথার্থ পথ অনুসরণ করতে পারছে না সে আমাদের অক্ষমতার জন্যেই। সেজন্য আমাদের কাজকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত, তাঁর আচরিত আদর্শে কল্যাণের ক্ষেত্রে পরিচালিত করতে—নিয়ত আমাদের পথ-প্রদর্শক সেই গুরুর জীবনের আলোর পথ ধ'রে অগ্রসর হ'তে হবে। তাঁর পদচিহ্ন যথার্থতর ভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর আদর্শের জীবন আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের মধ্যে নব নব জীবন এমনিভাবে বিকশিত হয়ে আমাদের কাজকে মহানতর ক'রে তুলুক—মানভূমের জীবন মধুরতর, সমৃদ্ধতর হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা।

দেশের জীবনে আজ এক বিঘ্নসংকুল সময়। দেশের বহু দুঃখ, বহু সমস্যা বিপুল আকারে আজ সমাধানের পথ সন্ধান করছে। কাজের জীবনে সকলেই আমরা অনুভব করছি—যথার্থ মানুষ আজ চাই। নিষ্ঠাবান, ত্যাগী, মানব, প্রেমী, বিগতস্বার্থ মানুষেরই আজ প্রয়োজন যার জীবন চরিত্রের মাধুরীস্পর্শে শতদলের মত ফুটে উঠেছে।

আজকের দিনে তাই ঋষির ব্যক্তিজীবনের উজ্জ্বল তপশ্চরণের উদ্বোধনের মুহূর্ত্ত। আমরা যেন এই উজ্জ্বল জীবনকে সামনে রেখে নিজের জীবনকে নিয়ত গড়ে তুলতে চেষ্টা করি, নিজেকে এবং দেশকে ধন্য করি।

দেশের দুর্ভাগ্য আজ আমাদের মধ্যে নানা ভেদ বিসম্বাদ দেখা দিয়েছে। ঋষি জীবনে যে উদার বাণী, মানবতার বাণী, আমাদের দিয়ে গেছেন তা আজ নিষ্কলুষ নির্বৈর অন্তরে গ্রহণ ক'রে মানুষের জীবনে জীবনে ছড়াতে হবে। যারা বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করছে তাদের জীবনে মহান জীবনের স্পর্শ দিতে গেহল নিবারণ জীবনের প্রেম উপলব্ধি নিয়েই তাদের কাছে যেতে হবে। বিবাদের আঘাত হেনে ভেদের অন্তর মিলনের বন্ধন আনা যায় না—নিবারণচন্দ্রের জীবনের এই বাণী আমাদের সত্যদৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করুক।

নিবারণচন্দ্র যে ঐশ্বর্য্য, যে আশা, যে আলো, যে আত্মশক্তির দান, যে সাধনার উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন আমরা যেন জীবনে বরণ করে তাকে অনুসরণ ক'রে চলার যোগ্য হ'তে পারি; আমাদের হৃদয়ের আসনে যিনি প্রতিষ্ঠিত আজ আমরা তাঁর স্মৃতিতীর্থ আমাদের কর্ম্মভূমির হৃদয়কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করলুম। নিয়ত জাগ্রত এই প্রহরী আমাদের উপর ন্যস্ত কর্ম্মের দায়িত্বকে আমাদের কল্যাণের জীবনকে অনির্বাণ আমাদের অন্তরে জাগরূক ক'রে রাখুক। মহান্ জীবনের সেই ত্যাগমূর্ত্তি আমাদের জীবনে অবিচল হ'য়ে প্রাণের শক্তি হয়ে—দেখা দিক্। মানভূমের সাধক—মানভূমের জনক—আমাদের হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত থাকুন। তাঁর আশীর্ব্বাদে—তাঁর সাধনার আলোকসম্পাতে—মানভূমের ইতিহাস বিস্তৃততর সৌভাগ্যময় জীবনে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হবে—এই আশার দৃষ্টি অক্ষয় হয়ে আছে আমাদের মনে। তাঁর আশীর্ব্বাদ আমাদের সকল জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করুক পুণ্যময় সার্থকতার পথে পরিচালিত করুক—এই প্রার্থনা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ
২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৫।

ভারতীয় সংবাদ

কাশ্মীরে স্বাধীনতা উৎসব

গত ৯ই মে হইতে কাশ্মীরে স্বাধীনতা উৎসব উদযাপনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাজধানী শ্রীনগরে মধ্যরাত্রির অল্প পরেই পঁহুছেন। কাশ্মীরের সমস্ত গ্রাম ও সহর স্বাধীনতালাভের আনন্দে নৃত-গীতে ও বহুবিধ উল্লাস উৎসবে প্লাবিত হইয়া উঠে। সকালে পণ্ডিত নেহেরু এক বিশাল জনতাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন।

রেল দুর্ঘটনা

গত ১৪ই মে শুক্রবার পশ্চিমগামী ই, আর, রেলওয়ের দেরাদুন এক্সপ্রেস ধানবাদের নিকট ৯ মাইল দূর লাইনচ্যুত হয়। ফলাফল, এপর্য্যন্ত প্রায় ৮০ জন হত ও ১৩০ জন আহত হইয়াছে। দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য দিল্লী হইতে শীঘ্রই একজন ইন্‌স্‌পেক্টর ঘটনাস্থলে আসিতেছেন।

হায়দরাবাদ

হায়দরাবাদ সম্বন্ধে প্রতিদিনই অত্যন্ত শঙ্কাজনক খবর পাওয়া যাইতেছে। দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, রাজাকরদল পূর্ণভাবে সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে এবং নূতন রাস্তা, রেল ঘাঁটী, টেলিফোন লাইন, সুড়ঙ্গ প্রভৃতি খনন করিয়া প্রয়োজন মত জেহাদ ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের এই প্রস্তুতির বিষয় ও নানারূপ অন্যায় অত্যাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে অবগত হইয়া আগামী ৩১শে মের মধ্যে উহাদের মনোগত ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য এক চূড়ান্ত পত্র দিয়াছেন।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বণ্টন

নিঃ ভাঃ কঃ কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং সংযুক্ত মহারাষ্ট্র পরিষদের সভাপতি শ্রীশঙ্কর রাও দেও গত ১৭ই মে মহারাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্সে বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বণ্টনের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটী কমিশন নিযুক্ত করিবেন। ১৯২০ সাল হইতেই কংগ্রেস এইরূপ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বণ্টনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় গণ-পরিষদও এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য দুইটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলেন যে বৃহত্তর মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠনের যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাহার প্রারম্ভে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে আমরা সর্বপ্রথমে ভারতীয় এবং তাহার পর বিশেষ কোন প্রদেশবাসী। এই মনোভাব লইয়া চলিতে পারিলেই ভারতের কল্যাণ হইবে। দেশকে গঠনমূলক কার্য্যদ্বারা উন্নীত করিবার সময় ইতিপূর্বে ই আসিয়া গিয়াছে এক্ষণে, ব্যবসায়ীগণ শিক্ষিত ও অপরাপর সম্প্রদায়ের সকলে মিলিত হইলেই যুক্ত মহারাষ্ট্র ৫।৬ মাসের মধ্যেই অর্জন করিতে পারিব। বোম্বাই সহর সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে, শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও দৃঢ়তার সহিত বলেন, বোম্বাই মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত হইবে এবং উহা মহারাষ্ট্রের রাজধানী হইবে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যর্থতা—

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে হায়দরাবাদ ও ভারতীয় সরকারের মধ্যে আপোষে মীমাংসার জন্য লর্ড লাউন্ট-ব্যাটেন যে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। যদিও নিজাম সরকারীভাবে এ সম্বন্ধে এখনও কিছু জানান নাই তথাপি তিনি দিল্লী যাইয়া এই সমস্ত হাঙ্গামা বিষয়ে কোনরূপ কথাবার্ত্তা চালাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

সেরাইকেল্লা ও খারসোয়ান রাজ্য

দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান রাজ্য দুইটিকে বিহার প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত দেশীয় রাজ্য দপ্তর কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সারগুজা ও যশপুর রাজ্য দুইটি মধ্য প্রদেশের সহিত যুক্ত থাকিবে। কারণ এই দুইটি রাজ্য সম্বন্ধে বিহার সরকার অপেক্ষা মধ্য প্রদেশ সরকারের দাবী অধিক যুক্তিপূর্ণ।

বিমানযোগে পাকিস্তানে বস্ত্র চালান

বোম্বাই এর একটী সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে একটী খবর বাহির হইয়াছে যে পাকিস্তানে চরম বস্ত্র-সঙ্কটের সুযোগ লইয়া ভারতের কতিপয় বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ বিমানযোগে কাপড় চালান দিতেছেন। সম্প্রতি ভারত হইতে পাকিস্তানে তাঁত বস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে বাধা নিষেধ তুলিয়া লওয়ায় তাঁত বস্ত্রের নামে প্রচুর পরিমাণে মিলজাত বস্ত্রও চালান যাইতেছে। শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ইতিমধ্যে বহু গাঁইট কাপড় আটক করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে পাকিস্তানে বস্ত্র চালান দেওয়ার অপরাধে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে মামলা দায়ের করিয়াছেন। বিমান ঘাঁটিতে শুল্ক কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তল্লাসীর মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

ধূলাবাদ হরিজন স্কুল—

পাড়া থানার ধূলাবাদ গ্রামে বহুদিন হইতে একটী হরিজন বিদ্যালয়, হরিজন সমিতির প্রচেষ্টায় চলিতেছে। কিছুদিন হইল তাহা সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। স্কুলটীর মোট ৮০টী ছাত্রের মধ্যে ৬৫টী হরিজন ছাত্র আর ১৬টী বর্ণ হিন্দু। শিক্ষক দুই জনই হরিজন।

বেকার সৈন্যদের জন্য ব্যবস্থা—

সৈন্যদলে যাঁহারা ছিলেন কিন্তু এখন বেকার হইয়া আছেন তাহাদের শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৩৫৲ টাকা ভাতা দিয়া তাহাদের ফ্যাক্টরীতে কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য ধানবাদ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে জানা যাইবে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী—

গত ৮ই মে ২৫শে বৈশাখ মানভূমের নানাস্থানে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসব মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলে শ্রীচারুচন্দ্র দাস মহাশয়ের পৌরহিত্যে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ছাত্র কংগ্রেস—

গত ১৬ই মে পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে মানভূম জিলা ছাত্র কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিসভায় জেলার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া একটা জিলা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি	—	গঙ্গাধর সিংহ
সহ সভাপতি	—	সীতারাম মাহাত
সাধারণ সম্পাদক	—	পূর্ণচন্দ্র সাহানী
সম্পাদক	—	নিত্যানন্দ মিত্র
		বিবেকানন্দ মিশ্র
সভ্যগণ	—	গঙ্গাধর মুখার্জ্জি, সুধীর কবিরাজ
		তারাপদ সেন, অনন্ত মাহাত

কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কয়েকজন সভাকে আগামী ২৩শে মে নির্ব্বাচন করা হইবে। এই সভায় কয়েকটী সাব কমিটী গঠিত করা হইয়াছে। আরও স্থির হয় যে আগামী ২৩শে মে হইতে পুরুলিয়াতে একটী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষাশিবির খোলা হইবে।

ডুলমীতে ডাকঘর—

চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত ডুলমী একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে একটী রেলষ্টেশন আছে ও একটী মাইনার স্কুল হইতেছে। এই অঞ্চলে কোন ডাকঘর নাই। ইহাতে লোকের অসুবিধা খুবই হইতেছে। ডুলমীতে একটী ডাকঘরের জন্য আবেদন করা হইয়াছে। গ্রামবাসীরা এবিষয়ে ডাক কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

জিলা কংগ্রেস কমিটীর বিরুদ্ধে বাড়ী ছাড়িবার জন্য মোকদ্দমা—

জিলা কংগ্রেস কমিটীর সদস্য শ্রীসত্যনারায়ণ চৌধুরী জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের বিরুদ্ধে, বর্ত্তমানে যে বাড়ীতে কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয় অবস্থিত, তাহা ছাড়িয়া দিবার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। শুনানীর দিন ২৮শে মে ধার্য্য হইয়াছে।

বুড়দায় ৺নিবারণচন্দ্রের জন্মোৎসব—

গত ১২ই বৈশাখ বাঘমুণ্ডি থানার বুড়দা গ্রামে ৺নিবারণচন্দ্রের জন্মোৎসব মহা সমারোহে পালিত হয়। এই উপলক্ষে রামধুন সঙ্গীত, তাঁহার জীবনী আলোচনা প্রসাদ বিতরণ ও সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

ডেপুটী কমিশনারের তৎপরতা—

গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে পুঞ্চা থানার বদড়া গ্রামে এক মিটিংএ যাইবার সময় ডেপুটী কমিশনার মহালক্ষ্মী বাস থামাইয়া তাহা পরিদর্শন করেন। গাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত আরোহীতে পূর্ণ ছিল। ইহার পরবর্ত্তী ফলাফল জানা যায় নাই।

আদিবাসী জনসভা—

গত ২৮শে এপ্রিল পুঞ্চা থানায় বদড়া গ্রামে আদিবাসীদের এক জনসভায় ডেপুটী কমিশনার মহাশয় শিক্ষা স্বাস্থ ও মাতৃভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রীশ্যামসুন্দর সিং বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইয়া দেন। ডেপুটি কমিশনার সভাস্থল পরিত্যাগ করিবার পর সভায় অন্যান্য বক্তাগণ "ঝাড়খণ্ড" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

পাড়া থানার দারোগার জুলুম—

গত ৪ঠা মে পাড়া থানার বৈশ্যকুলি গ্রামের একটী ধোপা স্ত্রীলোক ৩ গাঁঠ কাচা কাপড় লইয়া চেলিয়ামা যাইবার জন্য লরীতে উঠিতে যায়। এই ধোপা স্ত্রীলোকটী বহু স্থানের কাপড় কাচে এবং লরীতে কাপড় লইয়া বিলি করে। প্রকাশ যে, পাড়া থানা দারোগা লরীওয়ালাকে মেয়েটীকে লরীতে চাপাইতে নিষেধ করে। তাহার পরে আরও দুইখানা লরী যায় তাহাতেও দারোগার নিষেধে মেয়েটীকে লওয়া হয় না। প্রকাশ যে, দারোগার কাপড় কাচিতে অস্বীকার করাই নাকি ইহার কারণ। এই কারণে দারোগাবাবু মেয়েটীকে নানাভাবে ধমকাইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রামের নাথু রজক নামক ব্যক্তিকেও নাকি ঐ একই কারণে নানাভাবে হায়রান করা হইতেছে বলিয়া গ্রামস্থ বহু রজক ডেপুটী কমিশনার ও পুলিশ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে।

কুর্ম্ম ক্ষত্রিয় মহাসভার অধিবেশন—

গত ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল বলরামপুর থানার বড়উরমা গ্রামে প্রান্তীয় কুর্মি ক্ষত্রিয় মহাসভায় ২য় বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই সভার প্রথম দিনের অধিবেশনে বিহারের পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীসুখলাল সিং ও ডেপুটী কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসুখলাল সিং এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য এরোপ্লেনে পুরুলিয়াতে আসেন। শ্রীযুক্ত সুখলাল সিংহ মহাশয় বক্তৃতাতে বলেন যে সকলকে হিন্দী শিখিতেই হইবে এবং হিন্দী প্রচারের জন্য গভর্ণমেণ্ট পূর্ণভাবে সাহায্য করিবে। তিনি জেলাবোর্ডকে বাতিল করারও (সুপারসিড্) হুমকী দেন। তিনি এ কথাও বলেন যে যাহারা বিহার হইতে পৃথক হইতে চাহিবে তাহারা শয়তান এবং তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত কিছু বলিতে চাহিলে তাহাকে বলিতে দেওয়া হয় নাই।

দ্বিতীয় দিনে শ্রীনাগর মাহাত এম, এল, এ, প্রমুখ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বক্তৃতায় বলেন যে রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী আমাদের সকলকেই ইংরাজী ভাষার স্থলে শিখিতে হইবে। কিন্তু মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে নহে। সভাপতি শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মাহাত ও উপস্থিত শ্রীরাজ কিশোর মাহাত প্রভৃতিও তাহাই বলেন এবং কোনরূপ বিভেদের কথায় প্রোত্সাহিত না হইয়া সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় সামাজিক উন্নতি বিধায়ক ও অন্যান্য বিষয়ে বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জঙ্গল গার্ডের দুর্ব্যবহার—

নিতুরিয়া থানার জনার্দ্দনডি অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভাপতি ডেপুটী কমিশনারের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে রঘুনাথপুর থানার জঙ্গল বিট অফিসার তাহাকে লইয়া জঙ্গল গার্ডের বিরুদ্ধে কয়েকটী অভিযোগ তদন্ত করিতে যান। এই জন্য জঙ্গল গার্ড তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে ও মারপিটের ভয় দেখাইতেছে। জঙ্গল গার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে সে জঙ্গলের কাঠ লইয়া অন্যায়ভাবে ব্যবসায় চালাইতেছে।

মজুরদের দাবী—

ঝালিদায় লাহা মজুরদের এক সভাতে তাহারা মণ প্রতি ৫৲ টাকা মজুরি, ও ৪৫ সের লাহা গলাইয় যে একমনের দাম দেওয়া হয় তাহা রোধ করিবার দাবী জানায়। কাপড় চিনি কেরোসিন প্রভৃতি মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়াতে নির্দ্দিষ্ট দামে তাহাদের সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা না করিলে এবিষয়ে তাহারা সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিক্রেতাগণকে নির্দ্দিষ্ট দামে দ্রব্য দিতে বাধ্য করিবে বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সাধু মিলন—

বলরামপুর থানার উর্দ্ধার নিকট কালিকাপুরে শ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী একটী বৃহৎ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে অতিথি অভ্যাগতদেরও থাকিবার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি এই আশ্রম দর্শনের জন্য শ্রীল মনোহর দাস বৈষ্ণব মহারাজ তথায় যান। দুই সাধুতে কোলাকুলি হইবার সময় মনোহর মহারাজ তাঁর ভাবাবেশে প্রায় এক ঘণ্টা বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকেন। এই দিব্যভাব উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে।

নৃশংস ডাকাতি—

গত ১৮ই মে রাত্রি প্রায় ৮টার সময় লংগদা হইতে পুরুলিয়া আসিবার সময় পুরুলিয়ার ৺অমর মুখার্জ্জি উকীলের পুত্র ডাক্তার সুধাংশু মুখার্জ্জি ডাকাতগণের দ্বারা আক্রান্ত হন। ডাকাতগণ তাহাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করিয়া তাহার সাইকেল, ব্যাগ এবং জুতা লইয়া সরিয়া পড়ে। তাহাকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকাশ তিনি আরোগ্যলাভ করিতেছেন।

কংগ্রেস কর্ম্মীর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা প্রত্যাহার—

কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীহেম মাহাতর বিরুদ্ধে বোরোর ঘটনা উপলক্ষ্যে যে ১০৭ ধারার মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল সরকার তাহা নিজ হইতেই তুলিয়া লইয়াছেন।

যুবকের মহানুভবতা—

রাঁচী নিবাসী শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর সহিত মুনসেফ-ডাঙ্গার ৺ব্রজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জীর দৌহিত্রী শ্রীমতী বাণী দেবীর বিবাহের সম্বন্ধ গত ২৭শে বৈশাখ স্থির হইয়াছিল এবং দান স্বরূপ ৭০০৲ টাকাও বরপক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন বর দ্বিতীয় পক্ষ ও সন্তান আছে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও নিজের আপত্তিতে দিনের দিন বিবাহ না হওয়ায় কন্যাপক্ষ বিব্রত হইয়াছিলেন শেষে নটবর সরকার লেনস্থিত শ্রীযুক্ত রাম শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান বিজয় 'কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কন্যাপক্ষকে উদ্ধার করেন। কন্যাপক্ষ সাতশত টাকা এখনও ফেরৎ পান নাই।

নিরুদ্দেশ—

আদারডি এম ই স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান মাগারাম কুম্ভকার, বেঁটে চেহারা, রং ফরসা, বুদ্ধিমান ১১ বৎসর বয়স গত ১১ই মার্চ্চ তারিখ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যদি কেহ তাহার সন্ধান দেন তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

রামধন কুম্ভকার
সাং আদারডি
পোঃ নিমডি
মানভূম।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রাপ্ত পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

বাঘমুণ্ডি হইতে শ্রীমনীন্দ্র নাথ খান্না লিখিতেছেন যে—যেদিন হইতে বিহার সরকার জঙ্গল রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন সেদিন হইতে জঙ্গল লুট হইয়া শেষ হইয়া যাইতেছে। লাহাবাদী বৃক্ষ হইতে সুরু করিয়া সমস্ত গাছই প্রায় শেষ এবং এ অবস্থায় কিছুদিন চলিলে জঙ্গলের অস্তিত্ব লোপের সম্ভাবনা। স্থানীয় জঙ্গলের কর্ত্তৃপক্ষকে এ সকল বিষয় জানান সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয় নাই। বুড়দা, বুকাডি, কালিমাটী প্রভৃতি স্থানের জঙ্গল আমি স্বচক্ষে দেখিয়াই ইহা লিখিতেছি।

চাণ্ডিল থানার নিমডি গ্রামের জগন্নাথ সিং সর্দ্দার লিখিতেছেন যে --

তাঁহার পিতা নিমডির ঘাটোয়াল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লেখকের নাবালক অবস্থায় উক্ত গ্রামের দুর্গাচরণ ভূমিজ কে অস্থায়ী ঘাটোয়াল নিযুক্ত করা হয়। বর্ত্তমানে তিনি সাবালক হওয়ার পরে বহু দরখাস্ত ও চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই।

মানবাজার থানার মোহনডি গ্রামের নবীনচন্দ্র মাহাত লিখিতেছেন যে—

মোহনডি গ্রামে একটী জমিদারের বাঁধ আছে। সেই বাঁধের পাড়টী ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে সংলগ্ন শস্য ক্ষেতের শস্য হানি হইতেছে। বাঁধের পাড়টী না বাঁধানর ফল প্রায় ২৮ একর জমির শস্য নষ্ট হইতেছে। জমিদার এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই করিতেছেনা।

পুরুলিয়ার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বরাট লিখিতেছেন—

আমি ১২ই মে বাসুদেব কেদার নাথের দোকানে বেনিয়ান ক্লথ কিনিতে যাই। তিনি আমাকে ৪ ঘণ্টা বসাইয়া রাখিয়াও কাপড় দেননা, অথচ ধনী মুখচেনা লোককে কাপড় দেন। এই কাপড় কি কেবল ধনী ব্যক্তিদের জন্যই ?

পুরুলিয়ার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন—

প্রায় ২ মাস হইতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার শ্রীরামপদ পাল পুরুলিয়া সহরের মধ্যেই ইঁটের পাঁজা পোড়াইয়া জন সাধারণের স্বাস্থহানী ও নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটাইতেছেন। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটীর চায়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই। ইহার প্রতীকার কোথায় ?

রঘুনাথপুর থানার গুনীয়ারা এম, ই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিতেছেন—

১২ই মে তারিখে সকাল ৬টার সময় পুরুলিয়া গামী শক্তিবাসে আসিবার সময় কণ্ডাক্টার তাহাকে টীকেট দিয়া প্রথম শ্রেণীতে বসিতে বলে। সেখানে নিতুরিয়া থানার দারোগা ছিলেন। জায়গা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে সেখানে বসিতে দিলেন না। তাহার সহিত আলাপ করিয়া জানা গেল যে তিনি নাকি পাবলিকের সহিত একই আসনে বসিতে অনিচ্ছুক।

ঝালিদার শ্রীহেমন্তকুমার দাঁ লিখিতেছেন—

ঝালদা এলাকার সমস্ত জঙ্গল রিজার্ভ হওয়ার পরে ঝালিদা যেরূপ ভাবেনষ্ট হইতেছে তাহা চিন্তারও অতীত। বেগুন কোদর অঞ্চলে কারিকচা প্রভৃতি জঙ্গলে কাঠের কয়লা তৈরী করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। পঞ্চায়েত হইতে এবিষয়ে খবর দেওয়ার ফলে প্রায় ১০০০ মন কয়লা ও ৪।৫ শত মন কাঠ আটক করা হইয়াছে। অথচ ঐ কয়লা সময় সময় বাজারে বিক্রয়ও হইতেছে। অন্যান্য জঙ্গলেও কয়লা তৈরী হইতেছে। পঞ্চায়েত হইতে জানানো ফলে তাহা বন্ধ আছে। প্রশ্ন এই—সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জঙ্গলে কাঠ কয়লা এত তৈয়ারী হয় কিরূপে ? এদিকে ঝালিদায় জ্বালনী কাঠের ভয়ানক অভাব। জঙ্গল জরীপের কার্য্য হইতেছে এবং কর্ম্মচারিদের দাবীর টাকা না দিলে তাহা জঙ্গলের সামিল করিয়া মাপিয়া লইতেছে।

জয়পুর থানা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক লিখিতেছেন—

জয়পুর রেলষ্টেশনের নিম্ন শ্রেণীর রেলওয়ে কর্ম্মীগণ প্রাপ্য রেশন হইতে বঞ্চিত হইতেছে। তাহাদের জন্য যে সমস্ত রেশনের মাল আসে তাহা বাজারে ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয়ার্থ চালান হয়। স্থানীয় থানার দারোগাকে এবিষয়ে জানান হইলে তিনি ১ বস্তা চাউল তদন্ত মতে থানায় লইয়া যান। রেলওয়ে কর্ম্মচারীবৃন্দ এ অবস্থায়ও কোনরূপ প্রতীকার পাইবেনা বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াও এখনও এ বিষয়ে কোনই ব্যবস্থা হয় নাই।

Manbhum District Board

Office of the District Engineer, Manbhum

NOTICE FOR CALLING TENDERS.

No. 2 of 1948-1949.

1. Sealed tenders on printed District Board tender form to be eventually drawn in Manbhum District Board Agreement form will be received up to 11 A.M. on 31-5-48 at the office of the District Board by the Chairman or Vice-Chairman District Board for the following works and will be opened by the Chairman, District Board or by the Vice-Chairman, District Board at 11-30 A. M. on 31-5-48 in presence of the tenderers or their authorised agents.

2. Other information may be had in District Engineer's office and separately pasted in the Notice Board.

Srl. No.	Name of the work.	Amount.	Amount of earnest money.	Date of completion.
1.	Maintaining the Chandil Ry. Station road.	Rs. 183	Rs. 19	15-4-49.
2.	do Jhalda Ry. Station road	„ 150	„ 15	do
3.	do Thulin Ry. Station road	„ 51	„ 6	do
4.	do Begunkodar Jhalda road	„ 826	„ 50	do
5.	do Jhalda Torang road	„ 1018	„ 50	do
6.	do Joypur Begunkodar road	„ 638	„ 50	do
7.	do Jargo Bagmundi road	„ 1166	„ 50	do
8.	do N. C. Das gupta road	„ 444	„ 45	do
9.	do Haripada Dan road	„ 144	„ 15	do
10.	do Cossye Loop road	„ 855	„ 50	do
11.	do Purulia Station road	„ 1218	„ 50	do
12.	do Purulia Begunkodar road	„ 264	„ 27	do
13.	do Tamna Sirkabad road	„ 506	„ 50	do
14.	do Deshbandhu road No. 2	„ 52	„ 6	do
15.	do Hill road	„ 52	„ 6	do
16.	do Hura Kashipur road	„ 417	„ 42	do
17.	do Chandil Ichagar road	„ 1006	„ 50	do

Srl. No.	Name of the work.	Amount.	Amount of earnest money.	Date of completion.
18.	Maintaining the Raghunathpur Purnapani road	Rs. 151	Rs. 16	15-4-49.
19.	do Approach road to Brajapur Cattle pound shed	„ 23	„ 3	do
20.	do Jhalda Gola road	„ 1126	„ 50	do
21.	do Ramkanali Ry. Stn. road	„ 150	„ 25	do
22.	do Joychandipahar Ry. Stn. road	„ 177	„ 18	do
23.	do Para Anara road	„ 175	„ 18	do
24.	do Jhapra Gobindpur road	„ 813	„ 50	do
25.	do Subhas Ch. Bose road	„ 388	„ 39	do
26.	do Raghunathpur Bankura road	„ 1025	„ 50	do
27.	do Joychandipahar Chinpina road	„ 258	„ 26	do
28.	do Raghunathpur Chelyama road	„ 985	„ 50	do
29.	do Adra Ry. Stn road	„ 121	„ 13	do
30.	do Mushapahari Khajura road	„ 392	„ 40	do
31.	do Joychandipahar Kashipur rd	„ 1073	„ 50	do
32.	do Lithuria Parbelia road	„ 100	„ 10	do
33.	do Kargali Ry. Stn. App. road	„ 155	„ 16	do
34.	do Indrabil Ry Stn. App. road	„ 160	„ 16	do
35.	do Raghunathpur Hazaribagh rd.	„ 2090	„ 100	do
36.	do Kesargarh Naikdi road	„ 290	„ 29	do
37.	do Lalpur Kesargarh road	„ 230	„ 23	do
38.	do Baragram Brahmattar road	„ 292	„ 30	do
39.	do Dhadki Pathardang road	„ 254	„ 26	do
40.	do Manbazar Bankura road	„ 303	„ 31	do
41.	do Manbazar Dhanara road	„ 300	„ 30	do
42.	do Manbazar Hura road	„ 681	„ 50	do
43.	do Chas Talgoria road	„ 534	„ 50	do
44.	do Purulia Mamurkodar road	„ 1412	„ 50	do
45.	do Kherabera Damodar road	„ 1552	„ 50	do
46.	do Purulia Bankura road	„ 1784	„ 50	do
47.	do Urma Kalikapur road	„ 310	„ 31	do
48.	do Balarampur Barabazar road	„ 1294	„ 50	do
49.	do Balarampur Bagmundi road	„ 1496	„ 50	do
50.	do Chorpahari Link road	„ 188	„ 19	do

Srl. No.	Name of the work.	Amount.	Amount of earnest money.	Date of completion.
51.	Maintaining the Purulia Manbazar rd.	Rs. 1312	Rs. 50	15-4-49.
52.	do Manbazar Koilapal road	„ 1080	„ 50	do
53.	do Barabazar Manbazar road	„ 971	„ 50	do
54.	do Damda Barabazar road	„ 1213	„ 50	do
55.	do Manbazar Bandwan road	„ 102	„ 350	do
56.	do Koilapal Haludkanali road	„ 100	„ 10	do
57.	do App. road to Kumirshire tank at Barabazar	„ 70	„ 7	do
58.	do Bandwan Mohulia road	„ 663	„ 50	do
59.	do Kalimati Ichagar road	„ 570	„ 50	do
60.	Est. No. 201 of 47-48 S/R to the out house attached to the I. B. at Gourangdi	„ 489	„ 49	31-8-48
61.	" 10 of 48-49 Repairing the S. O.'s qrs. at Raghunathpur	„ 181	„ 19	do
62.	" 13 of do Constg. a culvert of one opening 3' × 2' at M. 1 of Lodhurka Gourangdi road	„ 500	„ 50	do
63.	" 20 of do Repairing the District Inspector's office building at Purulia	„ 107	„ 11	do
64.	" 21 of do Repairing the leper clinic at Purulia	„ 180	„ 18	do
65.	" 22 of do Repairing the office buildings of the D. B. L. B. and D. E.'s at Purulia	„ 648	„ 50	do
66.	" 25 of do Repairing the D. B. Press building at Purulia	„ 75	„ 8	do

Srl. No.	Name of the work.	Amount.	Amount of earnest money.	Date of completion.
67.	Est. No. 26 of 47-48 Repairing the Dispy. building at Sirkabad	Rs. 192	Rs. 20	31-8-48
68.	" 27 of do Repairing the Veterinary Dispensary and staff quarters at Purulia	„ 381	„ 39	do
69.	" 29 of do Annual repairs to the leper clinic at Ichagar	„ 205	„ 21	do
70.	" 30 of do Repairing the Dispensary building at Ichagarh	„ 553	„ 50	do
71.	" 33 of do Special repairs to the two buildings within Chandil I B. compound for converting them to staff quarters.	„ 1551	„ 50	do
72.	" 38 of do Urgent repairs to the causeways on Raghunathpur Chelyama road.	„ 333	„ 34	do

Mild steel and cement can not be supplied unless specially wanted by contractor and stipulated in the tendor, and accepted by District Board.

Approved
S. K. Bhattacharyya
for Chairman,
District Board, Manbhum.
21-5-48.

P. K. Roy
District Engineer,
Manbhum.

বিজ্ঞপ্তি

মানভূম জেলাবোর্ড

দামোদর নদীর পুলের উপর দিয়া যান বাহন যাতায়াতের শুল্ক আদায়ের ইজারা বন্দোবস্তের দর গ্রহণ জন্য প্রকাশ্য নীলাম।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে ইং ১৯৪৮ সালের ৭ই জুন সোমবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া মোকামে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অফিসে দামোদর নদীর পুলের উপর দিয়া যান বাহন যাতায়াতের শুল্ক আদায়ের ইজারা বন্দোবস্তের পণ গ্রহণ জন্য এক প্রকাশ্য নীলাম হইবে।

বন্দোবস্ত ১৯৪৮ সাল ১লা জুলাই হইতে নাগাদ ১৯৪৯ সাল ৩০শে জুন এই এক বৎসরের জন্য কিম্বা ১৯৪৮ ১লা জুলাই হইতে নাগাদ ১৯৫১ ৩০শে জুন এই তিন বৎসরের জন্য হইবে। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে উভয়রূপ ইজারা বন্দোবস্তের জন্য আপন আপন দর উক্ত নীলামে ঘোষণা করিতে হইবে।

উক্ত নীলামে যাহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে বা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহার প্রতি আদেশ হইবে ডাক শেষ হওয়া মাত্র চূড়ান্ত ডাকের টাকার এক চতুর্থাংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এবং জিলাবোর্ড তৎপরবর্ত্তী সাধারণ সভার অধিবেশনে যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে ১৯৪৮ সালের ৫ই জুলাই, মধ্যে তাহাকে জেলাবোর্ডের অনুকূলে অনুমোদিত কবুলতি পত্র সম্পাদন ও স্ব খরচে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় পূর্ব্বোক্ত এক চতুর্থাংশ টাকা জেলাবোর্ডে জব্দ হইবে ও পুনরায় বন্দোবস্তের জন্য নীলাম করা হইবে। যদি উক্তরূপ দ্বিতীয় নীলামে প্রথম নীলাম অপেক্ষা কম দর পাওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় দরের পার্থক্যের টাকা, যাহার ডাক গৃহীত হওয়া স্বত্বেও সর্ত্ত পূরণে অক্ষমতার জন্য দ্বিতীয় নীলাম ডাক হইবে, তাহাকে খেসারত দিতে হইবে।

কবুলতি সর্ত্ত এবং শুল্কের হার ইত্যাদি পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে বা ধানবাদ লোক্যাল বোর্ড অফিসে, রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত যে কোন দিন, অফিসের সময়ে, হাজির হইয়া জানিতে পারা যাইবে।

যাহার ডাক গৃহীত হইবে তাহাকে স্ব খরচে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুল্কের হার ও যে সকল পশু ও যানের শুল্ক লাগিবে না তাহার তালিকার জন্য অফিসে সন্ধান লউন।

জেলাবোর্ড সর্ব্বোচ্চ বা কোন ডাক মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন।

পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিস
১৩ই মে, ১৯৪৮।

বীর রাঘব আচারীয়র
চেয়ারম্যান,
মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P—641

বন্দে মাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত ।

মুক্তি

সম্পাদক—
বিভূতি ভূষণ
দাস গুপ্ত ।

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫, ৩১শে মে ১৯৪৮ ।

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০

খেড়িয়া এণ্ড সন্স

পুরুলিয়া

খেড়িয়া হোসিয়ারীর গেঞ্জী আরামপ্রদ
সস্তা ও টেঁকসই

সাধারণের সুবিধার্থ ও যাতায়াতের সময় লাঘবের
উদ্দেশ্যে ৺শালীগ্রাম মারোয়াড়ীর
(কালীতলার সম্মুখে) গদির পার্শ্বেই মিলের
গেঞ্জীর দোকান স্থাপন করা হইয়াছে।

এখন আপনাদের চাহিদা এই মিলের দোকান হইতেই
সরবরাহ করা হইবে।

চণ্ডী তৈল

সকল প্রকার ক্ষতরোগের

অব্যর্থ মহৌষধ।

খোস্, পাঁচড়া, ঘা, ফোড়া, কারবাঙ্কল্ ও কানেপুঁয নিশ্চিতরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরে ইহা লাগাইলে ফোস্কা পড়ে না। পরে লাগাইলেও পোড়া যায়গা শীঘ্রই সারিয়া উঠে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ডিলার্স এণ্ড এজেন্টস্

মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

বি, এন, কর

বি, এম, দাস রোড্

পোঃ বাঁকিপুর

পাটনা

মানভূমের কুটীর শিল্প

"মডার্ণ সোপ ফ্যাক্টরী"

আপনাদেরই প্রতিষ্ঠান

সুদক্ষ কারিগর, শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্যে

আমরা আপনাদের সেবার জন্য

নিম্নলিখিত শ্রেণীর সাবানগুলি

বাজারে উপস্থাপিত করিয়াছি

"ডিসেণ্ট" ; "সূর্য্য" ; "হংস"

ও "চরখা" মার্কা ঃ

বড়, মাঝারি ও ছোট

চৌকা এবং গোল আকারের

প্রাপ্তিস্থান :

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর ও

তদধীন ষ্টোরে এবং থানা সমূহে ;

প্রত্যেক ভাল দোকানে এবং

দুলমীর (পুরুলিয়া) ফ্যাক্টরীতে।

মুক্তি সিরিজ

ঋষি নিবারণচন্দ্রের

জীবন কথা মূল্য ১/০

ঐ ইংরাজী মূল্য ৵০

৺নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত

"গীতার শিক্ষা" মূল্য ২৲

খদ্দর ভাণ্ডারে পাওয়া যায়

হারানো সাইকেল

বার বার মুক্তিতে বিজ্ঞাপিত করা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত এই সাইকেলটীর প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল না। এই বিজ্ঞাপনের পর ১৫ দিনের মধ্যে প্রকৃত মালিকের সন্ধান না মিলিলে সাইকেলটী বিক্রয় করিয়া, শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল মলের অনুমতি লইয়া বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা নবকুষ্ঠ নিবাসে দান করা হইবে।

ম্যানেজার মুক্তি

পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া

খদ্দর ভাণ্ডার

—খদ্দরের সকল রকম বস্ত্র—

চরকা, তকলী, তুলা, পাঁজ

ও যাবতীয় সরঞ্জাম

পাওয়া যায় ঃ

মুক্তি

সন ১৩৫৫ সাল, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ

১৯৪৮ সালের জুন

বহুদিন পূর্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন ভারতের রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনায় ছিল, কমলার মত ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যশালিনী হইবে, এখানে মানুষের সমান অধিকার, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভারতের সাধারণ অবস্থা, ভারত নিজে আনন্দে থাকিয়া জগতকে আনন্দ পরিবেশন করিবে।

বহু সংঘর্ষ, বহু প্রাণদান, বহু ত্যাগের ফলে প্রায় দুইশত বৎসর পরে ১৯৪৭ সালের ১৬ই আগষ্ট ভারতবর্ষ জানিতে পারিল সে স্বাধীন হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা এক বিচিত্র স্বাধীনতা। পূর্ণ ভারত খণ্ডিত হইয়া দুই ভাগে স্বাধীনতা লাভ করিল। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। ইংরেজ ধীরে ধীরে শাসনভার ভারতবাসীর হাতে দিয়া ভারত ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত হিসাব নিকাশ করিয়া ইংরাজ সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার শেষ তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিল ১৯৪৮ সালের জুন। ইংরাজ শাসনের শেষ সম্বন্ধরূপে যাহা কিছু ভারতবর্ষে ছিল তাহা এই জুন মাসেই শেষ হইয়া যাইবে। ইংরাজ রাজত্বের শেষ বড়লাট হিসাবে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইবেন। পূর্ণ স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাট হইবেন—শ্রীরাজ গোপালাচারী।

ইংরাজের সঙ্গে গত দুইশত বৎসরের হিসাব নিকাশ শেষ হইয়া গেল। জগতের ইতিহাসে হিন্দুস্থান আর ইংরাজের উপনিবেশ হিসাবে গণ্য হইবে না। স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ইহা আজ সমস্ত জাতির সহিত সম্পূর্ণ সমান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

আমরা পরাধীন ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করিব না। সে ইতিহাসের বস্তু হইয়া রহিল। স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে এই দশ মাসের মধ্যে একবার সাধারণ অবস্থাটা অনুধাবন করিয়া দেখিলে ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমরা একটা ইঙ্গিত পাইতে পারিব।

পুণ্যভূমি ভারত ভূমি হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত হইবার পরেও কিন্তু শান্তি স্থাপিত হইল না। পাকিস্তানে অমুসলমানদের বাস করা দুর্ঘট হইয়া পড়িল। পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হিন্দুরা নিঃস্ব গৃহহারা হইয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া জড় হইতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া তাহাদের কোন উপায়ও ছিল না। ভারত গভর্ণমেণ্ট শাসনভার গ্রহণ করিয়া জাতির গঠন কার্য্যের জন্য যে ব্যবস্থা দ্রুত করিবার সংকল্প করিতেছিলেন, তাহার পথে বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এই বিরাট সমস্যাকে সামলাইতে যাইয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারকে স্থগিত রাখিতে হইল।

পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব লইয়াই সন্তুষ্ট রহিল না। তাহারা আরও দাবী করিতে লাগিল। আসামের অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট গনভোটের জোরে পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট নিজ সীমানাভুক্ত করিয়া লইল।

দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল এই যে তাহাদের হয় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত, নয় হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। বহুরাজ্য পাকিস্তানে চলিয়া গেল বহুরাজ্য হিন্দুস্থানে যোগ দিল। সর্দ্দার প্যাটেলের চেষ্টায় হিন্দুস্থানের এই সব দেশীয় রাজ্যগুলির আর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব বা রাজার প্রভুত্ব রহিল না। এগুলি এক একটা প্রদেশের সামিল হইল, বা এগুলির উপর প্রজার প্রভুত্ব স্থাপিত হইল।

সমস্যা উঠিল দুইটী দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর লইয়া। কাশ্মীরে বেশী সংখ্যক মুসলমান কিন্তু হিন্দু রাজা, হায়দ্রাবাদে বেশী হিন্দু কিন্তু মুসলমান রাজা। পাকিস্তান কাশ্মীর দাবী করিল। কিন্তু কাশ্মীর পাকিস্তানে যাইতে চাহিল না। পাকিস্তান বেসরকারীভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করিল। নাম হইল হানাদারের আক্রমণ। ভারত গভর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এদিকে হায়দ্রাবাদে প্রজারা চায় হিন্দুস্থানে যোগ দিতে। নিজাম তাহা চায় না। সেখানে নিজাম প্রজাদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। হিন্দুদের লুটতরাজ খুন জখম করা হইতে লাগিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজামকে সাবধান করিলেন। এখন সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতেছে কবে ভারত গভর্ণমেণ্ট হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করিবে।

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন সর্বনাশ হইয়াছে, আরও সর্বনাশ হইবে। একজন হিন্দু তাহাকে হিন্দুর শত্রু মনে করিয়া প্রার্থনা সভায় গুলি করিয়া হত্যা করিল।

এদিকে প্রদেশে প্রদেশে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। সমস্তই কংগ্রেসের নির্দ্দেশে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু জনসাধারণ যে ভরসা করিয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্র তাহারা দেখিতে পাইতেছে না। ধনী ও পুঁজিবাদীদের রাজত্ব, চোরাবাজারিদের প্রভুত্ব সমানে চলিতে লাগিল। কণ্ট্রোল উঠিয়া গেল কিন্তু জনসাধারণের দুর্দ্দশা কমিল না। গরীব যাহারা যেমন নিষ্পেষিত হইতেছিল তাহাদের অবস্থা তেমনই রহিল। স্বাধীনতা বা স্বরাজ হইয়াছে বলিয়া জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছে না।

ইংরেজ চলিয়া গেল। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে মানুষের অধিকার এখনও প্রতিষ্ঠিত হইল না। মানুষকে উন্নত করিবার মানুষকে বড় করিবার যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহা যেন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যাহারা সর্বভারতীয় জাতীয়তার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন আজ প্রাদেশিকতা তাহাদের সে দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাই এখন হিন্দুস্থানে প্রদেশে প্রদেশে বিরোধ ও তিক্ততা ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। ইহা স্বাধীন ভারতের সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্লক্ষণ।

যে জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতা তাহারা দূরে পড়িয়া আছে। দেশের নেতৃবৃন্দ, যে অবস্থায়ই হোক না কেন যাহাদের সাহায্যে বিদেশী সরকার দেশকে পরাধীন করিয়া ছিল এবং পরাধীন করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের লইয়াই স্বাধীন ভারতের শাসন কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা এক বিচিত্র ও অদ্ভুত ব্যাপার। যাহার জন্য প্রতিপদে ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করিতে হইতেছে। এই স্ববিরোধী ব্যবস্থার ফলে শাসন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল। জনসাধারণ বিভ্রান্ত, সর্বোপরি নেতৃবৃন্দের গণদৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত না হইয়া কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে স্বরাজ বা স্বাধীনতার আলো হইতে দরিদ্র পথচারী একেবারে বঞ্চিত।

সমস্যা অনেক আছে। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করিলে তাহা সহজ ও সরল হইতে পারিত তাহা না থাকাতে জটিলতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিধান পরিষদে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধান তৈরী হইতেছে। সেখানে সকল মানুষের সমান অধিকার, সকল মানুষের সমান সুযোগ—কিন্তু এ বিধান কার্যকরী করিবে কাহারা? যাহারা ইহাতে বিশ্বাস করেনা তাহাদের দ্বারা ইহা কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত দিক দিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করিলে ইহা পুঁথির ভাষা হইয়াই থাকিবে, মানুষের জীবনে ইহা বাস্তব হইয়া দেখা দিবেনা।

আজ ১৯৪৮ সালের জুনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই স্বাধীন ভারতের রূপ কল্পনা করিতেছি। মা এখনও আপনার শিব আপনার পদতলে দলন করিতেছেন। সমস্ত জাতি আজ তাই আগ্রহ আকুল দৃষ্টি লইয়া নূতন করিয়া তাহাদের সন্ধান করিতেছে, যাহারা মাকে সত্যই কমলারূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

তাহাদের আগমনের আশা লইয়াই আমরা পূর্ণ স্বাধীন ভারতে পদার্পন করিলাম।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গত ২৫শে মে মঙ্গলবার ঝালিদা থানার পিলাই নিবাসী বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সজ্ঞানে স্বর্গারোহন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি জানান যে কুড়ি মিনিটের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন এবং গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বলেন। পাঠ শেষ হইবামাত্র তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি ঝালিদা অঞ্চলের ও মানভূম জিলার বহু লোকের ধর্মগুরু ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই একনিষ্ঠ সাধক মানভূমের রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার অসীম দান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ৺নিবারণ চন্দ্রের সহকর্ম্মী ছিলেন ও তাঁহার অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মানভূমের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বরাবরই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন সত্যকার ধার্মিক, সাধক ও সেবক হারাইল। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

জনতার কল্যাণ ?

কোন কোন থানায় থানা ওয়েল-ফেয়ার অফিসার জনসাধারণকে বলিতেছেন যে হিন্দী শিখিলে বাঁধ খোঁড়ার, কূয়া খোঁড়ার ও জমি তৈরীর জন্য টাকা সাহায্য করা হইবে। ইঁহারা কি ইহা নিজ হইতে বলিতেছেন না কোন স্থান হইতে নির্দ্দেশ পাইয়া বলিতেছেন তাহাই প্রশ্ন। যাহাই হউক ইহা লইয়া অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বাঁধ কূয়া প্রভৃতি জনতার প্রয়োজন অনুসারেই হওয়া উচিত, গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যও তাহাই। কিন্তু অধস্তন কর্ম্মচারীরা যদি প্রয়োজন ও অভাব অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে জনসাধারণের জন্য সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োগ না করেন তবে তাহাতে জনগণের কাছে জনকল্যাণ কার্য্যগুলি অত্যন্ত রিসদৃশ হইয়া পড়ে। আমাদের জিলায় তাহাই হইয়া পড়িতেছে। ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

পাক বিড়রা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন।

আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩ই জুন রবিবার পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রামে মানভূম জিলার কংগ্রেস কর্মিদের সম্মেলন হইবে। জিতান সম্মেলনের মতই সমস্ত ব্যবস্থা থাকিবে। যাঁহারা যাইবেন তাঁহাদের দৈনিক আট আনা খোরাকী বাবত দিতে হইবে।

পাকবিড়রা গ্রামটী পুঞ্চার লৌলাড়া গ্রামের খুবই কাছে অবস্থিত। পুরুলিয়া হইতে নিয়মিত বাস চলাচল করে। সকালে দুপুরে ও বৈকালে বাস পাওয়া যায়। বাসে গেলে লৌলাড়াতে নামিলেই সুবিধা হয়।

এইবার কর্মি সম্মেলনে জিলার গঠনমূলক কার্য্যধারা, কর্মিদের সংগঠন বিষয়ে বিশেষ করিয়া আলোচনা ও কার্য্যধারা নির্দ্ধারিত হইবে।

থানা কংগ্রেস কমিটিগুলি জিতান সম্মেলনের সময় কর্মিদের যে লিষ্ট পাঠাইয়াছিলেন তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা ছাড়া যদি আরও কর্মির নাম পাঠাইতে চান তবে তাহা সম্মেলনের পূর্ব্বেই জিলা কংগ্রেস অফিসে পাঠাইবেন।

কর্মিদের পৃথক করিয়া সংবাদ দেওয়া হইল না। সংশ্লিষ্ট থানা কংগ্রেস কমিটী এবিষয়ে সকল কর্ম্মীকে জানাইয়া দিবেন।

বিভূতি দাস গুপ্ত
সম্পাদক, জিলা কংগ্রেস কমিটী
পুরুলিয়া।

ক্ষেত মজুরদের প্রতিনিধি সম্মেলন।

মানভূম জিলায় বহুস্থানে এই চাষের সময় ক্ষেত মজুরদের কিরূপ বেতন হইবে তাহা লইয়া নানাস্থানে নানা গোলমাল সৃষ্টি হইতেছে। এবিষয়ে জিলার সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া একটা যুক্তিসঙ্গত বেতনের হার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রত্যেক থানা হইতে দুএকজন ক্ষেত মজুরদের প্রতিনিধি লইয়া পুরুলিয়া সহরে একটী সম্মেলন করা স্থির হইয়াছে। সম্মেলনের তারিখ বর্ত্তমানে ৬ই আষাঢ় ২০শে জুলাই রাখা হইয়াছে।

এবিষয়ে সমস্ত থানা কংগ্রেস কমিটীর ও পঞ্চায়েতের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শীঘ্র মধ্যে প্রত্যেক থানা হইতে ৪।৫ জন এইরূপ ব্যক্তির নাম পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি যাহারা ক্ষেত মজুরদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন।

দুলালচন্দ্র দাস
সম্পাদক
হরিজন ও আদিবাসী শিক্ষা
ও সংস্কার সমিতি
পুরুলিয়া।

গ্রাম উদ্যোগ পঞ্চায়েত—

মানভূম জিলায় গত প্রায় দুই বৎসর যাবত গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠন করিয়া কার্য্য-চলিতেছে। সম্প্রতি কোন কোন স্থানে কতকগুলি সুবিধাবাদী লোক "গ্রামউদ্যোগ পঞ্চায়েত" নামে নূতন ধরণের প্রতিযোগী পঞ্চায়েত গঠন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিছুদিন দিন হইতে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, এই জিলাতে কংগ্রেস ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রাণপণে চেষ্টা হইতেছে এবং তাহার জন্য উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ, ইহার প্রমান বহু স্থান হইতেই পাওয়া যাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট সমর্থিত ও শ্রীরাজেন্দ্র বাবুর সভাপতিত্বে পরিচালিত "আদিম জাতি সেবামণ্ডলের বিরুদ্ধে" "আদিবাসী সভা" পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে "গ্রামউদ্যোগ পঞ্চায়েত" ইত্যাদি সৃষ্টির পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা এই যে—স্থানীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও উদ্যোগকারীদের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পুরাতন আমলাতান্ত্রিক পন্থায় তাহা করা সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব লোক সেবা দ্বারা, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিতে পারিবেন কি ?

১। নির্দ্দিষ্ট মূল্যে জনসাধারণকে কাপড় ও কেরাসিন প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা করা।

২। চোরাবাজার দৃঢ়হস্তে দমন করা।

৩। জমিদার মহাজন ও প্রবলের জুলুম হইতে দুর্ব্বল ও অসহায় জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৪। জনসাধারণের প্রকৃত সেবক ও ভৃত্যরূপে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জনসাধারণের কোথায় কি অসুবিধা ও অভিযোগ আছে তাহা জানিয়া তাহার প্রতিকার করা।

৫। যে সমস্ত সরকারী ব্যবস্থা আছে তাহা জনসাধারণের পক্ষে সুলভ, সহজও অনায়াসলভ্য করিয়া তাহাদের যে হয়রান হইতে হয়, তাহা হইতে তাহাদের বাঁচান।

৬। জঙ্গল সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থা থাকা সত্বেও অব্যবস্থাজনিত যে সমস্ত অসুবিধা ও হয়রানী জনসাধারণ ভোগ করিতেছে তাহার নিবারণ করা।

আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক ব্যাপারই আছে। কর্ত্তৃপক্ষ যদি বাস্তবিকই গরীবের সুবিধার্থ নিজেদের ক্ষমতার প্রয়োগ করেন, তবে বর্ত্তমানে তাহাদের যে সমস্ত পুঁজিপতি ও সুবিধাবাদী সমর্থক আছে তাহাদের সমর্থন হারাইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান খাড়া করিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু সেবা যেখানে উদ্দেশ্য নয় সেখানে এই নীতি অনুসৃত হয় না এবং তাহার ফলও হয় বিপরীত।

ছাত্র কংগ্রেসের ইস্তাহার

মানভূম জেলা ছাত্র কংগ্রেস নামে একটি সঙ্ঘ সম্প্রতি পুরুলিয়ায় একটি ট্রেনীং ক্যাম্প আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের পক্ষ হইতে ইস্তাহার নং ২ বাহির করা হইয়াছে। ইস্তাহারটি একপ্রকার জেলা কংগ্রেস সম্পাদকের একটি ইস্তাহারের জবাব স্বরূপেই বাহির করা হইয়াছে। গত ২৫শে মে উহাদের ট্রেনীং ক্যাম্পের উদ্বোধনী-সভায় জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া উহারা বিজ্ঞপ্তি সহকারে প্রচার করে। উহা তাহারা সভাপতি মহাশয়ের বিনা অনুমতিতে এবং আপত্তি সত্বেও প্রচার করে। তজ্জন্য জিলা কংগ্রেস সম্পাদক ইহার প্রতিবাদ জানাইয়া এক ইস্তাহার বাহির করেন এবং শুধু ভ্রমবশতঃ নয় ইচ্ছা করিয়াই উহারা করিয়াছিল বলিয়া উহাকে কু-অভিসন্ধিমূলক বলিয়া অভিহিত করেন। ছাত্র কংগ্রেস তাঁহাদের ২নং ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, আশাকরি এই ইস্তাহার পারস্পরিক ভুল বুঝার অবসান ঘটাইবে। কিন্তু ইস্তাহারটি জেলা সম্পাদকের প্রতিবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে যব উক্তি করিয়াছে তাহাতে ভুল বোঝা কমিবার পক্ষে কোনো সহায়তা করিবে না। কারণ সরলভাবে নিজেদের দোষ স্বীকার করার চেষ্টা না রাখিয়া অধিকন্তু অপরের উপর অধিকতর দোষ বর্ষন করার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এই মনোভাবের সহিত ভুল নিরসন করার আগ্রহ দেখাইয়া কতকগুলি আন্তরিকতাবিহীন উক্তি করা হইয়াছে। কিশোর বয়স্ক বালকদের কর্ণধারে এই সব কৌশলময় রাজনীতির কবলে পড়া তাহাদিগের

অগ্রগতির পক্ষে নিরতিশয় ক্ষতির হইবে ইহা তাহাদের স্মরণ রাখিতে বলি।

এই ছাত্রসঙ্ঘের পক্ষ হইতে দুইএকটি ছাত্র অতুলবাবুর নিকট আসে। তিনি সাধ্যমত সাহায্য করিবেন বলেন। কিন্তু ছেলেদের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া তাহাদের কার্য্যধারা মতামত প্রভৃতি নিজেদের কার্য্যধারায় সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে কিনা এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ঘটায় অতুলবাবু তাহাদিগকে তাহাদের প্রচারপত্র প্রভৃতিতে তাঁহার নাম দিতে বারণ করেন এবং সাক্ষাৎভাবে তাহাদের কার্য্যে যোগ দেওয়া সুবিধা হইবে না জানান। কয়েকদিন পরে ছাত্র কংগ্রেসের একটি কার্য্যকর্ত্তা আসিয়া অতুলবাবুকে বলেন ক্যাম্প উদ্বোধনের সভায় আপনাকে সভাপতি হইতে হইবে এবং আপনার নাম প্রচার পত্রে ছাপা হইয়া গিয়াছে। **অতুলবাবু বলেন আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া** ইহা করা উচিত হয় নাই। বিশেষতঃ আমাকে কোন কিছুর সহিত যুক্ত করিতে নিষেধই করিয়াছিলাম। তাহাতে সে জানায়—ভুলবশতঃ হইয়া গেছে। যাহাই হউক আপনাকে সভাপতি হইতে হইবে। উনি কারণ দেখাইয়া তাহাতে আপত্তি জানান, এবং বলেন তোমরা আমার নাম হ্যাণ্ডবিল হইতে কটিয়া দিও। তাহাতেও সে কাজে অংশ লইতে অনুরোধ করিতে থাকায় উনি বলেন তোমাদের সব কার্য্যধারা না বোঝা পর্য্যন্ত আমার পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হইবে না। সে জিজ্ঞাসা করে কি কারণে তিনি গেলেন না সে বিষয়ে ছাত্রদের সে কি জানাইবে। তিনি বলেন তুমি ঐ ভাবেই জানাইও। কিন্তু সে ইহা না জানাইয়া কার্য্যব্যপদেশে গেলেননা এই কথাই জানাইবে বলে। ২৫শে জেলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভা ছিল। সে এই বিষয়টিরই আশ্রয় লইতে চায়। কিন্তু এভাবে বলিতে তাহাকে নিষেধ করেন।

এত কথা হওয়া সত্বেও তাহারা পরদিন তাঁহার নাম সম্বলিত হ্যাণ্ডবিলটি প্রচার করে। নামটি কাটিবারও দরকার বোধ করে নাই। এবং এইভাবে লোককে ভুল ধারণায় পরিচালিত করে।

রাজনৈতিক কার্য্যধারা বিষয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব আছে। সেজন্য সম্পাদক মহাশয় উহাদের এই ভ্রমাত্মক কাজের প্রতিবাদ করেন। এই বালকগুলি নিজেরা মিথ্যাপ্রচারে দায়ী তথাপি অন্য লোকের প্রতি মিথ্যা প্রচার ও তাহাদের প্রতিষ্ঠানকে বিপন্ন করার অপবাদ দিয়া ক্ষোভ জানাইয়াছে।

সর্ব্বত্রই যেমন দলাদলি দেখা দিয়াছে, দুঃখের বিষয় এই ছাত্র কংগ্রেস লইয়াও একাধিক দল করিয়া মানভূমে কতকগুলি ছাত্রের মধ্যে বেরাবেরি সুরু হইয়াছে। দলাদলির প্রতিযোগীতায়, সমর্থন পাওয়ার পন্থা ও কৌশল স্বরূপই এই ব্যাপারটিতে সভাপতি মহাশয়ের যোগাযোগ প্রতিপন্ন করার এই অবাঞ্ছিত প্রচেষ্টা ঘটিয়াছিল। নিজেদের এই সকলের মধ্যে সভাপতি মহাশয়কে এভাবে জড়াইবার চেষ্টা করার জন্যই সম্পাদক মহাশয় ইহাদের প্রতি ধমক দিবার ও জনসাধারণকে প্রকৃত তথ্য জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন।

আমরা আশাকরি এই অবাঞ্ছিত কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা সহজভাবে নিজেদের ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া নিজদিগকে সংশোধন করিবে। তাহা না করিয়া নিজেদের অন্যায় ঢাকিতে গিয়া বিবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে থাকিলে নিজেদের কাজই পণ্ড হইবে।

দলাদলি এবং এই সব পথ পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ পথ ধরিয়া চলিলে উহারা আমাদের সকলেরই সমর্থন পাইবে। আমরা সর্ব্বদাই মনে প্রাণে চাই ছাত্ররা গড়িয়া উঠুক।

মর্ম্মরে খোদিত স্মৃতি

সত্যদ্রষ্টা ঋষির মর্ম্মমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন—
মাতৃবন্দনার জয়ধ্বনিতে মুখরিত জন-সমুদ্রের মাঝে
শুভ্র খদ্দরে আবৃত তাঁর পাষাণ প্রতিকৃতি।
আকাশে চলেছে অদৃশ্য শক্তির তাণ্ডব লীলা—
যেন ঋষির অশরীরি আত্মা পাষাণ প্রতিকৃতিতে
আশ্রয় লাভের জন্য,—
প্রকৃতির ভ্রুকুটি-কুটিলতা উপেক্ষা করে,—স্বার্থ দ্বেষ
হিংসাকে পদদলিত পরাস্ত করে, আসছেন পদগর্ব্বী

সত্যাগ্রহীদের মাঝে—সত্যের অনুপ্রেরণা দিতে,—শান্তির প্রতীকরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে—জনসেবায় তাদের উদ্বুদ্ধ করতে।

কোলাহল মুখরিত স্থান সহসা যেন যাদুদণ্ড স্পর্শে তপোবনের শুদ্ধশান্তি বিরাজ করল।

সরে গেল আবরণ!

এ কি রূপ! এযে ধ্যানমগ্ন ধুর্জ্জটি। শান্ত মৌন-স্থির।

ওহো পাষাণ প্রতিকৃতি নয়।

ঐযে চক্ষুতারকার অপূর্ব্ব-জ্যোতি!

মৌন মুখ—ভাষায় স্পন্দিত!

অচঞ্চল পাষাণ বস্ত্র—বরাভয় দানে প্রসারিত!

রূপালীপর্দ্দায় প্রতিফলিত চিত্রের ন্যায় অতীত দিনের স্মৃতি মানসপটে ফুটে উঠল।

১৯৩০ সাল। গ্রীষ্মের খররৌদ্রে-দগ্ধ দ্বিপ্রহর।

নগ্নপদে গাত্রাবৃত অর্দ্ধ উত্তরীয় মাথায় জড়িয়ে—ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ রাজপথ দিয়ে চলেছেন ঋষি।

পথিপার্শ্বস্থ এক কক্ষের মধ্য হতে উত্থিত উচ্চ হাসির-রোলে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

উদাত্ত মধুর কণ্ঠে আহ্বান জানালেন—কাব্যলে পার্টী আছ? মূহুর্ত্তে হাসির রোল হ'ল নিস্তব্ধ।

ধুম্রপূর্ণ কক্ষের দরজা খুলে সসঙ্কোচে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে একের পর এক বেরিয়ে এল ১৮ জন যুবক।

পরিধানে তাদের একই রকম পরিচ্ছদ—কাবুলীদের মত ঘাড় ছাঁটা বড় বড় চুল।

স্নিগ্ধ হাস্যে ঋষি বললেন—তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ আছে।

স্তম্ভিত যুবকদল—শ্রান্ত অভ্যাগত ঋষিকে অভ্যর্থনা করে আসন দেবে কোথায়? সিগারেটের ধুমে কক্ষাভ্যন্তর আচ্ছাদিত—টিনের বারান্দায় উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ রৌদ্র প্রবাহ।

অনাহুত ঋষি এলেন বারান্দায়। বুদ্ধিভ্রংশ হতবাক যুবকদের দিকে চেয়ে—বারান্দায় রক্ষিত দড়ির খাটিয়া স্বহস্তে পেতে তাতে উপবেশন করলেন। সহরবাসীর আতঙ্ক, দুরন্ত কাব্যলেপার্টীর সভ্যগণ লজ্জায় হল ম্রিয়মান।

জনৈক সভ্য তাড়াতাড়ি একটা হাত পাখা এনে হাওয়া করতে উদ্যত হল। সহাস্যে হাত বাড়িয়ে পাখা নিয়ে ঋষি বললেন—আমায় দাও। তুমি কেন কষ্ট করবে। ধীরে পাখা সঞ্চালন করে বললেন—শুনলাম কাল রাত্রিরে কোন মাতালকে খুব মেরেছ? না......... মারধোর ক'র না তোমরা সত্যাগ্রহী। ভালো কথায় তাদের বুঝিয়ে মদের অপকারিতা—দেশ ও দেশবাসীর দুরবস্থার কথা জানিয়ে—তাদের নিবৃত্ত করবে।

১ম সভ্য বললে—ভালো কথায় ওরা যে বোঝে না জেঠাবাবু। একটা টিনের তলোয়ার এনে আমাদের প্যাচ দেখাচ্ছিল, গালাগালি দিচ্ছিল, কেটে টুকরো টুকরো করে দেবে বলছিল। তাই দিলাম বেটাকে আচ্ছা করে দুঘা দিয়ে।

সরল বালকের ন্যায় প্রাণখোলা উচ্চহাসি হেসে বললেন—আমি তোমাদের নিয়ে বিপদে পড়েছি—অথচ তোমাদের না হলে আমার চলেও না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর পুণরায় তিনি আরম্ভ করলেন। কসাইডাঙ্গার মদের ভাটিতে আজ রাত্রিতে কেউ থাকতে চাইছে না। গত কাল রাত্রিতে জন কয়েক লোক গরুর রক্ত মেখে—সত্যাগ্রহীদের মেরে মদ খরিদ করে নিয়ে গেছে।

২য় সভ্য বললে—তবেই বুঝুন জেঠামশাই—ওরা কি ভাল কথা শোনে না বোঝে? ওদের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে ধনঞ্জয়

৩য় সভ্য বলল—কসাইডাঙ্গার ভাটীর ভার আজ আমাদের উপর দিন জেঠামশাই—দেখি আজ কে মদ কেনে?

নীমিলিত চক্ষে ক্ষণকাল চিন্তার পর ঋষি বললেন—হাঁ তাই দোব। কসাইডাঙ্গার ভাটীর দায়িত্ব আজ আমি তোমাদের উপরই ছেড়ে দোব। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার কাছে তোমাদিগকে শপথ করতে হবে যে কারও গায়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

৪র্থ সভ্য বললে—যদি তারা আমাদের মারে?

গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—মার খাবে।

বিস্মিত যুবকদল সমস্বরে প্রতিবাদ জানাল—জেঠামশাই!!!

তাঁর মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—তিনি বলেলন—শক্তির পরীক্ষা দিতে তো তোমরা সেখানে যাচ্ছ না। তোমরা যে সত্যাগ্রহী। শক্তি-গর্ব্বে-গর্ব্বিত দুরন্ত যুবকগণ পরস্পরকে অবলোকন করে ঋষির খাটিয়া ঘিরে বসে শপথ গ্রহণ করল।

শান্ত সৌম্য ঋষি প্রশান্ত মধুর আননে বললেন—যাক্ আমি নিশ্চিন্ত। দুজনার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পথে নেমে অনুসরণকারী যুবকদের বললেন তোমাদের বহুক্ষণ ধরে রৌদ্দুরে দাঁড় করিয়ে রেখে কষ্ট দিলাম—যাও এরপর ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নাও।

পথের মানুষ তিনি ··· কর্ম্মী তিনি ··· সাধক তিনি··· সত্যাগ্রহীশ্রেষ্ঠ তিনি। বিলাসী-যুবকদের বিশ্রাম নিতে বলে—শত শত সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশ্যে—সত্যাগ্রহীকে সত্যপথের নির্দ্দেশ দিতে—পথে পা বাড়ালেন।

আজ দীর্ঘদিন পরে দুর্দ্দান্ত কাব্যলে পার্টীর নাম কোন্ অতীতের অন্ধকারে মিশে গেছে—তাদের দুরন্ত-পনা অতীতের কোলে লীন হয়ে ··· কিন্তু ঐ এক-দিনের ধুমপানের অপরাধে শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহীকে রৌদ্রপ্রবাহের মাঝে আশ্রয় নিতে দেখে—যে অনুশোচনা তাদের মনে উদয় হয়েছিল—তার ক্ষমা চাইবার সুযোগ তারা পেল না। শাশ্বত সত্য মৃত্যু এসে—অসীম ব্যবধান রচনা করে দিয়ে গেল।

তাই আজ প্রথম দর্শনে শান্তির প্রতীকরূপী মর্ম্মর-মূর্ত্তির নিকট প্রার্থনা ওগো ক্ষমা সুন্দর! ওগো শান্তির অগ্রদূত! ক্ষমা করো শান্তি দাও।

—ওঁ শান্তি—

কাব্যলে পার্টীর প্রাক্তন সভ্য

১১।৫।৪৮

অবস্থা কোনদিকে?

(ভজহরি মহাত)

আমি বান্দোয়ান থানার—বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনা প্রকাশ করিতেছি। আমরা যখন অদ্ভুত সত্যাগ্রহী ছিলাম তখন গ্রামে ২ ঘুরিয়া মদ গাঁজা বন্ধ করিতে পারিয়াছিলাম। তখন ইংরাজ শাসন আমাদের উপর প্রবলভাবে চলিতেছিল। কিন্তু আজ গ্রামের চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাট পর্য্যন্ত আমার নিজের সরকারে কায়েম হওয়া সত্বেও এখন প্রতি গ্রামে অত্যন্ত মদ চুলাই ও গাঁজা গাছ রোপণ হইতেছে কিন্তু কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছি না। বহু গ্রামে নিম্ন প্রাঃ স্কুলে বা জনসভা করিয়া রাষ্ট্রভাষার প্রচার বলিয়া যত সকল কংগ্রেস বিরোধি পার্টি ছিল তাঁদের কোলে তুলিয়া নেওয়া হইতেছে। আর আমাদের বাংলা ভাষাভাষী মনে করিয়া দূরে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। শুধু তাই নয় চোর-গুণ্ডা বলিয়া গালাগালী দেওয়া হইতেছে। তাই আজ আমার অন্তরের দুঃখ চাপা দিয়া রাখিতে পারিতেছি না। ছেলে বেলার থেকে লড়াই করিয়া আসিতেছি সত্যের জন্য কিন্তু এখন সত্যের বিরুদ্ধে জোর জবরদস্তি করিয়া মিথ্যার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমার রাষ্ট্রভাষার উপর যে প্রেম বা শ্রদ্ধা আছে তাহা আজ শাসনে পরিণত হইয়া যাইতেছে। কারণ আমার থানার মাঙ্গলা গ্রামে একটি হিন্দি স্কুল খোলা হইয়াছে আজ প্রায় তিন চারি মাস হইতে, কিন্তু তাহারা কোন শিক্ষা করিতে পারে নাই, আমার কাছে এসে বলছে যে একটি বাংলা শিক্ষা দিবার মাষ্টার দেওয়া হউক। তাঁরা সকলে আদিবাসী গরীব। গ্রামে মাষ্টার-দের খাবার দেবার ক্ষমতা তাদের নাই। এখানে দুইটি মাষ্টারের খাবার যোগাড় কি করিয়া চলে। এইরূপ আরো বহু জায়গাতে চলিতেছে। (মানভূমে) আজ যদি এইরূপ ভাষার জন্য জোর-জবরদস্তি রাষ্ট্রভাষার প্রচার চালানো হয় তবে রাষ্ট্রনেতা বাপুজীর অহিংসার প্রধান

অস্ত্র চরখাকে আইন দ্বারা পরিচালনা করা হইতেছে না কেন?

এইসব দেখিয়া ভাবিতেছি অবস্থা কোন দিকে?

বিশ্ববার্ত্তা

ইউরোপের দেশগুলির বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিলে একটী বিশেষ ধারা চোখে পড়ে। তাহা এই যে ঐ দেশগুলির একটী অংশ যেমন একদিকে অপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, তেমনই অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই পশ্চিম ইউরোপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুকসেমবার্গের মধ্যে একটী চুক্তির বিষয় অবগত হইয়াছি। ইতিমধ্যে উক্ত দেশগুলির দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রীগণের মধ্যে আলোচনার ফলে একটী সুসংবদ্ধ সম্মিলিত আত্মরক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং শোনা যাইতেছে যে এই পরিকল্পনাটীকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া কার্য্যকরী করিতে আমেরিকা বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। আমেরিকা প্রকাশ্যভাবে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসংঘের সভ্য না হইলেও কার্য্যতঃ তাহারই ভিত্তিস্বরূপ হইবে। এশিয়া মহাদেশেও চীন ও পারস্যে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারের বিষয় প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করা হইয়াছে।

অপরদিকে সেভিয়েট রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। সকল চুক্তিগুলিরই মর্ম্ম এই যে স্বাক্ষরকারী যে কোন শক্তি জার্ম্মানী বা অন্য কোন শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অন্যান্য শক্তি তাহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে এবং একে অপরের বিরোধী কোন সংঘে যোগদান করিতে পারিবে না এবং পরস্পরের সহিত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইবে।

আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সকল কূটনীতি সোভিয়েট রাশিয়াকে ভূমধ্যসাগর হইতে দূরে সরাইয়া রাখার ব্যাপারে নিয়োগ করা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া মণ্ট্রো কনভেনশানের সংশোধন এবং ডার্ডানেলিস প্রণালীতে সেভিয়েট ও তুরস্কের যুক্ত শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্য জিদ করিয়া আসিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ভূমধ্য সাগরের পথে সোভিয়েট রাশিয়ার যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত করা। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা ইহাতে সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিতেছে। ডার্ডানেলিস এর পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য একটী উপায় তুরস্ক কিংবা গ্রীসকে করায়ত্ত করা। এই দুইটী দেশে সোভিয়েট বিরোধী দলগুলিকে শক্তিশালী করিবার জন্য আমেরিকা ও ইংলণ্ড কোন বিষয়ে কার্পণ্য করিতেছে না। আমেরিকা তুরস্ককে ১০ কোটী ডলার মূল্যের আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র আপাততঃ বিনামূল্যে সরবরাহ করিয়াছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞদের অধীনে তুরস্কের নৌবাহিনীকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। গ্রীসেও প্রধানতঃ বৃটিশ সামরিক শক্তির সাহায্যে বামপন্থী ই, এ, এম দলকে দমন করিয়া বৃটিশের প্রতি অনুরক্ত দলকে রাজাশাসনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে ইংলণ্ড ও আমেরিকা গ্রীসকে বহু অর্থ সাহায্য করিয়া গ্রীসের সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে গ্রীসে মার্ক্সিস গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত গভর্ণমেণ্ট গ্রীসের সরকারকে নানাভাবে বিপন্ন করিতেছে।

বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রকাশ্যভাবেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা বলিতেছেন। আমেরিকার সমর প্রস্তুতির আয়োজন বহু আড়ম্বর সহকারেই ঘোষণা করা হইতেছে। সম্প্রতি মে দিবস পালনের দিন মার্শাল ষ্টালিন সোভিয়েট রাশিয়ার সৈন্যগণকে সর্ব্বসময়ে প্রস্তুত থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তবে কী তৃতীয় মহাযুদ্ধ সত্যসত্যই আসন্ন? পণ্ডিত নেহেরুর মতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শীঘ্র মধ্যে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এবং একটী বিষয় লক্ষ্য করিলে তাঁহার উক্তিই সত্য বলিয়া মনে হয়। নেতৃবর্গের যুদ্ধের অনুকূল মনোভাব জাগরিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত দেশগুলির জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না এবং সেই জন্যই তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্যই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন এই কথাই বারবার করিয়া বলিতেছেন। কিন্তু দুই দলেই যদি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইতেছে, তবে আক্রমণ করিবে কে? দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে নেতৃবর্গের সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও জনগণ এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই এবং জগতের শান্তির পক্ষে তাহাই একমাত্র শুভ লক্ষণ কিন্তু পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বিরোধ আছে, বিনা যুদ্ধে তাহার সমাধান কী সম্ভব?

ভারতীয় সংবাদ

ভারত সরকার কর্ত্তৃক বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ:

আহমেদাবাদ হইতে এই মর্ম্মে একটা সংবাদ আসিয়াছে—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট বস্ত্র শিল্পের ভার নিজের হস্তে গ্রহণ করিবেন; অধিকন্তু মিল প্রস্তুত বস্ত্রাদিও প্রদেশসমূহের প্রয়োজন অনুসারে ইহারা নিজ হস্তে বণ্টন করিবেন এবং মিল সরাসরিভাবে আপন ইচ্ছায় কাহাকেও বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না।

সুতা বিনিয়ন্ত্রন:

বিহার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে সুতার দর ও আদান প্রদানের উপর সমস্ত রকম আদেশ গত ২২শে মে হইতে তুলিয়া লইয়াছেন।

রেল চলাচল বন্ধ:

নিজাম রাজ্য হইতে আগত মাদ্রাজ-বম্বে মেল যাত্রীদের নিকট রেলগাড়ীর উপর রাজকরদলের আক্রমণের সংবাদ পাইয়া এবং এ সম্বন্ধে সরকারী সমর্থন পাওয়ায় মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষগণ মাদ্রাজ হইতে বোম্বাইগামী সমস্ত ট্রেন যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কাশ্মীরে গণভোট:

কাশ্মীর ও জম্মুর প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা লাল চকে এক বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া বলেন যে বর্ত্তমানে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা হইবে না। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে কাশ্মীর কিরূপ ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে তাহার একটা বিবরণ দেন এবং দৃঢ়ভাবে সকলকে জানান যে—আমাদের কাহারও সহিত শত্রুতা নাই বা কাহারও দেশ আমরা আত্মসাৎ করিতে চাহিনা। আমরা কেবলমাত্র স্বৈরতন্ত্রের অবসান চাই ও নিজেদের ভবিষ্যত নিজেদের ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে চাই।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ—

জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের জন্য কাউন্সিল কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া আসা বিলটী বিহার পরিষদ পাস করিয়াছেন। জমিদারীর বিনিময়ে অধিকমাত্রায় ক্ষতিপূরণ আদায়ের একটা চেষ্টা শেষ মুহূর্ত্তেও করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

গান্ধীজীর হত্যার বিচার—

গত ২৭শে মে হইতে মহাত্মা গান্ধীর হত্যার বহু অপেক্ষিত বিচার দিল্লীর লাল কেল্লায় আরম্ভ হইয়াছে। বিচারের কার্য্য ঠিক ১০ টার সময় শ্রীযুক্ত আত্মারাম চরণ, আই, সি, এস, এর বিচারপতিত্বে আরম্ভ হয়। ঐ দিন আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্জগুলি দাখিল করা হয় এবং বিচার আগামী ১৪ই জুন পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে। অতঃপর ঐ সময় হইতে প্রতিদিনই বিচারের কার্য্য চলিতে থাকিবে। হত্যার দায়ে অভিযুক্ত নয়জন ব্যক্তির মধ্যে সাতজন—মহারাষ্ট্রীয়, একজন—পাঞ্জাবী আশ্রয়প্রার্থী, আরেকজন—গোয়ালিয়রের এক ডাক্তার।

হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা—

দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলী বিদায়ের পূর্ব্বে পণ্ডিত জহরলাল এবং রাজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভি, পি, মেননের সহিত এক ঘণ্টার উপর গভর্ণমেণ্ট হাউসে আলোচনা করেন। প্রকাশ যে গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও আলোচনায় যোগদেন। আলোচনার মূল সূত্র লইয়া তিনি নিজামের সহিত পরামর্শের পর শীঘ্রই দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার এই প্রত্যাবর্ত্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হইতেছে।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তুলিন সাহু এষ্টেটের অধীন মানভূম জেলাস্থিত তুলিন, উহুপিড়ি ও কেরওয়াড়ী মৌজা এবং রাঁচী জেলাস্থিত কোকরণা, স্থুলুংজুড়ী, হাহেল্লপুং, লেংহাতু ও বিসরিয়া মৌজার অন্তর্গত খাস পতিত জায়গাগুলি পুরুলিয়ার সাবজজ বাহাদুরের হুকুম অনুযায়ী উচিত সেলামী ও খাজনায় রায়তি স্বত্বে বন্দোবস্ত করা হইবে। যাঁহারা উক্ত জায়গা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আগামী ৭ই জুন তারিখের মধ্যে আমার নিকট প্রস্তাবিত সেলামী ও খাজনা উল্লেখে দরখাস্ত দাখিল করিবেন। সমস্ত বন্দোবস্তই পুরুলিয়ার সাবজজ বাহাদুরের মঞ্জুর সাপেক্ষ হইবে এবং সাবজজ বাহাদুরের আজ্ঞা হইলে প্রকাশ্য নীলামে সর্ব্বোচ্চ ডাকে বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। বন্দোবস্তীয় সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ তুলিন কাছারীতে বা আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে। ইতি ২৮।৫।৪৮

স্বাঃ শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়
উকিল, পুরুলিয়া।
রিসিভার সাহুর এষ্টেট
তুলিন

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত
জাতিগঠন কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র
মাসিক
সংগঠন
নিয়মিত পাঠ করুন
নূতনদেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের
ভাবুন, জানুন, দেশ কিভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা
প্রতি সংখ্যা ঃ ॥৹ সডাক চাঁদা বার্ষিক—৬৲
ষাণ্মাসিক—৩॥৹
সম্পাদিকা : শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র
কার্যালয়—৫/২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা ৩
ফোন বড়বাজার ৩০৮০
পরিচালনা ঃ সংগঠন ট্রাষ্ট

ড্রাগ হাউস
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া
একমাত্র এই স্থানেই পেনীসিলিন ইত্যাদি আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় এবং যাবতীয় প্রেসক্রিপশন বিশুদ্ধ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হয়।
রাত্রেও ঔষধাদি দিবার বন্দোবস্ত আছে।

আদর্শ রন্ধনশালার আদর্শ কড়াই
হরিশ মার্কা কড়াই ও লক্ষী মার্কা বালতি
সোল এজেন্ট :—লক্ষ্মী হার্ডওয়ার ষ্টোরস
প্রোঃ গোবিন্দ চন্দ্র কুণ্ডু সত্যনারাণ পাল
৫৩৪ নং জি, টি, রোড, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।
মানভূম ষ্টকীষ্ট—নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত,
পুরুলিয়া।

বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।